সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ।

Probodh Kumari Devi.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গবাসীর সহকারি-সম্পাদক

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা,
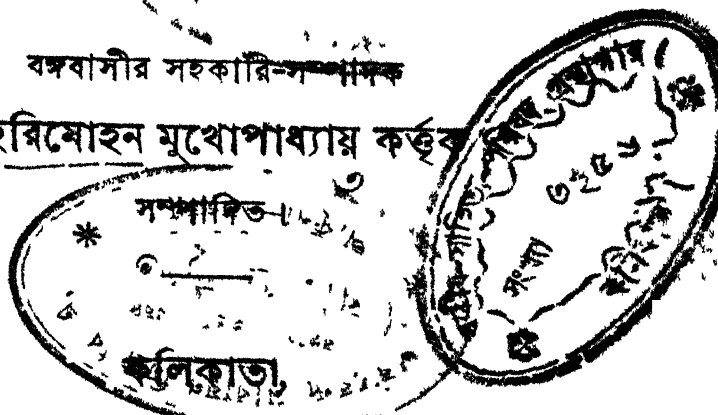
৩৪।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম মেশিন প্রেসে

শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০৬।

ভূমিকা।

সঙ্গীত সার-সংগ্রহ-সঙ্কলনে কতিপয় সঙ্গীত-গ্রন্থের সাহায্য পাইয়াছি। হুগলী ভাঙ্গামোড়ানিবাসী সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ও এ পক্ষে আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন।

নিধুবাবুর গান, কবির গান এবং হরি-সংকীর্ত্তনের বহু-সংখ্যক গানে সুর তাল দেওয়া হইল না। সকল গানই একবার নিজে গাহিয়া সুর তাল ঠিক করিয়া লইতে হয়। সে অবসর আমাদের হয় নাই; ততটা শক্তিও নাই। পরন্তু কোন কোন গান,—একাধিক সুরেও গীত হইতে পারে। সঙ্গীত-রসজ্ঞগণ এই সকল গানে সুর তাল দিয়া গাহিতে পারিবেন।

ভারতচন্দ্রের গানে এই সর্ব্বপ্রথম সুর-তাল সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইল। আশা আছে, এইবার বঙ্গের সর্ব্বত্র ইহার সঙ্গীত অধিকতর আদৃত এবং গীত হইবে।

যে সকল প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-রচয়িতার সঙ্গীত এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল, তাঁহাদের সকলেরই সংক্ষিপ্ত জীবনীও ইহাতে দিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অনেকেরই জীবনী দেওয়া হইল না; কোন কোন পদকর্ত্তার জীবন-বিবরণ এক্ষণে একেবারেই দুষ্প্রাপ্য; আবার অনেকের নিকট পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়াও, তাঁহাদের জীবনী সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

সঙ্গীত-সার-সংগ্রহের জন্য যাঁহারা সঙ্গীত পাঠাইয়াছিলেন, স্থানাভাবে তাঁহাদের অনেকেরই সঙ্গীত প্রকাশিত হইল না। ইহাই শেষখণ্ড।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

Probodh Kumari Devi

জয়দেব।

জয়দেব।

প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয়নদী-তীরবর্ত্তী কেন্দুলি (কেন্দুবিল্ব) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে কত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে—কেহ বা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জন্মকাল স্থির করিয়া থাকেন। জয়দেব গোস্বামী,—গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনের পঞ্চরত্নের প্রধান 'রত্ন' ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার স্মরণার্থ কেন্দুলি গ্রামে অদ্যাবধি মহোৎসবে মেলা হইয়া থাকে।

মালবরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে।

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্।
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে॥

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে॥

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না।
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে॥

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গম্।
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন।
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে॥

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপম্।
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ম্
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃতরঘুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্।
কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে॥

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্।
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশবধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারম্।
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে।

গুর্জ্জরীরাগপ্রতিমণ্ঠ শালাভ্যাং গীয়তে।

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল
কলিতললিতবনমাল।
জয় জয় দেব হরে॥
দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন
মুনিজনমানসহংস॥
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন
যদুকুলনলিনদিনেশ॥
মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন
সুরকুলকেলিনিদান॥
অমলকমলদললোচন ভবমোচন
ত্রিভুবনভবননিধান॥
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ
সমরশমিতদশকণ্ঠ॥
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর
শ্রীমুখচন্দ্রচকোর॥
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং
মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতম্॥ ২

বসন্তরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে।
ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন-
কোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিল-
কূজিতকুঞ্জকুটীরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি
বিরহিজনস্য দুরন্তে॥
উন্মদমদনমনোরথপথিকবধূ-
জনজনিতবিলাপে।
অলিকুলসঙ্কুলকুসুমসমূহ-
নিরা-কুলবকুলকলাপে॥
মৃগমদসৌরভরভসবশম্বদ-
নবদলমালতমালে।
যুবজনহৃদয়বিদারণমনসিজ-
নখরুচিকিংশুকজালে।
মদনমহীপতিকনকদণ্ডরুচি-
কেশরকুসুমবিকাশে।
মিলিতশিলীমুখপাটলিপটলকৃত-
স্মরতূণবিলাসে॥
বিগলিতলজ্জিতজগদবলোকন-
তরুণকরুণকৃতহাসে।
বিরহিনিকৃন্তনকুন্তমুখাকৃতিকেতকি-
দন্তুরিতাশে॥
মাধবিকাপরিমলললিতে
নবমালতিজাতিসুগন্ধৌ।
মুনিমনসামপি মোহনকারিণি
তরুণাকারণবন্ধৌ॥

স্ফুরদতিমুক্তলতাপরিরম্ভণ-
মুকুলিতপুলকিতচূতে।
বৃন্দাবনবিপিনে পরিসরপরিগত-
যমুনাজলপূতে ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমুদয়তু
হরিচরণস্মৃতিসারম্।
সরসবসন্তসময়বনবর্ণন-
মনুগতমদনবিকারম্ ॥ ৩

রামকরীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে।
চন্দনচর্চ্চিতনীলকলেবর-
পীতবসনবনমালী।
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিত-
গণ্ডযুগস্মিতশালী।
হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে।
বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে ॥
পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং
পরিরভ্য সরাগম্।
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদ-
ঞ্চিতপঞ্চমরাগম্ ॥
কাপি বিলাসবিলোলবিলোচন-
খেলনজনিতমনোজম্।
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদন-
বদনসরোজম্ ॥
কাপি কপোলতলে মিলিতা
লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে।
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং
পুলকৈরনুকূলে ॥
কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং
যমুনাবনকূলে।
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জগতং বিচকর্ষ
করেণ দুকূলে ॥
করতলতালতরলবলয়াবলি-
কলিতকলস্বনবংশে।
রাসরসে সহ নৃত্যপরা হরিণা
যুবতিঃ প্রশশংসে ॥
শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি
কামপি রময়তি রামাম্।
পশ্যতি সস্মিতচারুতরামপরা-
মনুগচ্ছতি বামাম্ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমদ্ভুত-
কেশবকেলিরহস্যম্।
বৃন্দাবনবিপিনে ললিতং বিতনোতু
শুভানি যশস্যম্ ॥ ৪

গুর্জ্জরীরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে।
সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনি-
মুখরিতমোহনবংশম্।
চলিতদৃগঞ্চলচঞ্চলমৌলিকপোল-
বিলোলবতংসম্ ॥
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥
চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডকমণ্ডল-
বলয়িতকেশম্।
প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিতমেদুর-
মুদিরসুবেশম্ ॥

গোপকদম্বনিতম্ববতীমুখ-
চুম্বনলম্ভিতলোভম্।
বন্ধুজীবমধুরাধরপল্লবমুল্লসিতস্মিতশোভম্
বিপুলপুলকভুজপল্লববলয়িত-
বল্লবযুবতিসহস্রম্।
করচরণোরসি মণিগণভূষণ-
কিরণবিভিন্নতমিস্রম্ ॥
জলদপটলচলদিন্দুবিনিন্দক
চন্দনতিলকললাটম্।
পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দন-
নির্দ্দয়হৃদয়কবাটম্ ॥
মণিময়মকরমনোহরকুণ্ডল-
মণ্ডিতগণ্ডমুদারম্।
পীতবসনমনুগতমুনিমনুজ-
সুরাসুরবরপরিবারম্ ॥
বিশদকদম্বতলে মিলিতং
কলিকলুষভয়ং শময়ন্তম্।
মামপি কিমপি তরঙ্গদনঙ্গদৃশা
মনসা রময়ন্তম্ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমতিসুন্দর-
মোহনমধুরিপুরূপম্
হরিচরণস্মরণং প্রতি সম্প্রতি
পুণ্যবতামনুরূপম্ ॥ ৫

মালবরাগেণ একতালীতালেন চ গীয়তে

নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি
রহসি নিলীয় বসন্তম্।
চকিতবিলোকিতসকলদিশা
রতিরভসরসেন হসন্তম্ ॥
সখি হে কেশিমথনমুদারম্।
রময় ময়া সহ মদনমনোরথ-
ভাবিতয়া সবিকারম্ ॥
প্রথমসমাগমলজ্জিতয়া
পটুচাটুশতৈরনুকূলম্।
মৃদুমধুরস্মিতভাষিতয়া
শিথিলীকৃতজঘনদুকূলম্ ॥
কিশলয়শয়ননিবেশিতয়া
চিরমুরসি মমৈব শয়ানম্।
কৃতপরিরম্ভণচুম্বনয়া পরিরভ্য
কৃতাধরপানম্ ॥
অলসনিমীলিতলোচনয়া
পুলকাবলিললিতকপোলম্।
শ্রমজলসিক্তকলেবরয়া
বরমদনমদাদতিলোলম্ ॥
কোকিলকলরবকূজিতয়া
জিতমনসিজতন্ত্রবিচারম্।
শ্লথকুসুমাকুলকুন্তলয়া
নখলিখিতঘনস্তনভারম্ ॥
চরণরণিতমণিনূপুরয়া
পরিপূরিতসুরতবিতানম্।
মুখরবিশৃঙ্খলমেখলয়া
সকচগ্রহচুম্বনদানম্ ॥
রতিসুখসময়রসালসয়া দর-
মুকুলিতনয়নসরোজম্।

নিঃসহনিপতিততনুলতয়া
মধুসূদনমুদিতমনোজম্ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়-
মধুরিপুনিধুবনশীলম্।
সুখমুৎকণ্ঠিতগোপবধূকথিতং
বিতনোতু সলীলম্ ॥ ৬

গুর্জরীরাগপ্রতিমঠতালাভ্যাং গীয়তে।

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং
বধূনিচয়েন।
সাপরাধতয়া ময়াপি ন বারিতাতিভয়েন
হরিহরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব
কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা
চিরং বিরহেণ।
কিং ধনেন কিং জনেন কিং মম
জীবিতেন গৃহেণ ॥
চিন্তয়ামি তদাননং কুটিলভ্রূ-
কোপভরেণ।
শোণপদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং
ভ্রমরেণ ॥
তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং
ভৃশং রময়ামি।
কিং বনেঽনুসরামি তামিহ কিং
বৃথা বিলপামি ॥
তন্বি খিন্নমসূয়য়া হৃদয়ং তবাকলয়ামি।
তন্ন বেদ্মি কুতো গতাসি ন তেন
তেঽনুনয়ামি ॥
দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে
বিদধাসি।
কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং
ন দদাসি ॥
ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং
ন করোমি।
দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন
দুনোমি ॥
বর্ণিতং জয়দেবকেন
হরেরিদং প্রণতেন।
কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভব-
রোহিণীরমণেন ॥ ৭

কর্ণাটরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে।

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণ-
মনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব
কলয়তি মলয়সমীরম্ ॥
সা বিরহে তব দীনা।
মাধব মনসিজবিশিখভয়াদিব
ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা ॥
অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব
ভবদবনায় বিশালম্।
স্বহৃদয়মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি
সজলনলিনীদলজালম্ ॥
কুসুমবিশিখশরতল্পমনল্প-
বিলাসকলাকমনীয়ম্।

শ্রুতমিব তব পরিরম্ভসুখায়
করোতি কুসুমশয়নীয়ম্ ॥
বহতি চ গলিতবিলোচনজলধর-
মাননকমলমুদারম্।
বিধুমিব বিকটবিধুন্তুদদন্ত-
দলনগলিতামৃতধারম্ ॥
বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন
ভবন্তমসমশরভূতম্।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায়
করে চ শরং নবচূতম্ ॥
প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব
তব চরণে পতিতাহম্।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদিসুধা-
নিধিরপি তনুতে তনুদাহম্ ॥
ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য
ভবন্তমতীব দুরাপম্।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি
চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমধিকং যদি
মনসা নটনীয়ম্।
হরিবিরহাকুলবল্লবযুবতিসখী-
বচনং পঠনীয়ম্ ॥ ৮

দেশাখরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে।

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্।
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্ ॥
রাধিকা বিরহে তব কেশব ॥
সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্ ॥
শ্বসিতপবনমনুপমপরিণাহম্।
মদনদহনমিব বহতি সদাহম্ ॥
দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্।
নয়ননলিনমিব বিগলিতনালম্ ॥
নয়নবিষয়মপি কিশলয়তল্পম্।
কলয়তি বিহিতহুতাশবিকল্পম্ ॥
ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলম্।
বালশশিনমিব সায়মলোলম্ ॥
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্।
বিরহবিহিতমরণেব নিকামম্ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিতি গীতম্।
সুখয়তু কেশব পদমুপনীতম্ ॥ ৯

বরাটীরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে।

বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়।
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায় ॥
সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥
দহতি শিশিরময়ূখে মরণমনুকরোতি
পততি মদনবিশিখে বিলপতি
বিকলতরোঽতি ॥
ধ্বনতি মধুপসমূহে শ্রবণমপি দধাতি।
মনসি বলিতবিরহে নিশি নিশি
রুজমুপযাতি ॥
বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি
ললিতমপি ধাম।

লুণ্ঠতি ধরণিশয়নে বহু বিলপতি তব নাম
ভণতি কবিজয়দেব ইতি
বিরহবিলসিতেন।
মনসি রভসবিভবে হরিরুদয়তু
সুকৃতেন ॥ ১০

কেদাররাগেণ একতালী তালেন চ গীয়তে
রতিসুখসারে গতমভিসারে
মদনমনোহরবেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর
তং হৃদয়েশম্ ॥
গোপীপীনপয়োধরমর্দ্দনচঞ্চলকরযুগশালী
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি
বনে বনমালী ॥
নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে
মৃদু বেণুম্।
বহু মনুতে তনুতে তনুসঙ্গত-
পবনচলিতমপি রেণুম্ ॥
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে
শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্ ॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং
রিপুমিব কেলিসুলোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং
শীলয় নীলনিচোলম্ ॥
উরসি মুরারেরুপহিতহারে
ঘন ইব তরলবলাকে।
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে
রাজসি সুকৃতবিপাকে।
বিগলিতবসনং পরিহৃতরশনং
ঘটয় জঘনমপিধানম্
কিশলয়শয়নে পঙ্কজনয়নে
নিধিমিব হর্ষনিদানম্।
হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি
যাতি বিরামম্
কুরু মম বচনং সত্বররচনং
পূরয় মধুরিপুকামম্।
শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে
ভণতি পরমরমণীয়ম্
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং
নমত সুকৃতকমনীয়ম্ ॥ ১১

গুণকরীরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে
পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্।
ত্বদধরমধুরমধূনি পিবন্তম্ ॥
নাথ হরে—জয় নাথ হরে—সীদতি
রাধা বাসগৃহে।
ত্বদভিসরণরভসেন বলন্তী।
পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী
বিহিতবিশদবিসকিশলয়বলয়া।
জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া ॥
মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥
ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্।
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারম্ ॥

স্নিহ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পম্।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্॥
ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা।
বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতম্।
রসিকজনং তনুতামতিমুদিতম্॥ ১২

মালবরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।

কথিতসময়েঽপি হরিরহহ
ন যযৌ বনম্।
মম বিফলমিদমমলরূপমপি যৌবনম্॥
যামি হে কমিহ শরণং
সখীজনবচনবঞ্চিতা॥
যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম্।
তেন মম হৃদয়মিদমসমশরকীলিতম্॥
মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতনা।
কিমিতি বিষহামি বিরহানলমচেতনা॥
মামহহ বিধুরয়তি মধুরমধুযামিনী।
কাপি হরিমনুভবতি কৃতসুকৃতকামিনী॥
অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম্।
হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্॥
কুসুমসুকুমারতনুমতনুশরলীলয়া।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষমশীলয়া॥
অহমিহ নিবসামি নগণিতবনবেতসা।
স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা॥
হরিচরণশরণজয়দেবকবিভারতী।
বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমলকলাবতী॥

বসন্তরাগেণ একতালীতালেন চ গীয়তে

স্মরসমরোচিতবিরচিতবেশা।
দলিতকুসুমদরবিলুলিতকেশা॥
কাপি চপলা মধুরিপুণা।
বিলসতি যুবতিরধিকগুণা॥
হরিপরিরম্ভণবলিতবিকারা।
কুচকলসোপরি তরলিতহারা॥
বিচলদলকললিতাননচন্দ্রা।
তদধরপানরভসকৃততন্দ্রা॥
চঞ্চলকুণ্ডলদলিতকপোলা।
মুখরিতরশনজঘনগতিলোলা॥
দয়িতবিলোকিতলজ্জিতহসিতা।
বহুবিধকূজিতরতিরসরসিতা॥
বিপুলপুলকপৃথুবেপথুভঙ্গা।
শ্বসিতনিমীলিতবিকসদনঙ্গা॥
শ্রমজলকণভরসুভগশরীরা।
পরিপতিতোরসি রতিরণধীরা॥
শ্রীজয়দেবভণিতহরিরমিতম্।
কলিকলুষং জনয়তু পরিশমিতম্॥ ১৪

গুর্জ্জরীরাগেণ একতালীতালেন চ গীয়তে

সমুদিতমদনে রমণীবদনে
চুম্বনবলিতাধরে।
মৃগমদতিলকং লিখতি সপুলকং
মৃগমিব রজনীকরে॥
রমতে যমুনাপুলিনবনে
বিজয়ী মুরারিরধুনা॥

ঘনচয়রুচিরে রচয়তি চিকুরে
তরলিততরুণাননে।
কুরুবককুসুমং চপলাসুষমং
রতিপতিমৃগকাননে॥
ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগগগনে
মৃগমদরুচিরূষিতে।
মণিসরমমলং তারকপটলং
নখপদশশিভূষিতে॥
জিতবিসশকলে মৃদুভুজযুগলে
করতলনলিনীদলে।
মরকতবলয়ং মধুকরনিচয়ং
বিতরতিহিমশীতলে॥
রতিগৃহজঘনে বিপুলাপঘনে
মনসিজকনকাসনে।
মণিময়রশনং তোরণহসনং
বিকিরতি কৃতবাসনে॥
চরণকিসলয়ে কমলানিলয়ে
নখমণিগণপূজিতে।
বহিরপবরণং যাবকভরণং
জনয়তি হৃদি যোজিতে॥
রময়তি সুভৃশং কামপি সুদৃশং
খলহলধরসোদরে।
কিমফলমবসং চিরমিহ বিরসং
বদ সখি বিটপোদরে॥
ইহ রসভণনে কৃতহরিগুণনে
মধুরিপুপদসেবকে।
কলিযুগচরিতং ন বসতু দুরিতং
কবিনৃপজয়দেবকে॥ ১৫

দেশাখ্যেন রাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে
অনিলতরলকুবলয়নয়নেন।
তপতি ন সা কিসলয়শয়নেন॥
সখি যা রমিতা বনমালিনা॥
বিকসিতসরসিজললিতমুখেন।
স্ফুটতি ন সা মনসিজবিশিখেন॥
অমৃতমধুরমৃদুতরবচনেন।
জ্বলতি ন সা মলয়জপবনেন॥
স্থলজলরুহরুচিকরচরণেন।
দহতি ন সা হৃদি হিমকিরণেন॥
সজলজলদসমুদয়রুচিরেণ।
দলতি ন সা হৃদি বিরহভরেণ॥
কনকনিকষরুচিশুচিবসনেন।
শ্বসিতি ন সা পরিজনহসনেন॥
সকলভুবনজনবরতরুণেন।
বহতি ন সা রুজমতিকরুণেন॥
শ্রীজয়দেবভণিতবচনেন।
প্রবিশতু হরিরপি হৃদয়মনেন॥ ১৬

ভৈরবীরাগেণ যতিতালেন চ গীয়তে।
রজনিজনিতগুরুজাগররাগ-
কষায়িতমলসনিমেষম্।
বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুট-
মুদিতরসাভিনিবেশম্॥
হরিহরি যাহি মাধব যাহি কেশব
মা বদ কৈতববাদম্।
তামনুসর সরসীরুহলোচন
যা তব হরতি বিষাদম্॥

কজ্জলমলিনবিলোচনচুম্বন-
বিরচিতনীলিমরূপম্।
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ
তনোতি তনোরনুরূপম্॥
বপুরনুহরতি তব স্মরসঙ্গর-
খরনখরক্ষতরেখম্।
মরকতসকলকলিতকলধৌত-
লিপেরিব রতিজয়লেখম্॥
চরণকমলগলদলক্তকসিক্ত-
মিদং তবহৃদয়মুদারম্।
দর্শয়তীব বহির্মদনদ্রুমনব-
কিশলয়পরিবারম্॥
দশনপদং ভবদধরগতং মম
জনয়তি চেতসি খেদম্।
কথয়তি কথমধুনাপি ময়া
সহ তব বপুরেতদভেদম্॥
বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ
মনোঽপি ভবিষ্যতি নূনম্।
কথমথ বঞ্চয়সে জনমনুগত-
মসমশরজ্বরদূনম্॥
ভ্রমতি ভবানবলাকবলায় বনেষু
কিমত্র বিচিত্রম্।
প্রথয়তি পূতনিকৈব বধূবধ-
নির্দ্দয়বালচরিত্রম্॥
শ্রীজয়দেবভণিতরতিবঞ্চিত-
খণ্ডিতযুবতিবিলাপম্।
শৃণুত সুধামধুরং বিবুধা
বিবুধালয়তোঽপি দুরাপম্॥ ১৭

গুর্জ্জরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।

হরিরভিসরতি বহতি মধুপবনে।
কিমপরমধিকসুখং সখি ভবনে॥
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে।
তালফলাদপি গুরুমতিসরসম্॥
কিং বিফলীকুরুষে কুচকলসম্।
কতি ন কথিতমিদমনুপদমচিরম্॥
মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরম্।
কিমিতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা॥
বিহসতি যুবতিসভা তব সকলা।
মৃদুনলিনীদলশীতলশয়নে॥
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে।
জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদম্॥
শৃণু মম বচনমনীহিতভেদম্।
হরিরুপযাতু বদতু বহুমধুরম্।
কিমিতি করোষি হৃদয়মতিবিধুরম্॥
শ্রীজয়দেবভণিতমতিললিতম্।
সুখয়তু রসিকজনং হরিচরিতম্॥ ১৮

দেশবরাড়ীরাগেণ আড়বতালেনচ গীয়তে

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরম্॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি
মানমনিদানম্।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম্
দেহি মুখকমলমধুপানম্॥

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়নশরঘাতম্।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতম্॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্॥
নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদরূপম্।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্॥
স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্।
রসতু রশনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্॥
স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং
জনিতরতিরঙ্গপরভাগম্।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
সরসলসদলক্তকরাগম্॥
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিতবিকারম্॥
ইতি চটুলচাটুপটুচারু মুরবৈরিণো
রাধিকামধিবচনজাতম্।
জয়তি পদ্মাবতীরমণজয়দেব-
কবিভারতী ভণিতমতিশাতম্॥ ১৯

বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।
বিরচিতচাটুবচনরচনং
চরণরচিতপ্রণিপাতম্।
সম্প্রতি মঞ্জুলবঞ্জুলসীমনি
কেলিশয়নমনুযাতম্।
মুগ্ধে মধুমথনমনুগতমনুসর রাধিকে॥
ঘনজঘনস্তনভারভরে
দরমন্থরচরণবিহারম্।
মুখরিতমণিমঞ্জীরমুপৈহি
বিধেহি মরালবিকারম্॥
শৃণু রমণীয়তরং তরুণীজনমোহন-
মধুরিপুরাবম্।
কুসুমশরাসনশাসনবন্দিনি
পিকনিকরে ভজ ভাবম্॥
অনিলতরলকিশলয়নিকরেণ
করেণ লতানিকুরম্বম্।
প্রেরণমিব করভোরু করোতি গতিং
প্রতি মুঞ্চ বিলম্বম্॥
স্ফুরিতমনঙ্গতরঙ্গবশাদিব
সূচিতহরিপরিরম্ভম্।
পৃচ্ছ মনোহরহারবিমলজলধারমমুং
কুচকুম্ভম্॥
অধিগতমখিলসখীভিরিদং তব
বপুরপি রতিরণসজ্জম্।
চণ্ডি রসিতরশনারবডিণ্ডিম-
মভিসর সরসমলজ্জম্॥
স্মরশরসুভগনখেন সখীমবলম্ব্য
করেণ সলীলম্।

চল বলয়ক্কাণৈরববোধয়
হরিমপি নিজগতিশীলম্ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমধরীকৃতহার-
মুদাসিতবামম্।
হরিবিনিহিতমনসামধিতিষ্ঠতু
কণ্ঠতটীমবিরামম্ ॥ ২০

বরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে।

মঞ্জুতরকুঞ্জতলকেলিসদনে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস রতিরভসহসিতবদনে ॥
নবভবদশোকদলশয়নসারে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস কুচকলসতরলহারে ॥
কুসুমচয়রচিতশুচিবাসগৃহে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস কুসুমসুকুমারদেহে ॥
মৃদুচলমলয়পবনসুরভিশীতে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস রসবলিতললিতগীতে ॥
বিততবহুবল্লিনবপল্লবঘনে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস চিরমলসপীনজঘনে ॥
মধুমুদিতমধুপকুলকলিতরাবে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস মদনরভসরসভাবে ॥
মধুতরলপিকনিকরনিনদমুখরে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস দশনরুচিরুচিরশিখরে ॥
বিহিতপদ্মাবতীসুখসমাজে।
কুরু মুরারে মঙ্গলশতানি
ভণতি জয়দেবকবিরাজরাজে ॥ ২১

বরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে।

রাধাবদনবিলোকনবিকসিত-
বিবিধবিকারবিভঙ্গম্।
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডলদর্শনতরলিততুঙ্গ-
তরঙ্গম্ ॥
হরিমেকরসং চিরমভিলষিতবিলাসম্।
সা দদর্শ গুরুহর্ষবশম্বদ-
বদনমনঙ্গবিকাশম্ ॥
হারমমলতরতারমুরসি
দধতং পরিলম্ব্য বিদূরম্।
স্ফুটতরফেনকদম্বকরম্বিতমিব
যমুনাজলপূর্ণম্ ॥
শ্যামলমৃদুলকলেবরমণ্ডন-
মধিগতগৌরদুকূলম্।
নীলনলিনমিব পীতপরাগ-
পটলভরবলয়িতমূলম্ ॥
তরলদৃগঞ্চলচলনমনোহর-
বদনজনিতরতিরাগম্।
স্ফুটকমলোদরখেলিতখঞ্জনযুগমিব
শরদি তড়াগম্ ॥

বদনকমলপরিশীলনমিলিত-
মিহিরসমকুণ্ডলশোভম্ ।
স্মিতরুচিকুসুমসমুল্লসিতাধর-
পল্লবকৃতরতিলোভম্ ॥
শশিকিরণচ্ছুরিতোদর-
জলধরসুন্দরসকুসুমকেশম্ ।
তিমিরোদিতবিধুমণ্ডল-
নির্ম্মলমলয়জতিলকনিবেশম্ ॥
বিপুলপুলকভরদন্তুরিতং
রতিকেলিকলাভিরধীরম্ ।
মণিগণকিরণসমূহসমুজ্জ্বল-
ভূষণসুভগশরীরম্ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতবিভব-
দ্বিগুণীকৃতভূষণভারম্ ।
প্রণমত হৃদি বিনিধায় হরিং
ভবজলসুকৃতোদয়সারম্ ॥ ২২

বিভাসরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে।

কিশলয়শয়নতলে কুরু কামিনি
চরণনলিনবিনিবেশম্ ।
তব পদপল্লববৈরিপরাভব-
মিদমনুভবতু সুবেশম্ ॥
ক্ষণমধুনা নারায়ণমনুগতমনুসর
ভো রাধিকে ॥
করকমলেন করোমি চরণমহ-
মাগমিতাসি বিদূরম্ ।
ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি
মামিব নূপুরমনুগতিশূরম্ ॥
বদনসুধানিধিগলিতমমৃতমিব
রচয় বচনমনুকূলম্ ।
বিরহমিবাপনয়ামি
পয়োধররোধকমুরসি দুকূলম্ ॥
প্রিয়পরিরম্ভণরভসবলিতমিব
পুলকিতমত্যদুরাপম্ ।
মদুরসি কুচকলসং বিনিবেশয়
শোষয় মনসিজতাপম্ ॥
অধরসুধারসমুপনয় ভামিনি
জীবয় মৃতমিব দাসম্ ।
ত্বয়ি বিনিহিতমনসং
বিরহানলদগ্ধবপুষমবিলাসম্ ॥
শশিমুখি মুখরয় মণিরশনাগুণ-
মনুগুণকণ্ঠনিনাদম্ ।
মম শ্রুতিযুগলে পিকরববিকলে
শময় চিরাদবসাদম্ ॥
মামতিবিফলরুষা
বিকলীকৃতমবলোকিতুমধুনেদম্ ।
মীলতি লজ্জিতমিব নয়নং তব
বিরম বিসৃজ রতিখেদম্ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমনুপদ-
নিগদিতমধুরিপুমোদম্ ।
জনয়তু রসিকজনেষু
মনোরমরতিরসভাববিনোদম্ ॥ ২৩

রামকিরীরাগেণ যতিতালেন চ গীয়তে।
কুরু যদুনন্দন চন্দনশিশিরতরেণ
করেণ পয়োধরে।
মৃগমদপত্রকমত্র
মনোভবমঙ্গলকলসসহোদরে॥
নিজগাদ সা যদুনন্দনে
ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে॥
অলিকুলগঞ্জনসংজনকং
রতিনায়কশায়কমোচনে।
অধরচুম্বনলম্বিতকজ্জলমুজ্জ্বলয়
প্রিয় লোচনে॥
নয়নকুরঙ্গতরঙ্গবিলাস-
নিরাসকরে শ্রুতিমণ্ডলে।
মনসিজপাশবিলাসধরে
শুভবেশ নিবেশয় কুণ্ডলে॥
ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তমুপরি রুচিরং
সুচিরং মম সম্মুখে।
জিতকমলে বিমলে পরিকর্ম্ময়
নর্ম্মজনকমলকং মুখে॥
মৃগমদরসবলিতং ললিতং
কুরু তিলকমলিকরজনীকরে।
বিহিতকলঙ্ককলং কমলানন
বিশ্রমিতশ্রমশীকরে॥
মম রুচিরে চিকুরে কুরু
মানদ মনসিজধ্বজচামরে।
রতিগলিতে ললিতে কুসুমানি
শিখণ্ডিশিখণ্ডকডামরে॥
সরসঘনে জঘনে মম
শম্বরদারণবারণকন্দরে।
মণিরশনাবসনাভরণানি
শুভাশয় বাসয় সুন্দরে॥
শ্রীজয়দেববচসি শুভদে
হৃদয়ং সদয়ং কুরু মণ্ডনে।
হরিচরণস্মরণামৃতনির্ম্মিত-
কলিকলুষজ্বরখণ্ডনে॥ ২৪

সম্পূর্ণ।

বৈজুবাওরা।

বৈজুবাওরা।

পাঠান-সম্রাট্ আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণবংশে বৈজুবাওরা জন্ম-গ্রহণ করেন। ইনি বাদশাহকে সঙ্গীত রচনা করিয়া শুনাইতেন। প্রবাদ এইরূপ; বৈজুবাওরা সংসারবিরাগী সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি বনে বাস করিতেন। তাঁহার গান শুনিয়া বনের হিংস্র পশুও মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত।

ভৈরব—চৌতাল।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে নায়ক পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীধর মহারাজ।

কৃপাসিন্ধু ভক্তপাল সুখকরণ কৃপাল গরিব নিবাজ॥

অহবিনতি বন্দন কীজে তেরো অন্ত নহী তুঁ অনন্ত পুজুঁ তোহে বাঁধুঁ ভুজপরজায়ে ছুখভাজ।

বৈজু প্রভু আদি অলখ অগোচর নিরঞ্জন নিরঙ্কার ভক্ত কাজ কোটী কোটী রূপ ধরে সন্তান শিরতাজ॥ ১

ভৈরব—চৌতাল।

আজ সখি লখি মন মোহনী মূরত মাধুরী সুন্দর চতুর সুজন কানহ।

শীশ মুকুট শ্রবণ কুণ্ডল ঘুঁঘরবারী অলক ঝলক চলত চাল ঠুমক ঠুমক অধরণ মুরলী বাজাই তান।

ভুলি সুধ বুধ সব গৃহ কাজ ডারদয়ো বিসরি গায়ো খান পান নিরখি মদন মোহন চতুর সুজান।

বৈজুবাবরী রাবরী কররারি মোহে নসু হাত আনত্যাগ দইকুল কান॥ ২

ভৈরব—চৌতাল।

আজ স্বপনমে সাঁবরী সলোনী সুরত দেখি সৈনন করি মোসোঁ বাত।

তবতেঁ মৈ বহুত দুখ পায়ো জাগত ভই প্রভাত।

মধুর বচন বোল মদন মন্ত্র পঢ়ডারী উন বিন ছিন পলকহু ন সোহাত।

বৈজুকে প্রভু ব্রজকী নারী যন্ত্র মন্ত্র লিখি সারী কলন পরত ছিন ঘরি দিন রাত ॥ ৩

জয়জয়ন্তী—রুদ্র।

আদি মায়া জগদম্বা অম্বা প্রগট ভয়ো তোসো মহাদেব বিষ্ণু আওর বিধাতা।

তাসো ভয়ে আকাশ পবন পাবক ঔর জল জমীন হোবে বিপুল বনস্পতি গিরি তরুলতা এসি সৃষ্ট রচি জিন্নে সোহি শক্তি কহত।

সুরাসুর মুনি যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর সব রটত রহত নিশ দিন ধ্যান করে ভব তার বৈজুকে অপনো নিরমল চরণ কমল তুই ॥ ৪

ভীম পলশ্রী—তেতালা।

এয়সি বিদ্যা কেঁও না শিখিয়ে
যাসে পাঁওয়ে তুহে লাল।
কুঞ্জ ভবনমে আনি মিলে সব
বিঝ দেই মৃগ মাল ॥
সপ্ত ভাঁড়ী কর গুপত প্রকট কিনহেঁ
নাম ধরে তুহার নায়কগোপাল।
বৈজুকে গাওয়েতে সপ্ত সুর ভুল
গেওপাথর পঘিলে মাঝে তাল ॥

শঙ্করা—চৌতাল।

এহিনাদ আদ অগোচর নিরমল নিরগুণ গুণ নির্গুণকে প্রতিপাল।

এহি নাদ অলঙ্কার অবগত আপনা শীশ ঠানে ছত্রিশ ডাড়ী বাঁদে আরও হায় গোপাল।

এহি নাদ বাঁসো প্রণব প্রগট ভয়ো ভক্ত বচন এহি নাদ।

কহত হায় বৈজু নম নম নম নম রিঝে রিঝে ডরে মৃগমাল ॥ ৬

ভৈরব—তেতালা।

এহো জ্ঞান রঙ্গে ধ্যান রঙ্গে আওর বিজ্ঞান রঙ্গ মন রঙ্গে সব অঙ্গন রঙ্গ রঙ্গে।

প্রথম রামকৃষ্ণ রঙ্গে রহীম করীম রঙ্গে ঘট ঘট ব্রহ্মরঙ্গে রোম রোম তনুরঙ্গে হর রঙ্গ রঙ্গে।

জপরঙ্গে তপরঙ্গে তীরথ ব্রত নেম রঙ্গে সর্ব্বমেই কর্ম্ম ধর্ম্ম জগরঙ্গ রঙ্গে।

জীব জন্তু পন্নগ পশু এক ঈশ্বর রঙ্গ রঙ্গে সুরনর মুনি সঙ্গ রঙ্গে বৈজু প্রভু কৃষ্ণ রঙ্গ রঙ্গে ॥ ৭

ভৈরব—চৌতাল।

এ বংশী নাদ সুর সাধকে বজাই প্রবীন কানুহ সপ্তস্বর তান মধুর ধ্বনি

শ্রবণ শুনত কছু সুধন রহী আলী
জ্ঞাক পরি মেরে কান শুনি শুনি।
তন মন রোম রোম ব্যাকুল
ভইরি জীতলিয়ে গন্ধর্ব নারদমুনি
গুণি।
বৈজুকে প্রভু নর নারী পশু পক্ষী
মোহে অউর মোহে সুরনর মুনি ॥ ৮

মূলতান—চৌতাল।

কেতে জানত হায় গুণি! কেতে সুর,
কেতে রাগ, কেতে ধরণ, কেতে পরণ,
কেতে অলঙ্কার লিয়ে শোধে বানী।
সম বিষম, অতীত, অনাঘাত যো জানত
সোহি তো মৃদঙ্গ বাজাওয়ত,
যো সমুঝত ওয়াকো
বাখানি এহ গুরুজন ॥
আমোদ সমুদ্র অপার পার,
জিন্‌কো নাই
পারাবার, বেওরে কাঁহাসে বাখনি।
কহে বৈজুবাওরে, শুনিয়ে গোপাললাল
নাউরে নাউরে, বৈওরে বেওরে
উচ্ছ্বাস বাখানি ॥ ৯

মূলতান—চৌতাল।

কাহেকো গর্ব্ব কর্‌হে গুণি
যো কহায়ও।
গীত ছন্দঃ ধারু প্রপন্দনিকে
গাওয়ে, শুনাও।
গীত কবিত যুগলবন্দ ধ্রুয়া মধিও, এতে
রাগ কাহে না গায়ও সমুঝে
বুঝে দেখো মনমে পাছে না পছতাও ॥
কেতে নাদ, কেতে বেদ, কেতে তান,
কেতে মান, ইন্‌কো অন্ত
কভু না পাঁওয়ে।
কহে বৈজুবাওরে, শুনহ গোপাল,
বাতনি কর কর কাহে জনম খুঁয়াও ॥

কানাড়া—চৌতাল।

কেতে নাদ কেতে বেদ কেতে
অলংকার, কেতে লঘু কেতে গুরু
কেতে মার্গ মুদ্রাসন।
কোন ধরণ পরণ, কোন সুর,
কোন তার, যেতে মারগ মুদ্রাসন ॥
খরজ ঋষভ গন্ধার ধৈবত মধ্যম
অলঙ্কার যে কহি যে মার্গ মুদ্রাসন ॥
শুদ্ধ বিকৃত লেম বিরস অতীত
অনাঘাত লেত তে কহিয়ে মার্গ
মুদ্রাসন। আরোহী অবরোহী আস্থায়ী
সঞ্চারী তে কহিয়ে মুদ্রাসন।
উনপঞ্চাশ কূট তান নবখণ্ড জানল
মন বৈজুকে প্রভা দিন দিন ভনো
তিন তিন কো রহো নসক বর। তে
কহিয়ে মার্গ মুদ্রাসন। যে হৈ বাণী
বেকবর যো গাবে ধ্যাবাবে পাবে
ভক্ত যুক্ত মুক্তি ভক্তি তে কহিয়ে মার্গ
মুদ্রাসন ॥ ১১

ভৈরব—চৌতাল।

জয় সরস্বতী গঙ্গা গণেশ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ শক্তি সুরয সর্ব্ব দেব ধ্যাবৈ।

সপ্ত স্বর তিন গ্রাম একইশ মূরছনা উনপঞ্চাশ কূট তান দেহো আবৈ।

উরপ তিরপ লাগ ডাট রাগ রাগিণী পুত্রবধূ সহিত কণ্ঠসমাবৈ।

কহে বৈজুবাওরে সর্ব্বদেব দয়াকরো রাগ রংগ তান তাল লয় অক্ষর গাবৈ॥ ১২

ভৈরব—চৌতাল।

জাগত ভৈঁরো জ্যোতি স্বরূপ কিরণ তেঁ প্রগট্ তিমির ঘট শশী ভয়ো মন্দ।

দিনকর দিন লায়ো সবকে প্রফান কোঁ বঢ়ব কিয়ো আনন্দ।

জগচক্ষু জ্যোতি প্রকাশ প্রতচ্ছ দেব জগবন্দ।

বৈজু বাবরে রাবরে কহাবত কাটো জনম মরণকে ফাঁন্দ। ১৩

ভৈরব—চৌতাল।

জৈ কালী কল্যাণী খপ্রধারিণী গিরিজা ঘন শ্যামা চণ্ডী চামুণ্ডা ছত্রধারিণী॥

জগজ্জননী জ্বালামুখী আদি জ্যোত্ অনন্তা দেবী অন্নপূর্ণা আনন্দী তরণ তারিণী॥

যোগিনী জয় রক্ষাকারিণী বিন্ধ্যবাসিনী ললিতা বহুচরা ভবানী অসুর দলনী মহিষাসুর মারণী।

হিমগিরি হিঙ্গুলাজ রাণী কাশ্মীরী সারদা কামরূপ কামাখ্যা কুলজা বৈজু ভক্ত সুখকারিণী॥ ১৪

ভৈরব—চৌতাল।

জৈ মাধব মুকুন্দ মুরার মধুসূদন মদনমোহন মনরঞ্জন মনভাবন।

জগৎপতি জগন্নাথ জগজীবন জগ বন্দন জগ পাবন জগ প্রগটাবন॥

কৃষ্ণ কেশব করুণানাথ কংসারী কংস কাল কালী নাগ নাথন কামজনাবন।

বৈকুণ্ঠ নাথ বিহারী বদ্রীবামন বিষ্ণুবল্লভ বারাহ বিঠল বৈজুবাবরে প্রাণ জীবা বন॥ ১৫

ভৈরব—চৌতাল।

তু অম্বে আদি ভবানী জগমানী সর্ব্বাণী সর্ব্ব কলাদে বিদ্যা বরদানী।

শিব সঙ্গে জগদম্বে অসুর সংহারণ তরণ তারণ তান তাল শুদ্ধ রাগ স্বর অক্ষর দেবানী॥

সপ্ত স্বর তিন গ্রাম একইস মুরছনা উনপঞ্চাশ কূট তান তিনকে ব্যাওরে জিয়মে আনী।
বৈজুবাবর রাবরো সেবক অহ যাকে নাদ বিদ্যা মুরতবান রাগ মেরে শরেমে সানী ॥ ১৬

পুরবী ধামার।

তুঁসে কৌন সরবর কিয়া, কৌনে তে সামেরা, রেতে ও পাপিয়াকী এতে নাগর।
সৌঁতে ঘটালি, গাজ উমাড়া চলি, ফেরে গৈঁই, রেঁঝা পাওয়ন বাদর।
চন্দ্র ঝ্যায়সে কামিনী, নাগর ত্যায়সে মানত, সুন্দর তাকে, এতে নাগরীয়ে;—বয়জুকী প্রভু, উমাড়া ঘুমাড়া গৈঁই, ধায়ে মিনি পন্থ এতে সাগর ॥ ১৭

ধবলশ্রী—চৌতাল।

নাদ উচ্চার কিন্‌হো যিন্‌হো
তিনহো না পায়ও পার।
পিছে পিছে কর থাকে সংসার ॥
কওনে মুল কওনে ফুল,
কওনে পত্র, কওনে ফুল,
কওনে বৃচ্ছ কওনে ডার ॥
ত্রেবট উচ্চার কিন্‌হো,
তিন্‌হো না পায়ও পার,
যিন্‌হো কিন্‌হো অভিমান,
তেও ডুবে মাঝিধার।
কহে বৈজুবাওরে শুনহ গোপাল লাল,
নাদ সাগর নাদ সমূহ নাদ অপার ॥ ১৮

শ্রী—তেওরা।

নাদ উদেধী অথাহ অতি গম্ভীর
আগম অপার রে।
দোকুল খরজ ঋষভ গান্ধার, মধ্যম হরে ধৈবত পঞ্চম মীন, মুরছনা লহরী অতি
বিস্তার রে ॥
এতে পতিত অনেক গুণীজন
ত্রিগুণ গ্রাম জাহাজরে ॥
কহে বৈজুবাওরে তাল ত্রেবট
সুর শুরতি করিয়ার রে ॥ ১৯

মালকোষ সুরফাক্তা।

নাদ পুর সোয়াদ নাদ পরমেশ্বর, ব্রহ্মা আশনান রে ইয়া আপ্ত মন্ত্র, গঙ্গা জটা মুদ্রা আলাপ বিদ্যা রে পরমেশ্বর।
উলট কর বনাও, বিন্দ বিন্দ উতপত, শরীর স্বরূপ রে, মারগ উতরে বয়জু পুতরে, বৈকুণ্ঠ লীলা মারগা রে পরমেশ্বর ॥ ২০

ভৈরব—চৌতাল।

নিরঞ্জন নিরকার পরব্রহ্ম পরমেশ্বর একহী অনেক হোয় ব্যাপ্যো বিশ্বম্ভর।

অলখ জ্যোত অবিনাশী জ্যোতী-রূপ জগতারণ জগন্নাথ জগৎপতি জগজীবন জগধর॥

বাহিমে সব জীব জন্তু সুরনর মুনি গুণি জ্ঞানী নাভ কমলতে ব্রহ্মা প্রগটায়ো শৌণতরূপা মম্বন্তর।

কহে বৈজু বহী ব্রহ্ম বহী বিরাট-রূপ বহী আপ অবতার ভয়ে চৌবিশ বপুধর॥ ২১

ভৈরব—চৌতাল।

পলক দরীয়াব তুঁ করতার মেরী তুম মুশকল করো আশান।

যেই যেই ভক আবৈ মন বাঞ্ছিত ফল পাবৈ তেরিকু দরত কোউন জানে আন।

সব ঘট পূরণ পুর রহ তুঁ জীব জন্তু পশু পাখী সুরনর মুনি মন ধ্যান।

বৈজু প্রভু এক ছিনমে নিহাল করে রাইকুঁ পর্ব্বত পর্ব্বত কুঁরাই করতা অকরতা ভগবান॥ ২২

ভৈরব—চৌতাল।

প্যারে তুঁহি ব্রহ্মা তুঁহি বিষ্ণু তুঁহি রুদ্র তুঁহি শিব শক্তি তুঁহি সুরজ তুঁহি গণেশ।

জলস্থল পবন পাণি তুঁহি তেজ তুঁহি আকাশ তুঁহি অগ্নি তুঁহি জ্যোতি তুঁহি সুরেশ॥

তুঁহি উচ তুঁহি নীচ তুঁহি হৈ সবহীনকে বীচ তুঁহি চন্দ তুঁহি দিনেশ।

তুঁহি এক তুঁহি অনেক গুরু চেলা তুঁহি অলেখ বৈজুবাবরো তুঁহি সরদার তুঁহিতে কটত কলেশ॥ ২৩

সুহিনী পরজ—সুরফাঁকতাল।

প্রথম আদ শিব শক্তি নাদ পরমেশ্বর নারদ তুম্বুর সরস্বতী বনেঁয়ে

অনাহত আদ নাদ জ্যোতি স্বরূপ অক্ষর সুধ বুধ গত গুণীগণ রে॥

আদি ধরণী শেষ আদি সুরয চন্দ্র আদি পবন পাণি অনুমানরে।

আদি বৈজু কবি গুরু প্রসাদতে জানত কছু কছু রাগ রঙ্গ ভজ রে॥ ২৪

ভৈরব—ঝাঁপতাল।

প্রথম নাদ মুল ওঁ উচার জান বক্কাল সেঁ। পাবৈ যো আবৈ সো সম পরে।

সপ্ত স্বর তিন গ্রাম একইস মুরছনা বাইস শুরত উনপঞ্চাশ কুট তান ভরে॥

উরপ তিরপ লাগ ডাঁট অংশ গ্রাস গ্রহ আতক থাতক স্বরান্তক ওড়র খাড়র উচরে।

কহে বৈজু বাবরে শুনহো গোপাল ইহবিদ্যা অপরম্পার গুণ চরচা সৌ লরে॥ ২৫

ভৈরব—চৌতাল।

প্রথম উঠ প্রাতহী হরি হরি হরি বোলরে মন মোর আতেহোঁ বৈজু ফল অষ্ট যাম।

ইহলোক পরলোককে স্বামী বৈকুণ্ঠ হোবৈ বিশ্রাম॥

দীনদয়াল কৃপাল ভক্তবৎসল ভক্তজনন অভিরাম।

বৈজুবাবরো রাবরো কহায়কে অব কাহেকুঁ ভটকত চৌরাশী লক্ষ ধাম ধাম॥ ২৬

ভৈরব—চৌতাল।

প্রথম নাম লীজিয়ে প্রাতহী হরি হরি হরি হরি হরি হরি নিশ দিন ঘরি ঘরি পল পল অষ্টযাম।

যশোদানন্দ আনন্দ কন্দ মধুসূদন বাল মুকুন্দ ভক্তবছল জন বিশ্রাম॥

দামোদর দয়া সিন্ধু ভক্ত বৎসল ভগবান্ বৈকুণ্ঠপতি বৃন্দাবন ধাম॥

বনয়ারি বৈজু প্রভু বদ্রীনাথ বিঠল বিষ্ণু বামন ব্রজবিশ্রাম॥ ২৭

ধানেশ্রী—চৌতাল।

প্রথম মণি ওঁকার,
দেবনে মণি মহাদেব,
জ্ঞান মণি গোরক্ষ,
নদীনা মণি গঙ্গা।
গীত কি সঙ্গীত মণি,
সঙ্গীত কি সুরে মণি,
তাল মণি মৃদঙ্গ
নৃত্যকি মণি রম্ভা॥
রাজন মণি ইন্দ্ররাজা,
গজন মণি ঐরাবত,
বিদ্বান মণি সরস্বতী,
বেদন মণি ব্রহ্মা॥
কহে বৈজু বাওরা,
শুনিয়ে গোপাললাল,
দিন মণি সুরয,
রজনী মণি চন্দঃ॥ ২৮

সাহানা ঝাঁপতাল।

ফাগুন গড়ঃবো বানাই, সখিয়ানে, গোপী গোয়ালা সব, যোড়ি মিলি আই

আবিরে গোলালকী, বুরুজ বানাই তোপ ধর যব বন্ধ ঘুরাই। গেঁধা কুমকুম, গোলা চলত হ্যায়, রঙ্গ বুঁদ ঝোড়ি লাগাই,—কহে বয়জুবাওয়ারে, শুনিয়ে গোপাল লাল, ঘেরি লিও অব যদুরাই ॥ ২৯

ভীম পলশ্রী—সুরফাঁকতাল।

বিদ্যাধর গুণীয়নসে কেঁও লড়িয়ে।
গুণ চর্চ্চাকি লড়াই করিয়ে ॥
যৈ যৈ আওয়ে সৈ সৈ গাইয়ে,
না আওয়ে তো মৌন হোই রহিয়ে ॥
কররে কস্তরী এক ভাও করিয়ে,
খারি গাঁড়কো বেওরে করিয়ে।
কহে বৈজুবাওয়ে শুনহ গোপাল,
আরিআরিআরি লরি লরি কেঁও মরিয়ে

ভৈরভ—চৌতাল।

মুরলী বজায় রিঝায় মুখমোহন তেঁ গোপীরি ঝরহি রস তানন সোঁ সুধ বুধ সব বিসরাই।

ধূনশুন্ মন মোহে মগন ভই দেখত হরি আনন।

জীব জন্তু পশু পক্ষী সুর নর [illegible] জোহে লিয়ে সব প্রাণন।

বৈজু বনবারী মুরলী অধর ধারী বৃন্দাবন চন্দ বসকিয়ে শুনতহী কানন ॥

ভৈরব—চৌতাল।

মোহন জাগো মনোহর মধুসূদন মদনমোহন মুরারি মাধো মুকুন্দ মন ভাবন।

জাগো জগজন রায় জগত পতি জগ জীবন যদুনাথ যশোদানন্দন জগত সুখ প্রেম বঢাবন ॥

জাগী এজু কানহ কুঁবর কেবল কল্যাণ রায় জাগীয়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রেমানন্দ পাবন।

জগতকে জগৈয়া তুম্ প্রভু বৈজুকে স্বামী বলি রামকৃষ্ণজুকে ভৈয়া পাপন সাবন ॥ ৩২

দীপক—চৌতাল।

রাগ অপার কাহুনেনা পায়ও থাকে নর পাছ পাছ মূল গাঁওয়াও।

গগন বুঁদ্ পবন বুঁদ্ সপ্ত সুরণ ছায়ও, কর কর আবাহন জোৎ জালায়ও ॥

সেনেকো দিয়েরা রূপেকি বাতী কহে বৈজুবাওয়ে শুনহো গোপাল ইয়ে বিধ দীপক গায়ও জ্যোৎ জালায়ও ॥৩৩

মালশ্রী—ঝাঁপতাল।

সাধন করত গুণীজন যেত্তে, কেত্তে নাদ
কেত্তে বেদ, কেত্তে অলঙ্কার।
কেত্তে ধরণ, কেত্তে মুরণ,
কেত্তে সুর, কেত্তে তাল,
এনকে বেওরা ধরহ বিচার॥
ইহবিদ্যা অটপটী অপরম্পার,
কিনহুঁনা পায়ও ইয়াকো ওয়ারণ পার।
কহে বৈজুবাওরে, শুনহ সুঘর নর,
এত্তে রিষ কাহে কিজো নায়ক গোপাল

ভৈরবী—চৌতাল।

সুন্দর মৃগনয়নী কানন শুত মানত পতিসঙ্গ।
ভুজপর শীশ কপোল দশন সব কুচপর কঞ্চুকীতঙ্গ॥

যাকু ন পর যাকু মুখ তম্বোল অধরণ পর টপক তরঙ্গ।
ইহ উঁতনকে সুখদে সুখলে রঙ্গলাল বৈজুকে লও অঙ্গ॥ ৩৫

কেদার চৌতাল।

হেম রাত কি বাঢ়ন দেখো, ম্যায় চান্দো জাম মুপে আলি, ক্রমে ক্রমে কাটত উঁই।
অতি সুখ পাওবত, দুঃখ দুঃখ আওবত, ঘরি পলছুণ বীতত রহত, প্রাণপতি;—প্রভু বয়জু মিলাওবত, শঠে সখি অতধন, রহে না লাগত উঁই॥ ৩৬

সম্পূর্ণ।

গোপাল নায়ক।

গোপাল নায়ক দক্ষিণ দেশবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত-মণ্ডলীকে পরাভূত করিয়া ইনি নায়ক উপাধি প্রাপ্ত হন ;—এইরূপই প্রবাদ।

হিণ্ডোল—ধিমাতেতালা।

কৈলাস শিখরে শিরোমণি শ্যাম
শিউকো ধাম মঞ্জুল সিংগার।
নানা ভাঁতকি বৃক্ষলতা কুসুমিত
দিশ দিশ বিপিন সাধন অপার ॥
বরণ বরণ কি পক্ষীগণ রমণ
মানও দুর্গানাম করতো উচ্চার।
ঋতু বসন্ত হিণ্ডোল রাগ গাওত
আনন্দ ভরে অতি বিস্তার অপার ॥ ১

টোড়ী—ঝাঁপতাল।

গাইয়ে গোপীনাথ নরহরি নাথ
নরহরি হরি হরি।
পতিতপাবন নাম শুনি মৈ তবহি
অনেক পতিত উদ্ধারে।
দীন জন তুম সবহি তারে ভক্তঃ
বিস্তারে আর কোয় ইতনি মুনি
নায়কগোপাল সকল কাম সুধারে। ২

মালশ্রী—চৌতাল।

গ্রাম শ্রুতি মুরছনা কো বেওরে
জানে গাওয়ে নব রস লিয়ে।
শুদ্ধ শালঙ্ক সঙ্কীরণ ওড়ব খাড়ব
দৌরস নিরিখ কর্‌কে লেতে সুর ধর হীয়ে ॥
গীত ছন্দঃ ধারু ধুরপদ ঝুমরা
প্রবন্ধকো বাখান সমঝাওত হাঁয় হীয়ে ॥
কতহ নায়ক গোপাল বহুবিধ
খরজ সাধে ইয়াতো শুনবো কিজিয়ে
কান দিজে ॥ ৩

ইমনকল্যাণ—চৌতাল।

তেরোহি ধ্যান ধরত ব্রহ্মা শিব
ব্যাস বালক নারদ মুনি শনকাদি দেব
সুরেশ সুখ রজত বহুত বেণ বাজায়।

আ চন্দ সূরয আওরে তরো তুনে ধুয়া মেহা পবন পানি পশুপক্ষী জল স্থলকে ঘন দামিনী আওয়ে মরি মরুত ॥

আ দীনবন্ধু দীননাথ দীনকি দয়াল প্রভু ভরণ পোষণ বিশ্বভয় সুঘাত উবাত সভে উপায়।

গোপালকে প্রভু মাধব মধুসূদন তুহি রাম কৃষ্ণ তুহি তুহি করতা সব উপায় ॥ ৪

জুহী—সুরফাঁকতাল।

দেখিয়েন রে মাঙ্গ তিলক গতিলখ মুখো তমোল ফুলি আহে এ ধারন্তি সার কউসর বেণী আহে।

রবি কানন কুণ্ডল শশীবদনী ত্রিশূল ধরণী করণী সব সুখ ভক্তন কহা।

যোগ অযোগ মায়া ত্রিভুবন বরণী পাঁও যেন্ মুক্তি অগাধ গাহা।

গোপাল নায়ক বিদ্যা দেনী তু সর্ব্বকলা ভবানী আবগাহা ॥ ৫

ভীমপলশ্রী—চৌতাল।

দান কর্ণ সমান ভুজপত জ্ঞান বিক্রমজীত জীত গন্ধর্ব্ব বুধ বিধান।

বিভীষণকে দিনহো রাজ, মারে রাবণ লঙ্কা সীতা কাজ রাজা রামচন্দ্র সুজান।

ব্রহ্মাপঢ়ে বেদ সুরস কিরণ নাদ কহত গোপাল নায়ক শুনহো সুজান অহবিধ তান মান ॥ ৬

মালকোশ—ধিমাতেতালা।

বাজত বসন্ত আওর ভৈরোঁ হিণ্ডোল রাগ। বাজত হয় ললিতা কৈসনে হোয়ে ধনাশ্রী ॥ মালোয়া মালকৌশ রাগ বনমে বাজায়ে কানহ (কানু) মঙ্গল নিয়াসিনী (নিবাসিনী) সুর অসুরী পন্নগী হুতি পূন্‌কে শুনে সে পায়না রহি যা সুরী এয়সী বাজী বনমে মেরে জান শুভ রাগকি নিয়াসিনী ॥ ৭

দেওন্তী—সুরফাঁকতাল।

শিউ মহাদেব ত্রিশূল পিণাক ধর যাকে জটাজুট মাথে সুরেশ্বরী আইয়া যাকে বিবিধ ভুক্ষণ পাইয়া।

গিরিজাকে মন ভাইয়া ইয়া আইয়া আইয়া পাইয়া ॥

এজগদীশ ইয়া লিয়ে বৃখববাহন অত দিয়াত ততদিয়ে তরেরে আইয়া উত মদন দোহাই আইয়া।

গোপাল চতুরঙ্গ অঙ্গে সো সম সমন নচাইয়া মানক দোহাই আইয়া আই আই আই আই আই অতীত দেই আইয়া ॥ ৮

প্রদীপিকা—ঝাঁপতাল।

শিখর গড় চন্দ কৈলাস নিহতা চন্দ্রপ্রভা কিরণ জ্যোতি প্রজাল।

চন্দ মকরন্দ ফুল ফলে পরিমল সুগন্ধ ছিরিয়া বদন তনু মদনুপ জাল॥

লাল মোতিয়নসে ছোটে চন্দ কিরণ সোঁ ভাল।

ছন্দ অভি ছন্দ গাওয়ে নায়ক গোপাল॥ ৯

ধ্যানেশ্রী—তেওরা।

সুর প্রথমে সারিগম নাদ রে।
তাহে প্রকট বেদ রে॥
ধারু ধ্রুপদ সংগৃহীত প্রবন্ধছন্দঃ
গুণী গাওয়ত গন্ধর্ব্ব শেষ রে।
চতুরঙ্গ এবট তেলেনা ক্রপণ
শব্দ সুরণকো ভেদ রে।
কহে নায়ক গোপাল সারিগম
আগম তাল সুরসম সাধ রে॥ ১০

মুলতান—ধিমা তেতালা।

সপ্ত সুর ছয় রাগ,
রাগিণী সামেত রাগ,
এনুকানুনে বাঁশরী বেসালা হায়।
প্রথম রাগ ভৈরোঁ রাগ,
কৌশিক হিণ্ডোল রাগ,
দীপক মল্লার মারু,
ষষ্টম রেসালা হায়॥
ছও ছও ভার্য্যা সঙ্গে লাগে
লাগ একসে এক আলা হায়।

এয়সি গুণকি বিশালা, মোহি ব্রজবালা, বাঁশরী বাজায় নন্দলালা, গোপালকো জপমালা হায়॥ ১১

মারবা—সুরফাঁকতাল।

হর চরণ পর চিত ধরনা গুরু স্মরণ কর ভব তরনা। যব জনন জগমে সব সুখ মুকরত নর।

ধ্যান ধরম কৃত যো যজ্ঞ যাগ এতমো সব তীরথ ফিরে তব দ্বাপর যুগমে আসন বৈঠে ভগবত নামসে কলিযুগমে।

এসো নিকী কলিযুগ চার যুগকো রাজা ভজন রাজা বাকো হোত সবহি কাজ।

কহে নায়ক গোপাল আউর বেদ রাজা বৈজু কহে হামকা প্রভু নামকো মাজা॥ ১২

সম্পূর্ণ।

মিঞা তানসেন।

মিঞা তানসেন।

মিঞা তানসেন ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। গোয়ালিয়র নগর ইহাঁর বাসস্থান। ইনি গৌড় ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহাঁর পিতার নাম মকরন্দ পাঁড়ে। অষ্টাদশবর্ষ বয়সে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর আসল নাম রামতনু। বৃন্দাবনের হরিদাস স্বামী এবং গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ গায়ক মহম্মদ গওসের ইহাঁর সঙ্গীত-গুরু ছিলেন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সের খাঁর পুত্র দৌলত খাঁর সহিত ইহাঁর সবিশেষ সখ্য ছিল। ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে ইনি আকবর বাদশাহের দরবারে নিযুক্ত হন। ইহাঁর সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হইয়া, সম্রাট্ আকবর ইহাঁকে দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার এবং তানসেন উপাধি প্রদান করেন। ইনি সঙ্গীতসার নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে আগরা সহরে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

কল্যাণ—তাল চৌতাল।

অচল রাজ করো কোট বরষ লোঁ, চীরঞ্জীব রহো রাজাধিরাজ রাজা রামচন্দ্র।

যোলো ধুরা ধরণ তরণ পবন পানি গগন মেরু লোমসকে আওর বল হোয়ে মারকণ্ড আদি ঋষি আশীস দেও যোলোঁ জগমে অরুণ ইন্দ্র।

গুণী গন্ধর্ব্ব কিন্নর গাওয়ে নারদ মুনি বীণা বাজাওয়ে ব্রহ্মা বেদ ধ্বনি করে অমঙ্গল সব দূর হোয়ে, দুঃখ দ্বন্দ্ব ফন্দ।

সিংহাসনে বৈঠে শুভ ঘড়ি শুভদিন শুভ পল মহুরত শুভ নক্ষত্র সাধ অমৃত যোগ।

শুভ চন্দ্র তানসেন মন ভয়ো আনন্দ ॥ ১

টোড়ী—তাল ব্রহ্মতাল।

অশদল গজদল নারদদল পতি দলৈইয়া।

তোপ বান তোপ গর্জ্জ মুরতি অগ্নিবানাইয়া॥

ডঙ্কাবাজে সুতুরু তুরঙ্গী অনগণ ছাজে।

তানসেন জগৎ গুরু আকবরকো বিদ্যা গাওয়ে ॥ ২

হাম্বির—চৌতাল।

আনন্দ ভয়া রে মোরি প্রাণনকে সুখ,
দুখ গয়ে পিয়াকে মুখ দেখে।
যো কছু বিথা মোপৈ বৈঠে,
বিরহণ পর,
ভুলি গয়ে তনমনকে দুখ ॥
হোত তেহারো রি সুখন যাহাবত,
কিনি ন সাঁত্তরত, পগ পরশত
রোম রোম,—
সোই হোত সন্তাবে,
পাতশা আকবর শা,
মনসা কি দাতা তুঁহি, পায়ে নিয়ামত ॥

ভীম পলশ্রী—চৌতাল।

ইয়ে যো নাদ দরিয়া,
তান জাহাজ কিয়ে,
উমা গা ফিরণ লাগে,
চম্পা চরণ।
সুরকে যো বাদ বাণী
তেনকে আছে সমান,
তিনমে গুণী লাগে,
তান তরণ ॥

গীত সঙ্গীত খোরু ধুরপদ,
লিয়ে ত্রিবটরে সঙ্গীত,
কে লাগে ওরি, বার
ভরণ লাগে ওরি,—
কহে মিঞা তানসেন,
সি বিয়ে সদা সমুদ্রপার
উতরিয়ে যো
লাজো চরণ ॥ ৪

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

এয়সে বরেখা ঋতু মে ক্যায়সে রহে একেলী, বিতি রহেনা দিন, বিপত ভেইল ভারি আরে মোরী সখীরি।

নাথ বিনা নাওয়ত নেহি যৌবন দহে মরি, নিকস্ রহি প্রাণ আরে প্যারী হামারি ॥

যবসে গেই কান্ত সুবসন্ত নাহি জানত, তবমে অঙ্গ হেহে রঙ্গ করে ছবিরি।

নিতনহি আওয়েতা কুছনা সোহাওয়েতা আপন মনে শোঁচে দুখ আপে নিবারি ॥ ৫

ভৈরোঁ—তাল চৌতাল।

কেস্তে রতন জগৎমে উতে প্রগট কিয়ে প্রথম কামধেন সুরভী ধনে বানাওয়ে।

কুন্ কিনে বিষ বারুণী অমীয় সুধাকর চায়োখান চিয়াবাণী পরবাজী রবি রথতেঁ পায়ে ॥

ধন্নুষ ধনন্তর ভূষণ মূরণ গজ শ্রীমণি রম্ভা ছন্দঃ ধুরপদ গায়নলে বসায়ে।

তানসেন কহে কম্বুকণ্ঠ তেঁ হুমায়ুনকো নন্দন কল্পবৃক্ষ আকবর পারথ পায়ে ॥ ৬

বেহাগ—তাল চৌতাল।

ঝুমে ঝুমে নিদ্ আওয়ত নয়ন ভরে তেহারি রে।

রেথারি আলক সম্ সম্ ঘন সে লাগত, ঝপকে ঝপকে উথর যাত মেরে ঘণ তারে ॥

অরুণ বরণ নয়ন তেয়ে, তাপর অম্বুজ ওয়ারে, তামে লাল লাল ডোরে।

কহে মিয়া তানসেন শুন সাহে আকবর উপমা কহো কৌন দিয়ে বিনা অঞ্জন করে ॥ ৭

ভয়রোঁ—চৌতাল।

তুঁহি ব্রহ্মা তুঁহি বিষ্ণু,
তুঁহি রুদ্র তুঁহি শক্তি,
তুঁহি গণেশ তুঁহি সুর।
তুঁহি জল তুঁহি স্থল,
তুঁহি পৃথ্বী তুঁহি অনল,
তুঁহি পবন তুঁহি আকাশ,
তুঁহি অসুর তুঁহি পুর ॥
তুঁহি শৈল তুঁহি আলবেল,
তুঁহি রোয়ত তুঁহি হাসত,
তুঁহি উঠত তুঁহি বৈঠত,
চলত তুঁহি দূর,—
তানসেনকে প্রভু,
একহি অনেক হোয়ত,
জগমে ব্যাপ রহত হজুর ॥ ৮

খট টোড়ী—চৌতাল।

দুলো আয়ে, ছত্রপতি আকবর নর,
দিল্লী দুলহন বর পাওয়ে।
ছত্র কলা বিরাজে,
তপল নিশান মশাল কনোশ,
যাযসে প্রতাপ ঝগমগায়ে ॥
ঝিক্কণকী রেখ দেখ, লিও ত ঝাঁজায়ে,
জাহাঁকে কয় নর বনায়ে,
তপল মজাও,—
লিয়ত আসন বাজাওয়ে,
তানসেন মঙ্গল গাওয়ে,
চিরঞ্জীব রহো হুমাউক জায়ে ॥ ৯

দেশী টোড়ী—টিমে তেতালা।

দেখো রি এক যোগী
তেক কিয়ে অষ্টপুন রুণ্ডমালা দিয়ে।

শীরে জটা গঙ্গা, বলদবাহন,
আওর তেয় শোহেঁ বাঘাম্বর,
ত্রিশূল ডমরু খপ্পর লিয়ে ॥
বীণ পর, যাদ গোরী অরধঙ্গ,
গাও গাও সম সম রিঝাওবত জিয়া ;—
তানসেন সাহেব,শম্ভু শঙ্করশরণ তোহারী,
চন্দ্রমা লাউ আড় দিয়ে ॥ ১০

দরবারী কানাড়া—তাল চৌতাল।

চিরঞ্জীবি রহো রাজারাম গুণসাগর প্রবল প্রতাপ তুহার সব মুনি যশ গায়ও।

অচল লাছমী মহামায়া দেখত ভানু চন্দ্র জ্যোতি মণিময় মুকুট পয়হেরে সদা বিরাজিতে ॥

দান দেত মান দেত সবগুণ বিচারকে, তানসেন কহে যুগে যুগে জীও রাজা রামচন্দ্র মোবারক রহে তোমারো রাজ ॥ ১১

ইমনকল্যাণ—তেওরা।

দুষ্ট দুর্জ্জন দূর করো দেবি,
কর কৃপা শিও-শঙ্করী মা।
হর আলা পর দার বিরাজে,
মন মানে ফল পাঁওয়ে রি (এরি) ॥
আগেমে ধাওয়েঁ, পিছেমে ধাওয়েঁ,
আওর ধাওয়েঁ গুজরাটুরি,—
ধেনু বকত তীর ধাওয়েঁ,—
শরণাগত প্রতিপাল রি (এরি) ॥ ১২

মুলতান—চৌতাল।

নওরঙ্গী আয়ে হো,
আগমাগত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ।
দল চরত গজ পাঁওয়ন,
বুঁদন বর্ষণ লাগি, ইন্দ্রকে আসয়ারি,
য্যায়সে হি শাবন কি ঘটা ছাঁই ॥
চহুঁ দেশ যাও আকি,
অনমানি সাহে বাদসাকি,
সব রাজা প্রজা করত সেবা :—
তানসেনকে প্রভু, এতানাহি আদ হোত
হো তোম আকবর সাহে জলালুদ্দীন,
কলিযুগমে করিও ক্রোর সান ॥ ১৩

ইমনকল্যাণ—চৌতাল।

নাদ দরিয়া আন কিস্তি,
বানাইয়ে গাওয়ে,
গাইয়েকা মিলায়ে কণ্ঠ পাঠ
সুরধার হে।
আকসর মীন গ্রাম সাধন,
গ্রামক গমক বরধমান, ধুরণ
মুরণ সার হে।

ওড়ব খাড়ব কেরে, কন্দার খুরিয়া,
সম তার দাঁড়ি জগত,
কেহি বিদ কিন আর,
মগর মচ্ছ অহঙ্কার হে,—
কহে মিয়া তানসেন,
শুন সাহে আকবর,
আপনি আপনি ও গত যোগত,
হোত জগত পার হে ॥ ১৪

শ্রী—চৌতাল।

বংশীধর পিনাকধর,
গঙ্গাধর গিরিধর।
জটাধর মুকুটধর,—
রাজত হরিহর ॥
চন্দনধর ভস্মধর,
পীতাম্বর মৃগচর্ম্মাম্বর,
চক্রধর ত্রিশূলধর,—
মুরহর শঙ্কর ॥
সুধাধর বিষধর,
গরুড়াসন বৃষবাহন,
মানধর পরমেশ্বর,
ঈশ্বর,—কহে মিঞা,
তানসেন তোম দো,
সরূপ এক হুঁজে,
কৃপাকর শিরপর,
আভিকর ১৫

হিন্দোল—তাল তেতালা।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ সুর গঙ্গা আওর যমুনা সরস্বতী নীল শরীর ধরে। সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণ কিছু পাপ প্রকারণ জগ তারণকোঁ কিওভয়ো নিপট-প্রগট প্রকাশ ॥

নগনর ভুক্কে ঝুক্কে রহে নিত্য নিত্যহি ইন্দ্র ইন্দ্রদেও সুরনর মুনি গুণি গন্ধর্ব্ব কিন্নর যাচক অরঝত তিন হকো মন মুক্তি হোওন কি আশ ॥

তব প্রয়াগ বৈরাগ মহা এক কর-বট লিয়েত এক মানে জিয়েদেত এক শিঝত গর কলত এক অবর্থ করত এয়াতে ভয়ো বিষ্ণু জল স্থল উত্তম নির্ম্মল কিও তীরথ রাগ রাজ বর সাঁছে ত্রাস।

তানসেন কহে সকল জীব উদ্ধারণ ভূমিতার ছত্রপতি সাহে আকবর ধর্ম্ম নে ধর শুভনক্ষত্র দিন ছত্রিশ পুরী বসায়ও এলাহাবাস ॥ ১৬

মেঘ—তাল ঝাঁপতাল।

মগন রইঁরে দরিদ্র কৈঁওনা ডরে গেঁও, নরেন্দ্রকে মনমে কেনা টরে।

কাঁহা ভয়ো যো ভয়ো ছত্রপতি নরেশ মহারাজকে প্রসাদ পাঁওয়ে বিনাম্বর বিপদ সাগর কোন পার করে ॥

ভুয়ো সম সবওকোঁ দে মায় কল্প-তরু কম তরুকি সম তুয়া নাম করে।

যব যোহি রাজারাম তেত্তে হি চিত্ত করে কল্পতরুকি মর্য্যাদা ঠয়ে ॥

বীর জনকো নন্দ কাটত দুঃখ দ্বন্দ্ব ফন্দ বিনতি করত তানসেন ডরে।

পূর্ব্ব দেশতে পশ্চিমমুহে সুর দেবকো রাম সব নামা করে ॥ ১৭

দরবারী টোড়ী—চৌতাল।

মেরে তু হরেনাম কো আধার,
যিনূনে রচু সংসার,
কামক্রোধ মোহ মায়া-জঞ্জাল।
যিনূনে রচু আর সকার,
জমমী আসমান, নিরঞ্জন নিরঙ্কার,
সাঁচ কেঁউ ন সেবিয়ে,
ও পাথ পরবার দিগর ॥
একেন্‌কো বোলায় লেতে,
একেন্‌কো বিদায় দেতে,
একেন্‌কো বকসত,
চিরজরী শিরোপা,—
কহে মিঞা তানসেন,
শুন হো নর আকবর,
জনম জীত নাহি তেরা বারংবার ॥ ১৮

সুঘরাই—তাল চৌতাল।

মোর মন আনন্দ, ঘর ঘর আনন্দ, আকবর সাহে শুনি এতায়ত।

যো মন চাহে সিঙ্গার করঙ্গী হিল মিল মৃদঙ্গ বাজাওয়ত নাচত গাওয়ত ॥

মতিয়ন চক্ পরাওরি সজনী যারে বদনয়ার বাঁধাও।

মিয়া তানসেন কি মন ইচ্ছা পূর্ণ ভই দ্বারে বাঁধাওয়ত সবহি ধাওয়ত ॥

শুক্ল বেলাওল—চৌতাল।

রাজারাম নিরঞ্জন,
হিন্দপতি সুলতান কিয়ে।
করতরে সকল সৃষ্টি,
ভরণ পোখণিয়ে ॥
অতি প্রবীণ, বীর ভাননন্দন,
অতি জগবন্দন, দারিদ্র্য হরণ,
শুভকরণ, যো লাগত মনমে,
মহাজ্ঞানী গুণনিধান,
হর দুখনয়ে ॥ ২০

সিন্ধু—সুরফাক্‌তাল।

রোমে ঝোমে বরখেঁ আজ বাদে-রোঁয়া, পিয়া বিদেশ মেরে থরতি রাতি ছাতিয়ানা নিসাদিন মন ভাঁওয়ে।

নয়না না 'নিদা য়ে দামিনী দম-কেটে লাগি, উন্ বিনা কালানা পড়ত নাথে নাথে ধ্যায়াওয়ে ॥

রহেনা যাত ঘড়ি পল ছন তন দেহি মরি, আয়ে মদন মো সনে যোজতে সৈন প্যায়ারে

নিকসতে নাহি প্রাণ, হোরহি চিত্ত পাষাণ, তা পর কর বাখান, তানসেন গাওঁয়ে॥ ২১

বাগশ্রী—চৌতাল।

অচল ছত্রপতি বাষেলা নিকিতান রে মোহে গুরু গণেশ বুধ সুরেশ সকল বিদ্যা ভো ভরণী।

ছত্রপতি সিংহাসন, অচল রহো রে, দদসো মের ধূঁয়া সুলতানি।

গলে রুণ্ডমাল শোহে, অথ ব্রজ ভালা মোহে রাখনি;—তানসেনকে প্রভু, তুমহি রঙ্গ নায়ক, রাজারাম সেঁা গুরু জ্ঞানী॥ ২২

নাচারীটোড়ী—চৌতাল।

অনুদ্রুত লঘু গুরু প্লুত তাল প্রমাণ।

খরজাদি দৈ সুর সপ্ত আরোহী অবরোহী অংশন্যাস তেনা ইঁতেঁ উপজে মূরছনা তন।

গীত ছন্দঃ ধারু ধ্রুপদ সাধো সোধে বানী গাওয়ে কর বিনহি।

তানসেনকে প্রভু তোম্ বহু নায়ক সৌ কহান্তং সবৃযে কলাবন্ত বাণী॥ ২৩

ভৈরোঁ—তেতালা।

অনত ঋতু মাস আয়ে পিয় ভোরহী মেরে।

মোহিতো ঙথ ভুল গইরী মোহন মুখ হেরে॥

জিয়কী ঔরসেঁা মুহকি হমসেঁা কহত হৈ টেরে।

তানসেন প্রভু তাহিপৈসি ধারীয়ে তু অমন রহো জিন তন নেরে॥ ২৪

গন্ধার টোরী—চৌতাল।

আয়ও আয়ও মেরো গ্রহ ছত্রপতি আকবর মনভাঁয়ও করম যোগ আয়ও।

পাছোলি পুণ্য মেরো প্রগট ভয়ো ইরাদ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ মনে ভয়ো চারো ফল পায়ও॥

কছু কহনে ইগ্না রহি তোমারি দরশ দেখে পাপ ত্যাজি ধর্ম্মরাজ আচর কর পাঠায়ও।

কহে মিয়া তানসেন শুন হো সাহা আকবর মৃত্যু ফেরে যমপুরে পাঠাও॥

গৌড়—চৌতাল।

আইহে শ্যামসে ঘনশ্যাম উমড ঘুমড আয়ও মন্দ মন্দ মুরলী তান গগন ঘোর ঘহরাই।

ইথ জলধর বুঁদ উথ সোধ বরখাত ইথ চপলাবত পীতাম্বর পহিরাই॥

তা সো মুকত মালা গরে ইথ বগ পাঁতি দেখো উথ ধুর বার ইথ গরজে সব ছাই।

ইহ শোভা নিরখত তানসেন প্রভু কৌন অরুণ বরণ বদরতে লাল পাগ পহিরাই ॥ ২৬

ইমনকল্যাণ—চৌতাল।

আনন্দে জগবন্দে ত্রিপুরাসুন্দরী মাত ভবানী দয়ানী দয়া রাখিয়ো সোধে বাণী।

ধন্য ধন্য শঙ্করী শিবানী সর্ব্বকলা-ময়ী বরদায়িনী দয়া কর মুণ্ডমালী ॥

তু মা সর্ব্বসংহারিণী, শুম্ভ নিশুম্ভ বিদারিণী রক্তবীজ মারণী আদ্যাশক্তি রক্তোৎপলনিবাসিনী।

ধ্যায়াওতে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র দিক্-পাল সনকাদি ঋষিগণ তানসেন গাওয়ে তব গুণ বেদ বাখানী ॥ ২৭

গৌড় মল্লার—চৌতাল।

ইন্দ্রহকি আশ আরি পাপিয়নকে বাতিয়া দেশে দেশে খবর কারী।

গরজে দামামা বাজে ধুর আনে সানে বানে বদরাকি ফৌজ চরি বুঁদে হুকি তির ভারি ॥

দামিনী শীরঞ্জক তোপ গোলা বাণ ছুটে কেঁও কররজিয়ে বিরহিণী-বিচারি।

কহে মিয়া তানসেন বিনকে পিয়া বিদেশ তিনহো কি জঙ্গ ভারি ॥ ২৮

ভৈরব—চৌতাল।

এরী হেঁ। রীঝ দেখ ভেরহী উঠকে প্যারী কজরা রে দৃগ দোকয় সেঁ। লাগে মলন।

পুনয়া ছবসেঁ। এ ভাত জভাত নীর বহোমান কমল মধতেঁ অলক সুত ছুটে লাগে চলন।

চন্দ্রবদনী মৃগনয়নী বিন দেখে ঘরী পল কলন।

তানসেন দেখো রিঝ মগন ভয়ে সুন্দর নার অবলন ॥ ২৯

ভৈরব—চৌতাল।

এ আজ বাঁশরী বাজাই বন মধ কৌন ঢঙ্গ কৌন রঙ্গ ফুঁকি ফুঁকি।

শুনত শ্রবণ সুধি রহি নহি তনকী ভইহেঁ। বাবরী বৃন্দাবন দিশি হৈ রিঝু কিঝু কি ॥

ব্রহ্মা বেদ পঢ়ত ভুলে * * * মাধ মাহ ভুলে সুর নর মুনি মোহে দেবাঙ্গনা দেখে লুকি লুকি।

সপ্তস্বর তিনগ্রাম একইস মুরছনা * * তানসেন প্রভু মুরলী বাজাবত বোলত মোর কোকিলা কুহু কি কুহু কি ॥ ৩০

কানড়া—ঝাঁপতাল।

কেলি কদম্ব মূলে, বিহরে নটবর, শ্যাম সুন্দর, রূপ নব জলদবরণ, বিছু খেলে সুন্দর ছব দামিনী পুরায়।

অব তুঁহো কালি কালিয়া কান্ত আশীষ করে কালিয়া তানসেনে।

ইয়ে হো বিচিত্র অকূল জ্যোতিকো ভাতি, নিরদি নলিনীয়া গিরিবালা অতুল জ্যোতি, ভজ কালিন্দী জল বিহারী নব নীরে॥ ৩১

ভৈরোঁ—চৌতাল।

কৌন সোঁ রীত মানি সাঁচী কহো মন ভাবন।

নিশিকে জাগে অনুরাগে আয়ে হো ঝুকন লাগি তব ঝুম ঝুম আয়েহো মোহে রিঝাবন॥

বচন বনাবত বন নহি আবত কহে দেত নৈন বৈন দরশাবন। *

তানসেনকে প্রভু বাহী সিধারো যহা সারি রৈণ রহে রতি রণ জগাবন॥

ভৈরব—রূপক।

কাহন তেঁ অব ঘর ঝগরো পসারো কৈসে হোয় নিরবাধো।

অহ সব ঘেরো করত হৈ তেরো রস অন রস কৌন মন্ত্র পঢ়ডারো॥

মুরলী বজায় কিনী সব বৌরী লাজ দই ত্যাজ অপনে অপনে মৈ বিসায়ো।

তানসেনকে প্রভু কহত তুমহি সেঁ। তুম্ জীতো হাম্ হারো॥ ৩৩

হিণ্ডোল—চৌতাল।

কাঞ্চন ভরণ হিণ্ডোল পীত বস্ত্র পয়হেরে শুক শিশ মুখ ঝুলাবত নায়।

মন উতঙ্গ চঞ্চল তান লেত ফিরত জাত তত বিতত গাবত ঘন ঝাঁঝর বাজে॥

গীত প্রবন্ধ ছন্দ ধুয়া মঠত সবকে বৌরে নেয়ারে করত সুর।

তানসেন রসনা গুণ গাবত ললত রাগকে নিরক্ষ নিরক্ষ জিয়ে বারে ডারো॥ ৩৪

কেদার—চৌতাল।

কেও সোঁ কেও সোঁ রিঝউ হো, লালন হাম তোম মান, অথ বিচিত্র হাম সব গুণহীন।

নামোম রাগণ তানন, ওগত যোগত ধোরপদ, কেয়সো কেয়সো কে বনে আওয়ে মহ এক ন আওয়ে সঙ্গত কী জানন মন জান, মহা অন্তরযামী পরবীণ।

সুর ধাউ তার ধাউ, নেরত ধাউ পরণ ধাউ, অনুরাগী পরবীণ;—কহে মিঞা তানসেন, তুম হি বহু ন এক, সপ্ত সুর আওর তিন গ্রাম ॥ ৩৫

খট্‌—সুরফাঁক্‌তাল।

কুম্ভ গহত মোর চন্দ মঞ্জন হেত অবহেত মীম দীপ পতঙ্গ।

লোহা হেত পাষাণ সাতী ছাত্র গহেত জননী বালক হেত কৃপণ হেত দ্রব্য কান্তাহেত অনঙ্গ ॥

শরীর সুখ হেত, সন্তোষণ মন-হেত সাধু হেত অসঙ্গ।

কহে মিয়া তানসেন শুনহো গুণী জ্ঞানী সার হেত সঙ্গ ॥ ৩৬

মালকোষ—ঝাঁপতাল।

গঙ্গা ভয়ো শীষ, যোগী জপ জগ-দীপ. দুশন চমৎকার, সুরয তারাগণ।

শীষ জটা মোপ, শৃঙ্গী বিরাজত, বৃষলবাহন, অঙ্গ ভস্ম জরায়ন ॥

সেলি বাঘাম্বর, শ্রবণ জঙ্গম, আওর গলে-মালা শীষ নাগ শরায়ন;—তান-সেনকে প্রভু, আপনি কৃপা কিজে, পৌরীকে ওড় হার, শম্ভু নারায়ণ ॥ ৩৭

ভৈরোঁ—চৌতাল।

চন্দ্রবদনী মৃগনয়নী হংসগমনী চলিহৈ পুজবন মহাদেব।

করে লিয়ে অগ্র থার পোহপনকে উঁদে হার মুখ দিয় রাজ রায়ে দেব-নকে দেব মহাদেব ॥

সোলহ সিঙ্গারবত্তীসোঁ আভরণ সজনথ শিখ সুন্দর তাই ছব বরণী ন জাইহৈ নিরমল মঞ্জন কর সেব।

তানসেন কহে ধূপ দীপ পুষ্প পত্র নৈবেদ্য লে ধ্যান লগায় হর হর আদি দেব ॥ ৩৮

ভৈরব—চৌতাল।

চন্দ্রবদনী মৃগনয়নী তারমধ তারকা গঙ্গাপুতরী কালিন্দী অহ বিধি ডোরে বনায়কীনী তিরবেণী।

চুটী পোত কণ্ঠ দীপক মুখকী জ্যোৎ হোত তামে গুপ্ত প্রগট সরস্বতী মিলিয়ে নর্মেনী ॥

সুন্দর রূপ অনুপম শোভা ত্রিভুবন পাপ তাপ হরনী করত সুখচেনী।

তানসেনকো কহো নিরমল তুঁ দাতা ভক্তজননকী বৈকুণ্ঠকী নীসেনী ॥

সুরট—চৌতাল।

চম্পা কলি কেতন হোত, নবল কলি কেতন হোত, জায় ফুল করণ কেত, কেসবিধ পিয়া সঙ্গেরি।

পিয়াকে রিঝাওয়ে কো, একে নার বচন মাঙ্গে, ওড় লাগত হোত যাত, পিঁয়া গুলাব রঙ্গেরি।

মোল সরি বন গথে আই, মারঙ্গ তুয়া হাট হৃদে অঙ্গরি;—তানসেন কে প্রভু, নিসুসে ছক রহত, কেতকি মিল দোয়ারে আই, বিজ মদন জঙ্গরি॥

হিণ্ডোল—চৌতাল।

চল সখী কুঞ্জধাম খেলত বসন্ত শ্যাম সঙ্গ লিয়ে রাধে নাম রূপ গুনি আগৈরী।

মুক্তাহার রসাল মাল কেতকীকে সুখ জল আউর ন প্রবঠ বনফুলী বন বাগৈরী॥

বোলত কোকীলা কীর‍ত গুঞ্জত ভমর বিথাত সমীর, ধীর উড়ত পরাগৈরী।

তানসেনকো প্রভু গ্রীবা মিল খেল করত গাবত হিণ্ডোল রাগ ভর আবত রাগৈরী॥ ৪১

দীপক—চৌতাল।

জপো মঙ্গলা দয়ালকো ব্যাপার লাগাবৈ।

যাচনা কি কল্পবৃক্ষ মোহ তুম বনাবৈ॥

তারিণীকো রূপ বহু সুখধাম পাবৈ।

তানসেন সেবক ক্ষিতিপাল তু অন্য না কহাবৈ॥ ৪২

ভৈরব—চৌতাল।

জৈ সূরয জগচ্চক্ষুঃ জগদ্বন্দন জগ-ত্রাতা জগত করতা জগন্নাথ।

আদিত্য সবিতা অরক খগপুষা গভস্তিমান্ ভানু দিবাকর জগকার জহোয়ত্তেরে হাথ॥

জ্ঞান ধ্যান জপ তপ তীরথ ব্রত সঞ্জম নেম ধর্ম্ম কর্ম্ম সব উদৈ হোয়স নাথ।

তানসেননৈ প্রভু কৃপা কিজিয়ে রাগরঙ্গ স্মরণ সোঁ নিশিদিন গাউঁ তেরো গাথ॥ ৪৩

ভৈরব—চৌতাল।

জৈ সারদা ভবানী ভারতি বিদ্যা-দানী মহাবাক্বাণী তোহি ধ্যাবৈ॥

সুর নর মুনি মাণি তোঁহিকো ত্রিভুবন জানি যো জাকি মন ইচ্ছা সোই সোই পূজাবৈ॥

মঙ্গলা বুধদানী জ্ঞানকী নিধানী বীণা পুস্তক ধারিণী প্রথম তোহি গাবৈ।

তানসেন তেরী অস্তুতি কহালো বাখানে সপ্ত স্বর তিন গ্রাম রঙ্গ লয় অক্ষর আবৈ॥ ৪৪

—

পরজ—ঝাঁপতাল।

ডঙ্কা কি গমক শুন, শেষ শুন শিরে বারি, ইন্দ্রপুর ডর ছুয়ে গগন ছায়ে।

শিপট রণে বিরদো, আন ভয়ে ঠাড়ে, পোপ বিধনা সো বিধনা বনায়ে। ডমরু ডিম ডিম করত, নারদ বকসা লিয়া বানে, গোলা ছুটত ছুটত আওর, ফুটত ফুটত বক্তার বনাওয়ে;—কহে মিয়া তানসেন, শুন হো মদন রাজ রাও, ভয়পুর যোগীন-অগায়ে আয়ে॥ ৪৫

—

শঙ্করা—চৌতাল।

তেরো পরতাপ বড়ো, শাহেন শাহ, তেরি ধাঁক শুনত, চৌযুগ মানত হৈঁ।

হাত যোড়ে নজর লিয়ে, আওবত হৈঁ, তেরো যশ কো উনহি বাখান শখে, দেখত হৈঁ॥ ৪৬

—

ভৈরব—চৌতাল।

তোকো প্যারে পঠহী কি ধোতুঁ আপতে আই মনায়ন।

প্রাণে সুরকে মুখকী বতিয়াঁ এন হোবে রীহোঁনীকে জানত বৈসী তুঁ মোসোরী লাগী বনাবন॥

আ মুখকী অব কানন করহোঁ অনামল পিয়কো কাহেন পরত তেরী ভোঁহে তনাবন।

কহা কহোঁ রাজারাম সোঁতো নীরী পঠাবৈ হমারে গৃহ বনাবন।

তানসেন কহে আবত অপনী অউরণকী চিত লাবত মুঁহকি বাত কহ লাবন॥ ৪৭

—

ভৈরব—চৌতাল।

তুম হো গণপত দেব বুধ দাতা শীশ ধরে গজ শুণ্ড।

যেই যেই ধ্যাবৈ তেঁই তেঁই ফল পাবৈ চন্দনলেপ কিয়ে ভুজদণ্ড॥

সিদ্ধেশ্বর নাম তুমারো কহিয়ত যে বিদ্যাধর তিন লোক মধ সপ্তদীপ নবখণ্ড।•

তানসেন তুমকো নিত সুমিরত
সুরনর মুনিগুণী গন্ধর্ব্ব পণ্ডিত ॥ ৪৮

ভৈরব—তেওরা।

তুম্হো গণপত দেহো বুধদাতা
শীশ নমাহে গজ তুণ্ড।

রিদ্ধ সিদ্ধ নাম ধরিহে তিন্হো
দেতা বিদ্যা ধন তিন লোকনমে সপ্ত
দ্বীপ নব খণ্ড।

সোচ করতহৈ সুধ বুধ লিনো
চন্দন অরগজা অঙ্গলেপ কিনো।

তানসেন প্রভু তুম্ বহুনায়ক কাঁহা
মূর্খ কাঁহা পণ্ডিত ॥ ৪৯

ভৈরব—সুরফাঁকতাল।

তুহীঁ ওঁকার মহাদেব শঙ্কর তুম্
সকল কলা পুরণ করত আস্।

নিহ্ চেহি ধরত ধ্যান সুমরণ কর
মন মান দেখত দর্শন পুই ত্রাস ॥

হরে দুঃখ দ্বন্দ সোহত জটা গঙ্গ
রুণ্ডমাল গলসোহে বাঘাম্বর বাস।

হর হর করত হক্কে পাপ মিটে
সকল দুঃখ সন্তাপ লহে মন উল্লাস ॥

তানসেন সেবক ধ্যাবত মন ইচ্ছা
ফল পাবৈ হোয় কৈলাস নিবাস ॥ ৫০

ইমন—চৌতাল।

তেরোহি ধ্যান ধরত ব্রহ্মা শিউ
ব্যাস বেয়াল নারদ মুনি সনকাদিক
শেষ রটত নিশ বাসর।

তেরোহি চন্দ সূরয দূর এন ধরেঁ,
মেরগ পঞ্চী জল স্থলকে আগম নিগম-
কো কহত নারী নর ॥

তেরোহি দীননাথ দীনবন্ধু দিননকে
কর্ত্তা হরতা মোসোঁ ভরণ পোখন
বিনাশ ॥

তানসেন সুখ সম্পদ সঞ্চিত ধন
জগন্নাথ জগজ্জীবন জগত তারণ ॥ ৫১

ইমনকল্যাণ—চৌতাল।

দিজে দিদার হোবে করায় মনকু
তুমহো জগৎকে আধার।

অলখ জ্যোৎ নিরঙ্কার রচো অখিল
সরদার, ভক্তি মুক্তি দাতা তুমহো
মধুসূদন মুরারি।

তিহারি জগৎ অপারম্পার একহি
অনেক হোয়ে ব্যাপো সংসার, তুহি
ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিপুরারী।

তুঁহি আদি তুঁহি অন্ত তুঁহি সব জগ
ভরপূর রহো তানসেনকে প্রভু নিরঞ্জন
নির্ব্বিকার ॥ ৫২

কানাড়া—চৌতাল।

ধৈবত পঞ্চম মধ্যম গান্ধার সপ্তস্বর সোধে সাধি গুণি কোন ধরে রে।

তেরহি অলঙ্কার বসে সরস্বতী সাথে বেদচারি সা রি গ ম প ধ নি সপ্তাঙ্গ স্বর ধ প ম গ রি। ত্রিদেব ত্রিবেদ সুরণ মুদ্রা তাথিয়া তাথিয়া ভনন্তা মহম্মদ।

সপ্তস্বর তিন গ্রাম একইস মূরছনা উনপঞ্চান কূটতান তানসেন বিদ্যা লেই॥ ৫৩

টোড়ী—চৌতাল।

নাদ নর্দ্দ বিশাও, শরত পত মহল চাও, উনপঞ্চাশ কোটি তান উস্তারে বিশ্রাম পায়ও।

গীত ছন্দঃ যন্ত্র মন্ত্র ডমরু কাঞ্চন আলাপ তান তানকে আড় লাগে হীরা পাট খরজ জীএার তা মধুর পদ মগ ছিপাও॥

আরোহী অবরোহী আস্থায়ী সঞ্চারী ধুরণ মুরণ করনাল কো রিঝাও।

শ্রীহরিদাস সেবক তানসেন গায়ও রাজারাম জিন্রে কিও মোল্ তব অরব খরব আওরে করারে আকবর সে পারখ পায়ও॥ ৫৪

ইমনকল্যাণ. সুরফাঁকতাল।

নমঃ শঙ্করায় গণেশ গণনায়ক কপাল-মালা বভূত ভূখন মহাযোগী।

জটাজুট ফণিফণা ধরে গঙ্গাশিরে কল্লোল করে আউর পিণাক ডমরু ধরে গরেরুণ্ড মালা॥

পঞ্চানন পঞ্চীকরণ প্রপঞ্চ হরণ বৃখ বাহন করে ত্রিশূল শশীভালে।

সুরাসুর নরমুনি যোগ করে সখন ভক্তি মুক্তি দয়াল, তানসেন অধীনকে দরশ দিজে কৃপাল॥ ৫৫

বেহাগ—চৌতাল।

নাদবিদ্যা অপারম্পার কহুঁ না পাওত পার রাগ সুরে তাল মানে ধ্যান ধরবে।

কেত্তে ছেদ কেত্তে বেদ কেত্তে রাগ কেত্তে ভাগ কেত্তে সুর কেত্তে পুর গিনতি কররে।

কেত্তে অলঙ্কার কেত্তে ধরণ মুরণ কেত্তে মূরছন কেত্তে জৈ জানে ঐ জ্ঞানী।

কহে মিয়া তানসেন ওহি বানিকো জান তবে তোম পাওয়ে জ্ঞান সজত মতি রে॥ ৫৬

জলধর কেদারা—চৌতাল।

নাগর রসকর সচিত হিরি পিয়া তন সওয়ঁারো হো, জানত কছু তন মন।

এতহি বিদ্যা ছন, দৃগ তিক ভর-তন কো, মানোহিঁ ঊম পাই আসমান।

লগন দেত, লগ লাগন ঐসো জ্ঞান, বৌরি কহুঁ না আওয়ে যাওত, অন্তর মধ্য জ্ঞান;—শাহ আকবর প্যারে, তন অধর পালক, কর হরি পুত নিরন্তন ॥ ৫৭

পুরিয়া ধনাশ্রী—চৌতাল।

নওরঙ্গী আকবর সাহে জলাল কারী নও নিহাল আয়ে হামারি মায়া কর কর।

তন মন ধন নেও ছাবর করিও আবন পরত পাতি বুঝাবন, প্যারে বলম হো ভুজ বনায় ভর ভর ॥

আদরসো আদর যাত, আউর সো আউর যাত পরসাদ যুগল অঙ্গ সুবাস সরস নারী ॥

কব তানসেন সাকিন আবতহৈ বাত করত যাকে নিডর নিডর অত শরণ ॥ ৫৮

পরজবাহার—ঝাঁপতাল।

নি স স স, নি নি ধ ধ প, ম প ধ ম, গ গ ঋ ঋ স।

নি স ম ম গ, ম ধ নি স, নি স ঋ স নি নি ধ ম ধ।

সপ্তসুর রেকে গাওয়ে, বাজাওয়ে, তানাসন গাওয়ে, পরজ বাহার ॥ ৫৯

ভৈরবী—চৌতাল।

প্রথম মঞ্জন অঞ্জন করকর পহর চীরচার।

আলীমে দিল লেলে কমল বহু তেহুয়া ভুষণ রুক সুদা কণ্ঠমাল রতন মুক্তনকে হার ॥

আহি অতি ভয়োবাদ রুদ্ কটাক্ষ সলামুন অলকে কনমাহত সে পিয় প্যার।

তানসেন নগ রতন জটিত সোরহ সিঙ্গার কিয়ে নরলোক ইন্দ্রলোকহু নহী নার ॥ ৬০

ভৈরব—চৌতাল।

প্রথম খরজ সাধো ঔর ঋবভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ সুরসপ্ত তিন গ্রাম শুদ্ধ অক্ষর প্রমাণ-রহ সব অপনে মনমে জব সমঝ আবৈ তব গুণিজনসোঁ নাদকো চরচা কীজিয়ে।

একইশ মুরছনা উনপঞ্চাশ কূট-তান বাইশ শুরত কেঁ সব অঙ্গন সোঁ। গাইয়ে ঠিক তান শুদ্ধ তাল সাঁচো স্মরণ সোঁ স রি গ ম প ধ নি উলট পুলট ফের ফের জাচ বুঝ সমঝ কর ধূরপদকি ধরণ বিচার করলীজিয়ে॥

নাদসমুদ্র অপরম্পার কছু না পায়ো ওয়াহকো ভেদ বারণ পার কাহেকোঁ অতরী সনাহক ঘমণ্ড করত হো সব গুণী জন ইহ বিদ্যা অটপটী মহা-ঘোরণকি বিকট হোত নাদ ঈশ্বররূপী অমৃত রস যিতনা যাকোঁ মিলে তিত-নাই পীজিয়ে।

চলি দেবা সর * ** বাচার কমর ধরি নাদ সমুদ্রমে পৈঠি ডুবন লগী তব ডুবী কাহির দেধরি কৈতরণ লগী ঔরণ কী কহা গিনতী করীয়ে, মহানাদ তানসেন কহে শুনো বড়ে বড়ে গাঁয়ন সবশেগী ঔম গুরু রীতন মনন করিয়ে জ্ঞান চিত ধরি গরব ত্যাজ দীজিয়ে॥ ৬১

ভৈরব—চৌতাল।

প্রভাকর ভাস্কর দিনকর দিবাকর ভানু প্রগটে বিহান।

তেয়ে উদৈতেঁ পাপ. তাপ ছুটে কর্ম্ম ধর্ম্ম প্রেমনে মহোয় গুরুজ্ঞান উধ্যান॥

জগমগাত জগতপর জগচ্চক্ষুঃ জ্যোতিরূপ কশ্যপসুত জগৎকি প্রাণ।

তানসেন প্রভু উদৈ জগত কপাট খুলত দিজিয়ে বিদ্যা কৃপানিধান॥ ৬২

ভৈরব—চৌতাল।

প্রথম গাও ঠিক তান শুদ্ধ অক্ষ-রসো কীজিয়ে প্রমাণ।

সুর তাল শ্রুতি গ্রাম মুরছনাকী বানীসো করো গুণিজন গান।

ঔরকো কহো নমানে হিয়া হট ধরে আহিহৈ অতি মূঢ় জ্ঞান নাদহিকো কর বিনান।

মহানাদ সেন কহে গুণকে জান-কর এক আদ হোতহৈ তুম বুঝো জান সুজান॥ ৬৩

ভৈরব—চৌতাল।

প্রথম উঠ ভোরহী রাধেকৃষ্ণ কহ মন্থুয়া সোঁ হোবৈ সব সিদ্ধি কাজ।

ইহলোক পরলোককে স্বামী ধ্যান ধর ব্রজরাজ॥

পতিত উদ্ধারন জন প্রতিপালন দীন দয়াল নাম লেত যায় দুঃখ ভাজ।

পতিত উদ্ধারণ জন প্রতিপালন দীনদয়াল নাম লেত যায় দুঃখ ভাজ।

তানসেন প্রভুকো সুমরো প্রাতহী জগমেরহে তেরী লাজ॥ ৬৪

ভৈরব—চৌতাল।

প্রথম দান সরস্বতী গণপতি বুধ দাতা।
যাকি কৃপাতেঁ অন ধন লক্ষ্মী পালন করে সব জগত্রাতা॥
যে যে ধ্যাবত মন ফল পাবত সব গুণীয়নকোঁ দেত বিধাতা।
তানসৈন প্রভু যুগযুগ জীবো চরণ কমল রঙ্গ রাতা॥ ৬৫

ভৈরব—চৌতাল।

জৈ গঙ্গা জগতারিণী জগজ্জননী পাপহরণী বেদবরণী বৈকুণ্ঠনিবাসিনী।
ভাগীরথী বিষ্ণুপদা পবিত্রা ত্রিপথগা জাহ্নবী জগ পাবনী জগজানী।
ইস শীশমধ বিরাজত এই লোক পাবন কিয়ে জীব জন্তু খগ মৃগ সুর নর মুনি মানী।
তানসেন প্রভু অস্তুত করে তুঁহি দাতা ভক্ত জননকী মুক্তকী বরদানী॥৬৬

ভৈরব—চৌতাল।

বাণী চারোঁকো বেওরে শুনলিজে হো গুণিজন তব পাইব এহ বিদ্যা সার।
রাজা গবরহার ফৌজদার খাণ্ডার দিবান ডাগর বকুশী নাওহার॥
অচল সুর পঞ্চম আউর চল স্বর বাদ করত ঋষভ মধ্যম ধৈবত নিষাদ গান্ধার।
সপ্ত তিন অকইশ বাইশ উনপঞ্চাশ কূট তান তানসেনকো আধার॥ ৬৭

ভৈরব—চৌতাল।

বাদর উন্‌হো আয়ে সো পিয় বিন লাগে ডর পায়ে।
একতো আঁধিয়ারী কারী লাগত ডর বন তৈসে হী অবধ বীতন লাগে অজহুঁ ন আয়ে॥
দাদুর পীক মোর সোর করণ লাগে বিরহী তন লাগে ডরায়ে।
তানসেনকে প্রভু তুম্ নীকে জানো ভলী সুধলী নী ভোরেঁ ধায়ে॥ ৬৮

কেদারা—চৌতাল।

বনয়ারী বনয়া দীজে চন্দন খেরে বন-মালী বনমালা।
কানন কুণ্ডল নেত্র বিশাল রিঝ রিঝ গোপীজন ভৈ নেহাল॥
মন্দহঁসন রতন ঝলকে চন্দ্রকিরণ কৈলরহো অদ্ভুত গতি নিরীক্ষত শ্যাম তকৃ তকৃ রহো গোপী গোয়াল।
তানসেনকো প্রভু তুম্ বহু নায়ক কনকলতা টিগ্ রহো তরু তমাল॥ ৬৯

টোড়ী—ঝাঁপতাল।

বিদ্যাধর গুণিজন গুণিজনসো গাইয়েয়ে গুণ চরচাকি লড়া লড়িয়ে।

যো গুণী গারি দেত কুছ নহি কহিয়ে দৌড়ে গুরুজন চরণ ধরিয়ে॥

মেরো থেরো নাম নিরঞ্জন কি মাপ চতুরা ভ্রমরকো ঠর ধরিয়ে।

গুণকৈঁও না জিকরো গুণিজন কি আগে কহে প্রভু তানসেন তারণ তরে॥ ৭০

ভৈরব—চৌতাল।

বেদন দরদ দূর কর হজরত মীরা অবর কহো সুমরণ হজরত ইমাম কামম রসদ সাঁচে হো তুম্ পীর।

যে ফল মাঙ্গ সোই ফল পাবৈ রাজপাট সুখত বীর॥

তানসেনকে প্রভু রহিম করম কীজ্যো পাপ নর হত শরীর॥ ৭১

ভৈরব—তেওরা।

বিদ্যা ধ্যান সরস্বতী মাতা করে হো আঁদেশ।

নম নম যাকে অষ্টসিদ্ধিকে দাতা কাটত দুঃখ বন্ধ হোতে প্রবেশ॥

যো ব্রজন তুম্ হি কো ধাবে দূর হোতে উনকে মনকে কলেশ।

তানসেন প্রভু তুম্ হিকো ধাবে যো সবাল ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ॥ ৭২

ভৈরবী—চৌতাল।

ভোর হী ভৈরব রাগ অলাপ্যেহি প্যারে বংশী আওন।

খরজ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ তাওন॥

আরোহী অবরোহী আস্থাই সঞ্চারী তাল কাল আউর মাওন।

উরপ তিরপ লাগ ডাঁট দেশী মারগ তানসেনকে গুন সাহ আকুবর অহবিধ মুরলীমে কীনে গাওন॥ ৭৩

ভৈরব—চৌতাল।

মুরারে ত্রিভুবনপতে ইন্দ্র সুরপতে শেষ নাগ হৈ ফণপতে।

ক্ষীর উদধি সলিলপতে কৌস্তভ-মণি রতনমনতে দিনকর দিননপতে কমলাপতে॥

শশী উড় গুণপতে হনুমান বলন-পতে নারদ ভক্তিনপতে সাজন মৃদঙ্গ বীণপতে।

চির চিরঞ্জী রহো সাহ আকুবর নরনপতে তানসেন জ্ঞাননপতে॥ ৭৪

ভৈরব—চৌতাল।

গোসাঁ জোঁ। অবধ বদগয়ে সাঁঝ-কীয়হ আয় ভোর ভয়ে।

এসী কো চতুর সুঘর নার জিন তুম বিরমায়ে এসে সুখদয়ে॥

অধরণ অঞ্জন কহঁ পীক পল কলীক অউরণ সোঁচিত হিতবহো ভাঁতন লয়ে।

তানসেনকো প্রভু বহাহী পাবধারীয়ে যঁহা কিয়েনেহ্ নয়ে ॥ ৭৫

ভৈরব—চৌতাল।

মহাদেব আদিদেব দেবাদিদেব মহেশ্বর ঈশ্বর হর।

নীলকণ্ঠ গিরিজাপতি কৈলাসবাসী শিব শঙ্কর ভোলানাথ গঙ্গাধর ॥

রূপ বহুরূপ ভয়ানক বাঘাম্বর অম্বর খপর ত্রিশূল কর।

তানসেনকো প্রভু দিজে নাদ বিদ্যা সঙ্গত সেঁ। গাউঁ বাজাউঁ বীণকর ধর ॥ ৭৬

ভৈরব—চৌতাল।

মহাবাক্‌বাদনী সন্‌মুখ হুজৈ অব হুজৈহো।

আহিতে ত্রিভুবন মানি আতে তুঁ ভবানী যো যাকে মন ইচ্ছা সোই সোই পুজেহো ॥

রিদ্ধ সিদ্ধ তবহী পাইয়ে মাতঃ যব তব চরণ ছুঁজে হো।

তানসেন যহ প্রসাদ মাংগত বহঁ তহাঁ রঙ্গ রঙ্গকী করতুজেহো ॥ ৭৭

ভৈরব—চৌতাল।

মোহন সৃষ্টিকে আধার তনাকাঁ অব রাখলীজিয়ে গোপাল।

নৈন প্রাণ সুখ দিজিয়ে তনত দুখ্ দূর কীজিয়ে এতনী মিনতি মেরি শুন্‌লীজিয়ে হাল ॥

পতিতপাবন করুণাসিন্ধু দীন দুখভঞ্জন অনেক রূপ লীলাধারী ভক্তবছল যুগে যুগে ভয়ে কৃপাল।

মদনমোহন মধুসূদন মুরার গজ সুদামা দ্রৌপদী সহায়কারী তানসেন প্রভু ভক্তপ্রতিপাল ॥ ৭৮

কল্যাণ—সুরফাঁকতাল।

মোর মুকুট শীশ ধরে মুরলী অধর ধরে গোবনকে আগে পাছে নাচত উত্তম গত।

এরি ধ্রুমতে সুরভীতে রত সপ্ত সুরন বংশী অধর সুধাধর ॥

মধুবন তে আবত ধেনু চরাবত গবাল বালসে সঙ্গ ধরে।

তানসেনকে তুম্ বহু নায়ক চিতবত চিতহার মোর মুকুট ॥ ৭৯

ভৈরব—রূপক।

মুরলী বাজাবৈ আপন গাবৈ নৈন্ স্তারে নচাবৈ অহ সবৃহি তিয়নকে মনকোঁ রিঝাবৈ।

দূর দূর আবৈ পানিঘাট কাহুকে ঘটন দুরাবৈ রসনা প্রেম জনাবৈ ॥

মোহন মুরত সাঁবরী সুরত দেখ-তহি মন লল চাবৈ।

তানসেনকে প্রভু তুম বহু নায়ক সবহীনকে মন ভাবৈ ॥ ৮০

দীপক—চৌতাল।

রবিজ রম্যো জগৎ জগমগাত জগৎ জ্যোত ওত প্রোত ভূতল নভ লোগ তেজ তমকে ছায়ওরি।

দ্বাদশ রবি অনল অনীল উনপঞ্চাশ রূপ ধরে উনপঞ্চাশ কোটি তান মধ্যে দরশায়ওরি ॥

ভূব জল স্থল নভো আকাশ চহুঁ দিশ ছায়ও প্রকাশ ক্রোধ কর শঙ্কর ত্রিশূলকু উঠায় ওরি।

তানসেন কালকো করালমুখ খুলন লাগো তাণ্ডব কর শঙ্করনে দীপক সুখ গায়ওরি ॥ ৮১

দীপক—চৌতাল।

রতনজড়িত কনক থার তামে শোওহে দীপমাল।

অগুরুচন্দনকপোলন অতি সুগন্ধ ॥

ঘনন ঘনন ঘন্টা বাজে করে লীন কনক থার।

আরতি সাজে সকল ব্রজ কি নার ॥

মালকোষ—চৌতাল।

রাজন কি রাজা মহারাজাধিরাজ, চতুর্দ্দশ বিদ্যানিধান রাজারাম।

যৈ যৈ ধ্যায়াওয়েতা ইচ্ছা ফল পাওয়েন্তা (দাতা তু হায় কর্ণ সমান) ॥

লাজ কি জাহাজ শিরতাজ, গরিব নেওয়াজ গরিবন কি (রচ্ছা হোত তেহারি ধাম। অসুর সংহার চহুঁ দিশি করত উজীয়ারো, তানসেন ধ্যায়াওয়ে তাহারে নাম) ॥ ৮৩

ভৈরব—চৌতাল।

লম্বোদর গজ আনন গিরিজা সুত গণেশ এক রদন প্রসন্ন বদন অরুণ ভেশ

নর নারী গুণী গন্ধর্ব্ব কন্নর যক্ষ তঁবর মিলি ব্রহ্মা বিষ্ণু আরত পুজবত মহেশ ॥

অষ্টসিদ্ধ নব সিদ্ধ মুষিকবাহন বিদ্যাপতি তোহি সুমিরত তিনকো দিত শেষ।

তানসেনকে প্রভু তুমহীকে ধ্যাবৈ অবিঘন রূপ বিনায়ক রূপ স্বরূপ আদেশ ॥ ৮৫

গৌড়—চৌতাল।

শ্যাম সে ঘন শ্যাম, উমড়া ঘুমড়া আয়ো, মন্দ মন্দ মুরলী তান গগন ঘোর ঘহরাই।

ইথ জলধর বুন্দ, উথ শুধ বয়খত, ইথ চপলাবত, পীতাম্বর পহিরাই ॥

তাসো মহকত মালা মালা গরে, ইথ বগ পাঁতি দেখ, উথ ধুরবার, ইথ গরজে সব ছাই ,—যহ শোভা নিরখত, তানসেন প্রভু, কৌন অরুণ বরণ বাদরতে, লাল পাগ পহিরাই ॥ ৮৫

ভৈরব—চৌতাল।

শুভ নখত তকত বৈঠো রাজত ছাজতহৈ সব মুলুক খলকজে বিধা না কিয়ে সব ছত্র ধরে তে সব লাগে সব সেবা করণ।

ধন ধন চক্র ব্রত নরেশ আকৃবর দুঃখ হরণ তানসৈন এসো সুরো পূরো নর নরেন্দ্র নরন ॥ ৮৬

কানাড়া—চৌতাল।

শুভদিন শুভ ঘড়ি করি বরষ গাঁঠ সাথে ব্রহ্মাকে দিন প্রমাণ।

গায়েন গাওয়ত, বাজক বাজাওয়ত নৃত্যত নরনারী, আনন্দ হুলাসনে আন।

ধনকো ডাঁড়ো রবিশশী পলা কিরণ-জ্যোতি তুলা তৌল তাহে মধ্যে বৈঠে কিনি দিনি গুণিয়ন রতন কাঞ্চন বহু দান।

তানসেনকে প্রভু চিরঞ্জীবী রাহো সাহে আকৃবর দেত দান ॥ ৮৭

বড়হংস—ঝাঁপতাল।

শিব শিব শঙ্কর হর হর মহাদেব তুম্ পরশত দুঃখ দরিদ্র পরহর।

এক প'ন পল লীলা কণ্ঠ ভরম অঙ্গ ত্রৈলোক্য হর হর।

অজা জরণ ভেখ হরণ মহাদেব ভরস কঙ্কণ কর ধরে।

তানসেন লাগি বিনতি করত হ্যায় দুঃখ দারিদ্র পরহর ॥ ৮৮

শ্রী—চৌতাল।

শ্রীবর পিনাকধর গিরিধর গঙ্গাধর, কুন্দধর জটাধর আউর হর বংশীধর।

শঙ্খধর ডমরুধর চক্রধর ত্রিশূলধর রাধাপতি গৌরধর নরহর শিব শঙ্কর।

সুধাধর বৃষভধর ধরণীধর শশধর চন্দন কি বিভূতিধর তার ঈশ্বর পরমেশ্বর।

তানসেনকো দীজে কৃপা কীজে বিদ্যাবর ॥ ৮৯

দীপক—চৌতাল।

শ্রীজু ভজো অধীর চেতো যো জগ তপাবৈ।

করুণাসিন্ধু অংধ লচ্ছমী তু পাবৈ ॥

বন্দনাকে পন্থ মনহি ক্ষিতিপাল ল্যাবৈ।

সেবৈ তু অম্বাচরণ কালকো সতাবৈ ॥৯০

ভৈরব—চৌতাল।

সঘন বনছায়ো ক্রমবেলী মদভাবম ঋত প্রকাশ বরণ মারণ গোপ রঙ্গ লায়ও।

কোকীলাকি রণ চান্দ্র গামোর পীক কপোত খঞ্জন সবহি আনন্দ করত চহুঁত্তর রসভর লায়ও।

বাজত কিনরী রবাব বীণ মৃদঙ্গ উঁপজ তান মান পরমাণ সরস তীবর পায়ও।

কহে মিঞা তানসেন শুন সাহ আক্‌বর প্রথম রাগ ভৈরব গায়ও॥ ৯১

ভৈরব—চৌতাল।

সাধো বিদ্যাধর গুণনিধান গুণ-দাতা সরস্বতী মাতাকো কর আদেশ।

নমঃ নমঃ রিদ্ধি সিদ্ধিকে স্বামী সকল বিদ্যা প্রবেশ॥

যো ইন্‌কো ধ্যাবৈ মন ইচ্ছা ফল পাবৈ দূরহতে তন তেকলেশ।

তানসেন প্রভু তুমহীকো ধ্যাবৈ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ॥ ৯২

ভৈরব—চৌতাল।

সরস্বতী সুপ্রসন্ন হোয় মোকুঁ বাক্‌বাণী।

খরজ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ শুরু আবত তানদানী।

রূপকী নিধানী দয়ানী বিদ্যাদানী জগত জননী সারদা সন্তন মনমানী।

তানসেন মাংগে তাল স্বর অক্ষর রাগ রংগ সংগত সোঁ গাবৈ ইচ্ছা ফলদানী॥ ৯৩

মারু কেদারা—চৌতাল।

সকল গুণ প্রকাশ কর লে, নাদ বিস্তারণ গুণীয়ন. গর্ব্ব হরণ, প্রঘট সারদা বিদ্যা বনায়ে, আয়ে যশকে কারণ লীনী।

দো খরজ তুম্বা কর, সুর জ্যোত দাঁড়ি দরশ, চিমের ভর দঁড়াই কর, আসমান গমক কর, সুন্দর মোর নার, মধ মধ তার কি ;—তান রস উপজ, কেতা রাজ কেতা, সবাঁর জবার উজার কিনি॥ ৯৪

হাম্বীরকল্যাণ—সুরফাঁকতাল।

সংসার সাগর তরকো নাদ ব্রহ্ম কৌউ পার না পায়ো।

জয়া কণ্ঠ সরস্বতী থাড়ি ন থাড়ি বুধ প্রকাশ.কহুঁ গায়ো শুনায়ো॥

উক্ত যুক্ত লোচন লক্ষ্মী ব্রহ্মা বিষ্ণু স্বপন জনায়ো।

তানসেনকে প্রভু তুম্ বহু নায়ক ত্রৈলোক্যকি গত পার ন পায়ো সংসার॥ ৯৫

বেহাগ—চৌতাল।

সাঁইয়াতো না আবে আজ আধি-রাত মাঝে মাঝ, সিংহিনী জাগাবে শিংহ কানন ফুকারে।

চন্দন খসত খস খস গই নথ মেরা বাদলা ন পুরত মাসকি নীহারে॥

ধিক্ ধিক্ জনম মেরি, জগমে জীবন মেরা কি সুখ লাগাবে নাথ পাকড়ি বেণু বারে বার।

হজন দীনপতি নয়নে আহু বারি বহে তানসেন অন্তর্ব্বাণী ধুরপদ ফুকারে॥ ৯৬

শুক্ল বেলাওল—ঝাঁপতাল।

সাধনা করতে আরে, হো গুণী জ্ঞানী,
কেথ নাদ কেথ বেদ, কেথ অলঙ্কার।
কৌন ধুরণ, কৌন মুরণ,
কৌন তার, কৌন সুর,
এতে কো বেবর লিয়ে বিচার॥
বিদ্যা আটপটি অপরম্পার,
কেনহু ন পাও এহি সমুদ্র পার;—
কহত মিয়া তানসেন,
শুনরে সুঘর গুণী,
এতি তো কহ কিনি,
নায়ক গোপাল॥ ৯৭

পরজবাহার—ধামার।

সো আবামন মামন, কবিয়েরি; পিয়াসঙ্গে খেলিয়ে ফাগত, রহসে রহসে গর লাগ॥

ঋতু বসন্ত বন, উপবন ফুলে, নিপটে ভ্রমরা বৈরাগ।

সুগন্ধ পবন কর হিয়া উপজত, অনুরাগ মহম্মদ সা, সুন্দর সো মিলিয়ে, সুখ সোঁ জিতে ফাগ॥ ৯৮

দরবারী কানড়া—চৌতাল।

হজরত গোসলা শামাদান, কুতব রওয়ানী মীরাজু তুম হো, সব পীড়ন পর সুলতান।

অবদুল কাদের জলাল, নাম তেরে হেমান, সব জগকে তুম দান॥ ৯৯

কানড়া দরবারী—চৌতাল।

হো নরহর নারায়ণ, তোম পর গোপতি-নন্দন, গিরিবর-ধর পর ধারণ।

জগন্নাথ জগদীশ, জগত গুরু ভকত-বৎসল, হিতকারণ, হে মাধব, জগজ্জন হিত কারণ।

পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর, সুরপতি পত ধরাপত, আনন্দ কৌন্দ, তুমা প্রসাদাম্বিত নিত হি সঞ্চরণ, তানসেন হোয়ে গুণী গাওয়ে॥ ১০০

ভৈরব—চৌতাল।

হৈ কালিন্দীপতি প্রতাপ বড়ে ওধাতরী সরস্বতী মিল ভই ত্রিবেণী।

পিছেতেঁ আবত যমুনা শ্যামরূপ ভরণ ঘোররূপ বরষত পাষাণ তোব গোমানুতে চলি জমকে বেণী॥

অরুণ বরণ সরস্বতী গুপ্ত প্রগট হোত চন্দ্র কিরণ জ্যোতি আকাশ পর ছুবতভুজতেনী।

তৈসে বন বন তেহু মিলন চলি লাল অতি রঙ্গ ভীনি, ভাগীরথী তুঁ রীভগত তারণ সগর উধারণ সা রাণী।

সব ভুব পাবন পৈধা রতি রঙ্গ প্রয়াগ বেতারী জলোধাপতি ধরণী, তরণী, তোর্নে। উৎপতি নর নারী ব্রহ্মা বিষ্ণু মকর নাহবত করত অস্তুত গাবত ভয়নাদ তানসেন গুণী॥ ১০১

সম্পূর্ণ।

সুরদাস।

গায়ক সুরদাস ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা বাবা-রামদাস সম্রাট্ আকবর শাহার নবরত্ন সঙ্গীত-সভার একজন প্রধান গায়ক ছিলেন। আকবর বাদশাহের নিকট ইহাঁর যথেষ্ট সম্মান হইয়াছিল। ইনি বিবিধ গ্রন্থ রচনা করেন। ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

ধানশ্রী—চৌতাল।

আলত সুখ, পালত সুখ, নিত্য সুখ সমরণ, নাম গোবিন্দ জীকা সদা লিজে

মোটে কমানি, পাপ অজীরণ, সাধু সঙ্গত মিল মোবাজীজে।

সমরণ সম্বত, অগতি অগোচর, পতিত উদ্ধারণ, নাম তেরো ;—সুরকে স্বামী, প্রভু অন্তরযামী সরব পূরণ প্রভু ঠাকুর মেরো॥ ১

বেহাগড়া—জয়মঙ্গল।

উদোজী তিহারে চরণ লাগতু হৈ একবার কিজে ব্রিজকো ভবর।

এক শ্যাম বিন রাধাজু ব্যাকুল ভই রটত ফিরত যেইসে মৃগকো অহের॥

কর জোরকে বিনতি করতু হ্যায় রাধা আউর ব্যাকুল ভই গোয়াল বাল সববার।

গোকুল ত্যাজ মথুরা বসাইহৈ সুরকে প্রেম তিনলোগপত ঠাকুর॥ ২

মুলতান—চৌতাল।

এ সখি, নন্দকুমার বালপনমে মেরো মন হর লিন।

জীওরি একেলা, তুমহারি নয়নন সোঁ মরি যাত, মোরি ভীয়া কি দুখ দুন দিন॥

শ্যামরো সলোন কানহ, বাট রোকে ঠাড় ভয়ো, মোসো বোলাওয়ে গয়ে ;—অধরণ কো রস লিন, কৌনসি বোলায়ে পায়ে, মুখসো লাগাওয়ে লিন, বাঁশরী বাজাওয়ে যাহু কিন॥ ৩

ভৈরবী—তেতালা।

কৃষ্ণনাম সুমরো মন মেরে কাটে কলেশ দুঃখ পাপ জয়ে তেরে।

ব্রহ্মকে ব্রহ্ম ঈশ ঈশানকে তন্ত্র মন্ত্র জপ লে সাঁঝ সবেরে॥

ইহ সংসারমে এক নাম হ্যায় তাসোঁ হোয়ে ভবসাগর পারবেরে।

সুরদাস সুমরণ কর নিশ দিন আনন্দ হোয়ে শরণ হরি লেয়ে॥ ৪

ভীমপলশ্রী—চৌতাল।

কুঞ্জন মে রচো রাগ, বুধ অবগতি লিয়ে গোপাল, কুণ্ডলকী ঝলক দেখে কোটি মদন ঠাট কিও।

আদরসে সুরঙ্গ রঙ্গে, বাঁশরী ও পায়ে রঙ্গ, মোহনকে মুকুট পর, মেরা মন অটকে ও।

মোপর ঝনকার গায়ে, মধুর মধুর তান লায়ে, সপ্তসুর ছায়ো, ইয়াকি সুরতকো লটকাও;—গৌরীরাও ঐসে ঐসে হোত মোহনকে, মুকুটপর শেষ নাগ লপটাও॥ ৫

খট—চৌতাল।

চিরঞ্জীবী যশোদা তোরে লালামে যোগী আশীষ শুনায়ো, তেরে সুতকে দরশন কারণ মায় কাশীসে আয়া।

লেহো ভিচ্ছা তুম পাট পটাবর বালক মেরা জাত দিঠায়া।

তিন লোকয়াকে ডরতে মাই নর-সিংহ নাম ধরায়া॥

ভিতরতে লাই যশোদা হয়রণে দর-শন পায়া।

সুরদাস প্রভু কৃষ্ণরঙ্গী রঙ্গে শিব শঙ্কর নাম বাতায়া॥ ৬

ইমনকল্যাণ—ধামার।

ছপাওরি বয়মা অনুঠি প্যারী তেরি ছব বাহি সো ডগর নাগর, ভরত অনত অনজ্ঞান।

রয় নহি তো প্যাসী অলি ফেরত কুঞ্জন গলি, ক্যাজানে চৌহে চৌকি, কমল মদ মন ভাণ।

শ্রীমুখ মণ্ডলেতে, চুহত হৈঁ শ্রমবিন্দু, চকোর পরোক্ষি দৌরি গণিত সুধা সির্জন।—বেণী উলটি রহি, গ্রাম হুঁ ত আওরে জান, ক্যাজানে বাঁচি কৌন ভু—আ অঙ্গ মৈতো মান॥ ৭

বিভাস—চৌতাল।

তে নিশা লাল সঙ্গ ঋত মানি মায় জানি পাগ ডগ মগ পরতননা সুখে।

শিথিল বুসন কোটিকে শরাজত আনন সুদে সব বোলত কছু অটপটীত বাণী॥

এহ ছবি মোমন ভই মিটিহোই চঞ্চল তাই পীক লীক পল কল গানী।

সুরদাস প্রভু রিঝি রহি ধন্য ধন্য নব কুঞ্জরাণী॥ ৮

আলেয়া—তেওরা।

তৈজো রাম নাম ঘন লেয়ে।
জনম জনম টারয়ো নহি টরো
ছুয়ো কাঁহা রাড যম করেরে॥
কর সু কর বহার সকল মো
তোটয়ো হান পরওরে।
হাত নফা সাধুকী সঙ্গত মূল গাঁঠ
ন পজায়রে॥
গোণ আস বুধ বৈঠো, বিপ্র
পরোহিণ ভজয়োরে, সুরদাস বৈকুণ্ঠ
পৈঠকে বীচ বিলম্ব নহি করেরে॥ ৯

ভৈরবী—একতালা।

দাধ কেমত বারে কামহ খোলা
প্যারে পলকে।
শীশ মুকুট লটা ছুটী আউর ছুটী
অনেকে॥
সুরনর মুনি দ্বার ঠাড়ে দরশ কারণ
কীলকে, নাসিকাকে মতি সোহৈ বীচ
লাল ললকে।
কটপীতাম্বর মুরলীকরঁ শ্রবণকুণ্ডল
ঝলকে।
সুরদাস মদনমোহন দরশ দেহোঁ
মিলকে॥ ১০

ভৈরব—একতালা।

বাঁশরী বজাই আজ রঙ্গ সোঁ মুরারি।
শিব সমাধি ভুলি গই মুনি মন তারী॥
বেদ পড়ত ব্রহ্মা ভুলে ব্রহ্মচারী।
শুনতহী আনন্দ ভয়ো লাগি হৈ করারী
রম্ভা সব তাল চুকি ভুলি নৃত্যকারী।
যমুনা জল উলট বহে সুধিন সম্ভারী॥
শ্রীবৃন্দাবন বংশী বাজি তিন লোক প্যারী
গোয়াল বাল মগন হোয়ে
ব্রজকী সবনারী॥
সুন্দর শ্যাম মনোহর মুরত
নটবর বপুধারী।
সুর কিশোর মদনমোহন
চরণা বলিহারী॥ ১১

কেদারা—চৌতাল।

বাঁকে বিহারি কুণ্ডল শোভম বঙ্কে
মুকুট বঙ্কে পেঁচ বঙ্কে আলকা কপো
বঙ্কে চম্পা কলি হার বঙ্কে।
বাজু বন্দন গলে জড়িত পৌচি বঙ্কে
দোনরি ভেনরি বঙ্কে পিতাম্বর
পহেরে বঙ্কে দেখত শোভা তিনলোক
ভুলে।
সুরদাস রূপ নিরখি মন মন ভাঁও-
রত বাঁকে মুরলীমে তান লেত বঙ্কে॥১২

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—চৌতাল।

বৃন্দাবনে বৈঠে মগ যোবত হৈ
বনবারী সীত মন্দ সুগন্ধ ত্রিবিদ্যা
পাবন লম্পট।

শুন শুন বংশীকি ধূন বংশীবট যমুনাকে তট নিপট নিকট নট নাগর বোলত তেহারে ॥

ফুলনকী সেজ রচত কুসুমনকী লতা ললত কুঞ্জভবন নন্দরাজা বিহারী।

সুরদাস মদনমোহন তেরোহী ধ্যান ধরত উঠচল উঠচল যোরী রাধে কহা ॥ ১৩

মূলতান—চৌতাল।

বার বার কহুঁ তোহে, সাবধান কেঁউ না হোয়, মমতাকী পোট শিরে, কাহেকো ধরত হৈ।

মেরো ধন মেরো ধাম, মেরো সুত মেরো নাম, মেরো পশু মেরো গ্রাম, ভুল হো ফেরত হৈ।

ভূত ভয়ো বাওরা, বকার গই বোধ তেরি, ঐসে অন্ধকূপ গির, কাহেকো ফেরত হৈ;—সুন্দর কহত তাকো, নায়ক হোনে আবে লাজ, কায কো বিগাড় কে, অকায কেঁউ করত হৈ ॥ ১৪

আলাইয়া—চৌতাল।

ব্রজনাথ, বোলাওত হৈঁ, চলিয়ে, কছু জানত হৈ এহি বাত ইহাঁনি।

তুঁহিকো শ্যাম নেহারত হৈ, তুম-হরে বিন রে নহি পীবত পানি।

তুইয়োঁ বাত কহ মুখসে, নহি যাওয়েগি হম, হরি পায়ে ইহ বাঁণী;—তাহিতে জানত হো স্বজনি, অব যৌবন পায়ে ভই দেবানি ॥ ১৫

আড়ানা—পঞ্চমসওয়ারী।

মাইরি ধন্য ধন্য, বৃন্দাবন ধন্য ধন্য, গোকুল যমুনাকে তট বারেকো প্যারে।

ধন্য গোপী ধন্য গোরী, ধন্য এ গুঞ্জ-মালে ধন্য এ যশোদা গোদা, খেলত কানহা ॥ ১৬

ভৈরোঁ—চৌতাল।

মায় জানি যাঁহা রীত মানি আয়েহো লালন যব চীরিয়া চুহ চানী।

এয়সে পর আঁখিয়া রস মসানী, আওর পাগ লটপটানী ভাল যব করঙ্গ চিহ্নানী ॥

অধর অঞ্জন প্রগটানী বিনগুণ মাল বনানী সব অঙ্গ অঙ্গ উলটে নিশানী।

সুরদাস গুণ নিধানী ধনত্রিয়জো তুমকুঁ সুখদানী সঙ্গ জগত রৈন বিহানী

আলেয়া—চৌতাল।

যশমতী দুধমথন করকে বৈঠে বিরধাম আওরে ঠারে হর হাস নেহারে ছাতিয়া ছবি সাজে।

চিত বেনেচিত বহিল তাঁওয়ে শোভা বাচ কহঁনা যাওয়ে মণি নগ মন হরণ মোহিনী দিন সাজ।

জননী কহে নাচ বালা দেওঙ্গী নবনী তুমে রুণুমে ঝুনুমে কি বাজে।

গাওয়েতে গুণ সুরদাস সুখ বাড়ে ভূ আকাশ নাচেহে ত্রিলোকনাথ মাখন কি কাজে॥ ১৮

বসন্ত—চৌতাল।

মাধো ঋতু আই সব বন ফুল ফুটে সোঁ ফাগুনকে দনীমণি।

কোএলা দামামা বাজাওয়ে মুরলীমে কর লাত্র মদনকি ফৌজ লিয়ে ভ্রমরা ঢেড্‌রা ফিরায়ে॥

গোপ গোপী সব প্রফুল্লিত ভেই হৈঁ বসন্তকি লেখক ঘর ঘর পঠাইয়ে।

আবির গোলাল কেশর কুঙ্কুম ডারত পরস পর সুরদাস বলে যাঁই॥১৯

ভৈরব—একতালা।

শ্রীকৃষ্ণনাম রসনা রটত সোই ধন্ত কলিমে।

যাকে পদ পঙ্কজকী রেণুকি বলিমে।

সোই সুকৃত সোই পুণীত সোই কুলবন্তা।

জাকোঁ নিশি দিনা রহে শ্রীকৃষ্ণ নাম চিন্তা॥

যাগ যজ্ঞ তীরথ ব্রত কৃষ্ণ নাম মাহি।

বিনা কৃষ্ণ নাম কলি উদ্ধার অউর নাহি॥

সব সুখনকো সার কৃষ্ণ কবহুঁ ন বিস্‌মরৈয়ে।

কৃষ্ণনাম লৈলৈ ভবসাগরকোঁ তরীয়ে॥

শ্রীগোবরধন ধরণ পরম-মঙ্গলকারী উদ্ধার জন সুরদাস কৃষ্ণকি বলিহারি॥

সম্পূর্ণ।

শোরী মিঞা।

শোরী মিঞা।

প্রায় দুই শত বৎসর হইল, গোলামনবী নামক একজন সঙ্গীতবিৎ আবির্ভূত হন। এই গোলামনবীর স্ত্রীর নাম শোরী। ইনি আপনার স্ত্রীর নামে গান বাঁধিতেন। ইঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি এই জন্যই শোরী মিঞার টপ্পা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

ইয়ার্ ইয়ার্ হুঁদাবে জানা, বখেড়া দিদার।

অরি যো মর্গ শরা ইস্ক্ দিবানাবি মদ্, কেয়া সক্কায়ু সৈদা বাদ্ন মুদ্ জানী, বখেড়া দার।

অরি যো মর্গ শরা ইস্ক্ দমগনিমে থোড়া, শোরী কহে॥ ১

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

ও জটী সামুমান লে, জাঁদিয়া খাঁ গম্ তেরে মেয় তেরে শোয়ে।

লোগাঁদি বদনামে সোঁ, ডর মত শোরী, তু ত আপনা জনম তেরি সোঁ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

খেড়াদাবে নাওবিন জান দি কিবে শোরি তেরে।

বট খেড়া দিয়া বে, লেপ খোলা-ইয়াবে মিয়া, শোরী দা ঢেবা মেয় পছান দি কিবে শোরী তেরে॥ ৩

ভৈরবী—মধ্যমান।

তু কেঁউ রোদিয়া নারবে।

রাজনু কর চাকরী তেরে।

তন ফুকদা সুখদা গহর, গুলামনবী চুপ রহো ধীরে ধীরে॥ ৪

ভৈরবী—মধ্যমান।

দলে বরিয়াঁ লালাবে।

সাহা জানাদে; হরমত বাঁদিয়া কাঁদিয়া, তেরি শোড়া বে।

আউর ক্যায়সী দম লালাবে, যোলি বোলাওয়ে, তাণ্ডে লাগি শরী সোঁড়া বে॥ ৫

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

দো নয়না মাড়ে লাগেতু সাঁম্বে মাণয়ে।

● শুননি যাটা মহেড়া ইয়ার।
চস্‌মে মন দর চস্‌মে তো, চস্‌মানে তো থায়ে দিগার।
সন্ তামাসায় তোদারং তো ক্যামা-সায় দিগার॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

নিগালে ওয়ালা যৌবন কিসি দানি, কিসি দারে তেরাদা যৌবন বালা।
গুল্‌বি লালা বাকে বাহারা, গুল্ বিনা পর মানে তে শোরী, দাগাবাজি পর পর কাবি লালওয়ালা যৌবন॥ ৭

সিন্ধু—মধ্যমান।

বে ছৈলা, মান না করিয়ে; সাঁচে রবসে ডরিয়ে।
আও শোরী. মিল পিয়ালা পী লে, সমঝ সমঝ পাগ ধরিয়ে॥ ৮

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

মহেড়া বালাম স্থজে, আর বে।
মত কর কে প্রীতি, ছুব চঞ্চল জটী শরী ফকীর রুলা, নটকুনা দে॥৯

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মিয়াবে জাদু ডারা, সৌড়া।
মেয় তু তেরে বাঁদি হো-ও-ও রেইয়া।
ভুমে তু যা নয়না যা জুমানেড়া; মেশ তু তেরে বাঁদী হোও-ও রেইয়াঁ।॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ভলাবে জটি জোর, জোর মৈ বারি, বন্দিয়া মৈ না সাঁডিয়ামে নাহি।
লে চলত, চিত মহবুব দে থানে বন্দিয়া শোরী টপ্পেদার॥ ১১

টোড়ীভৈরবী—মধ্যমান।

মেয় লাগী কর যা মন ফাঁশরী।
দেখো জিয়া ক্যাসে গত হায়, চশমত নাহি, কোই আওয়ে মোহে সা শোরী॥ ১২

ভৈরবী—মধ্যমান।

শীসাহেমে এ দরকে না রুম্।
বর মিয়া-আ-আ রুম্, মন রঙ্গে দারুম্।
মন মেরি অঞ্জমেরি, মুশলে শোঁহেলে মণি, বুলবুল শিরুন স্থখনিদা রুম্॥ ১৩

ঝিঁ ঝট—মধ্যমান।

সংমা দিয়া নিশা।
তুগুলে, নালে, গেলুইা, কেরে হো মিথা।
বাওল দেশোয়ারিবে, বিরণাদি শোঁহে মিয়া, তেডি কসম নেহি খাঁ

দিয়াঁ, তুগ্‌লে নালে গেল্‌হাঁ কে রে হো মিয়া॥ ১৪

সিন্ধু কাফি—মধ্যমান।

সহর চলা জটী, রঙ্গে জরদে গো জরদে।

মেঘ ভর ভর বে ও জটী, তেরি জাদু নয়না বে॥

তু ত তাঁরকো মানন, নবে মানদ মতি, শোরী আটকে ভাটকে, দিলে লাগি সরকার বে মিয়া;—এ জটী তেরি জাদু নয়না বে॥ ১৫

ভৈরবী—মধ্যমান।

সিহরি বে সারি রাত তা ঘুম।

তদারে করুণ থিমা, লাগদি বাঁদিয়া সাঁড়িবে।

জাগত জাগত, নয়নাকী না লাগাদী সিহরি শোরী রে॥ ১৬

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

হো মিজারে দি বাহার রবে মিয়া। খেলে সব গুঞ্জে গুল্‌ মিলা তো কুমরি লালে হাজারে দি।

চৈক রহি হায় মস্ত বুলবুল, শোরী ফিরে মদ হঁস, নেলেমে আজানি কর পেয়ারে॥ ১৭

সম্পূর্ণ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ রঘুরামের পুত্র। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে রঘুরামের মৃত্যু হইলে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইংরেজবাহাদুরের নিকট হইতে ইনি রাজেন্দ্রবাহাদুর উপাধি এবং দ্বাদশটী কামান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে ইহার দেহত্যাগ ঘটে।

ললিত—আড়াঠেকা।

অতি দুরারাধ্যা তারা
ত্রিগুণা রজ্জুরূপিণী।
না সরে নিশ্বাস পাশ,
বন্ধনে রয়েছে প্রাণী॥
চমকিত কি কুহক,
অজিত এ তিন লোক।
অহংবাদী জ্ঞানী দেখে,
তমোরজোতে ব্যাপিনী॥
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে
কেহ, শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি।
দিয়া সত্য জ্ঞানানুবোধ, কর দুর্গে
দুর্গতি রোধ, এবার জনমের শোধ, মা
বলে ডাকি জননী॥

সম্পূর্ণ।

মহারাজ শিবচন্দ্র।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রথমা মহিষীর গর্ভে মহারাজ শিবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

খাম্বাজ—একতালা।

নীল বরণী, নবীনা রমণী,
নাগিনী জড়িত জটাবিভূষণী।
নীলনলিনী জিনি ত্রিনয়নী,
নিরখিলাম নিশানাথ-নিভাননী॥
নিরমল নিশাকর কপালিনী,
নিরুপমা ভালে পঞ্চ রেখাশ্রেণী।
নৃকর চারুকর সুশোভিনী,
লোলরসনা করাল বদনী॥
নিতম্বে বেষ্টিত শার্দ্দূল ছাল,
নীলপদ্ম করে করে করবাল।
নৃমুণ্ড খর্পর অপর দ্বিকরে,
লম্বোদরী লম্বোদর-প্রসবিনী॥
নিপতিত পতি শব রূপে পায়,
নিগমে ইঁহার নিগূঢ় না পায়।
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়,
নিত্যা সিদ্ধা তারা নগেন্দ্রনন্দিনী॥ ১

খাম্বাজ—একতালা।

দীন তারিণী, দুরিতহারিণী,
সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণ ধারিণী,
সৃজন পালন নিধন কারিণী,
সগুণা নির্গুণা সর্ব্বস্বরূপিণী।
ত্বংহি কালী তারা পরমা প্রকৃতি,
ত্বংহি মীন কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি,
ত্বংহি স্থল জল অনিল অনল,
ত্বংহি ব্যোম ব্যোমকেশ প্রসবিনী।
সাঙ্খ্য পাতঞ্জল মীমাংসক ন্যায়,
তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়,
বৈশেষিক বেদান্ত, ভ্রমে হয়ে ভ্রান্ত,
তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারিনি।
নিরুপাধি আদি অন্ত রহিত,
করিতে সাধকজনার হিত,
গণেশাদি পঞ্চ রূপে কাল বঞ্চ,
ভয়হরা ত্রিকালবর্ত্তিনী।
সাকার সাধকে তুমি সে সাকার,
নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কয়, ব্রহ্ম জ্যোতিম্ময়,
সেই তুমি নগতনয়া জননী।
যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়,
সে অবধি সে পরম ব্রহ্ম কয়,
তৎপরে তুরীয়, অনির্ব্বচনীয়,
সকলি মা তারা ত্রিলোকব্যাপিনী॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

এলোকেশী এলো কে রণে
কালবরণে।
ত্রিলোক আলো করে,
সে রূপের কিরণে ॥
অপরূপ মনোলোভা,
রণস্থল করেছে শোভা।
হেরিলে সে রূপের আভা,
প্রভা বরগো নয়নে ॥
দ্বিজ শিবচন্দ্র বলে,
যে হেরিনু রণস্থলে।
পতি তো পতিত পায়,
শব রূপে চরণে ॥ ৩

মূলতান—আড়াঠেকা।

মদনমথন মনোহারিণী।
অতসী কুসুম সম সুবর্ণ বরণী ॥
চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেত
করি করে বেষ্টিত,
রতন ঘটে অমৃত,
অভিষেকে শিবানী।
শোভে চারি করবরে
পদ্মদ্বয় অভয় করে,
পাদপদ্মপদ্মোপরে,
পদ্ম সদ্ম বিহারিণী।
শিবহৃদি পদ্মাসনে,
মহালক্ষ্মীনাথ সনে,
হলে যুগ্ম দরশনে
জন্ম ঋণে হে অঋণী ॥

বাহার—খৎ।

ভুবনেশী মার রূপে নাহিক
ভুবনে সীমা।
রক্তবর্ণা পদ্মাসনা,
ত্রিলোচনী সুভূষণা,
প্রভাকর উত্তমাঙ্গে,
অর্দ্ধ ভাগা চন্দ্রমা ॥
পাশাঙ্কুশ বরাভয়,
চারি করেতে শোভয়,
অলঙ্কার মণিময়,
নাহি তার উপমা ॥
মহাবিদ্যা আরাধিতে,
সদাশিব সমাধিতে,
করতলে ইষ্টসিদ্ধি,
অষ্ট সিদ্ধি অণিমা ॥ ৫

দেশ—পোস্ত।

মুক্তকর মুক্তকেশী মুখ তুলে
চেয়ে এবার।
আমার আশার অন্তকর
মা জন্ম আশিলঞ্চবার ॥

জন্মে জন্মে জন্ম যত,
জানত মা কষ্ট কত,
বিশেষত মানব দেহে যন্ত্রণা যে
সয় না আর।
হয়েছে নরের দেহ,
মনোভীষ্ট সিদ্ধি দেহ;
নাম বলে নিঃসন্দেহ
হবে নাকো জন্ম আর;
বিচারিয়ে রাগদ্বেষ,
আছে গুরু উপদেশ,
শিবের যে এই আদেশ,
তন্ত্রে শুনি বারংবার॥ ৬

বিপরীত রীত সহ
রতি রতিপতি,
তদুপরি মুরতি কৃপাণ পাণিতে;—
ছিন্নমুণ্ড করতলে,
অস্থিমুণ্ড মালা গলে,
সুশোভিত যজ্ঞোপবীত ফণীতে।
আধ কলা চন্দ্রাননে,
কি শোভিত কলানাথ।
ফলিত কপাল মাঝে দিনমণিতে;—
তন্ত্রে তুমি স্বতঃসিদ্ধি,
শিবে দে মা ইষ্টসিদ্ধি,
অন্তে যেন যায় প্রাণ সুরধুনীতে॥ ৭

ঝিঁঝিট—খৎ।

এ নারী কে নারি চিনিতে,
কার বনিতে।
শিরশ্ছেদ স্বয়ং করি,
ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী,
রক্তবর্ণা নগনা মগনা শোণিতে।
পদ্মমধ্যে কর্ণিকার,
কিবা সাধ্য বর্ণিবার,
তিন গুণে শোভিত ত্রিকোণ যোনিতে।
কণ্ঠোত্থিত রুধির ত্রিধার,
তার এক ধারা
ধরে কি মাধুরী জানিতে।
আরোহণ শবোপর,
রুধির পানে তৎপর,
দুই ধার দিয়ে পাশে বিয়োগিনীতে।

পূরবী—আড়াঠেকা।

জয় গণেশজননী, সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী।
শঙ্কর বাঞ্ছিতপদ, জয় অধম তারিণী॥
পতিত পাবনী তারা,
শোক তাপ দুঃখ হরা,
মহেশ হৃদয়ে ধরা,
অভয় চরণ দুখানি।
ভবানী ভবের ধন,
জননী জীব জীবন,
কল্পতরু শ্রীচরণ
হর মনোমোহিনী॥
তরিতে মা ভবার্ণব,
তরি শ্রীচরণ তব,
অনিত্য জেনেছি সব,
তুমি সত্য সনাতনী।

ত্রিনয়নী তারা শিবে,
কবে কলুষ নাশিবে,
দীনে দয়া প্রকাশিবে,
দেখা দিবে নিস্তারিণি ॥ ৮

বেহাগ—আড়াঠেকা।

তারা কর গো মা পার।
মায়া নদী মধ্যে পড়ে ভাবি অনিবার।
স্নেহের তুফান তায়,
বেগে বহে অতিশয়,
ডুবি তাহে নাহি ভয়,
কলঙ্ক যে মহিমার।
জলচর পরিজন,
মনেরে করে দংশন,
বিনা তব শ্রীচরণ,
নাহি কর্ণধার ;—
শিবচন্দ্রের এই ত্রাস,
নিশ্বাসে নাহি বিশ্বাস,
যাইতে কালের পাশ,
নাহিক নিস্তার ॥ ৯

সম্পূর্ণ।

কুমার শম্ভুচন্দ্র।

কুমার শম্ভুচন্দ্র।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় মহিষীর গর্ভে শম্ভুচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

গারা ভৈরবী—যৎ।

মন তুমি এ কাল মেয়ে
কোন সাধনায় পেলে বল।
কাল রূপের আভা দেখে
নয়ন মন সব ভুলে গেল॥
ছিল বামা কার ঘরে,
কেমন করে আনলি তারে,
কাল নয় পূর্ণিমার শশী
হৃদয়মাঝে করে আলো।
অরুণ যেমন প্রভাতকালে, তেমনি
মায়ের চরণতলে।
দ্বিজ শম্ভুচন্দ্র বলে ও পদে
জবা দিলে সাজে ভাল॥ ১

গারা ভৈরবী—যৎ।

তীর্থ বাসী হওয়া মিছে,
তীর্থ বাসী হওয়া মিছে।
শ্যামার চরণ বিনে রে
মন কোন তীর্থ কোথায় আছে?
শুনেছি রে লোকে বলে,
অযোধ্যা নগরে গেলে,
দেখিলে সে রামলীলে
সকল পাপ ঘুচে।—
পুন মুনি লিখেন বেদে,
সেই রাম পড়ে বিপদে,
দিয়ে রক্তজবা কালীপদে,
তবে ত রাবণ বধেছে।
দ্বারকা মথুরা পুরী,
শ্রীবৃন্দাবন আদি করি,
কৃষ্ণ যথা লীলাকারী লীলা করেছে।
সেই কৃষ্ণের জন্ম যখন,
কংস রাজা বধে জীবন,
মায়া রূপা হয়ে তখন
কৃষ্ণের জীবন বাঁচায়েছে।
শিবের কৃত কাশী ক্ষেত্র,
সকল তীর্থের সারতীর্থ,
যে দেখেছে সেই তীর্থ মুক্তি পেয়েছে।
শম্ভু ভাবে দিবানিশি,
যার কৃত সেই কাশী,
আপনি হয়ে শ্মশানবাসী,
শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে॥ ২

খাম্বাজ—একতালা।

ভাব সেই পরমেশ্বরী।

ভ্রমে ভ্রান্ত হয়ে ভুল না রে মন ॥

প্রভাতে বালিকাকৃতি,
আদিত্য মণ্ডলে স্থিতি,
রক্তবর্ণা পরমা কুমারী।
মধ্যাহ্নে যুবতী বামা,
শ্যামবর্ণা নিরুপমা,
সায়ং বৃদ্ধা সিতাঙ্গিনা নারী।
ব্রহ্মরূপা নাভী মূলে,
বিষ্ণুরূপা হৃৎকমলে,
ললাটে শম্ভু শিব ত্রিশূল-ধারী।
সহস্রদল কমলে,
পরম ব্রহ্ম বেদে বলে,
নিত্য সুখময়ী দিগম্বরী।
দ্বিজ শম্ভুচন্দ্রের বাণী,
নিশুম্ভ শুম্ভ নাশিনী,
শম্ভু মনোহরা শাকম্ভরী।
শম্ভু বাঞ্ছিত পদ,
সুধা পংক্তি কোকনদ,
বিরাজে তায় গঙ্গা গোদাবরী ॥ ৩

সম্পূর্ণ।

কুমার নরচন্দ্র।

কুমার নরচন্দ্র।

কুমার নরচন্দ্র,—নবদ্বীপ রাজবংশ-সম্ভূত। ইঁহার অধিকাংশ শক্তি-সঙ্গীত অতি সরল ভাষায় বিরচিত।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

অনায়াসে যা হয় মন,
তাই তুমি কর রে।
রসনা মগনা হয়ে,
কালী কালী বল রে॥
কি কার্য্য রে কোথা কুম্ভী,
এস রে নির্জ্জনে বসি,
ভাবি শ্যামা এলোকেশী,
বসে কালী পাব রে॥
যদি বল ধনে পুণ্য,
সে পুণ্য ভমতে পূর্ণ,
যাগ যজ্ঞে নানা বিঘ্ন,
সে ধন যে পাবে রে॥
দ্বিজ নরচন্দ্র ভণে,
ভার দে কালীর শ্রীচরণে,
কালী জ্ঞানে কাল জানে;
সদানন্দে থাক রে॥ ১

কালাংড়া—একতালা।

এমনি মহামায়ার মায়া,
রেখেছে কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য,
জীবে কি তা জান্‌তে পারে॥
গুটীপোকায় গুটী করে,
কাটিলে সে ত কাট্‌তে পারে,
মহামায়ায় বদ্ধ গুটী,
আপনার নালে আপনি মরে॥
বিল করে ঘুনি পাতে,
মীন প্রবেশ করে তাতে,
যাওয়া আসার দ্বার খোলা,
তবু মীন পলাতে নারে॥ ২

ভৈরবী—পোস্ত।

ওরে! মন তোর পায়ে ধরি,
যা বলি তা শোন।
বিরলে বসিয়ে ভাব,
শিবের সেবিত ধন॥
কি কারণে মোহারণ্যে,
অচৈতন্য আছ মন, এ যে,
বেদের বাজি সকল ফাঁকি,
হাঁসের ডিম দেখায় যেমন

তুমি কার কে তোমার,
কার জন্যে জ্বালাতন ॥
দেখ, পলকে সৃজন হয়,
পলকে হয় পতন।
সকল কি তোর সঙ্গে যাবে,
যত কর উপার্জ্জন ?
ম'লে, হবে দণ্ডী দিবে পিণ্ডি,
উর্ণা তণ্ডুল সম্ভাবন।
তুমি চঞ্চল হয়েছ বড়,
যাবে ব'লে বৃন্দাবন ;
তোমার হৃদাসনে রাধাকৃষ্ণ,
তাঁরেই কর দরশন।
দ্বিজ নরচন্দ্র কয়,
শ্যামা কভু মেয়ে নয় ; সে যে।
বাজায় বাঁশী, ধরে অসি,
অন্তে হয় সে নারায়ণ ॥ ৩

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কপালে যা আছে কালী,
তাই যদি হবে।
শ্রীদুর্গা জয়দুর্গা বলে,
কেন ডাকি ভবে ॥
ললাটে লিখিছে বিধি,
তাই বলবান্ যদি,
শিব তবে সত্যবাদী,
কেমনে সম্ভবে ॥ ৪

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কিঙ্করে করুণাময়ী,
ধন দিবে মা কি ধন আছে।
যেবা ধন তোর রাঙ্গা চরণ,
তাও বাঁধা হরের কাছে ॥
যদি পাই মা যোগে যাগে,
বিষ খেয়ে শিব আছেন জেগে।
ঘুম নাই তার ধনের লেগে,
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছে ॥ ৫

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কি করি মনকরী,
মত্ত অনিবার তারা।
ভ্রমিছে বিষয়ারণ্যে,
প্রাণপণে না দেয় ধরা ॥
পরমার্থ পঙ্কজ বন,
সদা করিছে দলন।
নিষেধ পাশ মানেনা বারণ,
আমি ভক্তি আলান হারা ॥
কুভাব কেশরী ভয়,
গণে অতি তুচ্ছাশয়।
কুমতি মাতঙ্গী তায়,
পেয়ে প্রিয়তম দারা ॥
আমি যে বিষয়াশক্ত,
আছে শ্রীচরণে ব্যক্ত।
কৃপা করি কর মা মুক্ত,
জননী এবার তারা ॥ ৬

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কেমন মেয়ের মেয়ে শ্যামা,
দেখ দেখি মন বিচার করে।
এমন মেয়ে না হলে কি,
হরের মন ভুলাতে পারে॥
মহাযোগী মৃত্যুঞ্জয়,
তার মন হরা কঠিন হয়।
অন্য মেয়ের কর্ম্ম নয় মন,
মদন যারে শঙ্কা করে॥ ৭

ভৈরবী—যৎ।

কেন মিছে মা মা কর,
মায়ের দেখা পাবে নাই।
থাকলে আসি দিতো দেখা,
সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই॥
শ্মশানে মশানে কত,
পীঠস্থান ছিল যত,
খুঁজে হলেম ওষ্ঠাগত,
কেন আর যন্ত্রণা পাই,
হিমাতার তীরে গিয়া,
কুশপুত্তুল দাহাইয়া,
অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়া,
কালাশৌচে কাশী যাই।
দ্বিজ নরচন্দ্র ভণে,
(মন) মায়ের জন্য ভাব কেনে,
মা গেছে নাম,-
ব্রহ্ম আছে তরিবার ভাবনা নাই॥৮

গাড়া ভৈরবী—খয়রা।

চল যাই কাজ নাই।
(তারার তালুকে রে)
কখন আছি, কখন নাই,
এ তালুকের মুখে ছাই॥
পঞ্চজনার জামিন দিয়ে,
এসেছ বয়নামা লয়ে,
ভুলিলে বিষয় পেয়ে,
শেষেতে পাবি সাজাই।
ষড়রিপু জ্যেষ্ঠ যে,
কানুনগুই হয়েছে,
সে হস্তবুদে জব্দ করে,
ফিরিতেছে রে সদাই॥
ক্রোধ হল পট্টয়ারি,
লোভ মোহ মোহরী,
খাজাঞ্চী হয়েছে মদ,—
মাৎসর্য্য এই দুটী ভাই॥
যখন তোমার তলিল হবে,
সাক্ষী সবে পলাইবে,
তখন কার দোহাই দিবে,
আমার মা বিনে গতি নাই॥
ভেবেছ রাখিবে বাকি,
বাকি রেখে দিবে ফাঁকি,
রয়েছে যমমাই সে ত
নিলাম করে লবে রে,
নরচন্দ্র কথা লয়ে,
পাপ মহলে ইস্তফা দিয়ে।

দুজনে বিরলে গিয়ে,
গুণময়ীর গুণ গাই ॥ ৯

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

নেংটা মেয়ের এত আদর,
জটে বেটা ত বাড়ালে।
নহিলে কেন ডাকতে হবে,
দিবা নিশি মা মা বলে ॥
শ্রীরাম জগতের গুরু,
জটে বেটা তাঁর গুরু।
আপনি কেটা বুঝলেনা কো
রইল শ্যামার চরণ তলে ॥
বিষম পাগল জটে ব্যাটা,
শ্মশান ত তার মৌরস পাড়া।
আবার) বেটীর এমনি বুকের পাটা,
জটের বুকে পা-টা দিলে ॥ ১০

গারা ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ভাব রে শাম্ভবী বিদ্যা,
গোপনে সরোজদলে ॥
হৃদে কালী বহিঃ শিব,
বদনে শ্রীহরি বলে ॥
আদ্যা বিদ্যা সিদ্ধাসনে,
নেত্র পত্র সচন্দনে।
ভক্ত মুক্ত হয় দানে,
ইহকালে পরকালে ॥ ১১

কালাংড়া—একতালা।

যখন যে রূপে কালী রাখ
গো আমারে।
সকলি সফল যদি না
ভুলি তোমারে ॥
ভস্ম বিভূতি ভূষণ,
কিংবা মণি কাঞ্চন।
তরুতলে বাস কিংবা রাজ-
সিংহাসনোপরে ॥ ১২

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

যে ভাল করেছ কালি,
আর ভালতে কাজ নাই,
ভালয় ভালয় বিদায় দে মা,
আলোয় আলোয় চলে যাই।
মা তোমার করুণা যত,
বুঝিলাম অবিরত ;
জানিলাম শত শত,
কপাল ছাড়া পথ নাই।
জঠরে দিয়াছ স্থান,
কোরনা মা অপমান।
কিসে হবে পরিত্রাণ,
নরচন্দ্র ভাবে তাই ॥ ১৩

গারা ভৈরবী—আড়াঠেকা।

শাম্ভবি তোমায় ভাবি,
সম্ভাবনা নাই মা এমন

যার সুখে হব সুখী,
সে যে আমার নয় তেমন ॥
পড়েছি মা যে বিপদে,
স্থান দিয়ে রাখ পদে।
প্রাণ যায় গো ঐ বিষাদে,
বৃথা হলো আগমন ॥ ১৪

গারা ভৈরবী—আড়াঠেকা।

শ্বেত শতদলে কে গো,
বিরাজে শ্বেত বরণী।
বীণাযন্ত্র করে ধরা,
শিরে চূড়া ত্রিভঙ্গিনী ॥
পাদাম্বুজে ভ্রমে ভৃঙ্গ,
জিনিয়া মত্ত মাতঙ্গ।
হেরিয়া হয় আতঙ্ক,
শশধরে কুরঙ্গিণী ॥ ১৫

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

সংসারেরি যত সুখ,
সকলি পড়িয়া রবে।
জীবন জলবিম্ব প্রায়,
জলে জল মিশাইবে ॥
তালার উপরে তালা,
তেতালায় আর কেবা শোবে।
যখন শমন ধরিবে চুলে,
ধরণী লুটায়ে রবে ॥
কেবা রাজা কেবা প্রজা,
কেবা অভিমান করিবে,
বাজিলে সে কুচেরি কাড়া,
খাড়া খাড়া যেতে হবে।
সুদের সুদ গণিতেছ ভাল,
আট বছরে দ্বিগুণ হল।
জাননা যে সে আট বছর,
তোমার জমায় খরচ যাবে।
কেবা মাতা কেবা পিতা,
কেবা মন তোর সঙ্গে যাবে ॥ ১৬

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

সকলি তোমারি ইচ্ছা,
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর, (মা)
লোকে বলে করি আমি ॥
পঙ্কে বদ্ধ কর করী,
পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি !
কারে দেও মা ইন্দ্রত্ব পদ,
কারে কর অধোগামী ;
যে বোল বলাও তুমি,
সেই বোল বলি আমি ;
তুমি যন্ত্র তুমি মন্ত্র,
তন্ত্রসারের সার তুমি ॥

কালাংড়া—একতালা।

যে হয় পাষাণের মেয়ে তার হৃদে কি
দয়া থাকে।

দয়া হীন না হলে কি নাথি মারে
নাথের বুকে ॥
দয়াময়ী নাম জগতে দয়ার লেশ
নাই তোমাতে ;
গলে পর মুণ্ডমালা পরের ছেলের
মাথা কেটে ॥
মা মা বলে যত ডাক শুনেত মা শোন
না কো।
নরা এম্নি নাথি থেকো তবু দুর্গা
বলে ডাকে ॥ ১৭

খাম্বাজ—একতালা।

কৃষাণ হয়ে মানব জমিন আবাদ
পত্তন করলি কেন।
জল যদি শুকায়ে যাবে তখন
শুকনা ডাঙ্গায় বীজ লাগবে কেন ॥
মন! যদি পাবি ফল, শুন তার কল,
ভক্তিরূপ জল কর রে সিচন।
প্রেমরূপ বেড়া দিয়ে,
বান্ধ ভক্তি দড়া নিয়ে,
দুর্গানাম বীজ কররে রোপণ।
কালীনাম কুঠারি ধর,
কেটে ফেল পাপাঙ্কুর,
নয়নে প্রহরী করি থেকো সচেতন ॥
একে মানবজমা জমায় আছে কমি,
নাই কিছু তার মাথট বাটা,
মিছে কাজে ফির,
তত্ত্ব নাহি কর,
যোগ পড়েছে তার ন দিকে ন'টা।
ভেবেছ পলায়ে যাবে,
পলায়ে নিস্তার পাবে,
শিয়রে বসিয়া কাল পলাবি কেমনে ॥

সম্পূর্ণ।

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র।

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র,—নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ গিরিশচন্দ্রের দত্তক পুত্র। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ শ্রীশচন্দ্র সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ৩৮ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

তোমারি অনন্ত মায়া কে জানে।
অনন্ত যাঁহারি অন্ত না পায় ধ্যানে॥
বাক্যমন অগোচর নিরূপণ নাহি যার।
বোধে না হয় প্রবেশ কেবল অনুমানে।
মা কি তব বিচিত্র মায়া,
যার বশে মহামায়া,
পশ্বাদি কীট পতঙ্গ মা ভ্রমে অচেতনে॥
সুরাসুর কিন্নর, গন্ধর্ব্ব অপ্সর নর,
মায়ায় মুগ্ধ চরাচর কেবা সচেতনে॥
আগম স্মৃতি বেদান্ত,
সে মর্ম্ম জানিতে ভ্রান্ত।
অচিন্ত্য পরম তত্ত্ব মা অব্যক্ত ভুবনে॥
চিন্ময়ী হয়ে প্রসন্ন,
শ্রীশে দে মা চৈতন্য।
যেন মন মগন সদা থাকে শ্রীচরণে॥ ১

মোল্লার—একতালা।

কেও রমণী নীরদ বরণী,
স্মরহর হৃদে সমরে নাচিছে।
শ্রীচরণ গুণে ত্রিতালত্রিগুণে,
সুধীরে মধুর নূপুর বাজিছে॥
শুনিয়া সে ধ্বনি কনককিঙ্কিণী।
ছলে সুর শ্রেণী স্মরণ লইছে॥
নাভি সরোবর সলিল আশয়,
ত্রিবলীর ছলে করিবর ধায়।
কুচ কুম্ভবর বিশ্বমূলাধার,
যার পয়োধর ব্রহ্মাদি যাচিছে॥
নরশির হার গলে সুশোভন,
বরাভয় অসি শ্রীকরে ধারণ।
করাল বদন করি দরশন,
দেব হৃষ্টমন দানব কাঁপিছে॥
হেরি বামার বাম উরু,
জিনি রামরম্ভাতরু,
কাজে কাজে লাজে লুকায়েছে॥
কটি তট হেরি, সুচারু কেশরী
চির বনচারী, বিধি করেছে।
চরণ তরুণ, অরুণ কিরণ,
নখরে নলিনী প্রকাশ হতেছে॥
সুচারু চাঁচর, চিকুর কান্তি
চাহিছে চাতক জলদ ভ্রান্তি,
এ রণ শ্রান্তি কর মা শান্তি,
শ্রীশ মানস আসন পেতেছে॥ ২

কুমার নরেশচন্দ্র।

কুমার নরেশচন্দ্র।

কুমারনরেশচন্দ্র,—নবদ্বীপ-রাজ-বংশসম্ভূত।

খাম্বাজ—চৌতাল।

মম সুখোদয়, যে দিনে উদয়,
হবে গো জননী, জানি সমুদায়।
এ ভব সংসার, সকলি অসার,
হবে নৈরাকার জলে জলময়॥
সরস্বতীর হবে বেদে অবিচার,
কমলার হবে কুভক্ষ্য আহার।
অনাদির হবে জীবন সংহার,
পশ্চিমেতে হবে ভানুর উদয়॥
পবনের যেদিন গতি রোধ হবে,
ভুজঙ্গেতে যেদিন গরুড়ে দংশিবে।
পতঙ্গেতে যে দিন মাতঙ্গে নাশিবে,
সিংহিকায় হবে শৃগালের ভয়॥
চন্দ্রের যে দিন হবে অসিত বরণ,
ব্রহ্মার যে দিন হবে অনলে মরণ
জীবনেতে যাবে বরুণের জীবন,
দয়াময়ীর হবে কঠিন হৃদয়॥
দিবাভাগে রাত্রি, রাত্রিভাগে দিন,
জলাভাবে নষ্ট সমুদ্রের মীন,
আদ্যাশক্তি যে দিন হবে শক্তি হীন।
যুধিষ্ঠিরে হবে পাপের সঞ্চয়॥
ভূমিকম্প হবে কাশী তীর্থধামে,
সাধু রুষ্ট হবে রাধাকৃষ্ণ নামে।
যদি রাজা হই হব সেই দিনে,
দীনহীন দ্বিজ নরেশচন্দ্র কয়॥ ১

সম্পূর্ণ।

মহারাজ রামকৃষ্ণ।

মহারাজ রামকৃষ্ণ,—নাটোরাধিপতি মহারাজ রামকান্ত রায়ের পত্নী, ভারত-প্রসিদ্ধা রাণী ভবানীর দত্তকপুত্র। মহরাজ রামকৃষ্ণ বিষয়লিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া, ভগবচ্চিন্তায় জীবন যাপন করেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর পরলোক প্রাপ্তি হয়।

গায়া ভৈরবী।

অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা অন্ন দে মা অন্নদে।
সারদে হৃদয়পদ্মে জ্ঞানং
দেহি মে জ্ঞানদে।
ধন্য কাশী শিব ধন্য,
সুরধূনী অবতীর্ণ
বিরাজিতা অন্নপূর্ণা অঞ্জলি করে ভব দে
হয়েছে মা ক্ষুধা ব্যাধি,
দে মা গো সুধা ঔষধি,
অন্তে চরণে সমাধি
মোক্ষং দেহি মে মোক্ষদে ॥ ১

গায়া ভৈরবী—আড়াঠেকা।

এখন কি ব্রহ্মময়ী হয়নি মা
তোর মনের মত।
অকৃতি সন্তানের প্রতি বঞ্চনা কর মা কত
দম্ দিয়ে ভবে আনিলি,
বিষয় বিষ খাওয়াইলি,
সংসার বিষে জ্বলি যত,
দুর্গা দুর্গা বলি তত,
বিষ হর মা বিষহরি মৃত্যুঞ্জয়ের
মৃত্যু হত ॥
জ্ঞানরত্ন দিয়েছিলি,
মসিল দে ভসিল করিলি,
হিসাব করে দেখ মা তারা
দুঃখের ফাজিল বাকি কত ॥ ২

ললিত—আড়াঠেকা।

কার রমণী সমরে বিরাজে?
কে গো লজ্জারূপা দিগম্বরী
অসুর সমাজে ॥
মায়ের পদতল বরণ,
জিনি তরুণ অরুণ,
নয়নে নিশাকর লুকাইল লাজে।

প্রপদ নীলনলিনী,
উরু রামরম্ভা জিনি,
কটিতটে কর শ্রেণী, কিঙ্কিণী বাজে ॥
নাভি সুধাসরোবর,
ত্রিবলী কি মনোহর,
পীনোন্নত পয়োধর, হৃদিপরে সাজে।
সুশাণ কৃপাণ করে,
ঘন হুহুঙ্কার করে,
নাশে যত দনুজেরে, গ্রাসে বাজী গজে
মায়ের গলে মুণ্ডমালা শোভা,
অট্টহাসি লোলজিহ্বা,
শ্রুতিযুগে ইন্দু শিশু অপরূপ সাজে।
মুক্ত কুটিল কুন্তল,
সুধা পানে চল চল,
অলি যেন আশুতোষ হৃদয় সরোজে ॥৩

বাহার—যৎ।

জয়কালী জয়কালী বলে যদি
আমার প্রাণ যায়।
শিবত্ব হইব প্রাপ্ত কাজ কি
বারাণসী তায় ॥
অনন্ত রূপিণী কালী কালীর অন্ত
কেবা পায়,
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে শিব
পড়েছেন রাঙ্গা পায় ॥ ৪

মল্লার—একতালা।

জয়কালী রূপ কি হেরিলাম।
হর-হৃদে মায়ের পদে মন সঁপিলাম ॥
কাল বরণে, জলধর বরণে,
হর পর রতন নূপুর চরণে।
কঙ্কালী বেড়া কর কিঙ্কিণী
শোণিত শোভিত কিংশুক জিনি।
অমরা বালিকা ধ্যান মুদ্রিত
নয়ন, আপনারে আপনি পাসরিলাম ॥
চন্দ্র চমকে বয়ানে ধন্য,
আহা মরি মরি কিরূপ লাবণ্য,
হেরিয়া হরিল জ্ঞান, ধিক্‌রে প্রাণ,
জবা দান পদে না করিলাম ॥
যে আনিল মাকে ধরণীপৃষ্ঠে,
সেই নরপতি নৃপতি শ্রেষ্ঠ,
দ্বিজ রামকৃষ্ণ ভাল মহীপাল,
ইহকাল পরকাল তরিলাম ॥
অথবা
দ্বিজ রামকৃষ্ণ বলে, এসে ভূমণ্ডলে,
কালী কালী মুখে না বলিলাম ॥ ৫

পূরবী—একতালা।

ভবে সেই সে পরমানন্দ
যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে ॥
সে যে না যায় তীর্থ পর্য্যটনে,
কালী কথা বিনা না শুনে কাণে,

সন্ধ্যা পূজা কিছু না মানে,
যা করেন কালী ভাবে সে মনে ॥
যে জন কালীর চরণ করেছে স্থূল,
সহজে হয়েছে বিষয়ে ভুল,
ভবার্ণবে পাবে সেই সে কুল,
বল সে মূল হারাবে কেমনে ॥
রামকৃষ্ণ কয় তেমনি জনে,
লোকের নিন্দা না শুনিবে কাণে
আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে,
কালী নামামৃত পীযূষ পানে ॥ ৬

জঙ্গলা—একতালা।

মন যদি মোর ভুলে,
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম
দিও কর্ণমূলে।
এ দেহ আপনার নয় রিপুসঙ্গে চলে,
আনরে ভোলা জপের মালা ভাসি
গঙ্গাজলে।
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলা প্রতি বলে
আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি থাট কি
আছে কপালে ॥ ৭

সম্পূর্ণ।

মহারাজ মহাতাব চাঁদ।

মহারাজ মহাতাব্‌ চাঁদ,—বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের দত্তকপুত্র। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ৯ই এপ্রেল ইনি ইংরেজরাজ কর্ত্তৃক মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটী ভবনে ইনি ভারতেশ্বরীর একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ২৩শে অক্টোবর ভাগলপুর সহরে মহারাজ মহাতাব চাঁদের মৃত্যু হয়।

লুম খাম্বাজ—ঠুংরী।

অপরূপা কে ললনা,
হেরি রক্তাম্বুজাসনা,
কিঙ্কিণী মণি রচিত,
মুকুট শিরোভূষণা।
কুটিল কুন্তল জাল,
আবৃত মুখ-মণ্ডল,
ওষ্ঠ জিত বিম্ব ফল,
প্রফুল্ল পঙ্কজাননা॥
ধনু সদৃশ ভ্রূলতা,
ত্রিনয়ন সুশোভিতা,
সহাস্য বদনান্বিতা,
মধু মধুর বচনা।
বিগলিত মুক্তাহার,
যুক্ত নব পয়োধর,
হেম কর্ণপুর,
মনোহর আভরণা।
কাঞ্চিযুক্ত নিতম্বিনী,
ললিত ত্রিবলি শ্রেণী,
চতুর্ভুজ বিধায়িনী,
রক্তাম্বর পরিধানা।
পাশাঙ্কুশ যুগ করে,
ধনুর্ব্বাণ শোভে অপরে,
রোমাবলি অঙ্গোপরে,
উরু কদলি তুলনা॥
নিম্ন নাভি সরোবর,
শ্রীপদ কচ্ছপাকার,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর,
বন্দিত চারু চরণা॥
তাম্বুল পূর্ণ বদন,
অঙ্গে কুঙ্কুম লেপন,
গূঢ় গুল্‌ফ সুশোভন,
স্বচ্ছ নব দীপ্যমানা॥

জগদানন্দ জননী,
বিশ্বাকর্ষণ কারিণী,
ব্রহ্মাণ্ডে বীজ-রূপিণী,
জবা-কুসুম বরণা।
নাশ করে দুর দৃষ্টি,
মুক্ত করি ভব কষ্ট,
চন্দ্রের এই মনোভীষ্ট,
ষোড়শী ভব অঙ্গনা॥ ১

টোড়ী—একতালা।

অপরূপ কামিনী, নিরদবরণী,
শশধর আভা জিনি।
কলানাথ শোভা শিরে,
সিংহাসনাসন করে,
বিরাজিতা তদুপরে, চতুর্ভুজ ধারিণী॥
খেট খড়্গ যুগ করে,
পাশাঙ্কুশ ধরাপরে,
চন্দ্রে তার কৃপা করে,হে মাতঙ্গি ত্রিনয়নী

কলিঙ্গড়—একতালা।

অঞ্জনাদ্রি প্রভা ভীমা
কেও শ্মশানবাসিনী।
সদা শব মগ্না নগ্না,
মাংস চর্ব্বণ কারিণী॥
পিঙ্গাক্ষি রক্ত লোচনা,
শুষ্ক মাংসাতিভীষণা,
ঈষৎ সহাস্য বদনা,
বিমুক্ত কেশ ধারিণী।

নানালঙ্কার ভূষিতা
যুগলভুজ শোভিতা,
বামে মাংস মদ্যধৃতা,
সদ্যঃকৃত্তা শব পাণি॥
চন্দ্রের এই প্রার্থনা,
তব শ্রীচরণ বিনা,
অন্তে না হই অন্যমনা,
শ্মশান কালী সর্ব্বাণি॥ ৩

ঝিঁঝিট—ঢিমে তেতালা।

অপরূপ বামা রক্তাম্বর পরিধানা।
অর্দ্ধচন্দ্র শোভে শিরে
লোহিত বরণা।
পয়োধর ভারে নতা,
অন্ন প্রদান নিরতা,
হর নর্ত্তন হর্ষিতা,
সংসার দুঃখ হরণা॥
করি কৃপাবলোকন,
চন্দ্রের হর দুর্দ্দিন,
ভব কষ্টে কর ত্রাণ,
ত্রাণকর্ত্রী অন্নপূর্ণা॥ ৪

লুম খাম্বাজ—ঠুংরী।

এ শশী কে নীলবর্ণা,
মুণ্ডমালা বিভূষণা,
শঙ্করের হৃদিস্থিতা
প্রত্যালীঢ় শ্রীচরণা।

লম্বোদরী খর্ব্বাকারা,
লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করা,
পিঙ্গল জটাধরা ফণি শোভে ধরে ফণা ॥
চতুর্ভুজা এ রমণী,
কে কর্ত্রী কৃপাণ পাণি,
নীলোৎপল কপাল ধারিণী,
ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধানা।
নিবেদন ভবদারা,
চন্দ্র তত্ত্ব জ্ঞান হারা,
কৃপা করি হর তারা,
এ ভব যন্ত্রণা ॥ ৫

বেহাগ—জলদ তেতালা।
একি রূপ হেরি আমরি মরি,
অর্দ্ধ আভা জিনি প্রভা,
প্রভাতের তমোহরি।
মিলিত হিমাংশু প্রভা,
শিরে কিরিটের শোভা,
মৃদুহাস্য মনোলোভা,
কিবা মাধুরী ॥
পাশাঙ্কুশ সব্য করে,
অভয় বর অপরে,
চতুষ্করে শোভা করে,
ত্রিনয়না শুভঙ্করী।
বিমল হৃদয়োপরি,
পীনোন্নত কুচগিরি,
চন্দ্র প্রতি কৃপাকরি,
তার গো ভুবনেশ্বরী ॥ ৬

বাগেশ্রী—জলদ তেতালা।
একি রূপ নয়নে করি নিরীক্ষণ।
কে পারে স্বরূপ রূপ করিতে বর্ণন ॥
জিনিয়ে কোটি অরুণ,অঙ্গের হেরি বরণ
বসন তরুণারুণ তাহে সুশোভন।
উচ্চ পীন পয়োধর, তাহে বহে রক্তধার,
মুণ্ডমালা ভয়ঙ্কর গলে বিভূষণ ॥
জপ মালা এক করে,জ্ঞানমুদ্রা ধরে পরে
দ্বিকরে অভয় বরে, করেন ধারণ।
সহ চন্দ্রকান্ত মণি, মুকুট শিরোধারিণী,
হে ভৈরবী ত্রিনয়নী, দেহি চন্দ্রে শ্রীচরণ

পুন ঝিঁঝিট—ঢিমে তেতালা।
এ কার অঙ্গনা,
অম্বুদ বরণা,
চন্দ্র শেখর ত্রিনয়না ॥
রক্ত বস্ত্র পরিধানা,
রক্তকমলাসনা,
দ্বিভুজ ধারণা বরাভয় শোভনা ॥
মধুপান যুক্ত,
কালনৃত্যাসক্ত,
হেরি ফুল্ল বক্ত্র,
অনঙ্গ অরি অঙ্গনা।
আদ্যাকালী কৃপালেশে,
বিনাশি চন্দ্র কলুষে,
মুক্তকর মায়াপাশে,
দিওনা যাতনা ॥ ৭

ললিত—জলদ তেতালা।

এক রূপ চমৎকার হেরি
আমরি আমরি।
অঙ্গ আভা মনোলোভা প্রভাতের
তমো হরি॥
চতুর্ভুজ ত্রিনয়নী, অঙ্কুশ ধনুর্দ্ধারিণী,
পাশ বাণে দক্ষ পাণি,
অতিশয় শোভা করি।
নিবেদন তব পদে,
সদা থাকি চন্দ্র হৃদে,
রক্ষা করিবে বিপদে,
ভবে ত্রিপুরা সুন্দরি॥ ৮

খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

একি রূপ অপরূপ করি নিরীক্ষণ,
অসাধ্য বর্ণন।
রূপের মাধুরী হেরি জুড়াল নয়ন॥
মণি মণ্ডপোপরে,
রত্নবেদী শোভা করে
সিংহাসন তদুপরে অতি সুগঠন।
সিংহাসনে বিরাজমান,
উজ্জ্বল পীতবরণ,
পীতাম্বর পরিধান, তাহে সুশোভন॥
কিবা শোভে আভরণ,
পুষ্পমাল্য বিভূষণ,
সুগন্ধ অঙ্গে লেপন, কুসুম চন্দন।
সব্যে শত্রু জিহ্বা ধরি,
মুদ্গর দক্ষ করে করি,
ক্রোধিতা হয়ে শঙ্করী করেন তাড়ন॥
বগলা করুণা করি,
চন্দ্র দিয়ে চরণ তরি,
পার কর ভব বারি, লইলাম শরণ॥ ৯

টোরী ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

এ বালা কার বালা অপরূপা হেরি।
তরুণ অরুণ জিনি বর্ণ প্রভাকরী॥
অর্দ্ধচন্দ্র শিরোপরে,
ত্রিনয়নে শোভা করে,
ভূষিতা নানালঙ্কারে,
সিংহাসনোপরি
শোণিত বসনান্বিত,
মুণ্ডহার বিভূষিত,
দশপাণি সুশোভিত,
কিবা মাধুরী॥
শূল ডমরু খেটক,
পাশাঙ্কুশ পুস্তক,
কৃপাণ বাণ পিনাক,
অক্ষ মালাধারি।
শত্রুচ্ছেদ সংসৎ করি,
রুদ্র ভৈরবী শঙ্করী,
চন্দ্র প্রতি কৃপা করি,
ভব শুভঙ্করী॥ ১০

বাহার—জলদ্ তেতালা।

ঐগো ঐ বাজায় বাঁশী,
কেশব শ্রীরাধা বলিয়ে।

হলো মন উচাটন,
চল হরি হেরি গিয়ে ॥
কদম্বেরি তলে কালা,
করিতেছে কত ছলা,
মজাইতে কুলবালা,
মোহন মুরলী লয়ে।
নিকুঞ্জে নির্জ্জনে হরি,
খেলিবারে আসে হোরি,
বংশীতে সঙ্কেত করি,
চন্দ্র কহে বিধি দিয়ে ॥১১

বাঁরয়া—ঠুঙ্গরী।

এ কামিনী কার কামিনী
সুরতরুমূলে একাকিনী।
রমণীয় পারিজাত বনবিহারিণী ॥
মণি মণ্ডপোপরে,
রত্ন সিংহাসনাধারে,
প্রফুল্ল পঙ্কজান্তরে,
ষট্ কোণবাসিনী।
পদ্মপাশ বরাসনী,
পদ্মাঙ্কুশ পুষ্পবাণ,
ষড়ভুজে করি ধারণ,
রত্নমৌলি ত্রিনয়নী ॥
চরণে রত্ন নূপুর,
রত্ন কাঞ্চী কট্যুপর,
কুচভরে নম্রাধর,
সুবর্ণ বরণী।
সখি মধ্যে বিরাজিতা,
চন্দ্রের হয়ে হৃদয়গতা,
ত্রিপুটা করুণান্বিতা
কালান্তকারিণী ॥ ১২

সিন্ধু—জলদ তেতালা।
একি শোভা মনোলোভা
জবাকুসুম বরণা!
অরুণ বরণ বসন,
অঙ্গে সাজে সুশোভন,
মুণ্ডমালা বিভূষণা ॥
সুবর্ণ কলসাকার,
উচ্চপীন পয়োধর,
প্রভাজিত প্রভাকর,
চতুষ্কর শোভাকর,
পাশাঙ্কুশ ধারণা ॥
স্বপুস্তক জপমালা,
অন্য করে ধরে বালা,
অষ্টকুটা শুভঙ্করী,
শুভদা ভব শঙ্করী,
চন্দ্রের এই বাসনা ॥ ১৩

আড়ানা বাগেশ্রী—জলদ তেতালা।
একি রূপ হেরি নয়নে,
বর্ণের লাবণ্য সুদুষ্কর বর্ণনে।
প্রফুল্ল কমলাসন, তদুপরি কৃত্তিকাসন,
চপলাজিত বরণ মৃদুহাস্য চন্দ্রাননে ॥

সুললিত চতুর্ভুজ, সব্যে অভয় অম্বুজ,
দক্ষিণে বর সরোজ, অতি সুশোভন।
বিগলিত মুক্তাহার, শোভা পয়োধরোপর
কমলা করুণা কর চন্দ্রে রাখ শ্রীচরণে

পিলু—খং।

এসো গো কে যাবে হোরি
খেলিতে, কেশব সনে।
কুঙ্কুম আবির লয়ে,
চল নিকুঞ্জ কাননে।
শ্রীঅঙ্গে আবির দিব,
মন সাধ পুরাইব,
সকলে মেলি খেলিব,
হারাব নন্দনন্দনে।
বামে নিয়ে শ্রীমতীরে,
নয়ন জুড়াব হেরে
করতালি দিব ঘেরে,
মিলে সব সখীগণে ॥ ১৫

গৌড় সারঙ্গ—ঢিমা তেতালা।

কেও একাকিনী,
কাহার রমণী,
শশি শোভা জিনি মসি বরণী।
দশনে রসনা ধরা,
বদনে রুধির ধারা,
করালবদনী ॥
এ নব বয়সী,
ঘোর রূপা মুক্তকেশী,
শোভে দীর্ঘ বেণী।
গলে দোলে মুক্তাহার,
কটিতটে নর কর,
রচিত কিঙ্কিণী ॥
পয়োধর পীনোন্নত,
রুধির ধারে আবৃত,
বিকট রূপিণী।
মৃত শিশু শ্রুতিমূলে,
অর্দ্ধচন্দ্র সাজে ভালে,
হেরি বিবসনী ॥
অসি মুণ্ড বাম করে,
দক্ষিণে অভয় বরে,
রণে রণ-রঙ্গিণী।
ভীমবেশা ভয়ঙ্করী,
ভব হৃদি পদ ধরি,
দক্ষিণা রূপিণী ॥
চতুর্দ্দিকে শিবা ঘেরি,
শ্মশানালয়ে শঙ্করী,
অট্ট অট্ট হাসিনী।
চন্দ্রে দেহি এই জ্ঞান,
অন্তে করি তব ধ্যান,
কালী ত্রিনয়নী ॥ ১৬

কেদারা—ঢিমা তেতালা।

কেও বিবসনা, রুধিরে মগনা,
রক্তবর্ণা কার নারী।
কমল কর্ণিকোপরি, যোনিরূপা যন্ত্র হেরি
বিপরীত রতি কারি, রতিকাম তদুপরি

তদূর্দ্ধে বিরাজমানা, প্রত্যালীঢ় চরণা,
মুণ্ডমালা বিভূষণা, ত্রিনয়না শঙ্করী।
গলে অস্থিমালা স্থিতা,
মুক্তকেশ সুশোভিতা,
শিরে সর্প বিভূষিতা,
লোল জিহ্বা ভয়ঙ্করী ॥
শিরশ্ছেদ স্বয়ং করে, বাম করতলে ধরে
শোভিত অসি অপরে, চমৎকার মাধুরী,
কণ্ঠ নির্গত ত্রিধার, রুধির তার একধার
ধরে নিজাধরোপর,ভীষরূপা ক্ষেমঙ্করী ॥
উন্মত্তা উলঙ্গিনী, পার্শ্বদ্বয়ে দ্বি যোগিনী,
শেষ দ্বিধার ধারিণী,বিস্তার বর্ণন করি।
করি কৃপাবলোকন, শ্রীচরণে দিও স্থান,
চন্দ্রের এই নিবেদন, ছিন্নমস্তা শুভঙ্করী

পরজ—ঢিমেতেতালা।

কেও দশভুজা রমণী, হেম বরণী।
জটা জুট শোভে শিরে
ইন্দু মৌলি ত্রিনয়নী ॥
জিতচন্দ্র চন্দ্রানন,
সর্ব্বাভরণ ভূষণ,
শোভে পীনোন্নত স্তন,
নব যৌবনী ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমাকারা,
দন্তপঙক্তি মনোহরা,
দক্ষে শূল অসি ধারিণী ॥
শক্তি করে চক্রবাণ,
চাপ পরশু ধারণ,
বামে খেট শোভমান,
পাশাঙ্কুশ পাণি ॥
চরণে মহিষাসুর,
বামে লগ্ন হীন শির,
কণ্ঠোত্থিত দৈত্যবর।
শূল বিদীর্ণ হৃদয়,
নাগপাশ বদ্ধ কায়,
সপাশ তৎকেশচয়,
কর্ষণকারিণী ॥
সিংহস্থ দক্ষ চরণা,
দেবগণ স্তূয়মানা,
দৈত্য দানব দলনী।
দুর্গে দুর্গতি নাশিনী,
চন্দ্র বিপদ হারিণী,
মহিষাসুর মর্দ্দিনী,
সর্ব্ব কাম প্রদায়িনী ॥ ১৮

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা এ নারী কে ভয়ঙ্করী।
পাষাণ ডমরু শূল কপাল করে করি ॥
হিমাংশুকলা শেখরে,
ঊর্দ্ধপিঙ্গ জটা শিরে,
শুক্লদন্ত ভয়ঙ্করে,
ভয়ানক বেশ হেরি ॥

এই নিবেদন করি,
চন্দ্র প্রতি কৃপা করি,
ভদ্রকালী ভয়হারী,
সদয়া হও শঙ্করী ॥ ১৯

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

কেও বালার্ক সহস্র বরণা।
লোহিতাক্ত পয়োধরা লোহিত বসনা ॥
চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী,
অভয় বর ধারিণী,
পুস্তকাক্ষমালাপাণি,
সহাস্য বদনা।
রত্নময় কিরীটিনী,
সুধাকর কপালিনী,
মনুজ মুণ্ডমালিনী,
সরসিজাসনা ॥
তব স্তুতি নাহি জানি,
চন্দ্র বাঞ্ছিত ভবানী,
ত্রিপুর ভৈরবী রাণী রটে এ রসনা ॥

ভয়রোঁ—ঢিমা তেতালা।

কে নীল নীরদ বরণা শোভে ত্রিনয়না।
চতুর্ভুজধারণা সিংহোপরি বিরাজমানা।
শঙ্খ চক্র কৃপাণ,
শূল করে ধারণ,
নিজ তেজে দীপ্ত ত্রিভুবনা।
অর্দ্ধ চন্দ্র শোভা ভালে,
কটাক্ষে বিপক্ষ জ্বালে,
সদা ভয় দাত্রী ভীষণা।
কৃপা করি অয় দুর্গে,
চন্দ্রে রক্ষা কর দুর্গে,
তব পদে এই প্রার্থনা ॥ ২১

গৌরী—জলদ তেতালা।

কেও বামা স্মিত মুখী রত্ন
সিংহাসন স্থিতা।
কল্পবৃক্ষতলে রত্ন অলঙ্কার বিভূষিতা ॥
জিত নীল ঘন ঘটা,
পট্টাম্বর পরিধানা,
দ্বিভুজ ধারণা ত্রিনয়না,
বরাভয়ান্বিতা।
কালী কলুষ নাশিনী,
অখিলানন্দ কারিণী,
বুদ্ধি বৃত্তি স্বরূপিণী,
হরি বিধি শিব বন্দিতা ॥
ললিত বেশ ধারিণী,
কামাখ্যা কামদায়িনী,
চন্দ্রে মোক্ষ প্রদায়িনী,
হও গো ভব বনিতা ॥ ২২

সিন্ধু কাফী—জলদ তেতালা।

কৃষ্ণাবর্ণা কৃষ্ণাম্বর পরিধানা।
কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম্ম গলে
শিরে মুণ্ডমালা ধারণা ॥
স্বর্গস্পর্শে এক জটা নাগহার
যুক্ত লোহিত লোচনা।

শব হৃদি বামপদ
সিংহপৃষ্ঠ স্থিত দক্ষিণ চরণা॥
মহাঘোরা চতুষ্করা সাট্টহাসা
শব স্বয় লেলিহানা।
দক্ষে খড়্গ যুগ ইন্দীবর সব্যে
কণ্ঠিকর্পর শোভমানা॥
ভয়ানক রবকারিণী ভীষণা
অঙ্গনা কার অঙ্গনা।
মহাকালী কৃপাকরি দেখো
চন্দ্রে করনা প্রতারণা॥

সিন্ধু কাফী—ঢিমে তেতালা।
কৃষ্ণবর্ণা কার নারী
লম্বোদরী মহাঘোরা।
রক্তমুখী লোল জিহ্বা
কৃত নাগ কর্ণ পূরা॥
শবোর্দ্ধে কপাল হেরি,
বিরাজিতা তদুপরি,
পীনোন্নত কুচগিরি,
পরিহিত রক্তাম্বরা।
বিপুল নাগ বেষ্টিতা,
বিপুল নাসিকান্বিতা,
নাসিকাগ্র ধ্যানরতা,
শোভিত দীর্ঘ চিকুরা॥
দীর্ঘাঙ্গী দীর্ঘ জঘনা,
চন্দ্র সূর্য্যাগ্নি নয়না,
রুধির পানে মগনা,
পর্ব্বতস্থা চতুষ্করা॥
দক্ষ করে পদ্ম যুতা,
তদধো বর অন্বিতা,
বামে অভয় শোভিতা,
তদূর্দ্ধে কপাল ধরা।
নাগ যজ্ঞোপবীতিনী,
সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদায়িনী,
শত্রুগণ বিনাশিনী,
ব্যাঘ্র চর্ম্ম শিরে ধরা॥
সাধক সুখদায়িনী,
সংসারত্রয় জননী,
নিত্যরূপা সনাতনী,
সর্ব্বলোক ভয়ঙ্করা।
ত্রাণকর্ত্রী ত্রাণ কর,
শঙ্কট ভবে শঙ্কর,
চন্দ্রের দুঃখ সম্বর,
তারিণী ঈশান দারা॥ ২৪

খাম্বাজ বেহাগ—ঢিমেতেতালা।
কেও প্রসন্ন বদনা বিরাজমানা।
কোটি চন্দ্রপ্রভা ত্রিনয়না হারভূষণা॥
দক্ষিণপদ সিংহোপরি,
বামাঙ্গুষ্ঠ মহিষে ধরি,
বিচিত্র পট্টাম্বরী,
মঞ্জীর চরণা॥
কেয়ূরে দশভুজ প্রভা,
শিরে অর্দ্ধচন্দ্র আভা,
ত্রিশূলে খেটক শোভে,
শস্ত্রাসি ধারণা।

শঙ্খ ঘণ্টা শরাসনা,
পাশ নলিনী ধারণা,
লোকপাল সেব্যমানা,
সুরগণ ভূয়মানা।
কাত্যায়নি এই বার,
চন্দ্রে কষ্ট অনিবার,
করুণা করি নিবার,
বিপদ ভঞ্জনা ॥ ২৫

আড়া—জলদ্ তেতালা।

কিশোর কিশোরী খেলেন হোরি।
আহা মরি মরি,
হেরি কি আনন্দ লহরি ॥
ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরী, রসিকরসমঞ্জরী,
অনুপ রূপ মাধুরী, জনমনোহারী।
মনোমোহনমোহিনী, হরি হরি বিলাসিনী
প্রেমময় প্রমোদিনী, চতুরা চাতুরী।
কমলাক্ষ কমলিনী, মোক্ষদায়িনী,
শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণমোহিনী, ত্রাহি কৃপাকরি ॥

সিন্ধু ভৈরবী—জলদ তেতালা।

কেও কমলোপরি বিরাজে হেমবরণী।
পট্টাম্বর পরিধানা চতুর্ভুজ বিধারিণী ॥
দক্ষ করে পদ্মবর,
পদ্মভয়াম্বিতাবর,
শিরে শোভা কিরীটের
মুকুন্দ মনোহারিণী।
জিত হিমালয় গিরি,
চতুর্ভুজে ঘট ধরি,
অভিষিক্ত করে বারি,
অপরূপ রূপিণী ॥
মহালক্ষ্মী করি দয়া,
বিনাশি সংসার মায়া,
চন্দ্রে দিও পদছায়া,
হরিপ্রিয়ে নিস্তারিণী ॥ ২৭

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

কল্প বৃক্ষ তলে স্বর্ণ গৃহে কেও
সিংহাসনোপরি।
তরুণ যৌবনান্বিতা এ নারী কাহার নারী
কুম কুম সম বরণা,
রক্ত বস্ত্র পরিধানা,
মণিহার বিভূষণা,
ঈষদুচ্চ কুচ হেরি।
মৃণাল কোমল কর,
পদ্মদ্বয়ে শোভা কর,
তাহে অঙ্গদ কেয়ূর,
অতি শোভাকারি ॥
মাণিক্য মুকুট শিরে,
মণি কুণ্ডল কর্ণোপরে,
চরণ শোভে নূপুরে,
অপরূপ মাধুরি।
নীলনলীন নয়না,
ধনদে পূরাও বাসনা,
চন্দ্রের ভবযন্ত্রণা, হর ইন্দিরা ॥ ২৮

ভৈরব—তিওট।

কে ও রত্ন পদ্মাসনা,
গৌর বরণা,
হারালঙ্কারভূষণা॥
রক্ত-কৌষেয়বসনা
স্মেরমুখী শুভাননা।
দ্বিভুজ ধারণা শোভমানা,
বরাভয়ান্বিতা বামা,
সুনবীন যৌবনা॥
চার্ব্বঙ্গী মনোহরা,
মঙ্গলচণ্ডী পরাৎপরা,
চন্দ্র দুঃখ হরা হওমা তারা,
এ ভবযন্ত্রণা সহেনা ভব অঙ্গনা॥

সিন্ধুরা—জলদ তেতালা।

চল সবে বৃন্দাবনে যাই,
শ্যামাঙ্গে আবির দিয়ে, মানস পুরাই।
রজনী গভীরা হলো,
বিলম্বে কি ফল বল,
ত্বরা করি চল চল,
লয়ে রসময়ী রাই॥ ৩০

মালকোষ—যৎ।

জলদ শ্যামবরণা কে রে,
সিংহ পৃষ্ঠোপরে,
অষ্ট ভুজ ধরে।
ছুরি শূলবাণ কৃপাণ করে,
শঙ্খ গদা চাপ পাশ অপরে।
ত্রিনয়ন শোভমানা,
অর্দ্ধচন্দ্র শেখরে অসি
খেটক ধরি,
চারি সখী ঘেরে।
শূলিনী করুণা কর
চন্দ্রেরে, অন্তে এইরূপ
দেখি নয়নগোচরে॥ ৩১

সুরট মোল্লার—কাওয়ালী।

তোমা বিনা প্রাণ আমার
বল আর কেবা আছে।
সদা এই ভয় হয়
তুমি পর ভাব পাছে॥
তোমারে করেছি সার,
মন কেহ নাহি আর।
দেহ প্রাণ যে আমার
সকলি তোমার কাছে॥

খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

নব প্রভাকর প্রভা।
হেরি নয়নে ভূষিতা নানা
আভরণে অনুপম শোভা॥
শশি মুকুট মণ্ডিতা,
মুক্তা বস্ত্রবর ধৃতা,
পীনোন্নত কুচান্বিতা
চতুষ্কর মনোলোভা।

চৈতন্ত ভৈরবী করে
পাশাঙ্কুশ শোভা করে,
দক্ষিণে অভয় বরে,
কিবা সুন্দর প্রভা ॥
অশেষ কলুষ নাশ,
চন্দ্রের এই অভিলাষ,
বিবিধ সংসার ক্লেশ,
হরহরবল্লভা ॥ ৩৩

খট—জলদ তেতালা।

পঞ্চাশদ্বর্ণ রূপিণী
বিরাজে কার রমণী।
জটা জূট শোভে শিরে
অর্দ্ধচন্দ্র মৌলিনী ॥
শুদ্ধস্ফটিক বরণা,
মুক্তারত্ন বিভূষণা,
শুক্লক্ষৌম পরিধানা,
চতুর্ভুজ ধারিণী।
কমণ্ডলুধর করে,
পুস্তকাখ্য মালা ধরে,
চন্দ্রের প্রতি কৃপা করে,
মাতৃকা তার তারিণী ॥৩৪

কল্যাণ—জলদ তেতালা।
বিরাজে কে নারী বারিজোপরি,
সুন্দরী সৌন্দর্য্য রত্নাকরী।
তরুণ সিন্দূরারুণা,
বলয় হার ভূষণা,
কেও শোভন শিরোরুহ শোভে
শিরোপরি ॥
কটি সূত্র কটিধরে,
চরণে নূপুর ধরে,
ধরে বলয় করে,
হার শিরোধরে ধরি।
ফুলে কমল করে,
যুগল কমল ধরে,
আদর্শ ধনাধারে,
চতুর্ভুজা সুন্দরী ॥
পরিচর্য্যা পরায়ণী,
চতুষ্পার্শ্বে সখিশ্রেণী,
জিনি শত সৌদামিনী হরিপ্রিয়া ঘেরি।
মহালক্ষ্মী সৌরি দারা,
সুবিত্তর ধন ধারা,
চন্দ্রাগারে ভব স্থিরা,
কৃপাপাঙ্গে হেরি ॥ ৩৫

ঝিঁঝিট—জৎ।

বিষণ্ণা এ কার নারী
চিনিতে নারি।
রূক্ষবর্ণা ধূমাবতী,
পয়োধর নত অতি,
কলহ করিতে মতি,
মলিনাংশুপরি

কাক ধ্বজ রথে বালা,
ক্ষুধাতুরা সচঞ্চলা,
দশনাবলি বিমলা,
দীর্ঘকায়া হেরি ॥
শূর্প বাম করে ধরে,
অপর সহিত বরে,
দ্বিকরে কি শোভা করে,
আমরি মরি ॥
কুটিল নাসিকা নত,
নয়ন কোটর স্থিত,
চন্দ্রে শ্রীচরণাশ্রিত,
কর শঙ্করী ॥ ৩৬

ভীমপলসি—ঢিমে তেতালা।
ভিন্নাঞ্জনচয়প্রভা কেও সিংহবাহিনী।
জটাজূট চন্দ্রখণ্ড মুকুট ধারিণী ॥
নাগাবলি শোভিতা,
স্বর্ণহারান্বিতা সুস্পষ্ট অষ্টাদশ পাণি।
দক্ষিণে শূল খড়্গ শঙ্খ বাণ,
চক্রশক্তি বজ্রদণ্ড ধারণ,
তদধে গদাপাণি ॥
বামে পূর্ণকলস মস্তকোপরি,
দন্ত শোভাকারি সর্পসজ্জ অঙ্গোপরি,
আবৃত কোটি যোগিনী ॥
উগ্রচণ্ডা রক্তনেত্রা মহাকায়া,
চন্দ্র নিগুণে কর দয়া,
দয়াময়ী তারিণী ॥ ৩৭

বিভাষ—জলদ তেতালা।
মহা মেঘ প্রভা ঘোরা
লোল জিহ্বা ভয়ঙ্করী।
ঘোর দন্তা নীলাম্বরী ॥
অর্দ্ধচন্দ্র শোভা শিরে,
নয়ন স্থিত কোটরে,
এক জটা স্পর্শ করে,
অমর বস্ত্র উপরি ॥
ভুজঙ্গ শয়নে স্থিতা,
নাগ যজ্ঞ উপবীতা,
নাগহার সুশোভিতা,
সাট্ট হাসা মহোদরী।
পঞ্চাশ মুণ্ডমালিনী,
নরকুণ্ডল ধারিণী,
নবরত্ন বিভূষণী,
শোভে শেষ শিরে ধরি ॥
নাগ কান্তি বিভূষিতা,
নাগগণে সুবেষ্টিতা,
ভীষণা দ্বিভুজান্বিতা,
বাম পার্শ্বে ত্রিপুরারি।
বামে তক্ষক কঙ্কণ,
অনন্ত দক্ষে ভূষণ,
নারদাদি মুনিগণ,
সেবিতা ঈশান নারী ॥
শবাস্বাদন কারিণী,
সাধকাভীষ্ট দায়িনী,
জগদ্ভূৎ স্তি কারিণী,
তারিণি শুভঙ্করী।

চন্দ্র অধীন নির্গুণে,
কিঞ্চিৎ কটাক্ষ দানে,
তার মা আপন গুণে,
ভদ্রকালী শঙ্করী। ৩৮

সিন্ধু—টিমে তেতালা।

রক্তবর্ণা রক্তাম্বর
পরিধানা কার নারী।
অখিলের অন্তরে রূপ অনুপ
রূপমাধুরী॥
চতুর্ভুজা ত্রিনয়না,
রক্তাভরণ ভূষণা,
অমর বন্দ্য চরণা,
ইন্দু শোভে শিরোপরি॥
পদ্মপাশাঙ্কুশ করে,
পূর্ণকপাল অপরে,
রক্তাঙ্গ রাগাঙ্গোপরে,
শোভিতা সুর সুন্দরী।
মদিরা বিহ্বলাঙ্গিনী,
নিত্যা ভৈরবী তারিণী,
চন্দ্রে চরণ তরণি,
অন্তে দিওগো শঙ্করী॥ ৩৯

শারঙ্গ—একতালা।

রক্তার্ণবে রক্তপীঠে কেও রক্তবরণা
ষড় ভুজ ধারণা।
দ্বাদশ দলকমলবাসিনী রত্ন-
মৌলি ত্রিনয়না॥
পাশাঙ্কুশ ধনুর্ধারিণী,
দাড়িম্ব কপালবাণ পাণি,
অর্দ্ধচন্দ্র শেখরা কুচভরা,
নম্রাকরা সহাস্য বদনা।
কৃপাময়ী কৃপাকর,
এ ভবকষ্টে ত্রাণকর,
চন্দ্রের কলুষ হর নিরন্তর,
বজ্র প্রস্তারিণী এ প্রার্থনা॥৪০

সিন্ধু ভৈরবী—ঠুংরী।

শ্যাম বর্ণে শোভা করে কার বনিতা।
পট্টবস্ত্র পরিধানা, অষ্ট সর্প বিভূষিতা॥
দ্বিকরে অভয় বরে,
তাড়াঙ্কদে মনোহরে,
কটি কাঞ্চী গুণধরে,
পদে মঞ্জীর রঞ্জিতা।
শিখিপুচ্ছ চূড়াশিরে,
ত্রিনয়নে শোভা করে,
পীনোন্নত পয়োধরে,
গুঞ্জমালা সুশোভিতা।
পতিতে ভব সাগরে,
তুমি বিনা কে উদ্ধারে,
চন্দ্র প্রতি কৃপা করে,
ত্বরিতে তার ত্বরিতা॥ ৪১

পিলু—যৎ।

শ্রীহরি খেলিব হোরি,
আমরা গোপী সকলে।
আবির কেশর দিব, শ্রীচরণ যুগলে॥
অতি প্রফুল্লিত মনে,
সঙ্গোপনে প্রাণপণে,
সাজাইব শ্যামধনে,
নিরখিব বিরলে।
হরি ফুরাইলে হোরি,
ভুলনাহে ব্রজনারী
দেখ মনে রেখো হরি,
থেকো হৃদি কমলে॥ ৪২

পিলু যৎ।

হোরি খেলিবেন আজ শ্রীহরি
চল নিকুঞ্জবনে কিশোরী।
রঙ্গ দিয়ে অঙ্গে
আজ সাজাব মনোরঙ্গে
মধ্যে রাখি ত্রিভঙ্গে,
সব সখী ঘেরি।
মনোসাধ পুরাইব,
যুগল অঙ্গে আবির দিব,
যুগল আঁখি জুড়াইব,
যুগল রূপ হেরি॥ ৪৩

সোহিনী—মধ্যমান ঠেকা।

হংসারূঢ়া কার বালা নির্ম্মল হাস্য বদনা
শুক্লহার শোভে গলে শ্বেত সরসিজাসনা
শশি সম সুবরণ,
শিরে চন্দ্রশোভমান,
বাম করে করে ধারণ,
পুস্তক মধুর বীণা।
শোভা করে দক্ষকরে,
পুরিত পীযুষাধারে,
অক্ষমালা তদুপরে,
চতুর্ভুজ ধারণা।
কৃপা করি চন্দ্র প্রতি,
সদা হৃদে কর স্থিতি,
পারিজাত সরস্বতী,
সম্পূর্ণ কর বাসনা॥ ৪৪

সুরট—তিয়ট্।

সহস্র তরুণ অরুণ সমান বরাণ।
বিরাজিতাকার অঙ্গনা।
রক্ত উৎপলদলাকার,
পদতল শোভাকর,
অমূল্য রত্ন মঞ্জীর,
রঞ্জিত শ্রীচরণা।
রত্নাঙ্কিত পদাঙ্গুলি,
ঊরু তুলনা কদলী,
অঙ্গোপরি লোমাবলি,
নিম্ন নাভি মধ্য ক্ষীণা।

রক্তাম্বর পরিহিতা,
কিঙ্কিণী মেখলান্বিতা,
উচ্চ পয়োধর স্থিতা,
কৃশোদর শোভমানা ॥
রত্নে কণ্ঠ শোভাবর,
গলে শোভে মুক্তাহার,
কর্ণমূলে কর্ণ পূর,
মনোহর বিভূষণা।
মুক্তাময় মুকুটান্বিতা,
ধনু তুল্য ভ্রূলতা,
সরত্নাতলকাঙ্কিত,
চঞ্চল পদ্ম লোচনা।
অৰ্দ্ধচন্দ্র শিরোপরে,
ত্রিনয়নে শোভা করে,
প্রবালাভ চতুষ্করে,
শোভিতা কমলাননা।
ইক্ষুময় শরাসন
পাশাঙ্কুশ, পুষ্পবাণ,
করে করেন ধারণ,
সিদ্ধি প্রদান নিপুণা ॥
সৰ্ব্বকামনা পূরণী,
সর্ব্ব দেব স্বরূপিণী,
চন্দ্র দুঃখ নিবারিণী,
শ্রীবিদ্যা শঙ্করাঙ্গনা ॥ ৪৫

সম্পূর্ণ।

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর।

কোচবিহার রাজ্যাধিপতি মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ৫৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া, ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ৮ কাশীধামে দেহত্যাগ করেন।

টোড়ি—ঢিমা একতালা।

দিগ্‌বাস গলিত কেশ।
মরি ঘোর সমরে বামা কেরে।
কেরে সুন্দর হর হৃদি সরোবর
রক্তোৎপল পদে প্রকাশ॥
ভাই এ তনু ধারণে, এ তিন ভুবনে,
এমন মূর্ত্তি দেখি নাই।
ভূপে কয় মোর মনে লয়
বটে বটে বটে রে ভাই
এমন মূর্ত্তি দেখি নাই।
মায়ের ওষ্ঠাধর নব দিবাকর
বদনাঙ্কিতে তিমির নাশ।
ভয়ে দিতিসুতকুল সব চেয়ে রৈল,
ভাবে ছল ছল সজল আঁখি,
ভাবে ছল ছল, সজল আঁখি।
ভূপে কয়, মোর মনে লয়,
তারার বরণ তারায় রাখি
তারার বরণ তারায় রাখি।
কিবা চঞ্চলাকুল দন্ত
উজ্জ্বল অমৃতার্ণব অট্ট হাস॥ ১

বেহাগ—ঢিমা একতালা।

ভুবন ভুলালে রে কার কামিনী ঐ রমণী
বামার করে করাল শোভিছে ভাল
করবাল যেন দামিনী॥
সজল জলদ শোণিত অঙ্গে
নাচে ত্রিভঙ্গে তাল বিভঙ্গে রে।
মায়ের শিরে শিশু শশী যোড়শী রূপসী
শশিমুখি কাশীবাসিনী॥
অট্ট অট্ট অট্ট হাসিছে রে
নাশিছে দনুজ মা ভৈ ভাসিছে রে,
শ্রীহরেন্দ্র কহিছে হৃদি প্রকাশিছে
তব রূপে ভবজননী॥ ২

খাম্বাজ—একতালা।

তার কি শমনে ভয় মা যার শ্যামা॥
শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কয়,
ভবে কি আর আছে ভয়,
অন্তে যাব তাঁর ধামে বাজাইবে দামা॥

সম্পূর্ণ।

মহারাজ নন্দকুমার।

মহারাজ নন্দকুমার।

প্রায় দুই শত বৎসর অতীত হইল, বীরভুম জেলার অন্তর্গত ভদ্রপুর গ্রামে মহারাজ নন্দকুমার জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দী খাঁর রাজত্ব কালে ইনি হিজলী ও মহিষাদল পরগণার আমীন নিযুক্ত হন। নবাব মিরজাফর আলি খাঁর শাসনকালে মহারাজ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। নন্দকুমার দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে "মহারাজ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জাল-করার অপরাধে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ৫ই আগষ্ট ইঁহার প্রাণদণ্ড হয়। ওয়ারেণ হেষ্টিংস তখন গবর্ণর জেনারেল।

মুলতান—একতালা।

কালীপদ সরোজরাজে
সহস্র ভৃঙ্গ হওনা মন।
পদে মত্ত হও মকরন্দে মজে,
সদানন্দে রওনা মন॥
মধুরধারা বহিছে তাতে,
চরণে স্মরণ লওনা রে মন।
পদে লিপ্ত হও ত্বরায় যাও,
উদর পুরিয়া খাওনা মন॥
শিরসি পদ্মে পাদপদ্মে বিকসিত।
তাহে রিপু ছ'জন করি চরণ
ষট্‌পদ হও ত্বরিত॥
উড়িতে শক্তি নাই যদ্যপি,
তত্ত্বপথে ধাও না রে মন।
ঈষৎ উড়ে উড়ে মায়ের পদে
পড়ে গুন্ গুন্ গুণ গাওনা মন॥
যুগ্ম পদ্ম ত্যজিয়ে বদ্ধ,
মায়া কেতকী ফুলেতে,
তাতে কেবল ধবল গন্ধ মাত্র
অন্ধ তত্র রেণুতে।
জড়িত পঙ্ক কণ্টকে মন,
তথায় বিরস হওনা রে মন।
কি সুখে রও নীরস পুষ্পে,
কি রস পাও কওনা মন।
বিষয় শিমুল মুকুলে মন
ব্যাকুল চিত্ত হয়েছ।
ব্যর্থ অর্থ চিন্তা সতত,
নিত্য অর্থ ভুলেছ

কুমার বলে, ওরে ভৃঙ্গ,
দুরাশা ভঙ্গ হওনা মন।
মায়ের পাদপদ্মে আশাবাসা
করত হে যাওনা মন ॥

ভৈরবী—ঠেকা।

ভুবন ভুলাইলি গো ভুবন মোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে
বীণা বাদ্য বিনোদিনী ॥
শরীরে শারীরাযন্ত্রে
সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে।
গুণ ভেদে মহামন্ত্রে
তিন গ্রাম সঞ্চারিণী ॥
আধারে ভৈরবাকার
ষড়্দলে শ্রীরাগ আর।
মণিপুরেতে মল্লার
বসন্তে হৃৎ প্রকাশিনী ॥
বিশুদ্ধ হিল্লোল সুরে
কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে।
তাল মান লয় সুরে
ত্রিসপ্ত সুর ভেদিনী ॥
মহামায়া মোহপাশে
বদ্ধ কর অনায়াসে।
তত্ত্বলয়ে তত্ত্বাকাশে
স্থির আছে সৌদামিনী ॥

শ্রীনন্দকুমার কয় তত্ত্ব
না নিশ্চয় হয়,
তব তত্ত্ব গুণত্রয়
কাকী মুখে আচ্ছাদিনী ॥ ২

রাগে শ্রী—ঠেকা।

ভাব রে বসে মদনান্তক রমণী
মন মানসে।
নাহি পর্য্যটনশ্রম,
প্রেমগন্ধ ভাব কুসুম,
তেজধূপ দীপ প্রাণ আছেরে তব পাশে
সহস্রারামৃতে পাদ্য অর্ঘ্য দেহ মন,
ভাবরূপ নৈবেদ্য কররে অর্পণ,—
কাম আদি ছয়জন, বলির এই নিরূপণ,
জ্ঞানরূপাণে ছেদন কর অনায়াসে ॥
হোম কুণ্ড কর শ্রদ্ধা সমিধ সমাধি,—
ব্রহ্ম অগ্নি জ্বাল তায় মন এই বিধি।
হোতা হও ত্যজ কর্ম্ম,
দাঢ্য ঘৃতে রাখি মর্ম্ম,
আহুতি দেও ধর্ম্মাধর্ম্ম মন রে হেসে ॥ ৩

ভৈরবী—ঠেকা।

কবে সমাধি হবে শ্যামা চরণে।
অহং তত্ত্ব দূরে যাবে
সংসার বাসনা সনে।
উপেক্ষিয়ে মহত্তত্ত্ব,
ত্যাজি চতুর্ব্বিংশতত্ত্ব,

সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব,
দেখি আপনে আপনে।
জ্ঞান তত্ত্ব ক্রিয়া তত্ত্বে,
পরমাত্মা আত্মতত্ত্বে,
তত্ত্বহবে পরতত্ত্বে,
কুণ্ডলিনী জাগরণে।
শীতল হইবে প্রাণ
অপানে পাইব প্রাণ,
সমান উদান ব্যান
ঐক্য হবে সংযমনে॥
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ,
ভূত পঞ্চ ময় তঞ্চ,
পঞ্চে পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ,
বঞ্চনা করি কেমনে।
করি শিবা শিবযোগ,
বিনাশিবে ভব রোগ,
দূরে যাবে অন্ত ক্ষোভ
ক্ষরিত সুধার সনে।
মূলাধারে বরাসনে,
ষড়্‌দল লয়ে জীবনে
মণিপুরে হুতাশনে,
মিলাইবে সমীরণে।
কহে শ্রীনন্দকুমার,
ক্রমাদে হরি নিস্তার
পার হবে ব্রহ্ম দ্বার,
শিব শক্তি আরাধনে॥ ৪

সম্পূর্ণ।

রামপ্রসাদ সেন।

রামপ্রসাদ সেন।

২৪ পরগণা—হালিসহর—কুমার হট্টগ্রামে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ১১২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম রামরাজসেন। রামপ্রসাদ বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন।

রামপ্রসাদ কলিকাতায় কোন এক সম্রান্ত ব্যক্তির অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি একদিন হিসাবের—খাতায় 'আমায় দেও মা তবিলদারী,—এই গানটী লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। কোন কর্ম্মচারী রামপ্রসাদের প্রভুকে এই গীত সম্বলিত খাতাখানি দেখান। তাঁহার প্রভু কিন্তু ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া, বরং অধিকতর সন্তুষ্ট হন; এবং রামপ্রসাদকে তদবধি মাসিক ত্রিশ টাকায় বৃত্তি ব্যবস্থা করিয়া দেন।

রামপ্রসাদের ভক্তির সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে একশত বিঘা নিষ্কর জমি এবং কবিরঞ্জন উপাধি প্রদান করেন। রামপ্রসাদ কবিরঞ্জনও বিদ্যাসুন্দর নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়া, মহারাজকে অর্পণ করেন। তাঁহার রচিত কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন নামক আরও দুইখানি গ্রন্থ আছে।

একতালা।

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমক্ হারাম্ নই শঙ্করী॥
পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে,
ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা,
সে যে ভোলা ত্রিপুরারী॥
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা,
তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির,
তবু শিবের মাইনে ভারি॥
আমি বিনা মাইনার চাকর,
কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর,
তবে বটে আমি হারি॥
প্রসাদ বলে এমন পদের,
বালাই লয়ে আমি মরি।
ওপদের মত পদ পাইতো,
সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥ ১

একতালা।

ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে ॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন,
দুচার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও,
কুল-কুণ্ডলিনীর কূলে ॥
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন,
শক্তি রূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে,
শিবযুক্তি মতন চাইলে ॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে,
আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক হলদি গায় মেখে যাও
ছোবে না তার গন্ধ পেলে ॥
রতন মাণিক্য কত,
পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে,
মিলবে রতন ফলে ফলে ॥ ২

একতালা।

মা আমায় ঘুরাবে কত?
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত ॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা,
পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়,
ছ'টা কলুর অনুগত ॥
মা শব্দ মমতাযুত
কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা,
আমি কি ছাড়া জগত ॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে,
তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দেমা চক্ষের ঠুলি,
দেখি শ্রীপদ মনের মত ॥
কুপুত্র অনেক হয় মা,
কুমাতা নয় কখন তো।
রাম প্রসাদের এই আশা মা,
অন্তে থাকি পদানত ॥ ৩

একতালা।

মরলেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে ॥
নিজে হই সরকারী মুটে,
মিছে মরি বেগার খেটে।
আমি দিন মজুরী নিত্য করি,
পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে ॥
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু,
দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে।
তারা কারো কথা কেও শুনে না,
দিন তো আমার গেল খেটে ॥
যেমন অন্ধ জনে হারা দণ্ড,
পুন পেলে ধরে এঁটে।
আমি তেমি মত ধর্ত্তে চাই মা,
কর্ম্ম দোষে যায় গো ছুটে ॥

প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী
কর্ম্মডুরি দে মা কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা,
ব্রহ্মরন্ধ্র যায় যে ফেটে ॥ ৪

ঝংলা—একতালা।

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে,
গয়া গঙ্গা বারাণসী ॥
হৃৎকমলে ধ্যান কালে,
আনন্দ সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ কোকনদ,
তীর্থ রাশি রাশি ॥
কালী নামে পাপ কোথা,
মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।
ওরে অনলে দাহন যথা,
হয় রে তুলা রাশি ॥
গয়ায় করে পিণ্ড দান,
বলে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ।
ওরে যে করে কালীর ধ্যান,
তার গয়া শুনে হাসি ॥
কাশীতে মোলেই মুক্তি,
এ বটে শিবের উক্তি।
ওরে সকলের মূল ভক্তি,
মুক্তি হয় মন তার দাসী ॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল,
জলেতে মিশায় জল।
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন,
চিনি খেতে ভালবাসী ॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে,
করুণানিধির বলে।
ওরে চতুর্ব্বর্গ করতলে,
ভাবিলে রে এলোকেশী ॥ ৫

একতালা।

মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমি রইলো পতিত,
আবাদ করলে ফল্‌তো সোণা।
কালীর নামে দেওরে বেড়া,
ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার)
শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসেনা
অদ্য অব্দ-শতান্তে বা,
বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন ভেবে, (মন রে আমার)
যতন করে চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা ॥
গুরু রোপণ করেছেন বীজ,
ভক্তি-বারি তায় সেঁচনা।
ওরে একা যদি (মন রে আমার) না
পারিস্ মন, রাম প্রসাদকে ডেকে নেনা

একতালা।

এবার আমি বুঝিব হরে।
মায়ের ধরব চরণ লব জোরে ॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি,
বলব এবার যারে তারে।

সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ,
হৃদে ধরে কোন বিচারে ?
পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে,
দেখা মাত্রে বলব তারে।
ভোলা মায়ের চরণ করে হরণ,
মিছে মরণ দেখায় কারে॥
মায়ের ধন সন্তানে পায়,
সে ধন নিলে কোন বিচারে ?
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে,
চরণ ছেড়ে দিক আমারে॥
শিবের দোষ বলি যদি,
বাজে আপন গায় উপরে।
রামপ্রসাদ বলে ভয় করিনে,
আর অভয় চরণের জোরে॥ ৭

একতালা।

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা॥
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বলে,
চলে যাব যথা তথা।
আমি সাধু সঙ্গে নানা রঙ্গে,
দূর করিব মনের ব্যথা॥
তুমি গো পাষাণের সুতা,
আমার যেমি পিতা তেমি মাতা।
রামপ্রসাদ বলে, হৃদি স্থলে,
গুরু তত্ত্ব রাখ গাঁথা॥ ৮

একতালা।

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা॥
মার সোহাগে বাপের আদর,
এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে,
এমন বাপের ভরসা বৃথা॥
তুমি না করিলে কৃপা,
যাব কি বিমাতা যথা ?।
যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে
দেখা নাই আর হেথা সেথা॥
প্রসাদ বলে এই কথা,
বেদাগমে আছে গাঁথা।
ওমা যেজন তোমার নাম করে,
তার হাড় মালা আর ঝুলি কাঁতা॥

একতালা।

ভাব না কালী ভাবনা কিবা।
ওরে মোহ-ময়ী রাত্রি গতা,
সংপ্রতি প্রকাশে দিবা॥
অরুণ উদয় কাল,
ঘুচিল তিমিরজাল।
ওরে কমলে কমল ভাল,
প্রকাশ করিলা শিবা॥
বেদে দিলে চক্ষে ধূলা,
ষড়্ দর্শনের সেই অন্ধগুলা।
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠা মূলা,
খেলা ধূলা কে ভাঙ্গিবা॥

যেখানে আনন্দ হাট,
গুরু শিষ্য নাস্তি পাঠ॥
ওরে যার নেটো তার নাট
তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবা॥
যে রসিক ভক্ত শূর,
সে প্রবেশে সেই পুর।
রামপ্রসাদ বলে ভাঙ্গলো ভোর,
আগুন বেঁধে কে রাখিবা॥ ১০

ললিত বিভাষ—একতালা।

কেবল আসার আশা.
ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে,
ভ্রমর ভুলে রলো॥
মা নিম খাওয়ালে, চিনি বলে,
কথায় করে ছলো।
ওমা! মিঠার লোভে,
তিত মুখে সারা দিনটা গেলো॥
মা খেলবি বলে, ফাঁকি দিয়ে
নাবালে ভূতলো
এবার যে খেলা খেলালে মাগো,
আশা না পুরিল॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়,
যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যা বেলায় কোলের ছেলে,
ঘরে নিয়ে চলো॥ ১১

একতালা।

গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে।
আমি কাজ হারালেম কালের বশে॥
যখন ধন উপার্জ্জন,
করেছিলাম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত
সকল ছিল আমার বশে॥
এখন ধন উপার্জ্জন,
না হইল দশায় শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত,
নির্দ্ধন বলে সবাই রোষে॥
যম আসি শিয়রে বসি,
ধরবে যখন অগ্রকেশে।
তখন সাজায়ে মাচা, কলসী কাঁচা,
বিদায় দিবে দণ্ডী বেশে॥
হরি হরি বলি, শ্মশানে ফেলি,
যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মলো কান্না গেল,
অন্ন খাবে অনায়াসে॥ ১২

একতালা।

অভয় পদ সব লুটালে।
কিছু রাখলি না মা তনয় বলে॥
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা,
শিখেছিলে মায়ের স্থলে।
তোমার পিতা মাতা যেমি দাত
তেমি দাতা আমায় হলে॥

তাঁড়ার জিম্মা যাঁর কাছে মা,
সে জন তোমার পদতলে।
ঐ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত,
কেবল তুষ্ট বিল্বদলে ॥
জন্ম জন্মান্তরেতে মা,
কত দুঃখ আমায় দিলে!
রামপ্রসাদ বলে এবার মোলে,
ডাকব সর্ব্বনাশী বলে ॥ ১৩

একতালা।

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার।
গণ্ড-যোগে জনমিলে,
সে হয় যে মা-খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দুইটার একটা করে যাব ॥
ডাকিনী যোগিনী দুটা,
তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে,
অম্বলে সম্ভার চড়াব ॥
হাতে কালী মুখে কালী,
সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে,
সেই কালী তার মুখে দিব ॥
খাব খাব বলি মাগো
উদরস্থ না করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে,
মনোমানসে পূজিব ॥
যদি বল কালী খেলে,
কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে,
কালী বলে কালেরে কলা দেখাব ॥
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ
ভাল মতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন,
যা হবার তাই ঘটাইব ॥ ১৪

বেহাগ—আড়খেমটা।

আমার কপাল গো তারা!
ভাল নয় মা ভাল নয় মা,
ভাল নয় মা কোন কালে ॥
শিশুকালে পিতা মলো,
মাগো রাজ্য নিল পরে।
আমি অতি অল্প মতি,
ভাসালে সায়রের জলে ॥
স্রোতের সেহলার মত মাগো
ফিরিতেছি ভেসে।
সবে বলে ধর ধর,
কেও যাবে না অগাধ জলে ॥
বনের পুষ্প বেলের পাতা,
মাগো আর দিব আমার মাথা।
রক্তচন্দন রক্তজবা,
দিব মায়ের চরণ তলে ॥

শ্রীরামপ্রসাদের বাণী,
শোন গো মা নারায়ণী।
তবু অন্তকালে আমায়,
টেনে ফেল গঙ্গাজলে॥ ১৪

মোহিনী বাহার—আড়খেমটা।
ওমা! হর গো তারা, মনের দুঃখ।
আর তো দুঃখ সহে না॥
যে দুঃখ গর্ভ যাতনে, মাগো,
জন্মিলে থাকে না মনে।
মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে,
জন্মি বলে ওনা ওনা॥
জন্ম মৃত্যু যে যন্ত্রণা, মাগো
যে জন্মে নাই সে জানে না।
তুই কি জানবি সে যন্ত্রণা,
জন্মিলে না মরিলে না।
রামপ্রসাদে এই ভণে,
দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে।
তবু রব মার চরণে,
আরত ভবে জন্মিব না॥ ১৬

একতালা।
মন কেন মার চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া॥
নয়ন থাকতে না দেখলে মন,
কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া রূপেতে,
বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া॥
মায়ে যত ভাল বাসে,
বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে।
মোলে দণ্ড দুচার কান্নাকাটী,
শেষে দিবে গোবর ছড়া॥
ভাই বন্ধু দারা সুত,
কেবল মাত্র মায়ার গোড়া।
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসি,
কড়ি দিবে অষ্ট কড়া॥
অঙ্গেতে যত আভরণ,
সকলই করিবে হরণ।
দোসর বস্ত্র গায় দিবে,
চার কোণা.
মাঝখানে ফাঁড়া॥
যেই ধ্যানে এক মনে,
সেই পাবে কালীকাতারা।
বের হয়ে দেখ কন্যারূপে,
রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া॥ ১৭

একতালা।
আমি এত দোষী কিসে।
ঐ যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার
সারাদিন মা কাঁদি বসে॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি,
থাকব না আর এমন দেশে।
তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল,
চিন্তারাম চাপরাশী এসে॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি,
নাম সাধনা করি বসে।

কিন্তু এমন কল করেছ কালী,
বেঁধে রাখে মায়া পাশে॥
কালীর পদে মনের খেদে,
দীন রামপ্রসাদে ভাসে॥
আমার সেই যে কালী,
মনের কালী, হলেম কালী,
তার বিষয় বশে॥ ১৮

পিলু বাহার—জৎ।

ভবের আশা খেলব পাশা
বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আসা ভাঙ্গা দশা
প্রথমে পাঁজুরি পলো॥
পবার আঠার ষোল
যুগে যুগে এলেম ভাল।
শেষে কাচ্চা বার পেয়ে মাগো
পাঁজা ছক্কায় বদ্ধ হলো॥
ছ দুই আট, ছ চার দশ
কেহ নয় মা আমার বশ।
আমার খেলাতে না হলো যশ
এবার বাজী ভোর হইল॥ ১৯

একতালা।

এবার বাজি ভোর হলো
মন কি খেলা খেলাবে বল॥
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ
পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘর করে ভর
মন্ত্রীটী বিপাকে মলো॥
দুটা অশ্ব দুটা গজ
ঘরে বসে কাল কাটালো।
তারা চল্‌তে পারে সকল ঘরে
তবে কেন অচল হ'লো॥
দুখান তরী নিমক ভরি
বাদাম তুলি না চলিল।
ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে
ঘাটের তরী ঘাটে রলো॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে
মোর কপালে এই কি ছিল।
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে
পীলের কিস্তে মাত হইল॥ ২০

একতালা।

মন করো না সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা॥
হোয়ে ধর্ম্ম তনয় ত্যজে আলয়,
বনে গমন হেরে পাশা।
হোয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক,
তেঁইতো শিবের দৈন্য দশা॥
সে যে দুঃখী দায়ে দয়া বাসে,
মন সুখের আশে বড় কসা।
হরিষে বিষাদ আছে মন,
করো না এ কথায় গোঁসা॥
ওরে সুখেই দুখ দুখেই সুখ,
ডাকের কথা আছে ভাষা।
মন ভেবেছ কপট ভক্তি,
কবে পুরাইবে আশা॥

লবে কড়ায় কড়া তস্ত কড়া,
এড়াবে না রতি মাসা।
প্রসাদের মন হও যদি মন,
কর্ম্মে কেন হওরে চাষা।
ওরে মনের মতন কর যতন,
রতন পাবে অতি খাসা॥ ২১

একতালা।

আমি কি, দুখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই
আগে পাছে দুখ চলে মা,
যদি কোন খানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে
দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা,
বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মা গো,
বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী,
বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে,
আমি করি দুঃখের বড়াই॥ ২২

একতালা।

নীতি তোরে বুঝাবে কেটা।
বুঝে বুঝলি না রে মনরে ঠেঁটা॥
কোথা রবে ঘর বাড়ী তোর,
কোথা রবে দালান কোঠা।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে মন
কোথা রবে খুড়া জেঠা॥
মরণ সময় দিবে তোমায়,
ভাঙ্গা কলসি ছেঁড়া চেটা।
ওরে সেখানেতে তোর নামেতে,
আছে রে যে জাবদা আঁটা॥
যত ধন জন সব অকারণ,
সঙ্গেতে না যাবে কেটা।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে,
ছাড়রে সংসারের লেঠা॥ ২৩

বিভাস—ঝাঁপতাল।

তাই বলি মন জেগে থাক,
পাছে আছে রে কাল চোর।
কালী নামের অসী ধর,
তারা নামের ঢাল,
ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে
করতে পারে জোর॥
কালী নামে নহবৎ বাজে
করি মহা সোর।
ওরে, শ্রীদুর্গা বলিয়া রে রজনী
কর ভোর॥
কালী যদি না তরাবে,
কলি মহাঘোর।
কত মহাপাপী তরে গেল,
রামপ্রসাদ কি চোর॥ ২৪

একতালা।

মা গো তারা ও শঙ্করী।
কোন্ অবিচারে আমার পরে,
করলে দুঃখের ডিক্রি জারী॥
এক আসামী ছয়টা প্যায়দা,
বল্‌মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে ঐ ছয়টারে,
বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি॥
প্যায়দার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র,
তার নামেতে নিলাম জারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি,
তারে দিলে জমিদারী॥
হুজুরে দরখাস্ত দিতে,
কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে,
বসে আছ রাজকুমারী॥
হুজুরে উকীল যে জনা,
ডিসমিসে তাঁর আশয় ভারি।
করে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দি,
যেরূপে মা আমি হারি॥
পালাইতে স্থান নাই মা,
বল কিবা উপায় করি।
ছিল স্থানের মাধ্য অভয় চরণ,
তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি॥ ২৫

একতালা।

কে জানে গো কালী কেমন।
ষড় দর্শনে না পায় দরশন॥
কালী পদ্মবনে, হংস সনে,
হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে,
সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মা কালী,
প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন,
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড,
প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম,
অন্য কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে,
সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝেনা,
ধর্ব্বে শশী হয়ে বামন॥ ২৬

একতালা।

আর বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওরে আমার মন বল না॥
ওরে ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী,
সুখ সাধ সেই লহনা॥
ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ,
(মনরে ওরে), শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী,
নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা॥
কাণে যদি ঢোকে জল,
বার করে যে জানে কল।

(মনরে ওরে), সে জলে মিশায়ে জল,
ঐহিকের এরূপ ভাবনা॥
ঘরে আছে মহারত্ন,
ভ্রান্তিক্রমে কাঁচে যত্ন,
(মনরে ওরে), শ্রীনাথদত্ত, কর তত্ত্ব,
কলের কপাট খোল না॥
অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি,
বুড়া দাদা দিদী জ্ঞাতী,
(মনরে ওরে), জনন মরণাশৌচ,
সন্ধ্যা পূজা বিড়ম্বনা॥
প্রসাদ বলে বারে বারে,
না চিনেলে আপনারে।
(মনরে ওরে), সিন্দূর বিধবার ভালে,
মরি কিবা বিবেচনা॥ ২৭

গারা ভৈরবী—ঠুংরী।

অপার সংসার, নাহি পারাবার।
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ,
বিপদে তারিণী, কর গো নিস্তার॥
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি,
ভয়ে কাঁপে অঙ্গ, ডুবে বা মরি।
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি,
দিয়ে চরণ তরী, রাখ এইবার॥
বহিছে তুফান, নাহিক বিরাম,
থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম।
পুরাও মনস্কাম, জপি তারা নাম,
তারা তব নাম সংসারের সার॥

কাল গেল কালী হল না সাধন,
প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন।
এ ভব বন্ধন, কর বিমোচন,
মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার॥২৮

একতালা।

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্য রাশি॥
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটী তীর্থ,
মায়ের ও চরণ বাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান,
কাজ কি হয়ে কাশীবাসী॥
হৃৎকমলে ভাব বসে,
চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি,
পাবে কাশী দিবানিশি॥ ২৯

জংলা—একতালা।

রসনে কালী নাম রটরে!
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জটরে॥
কালী যার হৃদে জাগে,
তর্ক তার কোথা লাগে।
এ কেবল বাদার্থ মাত্র,
খুঁজদেছে ঘট পটরে॥
রসনারে কর বশ,
শ্যামানামামৃত রস।
তুমি গান কর পান কর,
সে পাত্রের পাত্র বটরে॥

সুধাময় কালীর নাম,
কেবল কৈবল্য ধাম।
করে জপনা কালীর নাম,
কি তব উৎকটরে॥
শ্রুতি রাখ সত্ত্বগুণে,
দ্বি অক্ষর কর মনে।
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া,
কালী বলে কাল কাটরে॥ ৩০

একতালা।

মন ভুলনা কথায় ছলে।
লোকে বলে বলুক মাতাল বলে॥
সুরপান করিনে রে,
সুধা খাই যে কুতুহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ
মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
অহর্নিশি থাক বসি,
হরমহিষীর চরণতলে।
নৈলে ধরবে নিশা, ঘুচবে দিশা,
বিষম বিষয় মদ খাইলে॥
যন্ত্র ভরা মন্ত্র সৌড়া,
অশু ভাসে যেই জলে,
সে যে অকুল তারণ,
কুলের কারণ, কুল
ছেড়না পরের বোলে॥
ত্রিগুণে তিনের জন্ম,
মাদক রঙ্গে মোহের ফলে।
সত্বে ধর্ম্ম, তমে মর্ম্ম,
কর্ম্ম হয় মন রজ মিশালে॥
মাতাল হলে বেতাল পাবে,
বৈতালী করিবে কোলে।
রামপ্রসাদ বলে নিদান কালে,
পতিত হবে কুল ছাড়িলে॥ ৩১

একতালা।

মন রে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও, করি স্তুতি
যা পড়াই তাই পড় মন,
পড়লে শুনলে দুধি ভাতি।
ওরে, জান না কি ডাকের কথা,
না পড়িলে ঠেঙ্গার গুতি॥
কালী কালী কালী পড় মন,
কালী পদে রাখ প্রীতি।
ওরে পড় বাবা আত্মারাম,
আত্ম জনের কর গতি॥
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে,
বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে গাছের ফলে কদিন চলে,
কররে চাষ ফলের স্থিতি॥
প্রসাদ বলে ফলা গাছে,
ফল পাবি মন শুন যুকতি।
ওরে বসে মূলে, কালী বলে,
গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি॥ ৩২

একতালা।

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা॥
তুমি পাষাণ-মেয়ে বিষম মায়া,
কত কাচ কাচাও মা কাচ॥
উপাসনা ভেদে তুমি,
প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচেরে এক কোরে ভাবে
তার হাতে মা কোথা বাচ॥
বুঝে ভার দেয় না যে জন,
তার ভার নিতে হাঁচ।
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে,
সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ॥
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়,
অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হোয়ে,
মনোময়ী হয়ে নাচ॥ ৩৩

মূলতান—একতালা।

মন কালী কালী বল।
বিপদনাশিনী কালীর নাম জপনা,
ওরে ওমন, কেন ভুল॥
কিঞ্চিৎ করো না ভয়;
দেখে অগাধ সলিল।
ওরে অনায়াসে ভবনদীর
কালী কুলাইবেন কূল॥
যা হবার তা হলো ভাল,
কাল গেল মন কালী বল।
এবার কালের চক্ষে দিয়ে ধূল,
ভব পারাবারে চল॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে,
কেন মন ভুল।
ওরে, কালী নাম অন্তরে জপ,
বেলা অবসান হইল॥ ৩৪

মূলতান—একতালা।

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অম্বরে।
নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকী বিহরে
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধারাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি,
তড়িৎ শোভা করে।
নিরবধি অবিশ্রান্ত
নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ চাতকের
তৃষা ভয় ঘুচিল সত্বরে॥
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম,
হবে না জঠরে॥ ৩৫

একতালা।

এবার আমি ভাল ভেবেছি
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশেতে রজনী নাই,
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা,
সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি॥

ঘুম ছুটেছে, আরকি ঘুমাই,
যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে,
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে,
সোণাতে রং ধরায়েছি।
মণি মন্দির মেজে দিব,
মনে এই আশা করেছি॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি
উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে
ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি॥ ৩৬

গারা ভৈরবী—আড়া।

হৃৎ কমল-মঞ্চে দোলে
করাল বদনী শ্যামা।
মন পবনে দুলাইছে
দিবস রজনী ও মা॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা,
সুষুম্না মনোরমা।
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা,
ব্রহ্মসনাতনী ও মা॥
আবির রুধির তায়,
কি শোভা হয়েছে গায়।
কাম আদি মোহ যায়,
হেরিলে অমনি ও মা॥
যে দেখেছে মায়ের দোল,
সে পেয়েছে মায়ের কোল।
রামপ্রসাদের এই বোল,
ঢোলমারা বাণী ও মা॥ ৩৭

একতালা।

কালী পদ মরকত আলানে,
মন কুঞ্জরেরে বাঁধ এঁটে।
ওরে কালী নাম তীক্ষ্ণ খড়্গে
কর্ম্ম পাশ ফেল কেটে॥
নিতান্ত বিষয়াসক্ত
মাথায় কর বেসার বেটে।
ওরে একে পঞ্চ ভূতের ভার,
আবার ভূতের বেগার মর খেটে॥
সতত ত্রিতাপের তাপে,
হৃদি ভূমি গেল ফেটে।
নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা,
পরমায়ু যায় ঘেটে॥
নানা তীর্থ পর্য্যটনে,
শ্রম মাত্র পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে বসে চারি ফল,
বুঝনারে দুঃখ চেটে॥
রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয়,
মিছে মোলেম শাস্ত্র ঘেঁটে।
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম কোরে,
ব্রহ্মরন্ধ্র যাক ফেটে॥ ৩৮

একতালা।

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ গো মা সংসারী॥

অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই, সংসার সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দল কোরেছ,
বলিয়ে শিব ভিকারী॥
জ্ঞান-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে,
দান ধর্ম্মোপরি।
ওমা বিনা দানে মথুরাপারে,
যান্‌নি সেই, ব্রজেশ্বরী॥
নাতোয়ানী কাচ কাচো মা,
অঙ্গে ভস্ম ভূষণ পরি।
ওমা কোথায় লুকাবে বল,
তোমার কুবের ভাণ্ডারী।
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা,
এত কেন হোলে ভারি।
যদি রাখ পদে, থেকে পদে,
পদে পদে বিপদ সারি॥ ৩৯

একতালা।

এবার কালী কুলাইব।
কালি কোসে কালি বুঝে লব॥
সে নৃত্যকালী কি,অস্থিরা,
কেমন করে তায় রাখিব।
আমার মনোযন্ত্রে বাদ্য করে,
হৃদি পদ্মে নাচাইব॥
কালী পদের পদ্ধতি যা,
মন তোরে তা জানাইব।
আছে আর যে ছটা বড় ঠ্যাটা,
সে কটাকে কেটে দিব॥
কালী ভেবে কালী হোয়ে,
কালী বলে কাল কাটাব।
আমি কালাকালে কালের মুখে,
কালী দিয়ে চলে যাব॥
প্রসাদ বলে আর কেন মা,
আর কত গো প্রকাশিব।
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু,
কালী কালী না ছাড়িব॥ ৪০

জংলা—একতালা।

একবার ডাকরে কালী তারা বোলে,
জোর করে রসনে।
ও তোর ভয় কিরে শমনে॥
কাজ কি তীর্থ গঙ্গা কাশী,
যার হৃদে জাগে এলোকেশী।
তার কাজ কি ধর্ম্ম কর্ম্ম,
ও তার মর্ম্ম যেবা জানে॥
ভজনের ছিল আশা,
সুখ্ম মোক্ষ পূর্ণ আশা।
রামপ্রসাদের এই দশা,
দ্বি ভাব ভেবে মনে॥ ৪১

বসন্ত বাহার—আড়া।

ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গ সঙ্গ।
কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্ক॥
অনিত্য বিষয় ত্যজ,
নিত্য নিত্যময়ে ভজ,
মকরন্দ রসে মজ,
ওরে মনোভৃঙ্গ॥

স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন,
নিদ্রা ভঙ্গে ভাব কেমন,
বিষয় জানিবে তেমন
হলে নিদ্রা ভঙ্গ ॥
অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে,
উভয়েতে কূপে পড়ে,
কর্ম্মীকে কি কর্ম্মে ছাড়ে,
তার কি প্রসঙ্গ ॥
এই যে তোমার ঘরে,
ছয় চোরে চুরি করে,
তুমি যাও পরের ঘরে,
এত বড় রঙ্গ।
প্রসাদ বলে কাব্য এটা,
তোমাতে জন্মিল যেটা,
অঙ্গহীন হবে সেটা,
দগ্ধ করে অঙ্গ ॥ ৪২

সোহিনী—একতালা।

আয় দেখি মন চুরি করি,
তোমায় আমায় একত্তরে।
শিবের সর্ব্বস্ব ধন মায়ের চরণ,
যদি আন্তে পারি হরে ॥
জাগা ঘরে চুরি করা,
ইতে যদি পড়ি ধরা,
তবে মানব দেহের দফা সারা,
বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে,
গুরু বাক্য দৃঢ় করে,
যদি যাইতে পারি ঘরে,
ভক্তিবান হরকে মেরে,
শিবত্ব পদ লব কেড়ে ॥ ৪৩

সোহিনী বাহার—একতালা।

তুমি এ ভাল করেছ মা,
আমারে বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ
কিছু আমারে দিলে না ॥
কিছু দিলে না পেলে না,
দিবে না পাবে না,
তায় বা ক্ষতি কি মোর।
হোক দিলে দিলে বাজী,
তাতেও আছি রাজি,
এবার এবাজী ভোর গো ॥
এমা দিতিস দিতাম, নিতাম খেতাম,
মজুরি করিয়ে তোর।
এবার মজুরি হলোনা, মজুরা চাব কি,
কি জোরে করিব জোর গো ॥
আজ তুমি কোথা, আমি কোথা,
মিছামিছি করি শোর।
শুধু শোর করা সারা,তোর যে ক্ষুধারা,
মোর যে বিপদ ঘোর গো ॥
এমা ঘোর মহানিশী, মন যোগে জাগে,
কি কাজ তোর কঠোর।
আমার একুল ওকুল, দুকুল, গেল,
সুধা না পেলে চকোর গো ॥

এমা, আমি টানি কূলে, মন প্রতিকূলে,
দারুণ করম ডোর।
রামপ্রসাদ কহিছে, পড়ে দুটানায়,
মরে মন ভুঁড়া চোর গো॥ ৪৪

একতালা।

মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি।
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি॥
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল,
চাম্পাকলি ধূলা ধূলি।
আমি কালীর নামে মারব বাড়ি
ভাঙ্গব যমের মাথার খুলি॥
ছয় জনের মন্ত্রণা নিলি,
তাইতে পাগল ভুলে গেলি।
রামপ্রসাদের খেলা ভাঙলি,
গলে দিলে কাঁথা ঝুলি॥ ৪৫

একতালা।

রসনায় কালী কালী বলে।
আমি ডঙ্কা মেরে যাব চলে॥
সুধা পান করি নে রে
সুধা খাই রে, কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ
মদ মাতালে মাতাল বলে॥
খালি মদ খেলেই কি হয়,
লোকে কেবল মাতাল বলে।
যা আছে কর্ম্ম, কে জানে মর্ম্ম,
জানে কেবল সেই পাগলে॥

দেখা দেখি সাধয়ে যোগ,
সিজে কায়া, বাড়য়ে রোগ।
ওরে মিছে মিছি কর্ম্মভোগ,
গুরু বিনে প্রসাদ বলে॥ ৪৬

সিন্ধু বাহার—জৎ।

ওরে সুরাপান করিনে আমি,
সুধা খাই জয় কালী বলে;
মন মাতালে মাতাল করে,
মদ মাতালে মাতাল বলে।
গুরু দত্ত গুড় লয়ে,
প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে, মা,
আমার জ্ঞান সুঁড়ীতে চুয়ায় ভাঁটী,
পান করে মোর মন-মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা,
শোধন করি বলে তারা মা;
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা,
খেলে চতুর্ব্বর্গমেলে॥ ৪৭

জংলা—একতালা।

মায়া রে পরম কৌতুক।
মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি,
অবদ্ধ জনে লুটে সুখ॥
আমি এই আমার এই,
এভাব ভাবে মূর্খ সেই।
মনরে ওরে, মিছেমিছে সার ভেবে
সাহসে বাঁধিছ বুক॥
আমি কেবা আমার কেবা,
আমি ভিন্ন আছে কেবা।

মনরে ওরে, কে করে কাহার সেবা,
মিছা ভাব দুখ সুখ।
দীপ জেলে আঁধার ঘরে,
দ্রব্য যদি পায় করে।
মনরে ওরে, তখনি নির্ব্বাণ করে,
না রাখে রে একটুক্॥
প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাক,
আপনি আপন দেখ।
রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলিয়ে
দেখ রে মুখ॥ ৪৮

একতালা

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত,
অভাবে কি ধর্ত্তে পারে।
মন অগ্রে শশী বশীভূত,
কর তোমার শক্তি সারে॥
ওরে কোটার ভিতর চোরকোটরি
ভোর হলে সে লুকাবে রে।
ষড় দর্শনে দর্শন পেলে না,
আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক,
সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাব লোভে পরম যোগী,
যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন,
লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে,
আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাড়ি,
বুঝরে মন ঠারে ঠোরে॥ ৪৯

বসন্ত বাহার—একতালা।

কালী কালী বল রসনা।
কর পদধ্যান নামামৃত পান,
যদি হতে ত্রাণ থাকে বাসনা॥
ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন,
সঙ্গের দোসর নহে কোন জন।
দুরন্ত শমন বাঁধবে যখন,
বিনে ঐ চরণ কেহ কার না॥
দুর্গা নামমুখে বল একবার,
সঙ্গের সম্বল দুর্গানাম আমার।
অনিত্য সংসার নাহি পারাপার,
সকলি অসার ভেবে দেখ না॥
গেল গেল কাল বিফলে গেল,
দেখনা কালান্ত নিকটে এল।
প্রসাদ বলে কালী কালী বল,
দূর হবে কাল যম যন্ত্রণা॥ ৫০

একতালা।

মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিস নারেসর্ব্বনেশে
অনিত্য ধনের আশে,
ভ্রমিতেছ দেশে দেশে।

ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি,
দেখিস্ নারে বসে বসে॥
মনের মত মন যদি হও,
রাখরে যোগেতে মিশে।
যখন অজপা পূর্ণিত হবে,
ধরবে না আর কাল বিষে॥
গুরুদত্ত রত্ন তোড়া,
বাঁধরে যতনে কসে।
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি,
অভয়চরণ পাবার আশে॥ ৫১

একতালা।

এই সংসার ধোঁকার টাটী।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটী॥
ওরে, ক্ষিতি জল বহ্নি বায়,
শূন্যে পাঁচে পরিপাটী॥
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা,
অহঙ্কারে লক্ষকোটী।
যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া,
অভাবেতে স্বভাব যেটী॥
গর্ভে যখন যোগী তখন,
ভূমে পড়ে খেলেম মাটী।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী,
মায়ার বেড়ি কিসে কাটী॥
রমণী বচনে সুধা,
সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে, ইচ্ছা-সুখে পান করে,
বিষের জ্বালায় ছটফটী॥

আনন্দে রামপ্রসাদ বলে,
আদি পুরুষের আদি মেয়েটী।
ওমা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর মা,
তুমি গো পাষাণের বেটী॥ ৫২

ঝংলা—একতালা।

মা আমি পাপের আসামী।
এই লোকসানি মহাল লয়ে বেড়াই আমি
পতিতের মধ্যে লেখা, যায় এই জমী।
তাই বারে বারে নালিস করি,
দিতে হবে কমী॥
আমি মোলে এ মহলে, আর নাই হামি
মাগো এখন ভাল না রাখতো,
থাকুক রামরামি॥
গঙ্গা যদি গর্ব্বে টানে, লইল এই ভুমি।
কেবল কথা রবে কোথা রব,
কোথা রবে তুমি॥ ৫৩

একতালা।

মা হওয়া কি মুখের কথা।
(কেবল প্রসব করে হয় না মাতা)
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥
দশ মাস দশ দিন,
যাতনা পেয়েছেন মাতা।
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না
এল পুত্র গেল কোথা॥
সন্তানে কুকর্ম্ম করে,
বলে সারে পিতা মাতা।

দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড,
তাতে তোমার হয় না ব্যথা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,
এ চরিত্র শিখলে কোথা।
যদি ধর আপন পিতৃ ধারা,
নাম ধরো না জগন্মাতা॥ ৫৪

একতালা।

আমি নই আটাসে ছেলে।
ভয়ে ভুলব নাকো চোখ রাঙ্গালে॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ,
শিব ধরেন যা হৃদকমলে।
(ওমা) আমার বিষয় চাইতে গেলে,
বিড়ম্বনা কতই ছলে॥
শিবের দলিল সৈ মোহরে,
রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার করব নালিশ নাথের আগে,
ডিক্রী লব এক সওয়ালে॥
জানাইব কেমন ছেলে,
মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবিজ,
গুজরাইব মিছিল কালে॥
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা,
ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায়,
শান্ত করে লবে কোলে॥ ৫৫

একতালা।

আমি ক্ষেমার খাস তালুকে কর প্রজা।
ঐ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা॥
চেননা আমারে শমন,
চিনলে পরে হবে সোজা।
আমি শ্যামা মার দরবারে থা।
অভয় পদের বইয়ে বোঝা॥
ক্ষেমার খাসে আছি বসে,
নাই মহালে শুকা হাজা।
দেখ বালি চাপা শিকস্ত নদী,
তাতেও মহাল আছে তাজা॥
প্রসাদ বলে শমন তুমি,
বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা।
ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছ,
জাননা সেই পদের মজা॥ ৫৬

একতালা।

আমার সনদ দেখে যারে।
আমি কালীর সুত, যমের দূত,
বল্‌গে যা তোর যম রাজারে॥
সনদ দিলেন গণপতি,
পার্ব্বতীর অনুমতি।
আমার হাজির জামিন ষড়ানন,
সাক্ষী আছে নন্দী বরে॥
সনদ আমার উরস পাটে,
যেমি সনদ তোর টাটে।
তাতে স্ব হস্তে দস্তখৎ,
করেছেন দিগম্বরে॥ ৫৭

একতালা।

তুই যারে কি করবি শমন,
শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।
মনবেড়ী তাঁর পায়ে দিয়ে,
হৃদ-গারদে বসায়েছি॥
হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে,
সহস্রারে মন রেখেছি।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে
আমি আমার প্রাণ সঁপেছি॥
এমনি করেছি কায়দা
পলাইলে নাইকো ফায়দা।
হামেশ কুজু ভক্তি প্যায়দা
দুনয়ন দ্বারবান দিয়েছি॥
মহাজ্বর হবে জেনে,
আগে আমি ঠিক করেছি।
তাই সর্ব্ব জ্বরহর-লৌহ,
গুরুতত্ত্ব পান করেছি॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে,
তোর আরি ভেঙ্গে দিয়েছি।
মুখে কালী কালী কালী বলে,
যাত্রা করে বসে আছি॥ ৫৮

একতালা।

দূর হয়ে যা যমের ভটা।
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা॥
বলগে যা তোর যম রাজারে,
আমার মতন নিছে কটা।
আমি যমের যম হইতে পারি,
ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা॥
প্রসাদ বলে কালের ভটা,
মুখ সামলায়ে বলিস বেটা।
কালীর নামের জোরে বেঁধে তোরে
সাজা দিলে রাখবে কেটা॥ ৫৯

একতালা।

যারে শমন যারে ফিরি।
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি॥
পাপ পুণ্যের বিচারকারী,
তোর যম হয় কালেক্টরি।
আমার পুণ্যের দফা সর্ব্বে শূন্য,
পাপ নিয়ে যা, নিলাম করি॥
শমন দমন শ্রীনাথ চরণ,
সর্ব্বদাই হৃদে ধরি।
আমার কিসের শঙ্কা,
মেরে ডঙ্কা চলে যাব কৈলাস পুরী॥
রামপ্রসাদের মা শঙ্করী,
দেখ না চেয়ে ভয়ঙ্করী।
আমার পিতা বটেন শূলপাণি,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী॥ ৬০

একতালা।

অসকালে যাব কোথা।
আমি ঘুরে এলেম যথা তথা।
দিবা হলো অবসান,
তাই দেখে কাঁপিছে প্রাণ।
তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়ে,
স্থান দাও গো জগমাতা॥

শুনেছি শ্রীনাথের কথা,
বট চতুর্ব্বর্গ দাতা।
রামপ্রসাদ বলে চরণতলে
রাখবে রাখ এই কথা ॥ ৬১

ঝংলা—একতালা।

মোরে তরা বলে কেন না ডাকিলাম।
আমার এ তনুতরণী
ভবসাগরে ডুবাইলাম।
এ ভব তরঙ্গে তরী
বাণিজ্যে আনিলাম।
তাতে ত্যজিয়া অমূল্য নিধি
পাপে পুরাইলাম ॥
বিষম তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম।
মন ডোরে ওচরণ হেলে
না বাঁধিলাম ॥
প্রসাদ বলে মাগো আমি
কি কাজ করিলাম।
আমার তুফানে ডুবিল তরী
আপনি মজিলাম ॥ ৬২

একতালা।

পতিত পাবনী তারা।
ওমা কেবল তোমার নামটী সারা ॥
ঐ যে তরাসে আকাশে বাস,
বুঝেছি মা কাজের ধারা ॥
বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল,
হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল।
তদবধি হইয়াছ ফণী যেন মণি হারা ॥
ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই,
কার্য্য কারণ তোমার নাই।
ওরায় সয় তয় রয় সেইরূপ বর্ণ পারা ॥
দশের পথ বটে সোজা,
দশের লাঠি একের বোঝা।
লেগেছে দশের ভার,
মনে শুধু চক্ষু ঠারা ॥
পাগল বেটার কথায় মজে,
এতকাল মলাম ভজে।
দিয়াছি গোলামি খৎ,
তুমি দেও মা ফারখৎ।
কালায় কালায় দাওয়া ঝুটা,
সাক্ষী তোমার ব্যাটা যারা ॥
বসতি যোড়শ দলে,
ব্যক্ত আছে ভূমণ্ডলে।
প্রসাদ বলে কুতুহলে,
তারায় লুকায় তারা ॥ ৬৩

সোহিনী—একতালা।

দেখি মা কেমন করে,
আমারে ছাড়ায়ে যাবা।
ছেলের হাতের কলা নয় মা,
ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা ॥
এমন ছাপান ছাপাইব,
মাগো খোজে খোজে নাহি পাবা।
বৎস পাছে গাভী যেমন,
তেমনি পাছে পাছে ধাবা ॥

প্রসাদ বলে ঝাঁকি ঝুঁকি,
মাগো দিতে পার গেলে হাবা।
আমার যদি না তরাও মা,
শিব হবে তোমার বাবা॥ ৭৪

একতালা।

মন করোনা দ্বেষা দ্বেষি।
যদি হবিরে বৈকুণ্ঠ বাসী॥
আমি বেদাগম পুরাণে,
করিলাম কত খোঁজ তালাসি।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব রাম,
সকল আমার এলোকেশী॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা,
কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ওমা রাম রূপে ধর ধনু,
কালীরূপে করে অসি॥
দিগম্বরী দিগম্বর,
পিতার চরণবিলাসী।
শ্মশানবাসিনী বামা,
অযোধ্যা গোকুলনিবাসী॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে,
শিশু সঙ্গে এক বয়সী।
যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে,
জানকী পরম রূপসী॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা
দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে,
পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥ ৭৫

লগী—আড়খেমটা।

মা বসন পর।

বসন পর বসন পর,
মাগো বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা,
পদে দিব আমি গো॥
কালীঘাটে কালী তুমি,
মা গো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী,
গোকুলে গোপিনী গো॥
পাতালেতে ছিলে মাগো,
হয়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা,
দিয়ে নরবলি গো॥
কার বাড়ী গিয়েছিলে,
মাগো কে করেছে সেবা।
শিরে দেখি রক্ত চন্দন,
পদে রক্ত জবা গো॥
ডানি হস্তে বরাভয়,
মাগো বাম হস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড,
করেছ রাশি রাশি গো॥
অসিতে রুধির ধারা,
মাগো গলে মুণ্ড মালা।
হেট মুখে চেয়ে দেখ
পদতলে ভোলা গো॥
মাথায় সোনার মুকুট,
মাগো ঠেকেছে গগনে।

মা হয়ে বালকের পাশে,
উলঙ্গ কেমনে গো॥
আপনি পাগল পতি পাগল,
মাগো আরও পাগল পাছে।
দ্বিজ রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল,
চরণ পাবার আশে গো॥ ৬৬

জংলা—একতালা।

তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা,
সেটাও নিত্য নয়॥
যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে,
স্বর্ণ খাদে উড়ায়।
ওমা, তোর নামেতে তেমনি ধারা,
তেমনি তো দেখায়॥
যে জন গৃহ স্থলে দুর্গা বলে,
পেয়ে নাশ ভয়।
এমা, তুমিতো অন্তরে জাগ,
সময় বুঝ্‌তে হয়॥
যার পিতা মাতা ভস্ম মাখে,
তরু তলে রয়।
ওমা, তার তনয়ের ভিটের টেকা,
এ বড় সংশয়॥
প্রমাদে যেরেছে তারা,
প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে, ভাই বন্ধু থেকো না
রামপ্রসাদের আশায়॥ ৬৭

একতালা।

কালীর নাম বড় মিঠা।
সদা গান কর পান কর এটা॥
ওরে ধিক্‌রে রসনা,
তবু ইচ্ছা করে পায়স পিঠা॥
নিরাকার সাকার,
ককার সবাকার ভিটা।
ওরে ভোগ মোক্ষ ধাম নাম,
ইহার পর আর আছে কিটা॥
কালী যার হৃদে জাগে,
হৃদয়ে তার জাহ্নবীটা।
সে যে কাল হলে মহাকাল হয়,
কালে দিয়ে হাত তালীটা॥
জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জ্বেলে,
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ঘিটা।
তুমি মন কর বিল্বদল,
জপ কর যত্ন যেটা॥
প্রসাদ বলে জাদি ভূমির,
বিরোধ মেনে গেল মিটা।
আমার এ তনু দক্ষিণাকালীর,
দেহত্রয়ের দাগা চিঠা॥ ৬৮

একতালা।

ওরে মন চড়কি চরক কর,
এ ঘোর সংসারে।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে,
মা চিন তাঁহারে॥
যুগল বয়ন্ধু শম্ভু যুবতীর উরে।

মনরে ওরে, কর পঞ্চ
বিল্বদলে পুজিছ তাহারে॥
ঘরেতে যুবতীর বাক্,
গাজনে বাজিছে ঢাক।
মনরে ওরে, বৃন্দাবনীখ্যামটা কালী
বাজায় বারে বারে॥
কাম উচ্চ ভারায় চড়ে,
ভাংলে পাঁজর পাঁটে পড়ে।
মনরে ওরে এমন যাতনা
করেছ তুচ্ছ ধন্তরে তোমারে॥
দীর্ঘ আশা চড়কগাছ,
বেছে নিলে বাছের বাছ।
মনরে ওরে, মায়া ডোরে
বঁড়শী গাঁথা, স্নেহ বল যারে॥
প্রসাদ বলে বার বার,
অসারে জন্মিবে সার।
মনরে ওরে শিঙ্গে ফুঁকে শিঙ্গে
পাবি ডাক কেলে মারে॥ ৬৯

একতালা।

কালী সব ঘুচালে লেটা।
আগম নিগম শিবের বচন,
মানবি কিনা মানবি সেটা॥
শ্মশান পেলে ভাল বাস মা,
তুচ্ছ কর মণিকোটা।
মাগো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন
ঘুচলনা আর সিদ্ধি ঘোঁটা॥
যেজন তোমার ভক্ত হয় মা,
ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা।
তার কোটীতে কৌপীন মেলে না
গায় ছাই আর মাথায় জটা॥
ভূতলে আনিয়ে মাগো,
করলে আমায় লোহাপিটা।
আমি তবু কালী বলে ডাকি,
সাবাস আমার বুকের পাটা॥
চাকলা জুড়ে নাম রটেছে,
শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা।
এযে মায় পোয়ে এমন ব্যবহার,
ইহার মর্ম্ম বুঝবে কেটা॥ ৭০

একতালা।

কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে বসে মায়ের নাম গাহিব॥
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন
পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণ তলে কত শত,
গয়া গঙ্গা দেখতে পাব॥
শ্রীরাম প্রসাদে বলে,
কালীর পদে শরণ লব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে,
বিমাতাকে মা বলিব॥ ৭১

গৌরী গান্ধার—একতালা।

মা মা বলে আর ডাকব না।
ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখহ এলোকেশী।

ঘরে ঘরে যাব ভিক্ষা মেগে খাব,
মা বলে আর কোলে যাব না ॥
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে,
মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে।
মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে,
মা মোলে কি আর ছেলে বাঁচে না ॥
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ সূত্র,
মা হয়ে হলি মা সন্তানের শত্রু।
দিবা নিশি ভাবি আর কি করিবি,
দিবি দিবি পুন কঠোর যন্ত্রণা ॥ ৭২

একতালা।

সামাল্ সামাল্ ডুবল তরী।
আমার মনরে ভোলা গেল বেলা,
ভজলে না হরসুন্দরী ॥
প্রবঞ্চনার বিকোকিনি,
করে ভরা কৈলে ভারি।
সারা দিন কাটালে ঘাটে বসে,
সন্ধ্যা বেলা ধরলে পাড়ী ॥
একে তোর জীর্ণ তরী,
কলুষেতে হলো ভারি।
যদি পার হবি মন ভবার্ণবে,
শ্রীনাথে কর কাণ্ডারী ॥
তরঙ্গ দেখিয়া ভারি,
পলাইল ছয়টা দাঁড়ী।
এখন গুরু ব্রহ্ম সার কর মন,
যিনি হন ভবকাণ্ডারী ॥ ৭৩

একতালা।

ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে।
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ,
সে মোরে অভয় দিয়াছে ॥
ইজারার পাট্টা পেয়ে,
এত কি গৌরব বেড়েছে।
(ওরে), স্বয়ং থাক্‌তে কুশের পুত্তুল,
কে কোথা দাহন করেছে ॥
হিসাব বাকী থাকে যদি,
শিব নায়ে তোদের কাছে।
(ওরে),রাজা থাক্‌তে কোটালের দোহাই
কোন্ দেশেতে কে দিয়াছে ॥
শিব রাজ্যে বসতি করি,
শিব আমায় পাট্টা দিয়াছে।
রামপ্রসাদ বলে, সেই পাট্টাতে,
ব্রহ্মময়ী সাক্ষী আছে ॥ ৭৪

একতালা।

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি
কালী নাম কল্পতরু,
হৃদয়ে রোপণ করেছি।
এ দেহ বেচে ভবের হাটে,
দুর্গানাম কিনে এনেছি ॥
দেহের মধ্যে সুজন যে জন,
তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে,
দেখাব ভেবে রেখেছি।

সাধ্যাৎসার তারা নাম,
আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে,
যাত্রা করে বসে আছি॥ ৭৫

একতালা।

ইথে কি আর আপদ আছে।
(এই যে তারায় জমী আমার দেহ)
যাতে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে,
মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে॥
ধৈর্য্য খোটা, ধর্ম্ম বেড়া,
এদেহের চৌদিক ঘেরেছে।
এখন কাল চোরে কি কত্তে পারে,
মহাকাল রক্ষক রয়েছে॥
দেখে শুনে ছয়টা বলদ,
ঘর হোতে বাহির হয়েছে।
কালী নাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণধারে,
পাপ তৃণ সব কেটেছে॥
প্রেম ভক্তি সুবৃষ্টি তায়,
অহর্নিশি বর্ষিতেছে।
কালী কল্পতরুবরে রে ভাই,
চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে॥ ৭৬

একতালা।

ওরে, মন কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া,
লাভে মূলে হারাইলি॥
গুরুদত্ত রত্ন তুরে,
কেন ব্যাপার না করিলি।
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত্ন,
মধ্যে তরী ডুবাইলি॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে,
সে অর্থ কেন না আনিলি।
ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হবে কি,
মহাজনকে মজাইলি॥ ৭৬

পিলু বাহার—যৎ।

জানিলাম বিষম বড়,
শ্যামা মায়েরি দরবার রে।
সদা ফুকারে ফরিয়াদী বাদী,
না হয় সঞ্চার রে॥
আরজ বেগী যার শিবে,
সে দরবারের ভাব কিবে।
দেওয়ান যে দেওয়ানা নিজে,
আস্থা কি কথার রে॥
লাখ উকীল করেছি খাড়া,
সাধ্য কি মা ইহার বাড়া।
তোমায় তারা ডাকে আমি ডাকি,
কাণ নাই বুঝি মার রে॥
গালাগালি দিয়ে বলি,
কাণ খেয়ে হোয়েছ কালী।
রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী
করিল আমার রে॥ ৭৮

পিলু বাহার—খং।

ওরে মন বলি, ভজ কালী,
ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র কর,
দিবানিশি জপ করে॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান,
নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
ওরে নগর ফির মনে কর,
প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে॥
যত শোন কর্ণ পুটে,
সকলি মায়ের মন্ত্র বটে।
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী,
বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে,
ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে।
ওরে, আহার কর, মনে কর,
আহুতি দেই শ্যামা মারে॥ ৭৯

জংলা—একতালা।

মন কেন রে পেয়েছ এত ভয়।
ও তুমি কেন রে পেয়েছ এত ভয়॥
তুফান দেখে ডরো নারে,
ও তুফান নয়।
দুর্গা নাম তরণী করে বেয়ে গেলে হয়॥
পথে যদি চৌকীদারে,
তোরে কিছু কয়।
তখন ডেকে বলো,
আমি শ্যামা মায়েরি তনয়॥
প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন,
তুই কারে করিস্ ভয়।
আমার এ তনু দক্ষিণার পদে,
করেছি বিক্রয়॥ ৮০

একতালা।

বড়াই কর কিসে গো মা।
জানি তোমার আদি মূল,
বড়াই কর কিসে॥
আপনি ক্ষেপা, পতি ক্ষেপা,
ক্ষেপা সহবাসে।
তোমার আদি মূল সকলই জানি,
দাতা কোন পুরুষে॥
মাগীমিন্সে ঝগড়া করে,
রৈতে নারে বাসে।
মা গো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে,
ফিরে দেশে দেশে॥
প্রসাদ বলে মন্দ বলি,
তোমার বাপের দোষে।
মা গো, আমার বাপের নাম লইলে,
বিরাজে কৈলাসে॥ ৮১

একতালা।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুতলে গিয়া,
চারি ফল কুড়ায়ে খাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া,
তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লাবি।

ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র,
তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি ॥
অশুচি শুচিকে লয়ে,
দিব্য ঘরে কবে শুবি ।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে,
তখন শ্যামা মাকে পাবি ॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর,
পিতা মাতায় তাড়ায়ে দিবি ।
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয়,
ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা,
তুচ্ছ খেঁড়ে বেঁধে থুবি ।
যদি না মানে নিষেধ,
তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি ॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে,
দূরে রইতে বুঝাইবি ।
যদি না মানে প্রবোধ,
জ্ঞান সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি ॥
প্রসাদ বলে এমন হলে,
কালের কাছে জবাব্ দিবি ।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর,
মনের মতন মন হবি ॥ ৮২

সিন্ধু—ঠুংরী ।

এমন দিন কি হবে তারা ।
যবে তারা তারা তারা বলে,
তারা বয়ে পড়বে ধারা ॥
হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে,
মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়বে লুটে,
তারা বলে হব সারা ॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ,
ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে, শত শত সত্য বেদ,
তারা আমার নিরাকারা ।
শ্রীরামপ্রসাদ রটে,
মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে,
তিমিরে তিমির হরা ॥ ৮৩

জংলা—একতালা ।

জয় কালী জয় কালী,
বলে জেগে থাকরে মন ।
তুমি ঘুম যেয়োনা রে (ভোলা মন),
ঘুমেতে হারাবে ধন ॥
নব দ্বার ঘরে, সুখে শয্যা করে,
হইবে যখন অচেতন ।
তখন আসিবে নিদ্রা, চোরে দিবে সিঁধ,
হরে লবে সব রতন ॥ ৮৪

একতালা ।

এবার আমি করব কৃষি ।
ওগো, এ ভব সংসারে আসি ।
তুমি কৃপাবিন্দু পাত করিয়ে,
বসে দেখ রাজমহিষী ।

দেহ অধীন অঞ্জল বেশী,
সাধ্য কি মা সকল চষি॥
মা গো, যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হইলে,
আনন্দ সাগরে ভাসি।
হৃদয় মধ্যেতে আছে,
পাপরূপী তৃণরাশি॥
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারীতে মুক্ত,
কর গো মা মুক্তকেশী।
কাম আদি ছয়টা বলদ,
বহিতে পারে অহর্নিশি॥
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে,
শস্য পাব রাশি রাশি।
প্রসাদ বলে চাসে নাগে,
মিছে মন অভিলাষী।
আমার মনের বাসনা তোমার,
ও রাঙ্গা চরণে মিশি॥ ৮৫

একতালা।

ভাঙ্গা তরী লেগেছে ঘাটে।
যদি পারে যাবি মন আয়রে ছুটে॥
তারা নামে পাল খাটায়ে,
ত্বরায় তরী চল বেয়ে।
যদি পারে যাবি, দুখ মিটাবি,
মনের গিরা দেরে কেটে॥
বাজারে বাজার কর মন,
মিছে কেন বেড়াও ছুটে।
ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হল,
কি করবে আর ভবের হাটে॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে,
বাঁধ রে বুক এঁটে যেঁটে।
ওরে, এবার আমি ছুটিয়াছি,
ভবের মায়া বেড়ী কেটে॥ ৮৬

একতালা।

মা গো আমার কপাল দুষী।
দুষী বটে গো আনন্দময়ী॥
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে,
যেতে নারিলাম বারানসী।
নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে,
মোর ভাগ্যেতে একাদশী॥
অন্ন ত্রাসে প্রাণে মরি,
নানাবিধ কৃষি করি।
আমার কৃষি সকল নিল জলে,
কেবল মাত্র লাঙ্গল চষি॥
না করিলাম ধর্ম্ম কর্ম্ম,
পাপ করেছি রাশি রাশি।
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে,
পথ ভুলে রয়েছি বসি॥
জনমি ভারতভূমে, মা!
কি কর্ম্ম করিলাম আসি।
আমার একুল ওকুল দুকুল গেল,
অকূল পাথারে ভাসি॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে,
ভাবতে নারি দিবা নিশি।
ওমা যখন শমন জোর করিবে
দুর্গা নামে দিব কাঁসি॥ ৮৭

একতালা।

মন তোমার এই ভ্রম গেল না
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না॥
ওরে, ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি
জেনেও কি তাই জান না॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা,
দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে, কোন্ লাজে সাজাতে চাস তাঁয়,
দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা,
সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন লাজে খাওয়াইতে চাস তাঁয়
আলো চাল আর বুট ভিজনা॥
জগৎকে পালিচ্ছেন যে মা,
সাদরে তাই কি জান না।
ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি,
মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা॥ ৮৮

একতালা।

মন রে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ॥
পরিহরি ধন মদ,
ভজ পদ কোকনদ।
কালেরে নৈরাশ কর,
কথা শুন কথা রাখ॥
কালী কৃপাময়ী নাম,
পূর্ণ হবে মনস্কাম।
অষ্ট যামের অর্দ্ধ যাম,
আনন্দেতে সুখে থাক॥
রামপ্রসাদ দাস কয়,
রিপু ছয় কর জয়।
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা
দূর ছাই করে হাঁক॥ ৮৯

একতালা।

ছি ছি মন তুই বিষয় লোভা।
কিছু জান না, মান না, শুন না, কথা॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা,
তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থোবা।
ওরে, জ্ঞান খড়্গে বলি দান,
করিলে কৈবল্য পাবা॥
কল্যাণকারিণী বিদ্যা,
তার ব্যাটার মত লবা।
ওরে, মায়া সূত্র, ভেদ সূত্র,
তারে দূরে হাঁকায়ে দেবা॥
আত্মারামের অন্নভোগ,
দুটা সেই মাকে দিবা।
রামপ্রসাদ দাসে, কয় শেষে,
ব্রহ্মরসে মিশাইবা॥ ৯০

একতালা।

আর ভুলালে ভুলব না গো।
আমি অভয় পদ সার করেছি,
ভয়ে হেলব দুলব না গো॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে,
বিষের কূপে উলব না গো।

সুখ দুঃখ ভেবে সমান,
মনের আগুন তোলবো না গো ॥
ধন লোভে মত্ত হয়ে,
দ্বারে দ্বারে বুলব না গো।
আশা বায়ু গ্রস্ত হয়ে,
মনের কথা খুলব না গো ॥
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে,
প্রেমের গাছে ঝুলব না গো।
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি,
ঘোলে মিশে ঘুলব না গো ॥ ৯১

একতালা।
আছি তেঁই তরুতলে বসে।
মনের আনন্দে আর হরষে ॥
আগে ভাঙ্গাব গাছের পাতা,
ডাঁটি ফল ধরিব শেষে।
রাগ দ্বেষ লোভ আদি,
পাঠাব সব বনবাসে।
রব রসাভাবে হা প্রত্যাশে,
ফলিতার্থ সেই রসে ॥
ফলে ফলে সুফল লয়ে,
যাইব আপন নিবাসে।
আমায় বিফলকে ফল দিয়ে,
ফলাফল ভাসাও নৈরাশে ॥
মন কয় কি লওয়ে সুধা
ভুজঙ্গাতে মিলে মিশে।
থাবে একই নিশ্বাসে যেন,
সূর্য্য তেজে সকল শোষে ॥
রামপ্রসাদ বলে আমার কোষ্ঠি;
শুদ্ধ তারারেশে।
মাগী জানে না যে মন কপাটে,
খিল দিয়েছি বড় কসে ॥ ৯২

পিলু বাহার—জৎ।
কালী নাম জপ কর,
যাবে কালীর কাছে।
কালী ভক্ত, জীবন্মুক্ত,
যে ভাবে যে আছে ॥
শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু, অকিঞ্চন দীনবন্ধু,
দেখালেন কালী পাদপদ্ম কল্প-গাছে।
গৃহে মুক্তি মূর্ত্তিমতী, রসনাগ্রে সরস্বতী
শিব শিবা, রাত্রি দিবা, রক্ষা হেতু আছে
যোগী ইচ্ছা করে যোগ,
গৃহীর বাসনা ভোগ,
যার ইচ্ছা যোগ ভোগ,
ভক্ত জনে আছে।
আনন্দে প্রসাদ কয়,
কালী কিঙ্করের জয়;
অণিমাদি আজ্ঞাকারী,
পড়ে থাক পাছে ॥ ৯৩

ঝিঁঝিট জায়েনপুরী—একতালা।
সময় তো থাকবে না গো মা,
কেবল কথা রবে।
কথা রবে, কথা রবে,
মা গো জগতে কলঙ্ক রবে ॥

ভাল কিবা মন্দ কালী,
অবশ্য এক দাঁড়া হবে।
সাগরে যার বিছানা মা!
শিশিরে তার কি করিবে॥
দুঃখে দুঃখে জর জর,
আর কত মা দুঃখ দিবে।
কেবল ঐ দুর্গা নাম,
শ্যামা নামে কলঙ্ক রটিবে॥ ৯৪

টুরি জায়েনপুরী—একতালা।

আমায় ছোওনা রে
শমন আমার জাত গিয়েছে।
যে দিন কৃপাময়ী
আমায় কৃপা করেছে॥
শোন্‌রে শমন বলি, আমার জাত
কিসে গিয়াছে (ও শমন রে।)
আমি ছিলেম গৃহবাসী, কেলে
সর্ব্বনাশী আমায় সন্ন্যাসী করেছে॥
মন রসনা এই দুজনা, কালীর
নামে দল বেঁধেছে (ওরে শমন রে)।
ইহা করে শ্রবণ, রিপু ছয় জন,
ডিঙ্গা ছাড়িয়াছে॥ ৯৫

তাল একতালা।

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে।
কালী পাদপদ্ম সুধা ত্যজি
কূপে পড়ে আপন খাবে॥
অবজ্ঞা পাপ রোগ
নীলাচলে নানা ভোগ।
ওরে অরে কাশী সর্ব্বনাশী
ত্রিবেণী স্নানে রোগ বাড়াবে॥
কালী নাম মহৌষধী
ভক্তি ভাবে পান বিধি।
ওরে ধ্যান কর পান কর
আত্মারামের আত্ম্য হবে॥
মৃত্যুঞ্জয়ে উপযুক্ত সেবায়
হবে আশু মুক্ত।
ওরে সকলি সম্ভবে তাঁতে
পরমাত্মায় মিশাইবে॥
প্রসাদ বলে মন ভায়া
ছাড়ি কল্পতরু ছায়া।
ওরে কাঁটা বৃক্ষের তলে গিয়ে
মৃত্যু ভয়টা কি এড়াবে॥ ৯৬

পিলু বাহার—জৎ।

এ শরীরে কাজ কি রে ভাই
দক্ষিণে প্রেমে না গলে
এ রসনায় ধিক্ ধিক্
কালী নাম নাহি বলে॥
কালী রূপ যে না হেরে,
পাপী চক্ষু বলি তারে।
ওরে সেই সে দুরন্ত মন,
না ডুবে চরণ তলে॥
সে কর্ণে শম্বুক বাস,
থেকে তাঁর কিবা কাজ–

ওরে সুধাময় নাম শুনে
চক্ষু না ভাসালে জলে॥
যে করে উদর ভরে,
সে করে কি সাধ করে।
ওরে না পূরে অঞ্জলি
চন্দন জবা আর বিল্বদলে॥
সে চরণে কাজ কিবা,
মিছা শ্রম রাত্রি দিবা।
ওরে কালী মূর্ত্তি যথা তথা
ইচ্ছা সুখে নাহি চলে॥
ইন্দ্রিয় অবশ যার,
দেবতা কি বশ তার।
রামপ্রসাদ বলে বাবই পাছে
আর কি কখন ফলে॥ ৯৭

সোহিনী বাহার—একতালা।

আয় দেখি মন তুমি আমি
দুজনে বিরলেতে বসিয়ে।
যুক্তি করি মনে প্রাণে,
পিঞ্জর গড়ব গুরু চরণে,
পদে লুকাইব সুধা খাব,
যমের বাপের কি ধার ধারি রে॥
মন বলে করিবে চুরি,
ইহার সন্ধান বুঝিনে রে।
গুরু দিয়েছেন যে ধন
অভয়চরণ কেমনে খরচ করিবে॥
শ্রীরামপ্রসাদের আশা
কাটা কেটে খোলসা করিয়ে
মধুপুরী যাব মধু খাব,
শ্রীগুরুর নাম হৃদে ধরে॥ ৯৮

একতালা।

ছি ছি মন ভ্রমরা দিলি বাজী।
কালী পাদপদ্ম সুধা ত্যজে
বিষয় বিষে হলি রাজি॥
দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ
লোকে তোমায় কয় রাজাজি।
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি
রাজা বট রীতি পাজি॥
অহঙ্কার মদে মত্ত বেড়াও
যেন কাজির তাজী।
তুমি ঠেকবে যখন শিখবে তখন
কর্ম্মে কালে পাপোস বাজি॥
বাল্য যুবা বৃদ্ধ দশা
ক্রমে ক্রমে হয় গতাজি।
পড়ে চোরের কোটায় মন টুটায়
যে ভজে সে মত্ত গাজি॥
কুতুহলে প্রসাদ বলে
জরা এলে আসবে হাজী।
যখন দণ্ডপাণি লবে টানি
কি করিবে ও বাবাজি॥ ৯৯

ইমন—একতালা।

কাজ কি আমার কাশী।
যাঁর কৃত কাশী, উদ্ধরসী বিগলিতকেশী॥

যেই জগদম্বার কুণ্ডল, পড়েছিল খসি।
সেই হতে মণিকর্ণি বলে তারে ঘোষি॥
অসি বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী।
মায়ের করুণা বরুণা ধারা,
অসিধারা অসি॥
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্ব-মসী।
ওরে তত্ত্বমসীর উপরে সেই
মহেশমহিষী॥
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া
ভাল ত না বাসি।
ঐ যে গলাতে বেঁধেছে আমার
কালী নামের ফাঁশি॥ ১০০

একতালা।

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুঁড়ি।
(ভব সংসারে বাজারের মাঝে)
ঐ যে, মন ঘুঁড়ি, আশা বায়ু,
বাঁধা তাহে মায়া দড়ি॥
কাক গণ্ডী মণ্ডি গাঁথা,
তাতে পঞ্জরাদি নাড়ি।
ঘুঁড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা,
কারিগরি বাড়াবাড়ি॥
বিষয়ে মেজেছে মাঁজা,
কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুঁড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে,
হেসে দেও মা হাত চাপড়ি॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে,
ঘুঁড়ি যাবে উড়ি।
ভব সংসার সমুদ্র পারে,
পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি॥ ১০১

একতালা।

এই দেখ সব মাগীর খেলা।
মাগীর আপ্ত ভাবে গুপ্ত লীলা।
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ,
ডেলা দিয়া ভাঙ্গে ডেলা।
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি,
নারাজ হয় সেকাজের বেলা॥
প্রসাদ বলে থাক বসে,
ভবার্ণবে ভাসাইয়ে ভেলা।
যখন জোয়ার আসবে উজায়ে যাবে
ভাটিয়া যাবে ভাটার বেলা॥ ১০২

জংলা—একতালা।

জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে।
ভবে আমার কি হইবে গো মা॥
অগম্য জলেতে মীনের আশ্রয়,
জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময়।
ও সে যখন যারে মনে করে,
তখন তারে ধরে কেশে॥
পালাবার পথ নাইকো জালে,
পালাবি কি মন ঘেরেছে কালে।
রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাক,
শমন দমন করবে এসে॥ ১০৩

একতালা।

সে কি শুধু শিবের সতী।
যারে কালের কাল করে প্রণতি ॥
ষট্‌চক্রে চক্র করি,
কমলে করে বসতি।
সে যে সর্ব্বদলের দলপতি,
সহস্রদলে করে স্থিতি ॥
নেঙটাবেশে শত্রু নাশে,
মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি।
ওরে বল দেখি মন সে বা কেমন,
নাথের বুকে মারে নাথি ॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা,
সকলি জানি ডাকাতি।
ওরে সাবধানে মন কর যতন,
হবে তোমার শুদ্ধ মতি ॥ ১০৪

জংলা—একতালা।

আমি অই খেদে খেদ করি।
ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার,
জাগা ঘরে হয় চুরি ॥
মনে করি তোমার নাম করি,
আবার সময়ে পাশরি।
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশয়,
জেনেছি তোমার চাতুরি ॥
কিছু দিলে না, পেলেনা,
নিলে না খেলে না,
সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে,
দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি ॥
যশঃ অপযশঃ সুরস কুরস
সকল রস তোমারি।
ওগো রসে থেকে রস ভঙ্গ,
কেন কর রসেশ্বরী ॥
প্রসাদ বলে মন দিয়াছ
মনেরি আঁকঠারি।
ও মা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া
মিষ্টি বলে ঘুরে মরি ॥ ১০৫

একতালা।

শমন আশার পথ ঘুচেছে ॥
আমার মনের সন্ধ দূরে গেছে ॥
ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে,
চারি শিব চৌকি রয়েছে ॥
একখুঁটিতে ঘর রয়েছে
তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে ॥
সহস্র-দল-কমলে শ্রীনাথ,
অভয় দিয়ে বসে আছে ॥
দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা,
চৌকিদারী তার লয়েছে।
সে শক্তির জোরে চেতন করে
তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে।
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে
কণ্ঠমূলে ভূরু মাঝে।
এ চারিস্থানে চারি শিব,
নব দ্বারে চৌকি আছে

রামপ্রসাদ বলে এই ঘরে,
চন্দ্র সূর্য্য উদয় আছে।
ওরে তমো নাশ করি তারা,
হৃদমন্দিরে বিরাজিছে ॥ ১০৬

একতালা।

মন রে ভালবাস তাঁরে।
যে ভবসিন্ধু পারে তারে।
এই কর ধার্য্য কিবা কার্য্য অসার সংসারে
ধনে জনে আশা বৃথা বিস্মৃত সে পূর্ব্বকথা
তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা
যাবে কোথাকারে ॥
সংসার কেবল কাচ কুহকে নাচায় নাচ
মায়াবিনী কোলে আছ পড়ে কারাগারে
অহঙ্কার দ্বেষ রাগ অনুকূলে অনুরাগ।
দেহ রাজ্য দিলে ভাগ বল কি বিচারে ॥
যা করেছ তারা কিবা প্রায় অবসান দিবা
মণিদ্বীপে ভাব শিবা সদা শিবাগারে ॥
প্রসাদ বলে দুর্গানাম সুধাময় মোক্ষধাম
জপ কর অবিরাম সুধাও রসনারে ॥ ১০৭

একতালা।

ভাব কি? ভেবে পরাণ গেল।
যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল,
তার কেন কাল রূপ হল ॥
কাল বড় অনেক আছে
এ বড় আশ্চর্য্য কালো।
যাকে হৃদয় মাঝে রাখিলে পেয়ে
হৃদয়পদ্ম করে আলো ॥
রূপে কালী নামে কালী
কাল হইতে অধিক কালো ॥
ওরূপ যে দেখেছে সেই মজেছে
অন্যরূপ লাগে না ভালো ॥
প্রসাদ বলে কুতূহলে,
এমন মেয়ে কোথায় ছিল।
না দেখে নাম শুনে কানে
মন গিয়া তায় লিপ্ত হলো ॥ ১০৮

একতালা।

মনজান নাকি ঘটবে লেঠা।
যখন ঊর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ করে,
পথে তোমায় দিবে কাঁটা ॥
আমি দিন থাকিতে উপায় বলি
দিনের সুদিন যেটা।
ওরে শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে,
মনে মনে হওরে আঁটা ॥
পিঞ্জরে পুষেছ পাখা,
আটক করবে কেটা।
ওরে জান না যে তার ভিতরে,
দুয়ার রয়েছে নটা ॥
পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী,
ধিঙ্গি ধিঙ্গি ছটা।
তারা যা বলিছে তাই করিছ,
এমনি বুকের পাটা ॥

প্রসাদ বলে মন জানতো
মনে মনে যেটা।
আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাড়ী,
বুঝাইব সেটা॥ ১০৯

ঝংলা—একতালা।

আমার অন্তরে আনন্দময়ী।
সদা করিতেছেন কেলী॥
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি,
নামটী কভু নাহি ভুলি।
আবার দু আঁখি মুদিলে দেখি,
অন্তরেতে মুণ্ডমালী॥
বিষয় বুদ্ধি হইল হত,
আমায় পাগল বোল বলে সকলি।
আমায় যা বলে তা বলুক তারা,
অন্তে যেন পাই পাগলী॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে,
মা বিরাজে শতদলে।
আমি শরণ নিলাম চরণতলে,
অন্তে না ফেলিও ঠেলি॥ ১১০

একতালা।

কাজ কি মা সামান্য ধনে।
ওকে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে
সামান্য ধন দিবে তারা,
পড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দেও মা আমায় অভয় চরণ,
রাখি হৃদি পদ্মাসনে॥
গুরু আমায় কৃপা করে মা,
যে ধন দিলে কাণে কাণে।
এমন গুরু আরাধিত মন্ত্র,
তাও হারালেম সাধন বিনে॥
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা,
হবে তোমার নিজ গুণে!
আমি অন্তিম কালে জয় দুর্গা বলে,
স্থান পাই যেন ঐ চরণে॥ ১১১

একতালা।

মায়ের এমি বিচার বটে!
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে,
তারি কপালে বিপদ ঘটে॥
হুজুরেতে আর্জি দিয়ে মা,
দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে।
কবে আদালত শুনানি হবে মা,
নিস্তার পাব এ শঙ্কটে॥
সওয়াল জবাব করব কি মা,
বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ওমা ভরসা কেবল শিব বাক্য,
ঐক্য বেদাগমে রটে॥
প্রসাদ বলে শমন ভয়ে মা,
ইচ্ছে হয় যে পালাই ছুটে।
যেন অন্তিমকালে দুর্গা বলে,
প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে॥ ১১২

একতালা।

আমায় কি ধন দিবি
তোর কি ধন আছে।
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম,
বাঁধা আছে হরের কাছে ॥
ওচরণ উদ্ধারের মা,
আর কি কোন উপায় আছে ॥
এখন প্রাণপণে খালাস কর,
টাটে বা ডুবায় পাছে।
যদি বল অমূল্য পদ,
মূল্য আবার কি তার আছে ॥
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে,
শিব বাঁধা রাখিয়াছে।
বাপের ধনে বেটার সত্ত্ব,
কাহার বা কোথা ঘুচেছে।
রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র বলে,
আমায় নিরংশী করেছে ॥ ১১৩

একতালা।

দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে।
বড় নিশ্চিন্তে রয়েছ,
তোমার পতিত তনয় ডুবিল ভবে ॥
এ ঘাটে তরণী নাইকো,
কিসে পার হব মা ভবে।
মা তোর দুর্গা নামে কলঙ্ক রবে মা
নইলে খালাস কর তবে ॥
ডাকি পুনঃ পুনঃ শুনিয়া না শুন,
পিতৃ ধর্ম্ম রাখলে ভবে।
অতি প্রাতঃকালে জয়দুর্গা বলে,
স্মরণ নিবার কাজ কি তবে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা,
মোর ক্ষতি কিছু না হবে।
মা তোর কাশী মোক্ষধাম অন্নপূর্ণা নাম,
জগজ্জনে নাম নাহি লবে ॥ ১১৪

ললিত বিভাষ—আড়খেমটা।

কালীর নামের গণ্ডী
দিয়া আছি দাঁড়াইয়া।
শুনরে শমন তোরে কই,
আমিতো আটাসে নই,
তোর কথা কেন রব সয়ে।
ছেলের হাতের মোওয়া নয় যে
খাবে ছলকো দিয়ে ॥
কটু বলবি সাজাই পাবি,
মাকে দিব কয়ে।
সে যে কৃতান্ত-দলনী শ্যামা,
বড় ক্ষেপা মেয়ে ॥
শ্রীরামপ্রসাদে যেন,
কয় শ্যামা গুণ গেয়ে।
আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাব,
চক্ষে ধুলা দিয়ে ॥ ১১৫

জয়জয়ন্তি—জৎ।

এ সংসারে ডরি কারে,
রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর,
খাস তালুকে বসত করি ॥

নাইকো জরিপ জমাবন্দি,
তালুক হয় না লাটে বন্দি মা,
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি,
শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী।
নাইকো কিছু অন্য লেঠা,
দিতে হয় না মাথট বাটা মা,
জয় দুর্গার নামে জমা আঁটা,
ঐটা করি মালগুজারি।
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ,
আছে এ মনের সাধ মা,
আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি
ব্রহ্মময়ীর জমিদারী॥ ১১৬

খাম্বাজ—আদ্ধা।

কালী তারার নাম জপ মুখেরে,
যে নামে শমনভয় যাবে দূরে রে।
যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী,
হইল শ্মশান-বাসী;
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে,
না পায় ভাবিয়া রে॥
ডুবু ডুবু হইল ভরা,
লোকে বলে ডুবেরে;
তবু ভুল হইতে পার যদি,
ভোলানাথের মন রে।
আমি অতি মূঢ়মতি,
না জানি ভকতি স্তুতি,
দ্বিজ রামপ্রসাদের নতি,
চরণতলে রেখ রে॥ ১১৭

একতালা।

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি॥
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা,
ভুলেছ কি রাজমহিষী।
তারা কতদিনে কাটবে আমার,
এ দুরন্ত কালের ফাঁসি॥
প্রসাদ বলে কি ফল হবে,
হই যদি গো কাশীবাসী।
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধরে,
পিতা হলেন শ্মশানবাসী॥ ১১৮

একতালা।

আমি নই পলাতক আসামি।
ওমা কি ভয় আমায় দেখাও তুমি।
বাজে জমা পাওনি যে মা,
ছাটে জমি আছে কমি।
আমি মহা মন্ত্র মোহর করা,
কবচ রাখি শাল তামামি॥
আমি মায়ের খাসে আছি বসে,
আসল কসে সারে জমি।
প্রসাদ বলে খাজানা বাকী,
নাইকো রাখি কড়া কমি।
যদি ডুবাও দুঃখ-সিন্ধু-মাঝে,
ডুবেও পদে হব হামি॥ ১১৯

একতালা।

মন তোরে তাই বলি বলি।
এবার ভাল খেল খেলায়ে গেলি ॥
প্রাণ বলে প্রাণের ভাই,
মন যে তুই আমার ছিলি।
ওরে ভাই হয়ে ভুলায়ে ভাইয়ে,
শমনেরে সঁপে দিলি ॥
গুরুদত্ত মহা সুধা,
ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি।
ওরে খাওয়াইলি কেবলমাত্র,
কতকগুলো গালাগালি ॥
যেম্নি গেলি তেম্নি গেলাম,
করে দিলি মিজাজ আলি।
এবার মায়ের কাছে বুঝা আছে,
আমি নই বাগানের মালী ॥
প্রসাদ বলে মন ভেবেছ,
দেবে আমায় জলাঞ্জলি।
ওরে জান না কি হৃদে গেঁথে,
রেখেছি দক্ষিণা কালী ॥ ১২০

একতালা।

তাই কালরূপ ভালবাসি।
জগমমোহিনী মা এলোকেশী ॥
কালোর গুণ ভাল জানে,
শুক শম্ভু দেব ঋষি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব,
কালরূপ তার হৃদয়বাসী ॥
কাল বরণ ব্রজের জীবন,
ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী,
বাঁশী ত্যজে করে অসি ॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের,
তারা সকল এক বয়সী।
ঐ যে তার মধ্যে কেলে মা মোর,
বিরাজে পূর্ণিমার শশী ॥
প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে,
কালরূপে মেশামিশি।
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক,
মন করো না দ্বেষাদ্বেষী ॥ ১২১

একতালা।

এবার ভাল ভাব পেয়েছি।
কালীর অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি।
ভবের কাছে পেয়ে ভাব
ভাবিকে ভাল ভুলায়েছি।
তাই রাগ, দ্বেষ, লোভ ত্যজে,
সত্ত্বগুণে মন দিয়েছি ॥
তারা নাম সারাৎসার,
আত্মশিখায় বাঁধিয়াছি।
সদা দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে,
দুর্গা নামের কাছ করেছি ॥
প্রসাদ ভাবে যেতে হবে,
একথা নিশ্চিত জেনেছি।
লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল,
যাত্রা করে বসে আছি ॥ ১২২

একতালা।

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিছানা॥
এই যে সুখের নিশি,
জেনেছ কি ভোর হবে না।
তোমার কোলেতে কামনা কান্তা
তারে ছেড়ে পাশ ফের না॥
আশার চাদর দিয়াছ গায়,
মুখ ঢেকে তাই মুখ খুল না।
আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে,
রজক ঘরে তার কাচাও না॥
খেয়েছ বিষয় মদ,
সে মদের কি ঘোর ঘোচে না।
আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে,
ভ্রমেও কালী বল না॥
অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই,
ঘুমায়ে আশা পুরে না।
তোর ঘুমে মহা ঘুম আসিবে,
ডাকিলে আর চেতন পাবে না॥

একতালা।

আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয়।
গিরি তোমারি কুমারী তা নয় তা নয়
স্বপ্নে যা দেখেছি গিরি,
কহিতে মনে বাসি ভয়।
ওহে কার চতুর্মুখ, কার পঞ্চ মুখ
উমা তাঁদের মস্তকে রয়॥
রাজ রাজেশ্বরী হয়ে,
হাস্য বদনে কথা কয়।
ওকে গরুড় বাহন কালো বরণ,
যোড় হাতেতে করে বিনয়॥
প্রসাদ ভণে মুনিগণে,
যোগ ধ্যানে যাঁরে না পায়।
তুমি গিরি ধন্য, হেন কন্যা,
পেয়েছ কি পুণ্য উদয়॥ ১২৩

একতালা।

শমন হে আছি দাঁড়ায়ে।
আমি কালী নামের গণ্ডী দিয়ে॥
কালোপরে কালীপদ,
সে পদ হৃদে ভাবিয়ে।
মায়ের অভয় চরণ যে করে স্মরণ,
কিকরে তার মরণ ভয়ে॥ ১২৫

একতালা।

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
এ কথা ভাঙ্গিব কি হাঁড়ি চাতরে॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে শিশু সঙ্গে
কুমারী রে। যেমন অনুজ লক্ষ্মণ
সঙ্গে, জানকী তার সমিভ্যারে॥
জননী, তনয়া, জায়া সহোদরা কি
অপরে। রামপ্রসাদ বলে বলব কি
আর, বুঝে লওগে ঠারে ঠোরে॥ ১২৬

একতালা।

মা আমার খেলান হলো।
খেলা হলো গো আনন্দময়ী।
ভবে এলেম কত্তে খেলা,
করিলাম ধূলা খেলা।
এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা;
কাল যে নিকটে এলো॥
বাল্য কালে কত খেলা,
মিছে খেলায় দিন গোঁয়ালো।
পরে আমার সঙ্গে লীলা খেলায়,
অজপা ফুরায়ে গেল॥
প্রসাদ বলে বৃদ্ধ কালে,
অশক্তি কি করি বল।
ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়া
মুক্তিজলে টেনে ফেল॥ ১২০

একতালা।

মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা,
যেম্নি নাচাও তেম্নি নাচে॥
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম,
মর্ম্ম কথা বুঝা গেছে।
ওমা তুমি ক্ষিতি তুমি জল,
ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে॥
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি তুমিই মুক্তি
শিব বলেছে। ওমা, তুমি দুঃখ তুমিই
সুখ চণ্ডিতে তা লেখা আছে॥

প্রসাদ বলে কর্ম্ম সূত্র,
সে সূতায় কাটনা কেটেছে।
ওমা, মায়াসূত্রে বেঁধে জীব,
ক্ষেপা ক্ষেপি খেল খেলিছে॥ ১২৮

একতালা।

আর তোমায় না ডাকব কালী।
তুমি মেয়ে হয়ে অসী ধরে,
লেংটা হইয়ে রণ করিলি॥
দিয়া ছিলে একটা বৃত্তি,
তাওতো দিয়ে হরে নিলি।
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে,
মা হয়ে তার মাথা খেলি॥
দীন রামপ্রসাদ বলে মা,
এবার কালী কি করিলি।
ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা,
লাভে মূলে ডুবাইলি॥ ১২৯

একতালা।

সামাল ভবে ডুবে তরী।
তরী ডুবে যায় জনমের মত॥
জীর্ণ তরী তুফান ভারী,
বাইতে নারি, ভয়ে মরি।
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু,
এবার এরাই কচ্ছে দাদাদারি॥
এনে ছিলে, বসে খেলে মন,
মহাজনের মূল খোয়ালি।

যখন হিসাব করে দিতে হবে মন,
তখন তহবিল হবে হাজির॥
দীন রামপ্রসাদ বলে মন,
নীরে বুঝি ডুবায় তরী।
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর,
আপন ঘরে যায় যে চুরি॥ ১৩০

একতালা।

ওমা তোর মায়া কে বুঝতে পারে।
তুমি ক্ষেপা মেয়ে, মায়া দিয়ে,
রেখেছ সব পাগল করে।
মায়া ভরে এ সংসারে,
কেহ কারে চিন্তে নারে।
ঐ যে এমি কালীর কাপ আছে যে,
যেমি দেখে তেমি করে॥
পাগল মেয়ের কি মন্ত্রণা,
কে তার ঠিক ঠিকানা করে।
রাম প্রসাদ বলে, যায় গো জ্বালা,
যদি অনুগ্রহ করে॥ ১৩১

জংলা—খয়রা।

আমি কি এমতি রব (মা তারা)।
আমার কি হবে গো দীন দয়াময়ী॥
আমি ক্রিয়া হীন, ভজন বিহীন
দীন হীন অসম্ভব।
আমার অসম্ভব আশা পুরাবে কি তুমি
আমি কি ও পদ পাব (মা তারা)।
সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই,
চরণে বিদিত সব।
কুপুত্র হইলে জননী কি ফেলে
এ কথা কাহারে কব, (মা তারা)॥
প্রসাদ কহিছে তারা ছাড়া,
নাম কি আছে যে আর তা লব।
তুমি তরাইতে পার তেঁই সে তারিণী
নামটী রেখেছেন ভব (মা তারা)॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

দিবা নিশি ভাব রে মন,
অন্তরে করাল বদনা।
নীল কাদম্বিনী রূপ মায়ের,
এলোকেশী দিগ্‌বসনা॥
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে,
মন জান না।
সদা পদ্ম বনে হংসী রূপে,
আনন্দ রসে মগনা॥
আনন্দে আনন্দময়ী,
হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন,
ব্রহ্মময়ী রূপ দেখ না॥
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা,
পুরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে,
নির্ব্বাণে কি গুণ বল না॥ ১৩৩

একতালা।

মন যদি মোর ঔষধ খাবা।
আছে শ্রীনাথ দত্ত, পটল সত্ত্ব,
মধ্যে মধ্যে ঐটি চাবা॥
সৌভাগ্য কররে দূরে,
মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা।
রামপ্রসাদ বলে তবেই সে মন,
ভব রোগে মুক্ত হবা॥ ১৩৪

ঝিঁঝিট—একতালা।

সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে।
যাঁর নাম জপিয়া মহেশ বাঁচেন
হলাহল খেয়ে॥
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করে, কটাক্ষে হেরিয়ে
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে,
উদরে পুরিয়ে॥
যে চরণে শরণ লয়ে, দেবতা বাঁচে দায়ে
দেবেরদেব মহাদেব,
যাঁহার চরণে লুটায়ে॥
প্রসাদ বলে রণে চলে, রণময়ী হয়ে।
শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে, হুঙ্কার ছাড়িয়ে॥

ললিত খাম্বাজ—একতালা।

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন,
বদন ভরে মাকে ডাকিয়ে।
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী,
এসেন কিনা এসেন দেখিয়ে॥
লয়ে যাবি সঙ্গে করে,
তার এত ভাবনা কিরে।
তবে তারা নামের কবচ মালা,
বৃথা আমি গলায় রাখিয়ে॥
মহেশ্বরী আমার রাজা,
আমি খাশ তালুকের প্রজা,
আমি কখন নাতান, কখন সাতান,
কখন বাকীর দায়ে না ঠেকিয়ে॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা,
অন্যে কি জানিতে পারে।
যাঁর ত্রিলোচন না পেল তত্ত্ব,
আমি অন্ত পাব কিরে॥ ১৩৬

পাহাড়ী ভৈরবী—যৎ।

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়,
মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে,
কর্ত্তা বলে সবাই বলে॥
আবার সে কর্ত্তারে দিবে ফেলে,
কালাকালের কর্ত্তা এলে।
যার জন্যে মর ভেবে,
সে কি সঙ্গে যাবে চলে॥
সেই প্রেয়সী দিবে গোবর ছড়া,
অমঙ্গল হবে বলে।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে,
শমন যখন ধরবে চুলে।
তখন ডাকবি কালী কালী বলে,
কি করিতে পারবে কালে॥ ১৩৭

একতালা।

মন হারামি ক্ষ্যাপার গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাবছ বসি,
কোথায় পাব টাকার তোড়া॥
ফাঁকি কেবল ফাঁকি মাত্র,
শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।
তুই কাচমূলে কাঞ্চন বিকালি
ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া॥
কর্ম্ম সূত্রে যা আছে মন,
কেবা পাবে তার বাড়া।
মিছে এদেশ সেদেশ করে বেড়াও
বিধির লিপি কপাল জোড়া॥
কাল করিছে হৃদয়ে বাস,
বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া
ওরে সেই কালের কর বিনাশ,
শ্বাস ধররে মন্ত্র সোড়া॥
প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন,
পাঁচ সোয়ারের তুমি ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচা পাঁচি,
তোমায় করবে তোলা পাড়া॥ ১৩৮

খাম্বাজ—একতালা।

যদি ডুবলনা ডুবায়েবা
ও'র মন নেয়ে।
মন হালি ছেড়না জমনা বাঁধ
পারবি যেতে বেয়ে॥
মন চক্ষু দাড়ি বিষম হাড়ি,
অজ্ঞান মত্তেচেয়ে।
ভালবাঁদ পেতেছে শ্যামা
বাজিকরের মেয়ে॥
মন শ্রদ্ধা বায়ে ভক্তি বাদাম,
দেওরে উড়াইয়ে।
রামপ্রসাদ বলে কালী নামের
যাওরে সারি গেয়ে॥ ১৩৯

একতালা।

কালী গো কেন লেংটা ফির।
ছিছি কিছু লজ্জা নাই তোমার॥
বসন ভূষণ নাই তোমায় মা,
রাজার মেয়ে গৌরব কর।
মাগো এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম,
পতির উপর চরণ ধর॥
আপনি লেংটা পতি লেংটা
শ্মশানে মসানে চর।
মাগো আমরা সবে মরি লাজে,
এবার মেয়ে বসন পর॥ ১৪০

সিন্ধুকাফী—একতালা।

আপন মন মগ্ন হলে মা,
পরের কথায় কি হয় তারে॥
পরের কথায় গাছে চড়ে,
আপন দোষে পড়ে মরে।
পরের জামিন হলে পরে,
সে না দিলে আপনে ভরে॥
যখন দিনে নিরাই করে,
কিষাণী সব ঘর না ধরে।

আঠা বর্শা লয়ে করে,
নাও না পেলে চলে ভরে ॥
চাষা লোকে কৃষি করে,
পঙ্ক জলে পচে মরে।
যদি সে নিরাইতে পারে,
অঝরে কাঞ্চন ঝরে ॥ ১৪১

একতালা।

হয়েছি মা জোর ফরিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা ॥
ঐ যে মন ক'রিছে জামিনদারী
নেচে উঠে ছটা বাদী ॥
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা,
তারা ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হইতো,
পুর হতে দর করে দি ॥
বিমাতা মরেন শোকে,
ছয়টার যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দ পুরে থাকি,
পার হয়ে যাই ভব নদী ॥
হুজুরে তজবিজ কর মা;
হাজির ফরিয়াদী দাদী।
এই স্বোপার্জ্জিত ভজনের ধন,
সাধারণ নয় যে তা দি ॥
মাতা আদ্যা মহা বিদ্যা,
অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
ওমা, তোমার পুতে, সতিন সুতে,
জোর করে কার কাছে কাঁদি ॥

প্রসাদ ভণে, ভরসা মনে,
বাপতো নহেন মিথ্যাবাদী।
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি,
আর কি এবার ফাঁদে পা দি ১৪২

মূলতানী—একতালা।

মন আমার যেতে চায় গো,
আনন্দকাননে।
বট মনোময়ী শান্তনা কেন,
কর না এই মনে ॥
শিবকৃত বারাণসী,
সেই শিব পদবাসী,
তবু মন ধায় কাশী স্মর কেমনে
অন্নপূর্ণা রূপ ধর,
পঞ্চক্রোশী পদে কর,
নখ জালে গঙ্গা,
মণিকর্ণিকার সনে ॥
দ্বিপদে অলক্ত আভা,
অসি বরুণার শোভা,
হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে
প্রসাদ আছে খেদযুক্ত,
শান্ত করা উপযুক্ত,
কিবা কাজ অভিমুক্ত পুরী গমনে।

মূলতান—একতালা।

জননি পদপঙ্কজং দেহি শরণাগতজনে,
কৃপাবলোকনে তারিণী।
তপন তনয় ভয়চয় বারিণী ॥

প্রণব রূপিণী দারা,
কৃপানাথ দারা তারা,
ভব পারাবার তরণী।
সগুণা নির্গুণা স্থূলা,
সূক্ষ্মা, মূলা, হীন মূলা,
মূলাধার অমলকমলবাসিনী॥
আগম নিগমাতীতা খল মাতাখিল
পিতা পুরুষ প্রকৃতিরূপিণী।
হংস রূপে সর্ব্বভূতে,
বিহরসি শৈলসুতে,
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি,
ত্রিধা কারিণী॥
সুধাময় দুর্গা নাম,
কেবল কৈবল্য ধাম,
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী।
তাপত্রয়ে সদাভয়ে,
হলাহল কূপে মজে,
ভনে রামপ্রসাদ তায়,
বিষফল জানি॥ ১৪৪

মূলতানী ধানেশ্রী—একতালা।

করুণা মরি কে বলে তোরে দয়াময়ী,
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা (গো তারা,)
আমার এম্নি দশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ
কারে দিলে ধনজন মা হস্তী অশ্ব রথচয়
ওগো, তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেহ নই॥
কেহ থাকে অট্টালিকায়,
মনে করি তেমি হই।
মা গো, আমি কি তোর পাকা খেতে
দিয়াছিলাম মই॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে,
আমার কপাল বুঝি অমি অই।
ওমা, আমার দশা দেখে বুঝি,
শ্যামা হলে পাষাণময়ী॥ ১৪৫

একতালা।

ভূতের বেগার খাটব কত।
তারা বল আমায় খাটাবি কত॥
আমি ভাবি এক, হয় আর
সুখ নাই মা কদাচিত॥
পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়,
এ দেহের পঞ্চভূত।
ও মা ষড়্‌রিপু সাহায্য তায়,
হলো ভূতের অনুগত॥
আসিয়া ভবসংসারে,
দুঃখ পেলেম যথোচিত।
ও মা যার সুখেতে হব সুখী,
সে মন নয়গো মনের মত॥
চিনি খলে নিম খাওয়ালে,
ঘুচলোনা সে মুখের তিত।
কেন ভিষক প্রসাদ, মনে বিষাদ,
হয়ে কালীর শরণাগত॥ ১৪৬

একতালা।

দুঃখের কথা শুন মা তারা।
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা॥
যাদের নিয়ে ঘর করি মা,
তাদের এম্নি কাজের ধারা।
ওমা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা,
সুখের ভাগী কেবল তারা॥
অশীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে,
মানব ঘরে ফেরা ঘোরা।
এ সংসারেতে সং সাজিয়ে,
সার হলো গো দুঃখের ভরা॥
রামপ্রসাদের কথা লও মা,
এ ঘরে বসতি করা।
ঘরের কর্ত্তা যে জন,
স্থির নহে মন,
ছজনেতে কল্লে সারা॥ ১৪৭

একতালা।

মা আমার বড় ভয় হয়েছে।
সেথা জমা ওয়াশীল দাখিল আছে॥
রিপুর বশে চল্লেম আগে,
ভাবলেম না কি হবে পাছে।
ঐ যে চিত্র গুপ্ত বড়ই শক্ত,
যা করেছি তাই লিখেছে॥
জন্ম জন্মান্তরের যত,
বকেয়া বাকী জের টেনেছে।
যার যেমি কর্ম্ম তেমি ফল,
কর্ম্মফলের ফল ফলেছে॥
জমার কমি খরচ বেশী,
তলব কিসে রাজার কাছে।
ঐ যে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে,
কেবল কালী নাম ভরসা আছে॥

একতালা।

আমি কবে কাশীবাসী হব।
সেই আনন্দ কাননে গিয়ে,
নিরানন্দ নিবারিব॥
গঙ্গাজল বিল্বদলে,
বিশ্বেশ্বর নাথে পুজিব।
ঐ বারাণসীর জলে স্থলে,
মোলে পরে মোক্ষ পাব॥
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী,
স্বর্ণময়ীর শরণ লব।
আর বব বম্ বম্ ভোলা বলে,
নৃত্য করে গাল বাজাব॥ ১৪৯

একতালা।

মন তুমি কি রঙ্গে আছ।
ও মন রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ॥
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা,
দুঃখে রোদন সুখে নাচ।
রংয়ের বেলা রাংয়ে কড়ি,
সোণার দরে তা কিনেছ।
ও মন দুঃখের বেলা রতন মাণিক
মাটীর দরে তাই বেচেছ॥

সুখের ঘরে রূপের বাসা,
সেই রূপে মন মজায়েছ ।
যখন সে রূপে বিরূপ হইবে,
সে রূপের কিরূপ ভেবেছ ॥ ১৫০

একতালা ।

ভাল ব্যাপার মন কর্ত্তে এলে ।
ভাসিয়ে মানব তরী কারণ জলে ॥
বাণিজ্য করিতে এলে,
মন ভব নদীর জলে ।
ওরে কেউ করিল দুনো ব্যাপার
কেহ কেহ বা হারালো মূলে ॥
ক্ষিত্যপ তেজ মরুৎ ব্যোম,
বোঝাই আছে নায়ের খোলে,
ওরে ছয় দাড়ি ছয় দিকে টেনে,
গুঁড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে ॥
পাঁচ জিনিষ নে ব্যবসা করা,
পাঁচে ডেকে পাঁচে মিলে ।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে,
কি হবে তাই প্রসাদ বলে ॥ ১৫১

একতালা ।

ও মন তোর নামে কি নালিশ দিব ।
ও তুই সকার বকার বলতে পারিস
বলতে নারিস্ দুর্গা শিব ॥
খেয়েছ জিলিপি খাজা,
লুচি মণ্ডা সদ্যভাজা ।
ওরে শেষে পাবি সে সব মজা,
যখন রে পঞ্চত্ব পাব ॥
পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বাসনা,
কেমন করে ঘর করিব ।
ওরে চুরি দারি করিলে পরে,
উচিত মত সাজাই পাব ॥ ১৫২

একতালা ।

কালী কালী বল রসনা রে ।
ও মন ষট্ চক্র রথ মধ্যে,
শ্যামা মা মোর বিরাজ করে ॥
তিনটে কাছি কাছা কাছি,
যুক্ত বাঁধা মূলাধারে ।
পাঁচ ক্ষমতায়, সারথি তায়,
রথ চালায় দেশ দেশান্তরে ॥
যুড়ি ঘোড়া দৌড়ে কুচে,
দিনেতে দশকুশী মারে ॥
সে যে সময় শির নাড়িতে নারে,
কলে বিকল হলে পরে ॥
তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ,
মন উচাটন কর়ো নারে ।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস,
শীতল হবে অন্তঃপুরে ॥
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে,
ফেলে রাখবে প্রসাদেরে ।
ও মন এইত সময় মিছে কাল যায়,
যত ডাকতে পার দু অক্ষরে ॥১৫৩

একতালা ।

কেরে বামা কার কামিনী ।
বসে কমলে ঐ একাকিনী ॥
বামা হাসছে বদনে, নয়ন কোণে,
নির্গত হয় সৌদামিনী ।
এ জনমে এমন কন্যে,
না দেখি না কর্ণে শুনি ।
গজ খাচ্ছে ধরে, ফিরে উগরে,
ষোড়শ নবযৌবনী ॥ ১৫৪

একতালা ।

মনরে তোর চরণ ধরি ।
কালী বলে ডাকরে, ওরে ও মন,
তিনি ভব পারের তরী ।
কালী নামটা বড় মিঠা,
বলরে দিবা শর্ব্বরী ।
ওরে, যদি কালী করেন কৃপা,
তবে কি শমনে ডরি ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,
কালী বলে যাব তরী ।
তিনি তনয় বলে দয়া করে,
তরাবেন এ ভব বারি ॥ ১৫৫

একতালা ।

মায়ের চরণ তলে স্থান লব ।
আমি অসময়ে কোথা যাব ॥
ঘরে যায়গা না হয় যদি,
বাহিরে রব ক্ষতি কি গোন
মায়ের নাম ভরসা করে,
উপবাসী হয়ে পড়ে রব ।
প্রসাদ বলে উমা আমায়,
বিদায় দিলেও নাইকো যাব ।
আমার দুই বাহু প্রসারিয়ে,
চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব ॥ ১৫৬

একতালা ।

এলোকেশী দিগ্বসনা ।
কালী পুরাও মোর মনবাসনা ॥
যে বাসনা মনে রাখি,
তার লেশ মা নাহি দেখি,
আমায় হবে কি না হবে দয়া,
বলে দেমা ঠিক ঠিকানা ।
যে বাসনা মনে আছে,
বলেছি মা তোমার কাছে,
এ মা তুমি বিনে ত্রিভুবনে,
এ বাসনা কেহ জানে না ॥ ১৫৭

একতালা ।

মরি গো এই মন দুঃখে ।
ওমা মা বিনে দুঃখ বলব কাকে ॥
একি অসম্ভব কথা শুনে
বা কি বলবে লোকে ।
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী,
তার ছেলে মরে পেটের ভুকে ॥
সে কি তোমার সাধের ছেলে মা,
রাখলে যারে পরম সুখে ।

ওমা আমি কত অপরাধী,
নুন মেলে না আমার শাকে॥
ডেকে ডেকে কোলে লয়ে,
পাহাড় মারিলে আমার বুকে।
ওমা, মায়ের মত কাজ করেছ,
ঘোষিবে জগতের লোকে॥ ১৫৮

একতালা।

পুরল নাকো মনের আশা।
আমার মনের দুঃখ রৈল মনে॥
দুঃখে দুঃখে কাল কাটালেম,
সুখের আর কিবে ভরসা।
আমি বলব কি করুণাময়ী,
সঙ্গে ছয়টা কর্ম্ম-নাশা॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা,
ভেবে ভেবে পাইনে দিশা।
আমি অভয় পদে শরণ নিয়ে,
ঘটল আমার উল্টা দশা॥ ১৫৯

একতালা।

থাকি এক খান ভাঙ্গা ঘরে।
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে॥
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে,
আছে কালীর নামের জোরে।
ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে,
মেটে দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে॥১৬০

একতালা।

ভবে আর জন্ম হবে না।
হবে না জননীর জঠরে॥
ভবানী ভৈরবী শ্যামা,
বেদ শাস্ত্রে নাইকো সীমা,
তারার মহিমা আপনি মাত্র,
জেনেছেন শিব শঙ্করে।
আমার মায়ের নাম গান করি,
কত পাপী গেল তরে।
ওমা কৈলাস দিব্য পুরী,
দেখাও এবার মা আমারে॥ ১৬১

পিলু বাহার—খং।

মা বলে ডাকিস্ না রে মন,
মাকে কোথা পাবে ভাই।
থাক্‌লে এসে দিত দেখা,
সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই॥
গিয়ে বিমাতার তীরে,
কুশ পুত্তল দাহন করে,
ওরে অশৌচান্ত পিণ্ড দিয়ে,
কালাশৌচে কাশী যাই। ১৬২

পিলু বাহার—খং।

বল ইহার ভাব কি, নয়নে ঝরে জল
(গ্রহণে কালীর নাম)।
তুমি বহুদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ, স্থির করে বল
একটা করি প্রতিপ্রায়,
ডুবা কাষ্ঠ বটে কায়।

কালী নামামৃত রসনায় অলে,
সেই জল চল চল ॥
কাল ভাবি চক্ষু মুদি,
নিদ্রা আবির্ভাব যদি।
শিব শিরে গঙ্গা তারি,প্রবাহ নির্ম্মল ॥
আজ্ঞা করেছেন গুরু,
বেণী তীর্থ বটে ভুরু,
গঙ্গা যমুনার ধারায় নিতান্ত এই ফল।
প্রসাদ বলে মন ভাই,
এই আমি ভিক্ষা চাই,
বেণী তটে আপন নিকটে দিও স্থল ॥

একতালা।

পতিত পাবনী পরা।
পরামৃত ফলদায়িনী ॥
স্বদীনে চরণ ছায়া, বিতর শঙ্কর জায়া।
কৃপাং কুরু স্বগুণে মা, নিস্তার কারিণী।
কৃত পাপ হীন পুণ্য, বিষয় ভজনা শূন্য।
তারারূপে তারয় মাং, নিখিল জননী ॥
ত্রাণ হেতু ভবার্ণব চরণ তরণী তব।
প্রসাদে প্রসন্না ভব, ভবেশ গৃহিণী ॥১৬৪

একতালা।

অপরা জন্মহরা জননী।
অপারে ভব সংসারে এক তরণী ॥
অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব,
ভেদ ভাবে শিবা শিব।
উভয়ে অভেদ,পরমাত্মা স্বরূপিণী ॥
মায়াতীত নিজে মায়া,
উপাসনা হেতু কায়া,
দিনদয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী ॥
আনন্দ কাননে ধাম,
কলকি তারিণী নাম।
যদি জপে দেহ অন্তে,
শিব বলে মানি ॥
কহিছে প্রসাদ দীন,
বিষয় সুক্রিয়া হীন,
নিজগুণে তিনলোক তারয় তারিণী

জংলা—খয়রা।

কালী হলি মা রাসবিহারী।
(নটবর বেশে বৃন্দাবনে)
পৃথক প্রণব নানা লীলাতব,
কে বুঝে একথা বিষম ভারী ॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা,
আপনি পুরুষ আপনি নারী ॥
ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটি,
এলো চুল চূড়া বংশীধারী ॥
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে,
মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজ কাল, তনু রেখা ভাল,
ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি ॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস,
এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্ব্বে শোণিত সাগরে নেচে ছিলে শ্যামা
এবে প্রিয় তব যমুনা বারি ॥

প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে,
বুঝেছে জননী মনে বিচারি।
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু,
একই সকল বুঝিতে নারি ॥ ১৬৬

একতালা।

ডাকরে মন কালী বলে।
আমি এই স্তুতি মিনতি করি,
ভুলনা মন সময় কালে ॥
এসব ঐশ্বর্য্য ত্যজ, ব্রহ্মময়ী কালী ভজ,
ওরে ওপদ পঙ্কজে মজ,
চতুর্ব্বর্গ পাবে হেলে।
বসতি কর যে ঘরেতে,
পাহারা দিচ্ছে যমদূতে,
ওরে পারবে না ছাড়াইয়ে যাইতে,
কাল ফাঁসি লাগবে গলে ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে,
কালের বসে কাজ হারালে,
ওরে এখন যদি না ভজিলে,
আম্‌সী খাবে আম ফুরালে ॥ ১৬৭

খট ভৈরবী—একতালা।

তোমার সাথি করে, ওমন।
তুমি কার আশায় বসেছ রে মন ॥
তনুর তরী ভবের চড়ায়,
ঠেকে রয়েছে রে।
যার যায় গুরুর নামে,
বাদাম দিয়ে বেয়ে চলে যারে ॥
প্রসাদ বলে ছয় রিপু নিয়ে,
সোজা হয়ে চল রে।
নৈলে আঁধারের কুটীরের গোঁত,
ষোগে লেগেছে রে ॥ ১৬৮

(সমর বিষয়ক)

কামিনী যামিনী বরণে রণে, এল কে।
উলঙ্গ এলোকেশী,
বাম করে ধরে অসি,
উল্লাসিতা দানব নিধনে।
পদভরে বসুমতী,
সভীতা কম্পিতা অতি ;
তাই দেখে পশুপতি,
পতিত চরণে রণে।
দ্বিজ রামপ্রসাদে কয়,
তবে আর কিরে ভয় ;
অনায়াসে যম জয়,
জীবনে মরণে রণে ॥ ১৬৯

একতালা।

ঐ কেরে মন মোহিনী।
ঐ মনোমোহিনী ॥
চল চল চল তড়িৎ ঘটা,
মণি মরকত কান্তি ছটা।
একি চিত্ত ছলনা, দৈত্য দলনা,
ললনা নলিনী বিড়ম্বিনী ॥
সপ্ত পেতি সপ্ত হেতি,
সপ্তবিংশ-প্রিয় নয়নী।

শশী খণ্ড শিরোসী, মহেশ উরসী,
হরের রূপসী একাকিনী॥
ললাট ফলকে, অলকা ঝলকে,
নাসানলকে, বেসরে মণি।
মরি! হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ,
সুধা রস কূপ, বদনখানি॥
শ্মশানে বাস, অট্টহাস,
কেশ পাশ, কাদম্বিনী।
বামা সমরে বরদা, অসুর দরদা,
নিকটে প্রমোদা, প্রমাদ গণি॥
কহিছে প্রসাদ, না কর বিবাদ,
পড়িল প্রমাদ, স্বরূপে গণি।
সমরে হবে না জয়ী রে,
ব্রহ্মময়ী রে,করুণাময়ীরে, বল জননী॥

কালেংড়া—ঠুংরি।

হের কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্করা বেশে। কেরে, নব নীল জলধর কায় হায় হায়, কেরে, হর হৃদি হৃদ পদে দিগবাসে॥

কেরে, নির্জ্জনে বসিয়া, নির্ম্মাণ করিল, পদ রক্তোৎপল গঞ্জিনি, তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী; হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় করে, বাঁধি প্রেম ডোরে, রাখি হৃদি সরোবরে, হিল্লোলে ভাসে।

কেরে নিন্দিতে রামকদলীতরু, হেরি উরু, দর দর রুধির ক্ষরে, যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে; অতি রোষ বলে, ভুজঙ্গম দলে, নাভি পদ্ম-মূলে, ত্রিবলীর ছলে, দংশিল এসে।

কেরে উন্নত কুচ কলি, মুখ শত-দলে অলি, গুণ্ গুণ্ করিয়া বেড়ায় যেন বিকশিত, সিতাম্ভোজ বনরো-হায়; কিবা ওষ্ঠ শোভা, অতি লোল জিহ্বা, হর মনোলোভা, যেন আসব আবেশে, শিশু সুধা ভাসে॥

কেরে কুন্তল জাল, আবৃত মুখ-মণ্ডল, লম্বিত চুম্বি ধরায়, তাহে ভুরু-ধনুর্ব্বাণ সন্ধান করা; অর্দ্ধচন্দ্র ভালে, শিতি মুহু দোলে, কি চকোর খেলে, কিবা অরুণ কিরণে গজমতি হাসে।

কত হুহুবা হুহুবী, নাচিছে ভৈরবী, হিহি হিহি করিছে যোগিনী, কত কটরা ভরিয়া, সুধা যোগায় অমনি; রামপ্রসাদ ভণে, কাজ নাই রণে, এ বামার সনে, যাঁর পদতলে শব ছলে আশুতোষে॥ ১৭১

খাম্বাজ—রূপক।

এলো চিকুর নিকর, নর কর কটীতটে,
হরে বিহরে রূপসী।
সুধাংশু তপন, দহন নয়ন,
বয়ানবরে বসি শশী॥
শব শিশু ইযু, শ্রুতিতলে শোভে,
বাম করে মুণ্ড অসি।

বাঘেতর কর, যাচে অভয় বর,
বরাঙ্গনা রূপ রসি॥
সদা মদালসে, কলেবর খসে,
হাসে প্রকাশে সুধারাশি।
সমস্তা স্ববাসা, মা'ভৈঃ মাভৈঃ ভাষা,
সুরেন্দ্রানুকূলা ষোড়শী॥
প্রসাদে প্রসন্না, ভব ভব-প্রিয়া,
ভবার্ণব ভয় নাশি।
অসুর যন্ত্রণা হরণে মন্ত্রণা,
চরণে গয়া গঙ্গা কাশী॥ ১৭২

রামকেলী—আড়া।

চলিয়ে চলিয়ে কে আসে,
গলিত চিকুর আসব আবেশে।
বামা রণে দ্রুতগতি চলে,
দলে দানব দলে, ধরি করতলে,
গজ গরাসে॥
কেরে কালীর শরীরে,রুধির শোভিছে,
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে।
কেরে নীল কমল, শ্রীমুখ মণ্ডল,
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে।
কেরে নীলকান্ত, মণি নিতান্ত,
নখর নিকর তিমির নাশে।
কেরে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়,
ঘন ঘোর রবে, উঠে আকাশে॥
দিতিজুতচয়, সবার হৃদয়,
থর থর থর, কাঁপে হুতাশে।
মাগো! কোপ কর দূর, চল নিজ পুর,
নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে॥১৭৩

বিভাস—তিওট।

এলো চিকুর ভার, এ বামা
মার মার মার রবে ধায়॥
রূপে আলো করে ক্ষিতি,
গজপতি রূপ গতি,
রতি-পতি-মতি মোহ পায়।
অপযশ কুলে কালী,কুল নাশ করে কালী
নিশুম্ভ নিপাতি কালী, সব সেরে যায়॥
সকল সেরে যায়, একি ঠেকিলাম দায়,
এ জন্মের মত বিদায়॥
কাল বলে এত কাল,এড়ালেম যে জঞ্জাল
সেই কাল চরণে লুটায়।
টেনে ফেল রক্তাফল, গঙ্গাজল বিল্বদল,
শিব পূজার এই ফল, অশিব ঘটায়॥
অশিব ঘটায়, এই দনুজ ভটায়,
কি কুরব রটায়॥
ভব দৈব রূপ শব, মুখে নাহি মাত্র রব,
কার ভরসায় রব, হায়।
চিনিলাম ব্রহ্মময়ী, হই যা না হই জয়ী,
নিতান্ত করুণাময়ী, স্থান দিবে পায়॥
স্থান দিবে পায়, নিতান্ত মন তায়,
এজন্ম কর্ম্মসায়॥
প্রসাদ বলে ভাল বটে,
এ বুদ্ধি ঘটেছে ঘটে,
এ সঙ্কটে প্রাণে বাঁচা দায়।

মরণে কি আছে ভয়, জয়ের দক্ষিণা হয়,
দক্ষিণাতে মন লয় কর দৈত্যরায়।
ওহে দৈত্য রায়, ভজ এই দক্ষিণায়,
আর কি কাজ আশায়॥ ১৭৪

খাম্বাজ—রূপক।

মা কত নাচ গো রণে।
নিরুপম বেশ বিগলিত কেশ,
বিবসনা হর-হৃদে,
কত নাচ গো রণে॥
সদ্য-হত দীতি-তনয়-
মস্তক-হার লম্বিত সুজঘনে।
কত বাজিত কটীতটে,
নর কর নিকর কুণপ শিশু শ্রবণে
অধর সুললিত, বিম্ব বিনিন্দিত,
কুন্দ বিকশিত সুদশনে॥
শ্রীমুখমণ্ডল কমল,
নিরমল সাট্টহাস সঘনে।
সজল জলধর, কান্তি সুন্দর,
রুধির কিবা শোভা ও বরণে।
প্রসাদ প্রবদতি, মম মানস,
নৃত্যতি রূপ কি ধরে নয়নে॥ ১৭৫

বিভাস—তিওট।

নব নীল নীরদ তনু রুচি কে?
ঐ মনোমোহিনী রে॥
তিমির শশধর, বাল দিনকর,
সমান চরণে প্রকাশ। কোটী চন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখ মণ্ডল, নিন্দি, সুধামৃত ভাষ॥

অবতংস সে শ্রবণে, কিশোর বিধি অরি গলিত কুন্তল পাশ। গলে সুন্দর বরণ, সুহার লম্বিত, সতত সঘনে নিবাস॥

বামায় বামকর পর, খড়্গ নরশির, সবো পূর্ণাভিলাষ। শশী সকল ভালে, বিরাজে মহাকালে, ঘোর ঘন ঘন হাস॥

ভণে শ্রীকবিরঞ্জনে বাঞ্ছা করেছি মনে, করুণাবলোকনে, কলুষচয় কর নাশ। তব নাম বদনে, যে প্রকাশে সে জনে, প্রভবে এ কথা আভাষ॥ ১৭৬

মল্লার—খয়রা।

মোহিনী আশা বাসা, ঘোর তম-নাশা বামা কে।

ঘোর ঘটা, কান্তি ছটা ব্রহ্মকটা ঠেকেছে॥

রূপসী শিরসী শশী, হরোরসী এলো-কেশী, মুখ ঝালা, সুধা ঢালা কুলবালা নাচিছে॥

দ্রুত চলে আস্য টলে, বাহু বলে দৈত্য দলে, ডাকে শিবা কব কিবা, দিবানিশি করেছে। ক্ষীণ দীন ভাগ্য হীন দুষ্ট চিত্ত সুকঠিন, রামপ্রসাদে কালীর বাদে, কি প্রমাদে ঠেকেছে॥

মল্লার—খয়রা।

এলো কেশে, কে শবে, এলোরে বামা। নখরনিকর হিমকরবর, রঞ্জিত ঘন তনু, মুখ হিমধামা॥

নব নব সঙ্গিনী, নব রস রঙ্গিনী, হাসত ভাসত নাচত বামা। কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দনুজদলে, ধরাতলে হতরিপু সমা॥

ভৈরব ভূত, প্রমথগণ ঘন রবে, রণ জয়ী শ্যামা। করে করে ধরে তাল বধম বম্ বাজে গাল, ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজিছে দামামা॥

ভবভয়ভঞ্জন, হেতু কবি রঞ্জন, মুক্তি করম সুনামা তব গুণ শ্রবণে, সতত মম মনে, ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরামা॥ ১৭৮

ঝিঁঝিট—আড়া।

শ্যামা বামা কে ? তনু দলিতাঞ্জন, শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-বদনী রে ? কুন্তল বিগলিত, শোণিত শোভিত, তড়িত জড়িত নব ঘন ঝলকে।

বিপরীত একি কাজ লাজ ছেড়েছে দূরে, ঐ রথ রথী গজ বাজী বয়ানে পুরে। মম দল প্রবল, সকল হত বল চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে॥

প্রচণ্ড প্রতাপ রাশি মৃত্যু রূপিণী, ঐ কামরিপু পদে এ কেমন কামিনী। লজ্জে গগন ধরণীধর সাগর, ঐ যুবতি চকিতে নয়ন পলকে॥

ভীম ভবার্ণব তারণ হেতু, ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু। কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন, কুরু কৃপা লেশ, জননী কালীকে॥ ১৭৯

খাম্বাজ—তিওট।

চিকণ কাল রূপা সুন্দরী ত্রিপুরারি হৃদে বিহরে। অরুণ কমল দল, বিমল চরণতল, হিমকরনিকর রাজিত নখরে।

বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমির কলাপ নাশে, ভাষে সুধা অমিত ক্ষরে। ভ্রমে কোকনদ দল, মধুকর চঞ্চল লঘুগতি পতিত যুবতী অধরে॥

সহজে নবিনা ক্ষীণা, মোহিনী বসন হীনা, কি কঠিনা দয়া না করে। চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণহর; বরসিত শর খর, কত কত শত শত রে॥

কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি, ভাবিয়া নয়ন ঝরে। ওপদ পঙ্কজ পল্লবে বিহরতু মানস আশ ধরে॥ ১৮০

ঝিঁঝিট—আড়া।

সমর করে ওকে রমণী।
কুলবালা ত্রিভুবন মোহিনী॥

ললাট নয়ন বৈশ্বানর, বামাবিন্দু,
বামেতর তরণি।
মরকত মুকুর বিমল মুখমণ্ডল,
নূতন জলধর বরণী ॥
শব শিব শিরে, মন্দাকিনী রাজত,
ঢল ঢল উজ্জ্বল ধরণী।
উরোপরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ,
সুচারু নখর নিকর, সুধা ধামিনী ॥
কলয়তি কবিরঞ্জন, করুণাময়ী করুণাং
কুরু হর-মোহিনী।
গিরিবর কন্যে, নিখিল শরণ্যে,
মন জীবন, ধন, জননী ॥ ১৮১

খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

হুঙ্কারে সংগ্রামে
ও কে বিরাজে বামা।
কাম রিপু মোহিনী
ও কে বিরাজে বামা ॥
তপন দহন শশী,
ত্রিনয়নী ও রূপসী,
কুবলয় দল তনুশ্যামা।
াবিবসনা এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণী,
সমর নিপুণা গুণধামা।
কহিছে প্রসাদ সার,
তারিণী সম্মুখে যার,
যমজয়ী বাজাইয়া দামা ॥ ১৮২।

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা।

আরে ঐ আইল কেরে ঘনবরণী।
কেরে নবীনা নগনা লাজ বিরহিতা,
ভুবন মোহিতা, একি অনুচিতা,
কুলের কামিনী।
কুঞ্জরবর গতি আসবে আবেশ,
লোলিত বসনা গলিত কেশ,
সুর নরে শঙ্কা করে হেরি বেশ,
হুঙ্কার রবে রে দনুজ দলনী ॥
কেরে নব নীল কমল কলিকা বলি,
অঙ্গুলী দংশন করিছে অলি,
মুখচন্দ্রে চকোরগণ,
অধর অর্পণ করত পূর্ণ শশধর বলি।
ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ,
এ কহে নীল কমল,
ও কহে চাঁদ, দোহ করতহি নাদ,
চিচিকি গুণ গুণ করিয়ে ধ্বনি ॥
কেরে জঘন সুচারু,
কদলী তরু নিন্দিত,
রুধির অটীর বহিছে,
তদূর্দ্ধে কটীবেড়া, নরকর ছড়া,
কিঙ্কিণী সহ শোভা করিছে।
করতল স্থল, নিরমল অতিশয়,
বামে অসিমুণ্ড দক্ষিণে বরাভয়,
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়,
জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী ॥
কেরে উর্দ্ধতর ভূধর,
হেরি হেরি পয়োধর,

করীকুম্ভ ভয়ে বিদরে,
অপরূপ কি এ আর,
চণ্ডমুণ্ডহার সুন্দরী সুন্দর পরে।
প্রফুল্ল বদনে রদন ঝলকে,
মৃদুহাস্য প্রকাশ্য দামিনী নলকে ॥
রবি অনল শশী ত্রিনয়ন পলকে
দম্ভে কম্পে সঘনে ধরণী ॥ ১৮৩

খাম্বাজ—তিওট।

কে হর-হৃদি বিহরে।
তনু রুচির, সজল ঘন নিন্দিত,
চরণে উদিত বিধু নখরে ॥
নীল কমল দল, শ্রীমুখমণ্ডল,
শ্রমজল শোভে শরীরে।
মরকত মুকুরে, মঞ্জু মুকুতাফল
রচিত কিবা শোভা মরি মরি রে ॥
গলিত চিকুর ঘটা, নব জলধর ছটা,
ঝাঁপল দশ দিশি তিমিরে।
গুরুতর পদভর, কমঠ ভুজগবর,
কাতর মূর্চ্ছিত মহী রে ॥
ঘোর বিষয়ে মজি, কালী পদ না ভজি,
সুধা ত্যজিয়া বিষ পান করি রে।
ভণে শ্রীকবিরঞ্জন, দৈব বিড়ম্বন,
বিফলে মানব দেহ ধরি রে ॥ ১৮৪

বিভাস—ঢিমা তেতালা।

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে।
বিপরীত ক্রীড়া, ব্রীড়া রতা শবে ॥
গদ গদ রঙ্গে ভাসে, বদন ঢুলায়ে হাসে
অতনু সতনু জনু অনুভবে।
সুবিদিতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি
ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপুণ্য লভে ॥
তরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদ গিলে,
অনলে অনল মিলে, অনল নিভে।
কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি
নিরখিলে পাপ তাপ, কোথায় রবে ॥

বিভাস—ঢিমা তেতালা।

অকলঙ্ক শশীমুখী, সুধাপানে সদা সুখী,
তনু তনু নিরখি, অতনু চমকে।
না ভাব বিরূপ ভূপ, যাঁরে ভাব ব্রহ্মরূপ
পদতলে শবরূপ, বামা রণে কে ॥
শিশু শশধর ধরা, সুহাস মধুর ধারা
প্রাণ ধরা ভাব, ধরা আলো করেছে।
চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর দিবাকর
বৈশ্বানর নেত্রবর-কর ঝলকে ॥
রামা অগ্রগণ্যা, বটে ধন্যা, কার কন্যা,
কিবা অন্বেষণে রণে এসেছে।
সঙ্গে কি বিকৃতি গুলা, নখ কুলা দন্তমুলা
এলো চুলা গায় ধুলা ভয় করে হে ॥
কবি রামপ্রসাদ ভাষে, রক্ষা কর নিজদাসে
যে জন একান্ত ত্রাসে, মা বলেছে।
তার অপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা
তবে গো তোমায় উমা, মা বলিবে কে ॥

খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা ।

বামা ও কে এলোকেশে ।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী ভৈরবী যোগিনী,
রণে প্রবেশে অতি বেশে ॥
কি সুখে হাসিছে,
লাজ নাহি বাসিছে,
নাচিছে মহেশ উরসে ।
ঘোর রণে মগনা,
পিবতি সুধা কি আবেশে ॥
চলিয়া চলিয়া যাইছে চলিয়া,
মধুরে বলিয়া, মন হাসে ।
কাহার নারীরে, চিনিতে নারি রে,
মোহিত করেছে, ছিন্ন বেশে ।
কারে আর ভজরে, ওপদে মজরে,
রূপে আলো করিছে দিগ দশে ।
কি করি রণেরে, হয়েছে মনেরে,
প্রসাদ ভণেরে চল কৈলাসে ॥১৮৭

খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা ।

ওকে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি,
বিগলিত বেশ ।
বসনবিহীনা কেরে সুমধে ॥
মদনমথন উরসী রূপসী,
হাসি হাসি বামা বিহরে ।
প্রলয়কালীন জলদ গর্জ্জে,
তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জ্জে,
জন মনোহরা শমন সোদরা, গর্ব্ব
খর্ব্ব করে ॥

শস্ত্রে শস্ত্রে প্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা, ক্রুদ্ধ নয়নে, নিরখে যে জনে, গমন শমন নগরে । কলয়তি প্রসাদ হে জগদম্বে, সময়ে নিপাত রিপুকদম্বে, সম্বর বেশ, কুরু কৃপা লেশ, রক্ষ বিবুধনিকরে ॥ ১৮৮

খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা ।

চল চল জলদ বরণী এ কার রমণী রে ।
নিরখ হে ভূপ, ঈশ শবরূপ,
উরসী রাজে চরণ ॥
নখরাজি উজ্জ্বল, চন্দ্র নিরমল,
সতত ঝলকে কিরণ ।
একি, চতুরানন হরি, কলয়তি শঙ্করী,
সম্বরণ কর রণ ॥
মগনা রণ মদে, সচলা ধরা পদে,
চরণে অচল চালন ।
ফণিরাজ কম্পিত, সতত ত্রাসিত,
প্রলয়ের এই কি কারণ ॥
প্রসাদ দাসে ভাষে, ত্রাহি নিজ দাসে,
চিত্ত যে মত্ত বারণ ॥
সদা বিষয়াসব পানে, ভর্জিছে বিজ্ঞানে
কদাচ না মানে বারণ ॥ ১৮৯

ললিত—তিওট ।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে,
বিগলিত কুন্তলজাল ।

বিমল বিধুবর, শ্রীমুখ সুন্দর,
তনুরুচি বিজিত, তরুণ তমাল॥
যোগিনী সকল, ভৈরবী সময়ে,
করে করে ধরে তাল।
ক্রুদ্ধা মানস, ঊর্দ্ধে শোণিত,
পিবতি নয়ন বিশাল॥
নিগম সারিগম, গণ গণ, গণ,
মবরব যন্ত্র মণ্ডন তাল।
তা তা থেই, দ্রিমকি দ্রিমকি
ধা ধা ডম্ফ বাদ্য রসাল॥
প্রসাদ কলয়তি, হে শ্যামা সুন্দরি,
রক্ষ মম পরকাল।
দীন হীন প্রতি, কুরু কৃপালেশ,
বারয় কাল করাল॥ ১৯০

ললিত—রূপক।

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী।
বিগলিত চিকুর ঘটা, গমনে বরটা, বিবসনা শবাসনা মদালসা। ষোড়শী ষোড়শকলা, কুশলা সরলা, ললাটে বালার্ক বিধু, শ্রুতিতলে ত্রক্ষা বিধু, মঞ্জুলা মধুর মুখী, মধুর লালসা॥
সোম-মৌলি প্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম, ভজে বুধ বৃহস্পতি, হীন-কর্ম্মনাশা। হরিণাক্ষী হরিমধ্যা, হরি-হর ব্রহ্মারাধ্যা, হরি পরিবার সেই, যে জন্মে নিবাসা॥ ১৯১

ঝিঁঝিট—একতালা।

কে মোহিনী ভালে ভাল শশী, পরম রূপসী বিহরে সমরে বামা, বিগলিত কেশী। তনু তনু অমানিশা, দিগম্বরী বালাকৃশা, সব্যে বরাভয়, বাম করে মুণ্ড অসি॥
মরি কিবা অপরূপ, নিরখ দনুজ ভূপ, সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী। অয়ী হব যার বলে, সেই প্রভু শব ছলে, পদে মহাকাল, কালরূপ হেন বাসি॥
নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে, ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি। ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে, গিলে রথ রথী গজ বাজী রাশি রাশি॥
ভণে রামপ্রসাদ সার, না জান মহিমা মার, চৈতন্য রূপিণী নিত্যব্রহ্ম-ময়ী নহিনী। যেই শ্যাম সেই শ্যামা, অকার আকারে বামা, আকার করিয়া লোপ, অসি ভাব বাঁশী॥ ১৯২

বিভাস—ঢিমা তেতালা।

মরি ও রমণী কি রণ করে।
রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদ-ভরে, রথ রথী সারথী তুরঙ্গ গরাসে। কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল, দিনকর কর ঢাকে চিকুর পাশে॥

আতঙ্কে মাতঙ্গ ধায় পতঙ্গে পতঙ্গ প্রায়, মনে বাসি শশী খসি, পড়ে তরাসে। নিরুপমা রূপছটা, ভেদ করে ব্রহ্ম কটা, প্রবল দনুজ ঘটা, গেলে গরাসে ॥
ভৈরবী বাজায় গাল,
যোগিনী ধরিছে তাল,
মরি কিবা সুরসাল গান বিভাসে।
নিকটে বিবুধ-বধূ, যতনে যোগায় মধু, দোলায়ে বদন বিধু মৃদু মৃদু হাসে ॥
সবার আসার আশা, ঘুচায়েছে আশা বাসা, জীবনে নিরাশা, ফিরে না যায় বাসে।
ভণে রামপ্রসাদ সার, নাম লয়ে শ্যামা মার, আনন্দে বাজায়ে দামা, চল কৈলাসে ॥ ১৯৩

ললিত—তিওট।

ও কার রমণী সমরে নাচিছে।
দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে ॥
তনু নব ধারা-ধর, রুধির-ধারা নিকর,
কালিন্দির জলে কিংশুক ভাসিছে ॥
বদন নিমল শশী, কত সুধা ক্ষরে হাসি
কালরূপে তম রাশি রাশি নাশিছে।
কহে কবি রামপ্রসাদে,
কালিকা কমল পদে,
মুক্তিপদ হেতু যোগী হৃদে ভাবিছে ॥

ললিত—তিওট।

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ,
তরুণ বয়েস।
দনুজদলনা, ললনা, সমরে শবে,
বিগলিত কেশ ॥
ঘন ঘোর নিনাদিনী, সমরে বিবাদিনী,
মদনোন্মাদিনী বেশ।
ভূত পিশাচ প্রমথ সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে, সঙ্গিনী বড় রঙ্গিনী, নগনা সমান বেশ ॥
গজ রথ রথী করত গ্রাস, সুরাসুর নর হৃদয় ত্রাস, দ্রুত চলত চলত রসে গয় গয়, নরকর কটীদেশ।
কহিছে প্রসাদ ভুবন পালিকে, করুণাং কুরু জননী কালিকে, ভব পারাবার তরাবার ভার, হরবধূ হর ক্লেশ ॥ ১৯৫

বেহাগ—তিওট।

শ্যামা বামা গুণধামা কালান্তক উরসী।
বিহরে বামা স্মর হরে।
সুরী কি অসুরী, কি নাগী কি পন্নগী,
কি মানুষী ॥
নাসে মুকুতা ফল বিলোর, পূর্ণচন্দ্র কোলে চকোর, সতত দোলত ঘোর ঘোর, মন্দ মন্দ হাসি। একি করে করী ধরে রণে পশি, তনুক্ষীণা পীনবীণা, বস্ত্রহীনা ষোড়শী ॥

নীল কমল দল জিতাস্য, তড়িত জড়িত মধুর হাস্য, লজ্জিতা কুচকলি অপ্রকাশ্য, ভালে শিশু শশী। কত ছলা কত কলা, এ প্রবলা চিত্তে বাসি, রামা নব্যা ভব্যা অব্যাহত্তে গামিনী রূপসী॥

দিতিসুতচয়, সমর প্রচণ্ড, সলিলে প্রবেশি। এটা কেটা চিত্তে যেটা, দুঃখরাশি, মম সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করে, একি সর্ব্বনাশী॥

কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমিরপুঞ্জ নাশ, হৃদয় কমলে সতত বাস, শ্যামা দীর্ঘকেশী। ইহকালে পরকালে, জয়ী কালে, তুচ্ছরাসী কথা নিতান্ত, কৃতান্ত শান্ত, শ্রীকান্ত প্রবেশি

আমরি আমরি চণ্ডমুণ্ড মাল, করে কপাল একি বিশাল ভাল তাল কাল-দণ্ড ধারিণী। ক্ষীণ কটীপর, নৃকর-নিকর; আবৃত কত কিঙ্কিনী॥

সর্ব্বাঙ্গ শোভিত শোণিত বৃত্তে, কিংশুক ইব ঋতু বসন্তে। চরণোপান্তে মনছুরন্তে, রাখ কৃতান্তদলনী॥

আমরি আমরি সঙ্গিনী সকল, ভাবে ঢল ঢল, হাসে খল খল, টল টল ধরণী। ভয়ঙ্কর কিবা, ডাকিতেছে শিবা, শিব উরে শিবা আপনি॥

প্রলয় কারিণী করে প্রমাদ, পরি-হর ভূপ বৃথা বিবাদ। কহিছে প্রসাদ, দেহ মা প্রসাদ, প্রসাদ বিবাদ নাশিনী॥

ছায়নাট—খয়রা।

সমারে কেরে কাল কামিনি! কাদম্বিনী বিড়ম্বিনী, অপরা কুসুমা-পরাজিতা বরণী, কে রণে রমণী। সুধাংশু সুধা কি শ্রমজ বিন্দু, শ্রীমুখ না একি শারদ ইন্দু, কমল বন্ধু, বহ্নি, সিন্ধুতনয়, এ তিন নয়নী॥

আমরি আমরি মন্দ মন্দ হাস, লোক প্রকাশ, আশুতোষ বাসিনী। ফণী ফণাভরণ জিনি, গণি দন্ত কুন্দ-শ্রেণী। কেশাগ্র ধরণীপরে বিরাজ, ভালাল শব শ্রবণে সাজ, না করে লাজ, কেমন কাজ, মম সমাজে তরুণী॥

মালশ্রী।

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার। এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে। মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখরাশি, ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধা রাশি ক্ষরে॥

শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলো চুলে ধায় রাণী, বস'না সম্বরে। গদ গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে, পাছে করি গিরিবরে অমনি কাঁদে গলা ধরে।

পুনঃ কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া, চুম্বে অরুণ অধরে। বলে,

জনক তোমার গিরি, পতি জনম ভিখারী, তোমা হেন সুকুমারী, দিলাম দিগম্বরে ॥

যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন, হেসে হেসে এসে ধরে করে। কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা থুলে, কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে ॥

কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে, ভাসে মহা আনন্দ সাগরে। জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে, দিবানিশি নাহি জানে, আনন্দে পাশরে ॥ ১৯৮

ললিত।

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার। কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার ॥

বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল, বেরোও গণেশ মাতা, ডাকে বার বার। তব দেহ হে পাষাণ, এদেহে পাষাণ প্রাণ, এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদায় ॥

তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন, হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার। প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজ-রাণী প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার। ১৯৯

একতালা।

যাও গো জননি, জানি তোরে। তারে দাও ত্রিগুণ সাজা মা, যে তোর খোসামুদি করে। মা মা বলে পাছু, পাছু যে জন স্তুতি ভক্তি করে। দুঃখে শোকে দগ্ধে তারে রাখিল করিস্ যমের ঘরে ॥

অল্পে কারে পাওয়া যায় ক্ষীণ আলে বারি ধায়, যেজন হয় শক্ত, তার ত্রিকাল মুক্ত জোর জবরে। চোখে আঙ্গুল না দিলে পর, দেখবি না মা বিচার করে ॥

ওমা হরের আরাধ্য পদ, ভয়ে দিলি মহিষাসুরে। যে দু-কথা শুনাতে পারে, যে জমা হেতের ঘরে। তার হয়ে আশ্রিত সদা থাকিস্ মা পরাণের ডরে ॥

রামপ্রসাদ কৃতার্থ হবে, কৃপাকণা জোরে। সাধরে শ্যামার পদ এ নব ইন্দ্রিয় হয়ে ॥ ২০০

একতালা।

অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী।
শিব ধন্য কাশী ধন্য,
ধন্য ধন্য গো আনন্দময়ী ॥
ভাগীরথী বিরাজিত
হয়ে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি।

উত্তর বাহিনী গঙ্গা,
জল চলেছে দিবানিশি॥
শিবের ত্রিশূলে কাশী,
বেষ্টিত বরুণা অসি।
তন্মধ্যে মরিলে জীব,
শিবের শরীরে মিসি॥
কি মহিমা অন্নপূর্ণার,
কেউ থাকে না উপবাসী।
ওমা রামপ্রসাদ অভুক্ত
তোমার চরণ ধূলার অভিলাষী॥

একতালা।

তাঁহার জমি আমার দেহ,
ইথে কি আর আপদ আছে।
যে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে,
মহামন্ত্র বীজ বুনেছে॥
ধৈর্য্য খোঁটা ধর্ম্ম বেড়া,
এ দেহের চৌদিকে ঘেরেছে।
এখন কাল চোরে কি কর্ত্তে পারে,
মহাকাল রক্ষক রয়েছে॥
দেখে শুনে ছটা বলদ,
ঘর হতে বাহির হয়েছে।
কালী নাম অস্ত্রের ধারে,
পাপ তৃণ সব কেটে গেছে॥
প্রেমবারি সুবৃষ্টি তায়,
অবনিশি বরিষতেছে।
কালী কল্পতরুবরে রে ভাই,
চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে॥ ২০২

একতালা।

আমার মনে বাসনা জননি। ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে, হ, ল, ক্ষ, ব্রহ্মরূপিণী॥ মূলে পৃথ্বী ব, স, অন্তে, চারি পত্রে মায়া ডাকিনী। সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে, শিবে ঘেরে কুণ্ডলিনী॥

স্বাধিষ্ঠানে, ব, ল অন্তে, ষড়্‌দলোপর বাসিনী। ত্রিবেণী বরুণ, বিষ্ণু, শিব, ভৈরবী ডাকিনী॥

ত্রিকোণ মণিপুরে, বহ্নি বীজ ধারিণী। ড, ফ, অন্তে দিগ্ দলে, শিব ভৈরবী লাকিনী॥

অনাহতে ষট্ কোণে, দ্বিষড়্‌দল বাসিনী। ক, ঠ, অন্তে বায়ু বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী॥

বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ, ষোড়শ দল পদ্মিনী। নাগোপরি বিষ্ণু আসন, শিবশঙ্করী সাকিনী॥

ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মন, শিব লিঙ্গ চক্র যোনি। চন্দ্র বীজে সুধাকরে, হ, ক্ষ, বর্ণে হাকিনী॥ ২০৩

জঙ্গলা—একতালা।

নটবর বেশে বৃন্দাবনে
কালী হলে রাসবিহারী।
পৃথক্ প্রণব, নানা লীলা তব,
কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি॥

নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা,
আপনি পুরুষ, আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটি,
এলো চুল চূড়া বংশীধারী॥
আগেতে কুটিল, নয়ন অপাঙ্গে,
মোহিত করেছ ত্রিপুরারী।
এবে নিজে কালো, তনু রেখো ভালো,
ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস,
এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্ব্বে শোণিত সাগরে,মেচেছিলে শ্যামা
এবে প্রিয় তব যমুনা বারি॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাষিছে,
বুঝেছি জননি মনে বিচারি।
মহাকাল কালী, শ্যামা শ্যাম তনু,
একই সকল, বুঝিতে নারি॥ ২০৪

একতালা।

বাসনাতে দাও আগুণ জেলে
ক্ষার হবে তার পরিপাটী।
কর মনকে ধোলাই, আপদ্ বালাই,
মনের ময়লা ফেল কাটি॥
কালীদহের কূলে চল,
সে জলে ধোপ ধর্ব্বে ভাল,
পাপ কাষ্ঠের আগুণ জ্বাল,
চাপায়ে চৈতন্যের ভাঁটি॥ ২০৫

জঙ্গলা ঝুল—একতালা।

মন কি কর ভবে আসিয়ে।
ওরে দিবে অবশেষে, অজপার শেষ
ক্রমেতে নিঃশ্বাস যায় ফুরায়ে॥
হং বর্ণ পূরকে হয়, সঃবর্ণ রেচকে কয়।
অহর্নিশি করে জপ হংস হংস বলিয়ে॥
অজপা হইলে সাঙ্গ, কোথা তব রবে রঙ্গ
সকলি হইলে ভঙ্গ, ভবানীরে না ভাবিয়ে
চলনে দ্বিগুণ ক্ষয়,ততোধিক নিদ্রায় হয়
বিনয়ে রামপ্রসাদ কয়,
ততোধিক সঙ্গম সময়ে॥ ২০৬

বিভাস—একতালা।

তারা আছ গো অন্তরে,
মা আছ গো অন্তরে।
কুল কুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী মা॥
এক স্থান মূলাধারে, আর স্থান
সহস্রারে, আর স্থান চিন্তামণি পুরে।
শিব শক্তি সব্যে বামে, জাহ্নবী যমুনা
নামে, সরস্বতী মধ্যে শোভা করে॥
ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সু-
নিদ্রিতা, এই ধ্যান করে ধন্য নরে।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান,
অনাহতে বিশুদ্ধাখ্য করে॥
বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স, য, শ, ড,
ক, ক, ঠ, ষোল স্বর কণ্ঠায় বিহরে।
হ, ক্ষ, আশ্রয় ভুরু, নিতান্ত কহিলা
গুরু, চিন্তা এই শরীর ভিতরে।

ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি, ক্রমে বাস পদ্মের উপরে। গজেন্দ্র মকর আর, মেষবর কৃষ্ণসার আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে ॥

অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ, গুঞ্জে মত্ত মধুব্রত স্বরে। ধরাজল বহ্নি বাৎ, লয় হয় অচিরাৎ হং যং লং বং হং হোং স্বরে ॥

ফিরে কর কৃপাদৃষ্টি, পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি, চরণ যুগলে সুধাক্ষরে। তুমি নাদ তুমি বিন্দু, সুধাধার যেন ইন্দু, এক আত্মা ভেদ কেবা করে ॥

উপাসনা ভেদ ভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ, মহাকালী কাল পদ ভরে। নিদ্রা ভঙ্গে যাব ঠাঁই, তার আর নিদ্রা নাই, থাকে জীব, শিবকর তারে ॥

মুক্তি কন্যা তারে ভজে, সে কি আর বিষয়ে মজে, পুনরপি আসিয়া সংসারে। আজ্ঞাচক্র করি ভেদ, ঘুচাও মনের খেদ, হংসী রূপে মিল হংস বরে ॥

চারি ছয় দশ বার, ষোড়শ দ্বিদল আর, দশ শত দল শিরোপরে। শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনি প্রসাদের কথা, যোগী ভাসে আনন্দ সাগরে ॥ ২০৭

গৌরচন্দ্রা।

গিরিবর! আর আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে। উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্য পান, নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ॥

অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী, বলে উমা ধরে দে উহারে। কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি মলিন ও মুখ দেখি, মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ॥

আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলী, যেতে চায় না জানি কোথারে। আমি কহিলাম তায় চাঁদ কিরে ধরা যায়, ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥

উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর, গৌরীরে লইয়া কোলে করে। সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী, মুকুর লইয়া দিল করে ॥

মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ, বিনিন্দিত কোটি শশধরে ॥

শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্য পুঞ্জচয়, জগত জননী যার ঘরে। কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা, শোয়াইল পালঙ্ক উপরে ॥ ২০৮

মুলতানী—একতালা।

নিতান্ত যাবে দিন এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো। তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো।

এসে ছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে; ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো॥

দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়; ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো॥

প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে; আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে ভবার্ণবে গো॥ ২০৯

মুলতানী—একতালা।

তারা তোমার আর কি মনে আছে। ওমা এখন যেমন রাখলে সুখে, তেমি সুখ কি পাছে। শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি মাগো, ওমা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে॥

আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই; মাগো ওমা দিয়ে আশা, কাটলে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে॥

প্রসাদ বলে মন দৃঢ়, দক্ষিণায় জোর বড়, মাগো ওমা আমার দফা হলো রফা দক্ষিণা হয়েছে॥ ২১০

একতালা।

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি,
কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি,
কেহ বলে সাযুজ্য মেলে।
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ,
ঘটের নাশকে মরণ বলে॥
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য,
মান্য করে সব খোয়ালে।
এক ঘরেতে বাস করিছে,
পঞ্চজনে মিলেজুলে॥
সে যে সময় হইলে আপনা আপনি,
যে যার স্থানে যাবে চলে।
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই,
তাই হবি রে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়,
জল হয়ে সে মিশায় জলে॥ ২১১

শবসাধনা।

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো, জগদম্বার কোটাল! জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি বম্ বম্ বাজাইয়া গাল॥

ভক্তে ভয় দেখাবারে, চতুষ্পথ শূন্যাগারে, ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল। অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে, আপাদলম্বিত জটাজাল॥

শমন সমান দর্প, প্রথমেতে জলে সর্প, পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক শিয়াল। জয়

পায় ভূতে মারে, আসনে ডিঙ্গিতে নারে, সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল ॥

যে জন সাধক বটে, তারকি আপদ ঘটে, তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল। মন্ত্র-সিদ্ধ বটে তোর, করাল বদনী জোর, তুই জয়ী ইহ পরকাল ॥

কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দ-সাগরে ভাসে, সাধকের কি আছে জঞ্জাল। বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে, কালীর চরণ করে ঢাল ॥ ২১২

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া

শিঙ্গা করিছে ভভ ভম্ ভম্,
ভোঁ ভোঁ ভোঁ বমম্ বমম্,
বব বম্ বব বম্ গাল বাজিয়া ॥
মগন হইয়া প্রমথনাথ,
ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি কোটি কোটি দানব সাথ,
শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া।
কটীতটে কিবা বাঘের ছাল,
গলায় দোলিছে হাড়ের মাল,
নাগ যজ্ঞোপবীত ভাল,
গরজে গরব মানিয়া ॥
শশধর কলা ভালে শোভে,
[illegible] চকোর অলির লোভে,
স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে,
কেমনে পাইব জানিয়া।
আধ চাঁদ কিবা করে চিকি মিকি,
নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি,
প্রজ্বলিত হয় থাকি থাকি থাকি,
দেখে রিপু যায় ভাগিয়া ॥
বিভূতিভূষণ মোহন বেশ,
তরুণ অরুণ অধর দেশ,
শব আভরণ গলায় শেষ,
দেবের দেব যোগিয়া।
বৃষভ চলিছে থিমিকি থিমিকি,
বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি,
ধরত তাল ত্রিমৃকি ত্রিমৃকি,
হরিগুণে হয় মাচিয়া ॥
বদন ইন্দু ঢল ঢল ঢল,
শিরে সুরধনী করে টল টল,
লহরি উঠিছে কল কল কল,
জটাজূট মাঝে থাকিয়া।
প্রসাদ কহিছে এ ভব ঘোর,
শিয়রে শমন করিছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম ডোর,
নিজগুণে লহ তারিয়া ॥ ২১৩

মুলতান—একতালা।

কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে, এতনু তরুণী ত্বরা করি চল বেয়ে। ভবের ভাবনা কিবা, [illegible] ॥

দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল,
কাল রবে চেয়ে।
শিব নহেন মিথ্যাবাদী,
আজ্ঞাকারী অনিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী, পলাইবে ধেয়ে॥

ইমন্ কল্যাণ—একতালা।

কেরে কাল কামিনী।
বাস পরিহারিণী॥
চরণ তরুণ অরুণ নিকর।
নখর নিভাতী নিন্দি নিশাকর॥
উরু তরু রম্ভা নাভি সরোবর।
নৃকর কটিতে কিঙ্কিণী॥
পীযূষ পূর্ণিত পীন পয়োধর।
পানে পুলকিত সুরাসুর নর॥
করে শোভে অসি মুণ্ড বরাভয়।
বামা নর মুণ্ডমালিনী॥
তড়িত জিনি হাস্য কমলবদন।
খঞ্জন গঞ্জিনী যুগল নয়ন॥
ইষু শিশু সব সুশোভিত কর্ণে।
বামা আধ শশী ভালিনী॥
আহা কিবা কান্তি এলোকুন্তলে।
কাদম্বিনী কাঁদে বরিষণ ছলে॥
বামা গঙ্গাধর হৃদি হ্রদ জলে।
শোভে যেন নীল নলিনী॥২১৫

একতালা।

মন তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে॥
াক জমকে করলে পূজা,
অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকয়ে তাঁরে করবে পূজা,
জানবে না রে জগজ্জনে॥
ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি,
কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি,
বসাও হৃদি পদ্মাসনে॥
আলো চাল আর পাকা কলা,
কাজ কি রে তোর আয়োজনে।
তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তাঁরে,
তৃপ্তি কর আপন মনে॥
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো,
কাজ কি রে তোর সে রোসনায়ে,
তুমি মনোময় মাণিক্য জেলে,
দেওনা জলুক নিশি দিনে॥
মেষ ছাগল মহিষাদি,
কাজ কি রে তোর বলিদানে।
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে,
বলি দেও ষড়্ রিপুগণে॥
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল,
কাজ কি রে তোর সে বাজনে।
তুমি জয় কালী বলি দেও করতালি,
মন রাখ সেই শ্রীচরণে॥ ২১৬

একতালা।

মা আমায় ঘুরাবি কত।
যেন নাক ফোড়া বলদের মত॥
আশি লক্ষ যোনি ভ্রমি,
পশু পক্ষী আদি যত।
তবু গর্ভধারণ নয় নিবারণ
যাতনাতে হলেম হত॥
কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখন নয়।
রামপ্রসাদ কুপুত্র তোমার
তাড়ায়ে দেও জনমের মত॥ ২১৭

ললিত—আড়খেমটা।

বসন পরো মা বসন পরো তুমি।
রাঙ্গা চন্দনে মাখিয়া জবা পদে দিব আমি
খড়্গ হস্তে রুধির ধারা,
এ মা মুণ্ডমালা গলে,
একবার হেঁট নয়নে চেয়ে দেখ মা
পতি পদতলে গো মা॥
সবে বলে পাগল পাগল
ওমা আরো পাগল আছে,
রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল
চরণ পাবার আশে॥ ২১৮

সম্পূর্ণ।

আজু গোস্বামী।

আজু গোস্বামী।

ইঁহার প্রকৃত নাম সম্বন্ধে দুইটী মত। কেহ বলেন,—অযোধ্যারাম গোস্বামী, কেহ বলেন,—অচ্যুতানন্দ গোস্বামী। গোস্বামী মহাশয় কবি-রঞ্জন রামপ্রসাদের স্বগ্রামস্থ অর্থাৎ কুমারহট্ট নিবাসী। ইনি বড় ব্যঙ্গপটু সুরসিক কবি ছিলেন। রামপ্রসাদ-রচিত অনেক গানের পাল্‌টা গান ইনি রচনা করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদের গান,—

'এই সংসার ধোকার টাটি।
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি। ইত্যাদি

গোস্বামীর উত্তর,—

'এই সংসার রসের কুটি।
ওরে খাই, দাই আর মজা লুটি॥
যার যেমন মন,
তার তেমনি মন কররে পরিপাটি॥
ওহে সেন, অল্প জ্ঞান,
বুঝ কেবল মোটামুটি॥
ওরে শিবের ভাবে ভাবনা কেন,
শ্যামা মায়ের চরণ দুটী।
ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত,—
পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটী॥
জনক রাজা ঋষি ছিল,
কিছুতে ছিলনা ত্রুটী।
শেষে এদিক ওদিক দুদিক রেখে,
খেতে পেত দুধের বাটী॥
মহামায়ার বিশ্ব ছাওয়া,
ভাবছ মায়ার বেড়ী কাটি।
তবে অভেদ জেন শ্যামের পদ,
শ্যামা মায়ের চরণ দুটী॥ ১

রামপ্রসাদের গান,—

'আর কাজকি আমার কাশী।
ওরে কালীর পদ কোকনদ তীর্থ
রাশি রাশি॥' ইত্যাদি।

গোস্বামীর উত্তর,—

'পেসাদে তোরে যেতেই হবে কাশী।
ওরে তথা গিয়ে দেখ্‌বিরে তোর
মেসো আর মাসী॥'২

রামপ্রসাদের গান,—

'মুক্ত কর মা, মায়া জালে।,

গোস্বামীর উত্তর,—
'বদ্ধ করো মা কেপনা আলে।
যাতে চুন পুঁটি এড়াবেনা
মজা মারবো ঝালে ঝোলে॥' ৩

রামপ্রসাদের গান,—
"রমণী বচনে সুধা,
সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে ইচ্ছাসুখে পান করে
বিষের জ্বালায় ছটফটি॥"

গোস্বামীর উত্তর,—
"তুমি ইচ্ছাসুখে ফেলে পাশা
কাঁচায়েছ পাকা গুটী॥ ৪
(প্রবাদ,—রামপ্রসাদের বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী হইয়াছিলেন,—ইহাতেই আজু গোসাঞিএর এইরূপ উত্তর।)

রামপ্রসাদের গান,—
"ডুব দেনা মন কালী বলে।"

গোস্বামীর উত্তর,—
ডুবিস্ নে মন ঘড়ি ঘড়ি।
দম্ আটকে যাবে তাড়াতাড়ি॥
একে তোমার কফো নাড়ী,
ডুব দিওনা বাড়াবাড়ি।
তোমার হলে পরে জ্বর জাড়ি,
যেতে হবে যমের বাড়ী।
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট,
মিছে কষ্ট কেন করি॥
ও তুই ডুবিস্‌নে মন ধরগে ভেসে
শ্যাম কি শ্যামার চরণ তরি॥" ৫

রামপ্রসাদ কালী কীর্ত্তনে লিখিলেন—
গিরীশ-গৃহিণী গৌরী গোপবধূ বেশ।
কষিত-কাঞ্চন-কান্তি প্রথম বয়েস॥
সুরভি পরিবার সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে শুনে মা'র বেণু॥"
আজু গোঁসাই উত্তর দিলেন,—
"না জানে পরম তত্ত্ব,
কাঁঠালের আমসত্ব,
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরাব রে।
তা যদি হইত,
যশোদা যাইত,
গোপালে কি পাঠায় রে॥" ৬

রামপ্রসাদের গান,—
"এবার কালী তোমায় খাব।" ইত্যাদি
গোস্বামীর উত্তর,—

একতালা।

সাধ্য কি তোর কালী খাবি।
(বা ও যে রক্তবীজের বংশ খেলে,
তার মুণ্ডমালা কেড়ে নিবি?
সর্ব্বাঙ্গে নয়, উভয় গালে,
ভুষো কালি মেখে যাবি;
আবার কালেরে দেখাতে কলা,
নিজে যে কলা দেখিবি॥ ৭

রামপ্রসাদের গান,—
"আর মন বেড়াতে যাবি।" ইত্যাদি।

গোস্বামীর উত্তর,—

একতালা।

কেন মন বেড়াতে যাবি ?
কারো কথায় কোথাও যাসনে রে তুই
মাঠের মাঝে মারা যাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রে মন,
নিজে কভু না চিনিবি,
ও তুই মদের ঝোঁকে কর্ত্তে পারিস
মাঝ গাঙেতে ভরা ডুবি।
বাঁশবনে গিয়ে ডোম কাণা হয়
এ তত্ত্ব কবে বুঝিবি ॥
শেষে কল্পতরু তলায় গিয়ে,
কি ফল নিতে কি ফল নিবি ? ॥৮

রামপ্রসাদের গান,—
'মনরে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি ॥
ইত্যাদি।"

গোস্বামীর উত্তর,—

একতালা।

হৈও না মন পড়া পাখী।
ওরে বন্দী হলে হয় না সুখী ॥
পাখী হলে তত্ত্ব ভুলে,
দিন যাবে পিঞ্জরে থাকি।
তুমি মুখে বল্‌বে পরের বুলি,
পরম তত্ত্ব জানিবে কি ॥
ভক্তি গাছে মুক্তি ফলে,
সে ফল উড়ে খাও গে দেখি,
খেলে মায়ার ফাঁদে পড়বে না আর
শমন ব্যাধে দিবে ফাঁকি ॥ ৯

সম্পূর্ণ।

নিধু বাবু।

নিধু বাবু বা রামনিধি গুপ্ত,—১১৪৮ সালে হুগলীর ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী চাপ্তাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম; কবিরাজ হরিনারায়ণ গুপ্ত। ছাপরা কালেক্টরী আফিসে নিধু বাবু কর্ম্ম করিতেন। ১২৪৫ সালে ২১শে চৈত্র ইঁহার মৃত্যু হয়। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে নিধুবাবুর একই গানের সুর এবং তাল ভিন্ন ভিন্ন আছে। সেই জন্য,—আমরা গানের সুর এবং তাল দিলাম না।

এক পল বিপল না হেরি,
ওলো হ'ত মোর নয়ন সজল।
অধিক বিলম্বে এবে,
সে জল শুখায়ে গেল ॥
অন্তরে জলিছে অতি,
বিরহ অনল।
নিশ্বাস পবন তাহে,
সহকারি করে ভাল ॥ ১

অরুণ সহিতে করিয়া অরুণ আঁখি,
উদয় প্রভাতে।
কমল বদন, মলিন এখন,
না পারি দেখিতে ॥
উচিত না ছিল তব, প্রভাতে আসিতে,
দুখের উপর, দুখ হে অপার,
তোমারে হেরিতে ॥ ২

বিনয়ের বশ যদি হইত যামিনী,
প্রভাত প্রমাদ তবে সহে কি কামিনী।
পরশে প্রাতঃ সমীর, চঞ্চল অন্তর মোর
কেমনে রাখিব আর শুন গুণমণি ॥ ৩

এমন পিরীতি প্রাণ জানিলে কে করে।
সুখ আশে ভাসে সদা দুখের সাগরে ॥
সতত চাতুরী করি জ্বালাবে আমারে,
তবে কি যতনে প্রাণ সঁপিহে তোমারে
বিরহ জ্বালায় মন করি ত্যজিবারে,
ছাড়িলে না ছাড়া যায়, কি হল আমারে

কেন পিরীতি করিলাম, হায়।
পিরীতি করিয়া সখি, একি হল দায়,
কহিতে সে সব দুখ প্রাণ বাহিরায় ॥

মনে করি না ভুলিব তাহার কথায়।
দেখিলে তাহার মুখ দুঃখে হাসি পায়॥৫

নয়ন যরে দেখরে প্রবল বিরহানল।
জলে হুতাশন জলয়ে দ্বিগুণ,
না হয় শীতল॥
ইহার উপায় বিধি, কিবা
সেই প্রাণনিধি বোধেরে হইল॥
বাসনা পুরিবে, দুঃখ দূরে যাবে,
নিভিবে অনল॥ ৬

নয়ন কাতর কেন, তাহারে না হেরিলে
চতুর্ভুজ হই বুঝি, সে মুখ হেরিলে॥
নয়ন আপন মতে মনেরে আনিলে,
বিনা দরশনে দুঃখ, যায় কি করিলে॥
কেমন নয়ন মোর না ভুলে ভুলালে।
কহে আর সুখ কিবা, সে নিধি নহিলে

ভয় যবে রাগ নিদয় করোনা।
তোমাতে থাকিলে ভয়,
আর কি ভাবনা॥
অবলায় কিবা বোধ,
তাহাতে করেছ ক্রোধ
বুঝালে হে আর মত, কখন হবে না॥

না বলে গেলে কেমনে,
মনেরে প্রবোধি কেমনে।
বিচ্ছেদ বিষ অনলে-জলি দুই জনে।
বলা না বলিতে বটে,
বিচ্ছেদ ইহাতে ঘটে,
তথাপি কারণ জানি, থাকি আনমনে॥

সুজন সহিত প্রেম কি পরমাথিক সুখ
করেছে সে জানে।
চকোরের প্রীত, চাঁদের সহিত,
শশীও তেমতি তারে তোষে সুধা দানে

এই কি করিতে উচিত,
অবলা সরলা সনে প্রাণ।
দরশন সুখে দুখ কহ কি নিদর্শনে
এমন করিবে যদি জান মনে মনে।
কপট বিনয় ছলে ভুলাইলে কেনে॥
এই হলো যায় প্রাণ,
ক্ষতি কি হের নয়নে॥ ১১

মনেতে উদয় যাহা না পারি কহিতে
হৃদয় নিবাসী তুমি, হয়েছে বুঝিতে।
আমার মনের মত, করিতে হয় উচিত,
অধিক কথন আর, না যায় লাজেতে॥

আমার এ যাতনা কে কবে তারে।
না থাকিলে কুল ভয়,
তবে কি সাধি কারে॥
তারে পেলে যত সুখী,
জানে মোর মন আঁখি,
লাজ প্রতিবাদী হ'য়ে মজালে মোরে॥

কাজল নয়নে আর দিওনা কখন।
শরে কেবা নাই মরে,
বিষযোগ তাহে কেন॥
তোমার কটাক্ষে কেহ না বাঁচিত প্রাণ,
বাঁচিবার এক হেতু, আছে তাহে গুণ।
সুধা হলাহল সুরা, নয়নের তিন গুণ॥

মনে বুঝি প্রাণ পড়েছে মোরে।
তেঁই সে এসেছ নাথ, এত দিন পরে॥
পিরীতি করিয়ে প্রাণ,
কে কোথা এসে পুন,
ভুলিয়ে এসেছ বুঝি, মন রাখিবারে॥১৫

যে গুণে ভুলালে, অবলা সরলে,
সে কি গুণ গুণমণি।
আমার কি আছে গুণ,
বুঝিব তোমার গুণ,
নিজ গুণে বল শুনি॥
শয়নে স্বপনে আর, অদর্শনে নিরন্তর,
মননে দেখি তোমারে,
ভুলি আমি আপনারে,
চাক্ষুষে সুখে তেমনি॥ ১৬

সরস বদন তব কমল নয়ন।
মন ষট্পদ অম অচল চরণ॥
রতন যতন কর, মম ধন অতঃপর,
আপন অধীন বল হয় অযতন॥ ১৭

ও কেরে, লুকায়ে মোরে,
যাইছে দ্রুত গমনে।
মন নয়ন প্রহরী, তুমি তার কাছে চুরি
করিব বল কেমনে॥
আশা সহ মোর মন, রক্ষক তব কারণ,
অন্ত ভাব কেনে।
যেখানে থাক যখন;আমি সেখানে তখন
বুঝে দেখ মনে মনে॥ ১৮

চল যাইলো সখি যেখানে মন হরণ।
চিত না ধৈরজ ধরে, নয়ন রোদন করে,
কাতর অতি পরাণ॥
লোকের গঞ্জনা ভয়,করিলে কি প্রাণ রয়
বুঝনা এখন।
অতএব ত্বরান্বিত, হইতে হয় উচিত,
বিলম্বের নাহি গুণ॥
গুণের সাগর হে তুমি গুণনিধি।
তোমার যতেক গুণ,
কহিতে আমি নির্গুণ,
জানে কি বিধি॥
কি কব তোমার গুণ,
যে গুণে মোহিত মন,
মোর নিরবধি।
তব গুণে যত সুখ, কুলের কপালে ধিক্,
করেছে বিধি॥

অশান্ত জানিলে কেহ কারে সঁপে প্রাণ
অতি সুখ হবে বোধ তাহার তখন ॥
কত জন গঞ্জন, করে দেখ রাত্রি দিন।
সে কথা শ্রবণে, না শুনে কখন ॥
সুজনে সুজনে সুখ, কুজনে কুজনে দুখ,
মন মত বিনা চিত, সদা জ্বালাতন ॥২০

অনেক যতনে তোমারে পেয়েছি।
বিরহ অনলে আমি সদা জ্বলেছি ॥
জনরব বিষধর, খাইয়াছি নিরন্তর,
মিলন অমিয় পানে, এবে বেঁচে আছি ॥

মৃদু মৃদু হাসি প্রাণ, মনের তিমির নাশে
এরূপ দেখিয়ে হৃদি, কমল প্রকাশে ॥
পাছে তব রোষ হয়,সদা মোর এই ভয়
প্রাণ কি কখন সুখী, তোমার বিরসে ॥

সেই সে পিরীত প্রাণ,পারেলো রাখিতে
দুখে সুখ অনুভব, যাহার মনেতে ॥
প্রেম করা নাহি দায়,রাখিতে কঠিন হয়
মান অপমান ভয়, নাহি যার চিতে ॥ ২৩

তিমির কি থাকে ওলো, শশীর কিরণে
উৎপত্তি বা অদর্শনে, নাশ দরশনে ॥
মুদিত কমল যদি, হেরলো অরুণে।
প্রফুল্ল হয় তখনি, বুঝলো মনলে ॥ ২৪

এসো প্রাণ এসো এসো,
হে মম গৃহে অনুগ্রহ করিয়ে।
শীতল হইলাম আমি, বিরহে জ্বলিয়ে ॥
কত সুখ উপজিল, তোমারে হেরিয়ে।
বুঝাতে না পারি তাহা, কথায় কহিয়ে

কহিতে তাহার কথা,উপজে সুখ অপার
তখন অন্য ভাবনা, থাকে না আমার ॥
কহিবারে তার গুণ, এক মন হয় মন,
রসনা অবশ নহে, কহি যত বার ॥ ২৬

ভাবিতে ছিলাম যারে,
সেই আসি প্রকাশিল।
দুখানল হতে মন, সুখেতে ডুবিল ॥
বিচ্ছেদ বিষ জ্বালায়,
অস্থির ছিলাম তায়,
হেরিয়ে তাহার মুখ, সে যাতনা গেল ॥

মদন বিহীন রতি,
নিশি হীন নিশাপতি,
রবি কুমুদিনী, শশী কমলিনী,
কি সুখ ইহাতে।
যে আমার মনকালী,
মন মোর তার হাতেতে।
যেমন দর্পণ, হাতেতে আপন,
দেখিতে আপনি তাতে ॥

মান অপমান জ্ঞান, নাহি করি কদাচন,
করিলে বেদনা, আপন যাতনা,
তবে কি পারি বাঁচিতে ॥
সুখ দুখ সমভাব, না করিয়ে কি করিব,
হইয়ে অধীন, করিল অধীন,
নহি উভয় মনেতে ॥ ২৮

কিছু তারে বলোনা, বলে কি হবে বল।
বিরহ অনলে মোরে, জ্বলিতে হইল ॥
সে যদি বুঝেছে ইহা, ভাল সে হতো ভাল
হইবে অনেক সুখ, এই বোধ ছিল ॥
তা না হয়ে দুখ মুখ দেখ দেখিতে হল।

অধরে না ধরে ধরেনা কহিবারে তব গুণ
যে গুণে বদ্ধ হইল, এমন চঞ্চল মন ॥
এক মুখে কি কহিব, হ'লে শতানন।
তথাপি নাহি পারিব,
কহিতে আমি কখন ॥ ৩০

হে প্রাণনাথ মম অন্তরে
তুমি যাইও না।
প্রবল বিরহানলে জ্বালাইও না ॥
এস হে নয়নে রাখি,
পলক মুদিয়ে থাকি,
না দেখ না দেখি কারে, এই বাসনা ॥৩১

কেমনে বল তারে ভুলিতে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে, আঁতি যতনেতে ॥
ইথে যদি দুখ হয়, হইবে সহিতে।
দিয়ে ফিরে লওয়া এবে, হয় কি মতেতে

আর কি দিব তোমারে, সঁপিয়াছি মন।
মনের অধিক আর, আছে কি রতন ॥
ইহার অধিক আর, থাকে যদি জান।
তাহা দিতে নহি আমি, কাতর কখন ॥

অন্তর অন্তরে অন্তর হবে কেন।
ঊর্দ্ধে দিনমণি, সলিলে নলিনী,
মনে মনে একই মন ॥
চক্রবাক চক্রবাকী,
নিশিতে বিচ্ছেদ দেখি,
অন্তরে অন্তর দেখ, পিরীতের এই গুণ

এত কিয়ে জানি, হরিয়ে লইবে মন,
হাসিতে হাসিতে (প্রাণ)।
কিছুই নাহিক দোষ, কিবল সে বিধুমুখ
দেখ দেখিতে দেখিতে ॥
কিবা দিবা বিভাবরী,
পাসরিতে নাহি পারি,
আঁখি অনিমিষ পথ, হেরিতে হেরিতে ॥

উভয় মিলনে সুখ পিরীতি রতন।
একের যতনে সুখ, না যায় কখন ॥
মন মনেতে মিলন, হলে সুখী হয় প্রাণ
ইহাতে অন্যথা হ'লে জানহ কেমন ॥৩৩

যতনে রতন লাভ শুন মনোমোহিনি।
অযতনে প্রেমধন কোথা হয় ধনি॥
যে ভাবে ভুলায়ে মন,
হরিয়ে লইলে প্রাণ,
সে ভাবে অভাব লাভ, ভাব বিনোদিনী

বিষম হইল সাধ, কি করি ইহাতে।
না দেখিলে ঝুরে আঁখি,
না হেরে মানেতে॥
প্রবল মন অনল, নয়ন সদা সজল,
দ্বিগুণ দহিছে প্রাণ, দোঁহার রীতিতে॥

তুমি মোর প্রাণধন, মন সকল ওলো,
এই সে কারণে আমি, হইলাম রাজেন্দ্র
নির্ভয় শরীর মোর, উল্লাসিত অন্তর,
হৃদয়ে উদয় সদা, প্রেম পূর্ণচন্দ্র॥
জ্বলিয়ে বিরহানলে, এবে মিলন সলিলে,
হয়েছি সুস্থির।
রিপুগণ নিজজন, তুই এবে প্রিয়জন,
এমন সময়ে মম, দেখনা কি সুন্দর॥৩৯

মঙ্গলাচরণ কর সখিগণ,
আইল মনোরঞ্জন,
গাও ইমন কল্যাণ।
নয়ন মোর,
আনন্দ সলিল পুর,
তুর আম্র শাখা তাহে বাধান॥
কেহ কর অধিবাস,
কে শঙ্খে পুরশ্বাস,
হয়ত বিধান।
কেহবা বরণ কর,
কেহ শুভ ধ্বনি কর,
যৌতুক স্বরূপ মোরে দেহ দান॥

এমন সুখের নিশি কেন পোহাইল।
কহিতে না পারি আমি,
কত খেদ উপজিল॥
নিশির তিমির গুণ,
তাহে মম সুখী ছিল।
তমোহন্তি দিবাকর,
হেরি মন কালি হলো॥ ৪১

মানে কারো সমাদর থাকে কি কখন।
ইথে মনো ভার,
বল না তোমার হইল কেন
জ্বলিলে মনে আগুণ,
কেমন করয়ে প্রাণ,
বোধ নাহি তাকে তখন।
তুমি যত সাধ উপজয়ে ক্রোধ,
বোঝ বচন॥ ৪২

একেবারে কি ভুলিলে,
প্রাণ অধিনীজনে।
দেখ দেখি অহর্নিশি,
তুমি মোর মনবাসী নাহি তব মনে॥

চাক্ষুষ বিহনে দুঃখ, কহিতে বিদরে বুক
এবে নিবেদন মোর, মন হইতে অন্তর
হয়োনা যেনে ॥ ৪৩

হেরিলে হরিষ চিত, না হেরিলে মরি।
কেমনে এমন জনে রহিব পাসরি ॥
মন তার মনে মিলে,
প্রাণ লয়ে সমর্পিলে,
নয়ন তৃষিত সদা দিবা বিভাবরী ॥ ৪৩

বদন শরদ শশী পাষাণ হৃদয়,
অমিয় সমান ভাবি, মৃদু হাসি তায় ॥
লইয়ে যে কুন্তল ফাঁসি,
আঁখি চোর আছে বসি,
মনের গলেতে দিয়ে প্রাণ হরে লয় ॥ ৪৫

মুকুরে আপন মুখ সদত দেখো না ধনি
আপনার রূপ দেখি অপরূপ,
অধীনে ভুল কি জানি ॥
দেখ আপনার ধন, সদত দেখে যে জন,
করিতে যে ব্যয়, তার হয় দায়,
সকলের মুখে শুনি ॥ ৪৬

মিলনে যতেক সুখ, মননে তা হয় না।
প্রতিনিধি পেয়ে সই,
নিধি ত্যজা যায় না ॥
চাতকীর ধারা জল, যাহাতে হয় শীতল
সেই বারি বিনা আর অন্য বারি চায়না।

মুকুরে আপন মুখ হেরিলে
যে হই সুখী।
নয়নে আমার, বাস হে তোমার,
এই সে কারণ দেখি ॥
আদর্শে দর্শন মুখ, সৌন্দর্য্য হয় অধিক
রূপের যতন, তোমার কারণ,
জানহে তোমার আঁখি ॥ ৪৮

মনে মনে মান, করিলে হে প্রাণ,
প্রকাশ বদনে।
হুতাশন আচ্ছাদন হয় কি বসনে ॥
যে যার অন্তরে থাকে,
অন্তর অন্তরে দেখে,
মান কি কখন প্রাণ থাকয়ে গোপনে ॥

হেসে হেসে প্রাণ, করিলে পয়ান,
হানিয়া নয়ানে।
সেই অবধি মোর মন, গেল কোন খানে
আশার ভরসা করি,
শূন্য দেহ আছি ধরি,
সচেতন হবে তবে, পুনঃ দরশনে ॥ ৫০

বলনা আমারে সই, বাঁচিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিলাম যারে, না হেরি নয়নে ॥
এমন হইবে আগে, নাহি জানিতাম,
জানিলে এমন প্রেম, নাহি করিতাম,
পিরীতে এই ত সুখ, সংশয় জীবনে ॥ ৫১

মিলন অমিয় পান, করিতে বাসনা মনে
এ হেতু বিচ্ছেদ বিষে হয় জ্বালাতনে ॥
নহে সুখী নহে দুখী, প্রেম নাহি জানে
সুখী দুখী সেই সখি, এ রস যে জানে ॥

বিচ্ছেদেতে যায় প্রাণ,
না পারি রাখিতে।
কাতর নয়ন মনে,
লাগিল কহিতে ॥
শুনি মন করে ধ্যান,
প্রাণেরে বাঁচাতে।
চাক্ষুষ বিহীনে নাহি
উপায় ইহাতে ॥ ৫৩

অলিরাজ, যেখানে বিরাজ,
ভুলনা কমলে।
দিবা বিভাবরী, তব ধ্যান করি,
ভাসি হে সলিলে ॥
এ রীতি তোমার আমি ঘুচাইতে পারি
তুমি ভাসিবে নয়ন জলে।
ইহাতে অধিক, আমার যে দুঃখ
কি হবে কহিলে ॥ ৫৪

তব অবিশ্বাসে, ঘন ঘন শ্বাসে,
দহে সদা মন।
বিষম হইল মোরে, কিসে বুঝাব তোমারে
তুমি মোর প্রাণ ॥
নিঃসন্দেহ করিতে হয়,
সন্দেহ তাহে উদয়।
বারে বারে কতবার,
জানাব আমি তোমায়,
তুমি মোর প্রাণ ॥ ৫৫

শুন শুন শুনলো প্রাণ,
কেন তুমি হও কাতর।
মন প্রাণ আঁখি, যারে দেখে সুখী,
তাহারে রোষ কি, হয় আমার ॥
আসা আশা করি, কেবল তোমারি,
বুঝলো বিচারি, কারে হেরি ॥
লয়ে তব মন, মন পুরে মন,
করে রস পান, আশা আমার ॥ ৫৬

নিশি পোহাইয়ে প্রাণনাথ,
প্রভাতে আইলে হে।
আমায় আসার সুখ,
কারে বিলাইলে ॥
যেরূপে যামিনী গত,
সে দুঃখ কহিব কত।
জানিলাম প্রাণনাথ,
কি হবে কহিলে ॥
কামিনী সহিত তুমি,
রতিপতি সহ আমি,
ইহা বুঝি অনুমানি,
মনে না করিলে ॥ ৫৭

তুমি যারে চাহ, সে তোমার জান।
ইহাতে অন্যথা কভু,
ভেবোনা লো প্রাণ॥
না বুঝিয়া খেদ কর,
উপায় কিবা ইহার।
সন্দেহ আপন জনে,
কয় না কখন॥
আমি যারে চাহি,
সে না রাখে মান।
এমন পিরীতে বল,
কিবা প্রয়োজন॥
অতএব এই হয়,
দেখ কেহ কার নয়।
আপন বলিব তাঁরে,
বাঁচায় যে প্রাণ॥ ৫৮

কেমনে রহিব প্রাণ,
না দেখিয়ে তোমারে।
চকোরী কি হয় সুখী, না হেরে শশীরে
প্রাণ বিনা শূন্যদেহ, থাকে কি প্রকারে
শশী বিনা নিশি কোথা,
বল শোভা করে॥ ৫৯

প্রত্যয় না হয় তারে যে সঁপিল পরাণ।
প্রাণ বরে অবিশ্বাস, এ আর কেমন॥
দিবানিশি যার ধ্যান যার গায় গুণ।
সে জনারে অবিশ্বাস, বিচার এমন॥৬০

আইস আইস আইস হে প্রাণ,
বইস আমি বশ তোমার।
করিয়ে যতন, সঁপিলে যে প্রাণ,
তার পর কেন, রোষ তোমার॥
অন্তরে অন্তর, দহে নিরন্তর,
নয়নে নীর নাহি মোর।
আসা আশা হাতে, নাহি দেয় যাতে,
আর কোন পথে, আশা তোমার॥

যেখানে থাকহ প্রাণ ভুলনা অধিনী জনে
অস্থি মোর জরজর, লোকের গঞ্জনে॥
তোমা বিনে কেহ যদি অন্য নাহি জানে
ক্ষতি কি তোমার হবে,তাহারে দেখনে

আমি হে তোমার প্রাণ
অতি সোহাগিনী।
যখন দেখহ মোরে, পাও কত মণি॥
যদি থাকহ অন্তর, তোমার বিরহ শর,
বলে মোর কাণে কাণে,সুখে থাক ধনী
তোমার প্রিয় বচন, শুনিলে সুখী শ্রবণ,
তব আদরে শরীর হরষিত জানি॥
আমার মনোমোহিনী, তুমি আমি জানি,
হরিয়ে লইয়ে মন, হলে সোহাগিনী॥
মনের অধিক ধন,
আর কোথা আছে জান,
সে ধন তোমার কাছে,আছে বিনোদিনী
করিলে অতি যতন, তবেত থাকে সুজন
অযতনে ধন কোথা থাকে ওলো ধনি॥

হিম শিশিরান্তে বসন্তে ব্যাকুল,
বিরহিণী ॥
মনে প্রাণকান্ত, তথা রতিকান্ত,
দহে দিবস রজনী।
রবির সমান সম, কুসুম কৃশানু সম,
চন্দনেরে ঐ গুণে বাখানি ॥
মলয়া সমীর, কোকিলের স্বর,
হলাহলাধিক শুনি ॥ ৬৪

পলকে পলকে মান, সহিব কেমনে।
সদা প্রফুল্লিত হেরি, বাসনা মনে ॥
মলিন মুখ কমল, হেরিলে হৃদিকমল,
বুঝে দেখ বিকশিত হইবে কেমনে ॥ ৬৫

হাসিতে হাসিতে মান, সহনে না যায়।
করিয়ে অমিয় পান, বিষ কোথা খায় ॥
বিধুমুখে মৃদুহাসি, সদা আমি ভালবাসি
ইহাতে বিরস হ'লে, প্রাণ বাহিরায় ॥ ৬৬

দ্রুত গমনে কি এত প্রয়োজন,
একি প্রয়োজন নহে।
অন্তরে অন্তর, কিসে হব স্থির,
রহ রহ রহ, করি দরশন হে ॥
প্রাণ বাহির সময়, কেবা কাতর না হয়,
অনায়াসে যায়, নাহি দেখ তায়,
দুখ অতিশয়, যরং কথন নহে ॥

মনে করি ভুলে তোরে,
থাকিব সুখেতে।
না দেখিলে দহে প্রাণ,
মরি হে দুঃখেতে ॥
কি জানি কেমন আঁখি,
না দেখিলে সদা দুখী,
প্রাণ কহে বল দেখি,
করি কি ইহাতে।
নিদয় হইয়ে কেন, চাতুরী কর হে প্রাণ,
আপন হইলে তারে, হয় কি ত্যজিতে।

প্রেম অন্তর কি হয়,
প্রিয়জন প্রতি নয়ন অন্তরে।
নয়নের মত, দেখিতে সতত,
বল বল বল, এমতে কে পারে কারে ॥
অন্তরেতে ভাবান্তর, হলে যে হয় কাতর
ভাবের ভাবনা, ভাবিয়ে দেখ না,
সেথায় যন্ত্রণা, কে কোথায় দেয় কারে ॥

এমন চুরি চন্দ্রাননী, শিখিলে কোথায়।
হানিয়ে নয়ন বাণ, হরিয়ে লইলে প্রাণ,
কথায় কথায়।
মনেরে বান্ধিল কেশ, তুমি মৃদু মৃদু হাস
ইথে কি উপায়।
চোরের নাহিক ভয়, সাধুজন ভীত হয়,
বিচার হে তায় ॥ ৭০

নয়ন মন ডুবিল প্রাণ নয়নে তোমার,
ত্রিবেণী নয়ন, বেগ অতি ঘন,
বহে তিনধার॥
পলক পবন বয়, যমুনা প্রবল হয়,
প্রলয় যেমন, তরঙ্গ তেমন,
অপার পাথার। ৭১

একি তোমার মানের সময়,
সমুখে বসন্ত।
দেখ কুসুম কাননে, বিহরয়ে অলিগণে,
হরিষ নিতান্ত।
মন্দ মন্দ সমীরণ, বহে অতি ঘন ঘন,
মদন দুরন্ত।
মনেতে বুঝিয়ে দেখ,
বাহেতে উদয় দেখ,
যামিনীর কান্ত॥ ৭২

নয়ন জালে ঘেরিলে সকল, ও মৃগনয়নি
মনকরী মোর. পলাবার পথ তার,
নাহি হেরি বিনোদিনি॥
হেতু নিজ প্রয়োজন,যদি করিলে এমন,
সহাস্য বদনে, তোষ অমিয় বচনে,
উচিত হয়লো ধনি॥ ৭৩

কেমনে রহিব ঘরে মন মানে না।
হেরি মোর দুঃখানল,লাজ ভয় পলাইল,
কলঙ্ক বারণ করে না॥
লোকের কথায় আর, কেমনে হইব স্থির
ঘুচিবে অন্তর যাতনা।
বিনা তার দরশন, অশেষ মত যতন,
উপায় করিতে পারে না॥ ৭৪

মনের বাসনা মোর,
সই সে কি জানে না।
জানিয়ে দেখ না মোরে,
সঁপিয়াছে দুঃখ নীরে,
সহিতে বিরহ যাতনা॥
মিলনে অসাধ কার,
তায়ত আছে অপার,
তথাপি সেত বুঝে না।
হ'লে নয়ন অন্তর, অন্তরে সে নিরন্তর,
কি জানি কেমন মন্ত্রণা॥ ৭৫

যবে তারে দেখি, অনিমিষ আঁখি,
হয় লো তখনি।
সুখে অচেতন, হয় মোর মন,
শুন লো সজনি॥
তৃষিত চাতকী যেন, নিরখিয়ে নবঘন,
বিনা বারি পানে, কত সুখী মনে,
কে জানে না জানি॥ ৭৬

নয়নে না দেখে কারে,বিনে তারে যারে
প্রাণ সঁপিলাম।
প্রবোধ না মানে, ঝরয়ে লোচনে,
এতেক বুঝিলাম॥

মন নয়নের বশ, প্রাণ আছে তার পাশ,
ইহাতে সদয়, যদি সেই হয়,
উপায় দেখিলাম ॥ ৭৭

বিনাদরে, অনাদরে, কে কার বশ।
করিলে আদর হয় হৃদয় কমল প্রকাশ ॥
রাখিতে একের মন,
করে যদি এক মন,
হইয়া উল্লাস।
দুই মন দুই মন এক কি,
হয় কোন ভাব ॥ ৭৮

যেমন আমারে ভাসালে নয়ন
জলেতে। তেমতি নয়ন, করি বরিষণ,
হইবে প্রাণ, তোমারে ভাসিতে ॥
কত সুখ আশা করি,
তোমার হাতেতে ধরি,
প্রাণ দিলাম হাসিতে হাসিতে।
মোর বশ মন, নহেত এখন,
কাতর নয়ন, কাঁদিতে কাঁদিতে ॥ ৭৯

আসিতে এখানে কে বারণ করিলে।
অবলা বধের ভয় সে নাহি ভাবিলে ॥
ষট্‌পদ মধুকর, নিরন্তর অন্তান্তর,
দ্বিপদ কি ষট্‌পদ, স্বভাব পাইলে ॥
নিশি না পোহাইতে কি চঞ্চল হইলে।
আমার কি নাহি লাজ,
লোকেতে দেখিলে ॥

শশীর কিরণ দেখি, চকোর কুমুদ সুখী,
অরুণ উদয় ভাব, ইথে কি ভাবিলে ৮০

বসন্ত ঋতু আইল, হইল সুখ প্রবল,
সব প্রফুল্ল ফুল কানন।
মন্দ মন্দ মলয়াপবন বহে তায়,
পিক করে কুহুকুহু, মধুকর আনন্দিত,
সদা গুঞ্জরে হরিষান্বিত আনন ॥
কি কব সময় রঙ্গ, অনঙ্গ বিশেষে সাঙ্গ
শরাসনে করেছে সন্ধান।
বিরহিণী কাতর এমন হেরি,
যেমন শশী দেখি রাহু,
অতিশয় উল্লাসিত,
যত সংযোগী সহাস্য বদন ॥ ৮১

মিছে অনুরাগ সইলো করিছ কিকারণে
কি করিতে পারে মন, মত্ত বারণে বারণে
আমার বশ এখন, নহে সে দুরন্ত মন,
বুঝালে যে নাহি বুঝে,
তারে পারিবে কেমনে ॥ ৮২

নয়ন সজল, হৃদয়ে উদয় অনল।
যে যা করে প্রাণ, বিনে সেই জন,
কে করে শীতল ॥
কহিতে দুঃখ সাগর অধিক প্রবল,
হইলে নীরব, কেমনে বাঁচিব,
বিষম হইল ॥ ৮৩

পিরীতি পরম সুখ সেই সে জানে।
বিরহে না বহে নীর যাহার নয়নে॥
থাকিতে বাসনা যার, চন্দন বনে।
ভুজঙ্গের ভয় সেই, করে কি কখনে॥

যতন করিছে যারে,
থাকে না সে অন্তরে।
যাহারে না চাহি আমি,
ত্যজেনা আমারে॥
বিচ্ছেদেরে সদত করি হে অনাদর,
সে জন সদয় মোরে, হয় নিরন্তর,
মিলনের প্রাণ ভাবি চাতুরী সে করে॥

আর কারে ভয় আমার প্রাণ,
ভয় হে তোমারে।
লোকলাজ ভয়, সে ভয় কি হয়,
বুঝেছি বিচারে।
তবদুঃখে আমি দুখী,তবসুখে হই সুখী,
তব মতে মত, জে'ন প্রাণনাথ,
অধীনী জনেরে॥ ৮৬

সুরস রুচির কুসুমে কণ্টক কে করিল।
অগ আরাধিত মণি, কেন ফণিরে সঁপিল
সেরূপ খেদ ইহাতে,
কিরূপে পারি বুঝিতে,
পুর আলো করে শশী,
তাহে কলঙ্ক রচিল॥

অতএব হয় মনে, মিলিব তাহার সনে
দুঃখ নাহি সুখ যথা,
সেথা রহিতে হইল॥ ৮৭

চাতকীর তৃষা ঘন ঘন ঘন।
উচিত যে হয়, হইয়ে সদয়, কর বরিষণ
আছয়ে কত জীবন, তাহাতে মম জীবন
তোমার জীবন, বিহনে জীবন,
সুখী কি কখন॥ ৮৮

বিচ্ছেদে যে ক্ষতি তার অধিক মিলনে
আঁখির কি আশা পূরে ক্ষণে দরশনে॥
প্রবল অনল দেখ কিঞ্চিৎ জীবনে।
নির্ব্বাণ হইতে কেহ দেখেছ কখনে॥৮৯

হেরিলে চমকে প্রাণ বিচ্ছেদ ভয়েতে।
না দেখিলে ঝুরে আঁখি মম বিরহেতে॥
বিষম হইল মোরে এ কথা কহিব কারে
ইহার উপায় বিধি বুঝ বিধিমতে॥ ৯০

নয়ন শীতল হয়,দেখিলে যাহারে।
দেখ দেখি কত সাধ, দেখিতে তাহারে
চক্রবাক চক্রবাকী, দিবসে একত্র দেখি
তাহার অধিক সুখী, বুঝি লো বিচারে॥

নলিনী হাসিয়ে কহিছে ভ্রমরে।
আমার যে ধন প্রাণ সঁপেছি তোমারে॥

পলক যদি না দেখি,
বিরহে ঝুরয়ে আঁখি,
দুখেতে উপজে মান,
নহে সে অন্তরে॥ ৯২

হে নাথ মনের কথা তুমি জান।
যে হয় উচিত, করিবে তেমত,
তোমাতে বিদিত, আছয়ে কারণ॥
মন সুখে থাকে যাতে,
রাখ তারে সেই মতে, এই নিবেদন।
গুণাগুণ মোর, করিলে বিচার,
তবেতো তোমার, হব মতাধীন॥ ৯৩

মেঘান্তে শশধর,মানান্তে তোমার বদন
মেঘাচ্ছন্ন নিশাকর, হেরিলে চকোর,
কাতর যেমন সে তব বিরসে মম মন॥
তব অমিয় বচন, শুনিলে সুধা শ্রবণ,
পুলকিত প্রাণ।
মানেতে মৌনা তুমি থাক লো যখন,
যেরূপ জলয়ে প্রাণ,
জানে প্রাণ সেই প্রাণ॥ ৯৪

প্রয়োজন তোমা ভিন্ন
আর প্রিয়জন কোন।
যাবৎ জীবন মোর, মন তাবৎ তোমার,
ধ্যান জ্ঞান যতন সাধন॥
অধিক কহিব কত,
আমি দেহ তুমি প্রাণ।
তোমার সুখেতে সুখ প্রাণ,
তোমার দুখেতে আয়তন, সজল নয়ন।

অনেক সাধের তুমি প্রাণনাথ।
এই সে কারণ, রক্ষক নয়ন,
করিয়াছি জান, মনের সহিত॥
অন্তর হইতে প্রাণ, পারিবে না
কদাচন, তুমি মোর মনোমত।
অমূল্য রতন, পেলে কোন জন,
ত্যজে কি কখন, নহেত যেমত॥ ৯৬

সখি দেখলো আমারে কি হ'ল।
পরেরে পরাণ সঁপে পরাণ যে গেল॥
দিবানিশি সেইরূপ, সদা পড়ে মনে,
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে পাসরি কেমনে,
প্রাণের অধিক তারে ভাবিতে হইল॥

পিরীতি বিচ্ছেদ দুঃখ কিসে নিবারিব
ইহাতে উপায় সখি বল কি করিব॥
সুখ আশে ধন প্রাণ, করে তারে সমর্পণ
এখন পাসরি তারে, কেমন রহিব॥

তোমার পিরীতে এই হইল।
অবলা সুখের আশে, দুখেতে ডুবিল॥
নহি সুখ অভিলাষী পিরীতে তোমার,
কর যাহাতে এ দুঃখ যায় হে আমার
ইহাতে সদয় হ'য়ে, হও অনুকূল॥ ৯৯

বিধুমুখে মৃদু হাসি, ভালবাসি প্রাণ।
বিষাদে প্রমাদ হয়, কাতর নয়ন॥
অধীনী জনেরে কেন, কর এত অভিমান
তুষিতে উচিত তারে, এইত বিধান॥১০০

মান অপমান কিছু করনা মনে।
সকলি সহিতে হয় সময়ের গুণে॥
পিরীতি এমন ধন করিতে হয় যতন,
ধৈরজ ধরিতে হয়, উচিত এখনে॥

শশিমুখী হাসি হাসি, বলিছে মোরে।
শুন প্রাণনাথ, ধন প্রাণ চিত,
আমার হে যত, সঁপেছি তোমারে॥
ইহাতে অন্যথা কেহ ভেবনা অন্তরে।
দেওনে বিস্ময় কিবা বুঝনা বিচারে॥
যাচকের মান, রাখিতে রাজন্,
ক্ষতি কি কখন, মনেতে করে॥ ১০২

কি হ'ল আমার সই বল কি করি।
নয়ন লাগিল যাহে কেমনে পাসরি॥
হেরিলে হরিষ চিত, না হেরিলে মরি।
তৃষিত চাতকি যেন থাকে আশা করি।
ঘন মুখ হেরি সুখী, দুঃখী বিনে বারি॥

পিরীতের রীত যে, থাকিলে অন্তরে,
গোঁহে দোঁহার অন্তরে।
চক্রবাক চক্রবাকী, তার সাক্ষী
দেখ সখি; বুঝাব কি তোমারে॥

বিচ্ছেদ দুঃখেতে দুখী হয় দুই জন
কেহ সুখী কেহ দুখী না হয় কখন।
মিলনে দেখ অধিক হৃদয়ে গোঁহে পুলক
ভাসে সুখ সাগরে॥ ১০৪

মন চঞ্চল হলে, সাধিলে কি হবে।
দিনে ছায়া বাজি কেন,
দেখিতে পাইবে॥
মন আপনার; তারে বশ কর,
মন বশ না হইলে, বশ কে হইবে॥১০৫

সদত বাসনা যারে, হরিষ হেরিতে।
তাহার বদন, বিরস কখন,
না পারি দেখিতে॥
জীবন বিহীন মীন, কোথা হুতাশনে,
শীতল হইতে কেহ, দেখেছ কখনে,
সুধাহারী জন, কভু বিষপান,
পারে কি করিতে॥ ১০৬

ঐ খানে রহিও হে নিদয় প্রাণনাথ,
এত শঠতা কেন।
লাজ গেল, ভয় গেল, কুল গেল, শীলগেল
এখন কি ভয় বল, ত্যজিতে এ জীবন॥
তুমি এমন রতন, দুঃখিনীর হবে কেন।
না বুঝে করে যতন, ফল পেলেম তেমন
কি মনে করি এখন, করেছ আয়োজন॥

কমলবদনি গো চঞ্চল মৃগবৎ
এত অধৈর্য্য কেন।
এই বোধ হয় মোর, হতেছে যে অস্থির,
সাদৃশ্যের গুণ বুঝি, তব মৃগ নয়ন॥
রাত্রিদিন যারে ভাব, সে জন নিতান্ত তব
বৃথায় সন্দেহ করি, কাতর হও সুন্দরী,
তোমার এরূপ হেরি, দুখিত মম মন॥

তারে আর সাধিব না সই,
সাধিলে আদর বাড়ে।
বটে অনাদরের নয়,
অধিক আদর পেলে কে ছাড়ে॥
এতেক যতন করি, মতে চালতে পারি,
অতি নিষ্ঠুর হলে পর,
অতি দুখ দিবে মনেতে পড়ে॥ ১০৯

তুমি বুঝি জান নাহে প্রাণ,
বেঁধেছি প্রেমের ডোরে।
কেমনে জুড়াবে তুমি,
আশা আশা ধরে আপন জোরে।
হৃদয় মন্দিরে রাখি,
রক্ষক করেছি আঁখি।
সেখানে প্রবেশ কারো,
তোমা বিনা আর, রাখিব কারে॥১১০

রতন পাইয়ে কেবা, যতন না করে।
হেরিতে যাহারে, হরিষ অন্তরে,
মনের তিমির হরে॥
তিলেক অদর্শনে, হলে কাতর প্রাণ,
ভুজঙ্গ যেমন, মণির কারণ,
আমিও তাহার তরে॥ ১১১

আইল বসন্ত হে নাথ কি সুখ দেখ না।
পুরাইতে মনজের মনের বাসনা॥
বিকস কুসুম বন, মধুকর মধু পান,
ভ্রমরী সহিতে সুখে, করিছে যাপনা।
কোকিলের কুহু ধ্বনি,হৃদয় পুলক শুনি,
বিরহী এ রবে বড়, পেতেছে যাতনা॥

আগে কি জানি প্রাণ বিরহে যাবে (হে)
জানিলে এমন প্রীতি করি কি তবে॥
সুখের লাগিয়ে কুল, মজিল কলঙ্ক হল,
সে সব দূরেতে গেল, এ দুখে ডুবে॥
তাহার লাগিয়ে মরি,
মিছে আপনার করি,
না হেরে নয়নে হেরি মনেতে এবে॥
পিরীতি সুখের নিধি,
করিয়ে এখন কাঁদি,
অবলা করেছে বিধি, সহিতে হবে॥ ১১৩

কতবা বিনতি করিয়ে, আমারে ভুলালে
এবে অপরূপ দেখ,দেখা না দেয় সাধিলে
এমন হইবে আগে, কেমনে জানিব;
জানিলে আপন মন, কেন বা সঁপিব
না জেনে এই সে হলো,
ভাসি হে দুখ সলিলে॥ ১১৪

তোমা বিনে কারে আর
কহিব আপন দুখ। (হে)
শুন শুন শুন প্রাণ, হেরিলে তব বদন,
প্রফুল্ল হয় তখন, মোর মুখ ॥
তুমি হে যেমন ভাব,
আমি হে নিতান্ত তব,
কি কব মনে বুঝে দেখ।
মোর চিত্ত কদাচিত,
কোথায় কি হয় রত,
তোমারে পাইলে যত হয় সুখ ॥

বিরহ যন্ত্রণা প্রাণ তুমি, জানিবে কেমনে
জানিলে আমি কি সদা,
থাকি হে রোদনে ॥
নানাস্থানী যেই জন, তার মন কি কখন,
মজে কোন খানে।
তারে যেবা দেয় মন, সুখী কি কখনে ॥

বিরহ যাতনা, সখীরে,
অতি বিষম হইল, আইল বসন্ত।
কুসুম সৌরভ, কোকিলের রব,
সহে না ও রব নিতান্ত ॥
সুধাকর দিবাকর সম মম মনে,
জ্বালায় জীবন মন, মলয়া পবনে।
উপায় ইহাতে, না পাই দেখিতে,
উপায় সেই প্রাণকান্ত ॥ ১১৭

পিরীতি কি রীতি প্রাণ,
যে করেছে সে জানে।
অরসিকে রসবোধ, করিবে কি গুণে ॥
পরম সুখের নিধি,
পিরীতি সৃজিল বিধি,
জানিয়ে সুজনে।
এ রসে বিরস জনে, বুঝিবে কেমনে ॥

আমি কি তারে ত্যজিতে পারি।
দিবানিশি সেই ধ্যান,
সেই জ্ঞান সেই ধন,
মন প্রাণ প্রাণ করি ॥
ক্লেশান্বিত কদাচিত, যদি তারে হেরি।
লোকের গঞ্জন ভয়, সে কি ভয় অতিশয়
তার ভয়ে ভয়ে মরি ॥ ১১৯

বল দেখি কি তার ক্ষতি ইথে হবে,
অধীনে সদয় হলে।
এক দিবা সহস্র, সহস্র এক রাতি,
বিরহ গণনা হলে ॥
সসর্পেচ গৃহে বাস, বিরহ দেহে তাদৃশ,
বিনা মিলন অমিয়, জীবনের সংশয়,
বায় সখী কি করিলে ॥
আমি কি জানি প্রাণ, অন্তর অন্তরে।
কি আর নাহিক জানি, তোমার অন্তরে
দিবানিশি আছ তুমি, আমার অন্তরে।
অন্তর অন্তর হলে, জানিতে অন্তরে ॥

জগতে জানিল আমারে, তোমার কারণে
ত্যজিয়ে কুল ব্যাকুল,
ভাসি অকূল জীবনে ॥
তুমি কূল নাহি দিলে, কূল কোথা পাব,
অকূল পাথার হতে, কেমনে তরিব ;
উচিত সদয় হতে, অবলা সরলা জনে ॥

না দেখে হয় প্রাণ, কত কি মনেতে।
অনেক জনের আশা, আছয়ে তোমাতে
তিলেকে তোমার রোষে মরি হে ভয়েতে
কি জানি নিদয় হও, না পাই দেখিতে।

ছাড় মোর হাত নাথ,
লোকে দেখে পাছে প্রাণ।
আমার কি আছে লাজ,
তোমার কাছে ॥
সময়ে ধরিলে পায়,
তাহা প্রাণ শোভা পায়।
অসময়ে হাতে ধরা, কি সুখ আছে ॥

কি কারণে এত অভিমানী,
প্রাণ কিছু না জানি।
বিরস কমলানন, কাতর ভ্রমর মন,
হাস লো মৃগনয়নি।
অনুগত জনে মান, করি কেন বধ প্রাণ,
বচন শুন লো ধনি ॥ ১২৫

আর আমারে এত সাধিতেছ কেন, প্রাণ
ত্যজিয়ে আমারে, সঁপিলে যাহারে,
আপন পরাণ সেথা, করহ গমন ॥
আমি হে তোমার মত,
নাহলাম কদাচিত,
করিয়ে অনেক সাধন ॥
এবে কি মনে বুঝিয়ে,
নিদয়ে সদয় হয়ে।
আইলে এখন বুঝি, দেখিতে রোদন ॥

তুমি কি জানিবে আমার মন,
মন আপনারে আপনি জানে না।
জানহ যেমন, করহ যতন,
ইহাতে হে প্রাণ, আন করো না ॥
যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমন লাভ,
পিরীতের পথ, সুগম যেমত,
বুঝেছ তুমিতো কার বলো না ॥ ১২৬

নয়ন নিকটে থাক অন্তর হইওনা।
অন্তর হয়ে, অন্তর আমার জ্বালাইও না
আমার অন্তরে আছ তুমি জানলা।
জানিলে অন্তরে ভয় কখন হইত না ॥

বার বার বার, প্রাণ বারয়ে,
নিষেধ না মানে করি কি এখন।
আশা তাহার নিকটে, ঘরে নাহি মন ॥
যাহারে আপন জানি, সঁপিলাম প্রাণ।
সে যদি না রাখে আর, পারে কোন জন

জানি হে নাথ, তোমার যেমত,
পিরীতে হে কত মত ব্যবহার।
ভুলায়ে নয়ন, হরে লয় মন,
হলে হে এমন, দেখা পাওয়া ভার॥
না দেখিলে তব মুখ, জীবন সংশয় দেখ,
দিয়ে দরশন, দিলে প্রাণ দান,
ইহাতে হে প্রাণ, ক্ষতি কি তোমার॥

সদয় রহিও, শুন প্রাণপ্রিয়,
নিদয় না হয়ো নাথ।
প্রথমে যে রীতে, মজালে পিরীতে
সেই রীতে রেখ চিত॥
ধন প্রাণ আর মন, আমার নহে এখন,
সঁপেছি তোমারে, তোমার বিচারে
কর যা হয় উচিত॥ ১৩০

মন তোর মোর একই স্বভাব
কি লাভ আর।
দুই মন এক মন হওয়া অতি ভার॥
উভয়ের প্রেমগুণে জানিবে এ সার।
রীতে রীতে, চিতে চিতে, সুখ হে অপার॥

বরিষে ঘন ঘন ঘন কেন গরজ ঘন।
তৃষায় চাতকী মরে, শুন শুন শুন॥
মিলন সময় নিকট হইলে,
বিরহ অনল আর অধিক জ্বলে,
তৃষিত জানিয়ে বারি, আন আন আন॥

বুঝিলাম এত দিনে প্রাণ,
বুঝেছ আমার মন।
কি পরমাধিক হইল এখন॥
জানাইতে মোর মন,
করেছিলাম প্রাণপণ।
তুমিতো বুঝিলে এবে, পুরিল সাধন।

মনে নাহি ছিল প্রাণনাথ পাইবতোমারে
সদয় হইবে শশী, কাতর চকোরে॥
পুনঃ অনুকূল নাথ, হইবে অধীনে,
হেরিব ও বিধুমুখ তৃষিত নয়নে।
পুরিবে মনের আশা দুঃখ যাবে দূরে॥
যখন মদন মোরে করিত দাহন,
কোথা গেলে প্রাণনাথ বাঁচাও জীবন,
এই চিন্তা বিনে আর না হতো অন্তরে॥

দেখদেখি কি সুখ সখী,এমন পিরীতে।
লাজ ভয় সব গেল,, কলঙ্ক কুলেতে॥
দিবানিশি যদি তারে,
রাখিলো হৃদয় পরে,
তিলেক বিচ্ছেদে হয়, বিরহে জ্বলিতে॥
নয়ন শ্রবণ ত্বক্, নাসিকা রসনা দেখ,
পাঁচজন সুখ লোভে, ডুবালে দুঃখেতে॥

এসো রসরাজ বিরাজ নলিনী ভবনে।
শুন ওহে প্রাণ, হারাইবে প্রাণ,
কেতকী কণ্টকে কেনে॥

যেমন যতন আমি করি হে তোমারে,
তেমতি আমারে তুমি না ভাব অন্তরে,
কেমন স্বভাব, নিজ লাভালাভ,
বুঝিতে না পার মনে। ১৩৬

এত কি চাতুরী সহে প্রাণ,
তোমার পিরীতে দিবানিশি ঝুরে আঁখি
এত যদি ছিল মনে,
পিরীতি করিলে কেনে,
শঠতা সরলা সনে, উচিত হয় কি॥
কপট বিনয় ছলে, অবলারে ভুলাইলে,
এখন এমন হলে, দেখনা হে দেখি॥১৩৭

পিরীতে এইতো লাভ, হইল আমারে।
নয়ন সহ জীবন, অনল অন্তরে,
এমন হইবে আগে জানিলে কে করে॥
লোকলাজ কুলভয়, রহিল কোথারে।
নিদ্রা হিংসা করি গেল দেখিয়ে চিন্তারে

তুমি কি আমারে ত্যজি, পার হে রহিতে
ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়, যাহারে দেখিতে,
না দেখিয়ে মোর মুখ, বাঁচিবে কেমতে
তব মন ধন প্রাণ, আমার হাঁতেতে,
আমারে বিরস করি, রবে কি সুখেতে॥

কমলিনী তব প্রাণ মধুকর।
শুনহে ভ্রমর, এবে এই কর, নয়ন অন্তর
হইও না বাসনা এই মোর॥

বিরহ অনল, না হেরি প্রবল,
ইহাতে হে বল, কে না কাতর।
মানেতে কত, কহি অনুচিত, হইওনা
ভাবিত, চকোরী কি ত্যজে শশধর॥

মধুকর তব প্রাণ কমলিনী।
বিরস বদন, কয়োনা কখন, শুনলো বচন
প্রাণের অধিক তোমারে জানি॥
হৃদয় কমল, নহে প্রফুল্ল,
নয়ন সজল, নিরখি ধনি।
এরূপ দেখে, যদি হয় সুখী, ইহাতে
ক্ষতি কি, হরষিত হওলো বিনোদিনী॥

কমলিনী হের না ভ্রমরে।
অনুগত জনে মান, প্রাণ, সতত কে করে
ধনী হইয়ে যদি অধীনে না হেরে।
বল তবে প্রিয়ে সে ওলো,
যাইবে কোথারে॥ ১৪২

নয়নে নয়ন আলিঙ্গন মনে মনে মিলিল
দেখিতে অন্তর, নহে সে অন্তর,
অন্তরে অন্তর, পশিল॥
উভয়ের প্রেমগুণে, বাঁধা গেল দুই জনে
ভাবের অভাব, নাহি এত ভাব,
স্বভাবে স্বভাব, মজিল॥

পিরীতি প্রতি রয়,
মতি অতিশয় বাসনা।

এ রতন নিধি, পাইলাম যদি,
হে বিধি বিবাদী হৈওনা ॥
লাজ ভয় ক্রোধ আদি হয় নিবৃত্তির বাদি
দুই হয় এক, সদা দেখ এক,
অধিক কি সুখ, দেখ না ॥ ১৪৪

প্রাণ জানতো তুমি পিরীতের রীত ।
বিচ্ছেদ হইলে মন সুখেতে থাকয়ে যত
সুখের আশয়ে মন, উভয়েতে সমর্পণ,
করিয়ে এখন কেন, দুঃখেতে স'পেছ চিত
সতত এই বাসনা, নয়ন অন্তর হইও না
আলাপে জলিতে হয়, অধিক কহিব কত

পিরীতে কি সুখ সই,
যে না পারে লাজ ত্যজিতে ।
মনে উপজয় সুখ লয় হে দুখেতে ॥
কখন বাসনা নহে তিলেক ত্যজিতে ।
ক্ষণেকে কি সুখ হয় তার সহিতে ॥ ১৪৬

প্রাণ কেমনে আইলে তারে ত্যজিয়ে ।
কেতকী কত কি মনে করিছে না দেখিয়ে
যাও নাথ শীঘ্রগতি কামিনী কাতর অতি
তোমারে ভাবিয়ে ।
তার সুখে দুঃখ দিয়ে,
আইলে কি লাগিয়ে ॥
শুন ওহে অলিরাজ, আসিতে না হলো
লাজ, এখানে ফিরিয়ে ।
সদ্যাবৃত উচিত দেখা নহিলে কভু কি হয়ে ॥
জানিয়ে প্রাণ যেমন,
তোমার আমারে যতন ।
কি দোষ তোমার, বিশেষে আমার,
কঠিন পরাণ ॥
দুখ বিনে সুখ নাহি হইতে পারে,
ইহা বুঝি প্রাণ তুমি বুঝেছ অন্তরে,
যে হেতু অন্তর, থাক নিরন্তর,
করেছ বিধান ॥ ১৪৮

বরিষে ঘন চাতকী কত কি করিছে মনে
তৃষায় অনল, করে জল জল,
জলধর জল হয় কেনে ।
শুনি গরজ গভীর, পুলক হয় শরীর,
বিহনে জীবন, কেমনে জীবন,
আর বল কিসে বাঁচিবে প্রাণে ॥ ১৪৯

নিরখি ঘন বরিষে নয়ন বাহুলতা মূলে
বাহুলতা মূলে জল ; বিরহ লতা প্রবল,
হয় সেই জলে ॥
শোক সিন্ধু প্রক্ষালিত, মনেরে ডুবালে ।
দুখতরু তাহে দেখ, উন্নত হল অধিক,
শোভা ফল ফুলে ॥ ১৫০

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা ।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা ॥
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর,
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা । ১৫১

যাবে কেমনে হে কান্ত, এমন বরষাতে
দেখ ঘন ঘন, বরিষে নয়ন,
হইবে ভিজিতে ॥
নিশ্বাস প্রলয় বায়,স্থির কি হইবে তায়,
দেখ সৌদামিনী, রাখি একাকিনী,
শোকের পথেতে ॥ ১৫২

দুখেতে কহিতে আঁখি,
আর না হেরিব সখী,
এখন নয়ন তার অধীন হইল ॥
অঙ্গের অঙ্গ অবশ, কার বলে করি রোষ
সময় পাইয়ে দিব, সমুচিত ফল ॥ ১৫৩

ছাড়িলে তো ছাড়া না যায়।
ছাড়া হেন রব হলে প্রাণ বাহিরায় ॥
অতএব এই বিধি,যাহা করিয়াছে বিধি,
ইহা কি অন্যথা হয় লোকের কথায়।

প্রেমবাণ প্রাণ, আমার প্রাণে হানিলে।
চিহ্ন নাহি,তার, বেদনা অপার,
বল কি করিলে ॥
বিস্ময় হইলেম নাথ, কথায় তা কব কত
বিনে শরাসন, অপরূপ বাণ,
নিক্ষেপ করিলে ॥
এ কথা কাহারে কব,
কেমনে তারে বুঝাব,
বিনে নিদর্শনে, কেহ নাহি মানে,
কামিনী মজালে ॥

কেমনে হইব স্থির,উপায় না দেখি আর
এই হয় মনে, দুখ দরশনে,
দুখ না দেখিলে ॥ ১৫৫

একেবারে এত অনুগ্রহ অধীনে।
এমন সময়, হইবে উদয়, ছিল না মনে
তোমারে হেরিয়ে প্রাণ,
শূন্যদেহে এলো প্রাণ,
বারিধারা বহে নয়নে।
বিরহ অনল, হইল শীতল,
তব দরশনে ॥ ১৫৬

সাধিলে করিব মান, কত মনে করি।
দেখিলে তাহার মুখ, ওখনি পাসরি ॥
মন মানে কহে আঁখি,
আর না হইব সুখী,
দরশনে হয় পুন, অধীন তাহারি ॥ ১৫৭

হিম শিশিরে নীরে
কেন আসিবে হে মধুকর ॥
জীবন থাকিতে, সতত দেখিতে,
না পাই থাক অন্তরেতে নিরন্তর ॥
যত দিন আছে প্রাণ, দিও ওহে দরশন,
এইতো বাসনা মোর।
দিবা অবসান হইলে,
মিলন হবেতো হইলে,
কি গুণ জান অন্তর ॥ ১৫৮

জানিলেম তুমি প্রাণ রসিক হে যত।
অনল শীতল হয় কথায় হে কত॥
হেরি নয়ন ভুলায়, শ্রবণ সুখী কথায়,
মন আশা কে পুরায়, ভাবি হে সতত॥

কহিও তারে যারে সখী
দেখি সে কি আসিবে।
বিরহ নিরুপায়ে, তব মুখ না দেখিয়ে,
রাত্রিদিন জ্বলায়, একি শীতল হইবে॥
অন্তরের মানস এই, কহিবে তাহারে সই,
যদি হয় অনুকূল, তবে থাকে কুল শীল,
লজ্জাভয় সকল রয়, নিতান্ত জানিবে॥

সঁপেছি যারে, তারে কি প্রকারে,
কহিব দেহ (প্রাণ)।
করে সে যতন, তাহার রতন,
কি কহিবে এখন, দিনে দেহ॥
মিছে অনুযোগ কর,
উপায় কি আছে আর,
দেখ মত্তমন, স্বভাব বারণ,
না শুনে বারণ, বলি সহ॥ ১৬১

অনিমিখে যারে নিরখে মৃগনয়নী।
নিশ্চিত এ জান, তাহার পরাণ,
হরয়ে তখনি॥
নীরদ নিন্দিত কেশী, নিরমল মুখ শশী,
সুধা ভাষী, মৃদু মৃদু হাসি,
মনোমোহিনী ॥১৬২॥

শরদ নীরদ রবে, প্রাণ কি রবে,
প্রাণকান্ত বিদেশে।
এমন মধুর স্বর, বোধ হয় বিষ শর,
আমার পরশে॥
এমন সুখ সময়, এক দিনে দুখময়,
বিষাদ হরিষে।
দামিনী কিরণ দেখি,
শিহরে শরীর আঁখি,
দুঃখেতে বরিষে॥ ১৬৩

মন তোরে মনে করে কি মনে করে।
রতন অধিক নিধি হলো কি বোধেরে॥
কিবা প্রাণ সম নিধি ভাবয়ে অন্তরে।
শুনি অমিয় বচন, সুধাসিন্ধু করে জ্ঞান,
বাঁচাতে প্রাণেরে॥
কি মদন শান্তকারী, বুঝিল বিচারে,
কি মনোজে করে বৈরী, থাকিয়ে অন্তরে

না হতে পতন তরু,
দাহন হইল আগে।
আমার এ অনুতাপ,
তাহাকে ত নাহি লাগে॥
চিতে চিত সাজাইয়ে,
তাহে দুঃখ তৃণ দিয়ে।
আপনি হইব দগ্ধ,
আপনারি অনুতাপে॥ ১৬৫

কি জানি কি ছলে ছিল ব'সে,
আমায়ে ত্যজিবার আশে।
আমিত জানিতাম ভাল,
আমায় সে ভালবাসে ॥
অভিমান ছল পেয়ে,
প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে।
মনোমত ধন লয়ে,
রয়েছে উল্লাসে ভেসে ॥
আমার মর্ম্মবেদনা,
সে কি তা জেনেও জানে না।
কিসে যাবে এ যন্ত্রণা,
তাই ভেবে মরি হতাশে ॥ ১৬৬

এমন যে হবে, প্রেম যাবে,
তা কভু মনে ছিল না।
এ চিতে নিশ্চিত ছিল,
এ প্রেমে বিচ্ছেদ হবে না ॥
ভেবে'ছিলাম নিরন্তর,
হয়ে রব একান্তর।
যদি হয় প্রাণান্তর,
মনান্তর তায় হবে না ॥ ১৬৭

প্রাণ তুমি বুঝিলে না, আমার বাসনা।
ঐ খেদে মরি আমি, তুমি তা বুঝ না ॥
হৃদয়-সরোজে থাক,
মোর দুঃখ নাহি দেখ।
প্রাণ গেলে সদয়েতে, কি গুণ বল না ॥

তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ,
এ মহীমণ্ডলে।
আকাশের পূর্ণশশী,
সেও কাঁদে কলঙ্ক ছলে ॥
সৌরভে গৌরবে, কে তব তুলনা হবে।
আপনি আপন সম্ভবে,
যেমন গঙ্গা পূজা গঙ্গাজলে ॥ ১৬৮

এই আসে আসে বলে যামিনী গেল।
দেখ নলিনীর সখা উদয় হইল ॥
মনের বাসনা এক,
হলো আর বুঝে দেখ,
প্রভাতে চকোরী সুধা পাবে কেন বল ॥

হেরিতে হেরিতে পথ,
কাতর আঁখি। (সই)
একবার এই হয়, চারিদিকে দেখি ॥
কবে হবে সে সুদিন, মন পুরে পাব মন
আশা নিষেধ না মানে, ইহাতে অসুখী

কে বলে সখী, সরোজে শশী,
নাহি পিরীত।
তার চাঁদমুখ নিরখিলে দেখ,
হৃদয় কমল হয় বিকশিত ॥
তপনে কমলে প্রীত, এ নিয়ম অনুচিত,
অরুণ নয়ন, হেরে তবে কেন,
হৃদয় কমল হয় মুদিত ॥ ১৭১

যেন ঘন হতে বাহির হতেছে শশী।
নিরন্তর ঐরূপ দেখি দিবানিশি॥
অমিয় সমান স্বর, ইথে বুঝি শশধর,
মুখ আঁখি শোভা তায়
সৌদামিনী হাসি॥ ১৭২

কেশ ফাঁসি গলে দিলে,
প্রাণ, হাসিতে হাসিতে।
তোমার বদন শশী, হেরিতে হেরিতে॥
ভুরু শক্রশরাসন, অনঙ্গ হয়েছে গুণ,
অস্থির তব নয়ন, বাণেতে বাণেতে॥

প্রাণ তোমার বিনয়ে কে আর ভুলিবে।
তোমার পিরীতে সদা জ্বলিতে হইবে॥
তোমার এ ভাবে ভাব, কেমনে রহিবে
তুমি হে চঞ্চল অতি, বুঝে না বুঝিবে॥

বলনা কেমনে রহিব সই নাথ বিহনে।
রাত্রি দিন মোর, অন্তর নিরন্তর,
কাতর তার কারণে॥
অতি সুখ লাভে পিরীত করি,
দেখনা এখন বিরহে মরি,
আগে কি জানিব, পরাণ হারাব,
দহিব দুঃখ দাহনে॥
যদি মনে করি ত্যজিব তারে,
বিরহে দ্বিগুণ দাহন করে,
কামিনী নয়নে, প্রেম রূপ হনে,
ভুলালে সুধা বচনে॥ ১৭৫

তুমি যারে জান গো আপন,
সে জন নিতান্ত তব কভু নহে আন।
ইহাতে সন্দেহ তুমি, কর্যোনাহে প্রাণ,
যে যারে যেমন ভাবে সে ভাবে তেমন॥
সুজনে সুজনে সুখ, হয়ত বিধান।
সুজনে কুজনে সুখ, না হয় কখন॥ ১৭৬

আর আমি কারে কহিব আপন।
জানিয়া না জান যদি তবও হে প্রাণ॥
যেরূপ যতন মোর, তোমার কারণ।
কহিতে সে সব দুখ, বিদরে পাষাণ॥
তোমার অধিক আর, আছে কি রতন।
তোমারে ভুলিয়ে তাতে, মজাইব মন॥

না দেখিলে বল না সই বাঁচিব কেমনে
দিবানিশি সেই রূপ সদা পড়ে মনে॥
সতত কাতর প্রাণ বারি সহিত নয়নে।
বিনা সে বিধুবদন প্রবোধ না মানে॥
পিরীতি অমিয়াধিক, সকলে বলয়ে দেখ
বিষম হইল মোর, কর্ম্মের গুণে॥ ১৭৮

মদন পাগল সই করিল আমারে।
যত দেখি তথাপিহ আশা নাহি পুরে॥
যদি বিনয়েতে মন, ফির ধর অকারণ,
মদন যন্ত্রণা দিয়ে ভুলায় তাহারে॥
পলকে প্রলয় বধ, প্রাণ মোর সংশয়,
বল ইহার উপায়, বাঁচি কি প্রকারে॥

পিরীতি এমন কেমনে সই আগে জানিব।
জানিলে এ প্রেম, নাহি করিতাম,
পরাণ কেন হারাব ॥
যতনে যাহারে সঁপিলাম প্রাণ,
সদাই চাতুরী করে সেই জন,
দেখিতে তাহারে, হইলে সাধেরে,
কাহারে দুঃখ কহিব ॥
যদি মনে ধৈরজ ধরিয়ে থাকি,
করয়ে রোদন সঘনে আঁখি,
অঙ্গ আপনার, বশ হলো তার,
কাহার আমি হইব ॥ ১৮০

থাক থাক সুখে থাক, যেখানে সুখাধিক
কি কাজ কমলে।
নিরন্তর নীরেতে দেহ জ্বলে ॥
নানা কুসুম কাননে, তুমিতো ফিরিলে,
নলিনী সলিলবাসী না হেরিলে ॥

কহনে না যায় সখী তার কত গুণ।
রাত্রিদিন প্রাণ প্রাণ, করে যারে মন ॥
হরিষ বিষাদে দুই বিচ্ছেদ মলিন।
হৃদের বাহিরে রাখে সে জন এমন ॥

আগে কি জানি সই এমন হবে।
নয়নে নয়নে মিলে, মনেরে মজাবে ॥
আকাঙ্ক্ষায় তার প্রাণ কতেক সহিবে।
যাতনা পাইলে প্রাণো সেতত ত্যজিবে ॥

তুমি যা বুঝিলে প্রাণ, সেই ভাল ভাল।
আমার বচন, স্বরূপ কথন,
বোধ নাহি হলো হলো ॥
এতেক করি যতন, তবু না পাইলেম মন
আপনারি মন, দিয়াছি যখন,
উপায় কি বল বল ॥ ১৮৪

কি সুখ দেখনা ঘন গরজে বরষে।
শরীর উল্লাস মোর, পরশে পরশে ॥
ভেকে বাজাইছে ভেরি,
সমীরণ বীণাধারী,চাতকী আলাপে পিউ
মনের হরিষে ॥ ১৮৫

পিরীতি সুখের লোভে,
মজে হে যে জন। (প্রাণ)
সে হয় কেবল দেখ, দুখের ভাজন ॥
বিচ্ছেদ মিলন আশে, থাকয়ে জীবন।
মিলনে ভাবনা পুনঃ, বিচ্ছেদ কারণ ॥

কেমনে রহিব প্রাণ,
না দেখিয়ে তোমারে।
চকোরী কি হয় সুখী,
না হেরে শশীরে ॥
প্রাণ বিনে শূন্য দেহ,
থাকে কি প্রকারে।
শশী বিনে নিশি কোথা,
বল শোভা করে ॥ ১৮৭

শয়নে শীতল থাকি, শুন ওলো সখি।
চেতনে সলিলে ভাসি,
ঝোরে ওলো আঁখি॥
পিরীতি করিলে লাভ,
হয় লো এই কি।
সদা দুঃখে দহে মন, কদাচিত সুখী॥

অনেক সাধের সুখে, প্রাণ দুখ পাছে হয়
কুজনেরকথা শুন সদা ওই ভয়॥
আমার যে নহে মত যদি তাহে হও রত
তবে বুঝে দেখ দেখি, কিসের প্রণয়॥

কত ভালবাসি তারে,
সই কেমনে বুঝাব।
দরশনে পুলকিত মম অঙ্গ সব॥
যতক্ষণ নাহি দেখি,
রোদন করয়ে আঁখি।
দেখিলে কি নিধি পাই,
কোথায় রাখিব॥ ১৯০

নয়ন অন্তরে তোরে, প্রাণ বলনারে,
করিব কেমনে।
যদি নিরন্তর তুমি, আছ মোর মনে॥
বাহিরে না হেরি বারি বহে নয়নে॥
তোমারে পেয়েছি আমি, অনেক যতনে
তিলেক বিচ্ছেদ কি আর সহে এখনে॥

সতত স্মরণ আমি,
করি যে যেমন। (প্রাণ)
তুমি কি কখন ভাব, আমার কারণ॥
জীবন যৌবন সুখ, সব অকারণ।
বিনে দরশন তব ও বিধুবদন॥ ১৯২

যেখানে থাকহ প্রাণ,
ভুলনা অধনী জনে।
অস্থি মোর জরজর, লোকের গঞ্জনে॥
তোমা বিনে কেহ যদি,
অন্য নাহি জানে।
ক্ষতি কি তোমার হবে,
তাহারে দেখনে॥ ১৯৩

পিরীতের গুণাগুণ, যদি জান সই,
কারে বলোনা।
ত্যজিতে না পারি যাহা
তাহার কি শোচনা॥
ক্ষণেক সুধাসাগর, ক্ষণে হলাহল শর,
যত দুখ তত সুখ, মনে কেন বুঝ না॥
দেখি পিরীতি রতন, পাইয়াছে যেই জন
ত্যজিতে সংশয় প্রাণ, ফণী মণি দেখনা॥
চক্রবাক চক্রবাকী,
দিবসে দোঁহেতে সুখী,
নিশিতে বিচ্ছেদ দুঃখে,
তথাপিহ ত্যজেনা॥ ১৯৪

কেন লো প্রিয়ে কি লাগি মানিনী।
ইহার কারণ আমি কিছুই না জানি॥
মরি মরি মরি মরি, মান ভয়ে ভয় করি,
নয়ন সহিত বারি, হেরিয়ে ধরণী॥
আলুয়ে পড়েছে কেশ,
বিষাদিনী হীন বেশ,
তোমার বিরস শেষ, দংশে মোরে ধ্বনি
মলিন বদন শশী,
তাহে নাহি হেরি হাসি,
চকোর কাতর আসি, ও বিধুবদনি॥

পিরীতে সখি এই সে হইল।
লাজ, ভয়, কুল, শীল সকলি মজিল॥
না করিলে গুণাগুণ, বোধ নহে কদাচন,
করিয়ে মরি এখন, দেখ তার ফল॥
পিরীতি রতন যদি, যতনে মিলাল বিধি,
পাইয়ে এমন নিধি, দুঃখ নাহি গেল॥

রতন অধিক তোরে প্রাণ, করিয়ে যতন
বুঝা নাহি যায় ভাব, তোমার কেমন॥
কখন থাক সদয়, কখন অতি নিদয়,
অবলা সরলা জ্বালা দিওনা কখন॥ ১৯৭

নয়নে নয়নে রাখি, (প্রাণ)
অনিমিখ হয় আঁখি, বাসনা মনেতে।
পলক পড়িলে আমি হই অতি দুঃখী।
কি জানি অন্তর হও, ওই ভয় দেখি॥

রাহুর আহার শশী, যে বিধি করয়।
পিরীতি বিচ্ছেদ বুঝি, তাহা হতে হয়॥
এই খেদ হয়, প্রেম সুখে তায়,
বিচ্ছেদ মিলায়, চমকেতে প্রাণ যায়,
সদা ওই ভয়॥ ১৯৯

শুন শুন শুনরে প্রাণ,
অধীনী জনেরে, নিদয় হইও না।
বিরহ যন্ত্রণা বুঝি তুমি জান না।
জানিলে জ্বালাতনে জ্বালাইতে না॥
কবিতা বনিতা লতা, বুঝে দেখ না।
নিরাশ্রয়ে কদাচিত, শোভা থাকে না॥

কেমনে তোমার আশা পুরাইব মন।
একে তুমি তাহে আর কান্দিছে নয়ন॥
অতএব এই কর, নিজ আশা পরিহর,
নয়নেরে শান্ত কর, এই সে বিধান॥

প্রাণ তুমি জাননা যেমন আমার মন।
রতি নিজ পতি প্রতি,
যেমন তাহার মতি,
তব প্রতি আমিও তেমন॥
চকোর চাতকী যেন,
হেরিবারে শশী ঘন'
চঞ্চলিত থাকে যেমন।
মণির কারণে ফণি, যেরূপ কাতর জানি,
ততোধিক তোমার কারণ॥ ২০২

পিরীতি না জানে সখি,
সে জন সুখী কেমনে
যেমন তিমিরালয় দেখ দীপ বিহীনে ॥
প্রেমরস সুধাপান, নাহি করিল যে জন,
বৃথায় তার জীবন, পশুসম গণনে ॥২০৩

ভালত ভুলালে প্রাণ, বিনয় ছলেতে।
তোমার প্রেমের ডুরি, হাসিতে হাসিতে
অতি সাধ করে আমি,দিলাম গলেতে।
উচিত তোমার হয়, চাতুরী ত্যজিতে ॥
অবলা সরলা অতি, বুঝহে মনেতে ॥

হলো হলো হলোরে প্রাণ,
পূরিল মনের সাধ আমার।
কলঙ্কিনী হইলাম প্রেমেতে তোমার ॥
এই তো হইল লাভ রোদন সার ॥
যে নহে আমার, আমি হইল তাহার,
সে কেন বুঝিবে দুঃখ, নহেত বিচার ॥

আমি কি কখন তোমারে,
ওরে, না দেখে রহিতে পারি।
বিনা দরশনে প্রাণ, শূন্য দেহ হয় প্রাণ,
সচেতন হয় পুনঃ, তব মুখ হেরি ॥
প্রথম মিলন;বধি, বুঝিয়াছি মনে
কদাচিত নহি সুখী, তোমায় বিহনে,
এবে এই নিবেদন, বিচ্ছেদ না হয় যেন,
নয়ন নিকটে থাক, সদা সাধ করি ॥

অবলা সরলা অতি,
প্রাণ, শঠতা কি সহে।
তপন কিরণ দেখ, কমলে না দহে ॥
সুজনের এই রীত,
তোষে তারে যে যেমত,
বিশেষে অধীনে কেহ বিরূপ না কহে ॥

হায় কি বিপরীত বিধির ঘটন।
কহিতে উপজে দুঃখ আইসে রোদন ॥
সুখেতে করিলে তুমি নিশি জাগরণ।
আমার হইল দেখ অরুণ নয়ন ॥
তুমি হে করিলে চুরি পরের রতন।
মদন প্রহারে মোরে বিচার এমন ॥ ২০৮

এই মনে প্রাণ তোমায় ছিল হে নাথ।
সদাই চাতুরী করি জ্বালাইবে চিত।
মনেরে ভুলাইয়ে লইবে প্রাণ,
যতনে রাখিতে তারে হয়তো বিধান,
তা না করে বধিবারে হলো হে মত ॥

যাও তারে কহিও সখি
আমারে কি ভুলিলে। হে।
বিরহে তব প্রাণ সংশয়,
ভাসি আমি নয়ন-সলিলে ॥
আসিবে আশয়ে, পথ নিরখিয়ে, আছি
প্রাণ; তোমার মনে প্রাণ, জানি কি
আছি প্রাণ, গেলে কি হবে আইলে ॥

আর এলে না প্রাণ, মান করে যে গেলে,
মান করি প্রাণনাথ, এই সে করিলে,
কেন অবলা মজালে ॥
আমার নাহিক দোষ, না বুঝি করিলে
রোষ, তবে দোষ থাকে যদি, যায়তো
বুঝালে, না করি মানেতে রহিলে ॥

প্রাণ তুমি কার হবে,
আমি যদি মুদি আঁখি।
অন্য জনার মন পেয়ে,
আমারে দিওনা ফাঁকি ॥
শুন প্রাণ তোমারে কই,
আমি বুঝি কেউ নই,
যদি দেশান্তরে রই,
হৃদ্‌কমলে তোমায় দেখি। ২১২

অমর করেছ রে প্রাণ প্রেম সুধাদানে।
আর কি বধিতে পার বিচ্ছেদেরি বাণে
যে করেছ পান অমৃত,
তার কি আর আছে মৃত,
রাহুকেতু জীর্ণীকৃত,
বেঁচে আছে প্রাণেপ্রাণে ॥ ২১৩

পবন তার ব্যজনে, তেজ মিশক দর্পণে,
জল সেই জলে রাখ, তার ব্যভারীয় ॥
পদ বিহরণ যথা, পৃথ্বী অংশ রাখ তথা,
ইহার অধিক আর, যে হয় করিও ॥ ২১৪

কেন এত নিদয় হইলে অধীনী জনে।
দিবানিশি হৃদিপরে,
সোহাগে রাখিতে যারে,
এবে তারে ভুলিলে কেমনে ॥
তোমার প্রতি মোর মন,
প্রথমাবধি এখন,
ভিন্ন ভাব নহে কখনে।
তোমার কেমন ভাব,
নাহি হয় অনুভব,
এবে লাভ সলিল নয়নে ॥ ২১৫

ওই দেখ সই, নাথ তোমার
আছে দাঁড়াইয়ে।
যাহার কারণ, কিবা রাত্রি দিন,
দহিতে দেখনা আসিয়ে ॥
কই কই বলে ধনি, বাহির হইল শুনি,
প্রফুল্ল বদন, হরষিত মন,
অনিমিখে রহিল চাহিয়ে ॥ ২১৬

পূজিব পিরীতি প্রেম,
প্রতিমা করে নির্ম্মাণ।
অলঙ্কার দিব তাহে, যত আছে অপমান
যৌবনে সাজায়ে ডালি,
কলঙ্ক পুরি অঞ্জলি
বিচ্ছেদ তায় দিব বলি,
দক্ষিণা করিব এ প্রাণ ॥ ২১৭

আমার নয়ন লয়ে যদি হেরে তারে।
মমাধিক সুখী হতে অবশ্য সে পারে।
সবে বলে নহে ভাল,
সেই সে আমারে ভাল,
সে মুখ হেরিলে মম দুঃখ যায় দূরে।
শুন লো সই, এখন কহিলে কি হবে।
করেছি যে কাজ, তাহার উপায় কি হবে
বটে লো বিরহানলে জ্বলয়ে পরাণ,
দুঃখ ত্যজিবারে মন হয় লো কখন,
হেরি দুঃখ যায় সুখ কে জানে ভুলাবে॥
লাজ ভয় সব যায়, প্রথম মিলনে,
মিলিলে পিরীত হয় কত খেদ মনে,
ইথে যদি নাহি চেত তুমি কি করিবে॥

আমি সুখী হলে যদি, তুমি সুখী হও।
তথাপি আমা হইতে, সুখের উদয়॥
দুখের উপরে সুখ, যার দুঃখ তার সুখ,
একে দুঃখী আরে সুখী, কেমনে বুঝাবো।

সদা সুখে থাক হে প্রাণ আমার বাসনা
আমার কারণে তুমি, ভাবনা ভেবোনা॥
তোমার কি ক্ষতি আমি পাইলে যাতনা
বুঝিলে আমার দুঃখ কথন হতোনা॥

রোসা করোনা প্রাণ আমার কি দোষ।
গুরুজন ভয়ে মরি, তুমি কর রোষ॥
পরাণ কাতর হয়, দেখিলে বিরস।
তুমি ইহা নাহি বুঝ, খেদ হে অশেষ॥

বিরহেতে মরিহে বিধি অনুকূল হইও
পঞ্চভূত পঞ্চস্থানে নিযুক্ত করিও॥
যে আকাশে বাস তার, আকাশের
ভাগ মোর, এবে সে এই বাসনা.
তাহাতে মিলায়ো॥ ২২২

অতি সাধ ছিল হে প্রাণ, আমার হইবে
কে জানে চাতুরী করি, সতত জ্বালাবে
আগে কি জানিব তুমি, এমন করিবে।
আমার হৃদয়ে থাকি, আমারে ভুলাবে॥
মান তাপে তাপিত প্রাণ,
ছিলাম হে নাথ
সমাদর কে করিবে, কুসঙ্গে মোহিত॥
মান ভরে কে কাহারে, আদর করিত।
ইথে মন ভার এত, কর। কি উচিত॥

জানিলাম প্রেম প্রিয় আমার যেমন।
তোমার হে হয় তারে,
কর সদা জ্বালাতন॥
নীর হুতাশনে তব, আছে দুই গুণ।
আমি হুতাশনে জ্বলি,
জল কোথায় এখন॥ ২২৪

কে ও যায় চাহিতে চাহিতে।
ধীর গমন অতি হাসিতে হাসিতে॥
যতক্ষণ যায় দেখ না পারি মরিতে।
আঁখি মোর অনিমিষ হেরিতে হেরিতে

হইলাম তব বশ যা কর এখন।
বাঁচালে বাঁচাতে পার,
বধ কে করে বারণ ॥
আপনার বশ আমি, নহি ত এখন।
যতন করিয়ে প্রেম, করেছি যখন ॥ ২২৬

একি ঝকঝকি রাত্রি দিন
বুঝালে বুঝে না।
তোমা হতে আর কারে, আমার ভাবনা
অমিয় ত্যজিয়ে বিষ, খায় কে বল না।
আমার অমিয় পানে, নাহি কি বাসনা।

প্রাণ সেই সে রসিক,
যে সুখ সাগরে সদা বিহরে।
দুখ অভিমানী দেখ যায় অনাদরে ॥
পিরীতি পরম সুখ, যাহার বিচারে,
সদা সুধা রস পান, সেই জন করে।
বিরস কখন নহে, হরিষ অন্তরে। ২২৮

কে আপন অধিক তোমার।
বুঝাইলে নাহি বুঝ, খেদ হে আমার ॥
তোমার হইয়ে আমি, হইব কাহার।
সুধা ত্যজি বিষ খায় হয় কি বিচার ॥

আর আমারে কেন কর জ্বালাতন।
এমন দরশন হতে ভাল অদর্শন ॥
যেমন তোমারে আমি করেছি সাধন।
তাহার উচিত ফল পাইলাম এখন ॥২৩০

প্রাণ চাহ লো প্রেয়সী,
কমল নয়নে অধীন জনে।
মান ত্যজ হাস প্রাণ, বিধু বদনে ॥
বিচ্ছেদ দুঃখেতে দুঃখী নহি কদাচনে,
পলকে হেরিলে পুনঃ, সুখী হই মনে,
ইহাতে বিরস হলে, বাঁচিব কেমনে ॥

মননে নহে এত সুখ যত বাহ্য দরশনে
যদি ইহা হতো, নহে কদাচিত,
বহিত সলিল নয়নে ॥
চাক্ষুষে হরিষ আঁখি, বচনে শ্রবণ সুখী
পরশে পরশ, লাভ কি তাদৃশ,
কিদৃশ না যায় কহনে ॥ ২৩২

এত ভাল বাসা রে প্রাণ,
ভুলেছ কি একেবারে।
এত যে বাসিতে ভাল,
ভালবাসা জানা গেল ॥
পেতে ছিলে মায়াজাল,
অবলা বধিবার তরে ॥ ২৩৩

আমার কি হলো সই, ওলো থর থর।
বিরহ বাতাসে, সঘনে হুতাশে,
অঙ্গ কাঁপে থর থর ॥
পিরীতে বিমল সুখ, বিচ্ছেদ তেমতি
দুঃখ, সুখ আশ করি, এখন যে মরি,
তনু হলো অর অর ॥ ২৩৪

আমার কি অযতন প্রাণ তোমারে।
তুমি কি যতনাধিক করহে আমারে॥
মুকুরে আপন মুখ, দেখায় যেমন দেখ,
মনের মুকুর মন, নিরখ অন্তরে॥ ২৩৫

হউক আমারে যত, করহ যতন।
তার সাক্ষী দিবানিশি, দহে মোর মন॥
তোমার গুণের কথা, অকথ্য কথন।
অনল অন্তরে মোর, সজল নয়ন॥ ২৩৬

তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে, আপন জেনে॥
আর কি সেরূপ ভুলি,
প্রেম-তুলি করে তুলি,
হৃদয়ে রেখেছি লিখে, অতি যতনে।
সবাই বলে আমারে, সে ভুলেছে ভুল
তারে, সে দিনে ভুলিব তারে,
যে দিনে লবে শমনে॥ ২৩৭

প্রাণ তুমি প্রেমসিন্ধু হয়ে,
বিন্দুদানে কৃপণ হলে।
প্রেম পিপাসিত জনে,
উপায় কি দেহ বলে॥
মহতের এই গুণ,
আশ্রিতে নয় নিদারুণ,
আমি হে আশ্রিত জন,
আমারে কেন বঞ্চিলে॥ ২৩৮

সে কি আমার অযতনের ধন।
মন প্রাণ সুশীতল করে যেই জন।
তবে যে অপ্রিয় বলি যখন জ্বালাতে জ্বলি
নতুবা তার সকলি প্রেয়েরি কারণ।

সে কেন রে করে অপ্রণয়,
ও তার উচিত নয়।
জানি আমি তার সনে,
কভু ত বিচ্ছেদ নয়॥
কখন কি বলেছি মানে,
আজ কি তা আছে মনে,
তা বলে কি মানে মানে,
অভিমানে রইতে হয়।
সখি গো আমার হয়ে,
বল তারে বুঝাইয়ে,
পিরীতি করিতে গেলে,
সুখ দুঃখ সব সয়॥ ২৪০

যে যারে ভালবাসে,
সে তারে ভাল বাসে না কে বলে।
তার সাক্ষী চাতকিনী তৃষায় ব্যাকুল,
নীরদ তেমনি তারে, তোষে ধারা জলে

দেখ পিরীতের সই দুই গুণ।
দিবাকর নিশাকর, দুইয়ের গুণ যেমন॥
প্রচণ্ড তপনবৎ, বিরহ করে দাহন।
মিলন শশী স্বরূপ, সুধা করে বরিষণ॥

অনুগত সেবী হলে,
তার দোষ নাহি লয়।
দেখনা মলয় গিরি, বেষ্টিত ভুজঙ্গ,
গরল সরল হয়, মহতেরি সঙ্গ,
চাঁদে যে কলঙ্ক আছে,ছেড়ে কি উদয় হয়

তবে তার কে করে যতন।
বশীভূত হ'ত যদি আপনারি মন॥
প্রথম মিলন কালে,
হাতে চন্দ্র এনে দিলে,
প্রেম ফাঁসি দিয়ে গলে, গলায় সে জন॥

প্রাণ কেন এত রোষ কর,
অধীনী অবলা পর।
তুমি ধন মন প্রাণ, এই ভাব রাত্রি দিন,
অন্তরে হয় মোর॥
তোমা বিনে থাকি আমি, যেন শূন্যাকার
দরশনে সচেতন, নিঃসন্দেহ হই তখন,
ভয় নাহি আর॥ ২৪৫

কেন এমন মান করে,
তারে মন না করি বিচার।
যাহার বদন, বিরস কখন,
দেখি যদি প্রাণ, হয় লো বিদায়॥
প্রাণের অধিক যারে, সতত যতন করে,
তারে করি মান, যত দুঃখ প্রাণ,
তুমি ও তো জান, বুঝাব কি আর॥২৪৬

মনহরণ মন করহ যতন, বলিহে তোমায়
নিলে এক গুণ, হইবে তো জান,
দিতে দুই গুণ, না রবে কথায়।
সকল ধন অধিক, মনধন প্রিয় দেখ,
হেরিলে সে ধন, এই সে কারণ,
তোমারে নয়ন, ছাড়িতে না চায়॥২৪৭

এ রসে বিরস কেন, সরস বসন্তে।
মানশর কুহুস্বর, ভেদ কি কৃতান্তে॥
মলয়া সমীর, বহে ধীর ধীর,
অনায় অনন্তে।
ফুলবাণ, করায় রোষ, মদন দুরন্তে॥
থাকিলে অন্তর, জ্বলিত অন্তর,
কেবা করে শান্তে।
যামিনীর কামিনীর সুখ পায়ে কান্তে॥

আমি হে তোমার প্রাণ,
বুঝিছি মনের মত।
নহে কি সকলাধিক,যতন কর কি এত॥
না দেখিলে আলাতন, দেখিলে হরিষানন
যে রূপ যতন কর, কথায় কহিব কত॥
মন দিয়ে পেলে মন,
হলো ইথে লাভজ্ঞান,
এমন সুজন সনে, থাকিতে আশ সতত॥

না বুঝিয়ে প্রাণ,
কেন কর এত অভিমান।
তোমার অধিক কারে, করি হে যতন॥

ভুলিয়ে রলে আপনি,
শীতল নহে যে জানি,
ঘুচাইয়ে ভ্রম দেখ, মনের সমান প্রাণ॥

কিসের কারণ বিধুমুখি,
করিছ তুমি অরুণ আঁখি।
তোমার বিরসে, আর কোন রসে,
হৃদিপদ্ম হবে বল সুখী॥
তোমার চন্দ্র বদন, আমার চকোর মন,
ইহাতে অরুণ, বরুণ নয়ন,
করি কর কেন এত দুঃখী॥২৫১

অনেকের প্রাণ তুমি রে, এখন আমারে
মনে কেন করিবে হে।
প্রথমে না জানি অনেকের প্রাণ,
আমার প্রাণ, ম রি হে দেখনা এবে॥
তোমার আছে অনেক,
আমার তুমি হে এক
ইহাতে উচিত যে হয় করিবে।
কি কব আর বাসনা মনের রবে॥ ২৫২

ভ্রমরারে কেন মিছে,
লাজ করিলে কি হবে।
কখন না হয় মনে, স্বভাব ত্যজিবে॥
অনেকের প্রাণ তুমি, দুখ কি বুঝিবে।
হইলে আমার মত,
জানিতে হে তবে॥ ২৫৩

আপনার মত বিনে সুখী কে কোথায়।
মত মত হলে চিত, সুখ হয় কত মত,
বলা নাহি যায়॥
যে যার আপন হয়, সে হয় তাহার;
ভিন্ন ভাবে ভাব কোথা হয়েছে কাহার
স্বভাবে স্বভাব ভাব, সকলের এই রব,
সন্দেহ কি তায়॥ ২৫৪

পিরীতের দুখ ভ্রম জ্ঞান সুখময়।
যাহার যেমন মন, তাহার ফল তেমন,
হয় হে উদয়॥
প্রেম করি দুই জ্ঞান, থাকে যতদিন,
কখন সমুহ সুখী কখন দু-দিন,
এক জ্ঞান হলে চিত, দুখ হয় কদাচিত
সুখ অতিশয়॥ ২৫৫

মানেতে মনকে মিছে,
দাহন করিছ প্রাণ।
না দেখে কমল মুখী,
অলির কমল আঁখি,
কমল জীবন মন,তাহাতো শুনেছ প্রাণ॥
যাহার যেবা স্বভাব, তার কি হয় অভাব
বৃথায় ভাবিছ।
অন্য অন্য ফুলগণ, বলয়ে অলি আপন,
সে অলি কমলাধীন,
তুমি ত জেনেছ প্রাণ॥ ২৫৬

অনেক দিবস পর মিলন হইল।
বিরহ বিষ অনল, ছিল অধিক প্রবল,
তাহা যে শীতল হবে মনেতে না ছিল॥
মিলন আশয়ে প্রাণ,
ছিল যেঞি তেঁই প্রাণ,
তোমারে পাইল।
কত সুখ হলো লাভ, কথায় কত কহিব,
আনন্দসাগরে মন, নয়ন সজল॥২৫৭

সখি কোথা পাব তারে,
যারে প্রাণ সঁপিলেম।
যাহার কারণে আমি, কলঙ্কি হইলেম॥
পরাণ কেমন করে,
রহিতে না পারি ঘরে,
সুখ আশে দুখ নীরে,
এবে যে ডুবিলেম॥
আগেতে না জানি এত,
এমন করিবে নাথ,
জানিলে কি করি প্রীত,
না জেনে মজিলেম॥
অধীনী জনে প্রাণনাথ, নিদয় হয়ে,
ছিলে হে কেমনে।
ও বিধুবদন না হেরিয়ে প্রাণ,
জলিত জীবন সঘনে॥
শয়ন স্বপনে প্রাণ, কখন কি চিতে,
অধীনী বলিয়ে মনে, নাহি কি করিতে
একাকিনী নারী, থাকে কেমন করি,
নিবারি দুরন্ত মদনে॥

এতদিন পর মোরে পড়েছে মনে,
তেঞি প্রাণনাথ বুঝি এসেছ এখানে।
ছিল হে জীবন, তুওঁ দরশন,
হইল নাথ তব মনে॥২৫৮

অনর্থ চিন্তার্ণবে ডুবিলে।
পরেরে আপন ভাবি, পরাণ সঁপিলে॥
নিত্য নিত্য করি মনে,
মিলিব তাহার সনে,
নিকটেরে দূর বোধ, কাহারে করিলে॥

তারে বারণ কর সই, আসিতে এখানে
এমন সময়।
যদি কোন জন, কহে কুবচন,
জলিবে জলিব তায়॥
উভয়ের ভয় যায়, সে সময় আসিতে হয়
আমার এমত, হউক সম্মত,
ভয়েরো কি থাকে ভয়॥২৫৯

পিরীতি কখন পারে কি প্রাণ
করিতে গোপন।
মুদিত কমল, দেখিলে কেবল,
যখন উদয় অরুণ॥
তিমির আলয় দীপ, দেখায় দেখ কিরূপ
তিমির কখন, উজ্জ্বলে যাপন,
কয়ে কে জানে, বলনা এখন॥২৬০

সে জানে না, আমার মন,
যেমন তার তরে।
জানিয়ে বুঝনা কেন,
বিচ্ছেদের হুতাশন,
দাহন করিবে মোরে॥
তারে জেনে এই হলো,
মরন সদা সজল, কহিব কারে।
যারে কয় সেই মন,
সুখ দুঃখের কারণ,
সে বিনে সুধা কে করে॥ ২৬১

আমার মনের দুঃখ,
আমি কারে কহিব।
ইহার উপায় কি, বিষ খাইব।
কি যমের পুরে গিয়ে শীতল হইব॥২৬২

শুঠাগত প্রাণনাথ, না দেখে তোমারে।
অয়ানে যাবে কি বাহির হইবে,
বল না আমারে॥
অধীনে সদয়, হলে ক্ষতি হয়,
বুঝেছ অন্তরে।
ইহাতে কেমনে, প্রবোধিয়ে মনে,
থাকি কি প্রকারে॥
অনুকূল বিধি, যদি প্রাণ নিধি,
দিলে হে আমারে।
করিতে যতন, সংশয় জীবন,
বলিব কাহারে॥ ২৬৩

নিত্য নিত্য করি মনে,
বলি খেদের কারণ,
তারে আর সাধিব না।
প্রভাত হইলে পুন,
কেমন করয়ে প্রাণ,
আর সে ভাব থাকে না॥
হইয়ে আপন মন,
হইল তার অধীন,
কি করি বল না।
ইহাতে উপায় আর,
থাকিলে দেখ আমার,
না হতো এত যাতনা॥ ২৬৪

শুন সই মোর মন,
মজিল এখন কি করি।
পশ্চিমে অরুণোদয়
হলে পাসরিতে নারি॥
কুল শীল অভিমান,
ত্যজিয়ে হলেম অধীন,
লোকের কথাতে, পারি কি ত্যজিতে,
ত্যজিলে তখনি মরি॥ ২৬৫

পড়িলাম আমি তাহার নয়ন জালেতে।
কেশ শেষ ফাঁসি তাহে, দিয়েছে গলেতে
বুঝি প্রাণপণ করি, চাহি পলাইতে,
যাইতে না দেয় তায়, ঔষধ হাসিতে॥

দেখিবে আপনমত আপন অনে। (প্রাণ)
না বুঝিলে তব মত,
মতাধীন হবে কেনে।
দৈবের ঘটনা যাহা,
বল কে খণ্ডিবে তাহা,
কমলে কণ্টক আছে,
মধুকর তাকি মানে॥ ২৬৭

কেন লো প্রাণ নয়নে অরুণ উদয়।
তপন সবারে দহে, না দহে কমলে,
তব আঁখি রবি হৃদি কমলে জ্বলায়॥
তব কেশ ঘন ঘন, শীতল করিত মন,
এখন তা নয়।
আজ ফণিময় হেরি, কাতর পরাণ,
নিকট না হতে পারি, দংশে পাছে ভয়॥

কেমনে যে প্রাণ বুঝাব,
যেমন আমার মন।
জেনে যদি না জানিবে,
কে জানিতে পারে,
বিষম হইল মোরে, করি কি এখন॥
মোর মনে নিরন্তর, প্রাণ তুমি বাস কর
না জান কেমন।
মন জলধি যখন, তুমি তাহি জল,
জলিলে বুঝিতে তবে,
আমি হই যেমন॥ ২৬৮

কখন রে প্রাণ ভাবনা, আমি তোমার।
হৃদয় সরোজাসনে, করিয়ে যতন,
তোমারে রেখেছি প্রাণ, দেখি নিরন্তর
দেখিতে দেখিতে দেখ, অনিমিখ হয়
আঁখি, সুখ হে অপার।
পিরীতে মান মিশ্রিত, জানহ তাহাতো,
সে মান উদয় হলে, উভয়ে কাতর॥

আমারে কিছু বলো না সই,
মন মোর তার বশ হলো।
লোকলাজ কুলভয়, কোথায়ে রহিল॥
পিরীতি সুখের নিধি,
অনুকূল দিলে বিধি,
এ যতনে যায় প্রাণ সেই বরং ভাল॥

দেখিতে দেখিতে কোথা,
লুকাইল ওলো সখি।
আমি পালটাতে পুনঃ,
তারে আর নাহি দেখি॥
ক্ষণে দরশনে আঁখি,
কদাচিত নহে সুখী,
তৃষা অতিশয় হয়, মনে বুঝে দেখ দেখি

এত দিনে মনোবশ হইল নয়ন।
তার সে রূপ হৃদয়ে, করেছে ধ্যান॥
যাহে অদর্শনে সুখী, নহে কদাচন।
সদা মনযোগে তার, করি দরশন॥ ২৭৩

এমন্ করোনা প্রাণ, অধিনী জনের সহ
নিতান্ত সে হল তব,
তারে মিছে কেন দহ ॥
অধীনে সদয় থাক, নিদয় হইলে দুঃখ,
এ দুখ মোচন করে,
কোন জন আছে কেহ ॥ ২৭৪

দেখিতে দেখিতে তোরে,
অনিমিষ হয় আঁখি।
বুঝাতে না পারি দেখ,
হই আমি কত সুখী ॥
ভাবনা রহিত মন, আমার হয় তখন,
মনপুরে মহানন্দ, আর কিছু নাহি দেখি

রীতে রীতে চিতে চিতে,
মিলিলে সে সুখ হয়।
সুরীতে কুরীতে মিত্র হয়েছে কোথায় ॥
স্বভাবে অভাব ভাব,
ভাব দেখি সেকি ভাব,
ছাগে বাঘে সতাসতে কিসের প্রণয় ॥

কেতকী এত কি প্রেয়সী তব মধুকর।
নলিনী নিরাশ্রয়ে দহে নিরন্তর ॥
নাম তব রসরাজ, রাজার উচিত কায,
এই তোমার, অন্তরে আপন জ্ঞান,
আপন অন্তর ॥ ২৭৭

বুঝিলাম এখন মনে, দুখিনী জনে,
নিধি লাভ হবে কেনে। সই।
সতত রাখিয়াছিলাম নয়নে নয়নে ॥
তথাপি সে লুকাইল কয়নের গুণে।
হৃদয়ে তাহার রূপ, হেরি গো মননে ॥
সুস্থির কি হয় প্রাণ, চাক্ষুষ বিহনে।

মনের বাসনা সই, সেই সে জানে।
আর কাহারে কহিব, কেহ নাহি জানে
আপন নয়ন হয়ে, প্রবোধ না মানে।
বিরহ অনল অতি, বাড়য়ে রোদনে।
অনল শীতল হয়, তার দরশনে।
সেই নয়নের নীরে, সময়ের গুণে ॥ ২৭৯

বারে বারে এবারে, আর আমি তারে
সাধিব না। সই।
কতবার মনে করি, মনেতে থাকে না ॥
এতদিনে না বুঝিলেম তাহার মন্ত্রণা।
সে কি আমার হইবে, করিলে সাধনা ॥

মনেতে বুঝিয়া দেখ,
না দেখিলে তব মুখ,
রহা যাবে কেন। প্রাণ।
দেখনা কান্দিতে হয়, হলে অদর্শন ॥
দরশনে পুলকিত প্রফুল্ল বদন।
সকল রতন হতে, মন অধিক রতন ॥
সে ধন তোমার কাছে, তুমি ও তা জান

মন্মথের বাণ, কে বলিলে প্রাণ,
দেখ নলিনী দল।
বলিতে পারিবে বটে, স্বভাব অনল॥
তেজেতে উৎপত্তি যার,
দাহিকা শক্তি তাহার
তপনেরে সখী বলে অধিক প্রবল॥
আর অপরূপ গুণ,
কেহ জান কি না জান।
কটাক্ষে বিরহানল করয়ে শীতল॥ ২৮২

ঐ যায় সই, ডাকনা উহারে,
মোর প্রাণ যায়।
মানেতে কহেছি কত ফিরে নাহি চায়॥
কেনবা করিলাম মান,
এখন যে যায় প্রাণ।
রতন যতন বিনে, থাকেলো কোথায়॥

জানি তুমি প্রাণ নিধি। হে।
বিরল দেখিলে মুখ কতমত সাধি॥
সতত বাসনা মোর,
কখন হয়োনা অন্তর।
অন্তরে হলে অন্তর, কেমনে প্রবোধি॥

বিধি বিনে কারে বিরহ যাতনা।
প্রেম গেল কেন প্রাণ গেল না॥
হইয়ে বহিয়ে গেছে, প্রেম ফুরাইয়েছে,
রহিল কেবল প্রেমেরি নিশানা॥ ২৮৫

কেমনে এলে অলিরাজ,
এলে ত্যজিয়ে কেতকিনী॥
হইবে অনেক সুখ, মনেতে বুঝিয়ে
বুঝি প্রাণ, সঁপিলে তাহারে ওরে,
রবোদিত কমলিনী সব ফুলে সমভাব,
তোমার বিচারে যদি প্রাণ।
বৃথায় নলিনী ভাবে, আপনি সোহাগিনী

তাই কি মনে করে,
মানভরে অভিমানে আছ।
জ্বালিয়ে বিরহানল, দাহন হতেছে॥
পিরীতে যতেক হয়, সকলি কি মনে রয়
তাহলে কি বিচ্ছেদ হয়,
কার মুখে শুনেছ॥ ২৮৭

চল সখি যাই যমুনাতীরে,
ঘনবরণ ঘন উদয় মনে।
না দেখি নয়ন, করিছে রোদন,
কি করে এখন, লোক লাজেতে॥
অজ্ঞান কলঙ্ক যার,
দেখিলে কি থাকে তার,
লোক কলঙ্কেতে, কি করে তাহাতে,
মন যে সঁপিলে, সেই রূপেতে॥ ২৮৮

ঘনঘন ঘনবরণ ধ্যানে, মম মনের ভ্রম
রহিল দূরেতে।
আর অন্য রূপে, মজিব কি রূপে,
মজেছি স্বরূপে, সেই রূপেতে॥

দেখিতে বরণ কাল, অন্তর কপ্রে আল,
ম্নুরারির অমে কেহ ক্রমে২ক্রমে,
মজে তার প্রেমে, পারে বুঝিতে ॥ ২৮৯

কি সুখ পিরীতে ভন, প্রাণ সই,
না হলে মিলন।
এক জন আমারে, না হেরে যাহারে,
সদত করি যতন ॥
তৃষিত চাতকী যেন, আশায়ে প্রাণ ধারণ
কেমতি তাহারে, ভাবি হে অন্তরে,
তথাপি না রাখে মান ॥ ২৯০

দিবা অবসানে আসি,
কলরাজ বিরস কেনে।
আছি যতক্ষণ, হরিষ বদন,
দেখিতে বাসনা মনে ॥
সময়ে না এলে প্রাণ, অসময়ে আগমন,
তোমার কি দোষ, অনেকের বশ,
সহিল আমার প্রাণে ॥ ২৯১

যতনে যে ধন সদা, করে উপার্জ্জন।
কে কোথা দুঃখেতে ত্যজে,
না দেখি কখন ॥
অনেক যতনে ফণি, মণিরে পাইয়ে,
শিরেতে ধারণ করি, মনে নিরখিয়ে,
বিহনে এমন ধন, বাঁচে কি জীবন ॥২৯২

পিরীতি তোমার সনে, রহিল মনে।
কখন না পাসরিব, জীবনে মরণে ॥
কি জানি কি গুণে প্রাণ,
বান্ধিয়াছ মোর মন,
থাকিবে যে চিরদিন, রাখিব যতনে ॥

কমলিনী অধীনী তোমার শুন অলিরাজ
সদয় তোমারে, ভাবি হে অন্তরে,
এই মোর কায।
সদয় থাকহে নাথ, এই হয় মম মত,
নিদয় কখন, হয়োনা হে প্রাণ,
সুখেতে বিরাজ ॥ ২৯৩

সেই সোহাগিনী লো,
যারে প্রিয় সদত চাহে।
দুঃখিত কখন, নহে সেই জন
না বিরহে দহে ॥
মদন দাহন তারে,
করিতে নাহিক পারে,
সুখের সাগরে, সদা বিহরে,
না যাতনা সহে ॥ ২৯৫

আগে তারে দিওনা রে মন।
(কভু সে নহে আপন)
যে-যে শঠের শিরোমণি,
আমি তারে ভাল জানি,
শঠের পিরীতি যেমন জলের লিখন ॥

বিরস অঙ্কিয়ে প্রকো, হরিয়ে স্বামলা।
গলিত কেশ নীরদ,
তাহার আড়েতে চাঁদ,
লুকায়ে কেন বল না॥
ত্যজনা বিষম বেশ,
করহ স্বভাব বেশ।
ঈষদ্ হাসিয়ে প্রিয়ে,
অভিমান বিনাশিয়ে,
প্রাণ সরসে মজনা॥ ২৯৭

আর কি প্রাণনাথ যাইতে
পারে লো সখি।
বান্ধিয়াছি প্রেমডোরে,
ঝরুক তার আঁখি॥
হৃদি-সরোজ ভিতরে,
লুকায়ে রেখিছি তারে,
বাহির কি করি আর, বুঝে দেখ দেখি॥

আমারে কি তার আছয়ে মনে।
মনেতে করিত যদি,
তবে কি মরি হে কাঁদি,
নিরখিয়ে থাকি পথ পানে॥
তাহারে না দেখে, প্রাণ যেমন করে,
এ কথা কে বুঝিবে কহিব কারে॥
কিবা রাত্রি দিন, তার প্রতি মন,
আমি যে কাতর সে কি জানে॥ ২৯৯

কহিও সই এই নিবেদন মোর;
প্রাণনাথে।
নয়নেরে বশ আমি, করি কি ইহাতে॥
নয়নের বশ তুমি, নহ কদাচিতে।
বশ হলে তবে কেন, হইবে কান্দিতে
ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়, তোমারে দেখিতে।
গেলে কি হইবে ভাল, হয় কি মতেতে॥

নয়ন প্রবোধ মানে কি প্রাণ,
না দেখে তোমারে
একেতো নয়ন, তাহাতে শ্রবণ,
অমিয় বচন, তাহে শুনিবারে॥
রসনা রসের আশ,-পরশ চাহে পরশ,
নাসিকা সুবাস, লয় অভিলাষ,
বলিলেম বিশেষ, বুঝনা বিচারে॥ ৩০১

তুমি মোরে ভুলিলে ভ্রমরা যে,
কি রসে মজিয়ে।
বিরহ আগুণ, দিয়ে এই মন,
রয়েছে প্রাণ প্রবোধিয়ে॥
নানা ফুলবনে ভ্রম, সকলের সনে প্রেম,
নলিনী নীরেতে, তাহারে দেখিতে
কদাচ মনে নাহি হয়ে॥ ৩০২

এই কি মনে প্রাণ করিয়াছিলে,
জালাবে বিরহানলে।
সাধের পিরীত, তোমার সহিতে,
করিয়ে ভাসি, নয়ন সলিলে॥

নয়ন নিকটে রাখি,
সাধ দিবানিশি দেখি,
নয়ন অন্তর, থাকি নিরন্তর,
তোমার মতে বিচার করিলে॥

বিরহ যাতনা, শুনরে সজনি
সহে না। আর।
মন অতি চঞ্চল, নয়ন সজল,
তথাপি অনল নিবে না॥
হইবে কবে মিলন, হেরিব বিধুবদন,
ঘুচিবে যন্ত্রণা।
উদয় হইবে সুখ, রবে না অসুখ,
একি হবে পূরিবে বাসনা॥ ৩০৪

আমি কি তোমার কেনা কেনা।
এই অনরব, ঘরে ঘরে সব,
করিছে কে না॥
এরবে নীরব আমি, মনে বুঝে দেখ তুমি
তুমি যদি জান কেনা,
আমার নাহি ভাবনা,
বলিছে কি না॥ ৩০৫

পিরীতি করি প্রাণ
এই লাভ হলো আমার।
দেখাইয়ে সুখ মুখ, দিলে দুঃখ তাঁর॥
অবলা সরলা আগে, না করি বিচার।
মজিল দেখ বিনয়, ছলেতে তোমার॥

আইলে হে অধীনী জন সদনে।
তোমার বিরহে প্রাণ
আছে কিনা আছে প্রাণ,
এই বুঝি দেখিবারে হয়েছে মনে॥
মনের মানস বিধি, পুরাইবে পাব নিধি
হলো এতদিনে।
ভাগ্যগুণে যদি পুন, হইল সুখ মিলন,
বিচ্ছেদ না হয় যদি, সাধ এক্ষণে॥ ৩০৭

চন্দ্রাননে কি শোভা, কমল নয়ন।
ভৃঙ্গ তৃঙ্গ ভঙ্গি করি, করে মধুপান॥
কেশ শেষ কি তাহার,
কিবা নীরদ আকার।
মন শিখী তাহা দেখি, হরিষে অজ্ঞান॥
শ্রবণে শোভে কুণ্ডল,
চমকে অতি চঞ্চল,
কিরণ ঝলকে তার দামিনী সমান॥৩০৮

গঞ্জনে নিরঞ্জন, হয়েছে নয়নে।
সেই নীর হার হতো,
যদি হিংসা না করিত, কোন জনে॥
করিতে প্রেম ভঞ্জন,
আছে কত শত জন,
ত্যজিতে অসত জন,
বলে বিনে প্রয়োজন,
প্রিয় জনে॥ ৩০৯

কোথারে চলিলে হে প্রাণ,
মন মান ভয়ে।
দুঃখের উপরে সুখ, দুখ দিয়ে মোরে॥
যদি অনেক দিনান্তে,
পাইলাম প্রাণকান্তে,
প্রাণ গেলে নাহি কয়,
বল না কে কারে॥
আপন ভাবিয়ে নাথ,
অভিমানে কহি কত,
ইথে এত বিপরীত, ভাবিলে অন্তরে॥

তোমারে কে জানে প্রাণ,
যে জানে সেই সে সুখী।
তোমারে জানিতে, সাধ যার চিতে,
কদাচিতে নহে সে দুঃখী॥
তোমারে যে নাহি জানে,
তারে কেহ নাহি জানে,
জেনেছে যে জন, ভুলিতে কখন,
সে কি পারে নাহিক দেখি॥৩১১

অহঙ্কার কারোপর, কারব কে সহে।
যে করিল সোহাগিনী,
সেই বিনে আর কেহ নহে॥
আপন নহে যে জন,
তারে কিবা প্রয়োজন,
সেই জন প্রিয় জন,
সুখে সুখী দুঃখে নহে॥৩১২

কি সন্দেহ কর প্রাণ, নিঃসন্দেহ রহ।
আর কাহারোপর আমার নাহি মোহ॥
মোহরে করিয়ে দূর,
নির্মোহী নাম মোর,
দয়ার অধিক দয়া, তোমারে বুঝে লহ॥

কখন যামিনী কামিনীমুখ চাহি কি রহে
আমার যে মন, তোমার কারণ,
পথ চাহি পরাণ দহে॥
যামিনী থাকিতে কেন
আসিতে সে দিবে প্রাণ,
তুমি জান ভাল, আমারে সকল,
দুখ সহে তারে না সহে॥৩১৪

নয়ন নীরে কি নিবে মনের অনল।
সাগরে প্রবেশি যদি, না হয় শীতল॥
তৃষায়ে চাতকী মরে,
অন্য বারি নাহি হেরে,
ধারাজল বিনে তার, সকলি বিফল॥
যবে তারে হেরি সখি,
হরিষে বরিষে আঁখি,
সেই নীরে নিবে জানি, অনল প্রবল॥

বোধ না হইলে ভ্রম, ঘুচিবে কেমনে।
করিছ ক্রোধ অবোধ অবলা বচনে॥
বারণে অজ্ঞানে ভেদ, না হয় কখনে।
অঙ্কুশে উচিত হয়, শুচিত সুজনে॥৩১৬

অনেকের প্রাণ হে তুমি মধুকর।
কেমনে বলিব তুমি, কেবল আমার॥
আর কি বলিব প্রাণ, শরীর তোমার।
রাখিতে তোমার আছে,
না রাখ তোমার॥৩১৭

তুমি কি রাজা হলে,
প্রাণ আমার দেশেতে॥
তব মতে মত কেন, হয় হে করিতে॥
ভুলে যদি কর ক্রোধ,
করিতে হয় অনুরোধ,
হইয়ে কাতর আর, হয় হে সাধিতে॥
খেদ উপজিলে মনে,হেরি না হে নয়নে
দেখিলে নয়ন মন, ভাসয়ে সুখেতে॥

নিদয় ঋতুরাজন বিরহী জনে।
দেশ ত্যাগিলে সুখ নাহি কাননে॥
অন্য অন্য রাজা যত, সকলের এইমত,
পলাতকে নাহি দেয়, দুখ কখনে।
এ রাজার দূতগণ, একে এক শত জন,
মলয়া কোকিল ফুল, বাধে তিনগুণে॥

তুমি কি আমার মনের বাসনা জাননা,
দিবানিশি তোমা বিনে,
করি কি আর সাধনা॥
কে দিলে শিখায়ে প্রাণ এমন মন্ত্রণা।
নিতান্ত অধীনী জনে,
দিতে কি হয় যন্ত্রণা।॥ ৩২০

আমি কি তোমার অবশ কখন রে প্রাণ
তবে যে বিরস দেখ দুখে উপজয়ে মান
তোমার অলির রীতি, একই সমান।
আমার ঐ রীতি হলে,
করিতে সুরীতি জ্ঞান॥ ৩২১

একের দুখ আরে বুঝিবে কেন। (প্রাণ)
অপনার বশ যদি, না হলো আপন মন॥
সাধ্য সাধকতা জ্ঞান আছে যতদিন।
দুই জ্ঞানে সুখ দুখ হয় হে নিতান্ত যেন

হৃদয়নিবাসী জনে, না হের নয়নে প্রাণ
চঞ্চল চিত্ত কারণ,
যাহ'র তরে উচিত হয় অনুচিত মান॥
যে যারে আশ্রয় দেয়,
সে তার সকলি সয়, এইত বিধান।
আশ্রিত নির্দোষ, তার প্রতি রোষ,
এ কোন পৌরুষ,
বল কর কি প্রমাণ॥ ৩২৩

রাগে অনুরাগ নাহি রহে রে।
বিরাগ সুখের লাগি, কত প্রাণ দহে রে
মান উপজিলে মনে, মরণের ভয়;
না থাকয়ে অনুচিত, কহিবারে হয়;
যে হয় আপন জন,
.সেই সে তা সহে রে॥ ৩২৪

দেখনা লো সই এমন সুদিন।
ডাকিছে কোকিল, মত্ত অলিকুল,
বিকসিত ফুল, মলয়া পবন ॥
মিলন শশী উদিত, বিচ্ছেদ তপন গত,
সুখী হৃদি পদ্মানন।
সহ প্রাণকান্ত, যামিনীর কান্ত,
হলো উপনীত, বসন্ত রাজন ॥ ৩২৫

এমন কল্যাণ কর বিধি,
প্রাণনিধি না হয় নিদয়।
দিবানিশি এই অভিলাষ,
থাকে সে সদয় ॥
কত মত যতনেতে,
রতন পেলেম হাতে,
অতএব শুন নয়নের অন্তর না হয় ॥৩২৬

তবে প্রেমে কি সুখ হ'ত।
আমি যারে ভাল বাসি,
সে যদি ভালবাসিত ॥
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে,
কেতকী কণ্টক হীনে,
ফুল ফুটিত চন্দনে,
ইক্ষুতে ফল ফলিত।
প্রেম সাগরের জল,
তবে হইত শীতল,
বিচ্ছেদ-বাড়বানল,
যদি তাহে না থাকিত ॥ ৩২৭

শুনহে কহি, এই আমি চাই,
বলোনা কাহারে।
আমার পরাণ, করিয়ে হরণ,
রাখিয়াছ প্রাণ, নয়ন ভিতরে ॥
যে যারে নয়নে রাখে,
সে তারে সতত দেখে,
সন্দেহ ইহাতে, নাহি কদাচিতে,
বুঝনা মনেতে, কি কব তোমারে ॥৩২৮

কি করিব রে মন মোর বশ নহে।
যাবৎ তাহারে হেরিলাম,
হারাইলাম লাজভয়,
বিরহে শেষে দহে ॥
জানি তোরে যা বারে,
যাহারে প্রাণ সঁপিলে।
সকল রজনী কামিনী বাসে,
রজরসে ভোর করিলে ॥ ৩২৯

কেমন করি মোরে,
ভুলি রহিলে একেবারে।
তুমি কি তা নাহি জান,
যেমন আমার মন,
তোমার তরে ॥
দিবানিশি ভাসি আমি, নয়নের নীরে।
তুমি নাহি মনে কর,
আমি হে অতি কাতর,
বিরহ শরে ॥ ৩৩০

আর কার নহি প্রাণ, তোমিয়ে।
তিলেক না হেরি যদি, বোধ হয় মরিয়ে
বিরূপ আমারে তুমি, ভেবো না কখন;
স্বরূপে এই জানিবে, তব বশ মন;
আর কিসে হবে সুখী,
বলনা তা করিয়ে ॥ ৩৩১

তোমার বিরহ সয়ে,
বাঁচি যদি দেখা হবে।
হেন জ্ঞান হয় প্রিয়ে,
এ দেহে প্রাণ আর না রহিবে ॥
আমি মাত্র এই চাই,
মরি তাহে ক্ষতি নাই,
তুমি আমার সুখে থাক,
এ দেহে সকলি সবে ॥ ৩৩২

যে দিকে চাই, সেই দিকে পাই,
দেখিতে তোমারে।
কি জানি কি গুণে, ভুলালে নয়নে,
তোমার বিহনে, না দেখি কাহারে ॥
যখন থাকি শয়নে,
তোমারে দেখি স্বপনে।
পুনঃ জাগরণে, নয়নে নয়নে,
..কি সেই মনে,
কি হলো আমারে ॥ ৩৩৩

হউক যেনে সই কহিও নির্দয়ে,
সদয় হওনে কি ক্ষতি।
দেখ চাতকিনী তৃষায়ে ব্যাকুল,
নবঘন প্রতি ॥
চকোরী সুধার তরে,
দেখ অভিলাষ করে
বিধু কি বঞ্চনা করয়ে তাহারে,
হয় কি এমতি ॥ ৩৩৪

মানিনী মানেতে রহিলে তুমি,
প্রাণ চলিল তব মান মোচন।
মানের যতন, অধিক রতন,
হইতেছে বুঝি এখন ॥
কি হইবে মান গেলে,
এখন নাহি বুঝিলে,
তব দুঃখে দুঃখি, শুন ওলো সখী,
তেঁই সে বলি এমন ॥ ৩৩৫

সকল রতন, অধিক যে মন, সই,
যতনে আমি দিলাম যাহারে।
বিহনে সে জন, আর প্রিয় জন,
বলিব বল কাহারে ॥
ইহার অধিক হিত, হইবার যার মত,
অবুঝ বুঝিবে তাহারে।
যাহার কারণ, তৃষিত নয়ন,
অন্তর রহে অন্তরে ॥ ৩৩৬

তুমি তার ভয়ে হলে,
সুধামুখি পাগলিনী।
সেই ধ্যান জ্ঞান, তার গুণ জ্ঞান,
দিবস রজনী॥
অন্য অন্য বিষয়েতে,
থাক তুমি অন্য চিতে,
তাহার প্রসঙ্গ হলে,
নানারঙ্গ কুরঙ্গনয়নী॥ ৩৩৭

কি করে লোকেরই কথায়।
সেই মন প্রাণ ধন, মন যারে চায়।
উপজিলে প্রেম নিধি,
নিষেধ না মানে বিধি,
মন প্রাণ নিরবধি, তারি গুণ গায়॥৩৩৮

অনেকের প্রিয় সে,
আমারে প্রিয় বলিবে কেন।
এমন বাসনা, কেবল যন্ত্রণা,
সদা জ্বালাতন॥
নয়ন নীরেতে ভাসি,
ভাবি তারে দিবানিশি।
আমার এ কাজ, সে তো,অধিরাজ,
তার কি এখন॥ ৩৩৯

মনে করি বারে বারে,
নাহিক হেরিব তারে,
তার সনে আলাপের,
নাহি কোন গুণ॥
হেরিলে সে ভাব আর,
না থাকে অন্তরে মোর,
পুলক নয়ন রসনা,
কহিতে চায় শুনিতে শ্রবণ।
মম হৃদি কম্প হয়, মনেতে কত উদয়,
না যায় কহনে, যদি কোন কথা কয়,
উত্তর না করি তায়, উপজয়ে মান,
নয়ন অন্তরে হয় করিতে রোদন॥ ৩৪০

নয়নের দোষ কেন,
মনেরে বুঝায়ে বল নয়নেরে দোষ কেন
আঁখি কি মজাতে পারে,
না হলে মনমিলন॥
আঁখিতে যে যত হেরে,
সকলই কি মনে ধরে,
সেই যাকে মনে করে,
সেই তার মনোরঞ্জন॥ ৩৪১

পিরীতের গুণ কি কহিব তোমারে।
শুনিলে বিস্ময় হয়, শরীর শিহরে॥
প্রেমডোরে বদ্ধ জন, ভ্রময়ে অন্তরে।
এ গুণে যে বান্ধা নহে, নহে সে [illegible]

তাহার কারণে কেন, দহে মোর মন।
যেরূপ তাহারে আমি, করি হে যতন॥
সতত চাতুরী সখি, করে সেই জন।
সে বরং ছিল ভাল, নাহিক মিলন,
মিলনে এই,সে হলো, সদা জ্বালাতন॥

মৃগনয়নি তুমি ভাবিতেছ কেন এত।
প্রফুল্লবদনি তুমি, আজি কেন বিষাদিত
হেরিয়ে তোমার মুখ, বিদরে আমার বুক,
বাঁচাও জীবন ওলো, হয়ে প্রাণ হরষিত

আমি ত তাহার সই,
সে জানে আমার মন।
অযতনে কে কোথায়, কারে সঁপে প্রাণ
মন রাখিবারে মন, করে এক মন,
মনেতে মনেতে জমে, হয়লো মিলন॥

অরুণ বরণ আঁখি, বিধুমুখি কেন।
এরূপ তোমার, হেরিয়ে চকোর,
করিছে রোদন॥
এলায়েছে কেশ মন, বহে নিশ্বাস পবন,
বাক্য সুধা দান, করিয়ে এখন,
বাঁচাও জীবন॥ ৩৪৬

ও বিধুবদনি ধনি হেরনা নয়নে। ওলো
বধিলে কি আঁত তব, অনুগত জনে॥
অনাথিনে চকোরে তুষিতে সুধাদানে।
আছু শশী মান মেঘ, কিসের কারণে॥

মিলন কি সুখময়, হৃদয়ে উদয় হলো।
ধরিয়ে সুখের হাত, বিচ্ছেদ চলিল॥
পিরীতের মত সুখ, মনে মনে বুঝে দেখ
কাঁদায় অতুল হয়ে প্রেম রস কল॥৩৪৮

আমার মন তোমার কারণ যেমন,
প্রাণ সেই জন জানে॥
দিবানিশি থাকি আমি, তোমার ধেয়ানে
তুমি তাহা নাহি জান, এই খেদ মনে
মনের আকার যদি, না বুঝ বচনে,
আর কি সদৃশ আছে, বুঝাব সে গুণে॥

প্রেম মোর অতি প্রিয় হে
তুমি আমারে ত্যজোনা।
যদি রাত্রিদিন, কর জ্বালাতন,
ভাল সে যাতনা॥
সমূহ যাহার গুণ, কিঞ্চিৎ অগুণ,
কি দোষ বলিব তার, কিবা অপগুণ,
তব গুণ কথা, কহিতে সর্ব্বথা,
হতেছে বাসনা॥
অন্ত অন্ত চিন্তা যত, আমার আছিল,
তব হুতাশনে তারা, সব দাহ হল।
ইহায় অধিক, আর কিবা সুখ,
মনেতে বুঝনা॥ ৩৫০

সে কি না জানে সই মনের বাসনা।
জানিয়ে দেখনা মোরে, মনে নাহি করে,
সদা দিতেছে যাতনা॥
আমার মত এমন, আছে তার কতজন
কে করে গণনা
আমি মরি তার তরে, সেত নাহি হেরে,
তবু [illegible] মানে না॥ ৩৫

প্রিয় দরশন হইলে সই,
অধিক সুখ কি আর।
চকোরীর সুধালাভ, চাতকীর জলধর ॥
মণিরে পাইয়ে কত, সুখী হয় বিষধর।
যামিনীর অতিশোভা, উদয়েতে শশধর ॥

তুমি যে নিদয় হবে, প্রাণ,
কি লাভ তাহাতে। (হে)
সদয় হওনে ক্ষতি, বাসনা শুনিতে ॥
তৃষায়ে চাতক দেখ, নিরখয়ে ঘন মুখ,
বারিদান কি অগুণ, গুণ কি দানেতে ॥

ঘুচিল বিচ্ছেদ দুখ হল সুখমিলন।
প্রেম রস পানে চিত, হইল চেতন ॥
বিচ্ছেদ তিমিরে মন,
করেছিল আচ্ছাদন,
মিলন অরুণোদয়, হইল এখন ॥৩৫৪

তব আগমন শুনি, হে প্রাণ,
নিরখি ছিলাম পথ।
এই এলে এলে বলি,
চিত অলি চঞ্চলিত ॥
তোমারে হেরিয়ে আমি,
হইলেম সুখী এত।
শূন্যদেহে এলো প্রাণ,
অধিক কহিব কত ॥ ৩৫৫

তারে এই কথা কহিও, সই,
মোরে যেমন দেখিলে।
সদা তব নাম মুখে,
ভাসে নয়ন সলিলে ॥
যদি মোর দুখ যায়,
একবার দেখা দিলে।
ক্ষতি কি তোমার ইথে,
অধীনে সদয় হলে ॥ ৩৫

নয়ন রূপেতে ভুলে, মন ভুলে গুণে।
ইহার অধিক কেহ, শুনেছ শ্রবণে ॥
গুণের আদর হত, রূপের না হয় তত,
রূপেতে গুণ সংযোগ, স্বর্ণ কাঞ্চনে ॥

জানি নাথ যাও হে জানিলাম।
তোমার পিরীতে নাথ, প্রাণ হারালাম ॥
অবলা সরলা অতি, নাহি বুঝিলাম।
শঠের বিনয় বিষ, পান করিলাম ॥ ৩৫৮

এ কেমন রীতি প্রাণ, নয়ন অন্তরে হয়,
অন্তরে অন্তর।
এই আসি বলে গেছে,
আসিলে এত দিন পর।
আশারে আছিল প্রাণ,
দেখি হলো দরশন,
তোমার যে আসা, সে মন অগোচর ॥

বিচ্ছেদ যাতনা অতিশয়,তাত নয় গো।
সুখের জলধি স্রোত, নিরবধি বয় গো॥
সদা নেত্র উন্মীলনে,
হেরি সে মনোরঞ্জনে,
প্রতি পলক পতনে, অন্তরে নিশায় গো
যখন থাকি নিদ্রিত,
স্বপনে প্রাণ পুলকিত,
সে হয়ে মনে উদিত,
যেন কথা কয় গো॥ ৩৬০

যার প্রাণ তার কাছে,
লোকে বলে নিলে নিলে।
দেখা হলে জিজ্ঞাসিব,
সে নিলে কি আমায় দিলে॥
দৈবযোগে একদিন, হয়েছিল দরশন,
না হতে প্রেমমিলন,
লোকে কলঙ্ক রটালে॥ ৩৬১

তাহার কি সুখ সখি যে দুখ আমার।
যখন যেখানে থাকে,
বোধ হয় সেই তার॥
আমি গো তাহার তরে,যেরূপ কাতর।
সে যদি তেমন হত,
কত সুখ মনে কর॥ ৩৬২

তব পথ চাহিয়ে,
চিত অতি চকলিত। (প্রাণ)
যাঁদির কারণে কমী, কাতর কত।
তুমি জান কি না জান,
যেমন আমার মন,
চাতকী কিঞ্চিৎ জানে, আপন মত॥৩৬৩

মন অভিলাষ যদি, মনেতে নিবারিত।
অন্য পরের উপাসনা, তবে কে করিত॥
করিতে পরের ধ্যান, ওষ্ঠাগত হয় প্রাণ,
ঘরে পরে অপমান, সে সব যন্ত্রণা যেত

প্রাণ এমন মান কেহ, করে কি কখন।
সাধিতে সাধিতে ওলো,
গেল মোর মান॥
রাখিতে যাহার মান,
তারে এবে অপমান,
তোমায় কি ঐ মান, রবে চিরদিন॥

নয়ন ঘরে তোমারে, রাখিব কেমনে।
বিষম বিরহানলে, উর সে সঘনে॥
হৃদয় কমলে থাক, দুখ মুখ নাহি দেখ,
অনল বেষ্টিত তাহে, হয়েছে এখানে॥

দেখনা সই, কত সুখী হই,
দেখিলে তাহারে।
অদর্শনে হুতাশন, জলয়ে অন্তরে
চক্রবাক চক্রবাকী, নিশিতে একত্র দেখি
তাহার অধিক সুখী,বুঝিলাম বিচারে॥

তুমি জান আমার যতন,
যেমন তোমারে।
আপন জানিয়ে মন, সঁপিলে আমারে॥
প্রাণপণে তব মন,
করি যে আমি যতন,
ইহাতে অন্যথা প্রাণ, ভেবোনা অন্তরে॥

দেখনা সই, প্রাণনাথ বই,
করি কি এখন।
প্রবল মদন মোরে, করিছে দাহন॥
আমার দুখেতে দুখী, নহে সে কখন।
তাহার সুখেতে সুখী, হই সর্ব্বক্ষণ॥
রতিপতি করে মোরে, করি সমর্পণ।
কামিনী সহিত সুখে, মজিল সে জন॥

হের ভ্রমরে ও কমলিনি।
মধুকর কাতর প্রাণ, হেরি বিষাদিনী॥
দেখনা স্বভাব গুণে,
ফিরে নানা ফুলবনে,
দিবানিশি তব ধ্যানে,
থাকি বিনোদিনী॥ ৩৭০

আমি জানি তোমার যতন,
এমন কে জানে। (প্রাণ)
প্রাণ সঁপিলাম আমি, এই সে কারণে॥
তুমি মোর মনোমত, আমি তব মতমত,
হয় কি আর মত, লোকের বচনে॥৩৭২

আসিব না বলিলে কেন প্রাণ।
এখন বলিলে বটে, হরিয়াছ মন॥
পাছে ফিরে দিতে হয়,
বুঝি হইয়াছে ভয়,
যায় যায় যাক প্রাণ, বলো না এমন॥

কারে এত করিয়ে যতন যেমন তাহারে
তার এই রীতি সই, মনে নাহি করে॥
আমি মরি তার তরে, সে নাহি হেরে
আমারে, নিরখিয়ে পথ,
আঁখি ভাসয়ে নীরে।
সে ভ্রমে এমত কহিতে বুক বিদরে॥

তারে দেখিতে এত সাধ কেন।
তিলেক না হেরি যদি, সজল নয়ন॥
আভরণ করিয়াছি, লোকের গঞ্জন।
তাহার কারণে মরি, সে নহে আপন॥
তাহার রীতের কথা অকথ্য কথন।
তবে যে ভুলেছে মন, জানয়ে কি গুণ॥

কি আর অদেয় আছে প্রাণ,
তা দিতে নাহি কাতর।
তুমি কি তা নাহি জান, দিয়াছি আপন
মন, থাকে যদি দিব আর॥
তোমার মনের মত, মত হে আমার।
ইহাতে অন্যথা ভাব, কর কেন অনুভব,
ভাব যে যার সে তার॥ ৩৭৬

আনি যাও হে ও মধুকের।
যথা মধু মিলয়ে প্রাণ, মন হও তার॥
অরুণ উদয় যদি, নাহি করিও বিধি,
তবে কি মরি হে কান্দি অধীনী তোমার

তোমার দেখা দিতে বল,
এত ক্ষতি কি এখন।
কি আত ছিল যখন, প্রথম মিলন।
কতেক মিনতি করি, আমার হাতেতে
ধরি, কহিতে তখন।
তিলেক না হেরি যদি, না বাঁচে জীবন

মিলনের সাধ বুঝি নাহিক তাহার।
হইলে যাতনা কেন হইবে আমার॥
তার প্রতি যত আশা, আছয়ে আমার।
জানিয়ে অনুচিত, করয়ে ব্যভার॥
বিচ্ছেদেতে প্রাণ মোর দহে অনিবার।
তার বোধ হবে কেন, অনেক যাহার॥

এই কি তোমার প্রাণ,
করিতে উচিত।
তারে কি জ্বালাতে হয়,
যে নহে তব অমত॥
কিবা রাত্রি কিবা দিন,
যে তব আশ্রিত।
তার আশা পুরাইতে,
বিমুখ কেন হে এত॥ ৩৮০

দেখ দেখি কতরূপ, করিতে যতন।
এখন কি রাজা হলে ছিলেনা তখন॥
লইয়ে আমার মন, দিলে হে আপন মন
এবে সেই মন চুরী, করি কারে দিলে,
কোথা মম মন॥ ৩৮১

সে পুরিলে বল সাধনা কে করে।
যতন অধিক থাকে, আশা নাহি পুরে॥
তৃষায়ে ব্যাকুল জন, জল জল করে।
তৃষাহীন জন নাহি, যায় সরোবরে॥৩৮২

পিরীতি কি হয় যায়, কাহার কথায়।
উভয় মন সংযোগ, নয়ন কারণ তায়॥
পিরীতের গুণাগুণ, করে যে জানে সে
জন, অন্য জন বৃথা কেন,
তাহারে বুঝাতে চায়॥ ৩৮৩

অতিশয় সাধ করি, এই তো হইল।
সতত কাতর প্রাণ, নয়ন সজল॥
পিরীতি রতন লাভ, হবে আশা ছিল।
তা না হয়ে মোর মন ধন হারাইল॥৩৮৪

হেরিয়ে কমল কেন,
প্রকাশে কমল। (প্রাণ)
জানিতেম তপন হেরি, বিকশে কমল॥
তার সাক্ষী দেখ তব, বদন কমল।
হেরিলে প্রফুল্ল মন, হৃদয় কমল॥ ৩৮৫

প্রবোধ কি মানে আঁখি,
না দেখি তাহারে।
বুঝালে বুঝিবে কেন,
তার মত দেখে কারে॥
মন নয়ন সংযোগ, তারে দেখিবারে।
নিবৃত্তিরে নাহি দেখে,
থাকে প্রবৃত্তির ঘরে॥

আমি কিলো তাহারে,
সাধিতে যতন করি।
সব ধনাধিক মন, করেছে চুরি॥
মিছে অনুযোগ কর, সকলি বুঝিতে
পার, আপনার বশ নহে,ইথে কি করি

তব পথ চাহিয়ে চিত্ত, অতি চঞ্চলিত।
মণির কারণে ফণি, কাতর কত॥
তুমি জান কিনা জান, যেমন আমার মন
চাতকী কিঞ্চিৎ জানে আপন মত॥

মান মনে উপজিলে ভয়ে তা নিবারি।
মম বিরসে বিরস, পাছে তারে হেরি॥
যেরূপ যতন তারে, বুঝাতে না পারি।
মণির কারণে যেন, হরি হরি হরি॥

সুধামুখি তোমার নয়ন অমিয় বরিষে।
কটাক্ষে জীবন পায়, বিরহ বিষে॥
কেমন কুরঙ্গ আঁখি, কত রঙ্গ করে দেখি
কখন হানয়ে বাণ, কখন তোষে॥ ৩৯১

তারে সাধি লো যত,
তত জ্বালায় আমারে।
যেরূপ খেদ ইহাতে, কহিব কাহারে॥
এত দুখে মন তবু, ভুলিতে না পারে।
অবশ হইয়ে আশা, মজালে আমারে॥

ওরে তোরে দেখিতে নয়ন পাগল কেন
এই বোধ হয় মোর, জান কি গুণ॥
যদি নিরন্তর দেখি, তৃষাহীন নহে আঁখি
না দেখিলে দেখ দেখি, কি দুঃখি প্রাণ

তুমি আর বলোনা আমারে,
তুমি লো আমার।
তোমার হইলে তুমি, হইতে আমার॥
তবে নাহি জ্বালাইতে, উচিত ইহার।
অধীনী জনের সহ, এরূপ ব্যবহার।
কে কোথায় করে বল, দেখহ কাহার॥

পিরীতি সমান নিধি, কোথা আছে আর
এ ধন যে পাইয়াছে, দুঃখ কি তাহার॥
লাজ ভয় কুল শীল, তাহার সকলি গেল
মান অপমান সমভাবে হে যাহার॥

হাস হাস হাস ওলো ও বিধুবদনি।
পরাণ কাতর হয়, হেরিলে মানিনী॥
কি দুঃখে দুঃখিত হয়ে, হেরিয়ে ধরণী।
ইহার কারণ আমি, কিছুই না জানি॥

আসিবে হে প্রাণ কেমনে এখানে?
ননদী দারুণ অতি, আছে সে সন্ধানে ॥
রাখিতে পরাণ মোর,
আমি নাহি পারি আর,
পিরীতে এইসে হলো,
সংশয় জীবনে ॥
মদন রোদন করে,
বিরস দেখিয়ে মোরে,
লাজভয় কাল সম,
দয়া নাহি জানে ॥
নিদয় বিধাতা যারে,
সদয় কে হয় তারে,
আমার উপায় ইথে,
হইবে কেমনে।
ধিক্ ধিক্ নারীগণে,
মিলয়ে পুরুষ সনে,
কুল ত্যেয়াগিতে নারে,
মরে মন মানে ॥ ৩৯৭

আজু কি সুদিন সুদীন জনে।
যেমন নিদয়, জানিতাম যায়,
সদয় সেই তবনে ॥
কত কি হইল লাভ,
কি করিব অনুভব,
আসা আশা আগে প্রাণ,
মৃত দেহে প্রাণ,
পাইল তারে দেখনে ॥ ৩৯৮

পিরীতি রতন নিধি, পাইল যে জন।
তাহার মনের মত, না হবে কখন,
দুখেরে করিয়ে কোলে,
ভাসয়ে সুখ সলিলে,
অনল শীতল হয়, তাহার তখন ॥ ৩৯৯

আমি আর পারিনে সাধিতে,
এমন করিয়ে।
কত মত কহিলাম, মিনতি করিয়ে ॥
তাহার কি করি বল, না শুনে শুনিয়ে।
যত দুঃখ মোর সখী, তাহার লাগিয়ে।
বৃথায় কি ফল বল, সে কথা কহিয়ে

মানভরে ভর করিছ কেমনে?
অমিয় সমান, এমন বচন,
না যায় সহনে ॥
মানেতে মনেরে দহে,
তাহাও তোমারে সহে, মিনতি আমার,
বোধ হয় পর, বল কি কারণে ॥ ৪০১

ঐ দেখনা লো সই আসিছে হাসিতে,
মোর মনোরঞ্জন।
দেখ যাহার কারণ, ওষ্ঠাগত মোর প্রাণ,
তার দরশনে কি করিবে গঞ্জন ॥
প্রাতবাদ অর্পণে, তোমাক হরিষ মনে,
সুখ হলো ভঞ্জন।
আলিঙ্গন করিয়াছে, কুচ ভুজ দুত্য করে
নয়ন রাখিতে চাহে, করি অঞ্জন ॥৪০২

আমার নয়ন মানে না জল,
বুঝালে কি হবে সই।
তুমি বল সে আসিবে, আমি বলি কই॥
বিলম্বের নাহি গুণ, করিতে হয় গমন,
গিয়ে দেখি তুমি বলো, তব প্রাণ ওই॥

সুধামুখি খ বিরস করোনা।
বিরস বিষেতে, না পারি জলিতে,
তুমি তা বুঝনা॥
অমিয় আসক্ত জন, গরল খাইবে কেন,
সুধা কর দান, বাঁচাও জীবন,
অধীনে বধোনা॥ ৪০৪

তাহারে কি ভুলিতে পারি,
যাহারে আমি সঁপিলাম মন॥
দেখিতে যার বদন,
অতি কাতর নয়ন,
শুনিতে বচন সুধা শ্রবণ তেমন॥
দেখিলাম কত মত,
নাহি দেখি তার মত, সে জন এমন।
হৃদি তার বিরহেতে,
সতত হয় জ্বলিতে,
জ্বলিতে জ্বলিতে হবে,
নির্ব্বাণ কখন॥ ৪০৫

তোমারে আমার এত,
সাধিতে হইল। (প্রাণ)
সাধিলে করিব মান, মোর মনে ছিল॥
বাসনার বিপরীত, আমারে ঘটিল।
তবু কি তোমার সাধ, ইথে না পুরিল॥

কুরঙ্গ নয়ন কি রঙ্গ করিল,
সে রঙ্গ প্রসঙ্গে কত, রঙ্গ উপজিল।
কখন খঞ্জন, কর দরশন, বদন কমল॥
হেরিতে হৃদি পুলক,
কহিতে অধিক সুখ,
কখন চকোর, সহ শশধর,
কমলে কমল॥

তোমার গুণের কথা,
কি কব কহিতে প্রফুল্ল বদন।
উদয় যাহা মনেতে,
শুনি তোমার মুখেতে,
আর ইহা হতে আশ্চর্য্য কেমন॥
অতএব প্রিয়জন,
তোমা বিনা আর কোন,
আছে মোর প্রয়োজন॥
জনরবে কিবা ভয়,
তুমি থাকহ সদয়,
হয়োনা নিদয় এই নিবেদন॥ ৪০৮

সম্পূর্ণ।

কমলাকান্ত।

শক্তিসাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে অম্বিকা-কাল্না হইতে বর্দ্ধমানে গমন করেন। ইহাঁর বিবিধগুণে মোহিত হইয়া, বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তেজশ্চন্দ্র ইহাঁকে সভা-পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। বর্দ্ধমানে কোটালহাট নামক স্থানে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র ইহাঁকে একখানি গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঐ গৃহে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা এবং পঞ্চ-মুণ্ডির আসন-স্থাপন করিয়া, সাধনা করিতেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ প্রতাপ-চাঁদও ইহাঁর সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন

মুলতান—আড়াঠেকা।

বামা, কেরে এলো চিকুরে।
বিহরে আনন্দময়ী, শবহৃদি পরে॥
বসন নাহিক গায়, পদ্মগন্ধে অলি ধায়,
চলে যেতে টলে পড়ে, আসব ভরে।
যে ঠেকেছে রাঙ্গা পায়, হৃতদিতিসুতচয়
স্পর্শমাত্র শিব হয়, অজর অমরে।
কমলাকান্তের ভাবি, সর্ব্বনাশা ঘরে আসি,
করিছি সব কাশীবাসী, জনমের তরে॥

ইমন—আড়াঠেকা।

যে নিরুপম রূপ, অনূপ শ্যাম তনু,
হেরি হেরি নয়ন জুড়ায়।
সজল কাদম্বিনী জিনিয়া কুন্তল,
তার মাঝে কামিনী সৌদামিনী খেলায়
অঞ্জন অধর আভসে মুকুতা ফল,
নীলকমল ভ্রমে অলিকুল ধায়।
ক্ষণে ক্ষণে হাস্য কটাক্ষ করে কামিনী,
শিবের মন সহজে ভুলায়॥
মৃগাঙ্ক অরুণ চরণ নখ কিরণ,
রক্তোৎপল দুটী পদতল তায়।
কহে কমলাকান্ত অনন্ত না জানে গুণ,
শ্রীচরণ মানবে কি পায়॥ ২

ইমন—একতালা।

শঙ্কর উরে বিহরে রণরঙ্গিণী।
কেরে নীলকান্ত মণি,
নিতান্ত নিবিড় গুরু নিতম্বিনী॥
বামা, না বাঁধে চিকুর না পরে বাস,
ও বিধুবদনে মধুর হাস,
কিবা সৌদামিনী সুধাংশু সহিতে,
মিলিল কাদম্বিনী।
চরণ তারণ কারণ যার,
যে জন না জানে সে জন ছার,
নিতান্ত শান্ত করে কৃতান্ত,
কমলাকান্ত বন্দিনী॥ ৩

মল্লার—একতালা।

সমর, আলো করে কার কামিনী।
সজল জলদ জিনিয়া কায়,
দশনে প্রকাশে দামিনী॥
এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ,
সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,
অট্টহাসে দানব নাশে,
রণ প্রকাশে রঙ্গিণী।
কিবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু,
ঘন তনু হেরে কুমুদ বন্ধু,
অমিয়সিন্ধু হেরিয়ে ইন্দু,
মলিন এ কোন মোহিনী॥
একি অসম্ভব ভব পরাভব,
পদতলে শব সদৃশ নীরব,
কমলাকান্ত করে অনুভব,
হইবে জগৎজননী॥ ৪

পরজ—কাওয়ালী।

তার শিবের নয়ন ভুলেছে।
নিরুপমা রূপ চিকণ কাল হেরিয়ে;
তা নহিলে ত্রিলোচন, পরম যতনে কেন,
শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে।
চাঁদ ভ্রমে চকোরিণী, ঘন ভ্রমে চাতকিনী
নলিনী ভরমে ভ্রমরিণী এসেছে, গো।
হারাইয়া নিজ মণি, ব্যাকুল হইয়া ফণী,
রূপ নিরখিয়া স্থির হয়েছে।
হেরিয়ে কুসুম ধনু, অভিমানে ত্যজি তনু
বিরহিণী হৃদয়ে শরণ লয়েছে, গো।
ও রূপ আনন্দ নিধি, কমলাকান্তের হৃদি
কমল প্রকাশ করেছে॥ ৫

ললিত—একতালা।

কেন রে আমার শ্যামা মাকে বল কাল।
যদি কাল বটে তবে কেন,
ভুবন করে আলো॥
মা মোর, কখন শ্বেত কখনো পীত,
কখনো নীল লোহিত রে।
আমি বুঝিতে না পারি জননী কেমন,
ভাবিতে জনম গেল।
মা মোর, কখন প্রকৃতি কখন পুরুষ,
কখন শূন্য মহাকাশ।
কহে, কমলাকান্ত এ ভাব ভাবিয়া,
মহেশ পাগল হল॥ ৬

জঙ্গলা—একতালা।

তাই কাল রূপ ভাল বাসি।
কালী জগমনমোহিনী এলোকেশী।
মাকে সবাই বলে কাল কাল, ১
আমি দেখি অকলঙ্ক শশী।
বিষম বিষয়ানলে, দহে তনু দিবানিশি।
যখন শ্যামা রূপ অন্তরে জাগে,
আনন্দ-সাগরে ভাসি।
মনের তিমির খণ্ড খণ্ড,
করে মায়ের করের অসি।
মায়ের বদন শশী, মধুর হাসি,
সুধা করে রাশি রাশি।

কমল বলে কালী বেড়ে,
কভু নাহি ভালবাসি ।
শ্যামা মায়ের যুগল পদে,
গয়া গঙ্গা বারাণসী ॥ ৭

রামকেলী—একতালা ।

জাননা রে মন, পরম কারণ
শ্যামা কভু মেয়ে নয় ।
সে যে মেঘের বরণ, করিয়া ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয় ।
কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাঁধে চুড়া,
ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তায় ।
কখন পার্ব্বতী, কখন শ্রীমতী,
কখন রামের জানকী হয় ।
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি,
দানবচয়ে করে সভয় ।
কভু ব্রজপুরে আসি বাজাইয়ে বাঁশী,
ব্রজবাসীর মন হরিয়ে লয় ।
যে রূপে যে জন, করয়ে ভজন,
সেই রূপে তার মানসে রয় ।
কমলাকান্তের হৃদি সরোবরে,
কমল মাঝে কমল হয় উদয় ॥ ৮

জংলা—একতালা ।

কালী কালী বলে ডাক ।
মন অন্ত তার তোমায় দিব না,
এই কর মন কথা রাখ,
ঘরের বাহির হইও নাক ।
ঘরে আছে ছজন কুজন,
তাদের সঙ্গী হইও নাক ।
কেবল রসনা সঙ্গী বটে,
যত্নে তারে বশে রাখ ।
ভবের যাতনা যত,
তবু আছে তায় অনুগত ।
দুখ জানে এ দেহ জানে,
তুমি ত আনন্দে থাক ।
কমলাকান্তের হৃদ্‌কমলে,
নীলকমল ফুটেছে এক ।
অমূল্য নিধি আমি আপনি বলি,
তোমার জ্ঞান-চক্ষু খুলে দেখ ॥ ৯

রামপ্রসাদী সুর—একতালা ।

সদানন্দময়ি কালি ।
(মহাকালের মনোমোহিনি)
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ,
আপনি দাও মা করতালি ॥
আদিভূতা সনাতনি, শূন্যরূপা শশিভালি
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন,
(তখন) মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ।
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রি,
যন্ত্রে তোমার তন্ত্রে চলি ;
ও মা যেমন রাখ তেমনি থাকি,
যেমন বলাও তেমনি বলি ।
অশান্ত কমলাকান্ত, দিয়ে বলে গালাগালি
এবার সর্ব্বনাশি ধরে অসি,
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো খেলি ॥ ১০

সিন্ধুকাফি—টিমাতেতালা।

আপনারে আপনি দেখ,
যেও না মন কারো ঘরে।
যা চাবে এই খানে পাবে,
খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন পরশ মণি যে,
অসংখ্য ধন দিতে পারে।
এমন কত মণি পড়ে আছে,
চিন্তামণির নাচ্ দোয়ারে।
তীর্থগমন দুঃখ ভ্রমণ,
মন উচাটন হইও না রে।
তুমি আনন্দ ত্রিবেণীর স্নানে,
শীতল হও না মূলাধারে।
কি দেখ কমলাকান্ত,
মিছে বাজি এ সংসারে।
ওরে বাজি করে চিনলে না সে
তোমার ঘটে বিরাজ করে॥ ১১

কালাংড়া—একতালা।

আদর করে হৃদে রাখ,
আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি দেখ আর আমি দেখি,
আর যেন মন কেউ না দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি,
তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি,
সে যেন মা বলে ডাকে।
অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখো,
নিকট হতে দিওনাক,
জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ,
সে যেন সাবধানে থাকে।
কমলাকান্তের মন,
ভাই আমার এই নিবেদন,
দরিদ্র পাইলে ধন,
সে কি অন্যের কাছে রাখে॥ ১২

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন চল শ্যামা মার নিকটে।
মা মোর অগতির গতি বটে॥
যার যে বাসনা, মনেরি কামনা,
সেখানে সকলি ঘটে।
আর পুণ্য ভরা, সজিয়ে পশরা,
এনেছ ভবের হাটে॥
যা কর উপায়, পাঁচে মিলে খায়,
কলঙ্ক তোমার রটে।
কার রাজ্য লয়ে, আনন্দিত হয়ে,
রাজত্ব কর রে পাটে॥
আছে একজনা লইতে খাজনা,
জমি যে বিকালে লাটে।
কমলাকান্ত! কি ভাবনা ভাব,
দাঁড়ায়ে নদীর তটে।
দেখ অকূল পাথার, না জান সাঁতার,
তরণী নাহি যে ঘাটে॥ ১৩

ভৈরবী—একতালা।

আর কিছু নাই শ্যামা মা তোর,
কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি,
দেখে হলেম্ সাহস ভাঙ্গা॥
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা,
সুখের সময় সবাই তারা,
বিপদ্ কালে কেউ কোথা নাই,
ঘর বাড়ি ওড়্গাঁয়ের ডাঙ্গা।
নিজ গুণে যদি রাখ করুণা নয়নে,
(নৈলে) জপ করে যে তোমায় পাওয়া,
সে সব কথা ভূতের সঙ্গা।
কমলাকান্তের কথা,
মাকে বলি মনের ব্যথা,
আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা,
জপের ঘরে রইল টাঙ্গা॥ ১৪

ভৈরবী—আড়াখেমটা।

ওগো ত্রিনয়না মা, তোমার কেমন মহিমা, আমা হতে জানা যাবে গো এবার।

আত্ম পুণ্যে নয় হয় যদি উদ্ধার, মাহাত্ম্য কি তোমার তাতে বলনা, আমি হীন ভক্তি, আমার দিতে মুক্তি, আদ্যাশক্তি শক্তি হলনা তোমার॥

মা গো! তুমি ধর্ম্মার্জ্জিত কর্ম্ম সংঘটন, তোমাতে উৎপত্তি সংহার পালন, সুমতি সুমতি তুমি সবার গতি, যার প্রতি হয় যেমন দয়া;—মায়াচক্রে আমায় ফেলি, যেমনি চালাও তেমনি চলি, যেমনি বলাও তেমনি বলি, দুর্গা বল্‌তে মুখে দেও না অবসর।

গর্ভবাসী যখন মানস বৈরাগ্য, ভবধামে এসে হলেম উপসর্গ, তব রাঙ্গা পায় দিতে পাদ্য অর্ঘ্য, বাসনা ছিল মা মনে;—ইহকালে গেল অসুখে, থাকিত হলেম পরলোকে, কমলের কর্ম্ম বিপাকে, কলুষ পাতকী হল না উদ্ধার॥ ১৫

সিন্ধু—টিমাতেতালা।

মন ভেবেছ কপট ভক্তি করে
শ্যামা মাকে পাবে।
ছেলের হাতে মোয়া নয় যে
ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে।
সাত গেঁয়ে আর মামুদবাজে,
কারে কেবা ফাঁকি দেবে।
সে কড়ার কড়া তস্য কড়া,
আপন গণ্ডা বুঝে লবে।
আইন সুরৎ গঙ্গাজলি,
করেছ সাবধান হবে।
তুমি মধ্যে মধ্যে মুখ মুছে খাও,
এ কথা কি জান্‌তে রবে।
কমলাকান্তের মন
এখন কি উপায় করিবে।
কালী কালী নাম লও,
নামের গুণে তরে যাবে॥ ১৬

ঝিংঝা—একতালা।

মা যদি কেশ ধরে তোল।
(তবে বাঁচি এ সঙ্কটে)
আমার এ কূল ও কূল ছকূল গেল,
পাথার মধ্যে সাঁতার বিষম হল।
সঙ্গীগুলা হল ছাই,
তাদের সঙ্গে ভেবে যাই,
ধরিতে গেলে আমায় ধরে,
ডুবে ডুবায় প্রাণটা গেল।
করেছিলাম যে ভরসা,
না পূরিল সে সব আশা,
ভুলালে তখন ডুবালে এখন,
আর কখন্ কি করবে বল॥
কমলাকান্তের ভার,
মা বিনা কে লবে আর,
ও মা চরণ তরী শরণ দিয়ে,
সঙ্গে লয়ে দেশে চল॥ ১৭

সিন্ধু—পোস্ত।

মজলো আমার মনভ্রমরা,
শ্যামাপদ নীলকমলে।
যত, বিষয়মধু তুচ্ছ হলো,
কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণ কাল ভ্রমর কাল,
কালয় কালয় মিশে গেল,
দেখ পঞ্চতত্ত্ব, প্রধান মত্ত,
রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে।
কমলাকান্তের মনে,
আশাপূর্ণ এত দিনে,
দেখ সুখ ছঃখ সমান হলো,
আনন্দ-সাগর উথলে॥ ১৮

আলিয়া—একতালা।

শ্যামাধন কি সবাই পায় রে।
মন বুঝে না এ কি দায় রে॥
ইন্দ্রাদি সম্পদ পদ
তুচ্ছ ক'রে ভাবি তায় রে,
সদানন্দ সুখে থাকি,
যদি বামা ফিরে চায়,
মুনীন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র
যে পদ না ধ্যানে পায়,
নির্গুণ কমলাকান্ত,
তবু সে চরণ চায় রে॥ ১৯

পরজ কালাংড়া—কাওয়ালি।

এল গিরিরাজ রাণি উমারে লয়ে গো।
কি কর কি কর গৃহে
দেখ না আসিয়ে গো॥
লম্বোদর কোলে করি,
আগে আগে ধায় গিরি,
ষড়ানন অঙ্গুলি ধরিয়ে ;—
তার পাছে উমা ধায়
তোমার মুখ চেয়ে গো।

সখীর বচন শুনি, ধায় যেন চকোরিণী,
শশীরে নিরখিয়ে ;—
তেমতি ধাইল রাণী উন্মত্তা হয়ে গো।
আঙ্গিনার বাহিরে আসি,
হেরি গৌরী মুখশশী,
কোলে নিল বরণ করিয়ে ;—
পুলকে কমলাকান্ত
(গিরিপুরে) আনন্দ দেখিয়ে গো॥২০

জংলাঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কাল, স্বপনে শঙ্করীমুখ হেরি কি
আনন্দ আমার। (হিমগিরি হে),
জিনি অকলঙ্ক বিধু বদন উমার।
বসিয়া আমার কোলে
দশনে চপলা খেলে,
আধ আধ মা বলে, বচন সুধাধার।
জাগিয়া না হেরি তারে,
প্রাণ রাখা ভার।
ভিকারী সে শূলপাণি,
তারে দিয়ে নন্দিনী,
আর না কখনো মনে কর একবার।
কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার।
কমলাকান্তের বাণী,
শুন হে শেখররাণি।
বিলম্ব না কর আর গৌরী আনিবার।
দূরে যাবে সব দুঃখ মনের আঁধার॥২১

ললিত—আড়াঠেকা।

শারদ শশাঙ্কমুখে, আধ আধ বাণী।
ভবের ভবন কথা, ভণেন ভবানী॥
মায়ের কোলেতে বসি,
মুখে মৃদু মৃদু হাসি,
ভবের ভবন সুখ,
কহেন শিবানী।
মা, কে বলে ভিকারী হর।
রতনে রচিত ঘর,
জিনি কত শশধর,
শত দিনমণি, বিবাহ অবধি আর,
কে দেখেছে অন্ধকার।
কে জানে কখন দিবা,
কখন যামিনী।
শুনেছ মা সতিনীর ভয়,
সে সব কথা কিছু নয়,
মা, তোমারও চেয়ে
ভাল বাসেন শূলপাণি।
মোরে শিব হৃদে রাখে,
জটাতে লুকায়ে দেখে,
কাহার এমন আছে,
সুখের সতিনী।
কমলাকান্তের বাণী,
শুন গিরিরাজরাণি!
কৈলাস ভূধর ধরাধর চূড়ামণি,
তা যদি দেখিতে পাও,
ফিরে না আসিতে চাও,
ভুলে থাক জন্মভূমি, ভূধররমণি॥

পরজ কালাংড়া—মধ্যমান।

এই নাও তোমার উমারে। (গিরিরাণি)
ধর ধর হরের জীবনধন।
কত না মিনতি করি, তুষিয়া ত্রিশূলধারী
প্রাণ উমা আনিলাম, নিজপুরে।
দেখো মনে রেখো ভয়,
সামান্যে তনয়া নয়,
যাঁরে সেবে বিষ্ণু হরে।
ও রাঙ্গা চরণ দুটী,
হৃদে রাখেন ধূর্জ্জটি,
তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ না করে।
তোমার উমার মায়া,
নির্গুণে সগুণ কায়া,
ছায়ামাত্র জীব নাম ধরে।
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী,
কালী তারা নাম ধরি,
কৃপা করি পতিতে উদ্ধারে।
অসংখ্য তপের ফলে,
কপটতা মায়াছলে,
ব্রহ্মময়ী মা বলে তোমারে।
কমলাকান্তের বাণী,
ধন্য ধন্য গিরিরাণি।
তব পুণ্য কে কহিতে পারে॥২৭

সম্পূর্ণ।

দাশরথি রায়।

দাশরথি রায়।

১২১২ সালের মাঘ মাসে দাশরথি রায় জন্ম গ্রহণ করেন। বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার আড়াই ক্রোশ দক্ষিণবর্ত্তী বাঁদমুড়া গ্রামেই ইহাঁর পৈতৃক বাসভূমি। ইনি কিন্তু বাল্যকাল হইতেই পীলা গ্রামে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন; এবং এই পীলা গ্রামেই ইনি বাস করিয়াছিলেন। ১২৬৪ সালে ৺শ্যামা পূজার পূর্ব্বদিবস চতুর্দ্দশী তিথিতে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণকালী-বর্ণন।

সিন্ধু-ভৈরবী—তাল পোস্তা।

যা মনে করি মানে,
মন কি মানে বাঁশী শুনে।
বাঁশীতে মন উদাসী,
হইগে দাসী শ্রীচরণে॥
মনে হয় মানে বসি,
হেরিব না কাল শশী,
কাল হলো মোহন বাঁশী,
না হেরিলে মরি প্রাণে॥
পারিস্ কেহ সহচরি,
রাখিতে মোর মনকে ধরি,
কালাচাঁদ প্রেম-ডুরি,
বেন্ধে মনে বনে টানে॥ ১

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া।

কেমনে প্রাণ ধরি,
না হেরে মাধব মাধুরী,
ধরো না ননদি তোমার চরণে ধরি।
কৃষ্ণপ্রেম-তৃষ্ণানলে,
তিষ্ঠেনা মন গোকুলে,
জলে রাই-চতকী বিনে কৃষ্ণ প্রেমবারি॥
গোকুল-রমণীগণে, গেলে কৃষ্ণ দরশনে,
আমি বিচ্ছেদ-হুতাশনে কেমনে তরি॥
হরি ব্রহ্ম পরাৎপর,
আমারে কি হলো পর,
আমি জানি পূর্ব্বাপর আমারি হরি॥
যদি আমি বুঝাই মনে,
মনোহর ভেবোনা মনে,
মন তাতে মনো-অভিমানে, মরে গুমরি
পুরাইতে মনোরথ, কৃষ্ণপদে মনোরত,
সংসার-বিরত মন দিবে শর্ব্বরী॥ ২

খাম্বাজ—খং।

ওগো সজনি রাই-অঙ্গ সাজাব
দিয়ে কি ভূষণ ॥
ও যার রূপে রৈল ঢাকা
রাকা-শশীর কিরণ ॥
রাই রমণীর শিরোমণি,
ও অঙ্গে সাজে না মণি,
যার ভূষণ শ্যাম চিন্তামণি
চিন্তে মুনিগণ ॥
বর্ণনে যায় বর্ণ হারে,
তার সাজে কি স্বর্ণহারে,
যে রূপ হেরিয়ে হরে
মুনি জনার মন ॥ ৩

খাম্বাজ—খং।

ওগো ননদি তুই কেবল
চিনুলিনে আমার কৃষ্ণধন,।
কিন্তু জগজ্জনে জানে
কৃষ্ণ জগতের জীবন ॥
ননদি তোমার প্রতি, বিমুখ বৈকুণ্ঠপতি,
সমুদ্রে বাস করে কি
তোর পিপাসায় মরণ।
সাথে যার শঙ্কর বিধি,
ননদি মোর কৃষ্ণনিধি,
দুস্তর ভবজলধি, নিস্তার-কারণ ॥ ৪

জয়জয়ন্তী—খং।

তুমি হে কমলাকান্ত
এত ভ্রান্ত কি কারণ।
নাশিতে রাবণে কর বনপশু-আরাধন ॥
লঙ্কা যাইতে কৃপাসিন্ধু,
বন্ধন করিলে সিন্ধু হে,
তোমার নামেতে নিস্তার
হরি ভবসিন্ধু জগজ্জন ॥
গোলোকেতে বিরাজিত,
তুমি ইন্দ্রাদি-পূজিত,
তোমায় করে ইন্দ্রজিত,
নাগপাশেতে বন্ধন।
তুমি কাঁদ শক্তি বিনে,
শক্তি কাঁদে অশোকবনে হে,
আবার শক্তিশেলে মরে প্রাণে,
তব প্রাণের লক্ষ্মণ ॥ ৫

খাম্বাজ—খং।

একি তোমার বিপরীত
রীত হে গুণমণি।
তোমার পাদপদ্মে পদ্মকেন তায় হে ॥
কমলময় সকলি দেখি,
কমল কর তায় কমল আঁখি,
শ্রীঅঙ্গ নীলকমল বামে রাই কমলিনী
কমল মুখ তায় কমল হাসি,
কমল কর তায় কমল বাঁশী
কমলা-সেবিত কমলপদ দুখানি ॥ ৬

সিন্ধু-ভৈরবী—পোস্তা।

কালরূপ নহিলে তোমার
কি শোভা রাই কমলিনি।
সেজেছো শ্যাম-জলদের
বামে রাধে সৌদামিনী॥
তুমি শ্যাম-অঙ্গের ভূষণ
তোমার ভূষণ চিন্তামণি।
হয়েছে স্বর্ণলতায় জড়িত নীলকান্তমণি॥

সিন্ধু-ভৈরবী—পোস্তা।

ঐ দেখ আসিছে আমার
বংশীবয়ান বনমাঝে।
বিপদে যায় হে জীবন
মধুসূদন তোমায় ভজে॥
দুষ্ট দেখেছে মোরে,
লুকাবো কেমন করে,
কিঞ্চিৎ স্থান আমারে,
দাওহে অভয় পদাম্বুজে।
রাখ করুণা করি, তব করুণায় হরি,
সহস্র-রমণীর বাঁশি,
এনেছিলাম আমি ব্রজে॥ ৮

সিন্ধু—কাওয়ালী।

কুঞ্জকাননে কালী,
ত্যেজে বাঁশী বনমালী,
করে অসি ধরে শ্রীরাধাকান্ত॥
শ্যামাশ্যামে ভেদ কেন কর রে জীব ভ্রান্ত
পীতাম্বরপরিহরি,হরি হলেন দিগম্বরী,
মরি মরি হেরি কিরূপের অন্ত।
কিবা কালোপরে কালো শশী,
লোল জিহ্বা এলোকেশী,
ভালে শশী অট্টহাসি বিকট দন্ত॥
যে গোবিন্দ-পদদ্বয়ে,
সগন্ধ তুলসী দিয়ে,
সুরনরে সাধে সাধ্য দিনান্ত॥
দিয়ে সে চরণে রাঙ্গা জবা,
রুক্মিণী রাই করে সেবা,
কে পাবে শ্যাম চিন্তামণির ভাবের অন্ত

জয়জয়ন্তী—যৎ।

কোথা গো কুটিলে
বনে শ্রীনন্দের নন্দন কই।
শঙ্কর হৃদি সরোজে
এ যে শ্যামা ব্রহ্মময়ী॥
করিতে কৃষ্ণের তত্ত্ব,
পড়ে পেলাম পরমার্থ রে
আমার গুরুদত্ত রত্ন
কালী করালবদনা ঐ।
গঞ্জনা দেই সাধে সাধে,
শ্রীরাধার কি অপরাধে,
শ্রীগোবিন্দ অপবাদে সদা মন্দ কই।
স্বচক্ষে দেখিলাম আসিয়ে,
জবা বিল্বদল দিয়ে,
যারে শিব আরাধে তাঁর আরাধে,
আমার রাধে রসময়ী॥ ১০

শ্রীরাধিকার কলঙ্কভঞ্জন।

পরজ—একতালা।

এ কলঙ্ক তোমার কালা
কলঙ্কী হয় রাজবালা।
যার গলে হে গোকুলচন্দ্র
অকলঙ্ক-চাঁদের মালা॥
যে চাঁদে করেছে দূর,
সদানন্দের মনের অন্ধকার,
রাধার পক্ষে ঘটিলো কি দায়
ঘাটিলো না সে চাঁদের আলা॥
নাথ হে গোকুলের মাঝে,
কুলকন্যা হয়ে কুল ত্যজে,
অকুলের কাণ্ডারী ভজে,
রাই হলোনা কুলোজ্জ্বলা॥ ১

সুরট—ঝাঁপতাল।

হৃদি বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি
ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার
ভক্তি হবে রাধা সতী॥
মুক্তিকামনা আমারি,
হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী,
স্নেহ হবে মা যশোমতী।
আমায় ধর ধর জনার্দ্দন,
পাপভার গোবর্দ্ধন,
কামাদি হয় কংসচয়ে,
নাশ কর সম্প্রতি॥
বাজায়ে কৃপা বাঁশরী
মন-ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদি গেষ্ঠে পুরাও
ইষ্ট এই মিনতি॥
আমার প্রেমরূপ যমুনাকূলে,
আশাবংশী বটমূলে,
স্বদাস ভেবে সদয়ভাবে
সতত কর বসতি।
যদি বল রাখালপ্রেমে,
বন্দি থাকি ব্রজধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার
দাস হবে হে দাশরথি॥ ২

আলিয়া—কাওয়াল।

ঘরে রৈতে নারি শ্যামের বাঁশরীতে,
মজিয়ে হরিতে যাই বনে হেরিতে হরি,
কুললাজ পরিহরি হরি
সেথা রোগ পায় হরিতে॥
এ রোগ আমাদের কিসে যায় হে,
গোকুল বাসিনীর কুল
বাঁশীতে মজায় হে,
সুপণ্ডিত তুমি নিদানে
যদি বল দেখি,—
এ আমাদের কি ব্যাধি,
শ্যামীয়ে জ্ঞান হয় কালো,
সাধ সনে সদা কালো,
কালার সহিত কাল হরিতে॥ ৩

সুরট—একতালা।

ধনি! আমি কেবল নিদানে।
বিদ্যা যে প্রকার বৈদ্যনাথ আমার
বিশেষ গুণ বাখানে॥
ওহে ব্রজাঙ্গনা কর কি কৌতুক,
আমারি সৃষ্টি করা চতুর্ম্মুখ,
হরি বৈদ্য আমি হরিবারে দুখ,
ভ্রমণ করি ভুবনে।
চারিযুগে আমার আয়োজন হয়,
স্রকচক্রেতে করি চূর্ণ সমুদয়,
গদাধর চূর্ণ আমারি আলয়,
কেবা তুল্য মম গুণে॥
সংসার কুপথ্য ত্যজে যে বৈরাগ্য,
জন্মের মত ভবে করি তায় আরোগ্য,
বালনা বাতিক প্রবৃত্তি পৈত্তিক,
ঘুচাই তার যতনে॥
আমি এ ব্রহ্মাণ্ডে আনি চণ্ডেশ্বর,
আমারি আনিবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর,
জয়মঙ্গলাদি কোথা পাবে নর,
কেবল আমারি স্থানে॥
দৃষ্টিমাত্র দেহে রাখিনে বিকার,
তাইতে নাম আমি ধরি নির্ব্বিকার,
মরণের তার কি থাকে অধিকার,
আমার ডাকে যে জনে॥ ৪

অহং—একতালা।

ওরে কি সহজে, অঙ্গনের মাঝে,
তোমায় অচেতন দেখিলাম হরি।
কোথা ছিলি কৃষ্ণধন, যশোদার জীবন,
তুই আমার ভবন শূন্য করি॥
তুই কি শিশুবেলা খেলি এত খেলা,
কৈরে শিখীপুচ্ছ কে বাঁশরী।
বাছা ধোরে বৈদ্যবেশ,
কোরোছো প্রবেশ,
সাজে কি এমন মায় চাতুরী॥
বৃন্দারণ্যবাসী শীর্ণ ছিন্ন ভিন্ন জীর্ণ
গোপাল তোরে চেতনশূন্য হেরি।
আর কিছু কাল পরে, এলে পরে ঘরে,
দেক্তে পেতিস্ তনু শব সবারি॥
ঐ দেখ ধূলায় পড়ে নন্দ,
তোর শোকে গোবিন্দ,
নিরানন্দ আমার নন্দপুরী॥ ৫

আলিয়া—একতালা।

এখন যা করহে ভগবান্।
ছিদ্রঘটে বুঝি বিপদ ঘটে হরি,
কিন্তু আনিতে যদি নারি এই বারি
ওহে দুঃখহারি, বারিতে ত্যজিব প্রাণ
অসম্ভব সব তোমাতে সম্ভব,
প্রহ্লাদে রাখিতে স্তম্ভেতে উদ্ভব
দাসীরে প্রসন্ন ভব,
যদি একবার কুম্ভে হও অধিষ্ঠান॥
শঙ্কা এই কৃষ্ণধনের হলো নিন্দে,
তাসাইতে দুঃখিনীরে নিরানন্দে,
ত্বোরে বুঝি নাথ চরণারবিন্দে,
স্থান দিবে অপবাদ॥ ৬

ললিতঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

এক সতী বসতি করে এই ব্রজমণ্ডলে।
চিন্তে নারে তারে গোকুলে,
ডাকে সকলে রাধা বলে॥
গতি-বিহীনগণ গতি দুর্গতি-বিনাশিনী,
গোবিন্দ প্রিয়ে গুণময়ী
গোলোকবাসিনী,
সে ধনী গোপের কন্যা গোপনে গোকুলে
ভেবে আয়ান-গোপকান্তা
হয়ে ভ্রান্তা তার ননদিনী,
হরি-পরিবাদিনী, রব রটালে কুটিলে।
শিরে পশরা দিয়ে মথুরা হাটে
যেতে কয় সতত,
যে হাটক-বরণীর হাটে
জগজ্জনের যাতায়াত,
যার ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষপদ পদতলে॥ ৭

খট ভৈরবী—একতালা।

যদি ঘুচাও শ্যাম, কলঙ্কিনী নাম,
বলে গোকুলে সকলে সাধ্যে।
দেখিব কেমন দয়া বদি দাও দাসীরে
একবার দরশন মহাকালের ধন,
ওহে কালবারি কাল বারির মধ্যে॥
অকলঙ্ক রাধার হবে হে পরীক্ষে,
দেখবে হে ত্রৈলোক্যে বক্ষে রক্ষে,
দিলে জাতীর পক্ষে লজ্জারক্ষে ভিক্ষে,
ব্যাখ্যে কেবল তোমার চরণপদ্মে
এ ভাব কিতাব ভূভারহারি তাতো জান
করাঙ্গুলে ধর গিরিগোবর্দ্ধন,
করে কর দিবাকর আচ্ছাদন,
অসাধ্য-সাধন তোমার সাধ্যে॥ ৮

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

তোমরা কেন সখী বল রাধার জয়।
তোরা বল গো সৈ
মোর শ্যামচাঁদের জয়॥
তারি জয়ে জয় যারা যার জয় বিজয়,
জয়ন্তী সনে বোলে জয় জয়
বদনে যাতে মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যুঞ্জয়॥
গিয়ে জলান্তে নয়নে কি ধরে জল,
জলাকার দেখি সকল,
যত চক্ষে জল ঝরে,
ডেকেছি শ্যাম জলধরে,
জলাধারে হলেন হরি আপনি উদয়॥
আমার এ কুম্ভমাঝে কৃপাসিন্ধুর জল,
এ আমার শ্যামের উজ্জ্বল
যে পদে জন্মে গো ধনী জলরূপা সুরধুনী
এ ঘটে জল আনি কোরে সেই পদাশ্রয়

সুরট—ঝাঁপতাল।

বামভাগেতে শ্যামমোহিনী
শ্যামচাঁদ শোভিছে রঙ্গে।
কি শোভা যুগলরূপ
বশোদার যুগল অঙ্গে॥

ব্যাকুলা হয়ে নন্দনারী,
বলে কিছু বুঝিতে নারি,
রাই হেরি কি শ্যাম হেরি,
কোন রূপের করি ব্যাখ্যে।
কিবা বর্ণ রাধা কমলিনী
স্বর্ণ সরোজিনী জিনি,
নীলমণি নির্ম্মল আমার নীলকান্তাপেক্ষে
দাশরথি কহে বিশিষ্ট,
পাপ নয়নে নহে দৃষ্ট,
এক অঙ্গ রাধাকৃষ্ণ,
দেখে জননী জ্ঞানচক্ষে ॥ ১০

রুক্মিণী-হরণ।

ঝিঁঝিট—যৎ।

মধুর কৃষ্ণধ্বনি কে শুনায় গো সই।
গেলো প্রাণ তো গৃহের প্রান্তভাগে,
আমি ত আর আমার নই ॥
নাম শুনে যার আঁখি ঝোরে,
বিধি যদি মিলায় তারে সই গো।
রাখি হৃদয় মাঝারে তারে,
রাঙ্গা পায়ের দাসী হই।
হবে কি মোর শুভাদৃষ্ট,
হবে চণ্ডীর শুভ দৃষ্ট সই গো।
আমায় দিয়ে কৃষ্ণ মনোভীষ্ট
পুরাবেন কি ব্রহ্মময়ী ॥ ১

বারওা—যৎ।

পড়ি বিপত্তি-সাগরে, ডাকি তোমারে,
ওহে জগবন্ধু স্বাক্ষাৎ কুরু রুক্মিণী দাসীরে
একবার দেখা দাওহে তুমি,
অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-স্বামী,
অনন্তরূপ অন্তর্যামী, দাসী অন্তঃপুরে ॥
ত্বৎপদে সঁপেছি প্রাণ,
রাখ প্রাণ রাখ মান,
অভয় পদপ্রান্তে স্থান,
দাও দাশরথিরে ॥ ২

সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।

সখি ঐ দেখ মোর শ্যাম-নবঘনে,
উদয় গগনে।
এলেন আমার জগবন্ধু রথ-আরোহণে ॥
ঐ পদে রেখেছে মতি,
ব্রহ্মা ইন্দ্র পশুপাত,
ভবভার্য্যা ভাগীরথীর জন্ম ঐ চরণে।
গলে বনফুল-হার, শিরে শিখিপুচ্ছ যার,
দ্বিভুজ মুরলীধর, পী[illegible]ম্বর পরণে। ৩

মানভঞ্জন।

আলিয়া—একতালা।

আসায় আশা আর কেনগো কৃষ্ণে।
অস্তাচলে শশী তাহে প্রকাশিলে,
কুমুদী মুদিলে, হলে নিশে কি এসে
দিলে দেখিলে ॥

দেহপিঞ্জরেতে ছিল প্রাণপাখী কৃষ্ণ প্রেমাহার দিয়ে তারে রাখি, সে পাখী আজি প্রাণ হারায় সখী, পড়ে প্রাণকৃষ্ণ আশার ব্যাধের ফান্দে ॥ ১

সুরট—একতালা।

দাসীর কুঞ্জে থাক এ শর্ব্বরী।

করি কৃপা দান করহে বিধান, করুণানিধান হরি ॥

তব অঙ্গ সহ গুরুত্ব গঞ্জন, করহে বিশ্ববিপদ ভঞ্জন, তুমি মনোরঞ্জন, এস নিরঞ্জন, নয়নের অঞ্জন করি।

পূর্ণব্রহ্ম কর পূর্ণ অভিলাষ, কিঞ্চিৎ অবকাশ করহে প্রকাশ, অন্তরেতে যেন ভেবনা আকাশ, ব্রজেশ্বরী হৃদে স্মরি।

হয়ে বনদশা হরিণী যেমন, হরিহে করিলে শ্রীহরি এখন, খেওনা শ্রীহরি হরি দাসীর মন, হরিষে বিষাদ করি ॥২

সুরট—কাওয়ালী।

না রহিবে মান সে মানে।

ফিরে যাও হে কৃষ্ণ নিজ মানে মানে।

না হেরি নয়নে কভু সে মান সমান মান, রাখিতে মান, মানা যদি হে মান, সে মান বিদ্যমান, গেলে হবে হতমান, মানসে বুঝ জ্ঞান মানে মানে ॥

আলেয়া—একতালা।

সেইত আমি জগৎ মান্য হই।

কে নয় আশ্রিত চরণে, হীন আচরণে, জগতের জীব ঘোরে মম গুণে, গোলোক ত্যজে এসে বৃন্দাবনে, বৃন্দে নন্দের বাধা মাথায় বই ॥

জাননা হে বৃন্দে গোকুল রমণী, আমি চিন্তামণি, আমায় চিন্তে মুনি, সুরমণির শিরোমণি, হয়ে ভৃগু মুনির পদ হৃদে লই ॥ ৩

খাম্বাজ—একতালা।

ছি তোর মানের মান কি এত।

কলি সাধের শ্যামের মান হত ॥

যে গোবিন্দ পদ, আপদের আপদ, শঙ্করের সদা সম্পদ, পদে যার ব্রহ্মপদ ঘটে, সে তোর পদে পড়ে পদচ্যুত ॥

যে মাধব মুনিগণের শিরোমণি, কণ্ঠভূষণ তোমার নীলকান্ত মণি, রমণীর দায়ে সে মণি অমনি, মণিহারা ফণীর মত ॥ ৪

অহং—একতালা।

কর এ কি রঙ্গ।

ধরা শয়নে, ধারা নয়নে, আজি এমন কেনে, রসভঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ ॥

কি লাগি উদাসী বলনা দাসীরে, বিগলিত কেন শিখিপুচ্ছ শিরে, শোভে কি হে শ্যাম অঙ্গ।

বংশীধর কেন বংশী বদনীতে ত্যজ রাধাগুণ প্রসঙ্গ॥

কেন না হেরি কেশব, প্রাণাধিক রব, সখা হে সখা সঙ্গ।

কি লাগি খেদিত, না হয় বিদিত, কি ভাব উদিত, কেন হে মুদিত, করে যুগল অপাঙ্গ।

কিসে মর্ম্মে ব্যথা, কওনা ভাকুলে কথা, মাধব আমি কি হে বৈরাঙ্গ॥ ৫

খট—একতালা।

যাতে ক্ষীর সর, হে গোকুলেশ্বর, নন্দরাণী দেয় আনন্দে।

আমি দাসী হয়ে এমন দুষ্কর্ম্ম করিব কিরূপ, ওহে বিশ্বরূপ, দিব ভস্ম মেখে তোমার বদন-চন্দ্রে॥

আমি তোমার হে গোবিন্দ গোলোক-বাসী, চরম কালের ধন ঐ চরণ ভাল-বাসী, বৃন্দাবনে বৃন্দে তোমারই দাসী, দিতে চন্দন তুলসী পদারবিন্দে॥

তুমি হে গোবিন্দ যশোমতীর কোলে, যে মুখমণ্ডলে ব্রহ্মাণ্ড দেখালে পুনর্জ্জন্ম নাস্তি যে মুখ হেরিলে, জীবের মুক্তি ঘটে ভবেরফান্দে॥ ৬

ললিত—একতালা।

কি শোভা রে কুঞ্জে রাই সহ শ্রীগোবিন্দে।

নবঘন পাশে যেন উদয় হলো রাকাচন্দ্র॥

ব্রজেশ্বরী রাই কিশোরী হরির হরি নিরানন্দ।

বিতরিছেন বংশীধরে সমাদরে প্রেমানন্দ॥

ডাকিছেন সুধাংশুমুখী, শ্যাম এলো আর শ্যামা সখী, শ্যাম শোকে অসুখী হয়ে বলিছি তোর মন্দ।

ডাকেন শুকে, নাচয়ে সুখে, সুখের সময় কি আর সন্ধ।

মধুকর ধ্বনি করে পান করে মকরন্দ॥ ৭

দেশ খাম্বাজ—একতালা।

বৃন্দে হে প্রাণ দেহে থাকে কই। বুঝি হা রাই বলে হারাই জীবন দাঁড়াই কার কাছে সই॥

আর সহে না বিচ্ছেদ ব্যাধি, গত নিশির শেষাবধি, দুঃখের নাহি অবধি,

করেছেন রাই রসময়ী। বৃন্দে হে কোন প্রকারে, বাঁচাও বিচ্ছেদবিকারে, দেখাতে পথ অন্ধকারে, কারে কই তোমা বই॥

রাই কুঞ্জে যাব বলি, মনে ছিল কত বলি, পথে পেয়ে চন্দ্রাবলী, লয়ে গেল তোমারে কই।

যার নাম সদা ভজি, সে আমায় ত্যজিল আজি, যার জন্ত গোলোক ত্যজি, নন্দের বাধা মাথায় বই ॥ ৮

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়া।

মরি হায় হায়, শুনে হাসি পায়, যাবে কাশী কালশশী ভস্মরাশি মেখে গায়।

নাথ হে যাবে কাশীতে, কি বলিবে কাশী-বাসিতে, কাশীধামে প্রবেশিতে, কাশীনাথ পড়িবেন পায় ॥

এ কষ্ট হে কৃষ্ণ সবে হে কেমনে, কি বিলাই মেখে ছাই ও চন্দ্রবদনে, ত্যজে বাঁশী ও শ্যামশশী ধরিবে নাকি দণ্ড, কাশী যাওয়া কর্ত্তব্য কিবল গোপীর প্রাণদণ্ড, ভাসাবে নয়ননীরে কাঁদাবে ব্রহ্মাণ্ড, পীতাম্বর ত্যজে পীতাম্বর, বাঘাম্বর কি শোভা পায় ॥৯

বোবাটী—একতালা।

আর কি থাকে কুল, এসেছে গোকুল, ডুবাইতে কুল অকুল-সাগরে।

একবার দেখিলে কালশশী, আর কি থাবি কাশী, দাসী হবি বাঁশী শুনিলে পরে ॥

আমরা নারী করি অন্তঃপুরে বাস, অন্তরে প্রবেশ করেন শ্রীনিবাস, নারী সহবাস, ঘুচায় গৃহবাস, বাসনা গো— শ্যামের বাঁশের বাঁশী বনবাসিনী করে ॥

বংশীস্বরে সতীর সতিত্ব দমন, হয়ে নয় সতীর পতি প্রতি মন, মত্ত জলজন, যমুনা উজান, বেগে ধায় গো,— যখন বংশীধর বংশী ধরেন অধরে ॥

বিভাষ—একতালা।

আজি কিবা শোভা ব্রজধামে শ্যামের বামে শ্যাম-সোহাগিনী।

যত ললিতে আদি সঙ্গিনী, যুগলরূপ হেরে, যুগল আঁখি ঝোরে, এরা যুগল প্রেমের পাগলিনী ॥

আনন্দে প্রেমানন্দে ডাকেন গোকুলচন্দ্রে, পেয়ে চন্দ্রাননী, আমার শ্যাম এসেছেন কুঞ্জে, কোথা রইলি আমার সাধের শ্যামা সখী শ্যামাঙ্গিনী ॥

বলেন প্যারী আমার গোবিন্দ সদয়, করুণা হৃদয়, হৃদে উদয়, দুঃখ তাপ দূরে গেল, সমুদয় দেখে ধনী।

ওহে মধুকর, গুণ গুণ ধ্বনি কর, এসো আমার গুণমণি, ও কোকিল আমার পোহাল কুহুনিশি, এখন কর কুহুধ্বনি ॥ ১১

সত্যভামা প্রভৃতির গর্ব্বচূর্ণ।

খাম্বাজ—ঠেকা।

বেদে পায় না অন্ত, মায়টী যাঁর অনন্ত, তাঁর অন্ত কি পায় সামান্তে।

হয়ে ঐ চরণ অভিলাষী, শিব থাকে উদাসী, কমলা যাঁর দাসী, ত্রিলোক মাঝে॥

কিঙ্কর যে চরণে রত্নাকর আপনি পদনখাশ্রিত চন্দ্রকান্তমণি, শিরে যাঁর শোভা করে কৌস্তভমণি॥

সেই চিন্তামণি, ভব মুক্তিদাতার চিন্তা মুক্তির জন্তে॥ ১

টৌরী—কাওয়ালী

ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে,
নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ভবে।
ভাবিলে ভাবনা যত ভ্রূভঙ্গে হরে রে,
অনঙ্গ তরঙ্গ ক্রভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে
মন কিমর্থে এ মর্ত্ত্যে কি তত্ত্বে এলি, সদা কুকীর্ত্তি দুর্ব্বৃত্তি করিলি, কি হবে রে, উচিত এ নহে দাশরথিরে ডুবাবে।

কর প্রায়শ্চিত্ত, রে চিত্ত,সে নিত্য পদ ভেবে॥ ২

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

মাধবের নিন্দি নীলাঞ্জন নীরদবরণ।
তাহে কমলা, স্থির চপলা,
বামে শ্যামেরি ভূষণ॥
নীলকান্ত মরে ত্রাসে,
নীলাম্বুজ নীরে ভাসে,
হেরি কৃষ্ণরূপ অভিমানে
বিমানে রন্ নবঘন॥ ৩

সত্যভামার ব্রত।

সুরট—যৎ।

জয়তি জগদীশ জগবন্ধু জগজ্জীবন।

জপে গুণ যতনে যোগীন্দ্র আদি যোগিগণ॥

যজ্ঞেশ্বর যাদব জয় যশোদানন্দন, যদুকুলোদ্ভব হে জলদবর্ণ জনরঞ্জন।

ওহে জীবের জীব আত্মরূপ ত্বং যন্ত্র তুমি জপ যন্ত্রী, জগদ্‌মন্ত্র যমযন্ত্রণা নিবারণ।

জগৎ আরাধ্য জগদাদ্য জগন্মোহন, যথন্ত দাশরথিরে তার হে জগত্তারণ॥১

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

কি ব্রত করিলি বল, ফলিল ফল একি ফল, প্রতিফল তোমায়।

দক্ষিণাতে সাধনের ধন কৃষ্ণধন দিলি বিদায়॥

তোরে ধিক্ তোর ব্রতে ধিক্, আছে কি ধন আর অধিক, অখিল ব্রহ্মাণ্ড-পতি পতি তোর মন যোগায়।

তোরে বিড়ম্বিল বিধি, প্রাক্তনে নাই প্রাপ্ত নিধি, কপাল যার মন্দ, শ্রীগোবিন্দচরণ সে কি পায় ॥ ২

গোপীগণের বস্ত্রহরণ।

সই গো ডুবিলাম ঐ রূপসাগরে।
এই গোকুলনগরে, আছে কে হেন সুহৃদ্ আসি তরঙ্গে রাধারে ধরে ॥
মরি কি রূপমাধুরী, নীলোৎপল বল নিল হরি, দিল লাজ নীল গিরিবরে, কালতো কত দেখিলো সখীলো একিলো কালো, অখিল ভুবন আলো করে।
তবে এ নীলরতন ধন কে আনিল, বিনিমূলে তরুমূলে, ও নীলবরণ কিনিল মোরে ॥
আমি একা কোথা রাখি, কিছু ধরগো ধর্গো সখি, রূপ আমার আঁখিতে না ধরে।
কোটী আঁখি দিলে বিধি, কিছুকাল ঐ কালনিধি, হেরিলে আঁখির দুঃখ হরে।
ঐ যে কালরূপ, বিশ্ব-রূপারূপ, দাশরথি কয় শ্রীমতী দেখ নয়ন মুদে অন্তরে ॥ ১

বারঁড়া—একতালা।

নৈলে কে পায় ধত্তে রাধার পায়।
অনুকম্পায় যে জন আছে,
অনুপায় তার গেছে ধরে পায়,
ভবের উপায় সে করেছে
জন্ম জন্ম রাধার পায় ধরেছে,
সে কি পায় ধরিতে ক্ষান্ত পায়।
ব্রহ্মজ্ঞানী আমায় করেছেন কিশোরী
আর কি এখন আমি ব্রহ্মার পদে ধরি
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করি,
রাই ব্রহ্মময়ীর কৃপায় ॥ ২

বিভাস—ঝাঁপতাল।

রাধরে কথা ডাকরে মম বাঁশরী
সদা কিশোরীকে।
ভবে মুক্তি দেন সদা
অপরাধীকে রাধিকে ॥
বৃষভানুর-নন্দিনী ভানু শশীর বন্দিনী,
পদ তরুণ ভানু জিনি,
ভানুজ ভয় হারিকে।
তোরে দিয়াছি আমি রাধা মন্ত্র,
দেখ যেন হৈওনা ভ্রান্ত,
দেখ ক্ষান্ত বলবন্ত, ছলনা প্রতিবাদীকে
কত গুণ ধরে শ্রীমতী,
গুণাত ত সেই গুণবতী,
গতিহীন কুমতি
দাশরথিরে গতিদায়িকে ॥ ৩

সরফরদা—কাওয়ালী।

তোমার এ কেমন বাসনা হরি।
কুলবধূর নিয়ে বাস হরি,
আর কতক্ষণ জলে বাস করি,
যাব আমরা বাস, ওহে পীতবাস,
বাস দিয়ে বাজাও বাঁশরী॥
শীতে হৃদি শীতলজলে কাঁপে কায়,
কয় কি হে জলদকায়,
রমণী বিবশে দহে,
এ রসে পৌরুষ কি হে,
এই যে শুনিলাম তুমি রাসবিহারী।
কত সাধের সাধনা তোমায় সাধিলাম,
সাধ না পুরালে হে শ্যাম,
অধীনীদের হবে কান্ত,
তাতো হলো না হে একান্ত,
অধিকান্ত একি হে লাজে মরি॥ ৪

বারওঁা—তেতালা।

তোমায় দেখ সদা আমারে যশোদা বাঁধে সখি।

সে কি তার কর্ম্ম, আমি যে ব্রহ্ম, মর্ম্ম তা জানে কি॥

যাকে ধন্যা করে, পুণ্যডোরে, আমি আপনি বাঁধা থাকি।

কে বাঁধে সই আমায় করে, জীবের জীবন গেলে পরে, যখন শমন বন্ধন করে; আমায় ডাকিলে পরে সেই বন্ধনে ত্রাণ পায় পাতকী।

যুগে যুগে সঁপিয়ে মন, যোগসূত্র পাকায় যে জন, সেই বান্ধে হে সুধাংশু-মুখি, যোগেতে না সঁপিলে মতি, বান্ধিবারে দাশরথি, ভক্তিরজ্জুর নাইকো সঙ্গতি, আমি তাইতে তোরে অপার ভববন্ধনে রাখি॥ ৫

ভৈরবী—একতালা।

ননদিনী বলো নগরে।
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী,
কৃষ্ণ কলঙ্কসাগরে॥

কাজ কি গো কুল কাজ কি গোকুল, ব্রজকুল সব হউক প্রতিকূল, আমিত সঁপেছি গো কুল, অকূলকাণ্ডারীর করে॥

কাজকি বাস কাজকি বাসে, কাজ কেবল সেই পীতবাসে, সে থাকে যার হৃদয়বাসে, সে কি বাসে বাস করে॥

নবনারী-কুঞ্জর।

আলেয়া—একতালা।

রাধে কে চিনিতে পারে তোমার।

এলে গোলোক করি শূন্য, ধরায় অবতীর্ণ, পাণ্ডবীর কুল উদ্ধারিবার জন্ত, জগৎকর্ত্রী ত্রিলোক মান্ত, তব মান্ত করেন যায়॥

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা বলে বেদে চারিফল হয় উৎপন্ন ঐ পদে, দৃষ্টমুদে যে জন পদ ভাবে হৃদে, এড়ায় শমনের দায়॥ ১

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

কিছু নয় অসম্ভব, তোমাতে সম্ভব মান্য করেন ভব, তুমি ত্রিলোক মাঝে।

হয়ে ও পদ অভিলাষী, শুক নারদ উদাসী, ব্রহ্মা অভিলাষী আছেন নিশি দিনে॥

ও গুণ বর্ণনে অশক্ত হন পঞ্চবক্ত্র, লেখা বেদাগমে আছে রাধাতত্ত্বে ব্যক্ত, নিলে চরণে স্মরণ, জীবে ভবে মুক্ত পায় গো।

হরি নরহরি ব্রজে তোমারি জন্যে॥

পরজ—একতালা।

কিবা নিকুঞ্জে কুঞ্জরগামিনী কুঞ্জরী হইয়ে ভ্রমে।

মন্মথমোহন মনোমোহিনী মোহ করি বারে শ্যামে॥

যার মায়ার প্রভাবে জীবে মহীতে মোহিত হয়ে, ভ্রমণ করিছে সদা অসার সংসার ভাবিয়ে, ভাবনা না করে ভবে কি হবে চরমে।—

দাশরথি কহিছে খেদে আমি কি পাব বরশন, শ্মশান ভবনে ভেবে যে রাধার ভব পান না অন্বেষণ, যে রাধার মায়ায় গোলোক পরিহরি হরি ব্রজধামে॥ ৩

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী।

সুরট—ঝাঁপতাল।

মন মানসে সদা ভজ,
দ্বিজ-চরণ পঙ্কজ,
দ্বিজরাজ করিলে দয়া
বামনে ধরে দ্বিজরাজ॥
হরিতে অসাধ্য ব্যাধি,
বৈদ্য নাহি পান বিধি,
সে রোগের ঔষধি
কেবল ব্রাহ্মণচরণরজঃ॥
যার গমন দ্বিজরাজে,
নখরে দ্বিজরাজ সাজে,
দ্বিজ পদ শোভিত যার
হৃদয় সরোজ॥
ভ্রান্ত হয়ে পদে পদে,
হেন দ্বিজ অভয় পদে,
দাস না হয়ে দাশরথি
দুঃখ পায় সে দোষ নিজ॥ ১

সুরট—ঝাঁপতাল।

হয় নিদয় হরি নিদয়
মোরে হয়-কামিনী॥
তুমি যদি নিস্তার পথ
কর ত্রিপথগামিনী॥

জীব কর্ম্ম দোষে ভবে পেয়ে দুঃখ পদে পদে হলে পতিত পদে পতিতে দেখো, পতিতপাবনী পদে, শুনে ধরেছি পদ, হরি পদরজোবিহারিণী॥

আরাধিয়ে পীতাম্বর, হর পূজে না পেয়ে বর, বড় দুঃখ পেয়েছে গিরিবর-নন্দিনী।

জীবনান্ত জেনে অন্তে এসেছি তব জীবনে, তুমি জীবনরূপিণী গঙ্গে তোমা বিনে ত্রিভুবনে, কে আছে আর দাশরথির দুঃখ নিবারিণী॥ ২

মল্লার—ঠেকা।

সম্বর এ রূপ কমল আঁখি।
এই যে অসম্ভব মাতা হবে কি,
যাঁর ব্রহ্মাণ্ড উদরে
তাঁরে উদরে ধরে দেবকী॥
সনকাদি তপোধন, করে যে ধন সাধন,
শুক নারদাদি যাঁর প্রেমে বিবেকী।
পাষাণ উদ্ধারিল,
যাঁর পদে গঙ্গা জনমিল।
অজামিল তরিল যাঁরে ডাকি।
হরের চিরধন, বিরিঞ্চির ধন,
হবে সে ধন নন্দন,
আমি এত কি সাধন রাখি॥
হর হর কংস ভয় হরি, কররে অভয়
আমরা উভয়ে সভয়ে সর্ব্বদা থাকি।
হৃদয়ে পাষাণ দিয়ে, পাষাণ-হৃদয় হয়ে,
পাসরিয়া আছে মায়াকলঙ্কী।
দুঃখ বলিব কায়, হে নীরদকায়,
আমার ষড় পুত্র বধে
দুঃখ দিয়াছে পাতকী॥ ৩

রামকেলী—আড়া।

ভয়ে আকুল বসুদেব দেখে অকূলযমুনা
কূলে বসে দুনয়নে বারি,
কোলে অকূলের কাণ্ডারী,
তাতো জানে না॥
একবার ভাবে
যদি ধরিতাম কংসের পদে,
দৈবে দয়া যদি হোতো পাষাণ হৃদে,
তা হয় না আর,
গেল একূল ওকূল দুকূল,
অকূল পারে,
গোকুলে কুলের তিলক রাখিতে
কূল পেলেম না॥
বসু বলে শিশু রক্ষক জননী,
এমন অকূলে
কুলকুণ্ডলিনী বই, কূল আর কই,
প্রতিকূল বিধি দিয়ে হরে লয় মা নিধি,
কৃপানিধি বিনে দীনের কূল
আর রৈল না॥ ৪

ভৈরবী—রূপক।

দেখিলে রূপ হরের নয়ন উথলে।
ভূভারহারিণী স্বয়ং ভূতলে॥

শশী আসি নখবাসি তরুণ অরুণ পদতলে॥

হেরি যোগেন্দ্রকামিনা, স্বরূপিণী সৌদামিনী, হতো মানিনী, গগনে সঘনে চলে॥

মরি কি মাধুরী হেমগিরির কুমারী, হেমগিরি মলিন দুঃখানলে।

নন্দ হিতার্থে, কৃতপ্রত্যর্থে, জনমিল যোগমায়া আসি যশোদানন্দিনী ছলে॥

ত্রিলোচনী এলোকেশী, স্বরূপসী খর্ব্বকেশী, শশী মসিদোষী হয়ে মুখ-মণ্ডলে।

শ্রুতি নাসার তুলনা, শ্রুতিমূলেতে মেলেনা, অতুলনা ললনা, শ্রুতি বলে।

দাশরথি বলেন শুন, পাবি তাঁর দরশন, কর জ্ঞানচক্ষুযোগ যোগমায়ার পদকমলে॥ ৫

ভাটিয়ারি—রূপক।

নিত্য গোপাল হেরে, নেত্রে বারি ঝরে
প্রেমে নৃত্য করে, গোকুলবাসিগণ।
কি আনন্দ নন্দ, পেয়ে নিত্যানন্দ,
হয় না নন্দের চিত্তে নৃত্য নিবারণ॥
সঙ্গে লয়ে চন্দ্র সহ ভার্য্যাগণ, চন্দ্র যান
গোকুলচন্দ্র দরশন, হেরে চন্দ্রানন,
চন্দ্রের চান্দ্রায়ণ অমনি হয়রে।
গোকুলচন্দ্রের নখচন্দ্রে চন্দ্র লয় শরণ॥
মুনিগণ আসিয়ে দেখে কমলনেত্র,
কহিছেন নন্দ তোমার এই যে পুত্র,
মুদিয়ে ত্রিনেত্র, হৃদয়ে ত্রিনেত্র,
ভাবে এই ধন হে।
তিনি জ্ঞাননেত্রে করেন নিত্য দরশন॥

নন্দোৎসব।

খট্‌ভৈরবী—একতালা।

যদি রাখেন মান, আমার ভগবান্, সেই পঞ্চাননের দুরারাধ্য।

বল কে জানে, তাঁহারে বিধি বিষ্ণু কয় যারে, কালে করেন লয়, তিনি পরম পুরুষ পরমারাধ্য।

যাঁর কৃপাবলোকনে সৃষ্টি এ ব্রহ্মাণ্ড, লোমকূপে যাঁর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, করা-স্থুলে ধরাধর সপ্তখণ্ড, কে জানে সে কাণ্ড, কার বা সাধ্য॥

কালবশে কালে না বলিলাম হরি, চরমকালে কালের হস্তে কিসে তরি, এ কালরোগের উপায় শ্রীহরি, হরি বিনে নাই আর নিদানে বৈদ্য॥ ১

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

যে ভাবে তারাপদ,
ঘটে কি তার আপদ,
সে পদ ব্রহ্মপদ,
মুক্তিপদ প্রদায়িনী।

কি আর করিবে কালে
মহাকাল যাঁর পদতলে,
ডাকিলে জয় কালী বলে,
কাল ভয়ে পলায় অমনি ॥
শ্যামের মায়া অনন্ত,
অনন্ত না পায় অন্ত,
কালহরা কালিমন্ত্র,
তারিণী ত্রিগুণধারিণী।
মা আমার দক্ষিণেকালি,
কখন বা হন করালি,
কখন হন বনমালী,
কভু রাধা মন্দাকিনী ॥ ২

অহং—একতালা।

তুমি সে কাল চিন্‌লে না,
কি বস্তু জান্‌লে না,
যে কালোর তুলনা নাই ভুবনে।
যার রূপে আলো করে,
হরের মন হরে,
শ্মশানে কাল হরে, যাঁহার কারণ ॥
সে কাল রতন,
করিলে যতন,
কালের দমন হয় হে কালে।
মোক্ষ হয় যে পদে, বিপদ সম্পদে,
নিরাপদে থাকে লইলে শরণ ॥
কাল পেয়ে একবার পূজলিনে
সে কাল, মজিলি চিরকাল,
কালের বশে কেন কাল হারালি ॥
ছিল অমূল্য ধন,
দিলি সব বিসর্জ্জন,
রিপু ছজনার মান বাড়ালি ॥
এ ভব তুফানে,
পার হবি কেমনে,
ভাবলিনাকো মনে শ্রীহরি চরণ ॥ ৩

সুরট—একতালা।

ওরে কি আনন্দ নন্দপুরে মরি হায়।
হেরি নিরদ কায় ॥
নাচে আর বলে সবে, হরি কথা কবে কবে, সেদিন কোন দিন হবে এড়াব শমন দায় ॥ ৪
নাচে গদারবিন্দ, ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র সঙ্গে যত গোপবৃন্দ, গোবিন্দের দেখিয়ে
নাচে নন্দ উপানন্দ, সানন্দ সদানন্দ, আনন্দ সাগরেতে দেহ ভাসায়।
প্রেমে মত্ত চিত্ত সদা, নাই চেষ্টা তৃষ্ণা ক্ষুধা, কৃষ্ণ নামামৃত সুধা পানে কি আর ক্ষুধা পায় ॥

সিন্ধুভৈরবী—কাওয়ালি।

ব্রজ ধামের তুল্য ধাম আর কোথাও নাই।
সঘনে বদনে কেবল হরি ধ্বনি শুন্‌তে পাই ॥
কৃষ্ণ প্রেমে সব মত্ত ভুলে গেছে সকল তত্ত্ব, বলে কৃষ্ণের তত্ত্বকথা বল ভাই ॥

পশু পক্ষি বৃক্ষলতা, তাদের মুখে কৃষ্ণকথা, অনুকম্পা অনুগতা, জানে কেবল তাহারাই ॥ ৫

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা।

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল

আয় রে কানাই আয় রে গোঠে
রজনী পোহাইল।
ডাকিছে ঐ সঘনে ধেনু গগনে
ভানু উঠিল ॥

বেরো রে রাখালের রাজা শ্রীনন্দের নন্দন, করেতে কর রে মুরলী কটিতে ধটি বন্ধন, রাখালমণ্ডলী ক'রে নেচে নেচে চল ॥

ও ভাই মায়ে বল বুঝাইয়া, দিবে তোরে সাজাইয়া, অলকা-আবৃত করি বদনকমল।

মোহন চূড়ে বকুলমালা মদনের মনোহারি, শিরোপর শিখিপুচ্ছ ওরে বঙ্কমাধুরী, গলে গুঞ্জমালা যাতে করে ভুবন আল ॥ ১

অহং-ঝিঁঝিট—খং।

বলরাম রে, আজি মোর নীলমণি বনে গোষ্ঠে বিদায় দিতে পারিব না।

দু-স্বপন দেখেছি কালি, না জানি কি করেন কালী (রে), যেন কালীদয়ে ডুবেছে আমার কালীর সোণা ॥

ইথে যদি যত্ন করে, মন্দ মন্দ কর আমারে, এ পাপ সংসারে রব না (রে)।

গোপালকে নে ঘরে ঘরে, রাখিব প্রাণ ভিক্ষা করে (রে), তবু গোপালের মা যশোদা নাম থাকিবে ঘোষণা ॥ ২

ঝিঁঝিট—খং।

দেখ দেখ মা দেখ দুর্গে নীলমণি মোর বনে যায়।

আমি রাখাল সঙ্গে দেই নাই গোপাল দিলাম মা তোর রাঙ্গাপায় ॥ ∘

দাসীরে করুণা করি, সঙ্কটে রেখ শঙ্করী, মাগো আমি সবে ধন পাঠাই-লাম বনে মা কেবল তোর ভরসায়।

তারা হারা হয়ে তারা, দেই- বনে নয়নের তারা, মা গো তুমি করুণা নয়নের তারা বিতরণ করো বাছায় ॥ ৩

অহং-ঝিঁঝিট—খং।

ও কে যায় গো কালো মেঘের বরণ।
কালো রতন রমণীরঞ্জন ॥
মোহন করে মোহন বাঁশী,
বিধুমুখে মৃদুহাসি (সই),
আবার কটাক্ষে চায় নাচায়
দুটী নয়ন-খঞ্জন।

নিরখি বিদরে প্রাণী,
ঘেমেছে চাঁদ-বদনখানি,
লেগে দারুণ রবির কিরণ গো ,—
আমায় যদি সদয় হোত,
কুলের শঙ্কা না থাকিত (সই),
তবে বসনে ঢাকিতাম গিয়ে ও বিধুবদন

ললিত ঝিঁঝিট—একতালা।

কানাই একি ভাই রইলি
প্রভাতে অচৈতন্য।
উঠিল ভানু, ও নীলতনু,
যায়না ধেনু বেণু ভিন্ন॥
লয় ধড়া, মোহন চূড়া,
ব্রজের চূড়া ও নীল বর্ণ।
রাখাল সাজে, রাখাল মাঝে,
নেচে নেচে চল অরণ্য॥
অঞ্জন আঁখি যুগলে,
গুঞ্জ হার পররে গলে,
কদম্বমঞ্জরী ভাল সাজে যুগল কর্ণে।
এক দিন বনে, রাখালগণে বিষ
জীবনে জীবন শূন্য, জীবন দিলি
জীবন কানাই, তুল্য নাই গুণে তোমা
ভিন্ন॥৫

খাম্বাজ—জৎ।

এই কথাটী পাল, আজি রেখে
গোপাল, গোপালের গোপাল লয়ে যা
শ্রীদাম॥

কাঁচা ঘুমে আমার উঠিলে অবোধ
কুমার, ক্ষীর দিলে হবেনা আঁখিজল
বিরাম॥

যায় না ধেনু শীঘ্র গোপাল না
গেলে পর, গোপালের মাথার চূড়া
মাথায় পর, ধর মুরলী ধর; তুই
মুরলীধর হয়ে আজি রে;—বাছার
মত যাবি আর বাজাবি অভিরাম॥৬

গোপাল বেশে হওরে গোপালে
প্রবেশ, সাজিবে বেশ, তোরে প্রাণ
গোপালের বেশ তুই বাজালে বেণু,
অমনি ফিরিবে ধেনু, তার কি ভয়
রে,—ধেনু চিনিবেনা রে শ্রীদাম
শ্রীদাম কি তুই শ্যাম॥৭

ইমন—ঝাঁপতাল।

কানাই রে তুই নয় মানুষ।
জ্ঞান হয় রে তুই পরম পুরুষ
তুই যদি মানুষ রে কেশব,
কোথা পেলি চিহ্ন এসব, ভৃগু চরণ
হৃদে ধ্বজবজ্রাংকুশ।

দাশরথির চক্ষে বারি, বল হে
বিনোদবেহারী, তোর মায়া ভাই
বুঝিতে নারি, ঝিরে হও পীযূষ॥৮

ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ ।

মোল্লার—ঢিমে তেতালা ।

কেবা চিত্তানন্দময়, নেত্রে নিত্যময় হেরে বৃন্দারণ্যে ।

ত্যজে কৈলাস বাস, শ্মশানেতে বাস, নামে তরিল অজামিল প্রভৃতি, যে রূপ হৃদয়ে ;—ভাবেন প্রজাপতি, জীবনরূপিণী গঙ্গা যার উৎপত্তি, যে পদ অভিলাষে, শুক নারদ সনকাদি ভ্রমণ অরণ্যে ।

যুগল শ্রুতি শোভে মকর কুণ্ডলে, দিতে যার সীমা নাহি ভূমণ্ডলে, দাশরথি বলে, শ্রীমুখমণ্ডলে, স্তন দেয় রে যশোমতী পুণ্যবতী ধরায় ধন্যা ধন্যা ॥ ১

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা ।

কারে বল অপবিত্র, ত্রিলোক পবিত্র, যে পবিত্র পুত্র পেয়েছ কোলে ।

ওর গুণ বেদে আছে শোনা রাণীগো, কাষ্ঠতরি সোণা, পদসরোজে মানব হলো শিলে ॥

ফণীন্দ্র মুনীন্দ্র, রবি চন্দ্র ইন্দ্র, আশ্রিত ও চরণ যুগলে ॥ ও পদ ধরিয়ে ত্রিনেত্র, মুদিয়ে ত্রিনেত্র, পবিত্র হলো রেখে হৃদকমলে ॥

যার ব্রহ্মাণ্ড উদরে, তারে ধরে উদরে, ধন্য হলে রাণী এই ভূতলে ।

তোর পুত্র শরণ মাত্র, অরী মরির পুত্র, হয়ে যায় ভবে জীব সকলে । ও পদ না করে ভাবনা, রাণী গো দাশরথির ভাবনা, পড়ে অপার ভবসিন্ধুকূলে ॥ ২

বাহার—কাওয়ালী ।

যায় কাল কাল বলিলি লো জটিলে ।

হৃদয়ে ভেবে ঐ কাল, জয়ী হলেন মহাকাল, কালকূট গরল পান কালে কালে । হেরিয়ে সে রূপ কালা অন্তরেতে জাগিছে, সদা বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত আছে এ কাল পদতলে ।

যখন চিনিতে নারিলি কাল তনয়, ভাল ভালে, তোর জলাভাবে গেল জীবন থেকে জলধিজলে ॥ ৩

আলেয়া বিভাস—একতালা ।

ওরে নীলমণি, বল বল রে শুনি, কি দেখালে চন্দ্রাননে ।

তোর কি প্রকাণ্ড কাণ্ড গোপালরে বিকট প্রচণ্ড বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখি নয়নে ॥

দেখিলাম ইন্দ্র চন্দ্র অরুণ, যম কুবের বরুণ, প্রজাপতি পশুপতি দেবাদি সব তোর আননে ।

ভয় হয় রে হেরে মনে মনে যোগী ঋষি পশু পক্ষি বন দরশনে ॥

তোর বদন কমলে অমি বারি দিলে, কাল ভুজঙ্গ অনন্ত আদি, এ তোর কেমন মায়া মাকে দেখালে, ওরে মায়াধারি, কত তাচ্ছিল্য করি তোর বাৎসল্য জ্ঞানে ॥ ৪

আলিয়া—একতালা।

ব্রহ্ম করিতে নিরূপণ একি পণ
ব্রহ্মার মনেতে।

একি অজ্ঞান হৃদয়, মরিবে ব্রহ্মার হয় উদয়, কোটি ব্রহ্মা লয় হয় যে চরণেতে ॥

সেই প্রলয়েরি কালে, কারণ বারি-জলে, ব্রহ্মা ছিলেন ব্রহ্ম নাভিস্থলে, ব্রজের বালক বলি, গোলক পালকে ব্রজের বালক ভাবেন, নৈলে গোপা-লের গোপাল এসেন হরিতে।

যার ভব ভাবনা তত্ত্ব, ভাবেতে উন্মত্ত, ত্যজে বাস বাস বাস শ্মশানেতে

যার মায়া জলে, মোহ মোহিতে জীব সকলেতে ভুলে আছে ত ঐ ব্রহ্মা দেবগণেতে ॥ ৫

আলিয়া—একতালা।

প্রাণ যায় এ সময় একবার আয়রে কানাই।

ও রাখালের জীবন, জীবন রাখরে ও জীবনধর বরণ, জীবনান্তকালে আসি দেখা দেরে ভাই ॥

আমরা বিষ জীবন পানে, তেজে-ছিলাম প্রাণে তোর কৃপা কৃপাণে সে জ্বালা নিভাই।

ব্রজে রেখেছিলি, গিরিধর রে গিরি ধরে করে, আজি বুঝি গিরিশুহে জীবন হারাই ॥

তাই তোর মহিমা যে, থাকে মহী মাঝে যদি গিরি মাঝে আজ দেখা পাই

ও নীলকমল তনু, ঐ দেখ কাঁদে ধেনু, না শুনে মধুর বেণু, ভবে নিস্ত-পায়ের উপায় ও পায় ভিন্ন নাই ॥ ৬

রামকেলী বিভাস—কাওয়ালী।

গোলোক করি শূন্য অবতীর্ণ ব্রজমণ্ডলে।
নৈলে কি শ্রীধর ভূধর করাঙ্গুলে ॥
জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম চারি বেদে বলে,
ব্রহ্মেতে ব্রহ্ম নিরূপণ আছে কোনকালে
কূর্ম্মাদি অনন্তরূপে আছ হে পাতালে ॥
তুমি নিত্য নিরঞ্জন নির্ব্বিকার,
ভূভার হরিতে হয়ে সাকার,
হয়ে হরি বামনাকার বলিরে ছলিলে।
ত্রেতায় শ্রীরাম অবতারে
রাবণ কুলে নাশিলে,
কৃপাসিন্ধু গুণে সিন্ধুজলে ভাসালে শিলে,
এখন গোপকুলে আছ গোকুলে,
গোপাল গোপালে ॥ ৭

কালিয়দমন।

ললিত—একতালা।

আয়রে গোষ্ঠে যাইরে কানাই গগনে উঠেছে ভানু।
চঞ্চল চরণে চল, ভাই চঞ্চল হয়েছে ধেনু॥
অঞ্চল ছাড়িয়ে মায়ের শিরে পর মোহন চূড়া, মুরলীধর মুরলী ধর, কটিতে পর পীতধড়া অলকা তিলক যুক্ত হয়ে নীলতনু॥ ১

ভৈরবী—ঠেকা।

মরি কি শোভা কালবরণ।
জিনি নীলকান্ত মণি, ও নীল-কান্তমণি, সুরমণির শিরোমণি চিন্তা-মণি, হরের রমণী ভাবেন যার চিন্তামণির শ্রীচরণ॥
অলকা তিলকাযুক্ত জলদকায়, ভক্তগণ মাঝে॥যে রূপ ব্যক্ত পায়, ভাবে ভেবে জীবে পায় মুক্তকায়, হয় অকায় স্বর্গে গমন॥ ২

রামকেলী—যৎ।

কোথায় তারিণী, বিপদহারিণী,
একবার হের আসি পদ্মচক্ষে।
করে তোমার সাধন, পেয়ে ছিলাম যে ধন, কৃষ্ণ ধন অতুল্য ধন, সে ধন নিধন হলো কি ধন আছে ত্রৈলোক্যে॥
আর কি অর্থ আমার আছে, বল মা সে বিনে অমূল্য ধন রাজত্ব কি সাজে, কৃপা করি দে মা সে নীলসরোজে, ও চরণ-সরোজে দাসের এই ভিক্ষে॥
দাশরথি বলে ওহে অবোধ নন্দ, ত্যজ নিরানন্দ পাবে শ্রীগোবিন্দ, কল্লেন বিজয় নিরানন্দ, সদানন্দ, সদানন্দে যে ধন রাখিয়ে বক্ষে॥ ৩

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

কানাই আয় ভাই
তুই কি জলে হারালি চৈতন্য।
ও শ্যামরায়, আসি ত্বরায়,
দেখ মা ধরায় অচৈতন্য॥
ও প্রাণ কেশব, সখা যে সব, সে সব শব তোমা ভিন্ন, কাঁদে ধেনু, রে নীলতনু, মধুর বেণু নীরব জন্য। গোপিনীরে দুঃখ-নীরে, ডুবালি ডুবিয়ে নীরে, ভাসে নয়ন-নীরে, তারা না জানে আর অন্য॥ ৪

জয়জয়ন্তী—যৎ।

শ্যাম জলদবরণ বামে রাম
রজতগিরি দক্ষিণে।
দেখে যশোদার যুগল কক্ষে
যুগল রূপ যুগল নয়নে॥

পদতলে তরুণ অরুণ কিবা শোভা করে, নখরে শভিত কোটি কোটি সুধাকরে, ঐ রূপ হেরিতে সাধ ত্রিলোচনে।

দাশরথি কুমতি অতি, ভক্তি স্তুতি বিহীনে, কি হবে আর ভবে গতি, সঙ্গতি ওধন বিনে, তায় হয় কি দৃষ্ট রামকৃষ্ণ যুগল রূপ যুগল-নয়নে ॥ ৫

অক্রূরসংবাদ।

বাঁরওঁা—যৎ।

হরি এতো অযতনে ব্রজে কেনে।
হয়ে অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি ধেনু রাখ বনে
এ ধন কি চিনিবে নন্দ, গোচারণে দেয় গোবিন্দ, জানিতে কি পারে অন্ধ, কি স্বরূপ দর্পণে।

কমলা সেবিত ধ্রুব, যে চরণ হে মাধব, বনে কুশাঙ্কুর সব বাজে সে চরণে ॥ ১

খট—যৎ।

ওরে নিদ্রা কেন অঙ্গে এলি।
তোর কি এত ধার, ছিলোরে রাধার,
রাধার মূলাধার, কোথা লুকালি ॥
হরি জিনি আমার করে অচেতন,
অমূল্য রতন সে নীলরতন,
সদা সাধে যারে সনক সনাতন,
ব্রহ্ম-সনাতন কারে বিলালি।
হৃদি-পদ্মাসন, করি অন্বেষণ,
পাইনে দর্শন সে পীতবসন,
ওরে নিদ্রে শোন করে আকর্ষণ,
বিচ্ছেদ হুতাশন, তুই জেলে দিলি ॥২

খট ভৈরবী—যৎ।

নয়ন কে নিলেরে হরি হরি।
নয়নের অঞ্জন, সে বাঁকা নয়ন,
ছিলিরে নয়ন দিয়ে প্রহরী ॥
কি কাল নিদ্রে এসেছিল তোর,
কাল পেয়ে ঘরে এলো কালচোর,
নয়ন অগোচর, করিলে মনোচোর
মরিরে সে চোর কেমনে ধরি ॥ ৩

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

বল দেখিরে শুক শারি
তোরাতো কুঞ্জে ছিলি।
কোন পথে গেলোরে
আমার মনোচোর বনমালী ॥
কি দোষে ত্যজিল কান্ত,
সে অন্ত না জানি।
অন্তরে ছিলোরে অন্তর্যামী
সে চিন্তামণি ॥
অন্তর হইল দিয়ে অন্তরে কালি।
ওরে শুক আমার আজি কি হইল,
সুখসম্পদ ঘুচিল, সুখসাগর
শুকাইল দুঃখ কারে বলি।

সুখে ছিলাম শুক লয়ে কৃষ্ণ শুকপাখী,
হৃদিপিঞ্জর ভেঙ্গে সে রাধারে দিল
ফাঁকি, কে আর শুনাবে ব্রজে রাধা
রাধা বুলি ॥ ৪

খাম্বাজ—আড়খেমটা

ঐ দেখ মধুসূদন মধুপুরে যায়
তুমি যে বর মাগ ননদি বিধির পায়।
ঘুচাইতে মোর মনের কালী,
আমার ভয়ে সে হয় কালী,
আমার সে দিয়ে অন্তরে কালী,
আজি লুকায় ॥
কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী আমি আজি হৈলাম,
ব্রজের অকলঙ্ক কালাচাঁদকে হারাইলাম
এতদিন যে, ননদিনী বলিতিস মিছে
কলঙ্কিনী, আমার সে কলঙ্ক
আভরণ হৈত গায় ॥ ৫

বেহাগ—যৎ

রাধানাথ যেও না হে রথ আরোহণে।
হলে তোমার শ্রীঅঙ্গে বেদনা, তরি
আরোহণে, সুখে যাও মধুভুবনে ॥
অক্রূর কাণ্ডারী হবে মিলিবে দুজনে।
যদি বল বারি বিনে, তরি যায় কেমনে,
গোপীর নয়ন জলে সিন্ধু
তরি ভাসাও হে যতনে।
যদি বলো হরি তরি বাহে কোনজনে।
তুমি হে ভবকাণ্ডারী বিদিত ভুবনে ॥
যদি বল তরুণী নাহিক বৃন্দাবনে।
আমরা গোপের তরুণী
এই তো ভাসালে দুকানে ॥ ৬

সুরট—যৎ।

বিরাজে সঙ্গে রাধাশ্যামে।
রাধা কোটিচন্দ্র সাজে
কালো জলদেরি বামে ॥
কিবা নিন্দি কালো জলধর,
রূপ রাধার বংশীধর,
নিরখিতে গঙ্গাধর,
এলো ব্রজধামে।
পুরাইতে মন-সাধ,
ভাবে ব্রহ্মা গদগদ,
পুজিল গোবিন্দ পদ,
চন্দন-কুসুমে ॥ ৭

ভৈরবী—তেতালা।

দীনবন্ধু আমি সেই দিনে হে দেখিব
কেমন বন্ধু তুমি।
কে পার করিবে হে আমারে,
শমন রাজার দ্বারে, যে দিন গিয়ে,
বন্ধন পড়িব হে আমি ॥
যদি তুমি হে মাধব, হও দীন-
বান্ধব, হতে হবে সে দিন অগ্রগামী।
একবার সেই দিনে হে যদি না দাঁড়াও
ওহে শমন-দমন শমন যা করবে তা
জান হে অন্তর্যামী ॥

হরি তুমি বন্ধু বট, আমি কিন্তু শঠ, শঠের প্রেম পাছে না হবে প্রেমি।
কিন্তু ও দীননাথ তোমার শঠ ও সরল সমান সংসার স্বামী॥ ১০

সুরট—মধ্যমান।

দেখিতেছেন অক্রূর রূপে রাম যেন রজত-গিরি।
বামে হেরিয়ে নীলগিরি নয়ন মন নিল ঘিরি॥
হিরকমণি মানহত, রামের অঙ্গে শোভা কত, তাতে মিলিত মরকত, নিন্দিত রূপ মাধুরী।
অক্রূর বাম নয়নে দেখে রাম, দক্ষিণ নয়নে দেখে শ্যাম, এক আঁখিতে দুই দেখিতে না পেয়ে আঁখিতে বারি॥
দাশরথি কয় ওরে নেত্র রাম শ্যাম অভেদ গাত্র, যাঁকে দেখ দেখরে মাত্র দুই কইরে একই হরি॥ ৯

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

প্যারী কার তরে আর হার গাঁথ যতনে।
গলার হার কিশোরী, আরাধনের ধন তোমার চিন্তামণি, সে ধন হারালে হা রাই কি শুন নাই শ্রবণে॥
অক্রূর নামে একজন মাথুর মূর্ত্তি ধরে, কংসের দূত এসেছে বৃন্দাবনে।
হরে লয়ে যায় তোমার সর্ব্বস্ব-ধন দস্যুবৃত্তি করে॥
আমরা দেখে এলাম রথে তুলেছে রতনে॥ ১০

সিন্ধুভৈরবী—জৎ।

আমরা আছি যে অক্রূর কৃষ্ণ প্রেমের যজ্ঞে ব্রতি।
যজ্ঞ আজ পূর্ণ করি প্রাণকে দিয়ে পূর্ণাহুতি॥
অজ্ঞান অবলার ব্রত, বৈগুণ্য হলো কত, রাজা পায় ধরে তাতো, সঁপিয়ে গোবিন্দ প্রতি।
একবার গোপীকার কারণ, ধৌত করে রাজা চরণ শান্তিজল দিয়ে দুঃখের শান্তি করে যান শ্রীপতি॥ ১১

শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা।

কেন সজনী কৃষ্ণনাম শুনালি
আমায় শ্রবণে।
আবার কি জন্যে ঔষধি পাপ জীবনে॥
পাব না পাব না হরি,
বৃথা সে ভাবনা করি,
প্রাণান্ত হইলে এখন বাঁচি গো প্রাণে।
মরণ ছিল বাসনা,
তা হলো না তা হলো না,
মরণ হরণ কৃষ্ণনামের গুণে॥ ১

খট্-ভৈরবী—একতালা।

সই কে যাবে মধুভুবনে।
মৃতদেহে আর জীবন রাধার,
কে দিবে এনে সই মধুসূদনে॥
প্রাণ দহে কৃষ্ণ-বিরহ-তপন,
কে মোর আপন করে প্রাণপণ,
করে নিরূপণ দুঃখের আলাপন,
কে জানাবে গিয়া হরিচরণে।
ঘুচাইল বিধি সুখের বিহার,
হরে নিল নীলরতনের হার,
শমন সমান বিরহ-প্রহার,
বল কত আর সহে পরাণে ;—
জেনে এস সখী রাখিতে গোকুল,
কত দিনে হরি হবেন অনুকূল,
দাশরথি দীনে কবে দিবে কূল,
গোকুলচন্দ্র ভবতুফানে॥ ২

সুরট্—যৎ।

তোমরা কেউ দেখেছ নয়নে (সই)।
রাধার নয়ন-অঞ্জন নব-জলদবরণে॥
তার পরিধান পীতবসন,
করে বংশী নিদর্শন,
আসি ব'লে অদর্শন, হৈল বৃন্দাবনে।
শুন গো সজনি শুন,
না পেলে তার অন্বেষণ,
জীবন ত্যজিবে রাধা যমুনার জীবনে।
তার কমল যুগলকর,
কমলিনীর মধুকর,
নিন্দে কোটি সুধাকর, চরণ-কিরণে ;—
যে চরণে ভাগীরথী,
বঞ্চিত হয় দাশরথি,
সে হরির চরণে॥ ৩

খট্-ভৈরবী—একতালা।

হরি প্যারী পড়ে ধরাসনে।
ওহে ব্রজরাজ, কি সুখে বিরাজ,
তুমি কর রাজ-সিংহাসনে॥
সুবর্ণবরণী রাজকুমারীর,
কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণবরণ শরীর,
কব কি যাতনা তব কিশোরীর,
আছে কি শরীর বেঁধে পাষাণে।
নব নব নারী করিছে সোহাগ,
রাগে মরি তব দেখে নব রাগ,
কিসের রঙ্গ রাগ, কিসের অনুরাগ,
সকলি বিরাগ কিশোরী বিনে॥ ৪

আলিয়া—একতালা।

নাথ গোকুলে আর দিন নাই।
যে দিন আইল অক্রূর মুনি, অদয় গুণমণি, ব্রজে আর উদয় হয় না দিনমণি, কি দিন যামিনী আমরা না জানি, কেবল অন্ধকারে হে কানাই॥
তারা আরাধনের ধন হয়ে হারা, শুন ওহে তারানাথের নয়ন-তারা, তারার বহে তারাকারা ধারা, তারার তারা দেখি সর্ব্বদাই।

মনে কল্লোম একবার দেখি রাধিকারে, আছে কি মোলো রাই বিচ্ছেদ-বিকারে, দেখা হলো না শ্যাম অন্ধকারে, আমরা অন্ধের মত পথ হারাই ॥ ৫

খট-ভৈরবী—একতালা।

এ সব কেমন দান, তোমার কি বিধান,
আমায় বল বল হে গোবিন্দ।
এসে মধুপুরে তুমি দিয়েচো হে ত্রিনয়নের ধন, অন্ধের নয়ন, কিন্তু ব্রজে কোলে নন্দের নয়ন অন্ধ ॥
কারু বা অকার্য্য কারু বা সাহায্য, কাবে কর ত্যজ্য, কারে কর পুজ্য, এ বড় আশ্চর্য্য, কারু ঘরে চৌর্য্য, কারে দেও ঐশ্বর্য্য, এ রীত মন্দ ॥ ৬

ঐ—একতালা

এ মথুরা পারে,
কে আনিতে পারে,
আমরা কুলের কুলবালা।
কেবল তুমিই বাদ সেধেছো,
অ লায় বধেছো,
কপালে লিখেছো বিচ্ছেদ জ্বালা ॥
তোমারি লিখনমাত্র,
কারু শিরে স্বর্ণ-ছত্র,
কারু শিরে বজ্র দেও হে কালা ॥
ঘটে যা দিয়েছো লিখে,
কারু অট্টালিকে,
কারু পক্ষে নাথ বৃক্ষের তলা ॥
তুমি লিখেছ ত্রিভঙ্গ,
সেই ত রসভঙ্গ,
সাঙ্গ হলো তোমার সঙ্গে খেলা।
তোমার লেখায় আসি,
তোমার বামে বসি,
কুব্জা কংসের দাসী, হয় প্রবলা ॥
রাজকন্যা কমলিনী,
সে হয় কাঙ্গালিনী,
নীলরত্ন ছিল যার কণ্ঠমালা ॥ ৭

আলিয়া—কাওয়ালী।

প্রেমের উদয় করে না বিনে ব্রজের রূপ
ব্রজনাথ কৈ স্বরূপ ॥
সেই যে নবীন জলধর,
দ্বিভুজ মুরলী-ধর,
গঙ্গাধর ভাব্য যে রূপ অপরূপ ॥
অলকা তিলক যুক্ত কায় হে,
যে রূপ চিন্তিলে নাথ শমন লুকায় হে,
জীবের শমন স্বর্গাদি স্বকায় হে,
ভক্তের হাট যেরূপ বিকায় হে,
রাজ সিংহাসনোপরি,
আছো রাজভূষণ পরি,
এ নয় সুরূপ ওহে বিশ্বরূপ ॥ ৮

নন্দবিদায়।

সুরট মল্লার—তেতালা।

শমন সঙ্কটে তরি কেমনে।
ওমন পাতকী ভাব কি মনে
কিসে হবেরে বিশ্বাস এ বিশ্বাস
বিনাশ জীবনে ॥
ভেবে দেখ মন মনে,
একবার ভবে আগমনে,
আমি বলিতে বলেছি রাধারমণে।
তুই এসে ধরণীতলে,
ছজন কুজনে ভুলে,
বিজনে সে জনেতো পূজিলিনে ॥
এখন কি রবি কি দিবাকর,
ভয়ঙ্কর দিবাকর,
সুত বিহিত ভব বন্ধনে।
আশা কুবৃত্তি হতে
যদি নিবৃত্তি হতো
তবে প্রবৃত্তি হতো হরির চরণে ॥
জঠরে যন্ত্রণা পেয়ে,
জঠর কঠোর দায়ে,
অযতনে হারালি সে রতনে ॥
ভেবে অহঙ্কার, যদি অহঙ্কার
হতো হিত, হতোচিত,
তবে ভব পারে ভাবি কেনে ॥ ১

ঝিঁঝিট—একতালা।

দুঃখে গেল রে জীবন।
ওরে দুঃখিনীর জীবন পাষাণ ভরে
আমার হৃদয় কাতর কোথায় পাষাণ-
হৃদয় নিদয় বারিদ-বরণ ॥
কত কষ্ট পরে অষ্টম উদরে, গর্ভে
ধারণ করেছিলাম আমি তোকে, বাপ
একি তাপ, একবার জীবনান্তকালে,
মাকে দেখা দিলে, দুঃখের বেলায় তবু
যুড়াতো জীবন।
কংস ভয়ে তোরে নন্দালয়ে রাখি,
সদানন্দ হৃদয়ধনে প্রাণে ফাঁকি, হায়
একি দায় কিবল জঠরে যন্ত্রণা দিলি
কেলেসোণা আমার ক্লেশ না হলো
নিবারণ ॥ ২

সুরট—ঝাঁপতাল।

দেখি ছন দেবকী চিতে,
রামকৃষ্ণ যুগলেতে,
অমরপুর বন্দিত রজতমণি মরকত ॥
ইন্দ্র-নীল নিন্দিত নীল-নলিনী দলগত,
জল জলদ রুচি রুচির
হরি হর যেন মিলিত ॥
কিবা শিঙ্গা শোভিত রাম কর,
বাঁশিতে শোভে শ্যাম কর,
রামের বামে পীতবসন
করে শোভে শ্যাম কর,

মধু-মদে মোহিত রাম
ভৃগুপদ নিহিত শ্যাম,
রেবতীমনরমণ রাম,
রাধামোহন রাধানাথ॥
দাশরথি কয় ও দেবকী,
ওরূপের তুলনা দিব কি,
শুক নারদ যাতে বিবেকী,
বিধি আদি যাতে মোহিত॥ ৩

ঝিঁঝিট—ত্রিওট।

আয় আয় কোলে ডাক মা বলে রে।
ভূমিষ্ঠ অবধি কৃষ্ণ
হারাই হারাধন তোরে॥
আয় হেরি হারাণে সোনা, এই দেখ বুকে ও তোর শোকের উপর যাতনা পাষাণ তুলে নাঁচাও ও নীলমণি পাষাণ জ্বালা জননীরে।
ঐ দেখ কান্দিছে বসু, আয় কোথারে দেখা দেরে অমূল্য বসু, বধিলে বধরে ও মাধব আসি কংসা-স্তরে॥ ৪

টোরী—একতালা।

মা আজ কর ত্রাণ কাতর সন্তান বড় বিপদে পড়ে ঈশানী।
যে ধন সাধন করে তোরে, পেয়ে-ছিলাম ঘরে, কৃষ্ণধন অমূল্যরতন নিল বক্ষস্থলে আমার সে নীলমণি॥

গোকুল আকুল গোকুলচন্দ্র হলে হারা, যে নন্দন নন্দরাণীর নয়ন-তারা, ত্রিনয়নী ত্রিনয়নের নয়ন তারা, আমার নয়নতারার তারা তারিণী।
এ ধন নির্ধন হয়ে কি ধন লয়ে যাব, গোধন চরাইতে এ ধন কোথা পাব, কি ধন দিয়ে যশোদারে বুঝাইব, তারিণী গো তারি নিধন প্রাণী॥ ৫

জঙ্গলা—একতালা।

ওরে ভাই কানাই শুনলাম তুই নাকি আর যাবিনে শ্রীবৃন্দাবনে।
ও তোর ধেনু কে চরাবে, বেণু কে বাজাবে, কে নাঁচাবে বনে সে বিষ জীবনে।
আমরা ছিদামাদি যত, তোর অনুগত, ও ভাই কানু তা তো জানত মনে।
ছি ভাই ভাঙ্গলে কেন, ওহে রাখাল-রাজ ব্রজের ধূল। খেলা ছি ভাই ভাঙ্গিলে কেনে, আর তো হবে না, হলো এ জন্মের মত বল কি অপরাধ হলো তোর রাঙ্গা চরণে॥ ৬

আলিয়া—একতালা।

বসিলেন কোলেতে হরি নন্দের হরিতে মায়া।
ধরিলেন শ্রীগোবিন্দ মোহিতে মোহিনী মায়া॥

যে মায়ায় মোহিত আছে বিধি পঞ্চানন, যে মায়ায় মোহিত জীবের মহীতে ভ্রমণ, যে মায়ায় যোগীন্দ্র ইন্দ্র মোহমায়া।

জ্ঞান সৌদামিনী নন্দের উদয় অন্তরে, বলে রে গোবিন্দ তুমি থাক মধুপুরে, একেবারে, তোরে হারালে শোকে ত্যজিবে জীবনমায়া।

নন্দে ত্যজি সদানন্দে রবিরে সাদরে বারেক দিওরে দেখা গিয়ে যশোদারে ত্যজিব যখন আমরা জীবনমায়া॥ ৭

সুরট-মল্লার—একতালা।

কোথায় রহিলি রহিলি সুত।

রাখালের জীবন নন্দসুত, ও তোর শোকে রে গোবিন্দ নিরানন্দ নন্দ জীবনে জীবনমৃত॥

জীর্ণ শীর্ণ দেহে শূন্য হিতাহিত, নয়নাম্বুজ নয়নাম্বুজিত, পুত্র হয়ে কলে হিতে বিপরীত,পিতায় করে তাপিত॥

তপন তনয়া তীরে নীরে তোর, পড়ে পিতা নন্দ শোকেতে কাতর, কভু কান্দে ভূমিতে কভু বা ত্যজিতে জীবন জীবনোদ্যত॥

একবার পরকালের কালে দরশন দেরে আসি, কৃষ্ণ পরকালের ধন বারি দেরে মুখে বারিদবরণ মরণকালে বা হিত॥ ৮

উদ্ধবসংবাদ।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কৃষ্ণ শূন্য হেরি গোকুলে।
চৈতন্যরূপিণী পড়েন অচৈতন্যে ধরাতলে
দেখে বৃন্দে আসি ধরে,
বাক্য না সরে অধরে,
জলদের চন্দ্রাধরে,
জল ঝরে আঁখি যুগলে॥
এ বিকার নির্ব্বিকার,
কে করে বিনে নির্ব্বিকার,
আছে আর সাধ্য কার,
অধিকার এ ভূমণ্ডলে॥ ১

সিন্ধু—একতালা।

সই কি হলো কি হলো, বক্ষেতে দংশিল
শ্যাম বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ।
সে বিষে কে বাঁচাবে আর,
জীবন রাধার, রাধার মূলাধার,
বিনে বাঁকা ত্রিভঙ্গ॥
এ সংসারময়, হেরি বিষময়,
বিষেতে আচ্ছন্ন হলো অঙ্গময়,
আর কি দুঃখ সয়,
ভেবে বিষময়, এ অসময় গো,
রসময় অঙ্গ দিয়ে জুড়াবেন অঙ্গ॥ ২

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

আসি দেখিছেন উদ্ধব
ছিন্ন ভিন্ন ব্রজমণ্ডলে।
হরি কৃষ্ণ শূন্য, অচৈতন্য,
পড়ে সব ধারাতলে॥

ভ্রমে না ভ্রমর সব,কুসুমাদি কমলে নাহি রব হয়ে নীরব কোকিল কাঁদে তমালে॥

না শুনিয়ে মধুর বেণু, কান্দে ধেনু সকলে, যমুনা হয়েছে প্রবল গোপীকার নয়ন-জলে॥ ৩

মল্লার—একতালা।

হরি হেরিতে হরি সোহাগিনী
চঞ্চল চরণে চলে।
যেন মত্তা মাতঙ্গিনী এই ভূমণ্ডলে॥
গগন হতে শশী যেন উদয় আসি ভূতলে
সখিগণ যেন তারা
ঘেরিল তারা সকলে॥

হৃদে কাতরা গমনে ত্বরা ভাসে আঁখিতারাজলে।

রাধার চরণতল কিরণ,যেন তরুণ অরুণ,
নখে দশখণ্ড শশী আছে পদকমলে।

দাশরথি কহিছে যখন মুদিব আঁখি যুগলে, হৃদপদ্মে যেন দেখি ও পাদপদ্ম যুগলে, তবে কি আর ভয় ভবে কালে সে কালে॥ ৪

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

শুনি কি বিচার কল্লেন শ্রীহরি।
তবে কোন বিচারে মরে কিশোরী,
অচৈতন্য জ্ঞান শূন্য, দিবা শর্ব্বরী,
এই কি তার হলো বিচার,
গোকুলে করিলেন প্রচার,
সঁপিলাম মন কুলাচার পরিহরি॥
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড করে যার ভূত্যাচার,
সে বিচারপতির একি অবিচার,
হলো রাধার কি পাপাচার,
তার উপরে অত্যাচার,
কৃপণাচার কল্লেন ব্রজে কুঞ্জবিহারী।

মুলতান—একতালা।

আর কত দিন মায়ার অধীন
হয়ে রব বৃন্দাবনে
কেঁদে গেছে নয়ন তারা,
সেই অন্ধের নয়ন তারা,
হারা হয়ে তারা আরাধনের ধনে॥
যায় বিদরিয়ে হিয়ে,
সে চাঁদ বদন চাহিয়ে,
কে দিবে ক্ষীর সর নবনী,
ক্ষুধার সময় হলে
সহিতে নারে ভাসে নয়ন জলে,
বেদন অন্যে কে জানিবে
এই অভাগিনী বিনে॥ ৬

আলিয়া—মধ্যমান।

কি দেখিলাম কেশব, ব্রজবাসি, সব শবপ্রায় সব, পড়ে ধরাসনে।

জীর্ণ শীর্ণ ছিন্ন ভিন্ন, জ্ঞান বিভিন্ন তোমা ভিন্ন, হয়ে আছে বৃন্দাবনে ॥

গোকুল আকুল গোকুলচন্দ্র হয়ে হারা, শুন ওহে তারানাথের নয়ন-তারা, তারায় বহে ধারা, তারাকারা ধারা, জ্ঞান নাই আর বাঁচে কত তারা, নয়ন তারা বিনে মা যশোদা সদা করে লয়ে সর, ডাকেন গোপাল গোপাল করে, উচ্চৈঃস্বর, একবার গুণেশ্বর, হয় না অবসর আসিবার, ধর ধর সর তোর দিই চন্দ্রাননে ॥ ৭

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

আলিয়া—কাওয়ালী।

দিননাথ হবে দীন দুঃখ নাশিতে।
ত্রাসিতে ভুষিতে।

হর দেহ শ্রীপদ, না হোলে বলো এ আমোদ, আমি দেখ্‌ব না তোর আর হবে না আসিতে ॥

আর যাতনা সহেনা সদায় হে, মৃত্য যদ্যপি নাথ যাতায়াত দাও হে, হে জনমের মতন বিদায় হে, নৈলে তো দায় রবে সমুদায় হে, মা হয় ভবে জন্ম মরণ, দুঃখের তরু অসিতবরণ, যদি ছেদ কর কৃপা অসিতে ॥ ১

রামকেলী—একতালা।

যত্নে জলদবরণ,
করেন দ্বিজের চরণ,
প্রক্ষালন প্রেমের জন্যে।
যার পদ অভিলাষী,
মেখে ভস্মরাশি, ঈশান সন্ন্যাসী,
যার দিবানিশি, চরণসেবায় দাসী,
লক্ষ্মী গোলোক মাঝে।
ভজেন যার চরণপদ্ম পদ্মযোনি,
নরকার্ণবে তরিতে তরণী,
যে পায় নরকান্তকারিণী,
ত্রিলোক-তারিণী,
জন্ম নিলেন সুরধুনী ত্রিলোক ধন্যা ॥২

সুরট—ধামাল।

ভজ পরমাদরে মনো, পরমার্থের কারণ পরমাত্মা রূপ পরমব্রহ্ম পরদেহ হরি।
পরম যোগী পূজিত সদা পরমসঙ্কটহারি
পরম শিবরূপে পরমপুরুষ শিরবিহারি।
চরমে হরি পরম দাতা
পরমপদ দানকারি ॥
পরমাণু নিন্দিত
পরম সূক্ষ্ম কলেবর ধর,
পরমেশ পরমায়াধাপরমায়ু রূপধারি।
পরম দীন দাশরথির পরমদুঃখনিবারি ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

ওরে অভাগ্য ব্রহ্মা দেন অর্ঘ্য
ঐ চরণকমলে।
তাইতে গোবিন্দ পদোদ্ভবা
গঙ্গা নাম জগতে বলে ॥
গোলোকের নাথ ধরার ভূপাল,
চিন্‌লিনে তোর পোড়া কপাল,
তুই কি মনে করিস্ ও শিশুপাল,
গোপাল গোপের ছেলে ॥
যাঁরে কোন গোপ-নন্দন,
গিরি গোবর্দ্ধন,
ধরে করে করে কালিয় নিধন,
কোন্ গোপশিশু ভূতলে ভক্ষণ
করে অনলে,
ব্রহ্ম বিনে কি ব্রহ্মাণ্ড
দেখায় বদনমণ্ডলে ॥
শুন নাই গুণ তার জগতে প্রচার,
করে করে কংসরাজকে সংহার,
যে নন্দ-নন্দনের গুণে,
অন্ধ প্রাপ্ত হন নয়নে,
দৃষ্টিবিহীন নয়ন থাকে
রে তুই কি অদৃষ্ট ফলে ॥ ৪

ঝিঁঝিট—একতালা।

জীবন থাকে সব, হলাম আমরা শব,
কে সবে কেশব এ সব দুঃখ।
মান গেল হে কৃষ্ণ প্রাণে কি সুখ ॥

ওহে আর্য্য বৃকোদর, রাজার সহোদর, একি অনাদর ঘটালে হরি, হয়ে আমরা করি, অন্যের সেবা করি, দ্রৌপদী কিঙ্করী হবে কি করি, কি বলে হে কৃষ্ণ দেখাব মুখ ॥

ওহে ভ্রাতা ধনঞ্জয়, ত্রিভুবনে জয়, রণে মৃত্যুঞ্জয়, মানের পরাজয়, ত্রিভুবনে নাম ধর তুমি হে মাধব, পাণ্ডবের বান্ধব ত্রিভুবনে কয়, কি দোষে হে কৃষ্ণ হৈলে বৈমুখ ॥ ৫

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

বিনয়ে বলি শুন শুন, সতীর পরশন, করোনারে এ দস্যু সম, দুষ্য কাজ দুঃশাসন।

আমি অবলা কুলবালা, করো না কটু ভর্ৎসন।

এত রঙ্গ মোর সনে, ভীম যদি এ কথা শুনে, পাবিনে ত্রাণ এ আসনে, ঘটাবে যম দরশন ॥

ওরে মম হিতের কথা শুন, জ্বালিয়ে পাপ হুতাশন, অকালে কেন ঘটে কর্ম্মদোষে বিনাশন ॥

কেন রব কর ভীষণ, ত্যজে মধুর সম্ভাষণ, হৃদয়ে কেন কর বাক্যবাণ বরিষণ ॥ ৬

ঝিঁঝিট—একতালা।

এত তোমার খেলা নয় কান্ত
বুঝিলাম একান্ত।
এ খেলা খেলিছেন গুণনিধি,
বিধির হৃদকমলের নিধি কমলাকান্ত॥
এ বিপত্তিকালে কোথায় নাথ তব,
বিপদ সম্পদকালে তোমার মাধব বান্ধব
পাশায় রাজ্যধন, নিলো দুর্য্যোধন,
কৃষ্ণ জানেন না কি এ বিপদ তদন্ত॥
কখন মাতঙ্গ কখন পতঙ্গ এ সব,
রঙ্গ ভঙ্গ করেন জানি আমি সব
সেই কেশব,
একবার বলেন যার অন্তরঙ্গ,
আবার তার বৈরঙ্গ,
ঐ রঙ্গে তাঁর দিন রজনী অন্ত॥ ৭

ভৈরবী—একতালা।

ও দয়াময়, বড় দুঃসময়,
আজি হরি হর হে বিপক্ষ।
কোথা সঙ্কটের ঔষধি,
নিদান দিনের নিধি,
নীলবরণ লজ্জা নিবারণ,
আজি দ্রুপদকন্যা দাসীর বিপদ রক্ষ॥
এই যে দুষ্ট মূঢ়মতি দুঃশাসন,
কে করে শাসন, অতি দুঃশাসন,
দাসের দাসীর করে কেন আকর্ষণ,
হে গোবিন্দ তোমায় কেমন সখ্য।
কোথা রৈহে নিরাপদের কারণ,
নিরাশ্রয় গতি নীরদবরণ,
বিপদে লয়েছি শ্রীপদে শরণ,
এই পদ বিনা নাই উপলক্ষ॥ ৮

সিন্ধু ভৈরবী—কাওয়ালী।

তোমায় লজ্জা দিবে,
কার মরণের দিবে,
আমার প্রাণের বন্ধু তোমার স্বামী।
তোমার বাসনা পুরাতে,
বাস পরাইতে,
গোলোকের বাস হতে এলাম আমি॥
আমারে অপ্রীতি,
আমার ভক্ত প্রতি,
দ্বেষ করে সে নরক পন্থাগামী।
ধনী ইষ্ট পূর্ণ হবে,
কষ্ট কি সম্ভবে,
যারা ভবে কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমী॥ ৯

সুরট—একতালা।

না দেখি চালি বিচার করে,
কাঁদে পোড়ে মনমন্ত্রী আগে মরে।
কেবল পাপের পিল থাকেরে ভাই,
কাঁদে জীব রাজা, মাত হয়ে ঘরে।
ঘরে থাকে দুটো বাজি,
না চলে সে হারায় বাজি,
খেলার দোষে যেয়ে এসে ভাই,
জীবের শত্রু দলের ছটা ঘোড়ে॥ ১০

দুর্ব্বাসার পারণ।

সুরটমল্লার—ঢিমে তেতালা।

ভব সঙ্কটেতে তরিবি কেমনে।
ভেবেছরে মন কি মনে মনে,
গেল কুপথে ভ্রমণে দিন
না ভেবে রাধারমণে॥
দুঃখে থাকি জননী উদরে,
বলেছিলি দামোদরে,
সাদরে পূজিব চরণ বিজনে।
আসি সংসার রত্নাকরে,
কি রত্ন পেয়েছ কারে
ও রত্ন হারালিরে অযতনে।
সেই দুস্তারে কে তোরে নিস্তারে,
ভয়ঙ্কর দিনকর সুত
আসিবে ধর বন্ধনে॥
আশা কুবৃত্তি আছে তোর
নিবৃত্তি করে তার প্রবৃত্ত হয়ে
হরি সাধনে,
ভাব বিপদভঞ্জন হবে বিপদভঞ্জন,
নিরঞ্জন অঞ্জন দিবেন নয়নে।
ভবে সে পদ, হলে সম্পদ,
দাশরথির কি বিপদ থাকে
ভবপারে গমনে॥ ১

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

জয়তি জগদীশ জগবন্ধু বন্ধু সংসারে।
কলুষগর্ব্বখর্ব্বকারী, তুমি করুণা সংসারে
যদি হে গতিহীন জনে,
তার তারে দুস্তারে,
তবে তব মাহাত্ম্য,
গুণ বিস্তার হে মুরারে,
কুজন কুজন সঙ্গে, ভ্রমণ সদা কুপ্রসঙ্গে,
মগ্ন সংসার তরঙ্গে
আমি ফিরে বারে বারে।
ত্রিগুণহীন কুমতি দীন, দাশরথি দাসেরে
দেহি মা চরণে স্থান,
শমন শাসন সংহারে॥ ২

ভৈরবী—একতালা।

আজি রাখ মান, কোথা ভগবান্,
একবার হের আসি পদ্মচক্ষে
তুমি হে মাধব, ওহে ভবধব,
দাও দিন দীন রক্ষ রক্ষ এ দীন বান্ধব
জানে ত্রৈলোক্য॥
পাণ্ডবের চিরপদ ও শ্রীপদ,
বেদে কয় ও পদ আপদের আপদ,
বিপদসাগর জ্ঞান কয় হে গোষ্পদ,
ও পদপঙ্কজ দিলে তার পক্ষে।
আজি ক্ষুধার্ত হইয়া মুনি চায় অন্ন,
এ সময় এ দীন দৈন্য, অন্ন শূন্য,
হয় পাণ্ডবকুল শূন্য চলে লজ্জা
লজ্জা নারায়ণ দেব যদি কর হে রক্ষে॥ ৩

বিভাস আলেয়া—একতালা।

একবার দেখা দাও হে ভগবান্।
যখন দুষ্ট দুঃশাসন, মম কেশাকর্ষণ,
করেছিল সভায় হরিতে বসন,
হৃদয় পদ্মাসন, মধ্যে দরশন,
দে পীতবসন, রেখেছিলে মান॥
ও শ্রীপদপ্রান্তে এ দাসী একান্ত,
নিতান্ত এ মন স'পেছি শ্রীকান্ত,
ভ্রান্তিমোচন মম কান্তের ঘুচাও ভ্রান্ত,
করে কৃপা কৃপানিদান॥
ছলে দুর্য্যোধন নিলে সব ঐশ্বর্য্য,
বনবাসী হলাম ত্যজ্য করে রাজ্য,
ভরসা কেবল ঐ যুগল পদবীর্য্য,
তাতেই ধৈর্য্য থাকে প্রাণ॥ ৪

জঙ্গলা—একতালা।

ভক্তাধীন চিরদিন,
আমি এ তিন সংসারে।
ভক্তের দ্বারে আছি বাঁধা,
তা কি জান না ভক্ত দিলে বাধা,
যত্নে ধারণ করি মস্তক উপরে॥
হই ভক্ত অনুরক্ত,
চারি বেদে আছে ব্যক্ত,
ভক্তগণে স্থান দি গোলোক উপরে।
ভক্তে দিতে পারি,
প্রাণ চাহে যদি দেহ পরিহরি,
দেখ ভক্তপদ রাখি হৃদয়ে ধরে॥
দেখ নামটি মোর অনন্ত,
কে পায় আমার অন্ত,
রই অনন্ত রূপে জীবের অন্তরে,
আমি ভক্তের রিপু,
নাশিলাম হিরণ্যকশিপু,
প্রহ্লাদে রাখিলাম,
নরসিংহ রূপ ধরে॥ ৫

জঙ্গলা—একতালা।

তাই বলি মন, বার বার ভ্রমণ,
করিছ ভবসংসারে।
সদা বিষয় মদে মত্ত, মনরে,—
কুতত্ত্বে প্রবৃত্ত,
এতত্ত্বে আর তত্ত্ব, নাই প্রশংসারে॥
পান কর সেই নামসুধা,
যাবে ভবের ক্ষুধা,
ভাবতে কি তোর বাধা, সে কংসারে।
দিবাকরসুত, বাঁধিবে দিয়ে
সুত-কন্যের ডরে করে,
কি কর দিয় তার করে,
করবি মীমাংসারে॥
ওরে অমাত্য বন্ধুবর্গ,
ত্যজে এ সংসর্গ,
এরাই উপসর্গ, কেবল সংসারে।
একবার হয়ে বিজন
ওরে দাশরথি ওপদ কর ভজন,
সে জন ভবনে যাও ছুজন,
দুর্জন খণ্ডন করে॥ ৬

আলিয়া—একতালা।

রাখিতে ভক্তের মান,
ভক্তাধীন ভগবান।
পাণ্ডবের কি ভাগ্য হেরি!
ভক্তিডোরে বাঁধা হরি,
করেন জগৎ তৃপ্ত,
যে ধন মহাযোগী যোগে হন অপ্রাপ্ত,
করেন শাকের কণা গ্রহণ,
সুধার সমান॥
অভক্ত অমৃত দিলে,
দৃষ্টিপাত তায় হয় না ভুলে,
ব্যক্ত আছে ভবে,
ভবের জীব সবে,
দৃঢ়জ্ঞানে ভাবে,
দিলে ভক্তিভাবে বিষ করেন পান॥৭

বিভাস ললিত—একতালা।

দীনে দিয়ে দিন দিননাথ
করিলে দুঃখের অন্ত।
নিজগুণে এ নির্গুণে
দিলে পদে স্থান নিতান্ত॥
মহিমা যে, মহী মাঝে,
আছে ব্যক্ত গুণ অনন্ত।
ভক্তে রাক্তে হে বিশ্বরূপ
ধর কি রূপ অনন্ত॥
ভব হে ভব বৈভব, ত্যজিয়া সব বৈভব,
করেছি বৈভব, তব চরণ একান্ত।
কুমতি দাশরথি বিষয় বিষপানে ভ্রান্ত।
নাই তার উপায়, রেখ ও পায়,
যদি কৃপা কর কালান্ত॥৮

কুরুক্ষেত্র।

আলিয়া—একতালা।

গেল রে দিন গেল একান্ত।
কি কর মম মানস ভ্রান্ত॥
নিন্দি রূপ নীলকমল
হৃদকমলে ভাব রে কমলাকান্ত।
মুদিলে নয়ন সব নৈরাকার,
কেহ নয় আমার আমি নৈরাকার,
কর সেবা কার ঘরে কেবা কার,
হওরে আত্মাসুতআত্মার কান্ত॥
না কর শ্রবণ সুজন-ভারতী,
ভবনিস্তারণ তোমার ভারতী,
কেন চিন্ত না রে দাশরথি,
স্বীয় শিরে অহরভাবে কৃতান্ত॥১

খট ভৈরবী—একতালা।

কেন হে মুনি এখন তুমি
গোকুলের পাপ রাজ্যে।
পোড়ে গোকুলে সকলের অন্তর
কালরূপ বিনে কালরূপ
রাখে হেন কমলিনী ধরায় শয্যে॥

ত্যজে কমলিনীর হৃদয় বাসর,
শতেক বৎসর গেছে ব্রজেশ্বর,
বলিব দুঃখ হেন পাইনে অবসর,
কৃষ্ণবিচ্ছেদশর হৃদয়ে বাজছে।
জলধর বিনে জলে জলে কায়,
যে যাতনা মুনি কব আমরা কায়,
বধে গোপীকায় রৈল দ্বারকায়,
পেয়ে দ্বারকায় নূতন ভার্য্যে ॥ ২

বসন্ত—কাওয়ালী।

কাতরে উদ্ধার হে উমাকান্ত।
গেল দিনত নিকট কৃতান্ত দুরন্ত ॥
হর পাপ কৈলাস বিহারী,
পাপহারি, ফণীহারী,
হর নৈলে আমি এ জনম হারি,—
কে আর লইবে ভার,
কে আর করিবে পার,
অপার সংসারসাগর ঘোর,
হর তুমি যদি কর দুঃখের অন্ত ॥
ত্বৎপদে বিহীন ভক্তিরতি,
কাতর অতি দাশরথি,
দেহরথে আমার অজ্ঞান সারথি,—
মনো-অশ্ব বাঁধা তাতে,
অসার সারথি মতে,
না চলে ভক্তি পথে,—
মজালে দূতে করে কুপথ-
গমনেতে কালান্ত ॥ ৩

মল্লার—কাওয়ালী।

তারিণী তাপহারিণী (মা)।
তারহ তারা প্রদানে পদতরণী ॥
তপনতনয়তাপে তাপিত তনয়তনু
ত্রাস নাশ তারা ত্রিবিধতাপবারিণী ॥
তপাদিলোকমনস্তৃপ্তিকারিণী
তুমি তপ্তহেম বরণী—
তন্ত্রে তদন্তে বিহীন জানে কে তত্ত্ব
তব পদতরঙ্গ তরল তরণী ॥
ত্রিগুণধারিণী, ত্রিলোচনী
তৃণাতীত তুণ তপ বিহীন তুচ্ছ তব
তনয় দাশরথির তিমিরদূরকারিণী ॥৪

মূলতান—কাওয়ালী।

শ্রীকান্ত শ্রীচরণ ভাব রে মন।
বলি শুন দিন ত অন্ত শ্রীকান্ত-আগমন ॥
এ পাসর কেন সার সব অসার রে,—
কর সার ভরসার স্থান যে জন ॥
আছ কি ভাবে কি পাবে জ্ঞানহারা
নিদানে কি ধন দারা সুত দারা,
মুদিলে তারা, কে কারা তখন,—
না রেখে পার্থসারথিপদে রতি,
ব্যর্থ দিন তোর অতি,
গত দাশরথি দেখনা মনে শিয়রে শমন

সিন্ধু-ভৈরবী—খং।

সবে ধন সাধনের ধন কৃষ্ণধন,
তপোধন-আর পাব কি তায়।

করে গেছে প্রাণ গোবিন্দ
অন্ধ নন্দ-যশোদায় ॥
অপুত্রিণী ছিলাম ভাল,
সন্তানে সন্তাপ হলো,
কি মায়া বাড়ালে কৃষ্ণ মা বলে
দুঃখিনী মায়।
না হেরে গোপাল মুখ,
গোপাল সব উদ্ধমুখ,
বনে কান্দে পশু ব্রজে শিশুগণ
পড়ে ধূলায় ॥ ৬

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।
এসো গো রাই রাজকুমারী
ভেসো না আর নয়নজলে।
সাধে বিধি দিলেন জল
তোমার চিন্তামণির চিন্তানলে ॥
বলে গেলেন মুনিবর,
ত্যজ ধূলায় লুণ্ঠিত কলেবর,
রাখে অম্বর সত্বর,
পীতাম্বর শ্যামকে পেলে।
কুদিন আজি হরিলেন হরি,
কর শীঘ্র গমন প্যারী,
এলেন কুরুবংশধ্বংসকারী,
কুরুক্ষেত্র যজ্ঞস্থলে।
একে বিচ্ছেদ উন্মাদিনী,
তাতে বিবাদিনী ননদিনী,
সদা ভাবিছো গো রাই বিনোদিনী
গোকুলে—
আকুল অন্তরে বুঝিলাম অন্ত,
শ্রীদামের শাপ হলো অন্ত,
তুমি পাবে কান্ত আজি একান্ত,
চল রাই শ্রীকান্ত বলে ॥ ৭

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।
আয়রে প্রাণ যায় রে মাকে
দেখা দেরে মাখন-চোরা।
মরি রে নীলমণিরে তোর
শোকে জননী সকাতরা ॥
কি ছলে গোবিন্দ মায়ে
কালি বলে গেলি তোরা,
আমার কেন্দে কেন্দে নয়নের
তারা গেছে নয়ন-তারা,
তারা আরাধনের নিধি
তোরে অন্ধ তারা,—
বাছা গগনে না উঠিতে ভানু
চঞ্চল ক্ষুধায় তনু,
চঞ্চলের নিধি মায়েব অঞ্চলে ধরা।
বিধুমুখ চেয়ে কে এখন
কে দেয় ক্ষীর নবনী,
কার মাকে বলে মায়
পাশরিলি রে নীলমণি,
বাছা কে জানে যেমন
বিনে জঠরেতে ধরা ;
বাছা উদিত হলে দিনমণি,
সাজাতাম রে নীলমণি,
ও রূপপসরা সেরূপ যায় কি পাসরা।

সাজাইলাম তোর ইন্দুবদন
অলকা-তিলকে,
রাধানামাঙ্কিত শিখিপুচ্ছ চূড়া মস্তকে,
গলে গুঞ্জমালা কটিবেড়া পীতধড়া ॥ ৮

সুরট—ঝাঁপতাল।

শক্তি রাধিকার সনে,
শ্যাম শোভিত স্বর্ণাসনে।
সাধরে সাধক সব সাজিল সন্দর্শনে ॥
সব সখী সদনে,
সঘনে সরোজ সচন্দনে,
সাধে সনক সনাতন স্মরণীয় সনাতনে ॥
শ্যাম সুন্দর সহিত শত বৎসর স্বতন্তর,
সবে শব শরীর শরশয্যা করি শয়নে।
সুখ সাগরে শুক শারী
কিশোরী শ্যামের সনে
সাধন-সম্বল-স্মরণ-শূন্য দাশরথি ভণে ॥

রামায়ণ।

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

ভ্রান্ত হয়ে কি লাগিয়ে,
আছ হে চিন্তামণি।
ভূভার-হরণে হলে রঘুকুল-শিরোমণি ॥
দশ-জন্মার্জিত দশবিধ পাপ নিবারণে,
দশ অবতার মধ্যে দশানন উদ্ধারণে,
দশরথসুতরূপ ধরেছো আপনি ॥

ওহে দিনমণি-কুলোদ্ভব,
তব পদ ভাবে ভব,
লঙ্ঘিবারে ভবতরঙ্গ অঙ্ঘ্রি তরণী।
হরিলে দেবের মান দশানন দুরাচারী
হতে হরি দেবের দুঃখ হরি,
তব অবতার ত্যজিয়ে বৈকুণ্ঠপুরী,
এলে হে ধরণী ॥ ১

রামচন্দ্রের বিবাহ।

মোল্লার—কাওয়ালী।

কি কর কর রে মন অনিত্য ভাবনা।
শমন সঙ্কটার্ণবে, অনায়াসে পার হয়ে যাবে, যে নাম ভাবিলে জীবের ভব ভাবনা।
ওরে কুমতে কুপথে সদা কর না ভ্রমণ. চলরে চরণ শ্রীরামের শ্রীচরণ, দরশন করিলে ভবে হবে সিদ্ধ কামনা।
ওরে যে পদ আপদের আপদ, কর সে পদ সম্পদ, এ সম্পদ মিছে আর ভেবনা. কর হৃদয় পদ্মেতে সে পদ স্থাপনা ॥
অংশ্যা কলুষ তবে হবে রে নিধন, হরের হৃদের ধন, করিলে আরাধন, ঘুচাবেন দাশরথি দাসের জঠর যন্ত্রণা ॥

পরজ—খং ॥

দেখে রূপ কমলাঁখি মুনির আঁখি
ভাসে জলে।
ভবে দেখিলে এরূপ রূপ দেখে
মন যায় যে ভুলে।
ভব তাই ভাবেন এরূপ,
সম্পদে ভেবে বিরূপ,
ত্রিনয়ন মুদে ওরূপ,
বেঁধেছেন হৃদয় কমলে।
বৈরিভাবে কালরূপ,
ভক্তভাবে বিশ্বরূপ,
দশরথ বাৎসল্যরূপ,
ভেবে রামকে করে কোলে॥
জন্মে ভাবিনি ওরূপ,
কর্ম্ম করিছি যেরূপ,
কেমনে দাশরথি হেরিবে
ঐরূপ অন্তকালে॥ ২

সিন্ধুভৈরবী—তেতালা।

আহা মরি কি অপরূপ তোর হেরি
নয়নে।
ধরাতে ধরেনা যে রূপ, এরূপ
বিরূপ হয়ে কে তোর দিলে কাননে॥
এ লাবণ্য হেরে কে হলো কুপিতে,
যদি থাকে পিতে, সেওতো তোর কু-
পিতে, প্রাণ থাকিতে, যদি হতো সে
কু-পিতে, তবে কি সঁপিতে, পারিত
কি দিতে আসিতে এ বনে।

দাশরথি খেদে বলে তাড়কায়,
তোমার মত পুণ্যবতী বলি কব তায়,
আসিয়ে ধরায় ছিল পুঞ্জ পুঞ্জ ফল,
যাতে চারি ফল, পেয়েছ যেওনা বিফল
অন্বেষণে॥ ৩

ললিত—একতালা।

রাম সীতা যুগলেতে, কি শোভা
হল উজ্জ্বল।
নীল গিরিবরে যেন কনকলতা জড়িল॥
আসি সব প্রতিবাসী
হেরে ঐরূপ মন উদাসী,
হয়ে উদয় যুগল শশী,
অযোধ্যা করেছেন আলো।
দাশরথি খেদে কয়,
মিছে আশা দুরাশয়,
রেখেছে বেঁধে ঐ পদদ্বয়
বক্ষে করি চিরকাল কাল॥ ৪

রামবনবাস ও সীতাহরণ।

খাম্বাজ—খং।

ভাই যাসনে রে রাম। মিতে
তুই ভ্রমিতে কাননে।
বড় হবি কাতর, বাজিবে রে তোর,
কুশাঙ্কুর রাঙা চরণে॥

আমার রে চণ্ডালকায়া,
জগতে নাই কারু মায়া,
তোরে দেখে কি হলো মায়া,
আমার প্রাণ কান্দে কেনে ॥ ১

জয়জয়ন্তী—খং ।

আয় রে লক্ষ্মণ যায় রে জীবন
বনে অন্য সখা নাই ।
বধ করে নিশাচরে
প্রাণ বাঁচা রে প্রাণের ভাই ॥
যদি আমার রক্ষা কর,
ত্বরায় নে আয় ধনুঃশর (রে)
আমি সকাতরে ডাকি তোরে,
তুই এলে নিস্তার পাই ॥
স্বপক্ষ কেউ নাই রে সাথে,
পড়েছি বিপক্ষ-হাতে,
বিপাকে আজি বুঝি
লক্ষ্মণ জীবন হারাই ।
আমি যদি মরি প্রাণে,
তায় ভাবি নে ভাবি নে (রে),
মলে জন্মদুঃখিনী সীতার
কি হবে ভাই ভাবি তাই ॥ ২

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল ।

ভ্রান্ত রাম কান্ত কোথা রহিলে রঘুমণি
বিপদে রাম রক্ষ হে
বিপক্ষ করে যায় প্রাণী ॥
আসিয়া কানন-মধ্যেকপট-যোগীরূপ
ধরি, এ কোন্ পাষণ্ড দশমুণ্ড লয়
হরি, অকূলে কূল দেও হে রঘুকুল-
শিরোমণি ॥
হরি কোথা আছ পরিহরি, সীতে
লয়ে যায় হরি, কি ক্ষণে চাহিলাম
আমি হরি হে হরিণী ।
আমারে মজালে দুষ্ট হয়ে কপট-
সন্ন্যাসী, তার হে তারকব্রহ্ম বারেক
দেখা দেও আসি, বিপাকে মরে হে
সীতে জনমদুঃখিনী ॥ ৩

সীতা অন্বেষণ ।

খাম্বাজ—একতালা ।

দেখো ভুল না তখন ।
চরমকালে দিও হে চরণ ।
আমি পশুজাতি, কি জানি ভকতি,
তুমি অগতির গতি, পতিতপাবন ॥
কর্ম্মভূমে আসি না হইল কর্ম্ম,
বিষয়ার্ণবে ডুবাইলাম ধর্ম্ম,
জন্মাবধি আমার বৃথা গেল জন্ম,
কালবশে কাল হলো হে হরণ ॥
অসার সংসারে তুমি সারাৎসার,
ভব-ভয়-হারি ভব কর্ণধার,
ভজন বিহীন আমি দুরাচার,
শরণাগতেরে রেখো হে স্মরণ ॥ ১

অহং—একতালা।

কি দিব তুলনা, জগতে মেলে না,
তোমারি তুলনা তুমি হে হরি।
আছেন নাভিপদ্মে বিধি,
তোমার গুণনিধি,
তুমি বিধির বিধি, সর্ব্বোপরি॥
ভজে তোমার পদদ্বয়,
মৃত্যুকে কল্লেন জয়,
মৃত্যুঞ্জয় নাম ত্রিপুরারি॥
চরণে জাহ্নবী, পাষাণ মানবী,
স্বর্ণময় হলো কাষ্ঠতরী।
ওহে তোমার অভয় পায়,
জীবে মুক্তি পায়,
ভবের উপায়, পারের তরী॥
বলির বাড়ালে সম্পদ,
দিয়ে মাথে পদ,
দিলে ইন্দ্রপদ, স্বর্গোপরি।
দীনের দীনবন্ধু, করুণার সিন্ধু,
ত্রাণ কর ভবসিন্ধুবারি॥
হলে পূর্ণ অবতার, হরিতে ভূভার,
রাবণ বধিতে রাম রূপ ধরি॥২

খট ভৈরবী—একতালা।

যদি করেন পার, ভবকর্ণধার,
তবে কে করে পারের চিন্তে।
সেই অচিন্ত্য অব্যয় জগতের মূলাধার, নিত্য নির্ব্বিকার, তিনি সবাকার কি নিরাকার, কে পারে জান্তে॥
সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম সনাতন, পরম পদার্থ পরম কারণ, পরমাত্মা রূপে জীবে অধিষ্ঠান, পুরুষ কি নারী নারি রে চিন্তে।
দয়াময় নাম শুনি চিরদিন, দেখে দীন হীন, দেন যদি দিন, আমি দুরাচার ভজন বিহীন, স্থান কি পাব না সে পদপ্রান্তে॥৩

অহং—একতালা।

তোমার কে বুঝিবে ভাবো, ভব পরাভবো, মুকুন্দ মাধব, শ্রীমধুসূদন।
হরি, কে পায় তব অন্ত, অনন্ত যার অন্ত, তুমি হে নিতান্ত কৃতান্তদলন॥
কল্লে ক্ষীর উদ্ধার, তুমি গদাধর, সৃজিয়ে সংসার কর হে পালন।
তোমার ব্রহ্মা অজ্ঞাকারী, গোলোকবিহারী, হলে বনচারী কমললোচন॥
কিবা বরণ উজ্জ্বল, জিনি নীলোৎপল অনিল নীলকণ্ঠ ভূষণ।
অসার সংসারে, আশা বারে বারে, ঘুচাও একেবারে বারিদবরণ।
আমার পর্য্যন্ত সময়, দীন দয়াময়, দিও হে অভয়, অভয় চরণ॥৪

অহং—একতালা।

এ মা জগৎ জননী।
ওগো মা নগেন্দ্র-নন্দিনী, তারিণী,

শর্ব্বাণী ভবরাণী, বাণী নারায়ণী, এমা কমলে কামিনী, মাতঙ্গিনী রঙ্গিণী ॥

করাল-বদনী, মহাকাল রাণী, কাল-বারিণী শিবানী ভবানী, তারা নীরদ-বরণী নবীনে রমণী ত্রিনয়নী, এমা খট্টাঙ্গধারিণী ॥

নিশুম্ভদলনী, মায়া প্রবর্দ্ধিনী, কোটি চন্দ্র ভাতি জিনি নিভাননী, দিগ্বাসিনী, রাতুল চরণী, দাশরথি চাহে চরণ দুখানি ॥ ৫

সুরট—পোস্তা।

বিধির নাই বিবেচনা,
থাকিলে আর এমন হতোনা।
স্বর্ণভূমি ফেলে রেখে
বেণা বনে মুক্ত বোনা ॥

ধার্ম্মিকের খাদি কাচা, অধার্ম্মিকের উড়ে কোঁচা, সতীদের অন্ন যোড়ে না, বেশ্যাদের জড়াও গহনা ॥

রাবণের স্বর্ণপুরী, শ্রীরামচন্দ্র বন-চারী, পদ্মফুল ত্যজ্য করি, যত্ন করে ঘুগীপানা ॥

সৃষ্টি সব সৃষ্টিছাড়া, বাজিয়ে পায় সালের যোড়া, পণ্ডিতে চণ্ডী পড়ে দক্ষিণা পান চারিটি আনা ॥ ৬

বিভাস—ঝাঁপতাল।

ত্যজরে বিষয় বাসনা ভজরে রামচরণ।
ভবের বৈভব রাম ভব-ভয়-তারণ ॥
দশরথের নন্দন, জগৎ মনোরঞ্জন,
দিয়ে তুলসী চন্দন, লহরে তাঁর শরণ ॥
দেখরে মন হইও না ভ্রান্ত,
রামনাম দ্বি-অক্ষর মন্ত্র,
জপরে সেই মহামন্ত্র,
দেখে ক্ষান্ত হবে শমন ॥
গুণাতীত সে রঘুপতি,
আরাধয়ে পশুপতি,
পতিত জনার গতি,
হরি পতিতপাবন ॥ ৭

খাম্বাজ—একতালা ॥

গেল দিন ভবের হাটে।
ও কি হবে রবি বসিল পাটে ॥
আসা যাওয়া সার, হলো বারে বার,
কিসে হব পার, ভবের ঘাটে।
না ফলিলো আমার আশা বৃক্ষের ফল,
কর্ম্মফলে বনে খেয়ে বেড়াই ফল,
নাইকো পুণ্যফল কর্ম্মসূত্র ফল কি
ফলে কাটে ॥
গুরুদত্ত তত্ত্ব মনে করি যদি,
ভুলাইয়া রাখে দুই জন প্রতিবাদী,
তাই ভাবি নিরবধি,
জীব গুণে রাখ শঙ্কটে ॥ ৮

মায়াসীতাবধ।

সুরট জয়জয়ন্তী—কাওয়ালী।

যাতে জন্ম নিতে না হয় আর জন্মভূমে।
হয়ে ধৈর্য্য, কর সৎকার্য্য,
ত্যজ অসার সংসার আশা,
ভুলনা আর মায়ার ভ্রমে॥
কেহ ভাবেনাক এক দিন,
দিন গেলে ফুরাল দিন,
সে দিন তো রবেনা কোন ক্রমে।
জঠর কঠোর দায়,
সে যন্ত্রণা যাতে যায়,
আসিতে না হয় ফিরে আশ্রমে
যা হলো এবার,
না হয় পুনর্ব্বার,
আসা যাওয়া বার বার,
গেল অমূলক পরিশ্রমে॥ ১

ভৈরবী—যৎ।

নিলে তারকব্রহ্ম রামের নাম।
যার ভবভয় দূরে শমন পলায় ডরে,
জঠর যন্ত্রণা হয় না বারে বারে,
গোষ্পদ জ্ঞান হয় জলধীরে,
অন্তে পায় মোক্ষধাম॥
মম তুল্য কে ধরায় ভাগ্যবন্ত,
অশোক বনে লক্ষ্মী আর লক্ষ্মীকান্ত,
হয়ে ভ্রান্ত যার পদ ভাবেন উমাকান্ত,
শ্মশানবাসে অবিশ্রাম॥ ২

ঝিঁঝিট—একতালা।

কমল চরণ দেহি কমলা
বাঞ্ছা আছে দরশনে।
কৃপণতা করো না মা এ অকৃতি সন্তানে
ঐ পদাশ্রিত দাস তোমারি শুন গো মা
ধরা কুমারী, পদে পদে দোষ আমারি,
তোষ যদি মা নিজ গুণে।
এ মা সুর শঙ্কা বিনাশিতে,
রাবণ কুল নাশিতে,
ভূ-সুত হইয়ে সীতে,
এলে লঙ্কা ভুবনে॥
কভু সীতে কভু অসীতে,
কভু অন্নদা কাশীতে,
এবে হবে মহিমা প্রকাশিতে,
যদি তার দাশরথি দীনে॥ ৩

তরণীসেন বধ।

বিভাস—ঠেকা।

আজ দ্রুতগমনে চল চরণ
শ্রীরামচরণ দরশনে।
চরমে রবে না দুঃখ
সুখ সে পদ শরণে॥
জনমিয়ে পাতকীকুলে,
আছি বিহ্বল সুলে ভুলে,
রাম যদি কুল দেন অকুলে,
ভবকূলে ভবে ডুবিনে॥

ওরে কর তুমি কি কর,
আশু তুলসী চয়ন কর ;
রামকে যদি প্রদান কর,
কর চন্দনাক্ত যতনে।
বদন রে বলি শুন তোরে,
ডাক সদা সীতাকান্তরে,
তবে কি ভয় কৃতান্তেরে,
অন্তরে আর ভাবিনে॥ ১

বিভাস—তেতালা।

সে শোক করি নাই, শ্রীচরণে জানাই,
কি হবে মোর নাই সঙ্গতি।
যদি তার নিজ গুণে, এ অধম নির্গুণে,
তবে ধর হয় গুণের সুখ্যাতি॥
সদা মনেতে সন্দেহ,
কলুষ-পূর্ণ-দেহ স্থান দেহ
কি না দেহ, ঐ পদে শ্রীপতি।
ভয় হয় শমনে,
যখন শমন বাঁধিবে তায় তরি কেমনে,
শমনদমনকারি যদি কর দীনের গতি॥
মিছে দারা পুত্র সব, তারা সব কেশব,
আমি তারা মুদে শব,
হয়ে শয়ন কল্লে ক্ষিতি।
তত্ত্ব লবে না ভুলে,
পেয়ে অনিত্যধন গৃহে রবে ভুলে,
দুলে ভুলে ভবের কূলে,
কাঁদে দাশরথি॥ ২

মহীরাবণ বধ।

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

শুনেছি সেই তারকব্রহ্ম মানুষ
নয় রাম জটাধারী।
পিতে কি নাশিতে বংশ
সীতে তাঁর করেছ চুরি॥
যে পদ ভাবে সুরজ্যেষ্ঠ,
বাল্মীকি আদি বশিষ্ঠ,
যে নাম জপি পুরান ইষ্ট,
ভব ইষ্ট ত্রিপুরারী॥
কত গুণ রাম প্রকাশিলে,
গুণে সলিলে ভাসিল শিলে,
হলো বনপশু বন্দি গুণে,
কত গুণ তাঁর মরি॥
এখন তাঁয় পায় চিন্তে,
তথাচ না থাকে চিন্তে,
চল লক্ষ্মী দিয়ে লক্ষ্মীকান্তে,
স্মরণ লও তাঁর চরণ ধরি॥ ১

ঝিঁঝিট—যৎ।

আয় তোরা কেউ দেখ্‌বি
রামরূপ দেখ্‌সে আয়।
যেমন শরৎশশী, পড়িল খসি,
নবঘন মিশেছে তায়॥
একটীর অঙ্গ মেঘের বরণ,
একটী যেন চাঁদের কিরণ,
সইগো, তাতে চাঁদ বলে ধায় চকোরিণী,
মেঘ বলে চাতকী ধায়॥ ২

সিন্ধুভৈরবী—খৎ।

ওমা কালী মনের কালী
ঘুচাও গো মা কালদায়।
এ দাসের হয় অকালমৃত্যু
বাঁচাও গো মা মৃত্যুহরা॥
মহীরাবণ করি মায়া,
প্রাণ বধিবে মহামায়া,
যেন মা হয়ে সন্তানের মায়া,
ভুলনা ত্রিপুরা॥
যত্রাকালে ওমা তারা,
মন্দ ছিল চন্দ্র তারা,
এখন ভরসা কেবল তারা,
তোমার করুণা নয়নের তারা॥

টোড়ী—কাওয়ালী।

জয়দে মাতা জগদম্বে জননী,
যোগেশ রমণী,
জয়া জগদানন্দকারী।
জগদ্মোহিনী জগজ্জনপ্রসবিনী,
মা যমযাতনাবারিণী,
যোগমায়া জগদীশ্বরী॥
মা যশোদে নন্দিনী,
যশপ্রদা যোগেন্দ্রাণী,
জীবের জীবাত্মরূপা যজ্ঞেশ্বরী॥
জগদ্ব্যাপিনী জলদরূপিণী,
জাহ্নবী জীবের জনমবারিণী,
জগতে তারিণী জহ্নুকুমারী॥ ৪

ছুরট—খৎ।

ভাতুজ ভয়হারি রাম অনুজ
সহ কি বিহরে।
সজল জলধরে যেন শশধর উদয় করে॥
শরণার্থে শরদিন্দু পড়ি পদনখরে,
হেরি চিন্তামণি কান্ত মুনীন্দ্র মনোহরে

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

বিভাস—একতালা।

তাই করি হে বারণ, করোনা আর রণ,
লও শরণ নীলবরণ চরণপল্লবে।
কেন রণসাজে আর কি রণ সাজে,
কে জিনে ভুবন মাঝে, সে লক্ষ্মীবল্লভে॥
জাহ্নবীর জল চন্দন তুলসীতে,
যে চরণ পূজেন হর হরষিতে,
তাঁর হরণ করে সীতে, স্ববংশ নাশিতে,
আনিলে হে চল ফিরে দেও সীতে,
সেই রাঘবে॥
মানব জ্ঞানে অশোক বনে
রাখিলে সীতে,
পারেন পলকে সীতে ব্রহ্মাণ্ড নাশিতে,
তুমি যাও সীতে অসিতে নাশিতে,
জান নাই হে ঐ সীতে কি অসীতে
যে যা ভাবে ভবে॥ ১

সুরটমল্লার—একতালা।

ওরে ও পাষণ্ড ভণ্ড বলিস শ্রীরামধনে।
আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জানি,
মার্কণ্ডেয় আদি মুনি
আছেন হরের রমণী,
চিন্তামণির পদধ্যানে॥
ওরে রাম যে অখিলের পতি,
যাঁরে ভজে প্রজাপতি,
সুরধুনী উৎপত্তি ঐ চরণে॥
ভবে তরিবার তরণী জীবের
নাই ঐ পদ বিনে॥
পাষাণ মানব পদ পরশে,
নামে জলে শিলা ভাসে,
কাষ্ঠতরী স্বর্ণ চরণের গুণে॥
ভাবিস সামান্য মূঢ় অজ্ঞান,
ভেবে তাঁরে দৃঢ় জ্ঞান,
ভব গুণ গান শ্মশান ভবনে।
না ভাবিয়ে দাশরথি রহিল ভববন্ধনে॥২

সুরটমল্লার—কাওয়ালী।

যদি রাখিতে জীবন রাবণ
করিস বাসনা মনে।
একান্ত দুর্দান্ত কৃতান্ত
ভয়ান্ত হবে নিতান্ত,
নিলে শরণ শ্রীকান্ত শ্রীচরণে॥
শুক নারদের যায় পরমার্থ,
মহাযোগী যায় কৃতার্থ,
বিধি ব্যাস আদি না পায় সাধনে॥
জ্ঞান পরিহরি সে হরির শক্তি
হরিলি কেমনে।
তুইতো অতি মূঢ়মতি,
সম্প্রতি রেখে সম্প্রীতি,
সঁপিতিস মতি দৃঢ় জ্ঞানে।
তুই করিস্ তার উপরে দর্প,
যে হরে ত্রিভুবনের দর্প,
এ যে সর্প দর্প নাশিতে ভেকের মনে,
যে ধন নয়ন মুদে,
সদা সাধেন ত্রিনয়নে॥৩

ঝিঁঝিট—একতালা।

কেঁদে আকুল নারায়ণ, বলেন গা তোল লক্ষ্মণ, আর ধরায় কতক্ষণ রবি হেরি কুলক্ষণ, মলিন চন্দ্রানন।

কি বিষাদে দেখে মুদিলি নয়নতারা, বল রে প্রাণাধিক তুইরে নয়ন তারা, কি করিলে যেমন অন্ধের নয়নতারা. ভাইরে হারায়ে কাতরা, মন্দ ছিল তারা আসি এখন বন॥

তোর দুগ্ধপোষ্য তনু কোমল অতিশয়, এ বক্ষে কি দারুণ শক্তিশেল সয়, এত কি প্রাণে সয়, ছিল মনে যে আশয়, ভাই রে হলো নিরাশয়, এখন গিয়ে নীরালয় ত্যজি পাপ জীবন॥৪

জয়জয়ন্তী মল্লার—ঝাঁপতাল।

মজনা মজনা মন জানকীবল্লভ পদে।

ত্যজনা ত্যজনা সদা ভজনা হৃদে নয়ন মুদে॥

জেন অনিত্য সংসার, ভুলনা যেন সারাৎসার, ত্রিসংসার সকলি অসার, মজনা সংসার মদে।

ওরে যাতে জনম জন্মহারা, জাহ্নবীশঙ্করদারা, সদানন্দে ধারণ করে যে পদ হৃদে।

না ভজে ঐ দাশরথি, কুমতি পাতকী দাশরথি না করে সঙ্গতি ও ধন, দুঃখ পায়ে সে পদে পদে॥ ৫

সুরটমল্লার—একতালা।

মন্ত্রী বল কি করি এক্ষণে

আর যাতনা সয়না প্রাণে।

মজলো কনক লঙ্কাপুরী বনচারী জটাধারী রামের রণে।

কোথা গেল আমার ছিল যত সৈন্য, দশদিক্ আমি সদা হেরি শূন্য, হৃদয় হয় বিদীর্ণ হারা হয়ে প্রাণাধিক কুম্ভকর্ণে॥

পুত্রশোকে একে সদা দগ্ধ কায়, কোথা গেল ইন্দ্রজিৎ অতিকায়, এ দুঃখ কব কায়, কে আছে লঙ্কায়, ঐ বড় খেদ মনে।

যাদের বাহুবলে শাসিলাম সব, বধিলাম কত বাঁধিলাম বাসব, এখন শবপ্রায় হয়ে কত সব বিপক্ষ ভবনে॥৬

খাম্বাজ—মধ্যমান ঠেকা।

কোথা হে অনাথবন্ধু হরি মরি মরি।

দারুণ বাঁটুল প্রহারি, দাসের জীবন লয় হে হরি, ধ্যান করে ঐ কমল পদ, জ্ঞান করি সিন্ধু গোষ্পদ, যে করে ও পদ সম্পদ, তার থাকে কি বিপদ, ভব নদীর তরী ঐ পদ, জীবে দেও হে মোক্ষপদ, আমার বাঞ্ছা নাই আর অন্য পদ, ওহে ভক্ত বিপদ হারি॥ ৭

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ওরে দীননাথ কি দীনে দিবেন দিন।

ভবের নিধি আসিবেন হবে [এমন দিন॥

জন্ম লয়ে পাপিনী উদরে, না ভজিলাম দামোদরে, বলিতে হৃদি বিদরে, বল আর কাঁদিব কত দিন।

কুরঙ্গে কুসঙ্গে গতি, ক্রিয়াহীন কুমতি অতি, দেন যদি দিন দাশরথি, দাশরথির আগত দিন॥ ৮

রাবণ বধ।

আলিয়া—একতালা।

নাথ রাম কি বস্তু সাধারণ।
ভূভার হরিতে অবনীতে
অবতীর্ণ সে ভবতারণ॥
তার সনে কি তোমার রণ সাজে,
ছি ছি রণে সাজ কি কারণ।
যে রামপদ পূজেন ব্রহ্মা তুলসীতে,
আন্‌লে তার সীতে, বংশ বিনাশিতে,
কাট্‌লে সুখের তরু স্বীয় কর্ম্মাসিতে,
না শুনে কার বারণ।
একবার নয়ন মুদে দেখ্‌লে না হে চিতে
তোমারে কুপিতে, শ্রীরাম জগৎপিতে,
জগন্মাতা সীতে কুপিতে,
সেই করে কপিতে মান হরণ॥ ১

সুরট—ঝাঁপতাল।

বঞ্চিত করো না কুরু
কিঞ্চিত করুণা শিব।
ভব তব করুণা বিনে
ভবে আর কত আসিব॥
বিনে করুণা উদ্ভব,
কত দিন বল হে ভব,
কুলবিহীন হয়ে ভব,
জলধি জলে ভাসিবে।
ওহে সঙ্কট-বিনাশী,
কবে বিলাবে করুণারাশি,
যারা বাদী ভজনে আসি,
ছজনে কবে নাশিবে॥
দাশরথি বাসনা যোগী,
যবে হব জীবন ত্যাগী,
হয়ে মোক্ষফলভাগী,
ভাগীরথিতে ভাসিবে॥ ২

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ওগো দিদি বিধি বুঝি বিধবা ঘটায়।
প্রাণকান্তের প্রাণ তো বাঁচানো দায়॥
ভুলায়ে রমণী মুনিবরের সজ্জায়,
ঘরে গিয়া ছলে, একি ঘরপোড়া ঘটালে,
ঐ যে ঘরপোড়া বাণ লয়ে যায়॥
আছে অতুল সম্পদ ভবে কার
এমন, অশ্বপাল যার শমন, আজ্ঞাধর
শশধর, গাঁথে হার পুরন্দর, সে আদর
আজ আমাদের সব ফুরায়॥
এখন কুলভয় ছাড় যদি কূল পাবে,
কুলরমণী সবে, অনুকূল হয়ে হরি,
অকূলে বিলাবেন তরী, ধরিগে সেই
অকূলকাণ্ডারির পায়॥ ৩

খাম্বাজ—একতালা।

আমার কি ফলের অভাব
তোর, এনি বিফল ফল যে লয়ে।

পেয়েছি যে ফল, জনম সফল,
মোক্ষফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে॥
শ্রীরামচরণ কল্পতরু-মূলে রই,
যে ফল বাঞ্ছা মনে সে ফলপ্রাপ্ত হই,
ফলের কথা কই, ও ফল কাঙ্গাল নই,
যাবো তোদের প্রতিফল বিলায়ে॥ ৪

বাগেশ্রী বাহার—একতালা।
জানি হে পাষাণের সুতা।
তোমার দয়া মায়ার কথা॥
ছিন্নমস্তা হয়ে অভয়ে,
তুমি আপ্নি কাট আপনার মাথা॥
তোমার পিতা সেতো শিলে,
তার ঔরসে প্রকাশিলে, বড় সুশীলে,
লোকে জানে হে তোমার শীলতা॥ ৫

খট্‌ভৈরবী—একতালা।
মা আর নাই মোচন, পিতে ত্রিলোচন,
বসিলেন শর মধ্যে জীবন বধ্যে।
এমন বিপদ সময় আমার কোথা
রৈলে গো মা ঈশাণি, বিপদনাশিনী
যদি মা রাখ সন্তানে শ্রীপাদপদ্মে॥
আজি আমার শঙ্করি পিতে শঙ্কর
বিরূপ, ভাই হয়েছে চিরকাল কাল-
স্বরূপ, বিনে চরণতরি তরি গো মা
কিরূপ, ব্রহ্মময়ী বিপদসাগর মধ্যে॥
যে ভাই আমার প্রাণের বন্ধু অনু-
গত, ছিল নিদ্রাগত, সে ভাই যে দিন-
গতো, হলো কাল আগত না জা'ন
কালগত, ভেঙ্গেছিলাম মা তার অকালে
নিদ্রে॥ ৬

ভৈরবী—একতালা।
দিন গত কিন্তু নয় হে ও রাম তোমার
চরণে এ দীন গত॥
আমার গত অপরাধ কত প্রাণ
নির্গত সময়ে দেওহে চরণ হোলাম
চরণে শরণাগত॥
সৎসঙ্গে হয়ে সতন্তর, করি অসৎ
ক্রিয়া সতত। তোমায় শত শত মন্দ
বল্যাম রামচন্দ্র, না ভাবিয়ে ভবিষ্যত;
ওহে গুণধাম স্বগুণ প্রকাশো, গুণ
হীন জ্ঞানহীন দোষ নাশ, স্বগুণে
তারিলে কি পৌরুষ, সেতো স্বগুণে
পাবে সুপথে।
জননী জঠর কঠোর যন্ত্রণা আর
দিবে রাম কত।
ওহে দশরথাত্মজ দাশরথি ঘুচাও
দাশরথির গতায়াত॥ ৭

ললিত ভৈরবী—একতালা।
ত্বরায় ভগবান, ধরায় ফেলে বাণ,
হোলেন দয়াবান রাবণোপরে।
কয়েন মুখে উক্ত, ওরে দশ বক্ত্র,
তুই রে প্রাণের ভক্ত, কে বধে তোরে॥

মিতে বল্যো রাবণ তোমার ভক্ত নয়, হলোরে মিতের কথা মিথ্যাময়, মিতের কার্য্য নাই, সীতের কার্য্য নাই, চল বাইরে বাছা তোরে লয়ে আমি অযোধ্যাপুরে ॥ ৮

পরজ—একতালা।

ভূষণে হয়ে ভূষিতে, ভূমসুতা যাও রাম তুষিতে। দেখ দুঃখে মন্দিরে রামের বিষনয়নে পড়িবে সীতে ॥

চল্যো বধে আমার পতি, দেখো মোর শাপে তোমায় সতী, দিবে না বৈকুণ্ঠপতি, রাম হয়ে বামে বসিতে ॥

শুন গো সীতে রূপসি, সুখে যাও কি চতুর্দ্দোলে বসি, বিমুখ হবেন গোলোকশশী, কলঙ্ক দিয়ে শশীতে ॥ ৯

ললিত ঝিঁঝিট—একতালা।

চল্যাম গুণধাম, জন্মের মতন রাম, প্রণাম হে চরণে। আমি দিব হে ও জানকীর-জীবন জীবন আজি জীবনে ॥

রাম দয়াময় নাম শুনিলাম অসার চরণ সার করিলাম, কিন্তু দাসের আশাবাস। হে রাম, ভাঙ্গিল্যো এত দিনে।

ওহে মা যদি মোর হয় অনলে দাহন, আমার ভুবন আঁধার ভুবন-মোহন, অজ্ঞাত নও ভুবনস্বামী, অজ্ঞান বালক মায়ের আমি, শেষে বুঝাতে পারিবে না তুমি মাতৃহীন সন্তানে ॥ ১০

ল[illegible]ত—একতালা।

কি শোভা রে রামরূপ রূপসাগর তরঙ্গ
রত্নাসনে সীতা সনে রাজভূষণে
ভূষিতাঙ্গ।
চন্দ্রমুখির মুখ নিরখি চন্দ্র দুঃখী পায়
আতঙ্ক।
মরি হরির রঙ্গ হেরি, অঙ্গ হারায়
রে অনঙ্গ ॥

রামরূপ হেরে ত্রিনয়নে,
প্রেমতরঙ্গ ত্রিনয়নে,
সদা কন নয়নে,

ছেড় না রামরূপের সঙ্গ।
চিন্তামণির গুণের বাণী বলতে
বাণীর বাণী সাঙ্গ।
সীতানাথের তুল্য কে আর আছে
অনাথের অন্তরঙ্গ ॥ ১১

রামচন্দ্রের দেশাগমন।

সুরট—ধামাল।

শ্মশানভবনে ভব যায় ভাবে।

পাব ভবের ধন সে রাঘবে, হবে এমন দিন, দীননাথের দয়া দীনে এমন দিন কি হবে ॥

আমি দীন হীন অতি নিরাশ্রয়,

করিবেন আমার আশ্রমে আশ্রয়, দিবেন পদাশ্রয়, সেই গুণাশ্রয়, শ্রীচরণপল্লবে॥

ওহে বনযাত্রাকালে. এক দিন মম ধাম, এসেছিলেন অশেষ গুণের গুণ-ধাম, আবার দয়া করে আসিবেন রাম, এত দয়া কি সম্ভবে।

তবে যদি হেতু নির্গুণে নিস্তার, সগুণে গুণসিন্ধু অবতার, দাস বিনে দাশরথির ভার গ্রহণ করে কে ভবে॥

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

দীননাথ হয়েছেন আতিথি।
না এলে দীনতারিণী
কি হতো এ দীনের গতি॥
মন পত্র ভক্তি ডাকে,
লিখিয়ে এনেছি মাকে,
সেই তো এ মান রাখে,
হলেন অন্নদা রন্ধনে ব্রতী।
ভবের উক্তি বটেন উনি,
ভুবনের গতিদায়িনী,
কিন্তু মায়ের চিরদিন,
বড় দয়া দীনের প্রতি॥ ২

খাম্বাজ—একতালা।

হরি বিপদে রাখ ওহে অনাথের নাথ চিন্তামণি।

কর দৃষ্টিপাত, ওঠে রক্তপাত, কি জিয়ে বধিল এ বেটা মুনি॥

ভাল ভাল বলে এলে মুনির বাসে. মুনিতো তোমারে বড় ভাল বাসে খেতেদিয়ে নাশে. তোমার নিজ দাসে, এমন বেটার বাসে এলেন আপনি।

এ বেটার কপটে অপমৃত্যু ঘটে, বিপদ শক্ত বটে, মুখে রক্ত উঠে, কাল এল নিকটে, এমন শঙ্কটে কোথা রইলে মোদের জানকী জননী॥ ৩

ললিত ঝিঁঝিট—একতালা।

বলে গেলিরে বলে রে ভাই ভেবেছিলাম আমি চিতে।

দীনকে বুঝি ভুলে গেছো রে দীন পেয়ে সে রামা দিতে॥

গণ্য না করিয়ে মোরে, অন্য পথে গেলে পরে, ত্যজিতাম রে প্রাণ বাণ দান করে হৃদয় পরে, নতুবা জীবনে যেতাম জীবন সঁপিতে॥

আশা দিয়ে গেলি যে কালে আসিব বলে আসা কালে, সেই আমার আশাতে আছি, তব আসা পথে।

সতত নবঘন রূপ জাগিছে আমার অন্তরে॥

গগনে হেরি নবঘন ঘন ঘন নয়ন ঝোরে।

ভালবাসীরে দিতে তোরে জীবন সহিতে॥ ৪

ললিত ঝিঁঝিট—একতালা।

কার প্রাণ-নাশন,
করবি রে ভাই শুন,
মিতার আমার কোন অপরাধ নাই।
প্রেমে ওরে হাঁরে, ও বলে আমারে,
আমি ওরে বড় ভালবাসি ভাই ॥
ওরে হাঁরে বলে জাতীয় স্বভাব,
অন্তরে উহার বড় ভক্তিভাব,
নইলে আমি ধন, সাধু জনার মন,
যুড়াই রে ;—
আমি ভাবগ্রাহী কেবল ভাবেতে যুড়াই
ভক্তিশূন্য আমি ব্রাহ্মণের নই,
ভক্তিতে আমি চণ্ডালের হই,
ভক্তিশূন্য নর, সুধা দিলে পর,
সুধাইনে রে ;—
ভক্ত জনে এনে বিষ দিলে খাই ॥ ৫

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

একবার অবিলম্বে ওরে শত্রুঘ্ন।
কর ভাইরে অন্তঃপুরে গমন ॥
রাখরে পাপিনী মাকে করিয়ে বন্ধন,
শঙ্কা মনে আছে,
এবার এসে রামের কাছে,
পাছে বলে রাম তুই যারে বন ॥
সে তো মা নয় পাপিনী
সাপিনীর আকার,
মায়া নাই মার আমার,
সেইতো মনে দিয়ে কাল,
বনে দিল বনমালী,
সেই অবধি হয়েছে আন্ধার
অযোধ্যাভুবন ॥ ৬

খাম্বাজ—পোস্তা।

চল ভাই ভার লয়ে যাই,
অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।
দিব তাঁর চরণে ভার রাম বিনে
ভার আর কে লবে ॥
দিয়ে ভার লয়ে স্মরণ, বল্‌ব তাঁর
ধরে চরণ, এবার ভার বইলাম যেমন
হরি সে ভার আর দিওনা ভবে ॥
পাপে হয়েছি ভারী, আরতো ভার
সইতে নারি, না ভজে ভূভারহারি,
ভার হলো ভার বইতে ভবে ॥ ৭

বারওঁা—ঝাঁপতাল।

কার সাধ্য ওমা সীতে
তব রন্ধন দূষিতে
তুমি সীতে তুমি অসীতে
তুমি অন্নদা কাশীতে।
অসীতা রূপে অসিধরা
দনুজকুল নাশ করা
সীতে রূপে এসেছ ধরা
রাবণকুল নাশিতে ॥
দেহি অন্ন দাসে দেহি
বিশ্বমাতা বৈদেহি

ভবক্ষুধা নিবৃত্ত কর
আর দিওনা আসিতে।
যদি কৃপা না কর দীনে
অন্নাদি বসন দানে
দাশরথিরে হবে নিদানে
চরণ দানে তুষিতে ॥ ৮

ললিত—আড়া।

কি শোভা রে রামরূপ রূপসাগর তরঙ্গ।
রত্নাসনে সীতাসনে রাজভূষণে ভুষিতাঙ্গ
চন্দ্রমুখীর মুখ নিরখি
চন্দ্র মনে পায় আতঙ্ক।
মরি হরির অঙ্গ হেরি,
অঙ্গ হারায় রে অনঙ্গ ॥
সদা কুন নয়নে,ছেড়োনা রামরূপের সঙ্গ
চিন্তামণির গুণের বাণী,
বর্ণিতে বাণীর বাণী,
অনাথের অন্তরঙ্গ ॥ ৯

লবকুশের যুদ্ধ।

ঝিঁঝিট—ঝাপতাল।

ওগো এসো মা রামপ্রিয়ে ভেসনা নয়ননীরে।
থাকতে হবে কিছু দিন অতি দীন মুনিমন্দিরে ॥
ভবভাব্য ভাবিনী সীতে তুমি ভাব কি অন্তরে, সহজে কি এয়েছ আমার সাধ পুরাতে সাধ করে। বেন্ধে এনেছি পদ, নিজ সাধনের ডোরে ॥
তোমার বনে দেন পীতাম্বর, সে সব দুঃখ সম্বর, সম্প্রতি কৃপা বিতর, ধন্য কর মুনিবরে ॥
রাজভূষণ রাজবাস ভালবাস গো রাজরাণী, আমি কোথা পাব দিতে কেবল দিব গো জগদ্বন্দিনী, চন্দন তুলসী চরণাম্বুজোপরে ॥ ১

সুরট—একতালা।

ওরে লব কোথায় লুকালি।
জানকী কুমার, জীবন আমার, জীবন পাছে হারালি ॥
তোরে এসে নয়নে না হেরিয়ে সীতে, নয়নের জলে ভাসিতে ভাসিতে, জলে প্রবেশিতে জীবন নাশিতে, যাবে মনোদুঃখে জ্বলি ॥
একে হয় না সীতের শোক সম্বরণ, নিরপরাধে নীরদবরণ, পঞ্চমাস গর্ভে দিয়েছেন বন, শোকে সোণার অঙ্গ কালি—দৃষ্টিহীন জনের যষ্টির যেমন, তেমিয়ে তুই জানকীর সবে ধন, আর আছে কি ধন, কিসে সম্বোধন, কাঁদিব বল কি বলি ॥
দুগ্ধপোষ্য তনু কোমল অতিশয়, তপনের তাপ তোকে নাহি সয়, তপো-বন ত্যজে কোন বনমাঝে, কি খেলা

খেলিতে গেলি—বনে বনে তোর মা পেয়ে সন্ধান, হলোরে আমার হৃত ধ্যান জ্ঞান, মরিরে আবার হরিসুত আমার, হরিসাধন ভুলালি ॥ ২

ঝিঁঝিট—আড়া।

তোমার কি ভয় ব্রহ্মবধ,
ভবপদ ভাবলে ব্রহ্মপদ,
ওহে ব্রহ্মসনাতন।
ব্রহ্মাণ্ডের পতি তুমি
ব্রহ্মার হৃৎপদ্মের ধন ॥
ব্রহ্মার বেদের বাণী,
ব্রহ্মলোক নিবাসিনী,
ব্রহ্ম-কমুণ্ডলে যিনি,
ঐ পদে উদ্ভব হন।
কি শুনি রাম অসম্ভব,
ঐ চরণ ভাবেন ভব,
তুমি ভবের বৈভব,
শুনেছি ভবের বচন ॥ ৩

আলেয়া—একতালা।

সে আসিবে কেন তব ধাম।
তব নাম শুনে ওহে কমল আঁখি, কেন হলো না সে শমন মনে সুখী, শুনিলাম যথা সে কি, হাঁ হে তুমি নাকি শমন দমন রাম।

পরম পাপী যারে বলেছে পণ্ডিতে, যম যায় তার জীবন দণ্ডিতে, তুমি যাবে তার বিপদ খণ্ডিতে, একবার বলে রামনাম।

শমনের মন অনুমানে বুঝি, নিকটে আসিতে অভিমান ত্যজি, দূরে থেকে বুঝি অভিমানে মজি, করেছে পদে প্রণাম ॥ ৪

সুরট—কাওয়ালী।

ভীত ভগবান্ রণে।
হলেন জানকীসুত লব বাণেবাণে ॥
শরে শরে সরজ শরীর সব জর জর, সঘনে শঙ্কাযুক্ত ভুবনেশ্বর, না পান হস্তে শর, লব শরে অবসর, জীবন জন্য ভয় মনে মনে ॥ ৫

খটভৈরবী—একতালা।

ওরে কুশি লব, করিস্ কি গৌরব,
বান্ধা না দিলে পারিতে না বান্ধতে।
ভব-বন্ধন বারণ কারণ, শুনরে জ্ঞান-হীন, আমি অনেক দিন, বান্ধা আছি মা জানকীর চরণোপান্তে ॥

ভব-চিন্তাহারি প্রতি আমি রত, প্রাণ দিয়াছি পদোপান্তে অবিরত, আমি চিন্তামণির প্রিয়সুত, ওরে চিন্তামণি সুত পার না চিন্তে ॥ ৬

সুরট—কাওয়ালী।

রাম চরণে মজনারে।
ভ্রান্ত মন নিকটে চরম দিন আমার,
পরম বিপদ পার, কারণ চরণ যার
ব্রহ্মা সাধে সাদরে॥
যার পদ হয় সম্পদ, পরশে পরম
পদ, পাষাণ মানবী রূপ ধরে।
কি চরণ মরি মরি, ধীবরের কাষ্ট
তরী, রঘুবর পদে হেম করে॥
যাতে জনন জন্ম হয়, সুরধুনী শিব-
জায়া, নরকতারিণী নরাদি কিন্নরে॥ ৭

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

বল জানকী ওমা একি,
ধরাতনয়া পড়ে ধরা
সঙ্কট কি হলো কেন পঙ্কজনয়নে ধারা॥
কেন বিধি হইল বাম,
ভাঙ্গিল তব সুখধাম,
বদনে ধ্বনি অবিরাম,
রাম রাম গো রামদারা॥
ওমা বল ব্রহ্ম-স্বরূপিণী,
কি ধন হারা আপনি,
সাপিনী যেন তাপিনী,
গো মা শিরোমণি হয়ে হারা।
নিরখিয়ে মা তব মুখ,
বিদরিছে আমার বুক,
ভানু তাপে ঘেমেছে মুখ,
অনুতাপে তনু জরা॥ ৮

কাশীখণ্ড।

ললিত—কাওয়ালী।

কিসে চলে বল হিমাচলে চল।
অচলনন্দিনী বিনে মোর যে সদা অচল
জানে তাতো জগজন,
ভবানী ভবের ধন,
সে বিনে ভবন বন, জীবন যেন বিফল
হারাইয়ে সেই শিবে,
এ যাতনা এই শিবে,
এ যাতনা বিনাশিবে,
বিনা শিবে কেবা বল॥ ১

ললিত—ঝাঁপতাল।

নন্দি গিরিনন্দিনী ত্রিনয়নের নয়ন-তারা
তারা হারা হয়ে আমি
হয়ে আছিরে তারা হারা॥
যে দিন তিন দিন বলে
গেছেরে সে দীনতারা।
সেই দিনে তখনি আমি
দেখেছিরে দিনে তারা॥
তারা শোকে বহিছে
তারায় তারাকারা ধারা।
বসে যোগাসনে সেই তারা রূপে যারা,
আছেরে তারা সঁপে, শুয়ে নন্দী তারা
যে ধন, জেনেছে'স তারা॥
তোরা কি এত কাল মিথ্যা কাল
ধরে কাল হরিলি।

জ্ঞান হরয়ে জ্ঞান চক্ষে
মোর তারা রে না হেরিলি।
জলাভাবে আকুল সিন্ধু কূলে
থেকে তোরা ॥ ২

ঝিঝিট—ঠেকা।

জামাই আর নাই মা তোর ভিখারি।
কাশীতে রাজ-রাজেশ্বর,
তোর মেয়ে রাজরাজেশ্বরী ॥
অন্নশূন্য শুন্তে সদা,
কাশীধামে তোর উমে অন্নদা,
ব্রহ্মা ইন্দ্র এখন সদা,
তোর ব্রহ্মময়ীর আজ্ঞাকারী।
রত্নময় পুরী করেছেন জামাই।
পথে পতন, সব রতন,
রত্নে যত্ন নাই।
রত্নাকর হয়েছেন দাস
শিবের কুবের ভাণ্ডারি ॥ ৩

বিভাস—ঝাঁপতাল।

গিরি যায় হে লয়ে হর,
প্রাণ কন্যা গিরিজায়।
পারতো রাখ প্রাণের ঈশানী, বাঁচে পাষাণী, গিরিজায় ॥
রবে কুমারী হবে গিরি আশু পূর্ণ মানসে দিয়ে বিল্বদল যদি আশু তোষে আশুতোষে। হবে বাঞ্ছা দূর দুঃখহর হর কৃপায়।

তুমি হর চরণে যদি ধরো, দোষ নাই হে ধরাধরো, ধরে চরণে তুমি হে নাথ দিলে কন্যা যায় ॥

নাথ কিসে যাবে আর এ বেদন, ভিন্ন হর আরাধন, রাখিতে ঘরে তারা ধন, নাহি অন্য উপায়।

মজে অসার সম্পদে, সঁপে মতি না হরপদে, কেন মুক্তি কন্যা তুমি হারা হও দাশরথি, কি হবে কাল এলো আজি কি কালনিশি পোহায় ॥ ৪

ললিত—ঠেকা।

গিরিধামে গুণধামের বামে ত্রিগুণধারিণী
বসিলেন হর ভুবনমনোহর,
যেন হিরণ্যজড়িত হীরকমণি ॥
কহিছে শিখরী হরকে করি বিনয়,
এমনি রূপ দেখাতে আবার
যেন দয়া হয়, দয়াময়।
রাণী কয় আর নয়ন ভাসে,
এবার এমনি এসে যুগল বেশে,
বসো হরঘরণী ॥
বলতে গৌরীরূপ আর হররূপের বাণী।
রাণীর হরে বাণী, হলো পঞ্চাশ বর্ণ
বিবর্ণ অতীত বর্ণ, জ্ঞানহীন দাশরথি
কেন সে রূপ বর্ণনে হয় অভিমানী ॥ ৫

শিবের বিবাহ।

সুরট—যৎ।

ভব তিমির নাশা ভবে
আশা পথে কবে আসিবে।
কবে দুঃখ নাশিবে
শিবে করুণা প্রকাশিবে॥
অসিত রূপা অসিধারিণী,
অসাধারণ গুণধারিণী,
আশু দুঃখহারিণী আসি
আশুতোষে কবে তুষিবে।
নীলবরণী নিস্তার,
নীলকণ্ঠ কত আর,
নিরন্তর নিরানন্দ নীরে ভাসিবে
হর দুঃখ হরণ কারণে,
আপদ হর পদ প্রদানে,
কবে দুর্গে দাশরথি
ভব ভাবনা প্রকাশিবে॥ ১

খট ভৈরবী—একতালা।

এ নয় নন্দিনী, জগৎ বন্দিনী,
রাণী কন্যাগুণে হলো ধন্যা।
ভব পতি ধরাধর, ধরাতে কি
ভাগ্য ধরগো রাণী, ধরগো শশধরমুখী
গর্ভে ধর কি পুণ্যে॥
নয়নে হেরগো নগেন্দ্রমহিষী,
চরণাম্বুজে নখরেতে শশী, ত্রিলোক
ত্রিলোকেশী ইনি ত্রিলোচনের মহিষী,
ত্রিলোক মান্যা॥
জনম ধন্য তোমার গো রাণী,
জঠরে জনম জনম-হারিণী, জগৎজননী
কয়েন জননী, হেন পুণ্যবতী ভবে
কে অন্যে॥ ২

টোরি—কাওয়ালী।

কৃপা কাতরে বিতর হর-বন্দিনী।
তারো গো মা বিন্ধ্যাচলবিহারিণী॥
হে বিমলা মা, বিবিধ বিবন্ধবারিণী।
দেহি নন্দনে আনন্দ হে নন্দনান্দিনী॥
ধন চরণ-সরোজ ধন্য,
,তোমার ত্যজে অন্য,
অগণ্য ধন অন্বেষণ করি
মা দিবস রজনী।
দাশরথিমতি পাপপঙ্কে পতিত
পদ-পঙ্কজ প্রদ গো জননী।
হর সঙ্কট শঙ্কর-হৃদি-পুরবাসিনী॥ ৩

আলেয়া—একতালা।

রাণী গো এই ভব যে কন্যে।
দিবে পদরজ কোন্ সামান্যে॥
গঙ্গাধর হৃদে ধর পদ,
তব তনয়ার পদরেণুর জন্যে॥
তব কোলে হেমবরণী, তরুণী,
ওর পদ ভবজলধি-তরণী,
করেছেন হরঘরণী,
ধরণীধর-জায়া মাগো তোমার ধন্যে॥

তমোগুণে হয় পদযুগে মজে,
সত্বগুণে হরি মত্ত পদযুগে,
বাঞ্ছা করেন বিধি রজোগুণে রজোগুণ
রজনী দিবস ধ্যায় কিরজে ॥ ৪

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

শিব শঙ্কর শশধর-ধর হে গঙ্গাধর হর,
অশেষ গুণধর, শেষ-বিষধরহারী।
গিরিশ গৌরীশ অশেষ-কলুষ-কৃশ-
কর ত্রিপুরহর, আশুতোষ এ শিশু-
দোষ, আশু বিনাশ করি তোষ, হে
মহেশ আশু-দুঃখহারী ॥
কাল ভয়ে শরণাগত প্রণত ভীত
কিঙ্কর, রক্ষাং কুরু ওহে কাল কালবারী
ও পদে মতিহীন, মূঢ়মতি গতি-
বিহীন, আমি অতি হে স্বগুণে গুণ-
বিহীন, দীন দশারথিরে তুমি ত্রাণ কর
যদি ভব ভববারী ॥ ৫

খাম্বাজ—খং।

তোরা কেউ ধর্তে কুলো
যাইসনে ওলো কুলবালা।
মহেশের ভূতের হাটে,
এ সব ঠাটে, সন্ধ্যাবেলা ॥
কি রূপ ধরেছিস্ তোরা,
চিত্ত উন্মত্ত করা,
চাঁদ যেন ধারায় ধরা,
খোঁপায় ঘেরা বকুলমালা ॥ ৬

ভৈরবী—একতালা।

যায় দিন ভাব মজ না
জানকীজীবনাম্বুজচরণে।
স্মর না মনে সে রঘুবংশতিলক,
ত্রিলোকপালক পুলক পাবে,
যাবে সব, হবে সব,
পাপলাঘব রাঘব-স্মরণে ॥
দিনমণি-কুলে উদ্ভব
ভবকাণ্ডারী ত্রাণ কারণে।
ভব-জলধিজলে তরবি
ডাক দয়াজলধি জলদবরণে ॥
যে চরণে জীব জন্মেন জাহ্নবী,
পরশে চরণ পাষাণ মানবী,
অহল্যাদি বিধি শশি রবি,
পদে অবনী ধন্য কারণে।
নক্তচরান্তক, ভক্তভয়ান্তক,
ব্যক্তগণ বেদ পুরাণে ॥
দাশরথিকৃপা বিনে কে বল আছে
দাশরথি দীন দুঃখহরণে ॥ ৭

আগমনী

খট-ভৈরবী—একতালা।

গিরি গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকালো ॥
কাহছে শিখরী কি করি বল,
নাহি চলাচল হলাম হে অচল,

চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল,
অকলের নিধি পেয়ে হারালো।
দেখা দিয়ে কেন এত মায়া তার,
মায়ের প্রতি মায়া নাহি মহামায়ার,
আবার ভাবি গিরি কি দোষ অভয়ার,
পিতৃদোষে কন্যা পাষাণী হলো॥ ১

আলেয়া—কাওয়ালি।

গিরি হে গিরিশপুরে দ্রুত যাও।
বড় ব্যাকুল পরাণী, উমা পরাণ-নন্দিনী,
হরঘরণী ঘরেতে মিলাও॥
সংবৎসর হলো গত, সময় হলো আগত,
ওষ্ঠাগত প্রাণে বাঁচিনে বাঁচাও।
শৈল যাও হে শৈল যাও,—
মেয়ে এনে অঙ্গনে দুঃখিনীর
দুর্গতি ঘুচাও॥
বিনে জীবনকুমারী, ভুবন তিমির হেরি,
ভবনে ভুবনেশ্বরীরে দেখাও।
করে আরাধন, মহেশ তারাধন,
এনে বাসে উভয়ের বাসনা পুরাও।
গৌরীর বিচ্ছেদাগুণ, দহিছে জীবন-বন,
জানি গুণ যদি আগুণ নিভাও॥ ২

জয়জয়ন্তী—ৎ।

তোমরা কেউ দেখেছ রে ভাই
কেউ নাকি জান তারে।
এ পথে মোর জগদম্বা মা গেল কত দূরে
চিহ্ন কৈ পদ দুখানি, তরুণ অরুণ
জিনি রে;—দিলে বিধু খণ্ড করে,
বিধি চরণ নখরে।
মা আমার কৈলাসকর্ত্রী, গতিহীনের
গতিদাত্রী, দণ্ডী ঘরে অধিষ্ঠাত্রী, চণ্ডী-
নাম ধরে॥
আমাদের সেই জননীকে, মা বলে
জগতে ডাকে রে;—তারে না জানে
কে জগৎ ছাড়া জগতে কে আছে রে॥

আলেয়া—ৎ।

হে দ্বিজ তোমায় কৈ,
কৈ এলো মন্দিরে আমার ব্রহ্মময়ী।
তোমার চণ্ডী সাঙ্গ হলো
আমার চণ্ডী কৈ॥
পূজা কল্লে লক্ষ শিবে
আর কবে আসিবে শিবে,
শিবের ঘর ত্যজিবে শিবে আশায় রৈ।
সঙ্কল্পিত দুর্গানাম,
জপিলে কদিন অবিশ্রাম,
দুর্গা আমার আসিবে কদিন বই।
তুলসীতে পূজিলে বিষ্ণু,
কৈ সে বিষ্ণু আমায় তুষ্ট,
আমি যদি বিষ্ণুমায়ায় প্রাণে দগ্ধা হই॥

মুলতান—ৎ।

ওমা শৈল রাজমহিষী
কাঁদিসনে গো আর—
তোমার দুঃখহরা উমা এলেন ঐ।

সে নাই তোর মেয়ে তারা,
সিংহপৃষ্ঠে দশকরা,
রূপে দশদিক্ আলো করেছে ব্রহ্মময়ী ॥

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

কৈ হে গিরি কৈ সে আমার
প্রাণের নন্দিনী।
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিনী ॥
দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী,
কক্ষে লয়ে গজানন গমনে গজগামিনী,
মা বলে মা ডাকে মুখে আধ আধ বাণী
এ যে করি-অরিতে করি ভর,
করে করিছে রিপুসংহার,
পদভরে টলে মহী মহিষ-নাশিনী,—
প্রবলা প্রখরা মায়ে তনু কাঁপে দরশনে,
করে শক্তি ধরে শক্তি ত্রিভুবন বিনাশনে
জ্ঞান হয় ত্রিলোককন্যা ত্রিলোকজননী ॥

বারোঁয়া—যৎ।

উমা কি ধন আছে তোমায় দিতে পারি
দেখিলাম নয়ন মুদে ব্রহ্মাণ্ডময়
সকলি তোমারি ॥
কি দিব তোয় রত্নবাস, রত্নাকর তব দাস
স্বর্ণকাশী মাঝে বাস, অন্নপূর্ণেশ্বরী।
কুবের ভাণ্ডারী যারে,
কে বলে ভিখারী তারে,
তোমার ত্রিলোচন ভিখারীর দ্বারে,
ত্রিজগৎ ভিখারী ॥ ৭

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

বাঞ্ছা কিছু পূর্ণ তবে হয় হরমহিষি।
রয় যদি মা শত যুগ এ শুভ সপ্তমীনিশি
মনের মানসে তবে ওমা সর্ব্বমঙ্গলে,
পূজি পদ বিল্বদলে জবা জাহ্নবীর জলে,
মরি শেষে মোক্ষপদ হয়ে অভিলাষী।
এসো তিন দিনের কারণ,
নহে খেদনিবারণ,
আশু লয়ে যায় গো মা
আশুতোষ আসি ;—
তুমি তো আপনবশ নও জানি মা অভয়ে
হরবাসে হরবশে হয় কাল হরপ্রিয়ে,
শ্মশানেতে লয়ে যাবে সে শ্মশাননিবাসী

অহং—একতালা।

গা তোল গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল,
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী।
লয়ে যুগল শিশু কোলে,
মা কই আমার বলে,
ডাকছে মা তোর শশধরবদনী।
ত্রিভুবনে ধন্যে, ত্রিভুবনে অন্যে,
তোর মেয়ের তুলনা নাই গো রাণী।
আমরা ভাবিতেম ভবের প্রিয়ে,
আজি শুনি তোর মেয়ে,
ঐ নাকি মা ভবের ভয়হারিণী ॥
ধমুলি যে রত্ন উদরে,
তোর সভন সংসারে,
রত্নগর্ভা এমন নাই রমণী।

মা তোমার ঐ তারা, • চন্দ্রচূড়দারা,
চন্দ্রদর্পহরা চন্দ্রাননী।
এমন রূপ দেখি নাই কার,
মনের অন্ধকার,
হরে মা তোর হরমনোমোহিনী ॥ ১

মল্লার—একতালা।

ওমা শঙ্করী, আমার স্বর্ণপুরী,
ত্যজে কেন বিল্বমূলে।
আমি কেঁদে মলাম উমে,
মায়ের কপালক্রমে,
এমন অবোধ মেয়ে জন্মেছ কুলে।
আগে মা বলে আসিবে,
মায়ের দুঃখ নাশিবে,
মা বলে তুষিবে বসিবে কোলে।
দুঃখ পাসরি গো উমা,
কোলে এস মা, বিল্বমূল ত্যজে,
যদি কণ্টক বাজে, তোর পদকমলে ॥
শুন মায়ের কথা কাণে,
যেখানে সেখানে,
বসো না বসো না ওমা বিমলে।
শিবের বামে বস মা,
বস মায়ের কোলে,
আর তোর দাস দাশরথির হৃদয়কমলে ॥

ভৈরবী—একতালা।

কে নাম দিলে ত্রিগুণধারিণী।
কে নাম রেখেছে নিস্তারিণী ॥

বল মা হতে প্রাণ উমা,
কার কাছে এত মা,
হয়েছ আদরিণী।

আমি সাধের উমা নাম রেখেছিলাম,
উমাগো আমি আজিত শুনিলাম,
ভবের সবে নাকি রেখেছে তোর নাম
ভবের ভয়নাশিনী ॥

সুখের তরে তোরে হরে সঁপিলাম,
দুঃখে দুঃখে কাল হর অবিরাম,
কে দিয়াছে মা তোর দুঃখহরা নাম,
আমিত জানি দুঃখিনী।

সদানন্দের ঘরে অন্নশূন্য সদা,
কে তোমার নামটি রেখেছে অন্নদা,
দাশরথি দ্বিজ কাঁপে ভয়ে সদা,
কে নাম দিল ভবভয়হারিণী ॥ ১২

বিভাস—ঝাঁপতাল।

বসিলেন মা হেমবরণী
হেরম্বে লয়ে কোলে।
হেরি গণেশ-জননী রূপে
রাণী ভাসে নয়নজলে ॥
ব্রহ্মাদি বালক যার
গিরিবালিকা সেই তারা।
পদতলে বালক ভানু বালক চন্দ্রধরা।
বালক ভানু জিনি তনু
বালক কোলে দোলে।

মনে রাখি তাবে উমারে দেখি,
কি উমায় কুমারে দেখি,
কোন রূপ সঁপিয়ে রাখি, নয়ন যুগলে ॥
দাশরথি কহিছে রাণী তুই তুল্য দরশন,
দেখ ব্রহ্মময়ী কি ঐ ব্রহ্মরূপ গজানন,
ব্রহ্মকোলে ব্রহ্মছেলে, বসেছে মা বলে ॥

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

সুরগণ শরণাপন্ন শুনগো মা শম্ভুদারা।
শুম্ভভয়ে রাখ সুরে অম্বুজনয়নী তারা ॥
অসুর ভয়ে ভারবতী শিবসুন্দরী বসুন্ধরা
হরিলে অসুরে ইন্দ্রপদ চন্দ্রশেখরা ॥
ওমা বিষম বীর বিরোধে
বিস্ময় বিশ্ববন্দিনী।
বিপদে বিমুক্ত কর বিষয়বাঞ্ছা হরা ॥
দেবের দেবত্ব দেবে দেহি মা দিগম্বরা।
স্থান দেহি মা দাশরথিরে
চরণাম্বুজে ত্বরা ॥ ১

খট ভৈরবী—একতালা।

শুনহে রাজন্ করি নিবেদন
নিরখিয়ে এলাম এক কন্যা।
রূপে জগৎ উজ্জ্বল সজল জলদবরণী,
কার ঘরণী তাহে তরুণী
সে ধনি ধরণী ধন্যা ॥
তরুণীর হেরি চরণ কিরণ,
অরুণ কিরণ দূরে গিয়া ক্রমে,
নখরেতে সুধাকরের কিরণ
হরণ করিছে ভুবন মান্যা।
বলে ত্রিভুবন করেছে নির্দ্ধনি,
জয় জয় ধ্বনি তুমি ধনে ধনী,
লওগে সেই ধনি, তবেই ধরিব ধনি,
তোমা বিনে ধনি সাজে না অন্যে ॥ ২

আলেয়া—একতালা।

ধরাতে তায় ধরি হে ধন্যা,
হে রাজন্ সে কি মেয়ে সামান্যে,
অহঙ্কার করি হুহুঙ্কারে
প্রাণ বধিলে জলদবরণ কন্যে।
কি করিবে তব সেনা অশ্ব করী,
করে ধনুঃশর করিয়া কি করি,
নারীর বাহন করী-অরি
আসি নখে করি করি নাশিল সৈন্যে ॥
সিংহ প্রতিবলে বধরে বধরে,
আদরেতে হাসি অধরে না ধরে,
মৃগেন্দ্র উদরে যে ধরে বিদরে
এসেছি শরীরে আমি কি পুণ্যে ॥ ৩

সুরট—কাওয়ালী।

সমরে মগনা কালী চামুণ্ডে।
সুরপালিনী শিরমালিনী,
দেবী ছুরিতদনুজদল দশনে দণ্ডে।
কিবে আসন করি করীবরারি পৃষ্ঠে
রণভূষে চমক লাগে চণ্ডে ॥

সঘনে শাশকল্লে ঘনদলে গ্রাস করে,
গলিত রুধির ধারা গণ্ডে।
হরবনিতের ঘোর ধ্বনিতে কাঁপে
থর থর কলেবর জীবব্রহ্মাণ্ডে ॥ ৪

ভগবতী এবং গঙ্গায় কোন্দল।

খাম্বাজ—খং।

কে সমরে শবোপরে নবঘনবরণী।
রূপ নিরখি নিন্দিত যেন নীল-নলিনী ॥
প্রভাতের ভানুপ্রভা, চরণ-কিরণ শোভা
রণশোভা করেছে ঐ রণরঙ্গিণী।
দ্বিজ দাশরথি কয়, সামান্তা প্রকৃতি নয়
করে ধরে নরশির হর-ঘরণী ॥ ১

ভৈরবী—আড়খেমটা।

কেন শ্যামা মা তোর পদতলে স্বামী।
তুই সতী হইয়ে পতি পরে
করিলি কি বদনামী ॥
কার সনে মা ঝগড়া করো,
আপনার ছেলে আপনি মারো,
বুঝি ঝগড়া নইলে রইতে নারো,
নারদমুনির মামী।
মান অপমান নাই ভবানি,
মাতুল বেটা বাতুল জানি,
আমি কখন জানি নে আছে
তোর এতো ক্ষেপামি ॥ ২

খট্‌-ভৈরবী—খং।

তুমি কি গুণ ধর ভবানি।
দেখি ভাগ্যবান্‌, তোমার অধিষ্ঠান,
আমি যত দীন-হীন জননী ॥
জীবন্মুক্ত জীব শিবতুল্য হয়,
জীবনান্তে মম জীবনে যে রয়,
যমভয় নয় কৈবল্য-আলয়,
সে লয় প্রলয়কারিয়ো বাণী।
আমি ভয়হরা ভবসাগরে
ত্রাণকর্ত্রী কৃত-পাতকী নরে,
আমি না তারিলে দাশরথিরে,
তার দেখি তবে মহিমা জানি ॥ ৩

সিন্ধুভৈরবী—আড়া।

কি করি শবাসনা,
তুমিতো সবশে রবে না,
সদত করিবে যাতে নিজ বাসনা।
ভব জালাতে শঙ্করি, মৃত্যুবাঞ্ছা মনে করি
মৃত্যুঞ্জয় নাম ধরি, তাতো হলো না ॥
শুনছে সর্ব্বমঙ্গলে, মরণ মঙ্গল বলে,
ফণিহার করিলাম গলে তারা দংশে না।
বিশম্ভর নাম ধরি, বিষথেয়ে জীর্ণ করি,
বিষে প্রাণ যায় না কি বিষম যাতনা ॥ ৪

দক্ষযজ্ঞ।

ললিত—ঝাঁপতাল।

কিবে চন্দ্রমহিমাগণে, যোগেন্দ্র বরণনে,
গজেন্দ্র গমনে চলে রে।

অতুল রূপের প্রভা,
চরণে সরোজ শোভা,
অলি তাহে মধু লোভা,
ধায় কুতুহলে রে ॥
কিবা হৃদি পুলকিত তারা,
নিশানাথের মনোহরা।
তার মাঝে ভবদারা,
শোভে তারা পরাৎপরা,
চাঁদেতে যেমন তারা,
বেড়া ধরাতলে রে ॥ ১

ঝিঁঝিট—যৎ।

ওমা প্রজাপতি মহিষী প্রসূতি
হের তোমার যজ্ঞেশ্বরী সতী এলো ঐ।
যে দুঃখে দুঃখিত ছিলে,
আজি আসি কর কোলে,
সেই ব্রহ্মময়ী ॥
সামান্যা নয় তব কন্যা,
ত্রিলোচনী ত্রিলোকমান্যা,
এ যজ্ঞ কি পূর্ণ হয় অন্নপূর্ণা বৈ ॥ ২

আলেয়া—একতালা।

শিখরনাথ হে শিখরনাথ শঙ্কর
অপারপার মহিমে।
আদ্যেবন্ধু হে অনাদ্য পাদপদ্ম দেহি মে
লট্ট পট্ট জটাজুট শূল হস্ত ধারিণে।
দেব উক্তি পঞ্চবক্ত্র ভক্তমুক্তকারিণে ॥
ভালে ভাল শোভা সিন্ধুসুতা ইন্দুকিরণে
বিশ্বনাথ শ্রীঅঙ্গ ভূষণ ভস্ম ভূষিণে ॥
সর্ব্বত্রাতা মে রুদ্রাতা
কর্ত্তাতো ত্রিভুবনে।
রঙ্গে ভঙ্গে ভূত সঙ্গে যজ্ঞ ভঙ্গ মানিনে
ব্যোমকেশ ভীম ঈশ পতিত প্রদায়িনে,
প্রসীদ প্রসীদ প্রভু পতিত পাবনে।
দুঃখে রক্ষ বিরূপাক্ষ
ত্রৈলোক্য পোষিণে ॥ ৩

মহিষাসুরের যুদ্ধ।

খাম্বাজ—ঠেকা।

আমি কি হেরিলাম নয়নে।
মম সাধ্য নয় সে রূপ বর্ণনে,
আসন করি অরিপৃষ্ঠে,
নিরখিলাম দৃষ্টে, হেমবরণী হাস্যাননে ॥
কিবা শোভাকরে ভালে আধ সুধাকরে,
অসিপাশাদি সহস্র করে করে,
কম্পিতা ধরণী চরণের ভরে,
করে মাভৈঃ রব সঘনে।
ত্রিনয়নী এলোকেশী জ্ঞান হয়,
পলকে করিতে পারে সৃষ্টি লয়,
হেন মনে লয়, সবে হবে লয়,
সে প্রলয়কারিণীর রণে।
নৈলে কেন তাঁর পদাম্বুজদলে,
চন্দনাক্ত বিল্বদলে শতদলে,
পুজে অমরদলে, শুনে দাশরথি বলে,
কি ভয় তার রণে মরণে ॥ ১

ললিত—একতালা।

নারি চিনিতে এ নারী নয় সামান্য।
কালরূপিণী এলো কার কন্য,
ধনীর ধ্বনিতে কাঁপে ধরণী ধরণীতে ধন্যে
একি অসম্ভব হেরি, নারীর বাহন হরি,
নিমিষে নাশিল সব সৈন্যে।
সদা অভয় দেয় অমরে,
সঘনে ভ্রমে সমরে,
ওর সময়ে সময়ে আছে অন্যে,
ওর সঙ্গে রণ, করিলে মরণ,
দাশরথি কয় পাবি চরণ,
ভাবনা কি জন্যে॥ ২

কমলে কামিনী।

সুরট—কাওয়ালি।

কে রে কার রমণী শতদলে।
কর্ণধার করি কি অপরূপ দরশন,
করীন্দ্র করে ধরি উগারে করে ভোজন
ধন্যা ধনী ভূতলে॥
তরুণার্ক বিনিন্দিত চরণ যুগল,
উজ্জ্বল জল মাঝে জ্বলে।
কামিনী বর্ণ হেরি, তাপিত স্বর্ণ গিরি,
চঞ্চলা তাপে ঘন চলে॥
হেরে নখচন্দ্র অধোবদন চন্দ্র,
হয়েছে গগনমণ্ডলে॥ ১

আলেয়া—কাওয়ালি।

কোথা গো জননী জগদম্বে।
ত্রাণ কর মা কি কর, শালবানের কিঙ্কর
কর বেন্ধেছে বধিবে প্রাণ অবিলম্বে॥
দেখ মা দোষ বিনে নাশে,
আমি পিতার উদ্দেশে,
দেশত্যাগী হয়ে এসে,
রাজদ্বেষে মরি বিদেশে বিড়ম্বে।
নিজদাস ত্রাস নাশ,
একবার আশু যদি এস,
ও মা আশুতোষ-রমণী এ আড়ম্বে॥
কে রক্ষা করে, ঘোর বিপক্ষ পুরে,
ও মা সাপক্ষহীন হেরি সমুদায়।
সঙ্গে এসেছিল যারা,
তারা দেশে গেল তারা,
একাকী পড়েছি বন্ধনদশায়॥
আমি নৈরাশ হয়েছি জীবন আশায়;
এখন কে তারে মা মোরে,
পড়ে বিপদ-সাগরে,
আছি তারা তোমার শ্রীচরণ অবিলম্বে

টোরী—কাওয়ালী।

হরিপদ-পঙ্কজে মজ।
মন ভৃঙ্গ রে বিষয় কিংশুকে,
বিহর কিংসুখে, সুখ-সরোবরে সাজ॥
বিষয় বিষ ত্যজি বিশাল কাল
সামাল, কি কর কালমধ্যে কাল গেল

গেল, নিকট চরম কাল, আর কেন কর কালব্যাজ।

ওরে মূঢ়মতি, ত্যজ যত অসার পসার, যদি সুসার বাসনা কর, কর সার সারাৎসার সেই ব্রজরাজে জন্মাবধি কর, মম ধন মম গৃহ, জনমে নীলদেহচরণে না মন দেহ, ধিক্ দাশরথি দেহ ধরিয়ে কি করিলে কাজ ॥

প্রহ্লাদ-চরিত্র।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কর শ্রীনাথ অনাথে করুণা।
মন ভ্রান্ত তন্ত্রাম স্মরেণা শান্ত হলোনা ॥
অবসান্ত দিনে এ ভ্রান্তমতি মন,
নিতান্ত করে হরি কৃতান্তবাসে
যেতে বাসনা।
দুঃখ হরিবার কারণ, হরিহে তব চরণ,
স্মরণ সদা করিবার কারণ,
বিনয়ে বলি বার বার দুরাচার,
এ মানসে না শুনে রিপুবশে
মনতো ভুলালে যমযন্ত্রণা।
জলে হরি মন্ত্রণা ভেবে কুরে কি মন্ত্রণা

ভৈরবী—ঠেকা।

হরি নাম লিখি, পরিণাম রাখি,
হরি গুণ ধরি ধন্য।
হরি বলে ডাকি, হরিবে ভেজে থাকি,
হরিবে কাল হরি ভিন্ন।
ফেলিতে বিপাকে, গুরু দেন আমাকে,
যে পুস্তকে হরিগুণ শূন্য।
মজিলে গুরুর পাঠে, গুরুদণ্ড ঘটে,
হেন গুরু মোর অগণ্য ॥ ২

ভৈরবী—একতালা।

কি ভয় তার মরণে অধরে।
শ্রীধরের গুণ যে ধরে হৃদি মাঝারে ॥
মরণ-হরণ-চরণ ধারণ করেছি,—
কি করে শমন?
ফিরে চান যদুনন্দন যদি আমারে ॥
গন্ধর্ব্বাদি সিদ্ধচারণ
যে চরণ সাধে সাদরে।
নামগুণে সুরাসুর চরাচর
নর কিন্নর নরক হরে ॥
করিতে পারে আমার বিষে কি বিগুণ,
দিব আগুনের কপালে আগুন,
যে ভজে সে গুণ,
সাগর জলে কি সে মরে ॥
নিবেদন করি, যে নাম আমি করি,
করী কি করিবে আমারে।
পাষাণ গিরিতে কি সার যে মোর
সহায় বাম করে সে গিরি ধরে ॥ ৩

ভৈরবী—একতালা।

কোথা হে নব নীরদ অঙ্গ।
একবার স্তম্ভে অধিলম্বে,
দেখা দিয়ে কর নাশে ভয় ভঙ্গ ত্রিভঙ্গ

বুঝি মরি একান্ত, ওহে কমলাকান্ত,
আজি পিতা সনে হইল প্রসঙ্গ ॥
করুন খণ্ডে, তবে জীবন দণ্ডে,
হরি প্রকাশ হে করুণা অপাঙ্গ।
আর না সহে, দুঃখ নাশ হে,
ওহে ভানুজ-ভয়-নিবারি দনুজ-বৈরঙ্গ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।
চরণাম্বুজ বিতর দীনে।
নাথ নাই গতি তোমা বিনে ॥
ওহে বিশ্বরূপ রূপ সম্বর,
হে ভীতাত্মা হয়ে পিতার।
হিতার্থে ডাকি তোমায়
কৃতার্থ কর পদ প্রদানে ॥
নর-করীন্দ্র-নাশক-রূপ-ধারি
নরকার্ণব তারি।
অম্বর শরীর, সঘনে কাঁপে সুরাসুর,
শঙ্কিত সবে রূপ দরশনে ॥ ৫

বামন-ভিক্ষা।

বারওঁা—খং।
বলে নারদের বীণে,
ও শ্রীহরি আরাধন বিনে,
দিন যায় বৃথে।
চিন্তরে দুরন্ত ভবের
ভয়ান্ত হইবে যাতে।
স্থির করি নিজ চিত্ত,
হরিপদে রাখ নেত্র,
পবিত্র হবে তোর ক্ষেত্র,
অত্র সন্ধ নাস্তি ইথে ॥ ১

ভৈরবী—খং।
কি দেখ দানব রায়,
ঐ যে বামন কায়,
সামান্য বামন নয়,
ও আপনি শ্রীভগবান্।
করো না এমন কার্য্য,
ধৈর্য্য হও হে যাবে রাজ্য,
সুরের সাহায্য হেতু
ত্রিপাদ ভূমি দান চান ॥
দান কৈলে ত্রিপাদ ভূমি,
সম্পদ হারাবে তুমি,
রাজ্যপদ যাবে হবে,
পদে পদে অপমান।
ধরেছেন ঐ খর্ব্ব পদ,
ঘটাতে তব বিপদ,
দ্বিপাদে ব্রহ্মাণ্ড লবেন,
ত্রিপাদে না পাবে স্থান ॥ ২

ছায়নট—খং।
নারায়ণ নাগর নরোত্তম,
লক্ষ্মীকান্ত নরসিংহ নটবর।
দারুণ দুর্জ্জন, দর্প নিবারণ,
অদিতিনন্দন দয়াসিন্ধু দামোদর।

হে হে বামন, বিশ্বজন পালন
বরাহমূর্ত্তি ধর।
বসুধা উদ্ধারণ, বসুদেব বনমালী বন্ধন,
বৈকুণ্ঠনাথ হে বিরাট বিশ্বম্ভর॥
হে পীতাম্বর পৃথিবীর প্রতিপালক,
সংসার স্বৎ পরমেশ্বর।
পদ্মপলাশলোচন, পুরুষোত্তম
পদিপদ্মে রাখ মুঞে অতি পামর॥ ৩

ভৈরবী—একতালা।
হরি কি দিবে দক্ষিণে মোরে।
যে শক্তি আমার, তোমায় করি পার,
আমায় কর পার ভবসাগরে॥
এখন আমি তোমার কি শুধিব ধার,
করিতে উদ্ধার তুমি মূলাধার,
বেদে শুনি তুমি ভবের কর্ণধার,
শোধ লব ধার, ভবের ধারে।
আমি দিলাম তোমায় সামান্য তরি,
তুমি দিও আমায় শ্রীপদ তরি,
পদে ধরি যেন বিপদে তরি,
এই মিনতি হরি করি তোমারে॥ ৪

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।
তব ক্রন্দনে আছে কি কায।
ছিল বিবন্ধ উপরে, যে বন্ধনের তরে,
সে বন্ধন্ জগবন্ধু নিল হরে, বন্ধন উপরে
বন্ধন পড়ে ভববন্ধন গেছে মহারাজ॥

ধন্য পুণ্য হলে করেছ সঙ্গতি,
তোমায় ধন্য করিবারে শ্রীপতি, বামন
রূপে তাঁর ভূলোকেতে গতি, গোলোকে
যাঁর বিরাজ॥

শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব।

সুরট—যৎ।

মন ভাবরে গণপতি,
ঐক্য কর দিবাপতি,
পশুপতি কমলাপতি
পতিত-পাবনী তারা।
একে পঞ্চ পঞ্চে এক,
ভ্রান্ত ভেবে হয় সারা॥
গোবিন্দ শিব শক্তি,
অভেদ ভাবেতে ভক্তি,
করে যারা ভব শক্তি,
ভবে মুক্তি পায় তারা।
ওরে ভ্রান্ত মন শুন্‌তো বলি,
বৃন্দাবনে বনমালী,
কৈলাসে মহেশ রূপ
রণে কালী ভয়ঙ্করা।
এক ব্রহ্ম নহে ভিন্ন,
রামরূপে রাবণে ধন্য,
ত্রিলোক নিস্তার জন্য,
গঙ্গা রূপে ত্রিধারা॥ ১

ভৈরবী—আড়খেমটা।

কেন ভাবলিনে ভাই
শ্যামা মায়ের চরণ দুটী।
ভাল ব্যাপার কল্লি
এবার ভবের হাটে উঠি॥
ভবে জন্ম আর কি হতো,
জলে জল মিশায়ে যেতো,
মনে ভাবিলে তারা জগত,
তারা মা দিত তায় ছুটি।
মায়ের চরণ ভাব্‌লে পরে,
ঘরের ছেলে যেতিস ঘরে,
ও তুই ঘর না বুঝে বস্‌তে পেরে,
কাঁচালি পাকা ঘুঁটি॥ ২

খট ভৈরবী—পোস্তা।

হরি কাণ্ডারী যেমন
আর কে আছে এমন মেয়ে।
ভবে পার করেন হরি
রাঙ্গা চরণতরী দিয়ে।
তরণীর এমনি গুণ,
নাস্তি পাল নাস্তি গুণ,
পার করেন নিজ গুণে,
নির্গুণেরে সদয় হয়ে॥ ৩

খাম্বাজ—যৎ।

নন্দের নন্দন চিন্তামণি
কি ধন চিন্তে পারলিনে।
যাঁরে চিন্তিলে যায় ভব চিন্তা
তাঁরে চিন্তা কল্লিনে॥
ভবে জন্ম তোর অনিত্য,
ওরে তুলে তুই তুলসীপত্র,
জন্মে শ্রীগোবিন্দ-
শ্রীচরণারবিন্দে দিলিনে।
কি কুদিনে ভবে এলি,
কুসঙ্গে দিন হারাইলি,
দীনবন্ধু নামটী একবার
দিনান্তরে বল্‌লিনে॥ ৪

খাম্বাজ—যৎ।

শ্যামা মায় কি নামটী কোমল
বলি ডাকে রে।
অতি দুগ্ধপোষ্য বালক
আগে মা বলিয়ে ডাকে রে॥
কমলে কি তার উপমা,
নীলকমলবরণী শ্যামা,
শঙ্কর যার চরণকমল
হৃদকমলে রাখে রে।
বসতি কমলাসনে,
কালীদহে কমলবনে,
কমলে কামিনী যাকে
শ্রীমন্ত যায় দেখে রে॥ ৫

ঝিঁঝিট—যৎ।

মা তোর একি ভাব গো ভবদারা।
ছিল যে রূপ অপরূপ দিগম্বরী,
কি ভাবে আজ পীত বসন কেন পরি,
হলে বংশীধারী ব্রজনারীর মনোচোরা।

কোথা লুকাইলে বল গো মা,
সে রূপ তোর গো শঙ্কররাণী শ্যামা,
অসিতবরণী মুক্তকেশী অসিধরা ॥ ৬

কর্ত্তাভজা ।

ঝিঁঝিট—ঠেকা ।

অসম্ভব কি সাজালে সাজে ।

বাজে লোকের কথা শুনে বাজের অধিক গায়ে বাজে ॥

বক মানায় না হংস মাঝে, মুরগীকে কি ময়ূর সাজে; ভেটো ঘোড়া পক্ষিরাজে তুল্য হয় কি শুকে বাজে ।

গাধায় কি বয় হাতির বোঝা, সিংহের বনে শেয়াল রাজা, কৃষ্ণ ত্যজে কর্ত্তা ভজা, শুনি নাই সংসারের মাঝে

সুরট—পোস্তা ।

গৌর গোবিন্দ বলে নিশান তুলে বসে থাক ।

কৃতান্ত দূরে যাবে দয়াল নিতাই বলে ডাক ॥

গেল দিন ভবের হাটে, সূর্য্য বসিল পাটে, খেয়া বন্ধ হলো খেয়াঘাটে, এইবেলা তার উপায় দেখ ।

নিত্য নয় অনিত্য দেহ, এ দেহ সদা সন্দেহ, সঙ্গে যাবেনা কেহ, কেউ কারু নয় জান নাক ॥ ২

বিরহ ।

সুরট—পোস্তা ।

যে জানে প্রণয়ের কর্ম্ম
সে অধর্ম্ম করে না ।
রত্ন বলি যত্ন করে
যৌবন গেলে ছাড়ে না ॥
আছে বিধাতার সৃষ্টি,
সৃষ্টির উপর অনাবৃষ্টি,
যার যাতে লাগে মিষ্টি,
তিতো মিষ্টি সে বুঝে না ।
কেন কও কটু ভাষা,
পরস্পর সমান দশা,
হলে পর মনটি কশা,
ধনটী দিলেও আর ফেরে না ॥ ১

মূলতান—খেমটা ।

মরি কি বাবুগিরি, দিয়ে ঠোঁটে গিরি,
বেড়িয়ে বেড়ান ।
আবাল শিক্ষে, করেন ভিক্ষে,
পরের খেয়ে দিনটী কাটান ॥
ব্রাণ্ডি রেণ্ডী গাঁজা গুলি,
ইয়ার জুটে কতকগুলি,
মুখেতে সর্ব্বদা বুলি,
ছুট বোলে দেয় গাঁজায় টান ।
পড়ে থাকে বেশ্যার বাড়ী,
হয়ে তাদের আজ্ঞাকারী,
হলে তাদের মনটী ভারি,
ইকোটী কল্কেটী পানটী যোগান ॥

বসন্ত বাহার—তেতালা।

দিলে না দিলে না আমায় ভজিতে গৌরাঙ্গে।

মরি কিবা রূপ, যার নাই স্বরূপ, সনাতন ডুবেছে রূপসাগর তরঙ্গে॥

একবার যে দেখেছে মোর শ্রীচৈতন্য, অমনি হয় সচৈতন্য, অচৈতন্য দূরে যায় তার তখনি।

আহা কিবা মূর্ত্তি মহাপ্রভু, দেখি নাই নয়নে কভু, পরশেতে ধন্য হল ধরণী।

গৌরহরি নাম, জীবের পরিণাম, হউক দাশরথির মতি গতি গৌরাঙ্গ প্রসঙ্গে॥ ৩

সুরট—কাওয়ালী।

কত গুণের রমণী।

গুণ শুন হে গুণমণি, পতি নিন্দা শুনে শ্রবণে, ত্যজিলেন প্রাণ পিয়ে দক্ষালয়ে দাক্ষায়ণী॥

সত্যযুগে সত্যবান, তার রমণীর গুণ শুন, পরিপূর্ণ গুণেতে ধরণী।

একাকী গহন কাননে, কত বাদ করে শমনের সনে, মরি কি সাবিত্রী সতী, মৃত পতির দেয় পরাণী॥ ৪

ললিত—চিমেতেতালা।

আর সে সতী নাই প্রাণ রে সম্পদের ভাগী সব নারী।

সতী ছিল যখন, ভাবিতো তখন, পতি ভবের কাণ্ডারি॥

পূর্ব্বে সতী ছিল যেবা, তারা করত পতির চরণ সেবা, এখন পদে পদে প্রায় পদাঘাত পদে পদে দেকদারি॥ ৫

সিন্ধু—একতালা।

নারীর গুণ জগতে জানে।

চেয়ে পর পুরুষের পানে,

সূর্পণখা হলো হতমান,

গেল নাক কাটা লক্ষ্মণের বাণে॥

পুরাণে শুনেছি আমি,

ছিল ইন্দ্রতুল্য পঞ্চস্বামী,

ছি ছি কি বদনামী,

আবার মন ছিল তার কর্ণ পানে॥

বিধবার বিবাহ।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

তোমরা ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কিরূপে

রাখিতে ঈশ্বরের মত,

হইয়ে ঈশ্বরের দূত,

এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর রূপে॥

রাজ আজ্ঞায় দূতে আসি,

কাটে মুণ্ড দিয়ে অসি,

রসি বেন্ধে ফেলে অন্ধকূপে।

তা বলে দূতে কখন দোষী হয় না

সেই পাপে।

কি আর ভাব সকলেতে,
হবে যেতে জেতে হতে,
শ্রেতের অভিমান সাগরে দাও সঁপে॥
এক ধর্ম্ম প্রায় আগত,
ভারত আদি পুরাণ মত,
ভারতের চলিবে না কোনরূপে।
যখন করেছে এ ভারত অধিকার
ইংরেজ ভূপে॥ ১

টোরী—একতালা।

বিবাহ করিতে দিদি।
আছে বিধবাদের বিধি॥
মরুক দেশের পোড়াকপালে,
সকলে,কথা ছাপিয়ে রাখে হয়ে বাদী॥
আমাদিগে দিতে নাগর,
এলেন গুণের সাগর,
বিদ্যাসাগর, বিধবা পার কত্তে তরির
গুণ ধরেছেন গুণনিধি॥
কতকগুল অধার্ম্মিকে,
বিপক্ষে বিধবাদিকে,
জুটেছে কলিকাতায়, এই কথায়।
আমাদিগের ঈশ্বর গুপ্ত অলপেয়ে,
নারীর রোগ বুঝে না বৈদ্য হয়ে,
হাতুড়ে বৈদ্যেতে যেমন বিষ দিয়ে
দেয় প্রাণে বধি॥ ২

বিবিধ গান।

সুরট - কাওয়ালী।

ও মোর পামর মন এখন বলনা কালী;
কোরনারে মন আর আজি কালি॥
আজি কালি করে কি কাটাবি চিরকালি
কি হবেরে কাল এলো,
কেন কালী পদে না বিকালি।
ত্যজে মিছে কায-রে ভজ-রে মন কালী
মিছে কাজে থেক না মন কালি,
অঙ্গেতে লিখিয়া কালি কর কালী,
নামাবলি, না লিখিয়া কালী,
কেন বিষয় কালি মাখালি॥
জঠরে যন্ত্রণা পেয়ে প্রতিজ্ঞা শেখালি,
এবার কালীর পদ ভজিব ত্রিকালি,
সে বচনে দিয়া কালি, দাশরথি কি
আঁকালি, বলিব বলিয়া কালী,
কেন বদন বাঁকালি॥ ১

সুরট—কাওয়ালী।

কি জন্যে ভবরোগে ভোগয়ে ভ্রান্ত মন।
ত্যজ দুষ্টাহার সংসার এখন,
তারা নাম মহৌষধি কর্য়ে সেবন,
কুমতি চূর্ণ আর ভক্তি মধু তার অনুপান
যাবে সব বেদনা শুনরে মন বেদো,
কালী নাম পাবকে কর্য়ে তনু স্বেদো,
নয়নরোগ নাশক, ধর গুরু চিকিৎসক
তারাতে দেখিবে তারা,
তিনি দিলে আনাঞ্জন॥

নিবৃত্তি লঙ্ঘনে কর রসের দমন,
তবেতো হইবে প্রেমসুধার উদ্দীপন,
যোগসুধা পথ্য করে, হবে বল,
হৈলে পরে আরোগ্য,
নির্ব্বাণপুরে দাশরথির গমন॥ ২

সুরট—ঝাঁপতাল।

ভবোপরে ত্রিভঙ্গিনী, ভব বিপদভঞ্জিনী,
ভক্ত-মনরঞ্জিন, নাচে দৈত্য রণজিনি।
পদভরে কাঁপে মেদিনী,
ঘন ঘন ভীষণ ধ্বনি,
দেখাইছে দৈত্যদলে,
ভুবনান্ধকার ধনি॥
কটিতটে বেষ্টিত কর,
করে খণ্ড শোভা কর,
কপালে শিশু সুধাকর,
এলোকেশী উলঙ্গিনী।
অসীতে অসি প্রহরণে,
শব প্রায় নাশিল রণে,
শরণ বিনে এ রণে ত্রাণ,
নাই রে দাশরথি বাণী॥ ৩

ভৈরবী—একতালা।

ব্রহ্মাণী বাণী ভবানী
সে বাণী বলনা রসনা অনিবার।
ভব তরিবার তরণী
তারিণী চরণ স্মরণ কর॥
মন তারা বল বল, বল পাবে হবে সবল,
পথ চলিবার।
নিত্য ধন ত্যজি অনিত্য আশ্রয়
কেন পাপচয় কররে সঞ্চয়,
দারা সুতচয়, পথ পরিচয়, পরিণামে,
বাদী পরিবার॥
ভয় নিবারণ অভয় কারণ,
অভয় চরণ অভয়ার।
দশানন ভয়ে ভীত, হইয়া আশ্রিত,
দাশরথি শ্রীচরণে যায়॥ ৪

ভৈরবী—একতালা।

দীন তারা ভব তারা
ভবদারা গুণালাপে দিন হররে।
সার কররে শমন ভবন-গমনবারণ
কারিণী তারিণী ত্রিতাপহারিণী, যে
তারিণী পদতরণী, বিপদ সাগরে॥
আপনি আপন, এ পণ স্বপন, বৃথা
আলাপন ছাড়রে। সদা ধর ধর গঙ্গা-
ধরপ্রিয়ে ধরাধর মেয়ের গুণ অধরে॥
ত্যজে মায়ানিদ্রা হয়ে জাগরণ,
কররে স্মরণ জননী চরণ, জন্মিবে সুখ
জনম বারণ, বারংবার জঠরে, সঙ্কল
সে বরণী ঘন সুরেশ স্মরণীয় গুণ
স্মররে।
যেন লয় কালে নাহি লয় কালে,
কালিদাস বলি দাশরথিরে॥ ৫

ভৈরোঁ—একতালা।

মা সে দিন প্রভাত কবে হবে।
পুরাতে বাসনা ওমা শবাসনা
রসনা লোলরসনা জপিবে॥
কলুষান্ধকারে ইষ্ট প্রতি দৃষ্টিহারা
হয়ে আছি শিবে, হৃদয় আকাশে,
তারা, কবে এসে, পুণ্যের বিপাক
তিমির নাশিবে। দেহ মুক্ত হই
দেহজা ত্বরা, এ দীনে সে দিন হে দীন
তারা, প্রকাশ করুণা-নয়ন তারা,
ক্রিয়া বিহীন জীবে।
মিছে কাজে দিন গত প্রতিদিন,
এ দীন দীনের কি হবে।
দীন দৈন্য গণি যে দিন জননী
দ্বিজ দাশরথি দীনে দিন দিবে॥ ৬

ভৈরবী—একতালা।

ত্রাণ কর হে শঙ্কর।
আশুতোষ নাম, গুণে গুণধাম,
হর মম দুঃখ হর হর॥
বিপদ কাণ্ডারী, প্রভু ত্রিপুরারী,
বিখ্যাত গুণ ত্রিপুর।
পাপে হয়ে ভারি, ভবে ডুবে মরি,
ওহে গঙ্গাধর ধর ধর॥
ওহে ত্রিনয়ন ত্রিতাপহারি,
ত্রিপুরান্তক ত্রিশূলধারী,
ত্রিজগৎ পাপ তাপ নিবার।
কৃপা নয়নে হের, কি করি শঙ্কর
শমন কিঙ্কর বান্ধে
কর হে কি কর কি কর।
কর শক্রুঞ্জয়, ওহে মৃত্যুঞ্জয়,
দাশরথি কাঁপে থর থর॥ ৭

ভৈরোঁ—একতালা।

ভাব নবজলধরবরণীরে।
যদি তরিবে স্মররে॥
দুঃখনাশিনী ঈশ-হৃদয়-বাসিনী,
পদ ভাবিলে ভাবনা যায় দূরে রে।
ওরে অন্তর ভাব দনুজান্তকারিণী,
সে কৃতান্তবারিণী শ্যামা মারে।
যে রূপ অসীত বরণী অসি ধরে,
বাসনা পুরে জননী, বাসনা ফলদায়িনী
বাম করে, সদা পতি পরে,
কিবা সুন্দর কর শোভা করে,
নর নরক-বারিণী নরশিরে।
শিবে শঙ্করদারা, সব সঙ্কটহরা,
নাম রসে বশ কর রসনারে।
তারা নাম পরিণামে দুঃখ হরে।
গত দিন দ্রুতগতি, গতির কর সঙ্গতি,
দাশরথি কেন চিন্তনারে।
শ্যামা জনমহারিণী জননীরে,
কেন জনম মরণ ফিরে ফিরে॥৮

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

অন্তে পদপ্রান্তে মোরে
রেখো গো মা সুরধুনী।

তরে ডাকি গঙ্গে ভয়ভঞ্জিনী রঞ্জিনী॥
জনক জননী দারা সুত বন্ধু বান্ধবে,
নয়ন মুদিলে গঙ্গে কেহ না সঙ্গে রবে,
ভব সঙ্কটেতে তব ভরসা জননী॥ ৯

আলেয়া—কাওয়ালী।

যদি হের গো তারিণী কৃপানেত্রে।
আমি ভজন পূজন হীন অভাজন,
বৃথা জনম হলো আমার কর্ম্মক্ষেত্রে॥
তবাঙ্ঘ্রি সরোজ সাধন বিনে,
নাই অন্য ধন দিনময়ী গো নিধন দিনে,
নিবারণে দিনমণি-পুত্রে।
মনে করি পদ ধরি,
ধ্যান করি গো শঙ্করী,
কিছু করিতে দিলে না কর্ম্মসূত্রে॥
মনতো পামর মোর সদর্থ লোভী জ্ঞান,
পদার্থ হীন দোষে মজিলাম,
না হয় তৎপদে নত, যাতে ঘটে পদচ্যুত
পদে পদে সে বিপদে মজিলাম,
কেবল অলসে অতুল পদ ত্যজিলাম।
এখন ভরসাস্থল, দাশরথির কেবল,
আমি শুনেছি, ত্যজে না মা
মায়ের কুপুত্রে॥ ১০

আলেয়া—কাওয়ালী।

জীব জান না কি হবে জীবনান্তে।
আছে চরমে পরমাপদ শমনসহ বিবাদ,
হবে না হরির চরণ বিনে চিন্তে॥
দুর্লভ জনম লইয়ে ভবে
কি লাভ করিলি,
যখন জননী জঠরে ছিলি,
বলে ছিলি ভজিব শ্রীকান্তে।
পরিহরি হরিপদ, পরিবারে সদা সাধ,
মিছে কেন পরিবাদ এলি কিনতে॥
অদ্য অথবা দেহ শতান্তে যাবে,
নাহি রবেতো, রয়েছে। কি গৌরবেরে,
নাম যাবে দাশরথি, শয়ন করিয়ে ক্ষিতি
নয়ন মুদিয়ে হবি শবরে।
যাবে দারা সুত সহিত উৎসব রে।
শব দেখি যাবে সবে,
তখন সে ভার কে সবে,
কেন না মজিলি কেশবের পদপ্রান্তে॥

রামকেলী—একতালা।

কার কামিনী, হয়ে উলঙ্গিনী
দনুজ সমরে নীলাভবরণী।
না জানি কি বুঝে, হৃদয় অম্বুজে,
মহাকাল ধরে চরণ দুখানি॥
বিহরিছে হয়ে শান্তমূর্ত্তি,
কালরূপে কাল নাশিয়ে দীপ্তি,
সুধাপানে সুধামুখী নন তৃপ্তি,
অনুরক্ত রক্ত যোগাচ্ছে যোগিনী।
কে বটে ও নারী, চিনিতে না পারি,
মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী, রণেতে এসেছে।
উন্মত্তা বেশে, বিগলিতা কেশে,
বিবাদে দিগ্বাসে জুদে দাঁড়ায়েছে।

দেখ মহারাজ, একি মারীর সাজ,
লাজে লাজ দিলে নাহিক কুলাজ,
রণে ক্ষান্ত হও রণে নাহি কাজ,
করে করি অসি সৈন্যগণ নাশিছে ॥ ১২

সিন্ধু—আড়কাওয়ালী।

মন রে বিপদে ত্রাণ আর হলিনে।
বলিতে হরি তোয় আর বলিনে ॥
তুই এ জনমে হরিপদ নিলিনে স্থান নিলিনে।
যখন জঠরেতে ছিলি, দুঃখ পেয়ে বলেছিলি, হরি ভুলে দুঃখ পেয়েছি, আর ভুলিনে ॥
সব কার্য্য পরিহরি, এবার ভজিব হরি, ভবে এসে সে পথে তুই গেলিনে।
কুপথে ভ্রমণ, সদাই কর মন, সেই শমন-দমন রাধা-রমণে মন দিলিনে ॥
পাপ ধূলি গায় মাখিলি হরিপদ হ্রদজলে একবার প্রবেশিয়ে সে ধূলি তুই ধূলিনে।
নিরখিতে নিরঞ্জন, গুরুদত্ত জ্ঞানাঞ্জন, দূরে রেখে আঁখিতে মাখিলিনে।
রে অধমাধিপ, তুইতো জ্ঞানপ্রদীপ, নিভাইলি দাশরথিরে নিস্তার পথ দেখালিনে ॥ ১৩

আলেয়া—কাওয়ালী।

আমি আছি গো তারিণী ঋণী তব পায়, মা আমার অনুপায় ॥
ভজন পূজন দিয়ে বিসর্জ্জন জননী গো বিষয় বিষভোজনে প্রাণ যায়।
জঠরে যাতনা পেয়ে বল্লাম, এবার ভজিতে তোমায় আমি ভবে চল্লাম, সুপুত্র হব রব স্বপদে, ত্রিপত্র দিব তব শ্রীপদে, ধরায় পতিত হয়ে, রয়েছি পতিত হয়ে, পতিত-পাবনী ভুলে মা তোমায় ॥
হলো না সাধনা, আর হয় না, হে দুর্গে মা আমার দুঃখতো আর সয় না, অপার দাশরথি শঙ্করী, হয় না মানস বশ কি করি, মা যদি মোরে মনে করি, স্বগুণে বন্ধন করি, মুক্ত কর মুক্তকেশী এ ভববন্ধন দায় ॥ ১৪

আলেয়া—কাওয়ালী।

রণে কে নীলবরণী চেন উহারে।
কে হরে বিহরে ॥
বুঝি হরের মহিষী,
হাসিতে হাসিতে আসি,
অসীতে নাশিতে অসি প্রহারে ॥
নিতান্ত মরি বুঝি সদলে,
কৃতান্তদলনী বুঝি দনুজদলে,
ত্রিপত্র প্রভৃতি শতদলে,
চরণ পূজিছে অমরদলে,

যাবে জীবন আপনারি,
চিন্তে নারি এ যে নারী,
বনারি জেনেছি ব্যবহারে ॥ ১৫

বাগেশ্রী—একতালা।

একি বিকার শঙ্করী,
তরী পেলে কৃপা ধন্বন্তরী।
অনিত্য গৌরব সদা অঙ্গে দাহ,
আমার কি ঘটিল পাপ মোহ,
ধন জন তৃষ্ণা না হয় বিরহ,
কিসে জীবন ধরি ॥
ওমা অনিত্য আলাপ কি পাপ প্রলাপ,
সতত গো সর্ব্বমঙ্গলে,
মায়ারূপ কাকনিদ্রা
সদা দাশরথির নয়নযুগলে,—
হিংসারূপ হলো সেই উদরে ক্রমি,
মিছে কাজে ভ্রমি,সেই হলো ভূমি,
এ রোগে কি বাঁচি তন্নামে অরুচি,
দিবস শর্ব্বরী ॥ ১৬

বাগেশ্রী—একতালা।

দোষ কারু নয় গো মা।
স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা ॥
ষড়রিপু হলো কোদণ্ডস্বরূপ,
পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপ ব্যাপিল কালরূপ
জল কাল-মনোরমা ॥

আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণধারিণী,
বিগুণ করেছি স্বগুণে,—
কিসে এবারি নিবারি,
ভেবে দাশরথির অনিবারি বারি নয়নে,—
বারি ছিল চক্ষে, ক্রমে এলো বক্ষে,
জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে,
তবে তরি, চরণতরী
দিলে ক্ষেমঙ্করী করি ক্ষমা ॥১৭

খাম্বাজ—একতালা।

জীব মীনরে জীবন গেলো।
হয়ে কাল পেয়ে কাল ধীবর এলো,
বিষয়-বারি-ক্ষেত্রে, টানিবে কর্ম্মসূত্রে,
ফেলিয়া জঞ্জাল জাল ॥
কেন আশ্রয় কল্লি এ সংসারবারি,
কাল জাল যায় ফেলিতে অধিকারী,
এ পাপ জলহরি, পরিহরি হরিচরণ,
গভীরজলে চল।
দাশরথি বলে নয়নজলে ভাসি,
জল কেন হয়ে এ জল অভিলাষী,
যে জল মাঝারে জলে দিবানিশি,
কলুষ বাড়বানল ॥ ১৮

খাম্বাজ—একতালা।

মন মানস সুখপাখি, সুখমোক্ষধাম,
সুকোমল নামটী কমল আঁখি।
ঐ বুলিটি ধর, আমায় সুখী কর,
শুক সায়দ যায় সুখী ॥

সদা বল তুমি কৃষ্ণরাধা রাধা,
পাবে সুধা, ক্ষান্ত হবে ভবের ক্ষুধা,
কেন খাওরে ফলহীন ফল সদা,
বিষয়কাননে থাকি।
আশাবৃক্ষে বাসা আর কেন নিয়ত,
এখন হও দাশরথির অনুগত,
আয়রে আমি তোরে হেমবিনিন্দিত,
প্রেমপিঞ্জরেতে রাখি॥ ১৯

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

শঙ্করে করে বাস বিবসনা।
কে লোলরসনা পূরায় কার বাসনা,
জবা দিয়া পাদোপরে কে করে উপাসনা।
দনুজ রণে প্রবেশী নাচে উন্মত্তাবেশী,
ঘোর ধ্বনি সঘন ঘোষণা,
অতিপ্রকট ভঙ্গিমা শ্যামা বিকটদশনা।
যদি কোপান্বিতা ধনী, কেন সহাস্যবদনী
বরাভয় যোগে স্বরে সম্ভাষণা॥
শব অঙ্গ সব স্থলে, যুগল শ্রুতি মণ্ডলে,
শব দিলে তাহে শবাসনা,
দাশরথির দুঃখহরা শির হরিবিভূষণা॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দিনতারা তারা তারা লাভ করে।
যে যে জন করে পণ করিল সমর্পণ,
জ্ঞান নয়নের তারা তারার পদোপরে॥
প্রাপ্ত হয়ে জ্ঞানোদয়, তারাময় সমুদয়,
ত্রিভুবন দরশন করে, ভব তারাগুণ
শুনে তারা তারা কারা ঝোরে।
ভব আশা দিনে যারা পায়,
শুভ চন্দ্র তারা, কেবল তারা,
তারা আরাধিয়ে তরে।
যে না ভজে দীনতারা,
দেখে তারা দিনে তারা,
তারা মাত্র আসিয়া সংহারে,
দাশরথি দেখে তারা
যদি জ্ঞানাঞ্জন পরে॥ ২১

বসন্ত—একতালা।

ওরে রসনা রস না বুঝে,
কেন তুমি কুরসে মজেছো ভাই।
ডাক তারা তারা বলে, তারা চিরকালে,
আমি যেন তাই পাই॥
তারানাথ বাণী তারা নাম রস,
পাইয়ে সুরস সুরেশাদি বশ,
তা ত্যজিয়া কেন অন্য রসে ভাস,
যে রসে পৌরুষ নাই।
রসময় বাক্যে ভাষ যদি তবে,
রসজ্ঞ বলিয়া যশ দিবে সবে,
দাশরথির অন্তে বিরস ঘটাবে,
তোর নাকি অন্তরে তাই॥ ২২

বসন্ত—মধ্যমান।

লম্বিত গলে মুণ্ডমাল,
দন্তিতা ধনী মুখ করাল,
স্তম্ভিত পদে মহাকাল,
কম্পিতা ভয়ে মেদিনী॥

দিগ্বসনী চন্দ্র ভাল, আলুয়ে পড়ে,
কেশজাল, শোভিত অসি করে,
কপাল ধরথরা শিখরনন্দিনী।
চারিদিকে যত দিক্‌পাল,
ভৈরবী শিবে তাল বেতাল,
একি অপরূপ বিশাল,
কালী কলুষখণ্ডিনী ॥ ২৩

আলেয়া—একতালা।

বামারে কেউ পারেরে চিন্তে,
এর সনে রণ মরণ চিন্তে।
মদননিধনকারী ত্রিপুরারি
শরণ লয়েছে চরণপ্রান্তে ॥
বামায় একি অসম্ভব ভাব দেখি,
ক্রোধে রক্তজবা-প্রভা তিন আঁখি,
উষ্মাকালে যেন হাস্যমুখী,
কোটি চপলা খেলিছে বিকটদন্তে ॥ ২৪

ছায়ানট—কাওয়ালী।

কুসঙ্গ ছাড়রে ও মোর পামর মন।
ভবানী বাণ ভব নিস্তারকারিণী,
বল বল বল মন নিকটে বিকট শমন ॥
গেল গেল দিন কি দিন এলো ভাবনা,
শুদ্ধবস্তু সে কৃতান্ত দায় রে, হায় রে,
তারা নামে দিয়া সাড়া,
রিপু কর বপু ছাড়া, তারা ছাড়া হলে
হবে তারাধন আরাধন ॥

বল সারাদিন সে দীন তারা,
মননে তারা নাম পরমার্থ
গুরুদত্ত ধনরে, মনরে,
সে ধন সাধন কর শুধিবে শমন কর,
করোনা দুষ্কর ভবে দাশরথিরে পতন ॥

পূরবী—কাওয়ালী।

ভব সুতের অবসান হলো গো শিবে
হে শিবে সঙ্কটনাশিনী ও পদ কি
দীন অধমে দিবে।
দুর্লভ নরোদরে জন্ম লইয়ে ওগো
ব্রহ্মরূপিণী, কিছু কর্ম্ম হলোনা
রিপু-ধর্ম্মে অধর্ম্মে ভ্রমণ ভবে।
জনমে নাহি মতি গতি, পথে গতি
দাশরথির গতি মা কি হবে ॥
ভক্ত মানস অনুরক্ত পাতকে ওগো
মুক্তিদায়িকে, নাম উক্ত এ মুখে,
নাহি মুক্তি কি পাবে পাপযুক্ত জীবে ॥

ইমন্—কাওয়ালী।

মানস গণেশ ভাবনা।
ভাবিলে ভব রবে না রবিসুত ভাবনা ॥
সানন্দ সদা সাধে সুরেন্দ্র যাকে,
ভজ গিরীন্দ্র সুতাসুত করীন্দ্রমুখে
যদি করিবে সিদ্ধি কামনা।
ভাব খর্ব্বদেহ দুঃখ খর্ব্ব করিবে,
হবে সর্ব্ব সুখ তব লতা শরীরে,
ভেবে দিব্য জ্ঞান লভ মা ॥

মুক্তকারণ গুণযুক্ত হৃদয়,
প্রভু ভক্তকায় অনুরক্ত ভক্তপ্রিয় ব্যক্ত
গুণ নিধিবক্ত্রে সদত লভে মুক্তি,
সাধে যে জন ॥ ২৭

ইমন্—কাওয়ালী।

ত্রাণ কর তারা ত্রিনয়নী।
হে ভবানী ভবরাণী ভব-ভয় বারিণী,
ভয়ঙ্করী ভীমে ভূভার-হারিণী,
ত্রিভুবন তারিণী, ত্রিগুণধারিণী,
ত্রিজন সৃজন কারিণী।
এ মা শারদা শুভদা সুরেন্দ্রপালিকে,
গিরীন্দ্র বালিকে কালিকে,
যোগেন্দ্র মনোমোহিনী ॥
হে শিবে শর্ব্বাণী গিরীজা গীর্ব্বাণী,
নির্ব্বাণপদ-দায়িনী।
তারা এ ভব দুস্তার, দাশরথিরে তার,
ভবান্ধকার-বারিণী ॥ ২৮

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

শিবে সংপ্রতি ওমা।
সংসার বাসনামতি সংহরা সকল রিপু
শমন সন্নিকট হলো মা।
তব করুণা, সিন্ধু তজিন্দু বরিষণে,
বিন্ধ্যবাসিনী ইন্দুকরে ধরে বামন,
ইন্দ্রত্বতার কোন ছার
ওগো হরমনোরমা ॥
হর কর তারিণী দুঃখহারিণী
মম দুঃখভার, বারংবার কর
যাতায়াত সীমা।
অন্তে এই করো, গমনে ভাগীরথির,
দাশরথিরে অন্তে যেন ঘটে তটে
অন্তরে নিরখি তব রূপ নীরদ,
বরণী শ্যামা ॥ ২৯

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

মন কেন এখন দুঃখ পেয়ে
রোদন কর বসে।
জাননা রে অভয়ার অপ্রিয়
হয়েছ নিজ দোষে ॥
রিপুবশে ত্যজে ধর্ম্ম,
হত করে সে গত জন্ম,
ভেবে না করেছ কর্ম্ম,
করে ভাবিছ এসে।
যখন পেলে জন্ম তব অবনীতে,
দুর্লভ যোনিতে, কেন দুর্নীত
হারালি দিন দুর্জ্জন সহবাসে।
সদা করেছ পরানিষ্ট, পরমেষ্ট পরদেষে
ছিল না দৃষ্ট, দাশরথি যে পরে কষ্ট
পাবে ছিল না তা মানসে ॥ ৩০

সিন্ধু—পোস্তা।

ত্বং মাতারূপিণী দুর্গে কে
জানে মায়া জননী।
কখন দরিদ্রজায়া, কখনও হও রাজরাণী

ত্বং পুরুষ ত্বংহি কন্যা, ধন্যা তুমি দৈন্যা,
দয়াময়ী দয়াশূন্যা, সৃজন লয়কারিণী ॥
তুমি সুখ, তুমি ক্লেশ, ত্বং পীযুষ,
তুমি বিষ, তুমি আদ্য, তুমি শেষ,
তুমি অনাদ্যারূপিণী।
সরলা অতি দুর্ব্বলা, অচলা অতি চঞ্চলা,
কুলহীনে কুলবালা,
কুলোজ্জ্বলা কলঙ্কিনী ॥ ৩১

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আমি পতিত পতিতপাবনী।
মম জন্ম অনিত্য অবনী পুণ্যহীন,
পাপ নৈপুণ্য মা, প্রসন্নে দিয়ে পদ
অর্পণে যদি সাধ পূর্ণ কর আপনি ॥
যদি কর এ দুরাচার,
নির্গুণে গুণ বিচার,
প্রজার তবে নাই করগো
মা শিবসুন্দরী শ্যামা।
হেতু দাশরথির ত্রাণ জীবনান্ত
দিনে যেন, জীবনে আশ্রয় দেন
সুরধুনী ॥ ৩২

খাম্বাজ—আড়া।

জীবের আর কদিন
এদেহে জীবন রহিবে।
আজি যদি না বল,
তবে কৃষ্ণ কথা কবে কবে ॥
দেহতত্ত্বে মন দেহ, এ দেহ সদা সন্দেহ
চিন্ত নীলদেহ, মিছে
দেহের গৌরবে রবে।
কি চিন্তরে দাশরথি, অতীত দিন
অল্প অতি, আর কবে শরণ
হরির চরণপল্লবে লবে ॥ ৩৩

আলেয়া—একতালা।

হের মা অপাঙ্গভঙ্গে,
সুখ-মোক্ষপ্রদা জ্ঞানদা গঙ্গে।
তার তার তরঙ্গিণী, দিয়ে পদতরণী,
তরল ভব তরঙ্গে ॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র স্মরণী শশধর ধর
শিরবিহারিণী, শমনভবন-গমনবারিণী,
দমনকারিণী সুরমাতঙ্গে ॥
স্মরণ মনন সাধন ভকতি সঙ্গতি হীন,
দীন দাশরথি, স্বীয় গুণে প্রাণবিয়োগ-
সময়ে দিও স্থান মা এ পাপাঙ্গে ॥ ৩৪

সম্পূর্ণ।

রসিকচন্দ্র রায়।

সন ১২২৭ সালে বৈশাখ মাসে পুর্ণিমা তিথিতে রসিকচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন। হুগলী জেলায় ভদ্রেশ্বরের নিকটবর্ত্তী পালাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি হুগলী হরিপালের প্রসিদ্ধ রায়বংশসম্ভূত। ইহাঁর পিতার নাম,—হরিকমল রায়। পিতা,—মাতামহ সম্পর্কীয় এক জমিদারী লাভ করিয়া হুগলী শ্রীরামপুরের অনতি দূরবর্ত্তী বড়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার দাশরথি রায়ের সহিত রসিকচন্দ্রের পরম সৌহার্দ্দ ছিল। আজ ছয় বৎসর হইল, ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে।

ঝিঁঝিট—তেতালা।

শুনে কৃষ্ণনাম, আইলাম, দ্বারকায়।
আমার কষ্ট কি নাশিয়ে,
কৃষ্ণ রাখিবেন সেই রাঙ্গা পায়॥
কি কথা শুনালি দ্বারি,
দয়া করিবেন বংশীধারী,
ও নাম শ্রবণ করি, শ্রবণ জুড়ায়,
দয়াময় নামে আছে ব্যাখ্যে,
সকল দয়া কৃষ্ণপক্ষে,
যে না থাকে কৃষ্ণপক্ষে,
কৃষ্ণপক্ষে রাখেন তায়॥
যে জন থাকে কৃষ্ণপক্ষ,
তার থাকে না কৃষ্ণপক্ষ,
হৃদ্‌কমলে শুক্লপক্ষ, চরণ শশী পায়।
চরণ শশীর সুধাপানে,
রসিক চায় চরণ পানে,
কবে কৃষ্ণের রাঙ্গাপানে,
হৃদয়ে ধরিয়া তায়॥ ১

খাম্বাজ—যৎ।

ঈশানি পাষাণী তুই চিরকাল।
ও তোর রঙ্গ দেখে পদতলে
পড়ে আছেন মহাকাল
একে তুই উন্মত্তা রণে,
থাকিস শ্মশানে মশানে,
মুগ্ধ কলি জগজনে, পেতে মায়াজাল
কে জানে তোর অন্ত শিবে,
মায়ায় মোহিত কলি শিবে,
দয়া করি ঘুচাও শিবে,
রসিকচন্দ্রের মায়াজাল॥ ২

ললিত—ঠেকা।

কি শোভা অযোধ্যাধামে
রামের বামে মা জানকী।
অপরূপ ঐ রূপের শোভা
হেরে শীতল হয় যে আঁখি ॥
নবনীল জলধরে,
তড়িত যেমন শোভা করে,
মনোগত তমোহরে,
সীতারামের রূপ নিরখি ॥
লক্ষ্মণ ধরেছে ছত্র,
রামরূপে ভুবন পবিত্র,
হয় যদি সহস্র নেত্র, ও রূপ দেখি।
সিংহাসনে শ্রীরামচন্দ্র,
শ্রীচরণে কোটীচন্দ্র,
হৃদ্‌কমলে রসিকচন্দ্র,
ভাবে ঐরূপ ধ্যানে থাকি ॥ ৩

মুলতান—একতালা।

বল মা কেমনে তরি,
এবার ডুবিল আমার তনুতরী।
ভবসিন্ধু নীরে মায়ার তরঙ্গ,
কাল কুম্ভীর তাহে করে কত রঙ্গ,
এখনি গ্রাসিবে, জীবন নাশিবে,
শিবে শঙ্করি ॥
মা, কিসে যাব পারে, পড়েছি ফুস্তারে,
পারের সাধন সাঁতার জানি না।—
তাতে মনমাঝী আনাড়ি,
দিতে চায় না পাড়ি,
শুনে ছজন দাঁড়ির মন্ত্রণা।
কাণ্ডারি! ভক্তি হালী ছেড়েছে মনমাঝী,
সাধের তরী ডুবে কালি কিংবা আজি,
রসিক বলে তাই, আর বিলম্ব নাই,
উপায় কি করি ॥ ৪

কল্যাণ—একতালা।

বারংবার, এলাম কত বার,
শুধুই পড়ে কচেবারো।
পড়ে না পোয়াবারো পাশা,
পূর্ণ হয় না আশা,
নাহি আর আশা আসিবার ॥
পুণ্যের পঞ্জুড়ি একটি দিন পড়েনা,
কালীনামের পাশায় বাজি জিত হবেনা
ঘুঁটি কেবল কেঁচে বসি,
ও মা এলোকেশী,
খেলায় হবে আশি লক্ষবার ॥
পাপের আঠারো পড়ে বারে বারে,
মুক্তি ঘরে ঘুঁটি উঠিতে না পারে,
রয় এ পারে, রসিকচন্দ্রের ঘুঁটি ঘোরে,
পড়ে কেবল ঘোরে,
ঘোরে ভবঘোরে অনিবার ॥ ৫

বিভাস—একতালা।

ওমা শঙ্করি, আমি কেবল হারি,
জিত হল না ভাগ্যফলে।
খেলি সাধন শতরঞ্চ, করিয়ে প্রবঞ্চ,
পঞ্চভূতের ধান্দে মন হারালে ॥

আমি যদি বলি বস্তি,
দিতে পাপের কিস্তি,
মন্ত্রণা দেয় মনকে ছজন মিলে,
গুরুমন্ত্রের বাজী, রসিকচন্দ্র কয়,
ভুলায় ছজন পাজি,
মায়া মাতের ঘরে ফেলে
আমারে হারালে ॥ ৬

খট ভৈরবী—একতালা।

কালীসাধন প্রেমারা,
খেলা হলোনা তারা,
যদি যাই গো ভক্তিদানে,
মন কি সে দান মানে,
ফুরুষ মেরে প্রাণে করে গো সারা ॥
পাপের ফুরুষ মেরে ডাকে মৌরস্ত,
হতে দেয় না আমার কালীনামের রেস্ত
যায় সমস্ত, যদি পুনঃ রেস্ত করি,
ওমা শুভঙ্করি,
মায়। তাড়া শুনে বাজি হই হারা ॥৭

মুলতান—একতালা।

আয় মা সাধন সমরে,
দেখব মা হারে কি পুত্র হারে।
আরোহণ করেছি মহাপুণ্য রথে,
ভজন পুজন ছুটা অশ্ব যুতে তাতে,
দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান,
ভক্তি ব্রহ্মবাণ, বসেছি ধরে ॥

মা, দেখবো তোমায় রণে,
শঙ্কা কি মরণে
ডঙ্কা মেরে লব মুক্তিধন।—
আমার রসনা ঝঙ্কারে,
কালী নাম হুঙ্কারে,
কার সাধ্য আমার রণে রণ ॥
বারে বারে তুমি দৈত্য-জয়ী,
এইবার আমার রণে এসো ব্রহ্মময়ী,
ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারি বলে
জিনবো তোমারে ॥ ৮

বাহার—একতালা।

গেল দিন আর কদিন বাকী,
হলো বা কি, কর বা কি,
হরিবোল বলিয়ে মুখে
এই বেলা দাও কালকে ফাঁকি।
সময় গেলে অসময়ে
আর কিছু হবে না তখন,
বেলা থাকিতে হেলা
করি হারাওনা কৃষ্ণধন,
যায় রে সুদিন, আয় রে ও মন,
বৈকুণ্ঠনাথেরে ডাকি।
বল কৃষ্ণ বল রাধা,
ঘুচে যাবে ভবের ধাঁধা,
রসিকচন্দ্র ভাবে সদা,
হৃদ্‌কমলে কমল আঁখি ॥ ৯

সুরট—তেতালা।

এইবার ধরেছি চরণকমলে,
রক্ষ রক্ষ গো বিমলে,
তোমার আদালতে আরজি দিলাম
দেখবো কি কপালে ফলে ॥
বারে বারে ওগো শ্যামা,
শমন হারায় মোকদ্দমা,
শমনে তাই ডাকি তোমায় মা বলে,
থাকতে সকলে, রসিক এই বলে,
মুক্তি ডিক্রী দিয়ে মুক্ত কর মা,
ফিরবো না আর নিস্ফলে ॥ ১০

থাম্বাজ—একতালা।

আহা মরি, কিবা রত্নপুরী,
শঙ্করের সেই রত্নকাশী।
কাশীর জলে স্থলে মোক্ষ, আপ্নি বিরূপাক্ষ, মোক্ষ বিলান জীবের অন্তে আসি ॥
কাশী-খণ্ডে লিখন সেই কাশীর মাহাত্ম্য, মণিকর্ণিকায় বিষ্ণুর চক্রতীর্থ, সার এই তর্থ, কাশীর অনুগত ভক্তি, শিব বিলান মুক্তি, অন্নপূর্ণা বিলান অন্ন রাশি ॥
কাশীর অনুগত ব্রহ্মা আদি সব, ভৈরবের পুরী রক্ষক কালভৈরব, তার কি গৌরব যথা কহে রসিকচন্দ্র, গঙ্গা অর্দ্ধচন্দ্র বরুণা সহিত যুক্তা অসী ॥ ১১

মূলতান—একতালা।

কাজ কি কাশীমৃত্যু ভাই
যদি ধ্যানে হরির চরণ পাই ॥
হরির চরণ তুল্য কাশী মৃত্যু নয়, যে চরণঘর্ম্মে গঙ্গা তীর্থ হয়, যে পদ ভেবে ধ্যা , শ্মশান ভবনে, ভব মাখেন ছাই ॥
যার হরি পদে মন, ধন্য সেই জন, বাসনা দিয়েছে বিসর্জ্জন, যথা অভিলাষী, সেইখানে তার কাশী, সেইখানে তার মধুর বৃন্দাবন, রসিক কয় অমূল্য, হরির চরণ তুল্য, ভবে কিছুই নাই ॥ ১

রামপ্রসাদী সুর।

মন তুমি আর ঘুমাইও না।
কর যাতে মায়ের হয় চেতনা ॥
ছটা পদ্ম তিন শিবে ভেদ,
করতে হবে তা জাননা
লয়ে কুণ্ডলিনী,
সেই চিত্রিনী নাড়ীর পথে আনাগন
বায়ুবহ্নিসমধ্যানে কর মায়ের উত্তেজন
আগে আপ্নি জাগো,
জাগো জাগো বলে জাগাও শবাসনা
ক্ষিতি বারি অগ্নি বায়ু
শূন্যমণ্ডল দিয়া হাঃ
ষষ্ঠে স্বীয় স্বরে ছিদ্র করে
ঊর্দ্ধে দেখ ব্রহ্ম-ধাম

সেই পথ দিয়া কর
ব্রহ্মে ব্রহ্মময়ীর ঘটনা,
উভয় বিগলিত, সারামৃত,
পান করিতে তায় ভুলনা ॥
লয়ে যাবে রেখে যাবে,
যাবে তায় ভবের ভাবনা
ভেঙে ব্রহ্মরন্ধ্র, রসিকচন্দ্র,
চলে যাবে আর আসবে না ॥ ১৩

ভৈরবী—একতালা।

কে নারী সে হিনে ব্রহ্মাণ্ড।
অধীরে রুধিরে ভাসিছে গণ্ড ॥
এলো এলোকেশে, বল বল কে সে
ধরিছে করিছে অসুরে খণ্ড ॥
এলো দৈত্যকুল গ্রাসিতে গ্রাসিতে,
রক্তে যায় সৈন্য ভাসিতে ভাসিতে,
সৈন্য শূন্য রণে পশিতে পশিতে,
হাসিতে হাসিতে, আসিতে আসিতে,
অসিতে অসীতে নাশিল চণ্ড ॥
সে যে ভয়ঙ্করী অসুর নাশিকে,
পদে ধরে শিব পরম সন্ন্যাসীকে, বুঝি
হবে চন্দ্র সূর্য্য প্রাকাশিকে, যদি জ্ঞান
শিখে, ডাকে তামসীকে, হবে না
রসিকের, শমন-দণ্ড ॥ ১৪

ভৈরবী—একতালা।

কেন রে মন ভুলেছ ভ্রান্তে।
রাধাকৃষ্ণ বিনে কে তারে অন্তে ॥
মরণ হরণ, তারণ কারণ
লহ রে শরণ চরণোপান্তে ॥
অহঙ্কারযুক্ত আছ যে শরীরে,
এ শরীর ফেলে কোন দিনে সরি রে,
কেন না ভাবিলে কৃষ্ণ কিশোরীরে,
অনিত্য শরীরে, আছ পাশরি রে,
বাঁশরীধারীরে, নারিলে চিন্তে।
চরমকালের কর্ম্ম না করিলি ভবে,
আসা যাওয়া এবার সারমাত্র হবে,
নরাধম রসিকের নাম নাহি রবে,
দিন ফুরাবে যবে, বন্ধু লোকে সবে,
যে নাম শুনাবে, না পারি শুন্তে ॥

খাম্বাজ—একতালা।

এই বেলা তারিণি, তার ভবরাণি,
এ ভব যন্ত্রণা আর না সহে।
নিশ্বাস পবন, বহিছে যখন,
কি জানি কখন রহে না রহে।
জলবিম্ব যেমন জলমধ্যে ভাসে,
তৃণাগ্রে তুষার গোশৃঙ্গে সরিষে,
পর্ব্বতে যেমন পতিত জীবন,
(এমা) তেমতি জীবন রসিকের দেহে

খট—একতালা।

কি হবে কি হবে, ভবরাণি ভবে!
আনিয়ে এই ভবে ভাবালি আমায়।
না জানি ভজন, না জানি পূজন,
বিষয়-বিষ খেয়ে প্রাণ বুঝি যায়।
কাতরেতে ডাকি ও মা ভবদারা!

কখন্ আছি কখন্ যেতে হয় মা তারা!
সতত সন্দেহ, ত্বরায় দেখা দেহ,
রসিকের দেহ জলবিম্ব প্রায় ॥ ১৭

গারা-ভৈরবী—একতালা।
কেরে নবীন-নীরদ-বরণী কার ঘরণী ॥
জ্যোতির ঝলকে, চপলা চলকে,
পলকে পলকে তিমিরনাশিনী ॥
দিনকর-কর-নিকর চরণে,
সুধাকর-কর নখর বরণে,
নিবিড় নিতম্বে, নিন্দে নীলস্তম্ভে,
শিখর-কদম্বে, তরাস-দায়িনী ॥
পীনোন্নত কিবা যুগ্ম পয়োধর,
করিকর-গুরু উরু মনোহর,
কটিতট করি-অরি-নিন্দাকর,
তাহে নরকর-কিঙ্কিণী,
নরশিরো-মালে শোভে ভয়ঙ্কর,
চিবুকে রুধির দর দর দর,
গভীর হুঙ্কারে গর গর গর,
থর থর থর কাঁপায় মেদিনী ॥
অর্ককোটি তেজে যেন তেজঃপুঞ্জ,
ধক ধক জলে রক্তবর্ণ লঞ্জ,
লক লক জিহ্বা এলাইত কঞ্জ,
বুঝি শম্ভু-মোহিনী,
সিংহ নিনাদিনী বিবাদিনী কেরে,
ধর ধর ধর ধর-এ বামারে,
রসিক বলে ধর, ধরিয়া সত্বর,
কর এ হৃদয়-বিলাসিনী ॥ ১৮

আলেয়া—আড়াঠেকা।
আয় গো ভুবনেশ্বরি জগৎজননি।
হৃদিপদ্মে রেখে সাজাই, পাদপদ্ম দুখানি
এস গো মা মম বাসে,
হেমাঙ্গ সাজাব বাসে,
যে কাল মন ভালবাসে,
কৃত্তিবাসের মনোমোহিনি।
হয়ে অবিরত রত, দিয়ে মম কত শত,
সাজাব গো মা।—
(ভব) ভাবিয়ে যে পায় না পায়,
সে পদ বিনে পার না পায়,
ব্রহ্মা আদি হয় নিরুপায়,
রসিকের কি উপায় শুনি ॥ ১৯

সিন্ধু—একতালা।
তারা কোথা হই উঠে বস্তি।
ছয় বেটাতে মিলে, মাতের ঘরে ফেলে,
মায়া-বোড়ে ঠেলে, দিয়েছে কিস্তি ॥
কুসঙ্গ কুরঙ্গ এই দুটা ঘোড়া,
করে পথ জোড়া,
বল থাকতে হই খোঁড়া, ওমা তারিণি,—
মিথ্যা প্রবঞ্চনা নৌকা দুইখানা,
করেছে যোজনা, কি জবরদস্তি ॥
পাপ-রোক্সায় মারা গেল পুণ্য-দাবা,
আশা-চিন্তা-গজের রোকে বাঁচে কেবা,
ওমা তারিণি!
তাতে তুমি নও রাজি, হারি হ'ল এ বাজি
দেখ মা তারা আজি, রসিকের শাস্তি ॥

আলেয়া—কাওয়ালী।

কাল হেরিব না আর নয়নে।
কি কাল হলো কাল, জ্বালায় চিরকাল,
কালরূপ ভেবে অঙ্গ হলো কাল,
ত্যজিব কাল কেশে, কায কি কালবেশে,
দহে কাল ভূষণে॥
ওলো কালামুখি কাল সখি শুন,
কাল যেন কালভুজঙ্গের দংশন,
হুতাশে মনে জ্বলে হুতাশন,
আমার কথা শুন,
হয়ে অদর্শন, যা লো কালা যেখানে॥২১

মল্লার—আড়াঠেকা।

ভাব মন তাঁরে।
এ ভব জলধিজলে, যে জন তারে।
হয়ে মায়া নিদ্রাগত,
স্বপন দেখিছ কত,
কার জন্য অবিরত, ভাব এ সংসারে।
কার সুত কার দারা,
কেহ কারো নহে তারা,
মুদিলে নয়নতারা তা'রা কোথা রয়,—
অসময়ে কেবা বন্ধু,
বন্ধু সেই দীনবন্ধু,
নাম যাঁর কৃপাসিন্ধু, জীব তরিবারে॥২২

সম্পূর্ণ।

ভারতচন্দ্র রায়।

ভারতচন্দ্র রায়।

ভুরসুট পরগণার অধীন পাণ্ডুয়া গ্রামে ১৬৩৪ শকে ভারতচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন। এই ভুরসুট পরগণা, এক্ষণে হুগলীজেলার অধীন জাহানাবাদ মহকুমার অন্তর্গত। ইহাঁর পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আদেশে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন। রাজা ইহাঁকে গুণাকর উপাধি প্রদান করেন। ১৬৮২ শকে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

ভারতচন্দ্রের সঙ্গীতে এত দিন তাল—রাগিণী সংযোজিত ছিল না। কলিকাতা-টাকশালের দেওয়ান সঙ্গীত-বিদ্যাবিশারদ রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর এই সকল সঙ্গীতে সুর ও তাল সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন।

অন্নদামঙ্গল।

রামকেলী মিশ্র—দ্রুতত্রিতালী।

শিবনাম বল রে জীব বদনে।
যদি আনন্দে যাবে শিবসদনে॥
শিবনাম লয়ে মুখে,
তরিব সকল দুখে,
দমন করিব সুখে শমনে
শিবগুণ কি কহিব,
কোথায় তুলনা দিব,
জীব শিব হয় শিবসেবনে॥
শিব শিব বলে যেই,
এই দেহে শিব সেই,
শিব নিজ পদ দেই সে জনে
কাতরে করুণা কর,
শাপ তাপ সব হর,
ভারতে রাখহ হর ভজনে॥

শ্রী—একতালা।

ভবসংসার ভিতরে ভবভবানী বিহরে।
ভূতময় দেহ, নবদ্বার গেহ,
নর নারী কলেবরে।
গুণাতীত হয়ে, নানা গুণ লয়ে,
দোঁহে নানা খেলা করে॥
উত্তম অধম, স্থাবর জঙ্গম,
সব জীবের অন্তরে।
চেতনাচেতনে মিলি দুই জনে,
দেহি-দেহরূপে চরে॥

অভেদ হইয়া, ভেদ প্রকাশিয়া,
এ কি করে চরাচরে।
পাইয়াছে টের, কি করে এ ফের,
কবি রায় গুণাকরে ॥ ২

টোড়ী—আড়া।।
উমা দয়া কর গো।
বিষম শমনভয় হর গো ॥
পাপেতে জড়িত মতি,
কাতর হয়েছি অতি,
পতিতপাবনী নাম ধর গো ॥
মা বলিয়া ডাকি ঘন,
শুনিয়া না দেহ মন,
গুহ-গজাননে বুঝি ডর গো ॥
তুমি গো তারিণী তারা,
অসারসংসারসারা,
নানারূপে চরাচরে চর গো ॥
রাধানাথ তব দাস,
পূরাও তাহার আশ,
তবে ঋণিচক্র ঋণে তর গো ॥ ৩

মালকোষ—ঝাঁপতাল।
জয় দেবি জগন্ময়ি, দীনদয়াময়ি,
শৈলসুতে করুণানিকরে।
জয় চণ্ড-বিনাশিনি, মুণ্ড-নিপাতিনি,
দুর্গবিঘাতিনি মুখ্যতরে ॥
জয় কালি কপালিনি, মস্তকমালিনি,
খর্পরধারিণি শূলধরে ॥
জয় চণ্ডি দিগম্বরি ঈশ্বরি শঙ্করি,
কৌশিকি ভারতভীতিহরে ॥ ৪

বসন্ত—দাদ্রা।
জয় জয় হর রঙ্গিয়া।
করবিলসিত নিশিত পরশু
অভয় বর কুরঙ্গিয়া ॥
লক্ লক্ ফণি জটা-বিরাজ
তক্ তক্ তক্ রজনীরাজ
ধক্ ধক্ ধক্ দহন সাজ
বিমল চপল গঙ্গিয়া।
ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল
হুলু হুলু হুলু যোগিনী-বোল
কুলু কুলু কুলু ডাকিনী-রোল
প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া ॥
ভভম্ ভবম্ ববম্ তাল
ঘন বাজে সিঙ্গা ডমরু গাল
রুদ্রতালে তাল দেয় বেতাল
ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গ ভাঙ্গিয়া।
সুরগণ কহে জয় মহেশ
পুলকে পুরিল সকল দেশ
ভারত যাচত ভকতিলেশ
সরস অবশ অঙ্গিয়া ॥ ৫

মুলতান—ঠুংরি।
আমায় শঙ্কর করুণাকর গো।
নিন্দা কর না ত্রিভুবনে মহেশ্বর ॥

কালকূট পিয়া বিশ্ব বাঁচাইয়া
মৃত্যুঞ্জয় হইলা হর।
কপালে অনল শিরে গঙ্গাজল
অনলে জলে সোসর ॥
ভালে সুধাকর গলে বিষভর
সুধা বিষে বরাবর।
ভারত কহিছে মোরে না সহিছে
এ শিবে নিন্দে পামর ॥ ৬

পরজ—পোস্তা।

বড় আনন্দ উদয়।
বহু দিনে ভগবতী আইল আলয় ॥
শঙ্খ-ঘণ্টারব মহামহোৎসব
ত্রিভুবনে জয় জয়।
নাচিছে নাটক গাইছে গায়ক
রাগ তাল মান লয় ॥
যত চরাচর হরিষ অন্তর
পরম আনন্দময়।
রায় গুণাকর কহে পুটকর
মোরে যেন দয়া হয় ॥ ৭

খট—দ্রুতত্রিতালী।

মহাদেব আঁখি ঢুলু ঢুলু।
সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধি শুদ্ধি হইল ভুল ॥
নয়নে ধরিল রঙ্গ অলসে অবশ অঙ্গ
লট পট জটাজুট গঙ্গা স্থল থুল ॥
খসিল বাঘের ছাল আলু থালু হাড়মাল
ভুলিল ডম্বরু শিঙ্গা পিনাক ত্রিশূল ॥
হাসি হাসি উতরোল আধ আধ আধবোল
ন ম নন্দি নন্দি আ আ আনয় নকুল ॥
ভারতের অনুভবে
ভাঙ্গে কি ভুলাবে ভবে
ভবানী ভাবেন ভব ভারভরাকুল ॥ ৮

পূরবী—একতালা।

আমারে ছাড়িও না—ভবানি।
সুশীলা হইয়া, শিলায় জন্মিয়া,
শিলাময় হিয়া হইও না ॥
এবার পাথারে, ফেলিয়া আমারে,
দোষ বারে বারে লইও না।
শিশুগণ মিলা, যেন খেলা দিলা,
তেমন এখানে খেলিও না ॥
তব মায়াছান্দে, বিশ্ব পড়ি কান্দে,
ভারতে এফেরে ফেলিও না ॥ ৯

ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

কি এ নিরুপম শোভা মনোরম
হরগৌরী এক শরীরে।
শ্বেত পীত কায় রাঙ্গা দুটি পায়
নিছনি লইয়া মরি রে ॥
আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে
আধ পট্টাম্বর সুন্দর সাজে
আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে
আধ ফণিফণা ধরি রে।

আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা
আধ মণিময় হার উজালা
আধ গলে শোভে গরল কালা
আধই সুধামাধুরী রে ॥
এক হাতে শোভে ফণিভূষণ
এক হাতে শোভে মণিকঙ্কণ
আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ
আধই অম্বুল পূরি রে।
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু এক লোচন
কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন
আধ ভালে হরিতাল সুশোভন
আধই সিন্দূর পূরি রে ॥
কপাল লোচন আধই আধে
মিলন হইল বড়ই সাধে
দুই ভাগ অগ্নি এক অবাধে
হইল প্রণয় করি রে।
দোঁহার আধ আধ আধশশী
শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি
আধ জটাজুট গঙ্গা সরসী
আধই চারু কবরী রে ॥
এক কাণে শোভে মণিকুণ্ডল
এক কাণে শোভে ফণিমণ্ডল
আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল
আধই গন্ধকস্তুরী রে।
ভারত কবি গুণাকর রায়
কৃষ্ণচন্দ্র-প্রেম ভকতি চায়
হরগৌরী বিয়া হইল সায়
সবে বল হরি হরি রে ॥ ১০

গৌড়সারঙ্গ—দ্রুতত্রিতালা।
বিধি মোরে লাগিল রে বাদে।
বিধি যার বিবাদী কি সাধ তার সাধে ॥
এবড় বিষম ধন্দ যত করি ছন্দ বন্দ
ভাল ভাবি হয় মন্দ পড়িনু প্রমাদে।
ধর্ম্মে জানি সুখ হয় তবু মন নাহি লয়,
অধর্ম্মে বিবিধ ভয়, তবু তাই স্বাদে ॥
মিছা দারা সুত লয়ে
মিছা সুখে সুখী হয়ে,
যে রহে আপনা কয়ে, সে মজে বিষাদে
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের আর সব মিছা ফের,
ভারত পেয়েছে টের গুরুর প্রসাদে ॥ ১১

লুম ঝিঁঝিট—একতালা।
কেবা এমন ঘরে থাকিবে (জয়া)।
এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে ॥
আপনি মাখেন ছাই
আমারে কহেন তাই
কেবা বালাই ছাই মাখিবে।
দামাল ছাবাল দুটি
অন্ন চাহে ভূমে লুটি
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে ॥
বিষপানে নাহি ভয়
কথা কৈতে ভয় হয়
উচিত কহিলে দ্বন্দ্ব বাড়িবে।
মা বাপ পাষাণ হিয়া
হেন ঘরে দিল বিয়া
ভারত এ দুখে ঘর ছাড়িবে ॥ ১২

বেহাগ—একতালা।

অন্নপূর্ণা জয় জয়। দূর কর ভবভয়॥
তুমি সর্ব্বময় তোমা হইতে হয়
সৃজন পালন লয়।
কত মায়া কর কত কায়া ধর
বেদের গোচর নয়॥
বিধি হরি হর, আদি চরাচর
কটাক্ষেতে কত হয়।
ছাড় ছায়া মায়া দেহ পদছায়া
ভারত বিনয়ে কয়॥ ১৩

ভূপালী—দ্রুত-ত্রিতালী।

জয় জগদীশ্বর জয় জগদম্বে
ভব ভবরাণী ভব অবলম্বে॥
শিব শিবকায়া হর হরজায়া
পরিহর মায়া অব অবিলম্বে॥
যদি কর মমতা, হত হয় যমতা
দিবি ভুবি সমতা গুহহেরম্বে॥
তব জন যেবা সুরপতি কেবা,
যম দেই সেবা শিরপরিলম্বে॥
ভব-জলতরণে রাখহ চরণে
ভারত স্মরণে করি কাদম্বে॥ ১৪

পূরবী—দ্রুত-ত্রিতালী।

চল কাশী মাঝে সবে যাব।
অন্নদা পূজিবে শিব দেখিবারে পাব॥
মণিকর্ণিকার জলে
স্নান করি কুতূহলে
অন্নদামঙ্গল ছলে হরগুণ গাব।
পাপ তাপ হবে ছন্ন
নানারস-সুসম্পন্ন
অন্নদা দিবেন অন্ন মহাসুখে খাব।
শিব শিব শিব কয়ে
জ্ঞানবাপী-কূলে রয়ে
সুখে রব শিব হয়ে, কোথায় না যাব
শিবের করুণা হবে
দেখিব ভবানী ভবে
ভারত কহিছে তবে হরিভক্তি চাব॥

সোহিনী-বসন্ত—ঠুংরী।

কল-কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি-দেউলে॥
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল,
পবনে চল চল উছলে কূলে॥
বসন্ত রাজা আনি, ছয় রাগিণী রাণী,
করিল রাজধানী অশোকমূলে॥
কুসুমে পুনঃপুনঃ ভ্রমর গুন গুন
মদন দিল গুণ ধনুক-হুলে।
যতেক উপবন কুসুমে সুশোভন,
মধুমুদিত-মন ভারত ভুলে॥ ১৬

বিভাস—দ্রুত-ত্রিতালী।

কি কর নর হরি ভজ রে।
ছাড়িয়া হরির নাম কেন মজ রে॥
তরিবারে পরিণাম
হর জপে হরিনাম
হরি ভজি পূর্ণকাম কমলজ রে।

ভব ঘোর পারাবার
হরিনাম তরী তার
হরিনাম লয়ে পার হৈল গজ রে।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম
এ চারি বর্গের ধাম
বেদে বলে হরিনাম সুখে যজ রে।
গুরুবাক্য শিরে ধরি
রহিয়াছি সার করি
ভারতের ভূষা হরিপদরজ রে ॥ ১৭

ভৈরবী—ঠুংরী।

জয় শিবেশ শঙ্কর বৃষধ্বজেশ্বর
মৃগাঙ্কশেখর দিগম্বর।
জয় শ্মশান-নাটক বিষাণবাদক
হুতাশভালক মহত্তর ॥
জয় সুরারিনাশন বৃষেশবাহন
ভুজঙ্গ-ভূষণ জটাধর।
জয় ত্রিলোককারক ত্রিলোকপালক
ত্রিলোকনাশক মহেশ্বর ॥
জয় রবীন্দুপাবক- ত্রিনেত্রকারক
খলান্ধকান্তক হতস্মর।
জয় কৃতাঙ্গকেশব কুবেরবান্ধব,
ভবাজ ভৈরব পরাৎপর ॥
জয় বিষাক্তকণ্ঠক কৃতান্তবঞ্চক
ত্রিশূলধারক হতাধ্বর।
জয় পিনাকমণ্ডিত পিশাচমণ্ডিত
বিভূতিভূষিত-কলেবর ॥
জয় কপালধারক কপালমালক
চিতাভিসারক শুভঙ্কর।
জয় শিবামনোহর সতীমদীশ্বর
গিরিশ শঙ্কর কৃতজ্বর ॥
জয় কুঠারমণ্ডিত কুরঙ্গরঞ্জিত,
বরাভয়াম্বিত চতুষ্কর।
জয় সরোরুহাশ্রিত বিধি প্রতিষ্ঠিত
পুরন্দরার্চ্চিত পুরন্দর ॥
জয় হিমালয়ালয় মহামহোময়
ত্রিলোকনোদয় চরাচর।
জয় পুনীহি ভারত মহীশ ভারত
উমেশ পর্ব্বতসুতাবর ॥ ১৮

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

জয় কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব
কংসদানব-ঘাতন।
জয় পদ্মলোচন নন্দ-নন্দন
কুঞ্জকাননরঞ্জন ॥
জয় কেশি-মর্দ্দন কৈটভার্দ্দন
গোপিকাগণ-মোহন।
জয় গোপবালক বৎসপালক
পুতনাবক-নাশন ॥
জয় গোপ-বল্লভ ভক্ত-সল্লভ
দেব দুর্লভ-বন্দন।
জয় বেণু-বাদক কুঞ্জ-নাটক
পদ্মনন্দক মণ্ডন ॥
জয় শান্তকালিয় রাধিকাপ্রিয়
নিত্যনি ক্রিয়-মোচন।

জয় সত্য চিন্ময় গোকুলালয়
দ্রৌপদীভয়ভঞ্জন ॥
জয় দৈবকীসুত, মাধবাচ্যুত
শঙ্করস্তুত বামন।
জয় সর্ব্বতোজয় সজ্জনোদয়
ভারতাশ্রয় জীবন ॥ ১৯

কানড়া—দ্রুতত্রিতালী।

হরি হরে করে ভেদ।
নর বুঝে না রে।
অভেদ কহে চারি বেদ ॥
অভেদ ভাবে যেই, পরম জ্ঞানী সেই,
তারে না লাগে পাপক্লেদ।
যে দেহে হরিহরে অভেদরূপে চরে
সে দেহে নাহি তাপ স্বেদ ॥
একই কলেবর হইলা হরিহর
বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ।
যে জানে দুইরূপে সে মজে মোহকূপে
ভারতে নাহি এই খেদ ॥ ২০

আশা-ভৈরবী—ঠুংরী।

হর শশাঙ্কশেখর দয়া কর।
বিভূতিভূষিত-কলেবর ॥
তরঙ্গ-ভঙ্গিত ভুজঙ্গ-রঙ্গিত
কপর্দ্দমদ্দিত জটাধর।
গণেশশৈশব বিভূতিবৈভব
ভবেশ ভৈরব দিগম্বর ॥
ভুজঙ্গ-কুণ্ডল পিশাচ-মণ্ডল
মহাকুতুহল মহেশ্বর।
রজঃপ্রভায়ত পদাম্বুজানত
সুদীন ভারত শুভঙ্কর ॥ ২১

শঙ্করা—দ্রুতত্রিতালী।

আমারে শঙ্কর দয়া কর হে।
শরণ লয়েছি শুনি দয়াকর হে ॥
তুমি দীন দয়াময়,
আমি দীন অতিশয়,
তবে কেন দয়া নয়
দেখিয়া কাতর হে।
তব পদে আশুতোষ
পদে পদে মোর দোষ
জানি কেন কর রোষ
পামর উপর হে ॥
পিশাচে তোমার প্রীতি
মোর পিশাচের রীতি
তবে কেন মোর নীতি
দেখে ভাব পর হে।
ভারত কাতর হয়ে
ডাকে শিব শিব কয়ে
ভবনদীপারে লয়ে
দূর কর ডর হে ॥ ২২

কালাংড়া—একতালা।

এ কি রূপ অপরূপ ভঙ্গিমা।
চরণে অরুণরঙ্গিমা ॥

হইতে গৌরব   শম্ভু হৈলা হর
দেখি পয়োধর তুঙ্গিমা॥
থাকিতে অধরে   সুধা সাধ করে
সুধাকরে ধরে কালিমা।
ফুলধনু তনু   লাজে তেজে ধনু
দেখি ভুরু ধনুবক্রিমা॥
রূপ অনুভবে   মোহ হয় তবে
ভারত কি কবে মহিমা॥ ২৩

ভৈরবী—ঠুংরী।

নগ-নন্দিনি   সুর-বন্দিনি
রিপুনিন্দিনি গো।
জয়-কারিণি   ভয়-হারিণি
ভবতারিণি গো॥
জট-জালিনি   শির-মালিনি
শশি-ভালিনি   সুখ-শালিনি
করবালিনি গো।
শিব-গেহিনি   শিব-নোহিনি
শিব-রোহিণি   শিবমোহিনি
শিবসোহিনি গো॥ ২৪

হাম্বির—একতালা।

কে তোমায় চিনিতে পারে। গো মা।
বেদে সীমা দিতে নারে॥
কত মায়া কর   কত মায়া ধর
হেরি হরি হর হারে।
জিতজরামর   হয় সেই নর
তুমি দয়া কর যাঁরে॥
এ ভব সংসারে   যে ভজে তোমারে
যম নাহি পারে তারে।
যদি না ভাবিবে   যদি না চাহিবে
ভারত ডাকবে কারে॥ ২৫

কেদারা—দ্রুতত্রিতালী।

ভুলনা রে অরে নর শঙ্কর সার কর।
শমনেরে কেন ডর॥
দূর হবে পাপ   চুর হবে তাপ
গঙ্গাধরে ধ্যানে ধর।
শঙ্কর শঙ্কর   এ তিন অক্ষর
মালা করি গলে পর॥
এ ভবসাগরে   না ভজিয়া হরে
কেন মিছা ডুবি মর।
ভারতের মত   শুনরে ভকত
ভব ভজি ভব তর॥ ২৬

টোড়ী-ভৈরবী—দ্রুতত্রিতালী।

ভবানী-বাণী বল একবার।
ভবানী ভবের সার॥
ভবানী ভবানী   সুমধুর বাণী
ভবনদী করে পার।
ভবানী ভাবিয়া   ভবানী পাইয়া
ভব তরে ভবভার॥
ভবানী যে বলে   এ ভবমণ্ডলে
ভবনে ভবানী তার।

ভবানী-নন্দন ভারত ব্রাহ্মণ
ভবানী ভরসা সার ॥ ২৭

দেওবিভাস—ঝাঁপতাল।

অভয়া দয়া কর আমারে গো।
বিপাকে ডাকি তোমারে গো ॥
দানব-দমনী শমন-শমনী
ভবানী ভব-সংসারে গো ॥
সঙ্কট-তারিণী লজ্জা-নিবারিণী
তোমা বিনা কব কারে গো ॥
জঠর-যন্ত্রণা যমের যন্ত্রণা
কত সব বারে বারে গো।
দয়া-দৃষ্টে চাহ ত্বরায় তারহ
ভারতেরে ভবভারে গো ॥ ২৮

পিলু-বারোঁয়া—ঠুংরী।

কে জানিবে তারা-নাম-মহিমা গো।
ভীম ভজে নাম ভীমা গো ॥
আগম নিগমে পুরাণ নিয়মে
শিব দিতে নারে সীমা গো।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষধাম নাম
শিবের সেই যে অণিমা গো ॥
নিলে তারানাম তরে পরিণাম
নাশে কলির কালিমা গো।
ভারত কাতর কহে নিরন্তর
কি কর কৃপাবিক্রমা গো ॥ ২৯

বিদ্যাসুন্দর।

ভৈরোঁ-মিশ্র—একতালা।

গুণসাগর নাগর রায়।
নগর দেখিয়া যায় ॥
রূপের নাগর গুণের সাগর
অগুরুচন্দন গায়।
বেণী বিননিয়া চূড়া চিকনিয়া
হেলয়ে মলয় বায় ॥
মৃদু মধু হাসি বাজাইছে বাঁশী
কোকিল বিকল তায়।
ভুরুর ভঙ্গিতে নয়ন-ইঙ্গিতে
ভারতে ফিরিয়া চায় ॥ ১

যোগীয়া-ভৈরোঁ—দ্রুতত্রিতালী।

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটী বাজাও হে
নবজলধর তনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু
পীতধড়া বিজুলিতে ময়ূর নাচাও হে ॥
নয়ন চকোর মোর,
দেখিয়া হয়েছে ভোর,
মুখ সুধাকর হাসি সুধায় বাঁচাও হে ॥
নিত্য তুমি খেল যাহা
নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলা খেলিতে কহি
সে খেলা খেলাও হে।

তুমি যে চাহনি চাও,
সে চাহনি কোথা পাও,
ভারত যেমত চাহে সেইমত চাও হে ॥২

খাম্বাজ—দ্রুতত্রিতালী।

একি অপরূপ রূপ তরুতলে।
হেন মনে সাধ করি তুলে পরি গলে ॥
মোহন চিকণকালা,
নানা ফুলে বনমালা,
কিবা মনোহরতর বরগুঞ্জাফলে।
বরণ কালিমা ছাঁদে,
বৃষ্টি ছলে মেঘ কাঁদে,
তড়িত লুঠায় পায় ধড়ার আঁচলে ॥
কস্তুরী মিশালে মাখি,
কবরী মাঝারে রাখি,
অঞ্জন করিয়া মাজি আঁখির কাজলে।
ভারত দেখিয়া যারে,
ধৈরজ ধরিতে নারে,
রমণী কি তায় যায় মুনিমন টলে ॥ ৩

লুম—একতা।

এ কি মনোহর, দেখিতে সুন্দর,
গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা।
গাঁথে বিনাগুণে, শোভে নানা গুণে,
কাম মধুব্রতপালিকা ॥
মালিনী আনিল ফুলের ভার,
আনন্দনন্দন বনে সার,
বিবিধ বন্ধন জানে কুমার,
সহায় হইলা কালিকা
কুসুম আকর কিঙ্কর তায়
মলয় পবন গুণ যোগায়
ভ্রমর ভ্রমরী গুনগুনায়
ভুলিলে ভূপতিবালিকা ॥
পূজিতে গিরিশ গিরিশবালা
লয়ে আমলকী-পাতের মালা
নব রবি ছবি জবা উজালা
কমল কুমুদ মল্লিকা।
বান্ধুলী শিউলী মালতী জাতি
কুন্দ কৃষ্ণকেলি দনার পাঁতি
গুলাব সেউতী দেশী বিলাতী
আচু কুরচীর জালিকা।
ধুতুরা অতসী অপরাজিতা
চন্দ্র সূর্য্যমুখী অতি শোভিতা
ভারত রচিল ফুলকবিতা
কবিতারসের শালিকা ॥ ৪

বসন্তবাহার—দ্রুতত্রিতালী।

কি বলিলি মালিনি ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল ॥
শীহরিল কলেবর, তনু কাঁপে থর থর
হিয়া হৈল জর জর আঁখি ছল ছল।
তেয়াগিয়া লোকলাজ
কুলের মাথায় বাজ
ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল ॥
রহিতে না পারি ঘরে
আকুল পরাণ করে
চিত না ধৈরজ ধরে পিক কল কল।

দেখিব সে শ্যামরায়
বিকাইব রাঙ্গা পায়
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢল ঢল ॥ ৫

বেলাবেলী-মিশ্র—ঠুংরী।

জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে
জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে।
করকলিতাসি-বরাভয়-মুণ্ডে ॥
লকলক্ রসনে কড়মড় দশনে
রণভুবি খণ্ডিত-সুররিপু-মুণ্ডে।
অট অট হাসে কটমট ভাষে
নখর-বিদারিত-রিপু-করি-শুণ্ডে ॥
লটপটকেশে সুবিকটবেশে
হতদনুজাহুতিমুখ-শিখিকুণ্ডে।
কলিমলমথনং হরি গুণকথনং
বিরচয় ভারত-কবিবরতুণ্ডে ॥ ৬

খাম্বাজ—একতালা।

একি দেখি অপরূপ। দেখ লো সই।
ভুবন-মোহন রূপ ॥
কোন্ পথদিয়া কেমন করিয়া
আইল নাগর ভূপ।
এ জন যেমন না দেখি এমন
মদনমোহন রূপ ॥
থাকে সব ঠাঁই কেহ দেখে নাই,
যেদেতে কহে অরূপ।
ভারতে নিধি মিলাইল বিধি
না কহিও চুপ চুপ ॥ ৭

পুরবী—ঠুংরী।

শুন শুন সুনাগর রায়।
আপনার মণিমন বেচিনু তোমায় ॥
তুমি বাড়াইলে প্রীতি
মোর তাহে নাহি ভীতি
রহে যেন রীতি নীতি নহে বড় দায়।
চুপে চুপে এসো যেও
আর দিকে নাহি ধেও
সদা এক ভাবে চেও এই রাধিকায় ॥
তুমি যে প্রেমের বশ
তেঁই কৈনু প্রেমরস
না লইও অপযশ বঞ্চিয়া আমায়।
মোর সঙ্গে প্রীতি আছে,
না কহিও কার কাছে,
ভারত দেখিবে পাছে নাভুলায়ে তায় ॥৮

ঝিঁঝিট—একতালা।

বড় রসিয়া নাগর হে।
গভীর গুণসাগর হে ॥
কখন ব্রাহ্মণ ভণ্ট ব্রহ্মচারী
কখন বৈরাগী যোগী দণ্ডধারী
কখন গৃহস্থ কখন ভিখারী
অবধূত জটাধর হে।
কখন ঘেটেল কখন কাঁড়ারী
কখন খেটেল কখন ঝাড়ারী
কখন লুটেরা কখন পসারী
কভু চোর কভু চর হে।

কখন নাপিত কখন কাঁসারী
কখন সেকরা কখন শাঁখারী
কখন তাম্বুলী তাঁতি মণিহারী
তেলী মালী বাজীকর হে।
কখন নাটক কখন চেটক
কখন ঘটক কখন পাঠক
কখন গায়ক কখন গণক
ভারতের মনোহর হে॥ ৯

পিলু-বারোঁয়া—ঠুংরী।

নাগরী কেন নাগরে হেরিলে।
আনিয়া আনিয়া মণি টানিয়া ফেলিলে॥
আপনি নাগর রায়
সাধিল ধরিয়া পায়
মঙ্গল কলস হায় চরণে ঠেলিলে।
পুরুষ পরশমণি
যারে ছোঁবে সেই ধনী
মণি ছাড়া যেন ফণী তেমনি ঠেকিলে।
নলিনী করিয়া হেলা
ভ্রমরে না দেয় খেলা
সে করে কুমুদে মেলা
কি খেলা খেলিলে।
মান তারে পরিহায়
সাধি আন আর বার
অমানে কিকরে আর ভারত দোখলে

ভূপকল্যাণ—দ্রুততিতালী।

তোমারে ভাল জানি হে নাগর।
কহিলে বিরস হবে সরস অন্তর॥
যেমন আপন রীতি
পরে দেখ সেই নীতি
ধরম করম প্রতি কিছু নাহি ডর।
আগে ভাল বল যারে
পিছে মন্দ বল তারে
এ কথা কহিব কারে কে বুঝিবে পর॥
আদর কাজের বেলা
তার পরে অবহেলা
জান কত খেলা দেলা গুণের সাগর।
কথা কহ কত মত
ভুলায়ে রাখিবে কত
তোমার চরিত্র যত ভারত গোচর॥১১

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আলো আমার প্রাণ কেমন লো করে।
কি হৈল আমারে॥
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে॥
লুকায়ে পিরীতি কৈনু,
কুল-কলঙ্কিনী হৈনু,
আকুল পরাণ মোর অকূল পাথারে।
সুজন নাগর পেয়ে
আগু পাছু নাহি চেয়ে
আপনি করিনু প্রীতি কি দূষিব তারে॥

লোকে হৈল জানাজানি
সখীগণে কথাকাণি
আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে।
যায় যাউক জাতি কুল
কে চাহে তাহার মূল
ভারতে সে ধন্য শ্যাম ভালবাসে যারে॥

পিলু—দাদ্‌রা।

এ বড় চতুর চোর।
গোকুলে নন্দকিশোর॥
নারিনু রাখিতে, দেখিতে দেখিতে,
চিত চুরি কৈল মোর।
সে দেখে সবারে, কে দেখে তাহারে,
লম্পট কাল কঠোর॥
ফেরে পাকে পাকে, কাছে কাছে থাকে,
চাঁদের যেন চকোর।
নাচিয়া গাইয়া, বাঁশী বাজাইয়া,
ভারতে করিল ভোর॥ ১৩

ঝিঁঝিট—দ্রুতত্রিতালী।

চল সবে চোর ধরি গিয়া।
রমণীমণ্ডল ফাঁদ দিয়া॥
তেয়াগিয়া ভয় লাজ,
সকলে করহ সাজ,
সে বড় লম্পট কপটিয়া।
জানে নানা মত খেলা
দিবস দুপর বেলা
চুরি করে বাঁশী বাজাইয়া॥
সে বটে বসন-চোরা,
তাহারে ধরিয়া মোরা
পীতধড়া লইব কাড়িয়া।
সদা ফিরে বাঁকা হয়ে,
আজি সোজা করি লয়ে
ভারত রহিবে পহরিয়া॥ ১৪

সোড়ী—দ্রুত-ত্রিতালী।

আজি ধরা গেল চোরচূড়ামণি।
মোরা জেগে আছি সকল রমণী
ভাঙ্গা গেল যত ভুর,
চাতুরী হইল চুর,
এড়াইতে নারিবে এমনি।
প্রকাশিয়া ভারি ভুরি,
অনেক করেছ চুরি,
আজি ধরি শিখাব তেমনি॥
হৃদি কারাগার ঘোরে,
বান্ধিয়া মনের ডোরে,
পছাইব পরাণে এখনি।
সকলেরে ফাঁকি দেহ,
ধরিতে না পারে কেহ,
ভারত না ছাড়িবে অমনি॥ ১৫

লুম-ঝিঁঝিট—পোস্তা।

কারে কব লো যে দুখ আমার।
সে কেমনে রবে পরে এত জালা যার॥

বাঁধা আছি কুলফাঁদে,
পরাণ সতত কাঁদে,
না দেখিয়া শ্যামচাঁদে দিবসে আঁধার।
ঘরে গুরু দুরাশয়, সদা কলঙ্কিনী কয়,
পাপ ননদিনী ভয় কত সব আর ॥
শ্যাম অখিলের পতি,
তারে বলে উপপতি,
পোড়া লোক পাপমতি না বুঝে বিচার।
পতি সে পুরুষাধম,
শ্যাম সে পুরুষোত্তম,
ভারতের সে নিয়ম কৃষ্ণচন্দ্র সার ॥ ১৬

দেও-বিভাস—একতালা।
মোর পরাণ-পুত্তলী রাধা।
সুতনু তনুর আধা ॥
দেখিতে রাধায়, মন সদা ধায়,
নাহি মানে কোন বাধা।
রাধা সে আমার, আমি সে রাধার,
আর যত সব ধাঁধা ॥
রাধা সে ধেয়ান, রাধা সে গেয়ান,
রাধা সে মনের সাধা।
ভারত ভূতলে, কভু নাহি টলে,
রাধাকৃষ্ণপদে বাঁধা ॥ ১৭

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—দ্রুত-ত্রিতালী।
ওহে পরাণবঁধু যাই গীত গায়ো না।
তিল নাহি সহে তালে
বেতাল বাজায়ো না ॥
তনু মোর হৈল যন্ত্র যত শির তত তন্ত্র,
আলাপে মাতিল মন
মাতালে নাচায়ো না।
তুমি বল যাই যাই মোর প্রাণ বলে তাই
বারে বারে কয়ে কয়ে
মুরখে শিখায়ো না ॥
অপরূপ মেঘ তুমি দেখি আলো হয় ভূমি
না দেখিলে অন্ধকার
আন্ধার দেখায়ো না।
ভারতীর পতি হও ভারতের ভার লও
না ঠেলিয়ো ও ভারতী
ভারতে ছাড়ায়ো না। ১৮

যোগিয়ামিশ্র—দ্রুত-ত্রিতালী।
নব নাগরী নাগর মোহনিয়া।
রতি কাম নটী নট সোহনিয়া ॥
কত ভাব ধরে, কত হাব করে,
রসসিন্ধু তরে ভব ভারণীয়া।
নূপুর রুণ রুণ, কিঙ্কিণী কণ কণ,
ঝঞ্জন ঝননন কঙ্কণিয়া ॥
লপট লট পট, ঝপট ঝট পট,
রচিত কচজট কমনিয়া।
কুটিল কটুতর, নিমিষ বিষতর,
বিষমশর শূর দমনিয়া ॥
সখী সকল মিলিত, মধুমঙ্গল গাবত,
ততকার তরঙ্গত সঙ্গত নাচত—
ঘন বিবিধ মধুর স্বর, যন্ত্র বাজাবত,
তাল মৃদঙ্গ বনী বনিয়া।

ধিধি ধিকট ধিকট ধিধিকট ধিধি থেই,
ঝিঁঝিঁতক ধিমতক ঝিমি
ঝমক ঝমক ঝোঁং,
তত ততত তা তা থু থুং থেই থেই
ভারত মানস মানসিয়া ॥ ১৯

পরজ—দ্রুতত্রিতালী।

কি লাগিয়া যাই যাই কহ হে।
প্রাণনাথ এইখানে বার মাস রহ হে ॥
বার মাসে ঋতু ছয়,
লোকে তিন কাল কয়,
কাল হয় একালে বিরহ হে।
কোকিলের কলধ্বনি,
ভ্রমরের গণগণি,
প্রলয় মলয়-গন্ধবহ হে ॥
বিজুলী জলের ছাট,
মত্তময়ূরের নাট,
মণ্ডূকের কৌতুক দুঃসহ।
মজিবে কমলকুল,
সাজাবে মূণার ফুল,
ভারতের এ বড় নিগ্রহ হে ॥ ২০

মানসিংহ।

খট্‌-ভৈরবী—দ্রুতত্রিতালী।

চল চল যাই নীলাচলে।
(রে অরে ভাই)।
ঘটাইল বিধি ভাগ্যবলে ॥
মহাপ্রভু জগন্নাথ, সুভদ্রা বলাই সাথ,
দেখিব অক্ষয়বটতলে।
খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছিব হাত
নাচিব গাইব কুতুহলে ॥
ভবসিন্ধু বিন্দু জানি পার হৈনু হেন মানি
সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে।
দেখিয়া সে চাঁদমুখ পাইব কৈবল্যসুখ
সুধন্য ভারত ভূমণ্ডলে ॥ ১

মালকোষ ভেঁরো—ঝাঁপতাল।

ফিরিয়া চাও মা অন্নদা ভবানী।
জননী না শুনে কোথা বালকের বাণী ॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ,কাম,
সাধন তোমার নাম,
বিধি হরি হর ভাবে ও পদ দুখানি।
তুমি যারে দয়া কর
অন্নে পূর্ণ তার ঘর
না থাকে আপদ কিছু আমি ইহা জানি
পানপাত্র হাতা হাতে
রতন-মুকুট মাতে
নাচাও ত্রিশূলপাণি দিয়া অন্ন পানি।
ভারত বিনয় করে
অন্নে পূর্ণ কর ঘরে
হরিভক্তি দেহ মোরে ভবে দয়া জানি ॥

ভীমপলশ্রী—দ্রুতপাসী।

জানকীজীবন রাম।
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম ॥
ভবপারাবারে পার করিবারে
তরণী রামের নাম।
চারু জটাজূট রচিত মুকুট
তাহে বনফুল দাম ॥
হাতে শরাসন দক্ষিণে লক্ষ্মণ
ধ্যানে সুখমোক্ষধাম।
হনুমান সঙ্গে পুলকিত অঙ্গে
ভারত করে প্রণাম ॥ ৩

পিলু-ঝিঝিট—একতালা।

চল চল সব ব্রজকুমারি।
তরুতলে গিয়া ভেটি মুরারি ॥
রাধা রাধা কয়ে মোহন মন্ত্রে
নিমন্ত্রিল শ্যাম মুরলী যন্ত্রে
কি করে কুটিল কুলের তন্ত্রে
যাইতে হইল রহিতে নারি।
ত্বরাপর সবে করহ সাজ
কি করিবে মিছা ঘরের কাজ
সাজিয়া আইল মদনরাজ
তিলেক রহিতে আর না পারি ॥
কেহ লহ পড়া পঞ্জর-শুয়া
কেহ লহ পাণ কর্পূর গুয়া
কেহ লহ গন্ধ চন্দন চুয়া
কেহ লহ পাখা জলের ঝারী।
সে মোর নাগর চিকণ কালা
তারে সাজে ভাল বকুল মালা
আমি বয়ে লব পূরিয়া থালা
ভারতচন্দ্র বলে বলিহারি ॥ ৪

সম্পূর্ণ।

রাম বসু।

রাম বসু।

ইহাঁর পূর্ব্ব নাম কেহ বলেন,—রামমোহন বসু; কেহ ব'লেন, রামচন্দ্র বসু। পিতার নাম জয়নারায়ণ বসু। রাম বসু,—১১৯৪ সালে,—হাবড়ার নিকটবর্ত্তী শালিখা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল হইতেই ইনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। প্রথম প্রথম,—ভবানী বেণে, নীমু ঠাকুর, মোহন সরকার প্রভৃতির দলেই ইনি গান বাঁধিয়া দিতেন, শেষে, নিজেই এক কবির দল করেন। ১২৩৬ সালে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

ওহে এ কাঁলো, উজ্জ্বলো, বরণে, তুমি কোথা পেলে। বিরলে বিধি কি নির্ম্মিলে॥ যে বলে সে বলে, হলুকু কালো। আমার নয়নে লেগেছ ভাল, বামা হোলে শ্যামা বলিতাম তোমায়, পুজিতাম জবা বিল্বদলে।

আরো তো আছেহে অনেকো কালো, একালো নহে তেমন। জগতের মনোরঞ্জন। না মেনে গোকুলে, কুলেরো বাধা, সাধে কি শরণো, লয়েছে রাধা, জনমের মত ঐ কালো চরণে, বিকায়েছি যে বিনি মূলে।

ওহে শ্যাম কালো শব্দে কহে কুৎসিতো, আমার এই ত জ্ঞান ছিল। সে কালোর কালত্ব গেলহে কৃষ্ণ, তোমারে হেরে কালো। এখনো বুঝিলাম কালোরো বাড়া, সুন্দরো নাহিক আর। কালো রূপ জগতের সার। ত্রিলোকে এমন আর, নাহিক হেরি, ও রূপে তুলনা কি দিব হরি। কালো রূপে আলো করেছে সদা, মোহিতো হয়েছে সকলে॥

একো কালো জানি কোকিলো, আরো ভ্রমরার কালো বরণ, আর কালো আছে জলো কালিন্দীর, কালোতো তমালো বন।

আরো কালো দেখো, নবীনো নীরদ, ছিলহে দৃষ্টান্ত স্থল, কালোতো নীল কমল। সে কালোর কালত্ব দেখেছে সবে, প্রেমোদয়, অশ্রু হয় কারে বা ভেবে। তোমারো মতনো, চিকণো কালো, না দেখি ভুবনমণ্ডলো॥ ১

যদি চলিলে মুরারি, ত্যেজে ব্রজপুরী, ব্রজনারী কোথা রেখে যাও। জীবনো উপায় বোলে দাও। হে মধুসূদনো, করি নিবেদনো, বদনো তুলিয়ে কথা কও।

শ্যাম যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি, থাক হরি, যথা সুখ পাও। একবার সহাস্য বদনে, বঙ্কিম নয়নে, ব্রজ গোপীর পানে ফিরে চাও। জনমের মত শ্রীচরণ দুটী, হেরি হে নয়নে শ্রীহরি, আর হেরিব আশা না করি। হৃদয়ের ধন তুমি গোপীকায়। হৃদে বজ্র হানি চলিলে॥ ২

এখন সময়গুণে এই দশা হয়েছে। ছিল দাসী যে, হোলো রাণী সে, রাধা রাজনন্দিনীর এখন কপাল ভেঙ্গেছে। শরমে মরমে মরি, ক'ব কার কাছে, যে জন আঁখি আড় হোতোনা, তারে দেখ্‌তে এসে এত লাঞ্ছনা। আমরা পথে বসে কাঁদি আজ, এমন কত কান্না তোদের রাজা কেঁদেছে॥

কপাল মন্দ যারি হে, কৃষ্ণের নিন্দা করা উচিত নয়। দশা যখন বিগুণ হয়, বন্ধু লোকে মন্দ কয়, রাধার চরণে যার লেখা নাম, এখন তোদের পায়ে ধরায় সেই শ্যাম। তাব্‌তে বল্‌গে যা তোদের রাজাকে, এমন অভিমান কত বার ভিক্ষে লয়েছে।

কথা কইতে গেলে, নয়ন জলে, অঙ্গ ভেসে যায়। রাধা-রাজার দাসী, এ রাজ্যে আসি, কাঁদিতেছে দরজায়, এমন নিষ্ঠুর ভূপতি, আমাদের শ্রীমতী, কভু নয়। পেয়ে কাঙ্গালিনী ভয়, অন্তঃপুরে গিয়ে রয়, আমরা দয়াল রাজ্যে বাস করি, চাইলে উল্‌টে ভিক্ষে দেযেতে পারি। মনে করতে বল্‌ তোদের রাজাকে, বুঝি আপনার সে দিন এখন ভুলে গিয়েছে॥ ৩

দেখব কেমন সুন্দরী কুবুজা। তোদের রাজা যে, নিজে বাঁকা সে, নূতন রাণী যে, হোয়েছে বাঁকা কি সোজা॥ ৪

গিয়াছিলাম আশা ক'রে, আনতে মাধবেরে, সে আশা পূর্ণ হ'ল না। ব্রজে এলনা কালাচাঁদ, হ'ল হরিষে বিষাদ, কৃষ্ণের আর আসার আশা কোরোনা। যাতে বাঁচে রাই, কর সেই মন্ত্রণা। রাধায় বুঝায়ে সই চল রাখি সকলে। হ'লে শ্রীদামের শাপান্ত, পুন সেই শ্রীকান্ত, আসিবেন এই গোকুলে। মনে অধৈর্য্য হ'য়োনা, ওগো

ব্রজাঙ্গনা, কৃষ্ণ অঙ্গনা, কৃষ্ণ এখন পাবে না।

জান্‌তাম আমাদের কৃষ্ণধন, বিক্রীত রাধার প্রেমেতে। গিয়ে দেখলাম শ্যামের এখন সে ভাব নাই, রাইকে নাহি মনেতে। মথুরাজ্যেশ্বর বংশীধর হয়েছেন এখন। রাজছত্র শিরে তাঁর, দরশন পাওয়া ভার, গোপিকায় নাহিক স্মরণ। তিনি ন'ন রাধাকান্ত, হয়েছেন কুব্জাকান্ত, রাধার প্রাণান্তে ক্ষতি কি তাঁর বলনা॥ ৫

যজ্ঞ করিবেন রাই কিন্তু সিদ্ধ হ'বেনা। দিয়ে পরের প্রাণে অতি দুখ, এমন যজ্ঞে কিবা সুখ, যজ্ঞ করিবেন যজ্ঞেশ্বরের দিয়ে মর্ম্মে বেদনা।

প্রাণাহুতি যজ্ঞ করবেন রাই ব্রজ-নগরে। তারি নিমন্ত্রণ পত্র দূতি দিতে এলে আমারে। বৃন্দে জানত সন্ধান, ত্যজে কুলমান, কৃষ্ণপ্রেমে, ব্রজধামে, রাই সঁপেছেন প্রাণ। এখন কি আহুতি দিবেন প্যারী, জেনে আয়গো সহচরি, তা না হলে রাইয়ের যজ্ঞে যেতে পার্‌বনা॥ ৬

সাধ করে কি সই চাঁদ পানে চেয়ে কাঁদি। কুঞ্জে এলনা কালাচাঁদ, পূরল না মন সাধ, গগন চাঁদ হ'ল তায় বিবাদী। সজনি, না জানি, হলেম শ্যামের পায়ে কি অপরাধী। চাঁদে চাঁদে আছে ঐক্য করে, ক'রে এ পক্ষে পক্ষপাত, সে পক্ষে রাধানাথ, রাধার পক্ষে কৃষ্ণ কৃষ্ণপক্ষ। পূর্ণ চন্দ্রোদয় হলে গ্রহণ হয়। আমার শ্যাম চাঁদের গ্রহণ সর্ব্বসম্বাদী॥

একা বই সখার দেখা কোথা পাই। কিসে প্রাণ জুড়াই গো বৃন্দে। নিশিতে শশী আসিতে,কে হ'রে নিল গোবিন্দে। সারানিশি তারা গণি। থাকুবে যত-ক্ষণ গগন চাঁদ, ততক্ষণ কালাচাঁদ, আসবে সই এই মনে জানি। সে আশাতে সই, বুঝি নৈরাশ হই, কোথায় লুকাল বল সে কৃষ্ণ নিধি।

কুঞ্জে কালাচাঁদের উদয় হ'লে, রাধাবদন চাঁদের শোভা হ'ত। চাঁদ লুকাবে চাঁদ অভাবে, সে চাঁদ ভেবে এ চাঁদ হ'বে অস্তগত।

নিশিতে শশী যদি না আসে, হবে দিবসে দ্বিগুণ তাপ। সে জ্বালা জুড়াবে না সই শ্যামসাগরে দিলে ঝাঁপ। পথে কি আজ প্রমাদ হল। বুঝি কুমুদে আমোদে, ফেল্‌লে কালাচাঁদে, চকোরী রাই প্রাণে ম'লো। কৃষ্ণ সুধাকর, জুড়াতে অন্তর, বিধি সে সাধে করে-ছেন আজ বিবাদী।

আমার সাধনের ধন কৃষ্ণ নিধি,

গেলেম কাত্যায়নী ব্রতের ফলে। তার বিহনে, মর্‌বো প্রাণে, নীলরতনে সঁপে দিলাম পরের করে।

না জানি, সজনি, কি ঘটিবে, কোথায় রয়েছেন কালাচাঁদ। দুঃখিনী রাধার কপালে হ'ল,কি হরিষে বিষাদ। যাহার কারণ জেগে মরি, হয়ে সে ত্রিভঙ্গ বাঁকা, আমাকে অদেখা, রইল কোথায় সহচরি। হয়ে আমার বশ, একি অপযশ, কৃষ্ণ কলঙ্ক রইল জীবনাবধি ॥ ৭

কই গো বৃন্দে সই, বৃন্দাবনচন্দ্র কই। বল্‌লে এই আসি, আসি, গেল অৰ্দ্ধ নিশি, শশী স্বস্থানে যাবে থানিক বই। হল মন উচাটন, প্রাণে ধৈর্য্য মানে না প্রাণ সই। ক্ষণেক উঠি, ক্ষণেক বসি, পড়ে পাতের উপর পাত, এই এল রাধানাথ, ব'লে কুঞ্জের দ্বারে আসি। এসে দেখ্‌তে পাই, কুঞ্জে কৃষ্ণ নাই, শেষে এমনি হই, আমি যেন আমি নই।

তুমি ত দিলে সুসংবাদ, কুঞ্জে আস্‌বেন আজ কালাচাঁদ, সে সাধে কুঞ্জে এসে সই হল কি হরিষে বিষাদ। একি আমার কবার কথা, ক'রে সুখের বাসর সজ্জা, ছি ছি ছি কি লজ্জা,মদন-মোহন রইল কোথা। কৃষ্ণ কার কুঞ্জে, রজনী ভুঞ্জে, আমি আশাতে আশা পথ চেয়ে রই ॥

রাধারে আশা দিয়ে রাধানাথ গেলেন কার কুঞ্জে বঞ্চিতে। পুরালে কোন্ রমণীর সাধ আমারে করে বঞ্চিতে। কৃষ্ণ কেমন মিথ্যাবাদী, দিয়ে অবলার মাথায় হাত, ব'লে যায় রাধানাথ, শেষে কি বাদ সাধাসাধি ॥ বৃথা কর্‌লেম বেশ, বৃথা বাঁধলেম কেশ, যারে দেখ্‌বো তারে না দেখিয়ে আকুল হই ॥ ৮

বুঝি শ্যাম এল গোকুলে সখি, সুধাও দেখি কোকিলে কি বলে। এত দিন নীরবে ছিল, আজ কিসে আনন্দ হ'ল, পঞ্চস্বরে ডাকে কোকিল কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে।

বৃন্দাবন আছে; বসন্ত আছে, কোকিল আছে চিরকাল, ও সখি তোমরা বল দেখি, হ'লো একি, অকালে সকাল। এমনি জ্ঞান হয়, রাধার ভাগ্যোদয়, গেল দুঃখের নিশি, সুখের নিশি হ'লো, গোকুলে উদয়। শারী শুন শুন স্বরে কৃষ্ণ গুণ গায়। ভ্রমর গুঞ্জরে কমলদলে ॥ ৯

শ্যাম কাল মানকোরে গেছে, কেমন আছে, দূতি দেখে আয়। কোরে

আমারে বঞ্চিতে, গেল কার কুঞ্জে বঞ্চিতে, হয়ে খণ্ডিতে, মরি হরি প্রেমের দায়॥ ছলে আমার মন ছলেছে, আগে বুঝবে মন দূরে থেকে। চোখে দেখে গো, কয় কিনা কয় কথা ডেকে॥ যদি কাতরে কথা কয়, তবে নয় অপ্রণয়, অমনি সেধোঁগো ধোরে দুটি রাঙ্গা পায়॥

সাধ কোরে করেছিলাম দুর্জ্জয় মান। শ্যামের তায় হ'লো অপমান॥ শ্যামকে সাধ্‌লেম না, ফিরে চাইলেম্ না, কথা কইলেম্ না, রেখে মান। কৃষ্ণ সেই রাগের অনুরাগে, রাগে রাগে গো, পড়ে পাছে চন্দ্রাবলীর নব রাগে, ছিল পূর্ব্বের যে পূর্ব্ব রাগ, আবার একি অপূর্ব্ব রাগ, পাছে রাগে শ্যাম রাধার আদর ভুলে যায়॥

যার মানের মানে, আমায় মানে, সে না মানে, তবে কি কর্ব্বে এমানে। মাধবের কত মান, না হয় তার পরিমাণ, মানিনী হয়েছি যার মানে॥

যে পক্ষে যখন বাড়ে অভিমান, সেই পক্ষে রাখতে হয় সম্মান। রাখতে শ্যামের মান, গেল গেল মান, আমার কিসের মান অপমান এখন মানান্তে প্রাণ জ্বলে, জ্বলে জ্বলে গো। জুড়াবে কি অঙ্গ জলধরের জলে॥ আমার সেই কাল জলধর, হলো আজ স্বতন্তর, রাখে চাতকী কারে দেখে প্রাণ জুড়ায়॥ ১০

কর্ত্তে রাধার মানো রক্ষে, উভয় পক্ষে, যেন মান রয়। কোরে একপক্ষে পক্ষপাৎ, যে পক্ষে যাক্ রাধানাথ, জানি প্রেম্ পক্ষে শ্যাম্ আমার বিপক্ষ নয়॥ শ্যামের আদর মাখা অঙ্গ। সে ত্রিভঙ্গ গো আদর বাড়ায় মান্ তরঙ্গে ঢেলে অঙ্গ॥ আমরা যখন যে মান করি, আছে তায় পায় ধরাধরি, সখি আজ কিছু রাধার আদর নূতন নয়॥

সাধে কি সাধ্‌তে বলি মাধবে, সরল স্বভাবে কাঁদে প্রাণ। এমন হয় গো হয়, আমা বোলে নয়, প্রেমে সবাই সয়, অপমান॥ সখি আমার মান গেলো গেলো। জানা গেলো গো। বংশীধারীর মান থাকে তাহলেই ভালো॥ ১১

নটবর কে গো সখি। তার নাম জানিনে কাল বরণ, ভঙ্গী বাঁকা, বাঁকা আঁখি॥ যাই যদি যমুনার জলে, সে কালা কদম্বতলে, হাসি হাসি বাজায় বাঁশী, বাঁশীর দাসী হোয়ে থাকি।

ভুবনমোহন ভঙ্গী অতি চমৎকার, সে যে মনমত মন্মথ রূপ, ত্রিভঙ্গিম আকার॥ চাইলে সে চাঁদ বদন পানে,

নারীর প্রাণ কি ধৈর্য্য মানে। একবার হেরে মরি প্রাণে, প্রেমে ঝোরে দুটি আঁখি ॥ ১২

কত দিন তুমি কাণ্ডারী, শ্যাম যমুনার জলে। ওহে ত্রিভঙ্গ, নাহি যমুনাতে তরঙ্গ, কেন বিনি বাতাসে তরণী টলে ॥

পার হবে ব'লে শ্যাম, যদি কেহ ধরে তোমার পায়, সেকি পারে যেতে পারে নাকি অকূলে কূল হারায়। তুমি নূতন নেয়ে যমুনায়, কত ক'রে নেবে কড়ি প্রতি পসরায়। আমরা কুলবতী নারী, তাইতে ভয় করি, পাছে কূলে হ'তে নিয়ে ডুবাও অকূলে ॥ ১৩

আছে খৎ নে পথে বোসে, কে রমণী সে, শ্যাম কি ধার কিছু তার। হোয়ে আমাদের ভূপতি, ওহে যদুপতি, কোটালি কোরেছিলে কোন রাজার। প্রেমধার ধারো তুমি কার, খতে লেখা রোয়েছে ওহে শ্রীহরি। খাতক ত্রিভঙ্গ শ্যাম, মহাজন শ্রীরাধাপ্যারী। মনে আতঙ্ক করি ঐ, ত্রিভঙ্গ শুন কই, তোমা বই, চেরা সই আর হবে কার ॥

ওহে গোবিন্দ মনে সন্দ হোতেছে, দিয়েছ দাসখৎ তুমি কোন রমণীর কাছে। ১৪

জলে কি জ্বলে, কি দোলে, দেখগো সখি, কি হেলে হিল্লোলেতে। পারিনে স্থির নির্ণয় করিতে। শ্যামল কমল ফুটেছে বুঝি নির্ম্মল যমুনাজলেতে ॥

নিতি নিতি লই এই, যমুনার জল সখি। জলমধ্যে কি আজ একি দেখি দেখি। জলে কি এমন, দেখেছ কখন, বল দেখি ওগো ললিতে ॥

সই দেখ দেখি শোভা, কিসের আভা, হেরি জলমাঝেতে। প্রস্ফুটিত তমাল বৃক্ষ যার কাল, ঐ ছায়া কি ইথে ॥

আরো সখি, কালাচাঁদ কি আছে। গগনমণ্ডলে, কি পাতালে রোয়েছে। বল দেখি সখি, কালাচাঁদ কি, উদয় হয়, দিবসেতে ॥ ১৫

কেন আজ কেঁদে গেলো বংশীধারী। বুঝি অভিপ্রায়, বঁধু ফিরে যায়, সাধের কালাচাঁদকে কি বোলেছে ব্রজকিশোরী ॥

রাধাকুঞ্জে দ্বারী হোয়েছিল গোপিকায়। শ্যামের দশা দেখে এলেম্ রাই, শুধাই গো তোমায়। মণিহারা ফণিপ্রায় মাধব তোমার, প্রিয়দাসী

বলে, বদন তুলে, চাইলে না একবার। শ্রীমুখে শ্রীরাধানাম, গলে পীতবাস, দেখে মুখ, ফাটে বুক, আমরি মরি ॥ ১৬

দ্বারী একবার বল্ তোদের কৃষ্ণ রাজার সাক্ষাতে। গোপিনী, কৃষ্ণ-তাপে তাপিনী, তোমায় দেখ্‌বে বোলে, আছে বোসে রাজপথে। এসেছি আমরা অনেক দুঃখেতে। তোদের রাজা নাকি দয়াময়, দুখিনীর দুখ্ দেখ্‌লে, দেখ্‌বো কেমন দয়া হয়। ইথে হবে তোমার পুণ্য, কর আশা পূর্ণ, প্রসন্ন হোয়ে গোপীর পক্ষেতে ॥

বৃন্দে বিরহে কাতরা, হইয়ে সত্বরা, রাজদ্বারে দাঁড়ায়ে কয়। মথুর রাজ্যের অধিপতি কৃষ্ণ, শুনে তাইতে এলেম্ কংসালয়। মনে অন্য অভি-লাষ নাই। রাখাল রাজার বেশ, কেমন শোভা দেখে যাই, কোথা ভূপতি, জানাও শীঘ্রগতি, বিনতি কোরি ধোরি করেতে ॥

তাই এত তোয় বিনয় কোরে বলি। বড় তাপিত হোয়ে এসেছি দ্বারী, তাই এত তোয় বিনয় কোরে বলি। দংশিয়ে পলায়েছে কালিয়ে কালবরণ ফণী, আমরা সেই জ্বালায় জ্বলি ॥

বিষে না মানে জলসার, হোয়েছে যে রাধার, আর তো না দেখি উপায়। মণিমন্ত্র জানে তোদের রাজা দ্বারী, তাই যে এলেম্ মথুরায়। এই আমরা শুনেছি নিশ্চয়, রাজার দৃষ্টিমাত্রে সে বিষ নির্ব্বিষ হয়, কৃষ্ণ-প্রেমের বিষে, কৃষ্ণবিচ্ছেদবিষে, ব্রহ্মাণ্ডে ঔষধ নাই যুড়াতে ॥ ১৭

ওগো চিনেছি, চিনেছি, চরণ দেখে, ঐ বটে সেই কালিয়ে। চরণে চাঁদ ছাঁদ, আছে দীপ্ত হোয়ে। যে চরণ ভোজে ব্রজেতে আমায়, ডাকে কলঙ্কিনী বোলিয়ে ॥

ভুবনমোহন, না দেখি এমন, ঐ সই। রূপ কি অপরূপ, রসকূপ, আমরি সই। কুলে শীলে কালি দিয়েছি আমি, কালরূপ নয়নে হেরিয়ে ॥ ১৮

দেখো কৃষ্ণ তুমি ভুলনা। আমি কাল ভালবাসি বোলে, আমায় ভাল কেউ বাসে না। আমারে শ্রীচরণে ঠেলনা। নাহি কোন সম্পদ আমার, কেবল দিবানিশি ঐ ভাবনা ॥

আমি তব লাগি, সর্ব্বত্যাগি, হোলেম্ কালাচাঁদ। রটালে গোকুলে, কালা পরিবাদ। আমায় যে আমার

বলে শ্যাম, এমন দুখের দোশর কোই মেলেনা॥ ১৯

ওহে বাঁকা বংশীধারি। ভাল মিলেছে হে তোমার বাঁকা কুবুজা নারী। বাঁকায় বাঁকায় বড়ই ভাব, নাহি চাতুরী। রাধা সে সরলা রমণী, তুমি নিজে বাঁকা আপনি। মথুরা নগরী পেয়ে, হরি ফিরিছে চক্র কোরি॥ ২০

শ্রীরাধায় বনে পরিহরি কোথা হে হার। লুকালে কি প্রাণ হরি, ও প্রাণ-হরি। এনে বনে কুল হরি, কে জানে বোধিবে হরি, হরি ভয় কি মনে করি, মোরি বোলে হরি হরি॥

হরি নিয়ে বিহরি বনে, এই ছিল প্রয়াস। বনমালি, বনকেলি, কোরিলে নিরাশ। না জানি কি অপরাধে, ত্যজিলে দুঃখিনী রাধে, সাধে সাধে সুখসাধে, গেলে হে বিষাদ কোরি॥২১

জলে জলে, কি, গো সখি। অপ-রূপ রূপ দেখি, দেখো সই নিরখি। কৃষ্ণের অবয়ব সব ভাব ভঙ্গি প্রায়, মায়া কোরে ছায়ারূপে সে, কালা এসেছে কি॥

আচম্বিতে আলো কেন, যমুনারি জল। দেখ সখি, কূলে থাকি, কে করে কি ছল। তীরের ছায়া নীরে লেগে হোলো বা এমন, স্বকিতে দেখিতে আমার, জুড়ালো দুটি আঁখি॥

নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে। ওগো ললিতে। না দেখি এমন রূপ, বারিমাঝেতে॥

আজু সখি একি রূপ নিরখিলাম হায়। নীরমাঝে যেন স্থিরসৌদামিনী প্রায়। ঢেউ দিওনা কেউ এ জলে বলে কিশোরী, দরশনে দাগা দিলে হইবে সই পাতকী॥

বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বই তো নই, ওগো প্রাণসই। নিরখি নির্ম্মল জলে, অনিমিষে রই॥

কত শত অনুভব হয় ভাবিয়ে। শশী কি ডুবিল জলে রাহুর ভয়ে। আমার ভাবি, সে যে শশী কুমুদবান্ধব, হৃদয়কমল কেন, তা দেখে হবে সুখী॥

সহেনা কুজস্বর, ক্ষমা দে পিকবর, ডাকিস্‌নে শ্রীকৃষ্ণ বোলে। শুন হে নিরদয়, এতো সুখের সময় নয়, প্রাণে মোর্ব্বে রাই জ্বালার উপর জ্বালালে। ব্রজবাসি সবে ভাসি নয়নজলে। হোয়ে কৃষ্ণশোকে শোকাকুল, কি গোপগোপীকুল, পশুপক্ষিকুল, বিরহে সকলি ব্যাকুল। ত্যজে বকুলমুকুল,

অধৈর্য্য অলিকুল সব, কোকিল, এ সময়ে কেন এলি গোকুলে ॥

বসন্ত ঋতু এসে সসৈন্যে ব্রজে হইল উদয়। বিরহে ব্যাকুল হোয়ে বৃন্দে কোকিলের প্রতি কেঁদে কয়। প্রাণের কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়েছে। কৃষ্ণ-বিরহিণী কৃষ্ণকাঙ্গালিনী, ধূলাতে পোড়ে রোয়েছে। বাঁকা ত্রিভঙ্গ বিহনে শ্রীঅঙ্গ শ্রীহীনে রাই তারে কি হবে মধুর ধ্বনি শুনালে ॥

এমন দুখের সময়, কোকিল-পক্ষীরে, কেন তুই এলি রাধার কুঞ্জে। ব্রজনাথ অভাবে ব্রজের শ্রীরাই, কাঙ্গালী হইয়ে কি সুখ ভুঞ্জে ॥

অধরা ধরাসনে পোড় রাই চক্ষে জলধারা বয়। এ সময় সাপক্ষ হও পক্ষ, বিপক্ষ হওয়া উচিত নয়। এই ভিক্ষা কোরি পিকবর। বধিসনে কুলজা, সম্মুখ থেকে যা, দুখিনীর কথা রক্ষা কর। কোকিল দেখ্‌লি তো স্বচক্ষে, মরণের অপেক্ষা আর নাই, হোয়ে রোয়েছি জীবন্মৃত্যু সকলে ॥ ২৩

রাই শুধাই গো সুধামুখী রাই তোমায়। হোয়ে বিবাগী কি বিরাগে, কি ভাবের অনুরাগে, অলিরাজ ধরে তব রাঙ্গা পায়। ও যে ধন্য ষট্‌পদ অন্য দিকে নাহি চায়। কত প্রফুল্ল ফুল রাধার কুঞ্জে। তাহে সুখে নাহিক সুখ ভুঞ্জে। পাইয়ে ও পাদপদ্মের সুধা, ঘুচেছে অন্য সুধা, মুখে জয় রাধে শ্রীরাধের গুণ গায় ॥

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গ হোয়ে, শ্রীঅঙ্গ লুকায়ে, রঙ্গে নিকুঞ্জে উদয়। ভঙ্গি হেরি চমৎকার, বৃন্দে বুঝে সার, চন্দ্রামুখীর প্রতি কয়। ওগো রঙ্গদেবি একি রঙ্গ। পাদোপান্তে কেন ভ্রমে ভৃঙ্গ। ও যে সাধিছে সাধের কায, কি সাধে অলিরাজ, পাদপঙ্কজরজ মাখে গায় ॥

ও রাই কি কালো মাধুরী সৌন্দর্য্য। এ আশ্চর্য্য অলি কোথাকার। হোয়েছে শরণাপন্ন দেখি চরণে তোমার ॥

অরণ্যের অলি বল, কি জন্যে ব্যাকুল অন্যে সুধালে না কয়। অতি কুন্ঠিতের প্রায়, লুন্ঠিত ধূলায়, কোলে তবাঙ্গে আশ্রয়। ওকে শুধাও দেখি গো রাজকন্যে। অলির বাঞ্ছা কি ধনের জন্যে। করে ব্রহ্মাদি তপোধন, যে ধনের আরাধন, সেধন পেলে আবার কি ধন চায় ॥ ২৪

কে হে সে জন, নারী যারে কোরিছে রোদন। কোথা হোতে এসেছে, তার কিবে প্রয়োজন।

আমরি মরি, কি রূপের মাধুরী। সুধাইলে শুধুই বলে, বসতি শ্রীবৃন্দাবন

দ্বারী কহে শ্রীকৃষ্ণের সভায়, শুন ওহে যদুরায়, দ্বারের সংবাদ কিছু নিবেদিই তোমায়। দুখিনীর আকার, রমণী কোথাকার, কাতর হইয়ে কহে, দেহ কৃষ্ণ দরশন ॥ ২৫

মান কোরে মান রাখ্‌তে পারিনে। আমি যে দিকে ফিরে চাই, সেই দিকেই দেখতে পাই, সজল আঁখি জলধরবরণে। অতএব অভিমান মনে করিনে। আমি কৃষ্ণপ্রাণ। রাধা, কৃষ্ণ প্রেমডোরে প্রাণ বাঁধা, হেরি ঐ কালরূপ সদা, হৃদয়মাঝে, শ্যাম বিরাজে, বহে প্রেমধারা দুনয়নে ॥

যদি ওগো বৃন্দে শ্রীগোবিন্দে, কোরি মান। রাখি মনকে বেঁধে, শ্যামের খেদে, কেঁদে উঠে প্রাণ। শ্যামকে হেরব না সখি। বোলে চক্ষু মুদে থাকি। সেরূপ অন্তরে দেখি। কৃতাঞ্জলি, বনমালি, বলে স্থান দিও রাই চরণে ॥ ২৬

রাইকে ধোরে তোলো। ওগো শ্যাম সাগরে, কালো নীরে, কিশোরী ডুবিলো ॥

জুড়াইতে সখি, চন্দ্রমুখী, দিলে কালো জলে ঝাঁপ। পরিতাপ ঘুচাতে পেলেন মনস্তাপ ॥ কিসে হবে পরিত্রাণ। রাই জানে না সে সন্ধান ॥ কুলবতী হয়ে রাধে, অকূলে পড়িলো ॥ ২৭

তবে নাকি উমার তত্ত্ব কোরেছিলে। গিরিরাজ! ওহে শুন শুন তোমার মেয়ে কি বলে নারী প্রবোধিতে যেতে হে কৈলাসে যাই বোলে, এসে বলতে মেনকা, তোমার দুঃখের কথা, উমা সব শুনেছে। তোমায় দেখ্‌তে পাষাণী, আপনি ঈশানী, আসতে চেয়েছে। তুমি গিয়েছিলে কই, উমা বলে ঐ হে, আমি আপনি এসেছি জননী বোলে ॥

তারহারা হোয়ে, নয়নের তারাহারা হোয়ে রই। সদা কই, উমা কই আমার প্রাণ উমা কই। আমার সেই হারা তারা, ত্রিজগতের সারা, বিধি এনে মিলালে। উমা চন্দ্রবদনে, ডাকছে সঘনে, মা মা মা বলে। উমা যত হেসে কয় ওতো হাসি নয় হে, যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে ॥

ভাল হোক্ হোক্ ওহে গিরি, যাই আমি নারী তাই ভুলি বচনে। তোমার কি মনে, হোত না হে সাধ হেরিতে উমার চন্দ্রাননে ॥

আশাবাক্যে আমার পাপ প্রাণ রহে বল কতদিন। দিনের দিন, তনু ক্ষীণ, বারিহীন, যেন মীন। যারে প্রাণ পায় দেখে, সংবৎসরে ডাকে, আন্‌তে তো যেতে হয়। যেন মাহীনা কত্তে, তিন দিনের জন্যে, এলো হে হিমালয়। মুখে করি হাহারব, ছিলেম্ যেন সব হে, গৌরী মৃতদেহে এসে জীবন দিলে। ২৮

মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুন্‌তে পাই। উমা অন্নপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে রাজরাজেশ্বর হোয়েছেন জামাই। শিবে এসে বলে মা, শিবের সে দিন আর এখন নাই। যারে পাগল পাগল বোলে, বিবাহের কালে, সকলে দিলে ধিক্কার। এখন সেই পাগলের সব, অতুল বিভব, কুবের-ভাণ্ডার তার। এখন শ্মশানে মশানে বেড়ায় না মেনে, আনন্দকাননে, জুড়াবার ঠাঁই।

ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে, তত্ত্ব না পাইয়ে যার। তোমার সেই উমা, এই এলো, সঙ্গে শিবপরিবার। এখন যন্ত্রণা এড়ালে, ওহে গিরিরাজ, গঞ্জনা দূরে গেল। আমার মা কৈ, মা কৈ, বোলে উমা ঐ, ব্যগ্রা হয়ে দাঁড়াল। বলে তোমার আশীর্ব্বাদে, আছি মা ভাল, দুখিনীর দুখ ভাবতে হবে নাই।

হোক্ হোক্ হোক্, উমা সুখে থোক্, সদাই হোতো মনে। ভিখারীর ভাগ্যে, পড়েছেন দুর্গে, তার ভাগ্যে এমন হবে কে জানে। দুহিতার সুখ শুনিলে গিরি, যে সুখ হয় আমার। আছে যার কন্যা, সেই জানে, অন্যে কি জানিবে আর। যদি পথিকে কেউ বলে, ওগো উমার মা, উমা ভাল আছে তোর। যেন করে স্বর্গ পাই, অমনি ধেয়ে যাই, আনন্দে হোয়ে বিভোর। শুনে আনন্দময়ীর আনন্দসংবাদ, আনন্দে আপনি আপনা ভুলে যাই।

এই খেদ হয়, সকল লোকে কয়, শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়। যে দুর্গানামেতে দুর্গতি খণ্ডে, সে দুর্গের দুর্গতি একি প্রাণে সয়। তুমি যে কোয়েছ আমায় গিরিরাজ, কত দিন কত কথা।

সে কথা, আছে শেলসম, মম হৃদয়ে গাঁথা। আমার লম্বোদর নাকি উদরের জ্বালায়, কেঁদে কেঁদে বেড়াতো। হোয়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক, সোণার কার্ত্তিক, ধূলায় পোড়ে লুটাতো। গেল গেল যন্ত্রণা, উমা বলে মা, আমি এখন্ অন্ন অনেককে বিলাই। ২৯

কও দেখি উমা কেমন্ ছিলে মা, ভিখারিহরের ঘরে। জানি নিজে সে পাগল, কি আছে সম্বল, ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা করে। শুনে জামাতার দুখ, খেদে বুক বিদরে। তুমি ইন্দু-বদনী, কুরঙ্গ নয়নী, কনকবরণী তারা॥ জানি জামাতার গুণ, কপালে আগুন, শিরে জটা বাকল পরা। আমি লোক-মুখে শুনি, ফেলে দিয়ে মণি, ফণী ধোরে অঙ্গে ভূষণ করে॥

গৌরী কোলে কোরে নগেন্দ্ররাণী, করুণবচনে কয়। উমা মা আমার স্বর্ণলতা, শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়। মরি জামাতার খেদে, তোমার বিচ্ছেদে, প্রাণ কাঁদে দিবানিশি॥ আমি অচল-নারী, চলিতে নারি, পারিনে যে, দেখে আসি। আছি জীবন্ম তা হোয়ে, আশাপথ চেয়ে, তোমায় না হেরিয়ে নয়ন ঝোরে॥

মরি, ছি ছি ছি, একি কবার কথা, শুনে লাজে মোরে যাই। তোমা হেন গৌরী, দিয়েছেন গিরি, ভুজঙ্গেতে যার ভয় নাই। মাখে অঙ্গেতে ছাই॥

তুমি সর্ব্বমঙ্গলা অকূলের ভেলা, কূলে এনে দিতে পার। দেখে দেখে ফাটে বুক, তোমায় এত দুখ, সে দুখ ঘুচাতে নার॥ ৩০

ওহে গিরি গা তোল হে, মা এলেন হিমালয়। উঠ দুর্গা দুর্গা বোলে, দুর্গা কর কোলে, মুখে বল, জয় জয় দুর্গা জয়। কন্যা পুত্র প্রতি বাচ্ছল্য, তায় তাচ্ছল্য, কর্ম্ম নয়। আঁচল ধোরে তারা, বলে ছি মা, কি মা, মাগো, ওমা, মা বাপের কি এমনি ধারা। গিরি তুমি যে অগতি, বুঝেনা পার্ব্বতী, প্রসূতির অখ্যাতি জগময়॥

গত নিশিযোগে আমি হে দেখেছি যে সুস্বপন। এলো হে, সেই আমার তারাধন। দাঁড়ায়ে দুয়ারে। বলে মা কই, মা কই, মা কই আমার, দেও দেখা দুখিনীরে। অমনি দু বাহু পসারি, উমা কোলে কোরি, আন-ন্দেতে আমি আমি নয়॥

মা হওয়া যত জ্বালা, যাদের মা বল্‌বার আছে, তারাই জানে, তিলেক না হেরিয়ে মর্ম্মব্যথা পাই। কর্ম্মসূত্রে সদা স্নেহ টানে॥

তোমারে কেউ কিছু বোল্‌বে না, দেখে দারুণ পাষাণ। আমার লোক-গঞ্জনায় যায় প্রাণ। তোমার তো নাই স্নেহ। একবার ধরো ধরো, কোলে করো, পবিত্র হোক পাষাণদেহ. আহা এত সাধের মেয়ে, আমার মাথা খেয়ে, তিন দিন বই রাখে না মৃত্যুঞ্জয়॥ ৩১.

প্রেম তরুতে সখি চারটী ফল ফলে ; শুন ফলের নাম—সুখ, সৌখ্য, মোক্ষ, কাম, সুজনের সু, কলঙ্ক কঠিনের কপালে। গোড়া কেটে মরে কেউ আগায় জল ঢেলে ; চিনে মূল যে দিতে পারে জল, ঘটে তার ভাগ্যেতে প্রেম তরুতে হাতে হাতে ফল, তরু মনের রাগে বুড়িয়ে যায়, বিচ্ছেদ ছাগে মুড়িয়ে খায়, দেখো দেখো, যত্নে রেখো, ফল্‌বে না মূল শুখালে।

প্রেম বৃক্ষ দিয়ে আশানীর, কর্‌-তেছ সিঞ্চন, দেখো লো—যেন হয় না শেষে বৃথা আকিঞ্চন। বেড়া দাও সই প্রবৃত্তি কণ্টক, প্রেম অঙ্কুরে আঘাত করে এমনি পোড়া লোক। যদি থাকে ফলের বাসনা, বেশি জল দিয়ে আলিও না, সময়ে এক বিন্দু দিলে সুখসিন্ধু উথলে। ৩২

কোর্‌বো উত্তম পিরীত প্রাণ্‌ রে, সে প্রেম কি সামান্তেতে হয়? তুমি নবীনা যুবতী, পিরীতে নূতন ব্রতী, পিরীত হবে কি মন্‌ তোমার তেমন নয়। যাতে দ্বিধা হয়, সে কর্ম্ম করা উচিত নয়। দেখো ভগীরথ মোক্ষ প্রেমের আশাতে। কোরে মন্ত্র সাধন, কিংবা শরীর পতন, আনিলেন্‌ গঙ্গা ভারতে। দেখো প্রহ্লাদের যন্ত্রণা, হরি নাম তবু ছাড়্‌লে না, তার তাইতো হোলো শেষে সুখোদয়।

শ্রীহরি প্রেমেতে, মোক্ষ আশাতে, ধ্রুব প্রহ্লাদ বৈরাগী। দুর্গার ভাবেতে, মুখ্য প্রেমেতে, সদাশিব্‌ হোয়েছেন যোগী। তোমার মনেতে তেমন নিষ্ঠা আছে কই। একবার চাও পিরীৎকে, আবার চাও বিচ্ছেদ্‌কে, দ্বিধা মন কর রসময়ি। যে জন পিরীতে রত হয়, প্রেম-ধর্ম্মের ধর্ম্ম এতো নয়, দেখো প্রেমের দায়ে—শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়। ৩৩

যা ভাবো তা নয়। মনের সাধ গেলে কি, বল দেখি, অনুরোধে প্রেম কি রয়? মিছে আর কোরো না বিনয়। বিনে ঐক্যে, বিনয়-বাক্যে প্রাণ, বল পর কি আপনার হয়।

মিছে কেন আকিঞ্চন, কর ওরে প্রাণ। মন ভুল্‌বে না আর, খুল্‌বে না সেই বিচ্ছেদের বাণ। দাগা পেয়ে ভোগায়, ভুলে আর বা নিত্য কে যাতনা সয়।

জাগা-ঘরে যায় চুরি, এমন্‌ তো ভেব না প্রাণ। ঠেকে ঠেকে, দেখে দেখে, হোয়েছি সাবধান।

কুতর্কে লওয়াবে কি আর, সতর্কে

আছি। ছ্ব খলের বশ, এখন্ নাই্ সে রস, নিজ মনকে বেঁধেছি ॥

জলে ফেলে অকলের নিধি, এখন্ তত্ত্ব কর নগর্ময় ॥ ৩৪

প্রাণ বেঁধেছে গো সই, পিরীতি গেছে—পাপ গেছে। হয়ে পরের পদানত, চক্ষের জলে নিত্য যেত, যাহ'ক্ বেনে, এত দিনে, গায় বাতাস লেগেছে। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, ঘাম দে জ্বর ছেড়েছে। এখন নইগো সই কাহার আমি অধীনী, স্বয়ং স্বাধীনী। ধারি না পরের ধার, আপনি সই আপনার, আপ্ত মানে মানিনী। পরের অধীনে কেবল লাভ গঞ্জনা; সে জ্বালার দায়েত প্রাণ এড়িয়েছে ॥

বলিস্‌নে সই প্রেমে মজ্‌তে আর ও সুখে নাহি প্রয়োজন। শঠের প্রণয় হ'তে বিচ্ছেদ ভাল সই, জুড়াল প্রেমে কই জীবন। প্রাণে জ্বলিলাম চির-দিনই সখি লো ক'রে পিরীতি। ঘট্‌লোনা তার সুখ, চির দিনই ভুগ্‌-লাম ছুখ, হল লাভ কেবল অখ্যাতি। তাতেই পিরীতের সাধ ক'রে বিস-র্জ্জন, বৈরাগ্য ধর্ম্মে মন মজেছে ॥ ৩৫

ওরে পিরীত তোর জ্বালা ছথে ঘুচাতে পারি। তেজে সুখ সাধ, লোক পরিবাদ, যদি পরের মরণে আপনি না মরি ॥ তেজে খল্, এ সব ছল্ চাতুরী, তোরে ভেবে পরের মত পর। সোয়ে ছুখ, বেঁধে বুক, একবার দেখব হোয়ে স্বতন্তর। হোয়ে আত্ম সুখে সুখী, আত্ম কুশল দেখি, পর উপকারো জন্মে না করি ॥

তব অদর্শনে প্রাণ যদি, তব ধ্যানে না থাকে। পথে দেখা হলো যদি আর, সখা বোলে না ডাকে ॥ যদি ভুলি পর দত্ত সুখ। নয়নে, হেরিনে, কোন লম্পট শঠের মুখ ॥ যদি পরের করে মনো, না দিয়ে কখনো, আপনার যৌবনো, আপনি সম্বরি ॥

না হই পরাধীন, যদি চিরদিন, আপনারে ভেবে আপনা। মনে প্রাণে এক ঐক্য কোরে, দূরে ত্যজি পরের ভাবনা ॥

পর কাতরা কেমন কুস্বভাব, পরের দায়ে বাঁধা যাই। জানি মিছে কথায় যে ভুলায়, তার পিছু পিছু ধাই ॥ জানি প্রাণের ঐরি তুইরে প্রাণ। ছুখ দই তবু সই, কথা বই, রেখে সম্মান। তুইতো পলাস্ আমায় ফেলে, আমি তোরে ভুলে, উল্‌টে গিয়ে যদি পায়ে না ধরি ॥ ৩৬

তোমার প্রেম হতে, প্রাণ, বিচ্ছেদ আমায় ভালবেসেছে। প্রেম হ'ল আর ফুরাল, চখে দেখতে দেখতে গেল, জন্মের মত বিচ্ছেদ আমার অন্তরে পশেছে॥ কলহ নির্ব্বাহ হয়ে সন্দেহ মিটেছে। তোমার প্রেমে সঁপে প্রাণ, কেবল হ'ল অপমান, সুখ হবে কি বল দেখি সাধ্‌তে গেল প্রাণ। এ সব সুখের চেয়ে আমার স্বস্তি ভাল হে, সে সব সাধাসাধির দায়ে প্রাণ বেঁচেছে।

পরের ভালবাসা প্রেমের আশা সকলি আকাশ, কোন সুখ দেখিনা শঠের প্রেমে দুঃখ বারমাস। কেবল হাসায় আর কাঁদায়, সদা প্রাণেতে জলায়, আজ নে তোলে সিংহাসনে, কাল পথেতে বসায়। পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াই হয়ে আপনার ধনে আপনি চোর, সে সব প্রবৃত্তি এখন নিবৃত্তি হয়েছে॥ ৩৭

নৈলে কিছুই নয়। বটে সুখো নিধি, প্রেম যদি, সুজনে হয়। সুজনে কুজনে প্রেমে, নাহি সুখোদয়॥ উভয়ে উত্তম, পরিশ্রম, যদি করে। তবে যতনে, এ ধনে রাখিতে পারে॥ সুখের সুখি, দুখের দুখি, দোঁহে দোঁহার হোয়ে রয়॥ ৩৮

বাঁচ্‌লাম প্রাণ। বিচ্ছেদ কোরে ঘুচালে বিচ্ছেদের ভয়॥ আগে ভেবে-ছিলাম পিরীত ভাঙ্গলে যাবে প্রাণ, এখন বাঞ্ছা করি, যেন নিত্য এমনি হয়। একবার পোড়ে যে পতঙ্গ হে, তার আতঙ্ক কি রয়? যখন আখণ্ড ছিল পিরীৎ। ও আতঙ্ক হোতো, ভঙ্গ হোলে হব ও সুখে বঞ্চিৎ। দেখ ভাঙ্গা শঙ্কা যায়, ভেঙ্গে গ্যাছে তায়, আমি এক আঁচড়ে পেলেম প্রেমের পরিচয়।

যে অনলে আমায় পোড়ালে তুমি কি তায় পুড়বে না? যার দোষে প্রেমো যাক্‌ ভেঙ্গে, তাতো পড়ে না॥ প্রেমের ধাঁধাঁ থাকে যত দিন। বাঁধা থাক্‌তে হবে, সমভাবে হোয়ে অধী-নের অধীন॥ সখা নাই কোন সন্দ, কি আছে দ্বন্দ্ব? আমার কোমল প্রাণে এখন সকল জ্বালা সয়॥

আমি দেখেছি, শিখেছি, সতর্ক আছি, আর্‌তো ভোলায় ভুলব না। না এলে তুমি, এখন আর আমি, পায়ে ধোরে সাধ্‌বো না॥

আভাঙ্গা পিরীতের যত ভয়, ভাঙ্গলে তত থাকে না॥ ৩৯

তুমি হও মহাজন আমার। বাঁধা রেখে মন, দা'ও প্রেমধন, আমায়

যৌবন, হবে জামিনদার। পিরীতেরি থাতক্ আমি হবোহে তোমার॥ পরিশোধ না হবে প্রণয়। মন বাঁধা থাকবে আমার, প্রাণ যত দিন রয়॥ সুদে সুখো ভুঞ্জ চিরদিন, মোলে এ ধারে হবে উদ্ধার।

এসেছি পিরীতের দেশে প্রাণ, প্রেমিক না পাই। হেন স্থানো নাহি প্রাণো, সঁপে প্রাণ জুড়াই॥ পেয়েছি হে প্রেমিক তোমায়। বঞ্চিত কোরোনা বঁধু, কিঞ্চিতো আমায়॥ আপনার কোরে, লও আমারে, প্রেম-নিধি দিয়ে ধার॥ ৪০॥

এই বড় ভয় আমারো মনে। পাছে কুলো যায়, না পাই প্রেম ধন, শেষে হাস্‌বে শত্রুগণে। পিরীতের রীতি আমি কিছু জানিনে। প্রেম সুধা আস্বাদন। সদা করিতে চাহে পোড়া মন॥ নাহি জেনে মন্ত্র, নাথো, দিব হাতো ফণীর বদনে॥

সাধে কি কলঙ্ক ভয়ে ভঙ্গ দিতে চাই? সুখ আসে মোজে শেষে, কুল বা হারাই॥ একে তরুণো তরী, তায় তুমি হে নব কাণ্ডারী, কলঙ্ক সাগরে প্রাণো, দেখো যেন ডুবে মরিনে॥ ৪১

ওহে প্রাণনাথো, পিরীত হোলো বিচ্ছেদের প্রজা। শুনেছি প্রেম নগরে, বিচ্ছেদ রাজত্ব করে, রসিকেরে প্রাণে মারে, সেই দুরন্ত রাজা। প্রেমিক জনারে দেয়, বিরহ সাজা॥ প্রেমের দেশে প্রাণ্ নাথোহে, বিচ্ছেদ্ ভূপতি। তার্ আতঙ্কে মরি, মনে ভয় করি, কেমন্ কোরে কর্ব্বো পিরীতি॥

তুমি নিত্য নিত্য বল আমায় প্রেমো করিতে। মনে সাধ হয়, আবার করি ভয়, প্রাণরে, তোমায় প্রাণ দিতে। নূতন প্রেম বাজার, বিচ্ছেদ্ রাজার, অধিকার। নবীনা যুবতী, করিলে পিরীতি, বিচ্ছেদ্‌তো কর লবে আমার॥ শেষে আমাকে পাবে না, হবেহে লাঞ্ছনা, কেবল্ কুলেতে উঠিবে কলঙ্ক ধ্বজা॥ ৪২॥

আগে বিচ্ছেদ করে প্রাণ তোমার মন বুঝে দেখবো (সই)। যদি তোমার মন খাটি হয়, বিচ্ছেদজ্বালা স'য়ে রয়, তবে দুটি মন একটী হ'য়ে থাক্‌বে (সই)॥

পিরীতের দায়ে ঠেকে বারে বার জল্‌ছি বিচ্ছেদ-আগুনে। এবার কর্‌বো নূতন প্রেমের ব্যবস্থা হামলা করেছি মনে।

প্রেমের ভাবান্তর ভাব প্রেমের মতান্তর এই এক মত, আগে জ্বল্‌বে শেষে প্রাণ জুড়াবে হে যদি তায় না হয় মতান্তর। যেমন পতঙ্গ জেনে শুনে আগুনে পোড়ায় প্রাণ, তেমনি সাধ ক'রে সাধের কাজল পর্‌বে (সই)।

ওহে প্রাণনাথ হে বিচ্ছেদের পরে মিলন হ'লে পর সেই যে সে বাড়ে সুখোদয়। গ্রহণ অন্তে যেমন রবির কিরণ, সুবর্ণ দহনে সুবর্ণ হয়॥ ৪৩

মনের মিলনে মনে থাক্‌বো দুজনা। তুমি কেবা আমি কেবা চেনা যাবে না॥ যন চাতকিনী প্রায়। প্রেম সমানে থাক্‌বে দুজনায়। মেঘে যেমন শশী ঢাকা, তেমনি সখ লুকায়ে থেকো॥ ৪৪

এসো নূতন প্রেম করি, প্রাণ বাঁধা রেখে প্রাণ। রাখবো হৃদয় মন্দিরে, বেঁধে প্রেম ডোরে, প্রেমের প্রহরী থাক্‌বে আমার দুনয়ান॥ প্রাণে থেকে প্রাণ, রেখে মান, হও প্রাণের প্রাণ। হবে এ বড় পরিবর্ত্ত সম্বন্ধ। গেলেও স্থানান্তরে, দেখবো অন্তরে, প্রাণ বলে ডাক্‌লেও আনন্দ॥ যাতে মন দিলে মন পাই, হাতে রেখে হাতে যাই। যেন কেউ কারে হান্‌তে নারে বিচ্ছেদ বাণ॥

না হোলে মনে মনে ঐক্যতা, সখ্যতা, না হয় সুখোদয়। বিনে ঐক্যে, হাসে যত বিপক্ষে, দুই পক্ষে দুখে প্রাণ দয়॥ যেন এবার আর তা না হয়, এক ভাবে ভাব রয়। শেষেতে দেশে না হই অপমান॥ ৪৫

যদি বেঁচে থাকি ওগো সখি, শঠের সঙ্গে আর পিরীত কোর্‌বো না। না কোরে প্রেম্ ছিলাম ভালো, কোরে একি জ্বালা হলো, লজ্জা শরম সকল গেলো, কেউ ভাল বলে না॥ পিরীতের বাজারে সই, আর যাব না॥ মিছে ছল্ কোরে বোলে কিবে ফল। মনের মিলন ছিলো, বিচ্ছেদ হোলো, হংস মুখে পিরীত যেন দুগ্ধ জল॥

পিরীতে জীবন জুড়াতে সখি পরের হাতে সঁপেছিলাম প্রাণ। আমার কুল্ গেলো কলঙ্ক হোলো, ঘরে পরে সবাই করে অপমান॥ পিরীত সুহৃৎ হোয়ে হোলো বিপক্ষ। যেমন খলের মিলন, জলের লিখন, সদ্য সদ্য ঘুচে গেলো সম্পর্ক॥ দেখে কুতর্ক কুব্যবহার, সতর্কে আছি এবার, পরের পরকীয় রসে ভুল্‌বনা॥ ৪৬॥

তোমার বিচ্ছেদেরে বুকে রেখে প্রাণ জুড়াব প্রাণ। শুনে রুষ্ট বচন হলেম তুষ্ট এখন উষ্ণজলে করে যেমন, অনল নির্ব্বাণ ॥ বিষ কৃমি সম আমি, কার বিষ খেয়ে অমৃতজ্ঞান।

গেল গেল পিরীত্ গেল প্রাণ, ভাল বাঁচিল জীবন। দরশন, পরশন, ঘুচলো প্রাণ এখন ॥ হলো চক্ষু কর্ণেতে যেন ছমাসের পথ। কাণে শুনে প্রাণ জুড়াব, দেখায় দণ্ডবৎ ॥ পাষাণ হোয়ে থাক্‌বো সোয়ে, পারো যত কর অপমান ॥ ৪৭

আমি প্রেম কোরে কি এত জ্বাল সই। কেউ বলে না ভাল, কলঙ্কিনী বই ॥ আমিতো কখনো কারো, মন্দকারী নই। তবে কেন বলে গো লোকে কুলকলঙ্কিনী এলো ঐ ॥

যে দেখে আমারে, সেই করে লাঞ্ছন। প্রাণ জুড়াব কোথা, স্থান নাহি এমন ॥ ঘরে পরে করে গঞ্জনা, আমি মরমেতে মরে রই ॥ ৪৮

আমি জন্মে জানিনে প্রেম যাতনা, মনে পড়ে না। সই তুমি মজালে, তোমার ধর্ম্মে সবেনা। স্বর্ণ-পিঞ্জর আছে সজনি, কেন বায়স এনে বসালে ॥ ৪৯

দেশ চলালেম্ প্রেম্ কোরে সই, প্রাণ গেলে বাঁচি। বিচ্ছেদ বিষে, লোকের রিষে, আমি দুই জ্বালাতে জ্বল্‌তেছি ॥

না বুঝে মজেছি প্রেমে, কপাল ক্রমে, একে হলো আর। আমি প্রাণ জুড়াতে গেলেম্, শেষে প্রাণ বাঁচানো ভার ॥ একে নব ভাব, অনুরাগ পড়ে মনে। প্রাণ সঁপিলাম তারে আমি না জেনে শুনে ॥ চোরেরো রমণী যেমন সই, তেম্‌নি মর্ম্মে মরে আছি ॥ ৫০

ছেড়েছি পিরীতের আশা, পিরীত তোমার বাসা ভেঙ্গে যাও। যার সঙ্গেতে, এসেছিলে আমার অঙ্গেতে সে গেল আর তুমি কেন, দুখিনীর মুখ দেখ্‌তে চাও ॥

তাইতে বলি পিরীত আমি ছেড়ে যাও তুমি। এক্ষণে, তোমারি সনে, থাকব, কেমনে আমি ॥ তুমি পিরীত আত্মসুখে সুখী। অনাথিনী বিরহিণীর কাছে তোমার কার্য্য কি ॥ তুমি পর, আমি পর, সেওত পর, পর মজানে পিরীত্ তুমি মিছে আর অঙ্গ জ্বালাও ॥ ৫১

কোথারে যুবতীর যৌবন, তোমা বিনে নারীর মান্ গেল, নবীন কালে

দেহে ছিলে, প্রবীণ কালে কোথা গেলে, তোমায় হয়ে হারা, হয়েছি কাতরা, আপন বঁধু এখন পরের প্রাণ হ'ল।

নবীন বয়সে রঙ্গরসে দিনে দেখা হত শতবার। নীরস নলিনী এখন ভ্রমর, চাইবে কেন ফিরে আর॥ আগে প্রাণ হল, তার পরে হলো যৌবন ঘটনা; বিধাতার একি বিবেচনা, যৌবন গেল প্রাণত গেল না। আমি কি ছিলাম, কি হইলাম, আর বা কি হই; সেই অনুতাপে আমার তনু শুখাল॥ ৫২

তোমায় ভাল বেসে ছিলাম ব'লে কিরে, প্রেম আমার দুকুল মজালি। ছমাস না যেতে, দারুণ বিচ্ছেদের হাতে, আমায় সঁপে দিয়ে কিরে ফেলে পালালি॥ দিবা নিশি প্রাণে জ্বলি তাই তোমায় বলি, আমি সাধে কি বিষাদে রয়েছি। ক'রে—না বুঝে—লোভ, শেষে পেয়ে ক্ষোভ, বলি কাকে চোখে দেখে শিখেছি॥ যেমন মৎস্য মাংস ভোগী, হয়েছিল গুম্বুকী, তুই কি আমার ভাগ্যে এখন সেইটা ঘটালি।

প্রেমেতে মজিয়ে চিরদিন রব, প্রাণ জুড়াব, ছিল বাসনা। ত্রিরাত্রি না যেতে তাতে একি বিড়ম্বনা। আমি তোমার জন্য হ'লেম পরবশ, আগে মান খোয়ালেম্, কুল মজালেম্, দেশ বিদেশে অপমান আর অপযশ। আগে দেখিয়ে বাড়াবাড়ি, করলে ছাড়াছাড়ি—শেষ আমার মাথায় তুলে দিলে কলঙ্কের ডালি॥ ৫৩

তারে বোলো গো সখি, সে যেন, এ পথে এসে না। পোড়া লোকে মন ভুষে দেয় গঞ্জনা॥

আকিঞ্চন সূতে ফুলেতে গেঁথে, পোরেছিলাম প্রেমোহার। ত্রিরাত্রি না যেতে, হোলো গো তাতে, বিড়ম্বনা বিধাতার॥ সখি সে কোথা, আমি কোথা। না চেনে, না শুনে, লোকে কয় নানা কথা। আমি পিরীতি করিতাম প্রাণে প্রাণে॥ ৫৪

বঁধু কোন্ ভাবে এ ভাবে দরশন। কোরে মধুর মধুর আলাপন॥ কত দিনো প্রাণ। তুমি হয়েছ এমন। প্রিয় বাক্যে প্রেয়সী বলিয়া আমায়॥ ডাকিছ প্রেম রসে রসরায়। ভুজঙ্গেরো মুখে যেন সুধা বরিষণ॥ ৫৫

বল কার অনুরোধে ছিলে প্রাণ? ছিলে আমার বশ, কি যৌবনের বশ, কি প্রেম বশে, প্রেম রসে, তুষিতে হে

প্রাণ ? তখন রাখিতে হে বিধিমতে মানিনীর সম্মান। অভিমানী হ'তাম হে তোমায়, প্রাণনাথ কার সোহাগে, অনুরাগে, ধর্তে আমার পায়, তুমি আমি যে সেই আছি, তবে কি দোষে গেলহে আমার মান ?

আবাহন করে প্রেম দিলে বিসর্জ্জন। সে যেমন হোক্ হয়েছে আমার কপালে ছিল হে যেমন॥ রঙ্গরসে ছিলাম এত দিন; প্রাণনাথ প্রেমের পথে, দুজনাতে কে কার অধীন। শেষে যদি করিবে এমন, কেন আগে বাড়াইলে মান ?

মরি প্রাণয়ে কথা কবার নয়, কইতে কাতর হই—হৃদয়ে পূজ্য ছিলাম, ত্যজ্য হলাম যৌবন গিয়ে॥

দৈবে দেখা প্রাণনাথ হত হে পথে, আপনা আপনি তুলিতে হাতে, আকাশের চন্দ্রকে পেতে, এখন ত সেই পথের দেখা হয়, প্রাণনাথ লজ্জাতে মুখ ঢাক যেন ঠেকেছ কি দায়, প্রেম গেছে যৌবন গেছে, শেষে তুমি করিলে প্রস্থান॥ ৫৬

সঁপ্‌লাম এই ভেবে তায় আগে মন। কে জানে সে মন না দিবে। দিয়া আপনার ধন সেধে পরে, পরের ধন পেলাম না পরে, স্বপ্নে জানিনা সে এই শক্রে হাসাবে। আগে তুল্‌লে সিংহাসনে কথাতে, কে জানে শেষে কাঁদাবে। ভাব্‌লাম প্রাণ দিয়ে পাব পরের প্রাণ, জুড়াব দুজনায়—হবে সই সুখের অনুষ্ঠান। মন সরল নাকি নারীর অতিশয়, কপট বোঝে না, তাতেই মজেগে পুরুষের শঠভাবে।

প্রেমে সুখী হব বলে সখি গো সঁপিলাম পরে প্রাণ মন। ভাগ্য গুণে সে সাধে বিষাদ ঘট্‌লো আমার সই এখন। প্রেমের রীতি নীতি পদ্ধতি ব্যবহার। জান্‌তাম না আগে সই, শিখিলাম ঠেকিয়া এবার। আমি অবলা সরলা, এত কি জানি ছলনা। আমায় বল্‌লে সে—মন দিলেই মন তুষিবে॥ ৫৭॥

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ, বদন ঢেকে যেয়ো না। তোমায় ভাল বাসি তাই, চোখের দেখা দেখতে চাই, কিছু কাল থাক, থাক,—বোলে ধরে রাখবো না। শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না। তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল। গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ, আমারি গেল॥ তোমার পরের প্রতি নির্ভর, আমিতো ভাবিনে পর, তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিওনা।

দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ, হোলো

এ পথে আগমন। কও কথা, একবার কও কথা তোল ও বিধুবদন॥ পিরীত ভেঙ্গেছে, ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি? এমন তো প্রেম ভাঙ্গা ভাঙ্গি অনেকের দেখি॥ আমার কপালে নাই সুখ, বিধাতা হলো বিমুখ, আমি সাগর ছেঁচেও মাণিক পেলেম না॥ ৫৮

এমন ভাব রাখা ভাব কোথা শিখিলে। সে ভাব কোথাহে, যে ভাবে ভুলালে॥ ভাব দেখি নব ভাবে, কি ভাবে ছিলে। ভাবে ভাব কোরে ভাবান্তর, এখন তার অভাবে ভাবালে॥

স্বভাবে অভাব আজ দেখি হে তোমার। একি ভাবের দেখা, কও সখা আবার॥ অনুরোধে প্রবোধিতে মন, ভাল ভাবের উদয় দেখালে।

মরি মরি তোমার ভাবে ঝুরি, জান কত ছল। মুখে বঁধু, যেন মধু, হৃদে হলাহল॥ অঙ্গ সঙ্গ রঙ্গরস, নাই এখন সে পাপ। মন ভেঙ্গেছে আছে, লোক দেখা আলাপ॥ দেখে আঁখি হইত সুখী, তাও কি ক্রমে ক্রমে ঘুচালে॥ ৫৯॥

যাহুরে প্রাণ। বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল গেল। যত সুহৃৎ তাজা লোকের কুরীৎ মন্ত্রণায়, সাধের পিরীত ভেঙ্গে তুমি আছতো ভাল॥ দেখা শুনা পুন হবেনে, তার আশা ঘুচিল। কোরে হাস্যেরে হাস্য কৌতুক। পথে দেখা হোলে, যাব চলে, অঞ্চলেতে ঢেকে মুখ। ধোরে ভালবাসা ভাব, হলো ভাল লাভ, সুখের আশা কোরে, প্রেমের বাসা ভাঙ্গিল।

পিরীতেরো সাধ ঘুচালে, দুখে জ্বলালে জীবন। না জানি কারণো, কও কেন, ভাঙ্গলো তোমার মন॥ যাহোক্ ভাল ভালবাসিলে। খেয়ে আমার মাথা, পরের কথায় পিরীত ভেঙ্গে পালালে॥ কোরে আমার উপর রাগ, রাখলে যায় সোহাগ, এখন তার আদরে তোমার আদর বাড়িল।

তোমার পিরীতি কি রীতি হোলো হে যেমন হংসী মূষিকেরি প্রায়। হংসী প্রেমের দায়, পাখা দিয়ে ঢাকে তায়, সে পক্ষ কেটে পলায়॥

বিধি মতে আমায় মজালে, দুখে জ্বলালে হৃদয়। বুঝে দেখো মনে, দর্পণে মুখ দেখা বই নয়॥ তোমার অন্তরে নাই একটু টান। বল ভাল বাসি, সেটা কেবল দেঁতোর হাসি, হাস প্রাণ॥ প্রেমে ধোরে তোমার ধ্যান পেলেম ভাল জ্ঞান, এখন ঘরে পরে সকল শত্রু হাসিল॥ ৬০

এ ভাবের ভাব রবে কত দিন। প্রাণ যতনে মন যোগাওনা, পরিত্যাগও করনা, আমি যেন হোয়ে আছি, জালে গাঁথা মীন ॥

যে ভাব ছিল পূর্ব্বেতে প্রাণ সে ভাব দেখিনে। তোমার অভাব দেখে স্বভাব দোষে, আমি ভুল্‌তে পারিনে ॥ দেখা হোলে, সখা বোলে, আদরে ডাকি। তুমি বল ভালতো জ্বালা, এ পাপ আবার কি ॥ আপন বোলে সাধ্‌তে গেলে তুমি ভাবো ভিন্ ॥ ৬১

এমন প্রেম কোরে একদিন, চিরদিন, কে বোঝা ব'বে, জানি গত সরল ভাব তোমার প্রেমে বিচ্ছেদ লাভ, ওরে প্রাণ কুটিল স্বভাব গুণে অভাব ঘটাবে ॥

দেখে ঠেকে তোমায় চিনেছি, ক্ষান্ত আছি পিরীতে। বিচ্ছেদ করেছি প্রাণনাথ বিচ্ছেদের সঙ্গেতে। মনে ঐক্য আছে বাক্য গ্যাছে মিটে। রসময় প্রেমের কথা যে কয়, যাইনে তারো নিকটে ॥ আমার জন্মের মত ফুরায়েছে রঙ্গরস, মিছে ধোরে বেঁধে পিরীত ঘটাবে ॥ ৬২

বঁধু কার কখন্ মন্ রাখবে। তোমার এক জ্বালা নয়, দু দিক রাখা, বল প্রাণ কিসে প্রাণ বাঁচবে ॥ সমভাবে কেমনে রবে। সবে তোমায় একো মন্। তায় কোরেছ প্রেমাধীনী ছুঠেঁয়ে দুজন ॥ কপট প্রেমে বল দেখি প্রাণ, হাসাবে কায় কাঁদাবে ॥

একোভাবে পূর্ব্বে ছিলে প্রাণ, সে ভাব তোমার নাই। পেয়েছ যে নুতন নারী, মনো তারি ঠাঁই ॥ রাখ্‌তে আমার অনুরোধ। প্রাণ তোমার প্রমাদ হবে, সে করিবে ক্রোধ। দেখাদেখি দ্বন্দ্ব কোরে কি, দেশান্তরী করিবে ॥ ৬৩

আগে মন্ ভেঙ্গে শেষ যতন। আর কি এ প্রেম গড়ে। সেধোনা এখনো প্রাণো, কেবল রাগ বাড়ে ॥ মিছে জ্বালাও কেন, তোমার গুণো, বিঁধিয়াছে হাড়ে হাড়ে।

প্রাণ দেখো, একো বৃক্ষ কেউ করিয়ে রোপণ। ফলো পায়, কোরে তায়, কত যতন ॥ তুমি খল স্বভাবী, প্রেম অঙ্কুরো, মূল ফেলেছ আগে ছিঁড়ে ॥ ৬৪

এই অবলায় মান থাকে কিসে, প্রাণ তাতো বুঝনা, তুমি জাননা সোহাগ, কথায় কথায় কয় রাগ।

পিরীৎ ভাঙ্গতে শিখেছিলে গড়তে জাননা।

কামিনী কলহ, নির্ব্বাহ, পুরুষ যদি রসিক হয়। ধৈর্য্য গুণে, পূজ্য কোরে আনে, যে জানে প্রণয়॥ তুমি আপনি প্রাণ হোলে অধৈর্য্য। বোলে কর্ব্বো কি আর, কপাল আমার, তুমি যে হয়েছ আমার অত্যাজ্য। তোমায় হৃদয় মাঝে রাখি তবু সুখী নই, দিলে ঘরে আগুন শুনে পরের মন্ত্রণা॥ ৬৫

পরের মন্ত্রণায়, বাদ কোরে প্রেমের সাধ কেন ঘুচালে। ছিল নয়নের দেখা, তাতে ক্ষতি কি সখা, কেন সে প্রবৃত্তি পথে কণ্টকো দিলে॥ সেধে আপন কাজ, কেবল আমারে মজালে। পিরীত ভাঙ্গলে কি, বঁধু এমনি হয়। এখন ডাক্‌লে সখা, না দেও দেখা, এ পথে হোয়েছে যেন বাঘের ভয়॥ তোমায় এ পক্ষে ভুলায়ে, সে পথে নেগেল যে, এমন বশীকরণ বিদ্যা সে কোথা পেলে।

এ সুখো প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, বল কিসে হলো প্রাণ। মরি খেদে, মনের ঐ বিবাদে, কেঁদে উঠে প্রাণ॥ যখন নব ভাব ছিলো সে এক মন। এখন সে মমতা, সকল কথা, হোলো যেন শরদে মেঘের গর্জ্জন॥ কোন্ কুলটা রমণীর, কথায় ভুলে প্রাণ, ভালো মায়া মেঘের আড়ে কায়া লুকালে॥ ৬৬

নাথো কোন্ গুণে মন চায় তবু তোমাকে। ঝোরে প্রাণ, আমার ঐ দু নয়ান, একি তিলো না দেখে॥

তুমি নারীর বেদন জান না লম্পট আপনি। প্রীতি ডোরে বন্দী কোরে, বধ কর রমণী॥ হানো দারুণো বিচ্ছেদো শেলো, যুবতীরো বুকে।

ওরে প্রাণ আমি অবলা, বুঝিতে না পারি। কথায় কথায়, তুমি আমায় কর চাতুরী॥

আমি সরল্ ভাবে তোমায় প্রাণ রাখ্‌বো কেমন কোরে। তুমি যে দেবে দুখ আমায়, জান্‌বো কি প্রকারে॥ পোড়া পিরীতি করিয়ে আমার জন্ম গেল দুঃখে॥ ৬৭॥

কও দেখি হে নূতন নাগর, একি নূতন ভাব রাখা। হোয়ে কামিনী, জেগে পোহাই যামিনী ছ মাসে ন মাসে তোমার পাইনাকো দেখা॥ এমন নূতন ভাব, কে তোমায় শিখালে সখা॥ কেবল পর মজাতে জানো। থাকো আপন সুখে, পরের দুখে দুখী কওনা কখনো॥ তোমার তাদৃশী পিরীতি দেখি ওরে প্রাণ,

যেমন খলের পিরীত যলে জলের রেখা॥

– নূতন প্রেমে আমায় মজালে, কোরে নূতন আকিঞ্চন। নূতন ভাব, ধোরে নূতন স্বভাব, হোরে নিলে মন॥ নূতন প্রেম বাড়াবার লেগে। এসে নিত্য সখা, দিতে দেখা, নূতন নূতন সোহাগে॥ এখন কোথা রৈল তোমার সে সব নূতন ভাব, পেলে ছুতো লতা করো বদনো বাঁকা।

প্রাণ এত যদি ছিল মনে, তবে কেন, মজালে আমায়। আমি অবলা কুলেরো বালা, এত জ্বালা কি সহা যায়।

নীপতা শমতা, কোথা ওরে প্রাণ, কোথা নূতন আলাপন। নূতন ছল এমন নূতন কৌশল, কোথা তুমি শিখেছ প্রাণধন॥ ৬৮॥

প্রাণ তুমি আপনার নহ, আমার হবে কি। মনে মনে মনাগুণে, আমি জল্‌ব বই আর বল্‌ব কি॥ অনেক দিনের আলাপ বোলে আদরে ডাকি। কেমন আছ তুমি প্রাণ, শুনি শ্রবণে। প্রাণ গেলে প্রাণ নিজ দুঃখ তোমায় বলিনে॥ ফলহীন বৃক্ষের কাছে, সাধ্‌লে কাঁদ্‌লে ফল্‌বে কি॥

আমায় বোলে, আমায় ছোলে, প্রাণ দিলে পরেরি করে। তুমি বন্দী হোয়ে আছ তার, প্রেমেরি ডোরে॥ বিরস মুখের হাসি দেখে, বল কে হবে সুখী।

তুমি ছিলে যখন আত্মবশে রসে জুড়াইতে। পরের হোয়ে আর কি এখন পার ভুলাতে॥ আমার যা হবার হলো, প্রাণ ভাল দায়ে পড়েছ। রাহুগ্রস্ত শশী যেমন, তেমনি হয়েছ॥ সন্ধি যোগে সে শরীর স্থিতি দণ্ড নয়। সন্ধ্যা হোলে তোমার প্রাণ, নিত্য গ্রহণ হয়॥ সারা নিশি সর্ব্বগ্রাসী, দিনে ও চাঁদ মুখ দেখি॥ ৬৯॥

তবে কি হবে সজনি নাথো মান কোরে গেল। প্রাণ সই আমি ভাবি ঐ, আবার দ্বিগুণ জ্বালায় জল্‌তে হোলো॥

বিধিমতে প্রাণনাথেরে, করিলাম বারণ। কোরোনা কোরোনা বঁধু প্রবাসে গমন॥ সে কথা না শুনে প্রাণনাথ। অকালে সকালে প্রেমে হান্‌লে বজ্রাঘাত। নারী হোয়ে, করে ধরে, সাধলাম্ তারে, তবু না রহিলো॥

মনে রইল সই মনের বেদনা। প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি বলা হ'লো না। শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না। যদি নারী হ'য়ে

সাধিতাম তাকে, নিলর্জ্জ রমণী বোলে হাসিত লোকে। সখি ধিক্ ধিক্ আমারে ধিক্ সে বিধাতারে, নারী জনম আর যেন করে না॥

একে আমার এ যৌবন কাল, তাহে কাল বসন্ত এল, এ সময়ে প্রাণ-নাথ প্রবাসে গেল। হাসি হাসি যখন সে আসি বলে, সে হাসি শুনিয়া ভাসি নয়ন জলে। তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ফিরাইতে, লজ্জা বলে ছি ছি ছুঁইও না।

তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাঁদ্‌লাম সজনি। অমা'সে প্রবাসে গেল সে গুণমণি। একি সখি হল বিপরীত, মদন দহিছে এখন এ অবলার প্রাণ। প্রাণের জ্বালায় এখন প্রাণ বাঁচান ভার। লজ্জা পেয়ে লজ্জা বুঝি না রহে আমার। কারে এ দুখ ক'ব সই, কত আর প্রাণে স'ই হ'লো গো একি সখি যন্ত্রণা॥ ৭১॥

গেল তিন দিনে প্রেম, চিরদিনে বিচ্ছেদ গেল না। রসাভাসে, গেল ঘৃণ্য কোরে সে, পোড়া বিচ্ছেদের মনে কি ঘৃণা হ'ল না॥ হোলো তিনদিনে ছাড়াছাড়ি। পোড়া বিচ্ছে-দের কি হয় গো সখি, অবলার সঙ্গে এত আড়ি॥

আমার কপালে অল্প ভোগ, প্রেমের কল্পযোগ করা ভার। ত্রিরাত্রি না যেতে অত্রযোগ, কেবল কর্ম্মভোগ সার॥ ৭২॥

যাও প্রাণনাথের কাছে বিচ্ছেদ্ একোবার। যাতে বদ্ধ আছে বঁধুর প্রাণ, হানো গে তার বিচ্ছেদ বাণ, যদি জ্বালায় জ্বোলে, আমার বোলে, মনে পড়ে তার॥ যাতে মত্ত আছে সে যে, মত্ত মাতঙ্গ। কর গিয়ে সে প্রেমের সুদৃঢ়তো ভঙ্গ॥ তুমি গেলে তার প্রবৃত্তি, অমনি হবে নিবৃত্তি, বসন্তে বিদেশী হোয়ে র'বে না সে আর॥

বিরহিণী আমি রমণী, পতি প্রবাসে আমার। যৌবন কালে হোয়েছি, আশ্রিতা তোমার॥ ওহে বিচ্ছেদ্ তোমার বিচ্ছেদ্ দায়, নাথো না জানে। অন্য নারীর প্রেমো সুখে, আছে সেখানে॥ তারে জ্বালাতে পার না, আমায় দেও যাতনা, ছিঁছি অবলা বধিলে নহে পৌরুষ তোমার॥

সকাতরে হাঁরে বিচ্ছেদ করি তোরে মিনতি। কামিনীরো প্রাণ রেখে, রাখো সুখ্যাতি॥ হোয়ে আমার অন্তরের অন্তর, নাথের অন্তরেতে যাও। প্রণয় কোরে অপ্রণয়, প্রণয়

গে ঘটাও ॥ বিচ্ছেদ্ ব্যথার ব্যথা, কিছু তাঁয়, দিও বিশেষ। নারীর প্রাণে কত ব্যথা, জানে যেন সে। আমায় কোরেছ স্থূলে ভুল, ভেবে হোলো প্রাণাকুল, অকুলেতে কুল রক্ষা কর কুলজায় ॥ ৭৩ ॥

সে যেন এ কথা শুনে না। দেয় বসন্তে আমারে যাতনা ॥ শশীর কিরণে প্রাণো জ্বলে, জলেতে নাহি জুড়ায়। বিষ প্রায়, যদি চন্দন মাখি গায় ॥ শেল সম হোলো, কোকিলের গান। মলয় মারুত অগ্নি সমান। এদেশের এ বিচার, শুনিলে নাথের আর পুন পদার্পণ হবে না ॥ ৭৪ ॥

যাক্ প্রাণ, প্রাণনাথ যেন সুখে রয়। থেকে দেশান্তর, দহে নিরন্তর, তারে নিন্দে করি পাছে পতি নিন্দা হয়। আমি মরি, সহচরি, তাহে করিনে ভয়। দেখ আমি মোলে কত শত মিল্‌বে তার। সখি সে বিনে, কে আছে গো, আমার ॥ আমায় ত্যজিলে ত্যজিতে পারে, কে দুষিবে তারে আমার পূজ্যধন বইত ত্যজ্য ধন নয় ॥ গেল গেল, কুলো কুলো, যাক্ কুল, তাহে নই আকুল। মরেছি যাহার কুল, সে আমার প্রতিকুল। যদি কুল-কুণ্ডলিনী, অনুকূলা হন্ আমায়। অকূলের তরী কূল পাব পুনরায় ॥ এখন ব্যাকুল হোয়ে কি দুকূলো হারাব সই, তাহে বিপক্ষে হাসিবে যত রিপুচয় ॥ ৭৫ ॥

হর নই হে আমি যুবতী। কেনে জ্বালাতে এলে রতিপতি ॥ কোরো না আমার দুর্গতি। বিচ্ছেদে লাবণ্য, হয়েছে বিবর্ণ, ধরেছি শঙ্করের আকৃতি ॥

ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ অনঙ্গ, একি রঙ্গ হে তোমার। হর ভ্রমে শরাঘাত, কেন করিতেছ বার বার ॥ ছিন্ন ভিন্ন বেশো, দেখে কও মহেশো, চেন না পুরুষো প্রকৃতি।

হায় শুন শম্ভু অরি, ভেবে ত্রিপুরারি, বৈরি হয়োনা আমার। বিচ্ছেদে এদশা, বিগলিতকেশা, নহে এতো জটাভার ॥ বয়সে নবীনা, প্রাণপতি বিনা, যোগিনী হয়েছি সম্প্রতি। কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পরেছি নীলরতন। অরুণো হলো নয়ন ক'রে পতি বিরহে রোদন ॥ এ অঙ্গ আমারো, ধুলায় ধূসরো, মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি ॥ ৭৬ ॥

রমণীরে সকলে নিদয়। কেহ নারীর হিতকারী নয়॥ পাণ্ডব খাণ্ডব বন দহিল যখন। নানা জাতি পক্ষী তাতে হইল দাহন॥ কোকিল মরিত যদি তায়। তবে কি কু রবে প্রাণ যায়॥ বিরহিণী বধিবারে বাঁচাইল ধনঞ্জয়॥ ৭৭॥

কোকিলে কি সময়ো পেলে। তুমি এত দিন কোথা ছিলে॥ কাল্‌গুণে কাল্ তুমিও হোলে। একেতো বসন্ত ভূপতি। অবিচারে মারে যুবতী॥ হোয়ে পক্ষ, তারি পক্ষ, নারী বধিতে এলে॥ ৭৮॥

যৌবন জনমের মত যায়, সেত আশা পথ নাহি চায়। কি দিয়ে গো প্রাণ সখি রাখিব উহায়॥ জীবন যৌবন গেলে আর, ফিরে নাহি আসে পুনর্ব্বার, বাঁচিত বসন্ত পাব কান্ত পাব পুনরায়।

গেল গেল এ বসন্ত কাল, আসিবে তৎকাল। কালে হল কাল, আমার এ যৌবনকাল॥ কাল পূর্ণ হলে রবে না, প্রবোধ প্রবোধ মানে না, আমি যেন রহিলাম তার আসার আশায়॥

হায় ষোল কলা পূর্ণ হল যৌবনে আমার। দিনের দিন ক্ষয় হল সই ফল পাব কি তার॥ কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদে হয় শশীকলা ক্ষয়। শুক্লপক্ষে হয় পুন পূর্ণোদয়॥ যুবতীর যৌবন হলে ক্ষয়, কোটি কল্পে পুনঃ নাহি হয়। যে যাবে সে যাবে হবে অগস্ত্য গমন প্রায়॥ ৭৯॥

সেই গেলে প্রাণ আসি বলে, এই কি সেই আসি। সুখের আশে দুখে ভাসে বঁধু তোমার প্রাণপ্রেয়সী। বল কেমন পেয়েছিলে নব রূপসী। তার আশায় যদি বশ হলে রসময়, আশা দিয়ে আমারে হে যাওয়া উচিত নয়, আশা-পথ চেয়ে আমি নয়ননীরে ভাসি।

এস এস এস দেখি প্রাণ একি চমৎকার। অপরূপ আগমন হইল তোমার॥ শশী সঙ্গে প্রাণ তুমি করিলে গমন। ভানু সঙ্গে পুন আসি দিলে দরশন। আমারে বঞ্চনা ক'রে কোথায় পোহাইলে নিশি॥ ৮০

এই খেদ তারে দেখে মরমে গেলেমনা। আমায় চাক্ বা না চাক্, সদা সুখে থাক্, কেন দেখা দিয়ে একবার ফিরে গেল না॥

জীবনো থাকিতে প্রাণনাথ, যদি নাহি এলো নিবাসে। লুব্ধ আশা

দিয়ে সে, কেন রইল প্রবাসে॥ আমি সেই আশাবৃক্ষে সদা দিয়ে অশ্রুজল। সিঞ্চিলাম সই, কই হ'লো সুখফল॥ তরু সমূলে শুকালো, শেষে এই হ'লো সই, কালো কোকিলেরি রবে প্রাণো বাঁচে না॥ ৮১

ছি ছি প্রাণ, বোলোনা প্রাণ। ইথে হাসবে লোকে আমায় পাকে, শেষে হবে কি হে অপমান। যারে প্রাণ সঁপেছ, সেই এখন প্রাণ। আমায় বল্লে প্রাণ, প্রাণ জুড়াবে না। শুনলে সে আবার, পাবে প্রাণে প্রাণে যাতনা। আমায় করে অন্তরের অন্তর, পরে অন্তরে দিয়েছে স্থান।

নূতন যারা, তোমায় তারা, নয়নের তারা। একি স্থূলে ভুল, যে জন আঁখির শূল, কেন তায় আদর করা। কোথা শিখলে প্রাণ, এমন মন রাখা। বুঝতে নারী ভাব, একি ভাব তোমার আজ সখা। ত্যজ্য ধনের বাড়ায়ে সম্মান, কর পূজ্যধনের অপমান॥

যথায় তব নব ভাব, তারে প্রাণ বলগে—হবে তার সুখ। আমায় কেন বলে প্রাণ বাড়াও দ্বিগুণ দুঃখ।

ভেবেছিলাম রসময় গিয়াছে সে দিন। এখন হ'লাম প্রাণ, কেবল কথায় প্রাণ, কিন্তু কর্ম্মে ফলহীন। তোমায় বিচ্ছেদ হে আমার গলার হার। কর্‌বে অনাদর কি দোষে বলহে তাহার। চ'খের দেখা মুখের আলাপন। এখন সেই লক্ষ লাভ জ্ঞান॥ ৮২

ওলো সুধাংশুমুখি প্রাণ, কি নূতন মান দেখালে। তোমার হাসি শশী-মুখে, কান্নাও আছে চোকে, বচনে মান রেখে প্রাণ জুড়ালে॥ কোরে মান, প্রেমের দুই পক্ষ সমান, জানালে। আমার এ পক্ষে না করে বিপক্ষতা। তোমার মানেতে নাই কৌশল, না দেখি কোন ছল, শতদল ভেসে যায় নয়নজলে।

মান্ তরঙ্গে অঙ্গ ডুবালে, প্রাণ তো ভেঙ্গে বল্লেনা। আকার ইঙ্গিতে, ভাবের ভঙ্গিতে বুঝলাম্ যেমন্ মন্ত্রণা॥ আমায় নিগ্রহ কোর্‌বে নাকি নির্দ্ধার্য্য। কোরে ঔদাস্য মান অধৈর্য্য কোল্লে প্রাণ, আপনায় আপনি নও ধৈর্য্য॥ ওলো পূর্ণচন্দ্রাননে, আধো আধো পানে, আধো চাঁদ ঢেকেছ প্রাণ অঞ্চলে।

তোমার কতবার দেখেছি প্রাণ কত মান্। আজ কি সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি। ভেবে দেখলে সে মান, ম'লেও রাগ যায় না প্রাণ, অথচ আমার পানে সুদৃষ্টি। আজ কি সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি॥ ৮৩

তোমার মানের উপরে মান, কোরে আজ মান বাড়াব। আমায় আজ যেমন কাঁদালে, পায়ে ধোরে সাধালে, আমি আজ তেম্নি কোরে কাঁদাব।

প্রাণ যে করেছে নিদারুণ মান, সাধতে গেল আমার প্রাণ। কোন দুষী নই, তবু সকল স'ই, প্রেম সম্বন্ধে মাগ্য মান্। কেমন কোরেছ পিরীতে পদানত। সঁপিলাম ধনপ্রাণ, তবু মন পাইনে প্রাণ, অপমান প্রাণে স'ব কত। কর কথায় কথায় দ্বন্দ্ব, কেমন্ কপাল মন্দ, গোবিন্দ জুড়ান্ তো প্রাণ জুড়াব ॥ ৮৪

তোরা বল্ দেখি সই, পুরুষের মান্ যায় কেমন কোরে। আমার মান সমাধান, কোল্লে পায়ে ধোরে যে সই, আমি নারী হোয়ে কোন মুখে তায় সাধ্ বো পায়ে ধ'রে ॥

ভেবেছিলাম মনে, মোজে মানে, আপনার মান বাড়াই। তাহে এক দিকে মান রাখতে গে সই, দুদিগবা হারাই ॥ যখন মান্ কোরে, মানিনী হোয়ে, রাই গো মনের দুখে। কতবার তখন, প্রাণনাথ আমার, মানের দায়ে ব্যাকুল হোয়ে, প্রাণ দিয়ে মান রাখে ॥ এখন আমার মান ভেঙ্গে দিয়ে, উল্টে মান্ কল্লে। সই, এবার তার মানের মান, থাকে কিসে তাই ভাবি অন্তরে ॥ ৮৫

থাকো প্রাণ অভিমান লইয়ে। আমি দেশে যাই মনো দাও ফিরায়ে ॥

মধুর প্রয়াসে আমি আইলাম তব-স্থানে। নলিনী কেন মগ্না হোলে মানে ॥ আশা না পুরায়ে দিলে মধু। কেতকীকলঙ্ক কর শুধু ॥ মিছে দ্বন্দ্ব কোরে জ্বালাও হে আমারে, নিশি গেল তোমায় সাধিয়ে ॥ ৮৬

এত দিনে সই, প্রাণনাথের আমার, মান ভঙ্গ হয়েছে। ক'দিন কথা ছিলনা, ডাকুলে দেখা দিতনা, সে আজ হাসি মুখে আসি বোলে গিয়েছে ॥ ছিল যে দ্বন্দ্ব, সে সব দ্বন্দ্ব ঘুচেছে ॥ যেন পরীক্ষা দিয়ে উঠেছি। কোন ছল পেয়ে প্রাণ, কর্ব্বে যে মান্, বাঁকা-বাঁকির দফা রফা কোরেছি ॥ গেলে কৃষ্ণ দরশনে, সন্দ হোতে মনে তার, এখন সে দোষে নির্দ্দোষী বিধি কোরেছে ॥

ভাল বাসি বোলে, ছলে কৌশলে, প্রাণনাথের হোতো মান। নারী হোয়ে, সদা প্রেমের দায়ে, সাধতে যেতো প্রাণ ॥ বারে তিলেক না

দেখলে মরি। তারে একলা রেখে, একলা থেকে, ত্রিরাত্রি কি প্রাণো ধরিতে পারি॥ যে জন হাসালে; কাঁদালে, চরণে ধরালে সই, সে আজ আপন সাধে এসে সেধে গিয়েছে।

আমার প্রাণনাথের স্বভাব ভাল নয়, কুটিল হৃদয়, যেন বিষধর। নিজ রসাভাসে, দংশে এসে যদি সই, জ্বোলে মোর্ল্লো নিরন্তর॥ ৮৭

প্রাণ রে প্রাণ। নইলে কেন হৃদে হানো বিচ্ছেদ বাণ। বুঝি মানের অভিপ্রায়, মান চণ্ডীতলায়, তুমি নাগর কেটে দিবে, নরবলিদান। নারী হোয়ে কোথা শিখেছ, প্রাণ ঘাতকী সন্ধান। তুমি স্বচক্ষে কি দেখেছ। রাগে রক্ষা নাই আর, আমার পক্ষে খড়্গাহস্ত হোয়েছ। ধোরে মিছে ছলে ছল, কোরে অকৌশল, কর ছুতোলতায়, কথায় কথায়, অপমান।

তুচ্ছ কথায় কোরে অভিমান, যখন কোরেছ বাড়া বাড়ি। তখনি জেনেছি আজ হোতে প্রেম ছাড়াছাড়ি। তোমার ভাল বাসা এত নয়। আমার প্রাণ জ্বলাবে, দেশ ছাড়াবে, তাড়াবে তারি আশয়। আমি সর্ব্বত্যাগী হই, তোমার বাঞ্ছা ঐ, তাইত কোরেছ আজ এমন সর্ব্বনেশে মান॥ ৮৮

নাথো আজ আমার পিরীতের ব্রত উদ্‌যাপন। আনো বিচ্ছেদেরে কোরে আবাহন॥ দক্ষিণান্ত, হোলে ক্ষান্ত, হয়ো পাপ মন্। অঘটে, ঘটনা ঘটে, কোরে যাই আজ বিসর্জ্জন॥

আমি প্রেম ব্রত করেছিলাম যারো কামনায়। কর্ম্ম দোষে সখা হে. না পেলেমো তায়॥ খণ্ডব্রতী হইহে যদি, হাসিবে হে শত্রুগণ॥ ৮৯॥

আমার যৌবন কিনে লয়, প্রেমধন দেয়, এমন্ পাইনে রসিক ব্যাপারী। আমার এ দেশে, অনেক আছে, যারা কর়য়ে প্রেমেতে চাতুরী। কেবল্ মিছে ভ্রমে ভ্রমে মরি। অরসিক গ্রাহকে এ রস চায়। মূল্য শুনে কাণে, মাথা নোওয়ায়। পশরা নামাতে এসে অনেকে, আগে দুই বাহু পসারি॥

মদন রাজার, প্রেমের বাজারে, এলে প্রেমলাভ হয়। রসিকে রমণী এলেম্ আমি সেই আশয়। আগে কে জানে সই, এ বিবরণ। কপট মহাজন হেথা এমন। নূতন-ব্যবসায়ি-রমণী গেলে, ফেরে ফারে কর়ে চাতুরী॥

এই অবলা সরলা, প্রেমের জ্বালা, ভার হয়.আপনার সহিতে। যৌবন-.

রসের ভার অভিভার, নারী নারি আর বহিতে ॥

গোপেতে গোরস, লোয়ে দেশ দেশ, ভ্রমণ করে যেমন। এত নয় তাদৃশ গছাবার ধন। রসিক গ্রাহক যদ্যপি পাই। বিরলে বিক্রয় করি তার ঠাঁই। আমারে কিনিবে যৌবন কিনে, কেনা হবো আমি তাহারি ॥ ৮৯

এ বসন্তে সখি, পঞ্চ আমার কাল হোলো জগতে। করে পঞ্চভুখে দাহ, পঞ্চভূত দেহ, পঞ্চত্ব বুঝি পাই পঞ্চ-বাণেতে। পঞ্চ যাতনা প্রায়, নিশি পঞ্চ প্রহরেতে। যদি পঞ্চামৃত কোরি পান, নাহি জুড়ায় প্রাণ, হৃদে বেঁধে পঞ্চবাণ। দেখ পঞ্চানন তনু ভস্ম কোরেছিলেন যার, এখন সেই দহে দেহ পঞ্চশরেতে ॥

পঞ্চাক্ষরনাম, মকরধ্বজ, বিরহি-রাজ্যে রাজন। সহ সহচর, পঞ্চশর, রিপু হোলো পঞ্চজন। ভ্রমরকোকি-লাদি পঞ্চশর। রাজা পঞ্চশর। অঙ্গে হানে পঞ্চশর। তাহে ঊনপঞ্চাশত, মলয়মারুত সই, আবার ভানু দহে তনু পঞ্চবাণেতে ॥

সই, গ্রহ প্রকাশিলে, পঞ্চম মঙ্গল, ফুলবাণ যেন পঞ্চবাণ। পঞ্চদশ দিনে হ্রাস বৃদ্ধি যায়, তার কিরণেও দহে প্রাণ ॥

পঞ্চম দ্বিগুণ বদন যায়, রাক্ষসের যে প্রধান। তার চিতাসম জ্বলিছে সখি, পঞ্চম দুখেতে প্রাণ। যদি দ্বিপঞ্চদিকেতে চাই। পঞ্চ রিপু নাই। পঞ্চ সহকারী নাই। কেবল পঞ্চম অসাধ্যে, পঞ্চ রিপুর মধ্যে সই, আমি থাকি যেন সখি, পঞ্চতপেতে ॥

সই, পঞ্চপাণ্ডবেরা খাণ্ডবকানন, জ্বালায়ে ছিলো যেমন। তেমতি এ দেহ জ্বালায় সখি, বসন্তের চর পঞ্চজন। পঞ্চম দ্বিগুণ, দ্বিগুণ কোরে, করিতে চাহি ভক্ষণ। তাহে প্রতিবাদী হয়গো আসি, প্রতিবাসী পবনজন। বলে পঞ্চরিপু গিয়েছে, সোয়েছে, এ পঞ্চ ক দিন আছে। কিন্তু এ পঞ্চ-যাতনা, প্রাণে আর সহে না, সই, এবার পঞ্চ মিশায় বুঝি পঞ্চভাগেতে ॥

আর নারীরে করিনে প্রত্যয়। নারীর নাইকো কিছু ধর্ম্মভয়।

নারী মিলতে যেমন ভুলতে তেমন দুই দিকে তৎপর। মোজয়ে পরে, চায় না ফিরে, আপনি হয় অন্তর।

উত্তমেরে ত্যেজ্য করে অধমে যতন, নারী, বারি, দুই জনারি, নীচ পথে গমন। তার প্রমাণ যোজি প্রাণ,

নলিনী তপনে ত্যেজিয়ে, বনের পতঙ্গ সে ভৃঙ্গ, তারে মধু বিতরয় ॥ ৯১

কার্ দোষ দিবো কপালেরি দোষ আমার। যেমন প্রাণনাথ প্রাণে দেয় আঘাত, তেমনি অন্যায় অবিচার বসন্ত রাজার। কে আছে স্বপক্ষ রে বিরহি-জনার ॥

সময়েরি গুণে সখি রে করে হীন-জনে অপমান। কোথা গে জুড়াব প্রাণ, নাহি দেখি হেন স্থান। একে দুঃসহ বিরহ নির্ব্বাহ নাহিক হয়। তাহে কালগুণে কালবসন্ত উদয়। এসে সপ্তরথি মিলে মারী মজালে সই যেন অভিমন্যুবধের উদ্যোগ এবার ॥

সই, আমি যার সে আমার ভেবে দেখে যদি না এলো। জগতের জীবন, মলয় পবন, সে আমার কাল হোলো। তবে মরণ ভালো ॥

প্রিয়জনে ত্যজে প্রিয়জন, গেল প্রয়োজনে আপনার। আমারে বলে আমার, এমন কে আছে আমার। হোয়ে রতিপতি, করে যুবতীর সঙ্গেতে বল। আছি পথ চেয়ে, রথ হোয়েছে অচল। ভয়ে সারথি পলালো, শেষে এই হোলো, সই কাল কোকিলেরি রবে প্রাণে বাঁচা ভার ॥ ৯২

কোকিল কর এই উপকার। যাও নাথের নিকটে একবার। ব্যথার ব্যথিত হও তুমি আমার। নিষ্ঠুর নাগর আছে যথায়। পঞ্চস্বরে গান শুনাও গে তায়। শুনে তব ধ্বনি, বোলিয়ে দুখিনী, অবশ্য মনে হইবে তার ॥

বিরহি-জনায়, অন্তরে হানো কুহু কুহু স্বর। ইথে নাই তোমার পৌরুষ পিকবর। একলা অবলা আমি বালা। আমারে যেরূপে দিলে জ্বালা। তাহারে তেমতি পার হে জ্বালাতে, প্রশংসা তবে কোরি তোমার ॥

হায়, যে দেশে আমার প্রাণনাথ, কোকিল বুঝি নাই সে দেশে। তা যদি থাকিতো, তবে সে আসিতো, বসন্ত সময়ে নিবাসে ॥

কিংবা কোকিল আছে, নাই তার সুস্বর তব সমান। কুরবে বুঝি হান্‌তে পারে না বাণ। অতএব মিনতি করি এখন। কোকিল, তথায় কর গমন। তোমার এ রবে, প্রবাসে কে রবে, নিবাসে আসিবে নাথ আমার ॥ ৯৩

কে সাজালে হেন যোগীর বেশ। কহ অলিরাজ সবিশেষ। কেতকী-সৌরভ অঙ্গে তব অশেষ। রজ লেগেছে কালগায়, হোয়েছে প্রাণ

বিভূতির প্রায়, ঢুলু ঢুলু ছুটি আঁখি, রূপের না দেখি শেষ ॥

ধুতুরা পীযূষ বঁধু কোরেছ হে পান। হেরিয়ে তোমার মুখ, কোরি অনুমান। তাহাতে হোয়েছে প্রাণধন। আঁখি ছুটি উর্দ্ধে উন্মীলন। মধু ভিক্ষা কোরে বঁধু ভ্রমিতেছ নানাদেশ ॥ ৯৪

আগে প্রেম না হোতে কলঙ্ক হোলো। বিধি ঘটালে উদ্যোগে দুর্যোগ, প্রেমের আশা না পূরিলো। উপায় এখন কি কোরি বলো। তুমি এপথে এলে, করে কুরব কুচক্রী সকলে, দিনান্তরে দিতে দেখা বুঝি সখা তাহা ঘুচিলো ॥

না হোতে তোমার সহ সুখ-সংঘটন। জানাজানি কাণাকাণি করে রিপুগণ। নয়নেরি মিলনে। এত প্রমাদ হবে তা কে জানে। না পেলেম, প্রাণ জুড়াইতে, লাভে হোতে দুকুল গেলো ॥

সরমে মোরি মরমে লোক যদি হাসে। তোমার লজ্জায় আমার লজ্জায় বাঁচিব কিসে ॥

দুজনে গোপনে যদি অন্য কথা কয়। অমনি চমকে উঠে অভাগীর হৃদয়। ফুটিতে না পারি হায়। যেমন বোবার স্বপ্নসম প্রায়। মনাগুণ মনে জ্বলে, নয়নজলে, হোয়ে প্রবলো ॥ ৯৫

এই কোরো প্রেম গোপনে রেখো। কেহ না জানে তুমি আমি বই, কথা প্রকাশ কোরোনাকো। দেখো প্রাণ অতি সাবধানে থেকো। তোমায় আমায় একাত্তা। কেউ শুনেনা যেন একথা। পথে দেখা, হোলে সখা, নয়ন ঠেরে সঙ্কেতে ডেকো ॥

পীরিতের আশা আমার নিরাশা বা হয়। কুলনারী, সদাই কোরি, কলঙ্কেরি ভয়। যৌবন কোরেছি দান। তার দক্ষিণা দিলাম কুলমান না হই যেন অপমানী, গুণমণি, দেখো হে দেখো ॥

অবলা, আমি সরলা, তায় কুল-বতী। প্রেমের আশে, পাছে শেষে, বলে অসতী ॥

মনের মিলনে মনে থাক্‌বো দুজনা তুমি কেবা আমি কেবা চেনা যাবেনা। ঘন চাতকিনী প্রায়। প্রেম সমানে থাক্‌বে দুজনায়। মেঘে যেমন শশী ঢাকা, তেমনি সখা, লুকায়ে থেকো ॥ ৯৬

হায় রে পীরিতি, তোর গুণের বালাই নে মোরি। যখন যারে পাও, তার কি সুখ দুখ সব ঘুচাও, তোলো সিংহাসনে, কর পথের ভিকারী। তোমার তরে সদা ঝরে হে কি পুরুষ

কি নারী। একবার যার সঙ্গে যার পীরিত হয়। সে তার নয়নতারা, আর কিছুই কিছু নয়। ভাবি জন্মে যার মুখ না দেখি আর, আবার দেখা হোলে তার সেই চরণে ধোরি।

কিক্ষণে এপ্রেমে লাগ্‌লো প্রেম আমি জন্মে ভুল্‌তে পারিনে। দুখ-ভোগ অনুযোগ তবু না দেখলে তো বাঁচিনে। কেমন কোরে রেখেছিগ আমায়। তারে না দেখলে প্রাণ আর কোথাও না জুড়ায়। মন স্বর্গপথে যেতে বর্গ মানে ন, আমি চতুর্ব্বর্গ ফল পাই চাঁদবদন হেরি॥

হায় প্রেমের প্রেম মনে উদয় হোলে সাধ্য কি বাধ্য রাখি। তিলেক না হেরে বিরহবিকার, পলকে পলকে প্রলয় দেখি॥

প্রেমসুধা পান যে করে, তার নাহি থাকে কোন খেদ। স্বপক্ষ বিপক্ষ প্রেমে শত্রু মিত্র নাহি ভেদ। নাই উঠতে বোস্‌তে শক্তি যার। শুনে প্রেমের কথা, যায় সাত সমুদ্রপার। প্রেমে বোবার কথা শুনে, কাণায় চক্ষু পায়, আবার পঙ্গু এসে হেসে লজ্বায় গিরি॥ ৯৭

ধিক্ সে প্রাণকান্তে, 'এলো না বসন্তে। রমণী রাখিয়ে ভুলে আছে কি ভ্রান্তে। সে যে গিয়েছে দূরদেশ। আছি কি মোরেছি করে না উদ্দেশ। পতি হোয়ে সঁপে গেলো, মদনদুরন্তে॥

একা রেখে যুবতীকে, গেল দেশান্তর। তার বিরহেতে প্রাণ আমার দহে নিরন্তর। সে বিনে এ যৌবন-রতন। বলো রক্ষক কে, করিবে রক্ষণ। কাহার শরণ লোই বিনে প্রাণকান্তে॥

প্রিয়জনে ত্যজে প্রিয়জন, আছে কেমনে। হোলো না কি তার দয়া রমণীরতনে॥

কন্যাকালের কথা মনে হোলে বাড়ে শোক। আমার জনক তারে দিলেন দান, দেখিয়া সুলোক। করে করে কোরে সমর্পণ। তারে বোল্লেন, সুখে কোরো হে পালন। কথা না হোলো পালন, সঁপিলেন্ কৃতান্তে॥ ৯৮

যে কোরেছে যাহার সহ পীরিতি ব্যাভার। সেই সে বুঝেছে সখি মরম তাহার। পরেতে পরের মন, কে, পেয়েছে কার। প্রণয়কারণে, উভয়ের দোষ গুণ না করে বিচার॥

কামিনী পুরুষ মাঝে সই, আছে যত জন। যে যাহার মন কোরেছে হরণ। মান অপমান দেখে না, দোঁহে সদা করে অঙ্গীকার॥

ওরে প্রাণরে, গরিমা নাহি প্রেমিক-দেহে। প্রেমের অধীন হোলে সকলি সহে॥

গুরুজনা গঞ্জনা দেয়, না হয় দুখী। সদা বাসনা প্রিয়তমেরে দেখি। দিনান্তরে দেখা-না হোলে, মন প্রাণ দহে দোঁহাকার॥ ৯৯

সে যেন এ কথা শুনে না। দেয় বসন্তে আমারে যাতনা।

শশীর কিরণে প্রাণ জ্বলে, জলেতে নাহি জুড়ায়। বিষপ্রায়, যদি চন্দন মাখি গায়। শেলসম হোলো, কোকিলের গান। মলয়মারুত অগ্নিসমান। এ দেশের এ বিচার, শুনিলে নাথের আর, পুন পদার্পণ হবে না॥ ১০০

সেই তুমি সেই আমি—সেই প্রণয়—নূতন নয় পরিচয়।

হলে প্রাণ, রসের অনুষ্ঠান, তবে বিরস বদন কেন হয়?

তোমার লোকে কয় রসময় মিথ্যা নয়, সে রস পরের কাছে হয়; ঘরে এলে মুখ যেন সে মুখ নয়।

তোমার আমার প্রতি ভ্রান্তি, শিরে সংক্রান্তি যেমন শান্তিশতকেতে পাঠ এগুলো।

ভাব দেখে করি অনুভব, ভাব বুঝি ফুরাল। দিনের দিন রসহীন হয়েছি আমি; আছ সেই তুমি, তোমার প্রেম লুকাল।

এই দুঃখে প্রাণনাথ প্রাণ দহিল।

ছিল নব রস, ছিলে বশ, কত যশ, করতে তুমি প্রাণধন; দেখা হলে এখন তুলে চাওনা ও বদন।

তখন হাসি হাসি তুষিতে প্রেয়সী প্রাণ, সে সব শশিমুখের হাসি কোথায় গেল॥ ১০১

পূর্ণ যোল কলা, ষোড়শী বালা, যৌবন ধরা নাহি যায়।

কৃষ্ণপক্ষে যেমন দিনের দিন হচ্চে কলানিধির ক্ষয়।

আমার এ ধনের সম্ভোগী যে জন করিল না রক্ষে, দেখিস বিপক্ষে রক্ষা করি যক্ষের ধন।

পোড়া মদনের যন্ত্রণা, প্রাণে আর সহে না কান্ত পুরাল না মন আশ।

সখী বলব কি এ দুখিনীর এই জ্বালা বারমাস; গেল চিরদিন কাঁদিতে, বসন্ত কি শীতে আমার হয়েছে যেন সীতার বনবাস।

জানলেম ভাগ্যে সই পূর্ণ হল না অভিলাষ।

আমি সাধে কি সাধ না সই

তায় ; দেখলে সই আমায়, শত্রু ফিরে চায়, সে যেন চখের মাথা খায়।

রেখে বিরহ-সাগরে, যুবতী নারীরে প্রাণনাথ সুখেতে কর্‌ল নিরাশ।

আমার জনক তারে দিলেন দান দেখিয়া সুলোক।

করে করে করে সমর্পণ, তারে বল্‌লেন সুখে করো গো পালন। কথা না হল পালন, সঁপিলেন মদন-কৃতান্তে ॥ ১০২

বালিকা ছিলাম, ছিলাম, ভাল ছিলাম সই—ছিল না সুখ অভিলাষ।

পতি চিনতাম না, হৃদ্‌পদ্ম ছিল অপ্রকাশ।

এখন সেই শতদল মুদিত কমল, কাল পেয়ে ফুটিল, পদ্মের মধু পদ্মে রেখে ভৃঙ্গ উড়ে গেল।

একে মদনের পঞ্চ শর, প্রাণনাথের বিচ্ছেদ-শর, দুই শরে সারা হল যুবতী, আমার কুলের নাশক হল রতি-পতি, আমার প্রাণনাশক হল প্রাণ পতি, আমি অবলা বই—নই, কি করি বল সই, হয়েছি বিচ্ছেদে নূতন ব্রতী—উভয় সঙ্কটে পড়ে গো সই, হল একি দুর্গতি।

ও তার নামটি মদন, গঠন কেমন দেখ্‌তে পাইনা চখে, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ যেমন বাণ মারে কোথা থেকে।

একে অর্দ্ধরথী নারী, তার সঙ্গে কি পারি, তাতে নাই আমার যৌবন রথের সারথী।

পোড়া মদন ত তাও সই বুঝে না। দেখে অবলা নারী তাতে যুবতী। আপনি পতি হয়ে যদি বুঝলে না বেদনা ; রতিপতি বুঝবে কেন পর নারীর যাতনা ?

জ্বালালে পতি হয়ে যদি নারীর প্রাণ, দোষ কি দিব মদনে।

ঘুচে সব জ্বালা, জুড়ায় অবলা, ত্যজলে এ পাপ জীবনে।

পোড়া যৌবন গেল, জীবন গেলে প্রাণ জুড়ায় গো সখি। নইলে জ্বালা জুড়াবার আর উপায় না দেখি।

আমার কুল রক্ষে, মান রক্ষে সম-ভাব দুপক্ষে, পাছে বিপক্ষে বলে আবার অসতী ॥ ১০৩

প্রেমে সুখী হব বলে সখী গো, সঁপিলাম পরে প্রাণ মন।

ভাগ্য গুণে সে সাধে বিষাদ ঘটলো আমার সই এখন।

প্রেমের রীতি নীতি পদ্ধতি ব্যভার, জান্‌তাম না আগে সই, শিখিলাম ঠেকিয়া এই বার।

আমি অবলা সরলা, এত কি জানি বল না। আমায় বল্‌লে সে—মন দিলেই মন ভুলিবে।

সঁপলাম এই ভেবে তায় আগে মন; কে জানে সে মন না দিবে। দিয়া আপনার ধন সেধে পরে, পরের ধন পেলেম না পরে।

স্বপ্নে জানি না সে এই শত্রু হাসাবে।

আগে তুলালে সিংহাসনে কথাতে কে জানে শেষে কাঁদাবে।

ভাবলাম প্রাণ দিয়ে পাব পরের প্রাণ; জুড়াব দুজনায়—হবে সই সুখের অনুষ্ঠান।

মন সরল নাকি নারীর অতিশয়, কপট বোঝে না; তাতেই মজে গো পুরুষের শঠভাবে॥ ১০৪

আমার পর ভেবে সই পর সর্ব্বাশ হোয়েছে। আমি যে পর ভজিলাম্ সখি, পর সুখে হব সুখী, অপরে কি আছে বাকী, সে পরে পর ভেবেছে। অতঃপরে না জানি কি কপালে আছে। যার লাগি ঘরে হলেম্ পর, সে ভাবিল পর। পরে আবার সাধে বাদ, শুনি পরস্পর॥ পরম ভাজন, ছিল যে জন, পরোক্ষে সে হাসিছে॥

না বুঝে সই পরের প্রেমে মজলাম একবার। সখি সেই পরে, তারোপরে, পরে, মন ছিল আমার॥ সে পর বিধির সংঘটন, পরম ভাজন। তৎপরে তৎপরে ভেবে পরে দিলাম মন॥ আবার তারে, অন্য পরে, পর কোরে রেখেছে॥ ১১৪

সম্পূর্ণ।

হরু ঠাকুর।

হরুঠাকুর।

ইহাঁর প্রকৃত নাম,—হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ী, জন্মস্থান,—কলিকাতা—সিমুলিয়া। কেহ বলেন,—১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে, কেহ বলেন ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে, কেহ বলেন বাঙ্গলা ১১৪৫ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। কাহারও মতে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে, কাহারও মতে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে এবং কাহারও মতে বাঙ্গলা ১২১৫ সালে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

ওগো চিনেছি চিনেছি, চরণ দেখে, ঐ বটে সেই কালিয়ে। চরণে চাঁদ ছাঁদ, আছে দীপ্ত হয়ে। যে চরণ ভোজে ব্রজেতে আমায়, ডাকে কলঙ্কিনী বলিয়ে।

ভুবনো মোহনো, না দেখি এমনো. ঐ বই। রূপ কি অপরূপ রসকূপ, আমরি সই॥ কুলে শীলে কালী দিয়াছি আমি, কালো রূপ নয়নে হেরিয়ে॥ ১॥

জলে জলে কিগো সখি। .অপরূপো রূপো দেখি॥ দেখ সই নিরখি। কৃষ্ণের অবয়ব সব ভাব ভঙ্গী প্রায়, মায়া কোরে ছায়া রূপে সে কালা এসেছে কি॥

আচম্বিতে আলো কেন যমুনার জল। দেখ সখি কূলে থাকি কে করে কি ছল॥ তীরের ছায়া নীরে লেগে হ'লো বা এমন। স্থগিতে দেখিতে আমার জুড়ালো দুটি আঁখি॥

নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে। (ওগো ললিতে) না দেখি এমন রূপো বারি মাঝেতে॥

আজু সখি একি রূপ নিরখিলাম হায়। নীর মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায়॥ ঢেউ দিওনা কেউ এ জলে, বলে কিশোরী। দরশনে দাগা দিলে হইবে সখি পাতকী॥

বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বইত নই। (ওগো প্রাণ সই) নিরখি নির্ম্মল জলে অনিমিষে রই॥

কত শত অনুভব হয় ভাবিয়ে। শশী কি ডুবিলো জলে রাহুয়ো ভয়ে॥ আবার ভাবি সে যে শশী কুমুদবান্ধব। হৃদয় কমল কেন তা দেখে হবে সুখী॥ ২॥

কই বিপিনবিহারী বিনোদ আমার এলো না। মনেতে করিতে সে বিধু-বয়ান, সখি, এ যে পাপ প্রাণ, ধৈরজ না মানে, প্রবোধি কেমনে তা বল না॥

সই, হেরি ধারাপথ থাকয়ে যেমত, তৃষিত চাতক জনা। আমি সেই মত হোয়ে, আছি পথ চেয়ে, মানসে করি সেরূপ ভাবনা॥

হায়, কি হবে স্বজনি, যায় যে রজনী, কেন চক্রপাণি এখনো। না এলো এ কুঞ্জে, কোথা সুখ ভুঞ্জে, রহিল না জানি কারণে॥

বিগলিত পত্রে, চমকিত চিত্তে, হোতেছে স্থির মানে না। যেন এলো এলো হরি, হেন জ্ঞান করি, না এলো মুরারি, পাই যাতনা॥

সই, রবিকিরণের প্রায় হিমকর, এ তনু আমারো দহিছে। শিখি-পিক-রব, অঙ্গে মোর সব, বজ্রাঘাত সম বাজিছে॥

সই, করিয়ে সঙ্কেত, হরি কেন এত, করিলেকো প্রবঞ্চনা। আমি বরঞ্চ গরল, ভখি সেও ভাল, কি ফল বিফলে কালযাপনা॥

সই, দেখ নিজ করে, প্রাণপণ কোরে, গাঁথিলাম্ এ কুসুমহার। একি নিরানন্দ, বিনে সে গোবিন্দ, যেন মালা গলে বিষ ঝার॥

সই, খেদে ফাটে হিয়ে, কারো মুখ চেয়ে, রহিব অবলা জনা। আমি শ্যাম অন্বেষণে, পাঠালাম্ মনে, তার সঙ্গে কেন প্রাণ গেল না॥ ৩॥

কদম্বতলে কে গো বংশী বাজায়। এতদিনো আসি যমুনাজলে, আমি এমন মোহন-মুরতি কখন, দেখিনি এসে হেথায়॥

অঙ্গ অগোরচন্দন চর্চ্চিত, বনমালা গলায়। গুঞ্জ বকুলের মালে, বাঁধি-য়াছে চূড়া, ভ্রমরা গুঞ্জরে তায়॥

সই, সজল নবজলদ বরণ, ধরি নটবর বেশ। চরণ উপরে থুয়েছে চ ণ, এই কি রসিক শেষ॥

চন্দ্রে চমকে চলিতে চরণ, নখরের ছটায় আমার হেন লয় মন, জীবন যৌবন, সঁপিব ও রাঙ্গাপায়॥

হায়, অনুপমরূপ মাধুরী সখি, হেরিলাম কি ক্ষণে। প্রাণ নিলে হোরে, ঈষতো হেসে বঙ্কিম নয়নে।

মন্দ মধুর মুচকি হাসি চপলা চমকায়। কুলবতীর কুলো, গেলো গেলো, মন্ মজিলো হেরে উহায়।

সই, অলকা আবৃত বদন, তাহে মৃগমদ তিলক। মনোহর সাজ, নাসা-গ্রেতে গজমুকুতার ঝলক॥

বিম্ব অধরে অর্পে বেণু, সে স্বরে ধেনু চরায়। কিবে সুন্দর সুঠাম, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, রূপে ভুবন ভুলায়॥

সই, বেষ্টিত ব্রজবালক সবে, কি শোভা আমরি হায়। গগনেতে তারাগণমাঝে, চাঁদ যেন শোভা পায়॥

সই, কেন বা আপনা খেয়ে, আইলাম যমুনায়। হেরে পালটিতে আঁখি, নাহি পারি সখি, রঘু কহে একি দায়॥ ৪

কি কাজ আর ব্রজভুবনে, হায়! সে নীলরতন, দরশন বিহনে। রোয়ে রোয়ে চিত, হয় চমকিত, কেঁদে কেঁদে প্রাণ উঠে সঘনে॥

হায়! যদবধি হরি, গ্যাছে মধুপুরী, অনাথিনী করি গোপীগণে। সেই হোতে হায়, আছি মৃতপ্রায়, পরাণ গিয়াছে তাহারি সনে॥

হায়! কোথা গেলে পাব, সে প্রাণ মাধব, কিরূপে মিলিব তার চরণে। গৃহ পরিবার, সকলি অসার সেই মনোহর নাগর বিনে॥

হায়! রজনী কি দিন, হোয়ে জ্বালাতন, এই আরাধন, করি গো মনে। হোয়ে বিরজয়, যাই সেই ধাম, দেখি গিয়ে শ্যাম বংশীবদনে॥

হায়! যে শ্যামসোহাগে, যার অনুরাগে, আমি সোহাগিনী সকল স্থানে। যে শ্যামের গুণ, দেব ত্রিলোচন সদা করেন গান, পঞ্চ বদনে॥

হেন প্রাণেশ্বর, ছেড়ে গ্যাছে মোর, কি কাজ এ ছার দেহ ধারণে, চল সবে মিলি, হোয়ে গলাগলি, ঝাঁপ দিব যমুনাজীবনে॥

হায়! এই যে সুখের, গোকুলনগর, হোয়েছে আঁধার, শ্যাম কারণে। কদম্বের তল, বিহারের স্থল, হেরে আঁখিজল, বহে সঘনে॥

হায়! ঘটায়ে প্রমাদ, গিয়েছে বিনোদ, এ খেদ সম্বরি রহি কেমনে। হে যদুনন্দন, বিপদভঞ্জন, দিয়ে দরশন বাঁচাও প্রাণে॥ ৫

যদি শ্যাম্ না এলো বিপিনে, তবে কি হবে সজনি। লম্পটস্বভাব তার জানি ওগো বৃন্দে এই সন্দ হয়, সে গোবিন্দ যে আমারো বাধ্য নয়। বুঝি কারো সহবাসে পোহায় রজনী॥

ছিলো যে সঙ্কেত হরি আসিবে নিশ্চয়। বিলম্ব দেখে তায় হতেছে সংশয়। বহু শ্রমে কুসুমেরি হার। গাঁথিলাম সখি গলে দিব কার। যদ্যপি বিস্মৃত হোয়ে থাকে গুণমণি॥

কৃষ্ণপ্রাণা আমি, আমার অং

গতি। বোলে কি জানাব তোমায়, তুমি কি জাননা দূতি॥

ক্রমেতে হোতেছে যত নিশি অবশেষ। শ্যাম বিনে ততই বাড়িতেছে ক্লেশ। আসারো আশয়ে এতক্ষণ। রয়েছি করিয়ে পথ নিরীক্ষণ। মাধব না এসে যদি, এসে দিনমণি॥ ৬

শ্যাম, তিলেক দাঁড়াও, হেরি চিকণ কাল বরণ। শ্যাম, তিলেক দাঁড়াও। এ অধীনীর মনের মানস পুরাও। সাধ মম বহু দিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গনে, চন্দ্রাননে হাসি হাসি, বাঁশীটী বাজাও॥

নির্জ্জনে এমন না পাব দরশন। যায় নিশি যাক্, জানুক গুরুজন। তাহাতে নহি খেদিত, শুন ওহে ব্রজনাথ, ও বংশীরো গুণ কত, বিশেষে শুনাও॥

শ্যাম, শুন শুন, যাও কেন, রাখহে বচন। তোমার বাঁশীর গান আমি করিব শ্রবণ॥

কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি, কুলবতীর মন, কুল সহিতে হে করিলে হরণ। কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি, রাধার কর উদাসিনী, সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও॥ ৭

আগে যদি প্রাণনাথ জানিতেম্। শ্যামের পিরীত, গরল মিশ্রিত, কার মুখে যদি শুনিতেম্। কুলবতী বালা, হইয়া সরলা, তবে কি ও বিষ ভকিতেম্॥

যখন মদনমোহন আসি, রাধা রাধা বোলে বাজাতো বাঁশী, যদি মন তায় না দিতেম্। সই, আমিও চাতুরী, করিয়া সে হরি, আপন বশেতে রাখিতেম্॥

হইয়ে মানিনী, যতেক গোপিনী, বিরহজ্বালাতে জ্বলিতেম্। সই ষড়জাল সম, সে বঙ্ক নয়ন, জানিলে কি তায়, এ কোমল প্রাণ, সমর্পণ করিতেম্।

আগে গুরুজন, বুঝালে যখন, তা যদি গ্রহণ করিতেম্। রিপুগণ বশে, রহিত অনাসে, মনের হরিষে থাকিতেম্॥ ৮

টহাই কি তোমারি, মনে ছিল হরি, ব্রজকুলনারী বধিলে। বলনা কি বাদ সাধিলে। নবীন পিরীত, না হইতে নাথ, অঙ্কুরে আঘাত করিলে॥

একি অকস্মাৎ, ব্রজে বজ্রাঘাত, কে আনিল রথ গোকুলে। অক্রুর সহিতে, তুমি কেন রথে, বুঝি মথুরাতে চলিলে॥

শ্যাম ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে, ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী। নাহি অন্য ভাব, শুন হে মাধব, তোমারি প্রেমের প্রয়াসী॥

শ্যাম, নিশিভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী, তথা আসি গোপী সকলে। কিসে হলেম্ দোষী, তা তোমায় জিজ্ঞাসি, কি দোষে এ দাসী ত্যজিলে

যদি চলিলে মুরারী, ত্যেজে ব্রজপুরী, ব্রজনারী কোথা রেখে যাও। জীবন উপায় বলে দাও॥ হে মধুসূদন, করি নিবেদন, বদন তুলিয়ে কথা কও॥

শ্যাম যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি, থাক হরি যথা সুখ পাও। এক বার সহাস্যবদনে, বঙ্কিমনয়নে, ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও॥ ১০

ঐ আসিছে কিশোরি, তোমার কৃষ্ণ কুঞ্জেতে। সুখে বঞ্চিল না জানি কোথা, কারো সহিতে। বঁধু ঘুমে ঢুমে ঢোলে পড়ে নারে চলিতে। শুখায়েছে বিম্বাধরো, শ্যামচাঁদেরো, বঁধুর এলায়েছে পীতবাস, নারে তুলে পরিতে॥

যাহার লাগিয়ে নিশি করিলে প্রভাত, ওই সই, সেই প্রাণনাথ। প্রভাতে অরুণ সহ উদয় আসি, বঁধুর হোয়েছে অরুণ আঁখি, নিশি জাগরণেতে॥ ১১

আমারে সখি ধর ধর ব্যথায় ব্যথিত কে আছে আমার। পথশ্রান্তে নহি গো কাতর। হৃদে নবঘন-দলিতাঞ্জনবরণ, উদয়ে অবশ শরীর॥

অঙ্গ থর থর, কাঁপিছে আমার, আর না চলে চরণ। সেই শ্যাম প্রেম ভরে, পুলক অন্তরে, সম্বরা যে ভাব অম্বর॥

হায় সে যে কটাক্ষের, অপাঙ্গভঙ্গিম, বয়ান করে তা কি কব। বেগেছে যাহারে, প্রবেশি অন্তরে, সেই সে বুঝেছে ভাব॥

কুল শীল ভয়, লজ্জা তার যায়, না রাখে জীবন আশ। তার জলে বা, স্থলে বা, অন্তরীক্ষে কিবা সন্দেহ নাহি মরিবার॥ ১২

বোঝা গেল না। হরি কেমন তোমার করুণা। মরি হে কি বিবেচনা। দিয়ে রাধার প্রেমে ডুরি এলে মধুপুরী, পুরাতে কুব্জার মনোবাসনা॥

সকলি বিস্মৃত, কি ব্রজনাথ, হোলে এককালে। ভেবে দেখ হে গোকুলে, হোলো কি কি লীলে, তাকি তোমার মনে পড়ে না॥

শ্যাম, নন্দ উপানন্দ, সুনন্দ আরো,

স্বামী যে যশোমতী। হা কৃষ্ণ যো কৃষ্ণ, কোথা প্রাণকৃষ্ণ, বোলে লুটায় ক্ষিতি ॥

আরো শুন হরি, নিবেদন করি, ব্রজের সমাচার। ব্রজগোপিকা সকলের, নয়নের জলে, কেবল প্রবল হেরি যমুনা ॥ ১১

আর রাধার অভিমান কে সবে, বিনে কেশবে। হরি পরিহরি একি অঙ্গে সম্ভবে। আমি যে সই গৌরবিণী, তারি গৌরবে।

যে বংশীর রব শুনি সদা সর্ব্বক্ষণ। যেন মৃত দেহে সখি আবার আসিত জীবন। এখনো এ পাপ প্রাণ রবে কি রবে ॥

শ্যামের গুণের কথা শুন প্রাণ সই। ছলো ক্রমে এক দিনো অভিমানী হই ॥

সে মান ভঞ্জনে হরি পেয়ে কত ক্লেশ। আসি মানো ভিক্ষা করি নিলো, ধরি যোগীর বেশ। সে সবো স্বপনো হোলো ভাবো অভাবে ॥ ১৪

তোমার আশাতে এ চারিজন। মোর মন প্রাণ শ্রবণ নয়ন। আছে অভিভূত হোয়ে সর্ব্বক্ষণ দরশ পরশ, শুনিতে সুভাষ, করিতেছে আরাধন ॥

অন্য রূপ আঁখি না হেরে আর। শ্রবণ প্রাণ তুমি জুড়াবার। শয়নে স্বপনে, মন ভাবে মনে, কবে হইবে মিলন ॥

প্রাণ, ইহার কি বল উপায়। আমি যে ঠেকিলাম বিষম দায় ॥

অস্থির হোলো এ চারি জনে। প্রবোধি প্রবোধ নাহি মানে। ইহার বিহিত, যে হয় ত্বরিত, কর প্রেয়সি এখন ॥

প্রাণ, জীবন যৌবন ধন। এতো চিরপদ নহে জান ॥

এ তুমি শুনেছ জানতো প্রাণ। অনুগতের রাখ সম্মান। ও মৃগলোচনি, ও বিধুবদনি, কর সুধাবিতরণ ॥

প্রাণ, এরূপ আশ্বাস কথায়। বল কি ফল আছে তায় ॥

প্রতি দিন আসি বিমুখে যাই। নিবৃত্তি না হয় এ আশা বাই। ত্বরিতে সান্ত্বনা, কর সুলোচনা, আর না সহে যাতনা ॥ ১৫

ওহে বার বার আর কেন জানাও আমায়। বুঝিয়াছি তোমার যে মনের আশয়। তুমিতো আমারি আছ গিয়েছ কোথায় ॥

সুখে থাক, মন রাখ, এখন এই চাই। তবু গুণ গাই কোথাও না যাই।

তুমি যত ভাল বাস তাবে বুঝা যায় ॥

ওহে তোমার ও গুণ প্রাণ, থাকুক তোমায়। ও বাতাস যেন হে না লাগে কার গায় ॥

তব সম, প্রিয়তম, কোথা পাব আর। হেন অসামান্য গুণ আছে কার। বিবিধ রূপেতে আমি জেনেছি তোমায় ॥

যদি নারী হোয়ে করে কেউ প্রেম অভিলাষ। তোমার মতন রসিক পেলে, পূরে তার আশ ॥

যেরূপ সুখে সে ভাসে, বিধি বিধানে। কব কেমনে, শুধু, সেই জানে। এক মুখে তব গুণ, কোয়ে না ফুরায় ॥

ওহে যত দিন, দেহে প্রাণ, থাকিবে আমার। ঘুষিব ঘোষণা নিয়ত তোমার ॥

তুমি যেমন, সুজন, রসিকের শেষ। জানি সবিশেষ, নাহি দোষলেশ। তোমার রীত, চরিত, জাগিছে হিয়ায় ॥

তুমি ঘৃণাগ্রেতে জাননাক শঠতা কেমন। আহা মরি মরি তব, কি সরল মন ॥

রঘুনাথ বলে কেন, ও বিধুমুখি। কি দোষ দেখি, হোয়েছ দুখী। কেন হেন বাক্যবাণ, হানিছ উহায় ॥ ১৬

ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার জীবন যৌবন। এমন প্রেমের সাধ করে যেই জন সে চাহে না, আমি তায় যোগাই মন

যেখানেতে না রহিল, মানিজনার মান। সে কেমন অজ্ঞান, তারে শঁপে প্রাণ। সেধে কেঁদে হয় গিয়ে কলঙ্ক-ভাজন ॥

একি প্রণয়েরি রীতি সই, শুনেছ এমন। কেহ সুখে থাকে, কেহ দুখে জ্বালাতন ॥

শয়নে স্বপনে মনে, যে যারে ধ্যায়ায়। সে জন তাহায় ফিরে নাহি চায়। তথাপি না পারে তারে হোতে বিস্মরণ ॥

সখি, পীরিতি পরম ধন, জগতেরি সার। সুজনে কুজনে হোলে, হয় ছারে খার ॥

সামান্য খেদের কথা একি প্রাণ সই। কারেই বা কই, প্রাণে মোরে রই। ঘরে পরে আরো তাহে করয়ে লাঞ্ছন ॥

যারে ভাবিব আপন সই, তার এ বোধ নাই। এমন প্রেমের মুখে, তারো মুখে ছাই ॥

হেন অরণ্যরোদনে, ফল আছে কি। এ হোতে সুখী একা যে থাকি। ধোরে বেঁধে করা কিনা প্রেম উপার্জ্জন

যার স্বভাব লম্পট সই, তার কি

এ বোধ। আছে কি করিবে তব প্রেম অনুরোধ

অতি দৃঢ় উভয়েতে হওয়া একমন। এরূপ মিলন, না দেখি কখন। রঘু বলে কোথা মিলে দুজনে সুজন ॥ ১৭

বুঝেছি মনেতে, রমণীর প্রেম কেবল ধন। মিছে মিছি সে মিলন। তাদের ধন লোয়ে কথা, পীরিতি বা কোথা, কা কস্য পরিবেদন ॥

যদি হৃদয় চিরে প্রাণ নারীরে কর সমর্পণ। তবু কেমন চরিত, তাহে কদাচিত, নাহি পাওয়া যায় মন ॥

রূপে কামসদৃশ পুরুষ অর্থহীন যদি হয়। সেই রসিক জনে, নারী নয়নে না ফিরে চায় ॥

অতি নীচ যদি হয়, নিত্য ধন দেয়, যেচে তারে সঁপে যৌবন। তাহে কুৎসিত কুজনা, নাহি বিবেচনা, স্বকার্য্য করে সাধন ॥

কেবল অর্থেতেই লোভ, মৌখিক সে সব, কহে যে প্রেমকথন। পীরিতি রসের রসিক নারী, সহস্রে মেলে একজন ॥

সকলেরি এ আশায়, কেবা প্রেম চায়, হোলে হয় স্বর্ণভূষণ। তাদের সেই হয় প্রিয়তম, সেই মনোরম, ধন দিয়ে তোষে যে জন

যার স্বামী অকৃতী, তাকে সে যুবতী নাহি করে মান্যমান। বলে ধিক্ থাক্ পিতা মাতারে, এমন দরিদ্রে দিয়াছে দান ॥

যদি কপালগুণে, পুনঃ সে জনে, অর্থ করে উপার্জ্জন। তখন হেসে কয় যুবতী, পেয়েছি এ পতি, কোরে হর আরাধন ॥

দেখে অর্থ আছে যার, সদা নারী তার, করয়ে মনোরঞ্জন। বলে পাদ-পদ্মে স্থান, দিও ওহে প্রাণ, আমি করিব সহগমন ॥

পুরাতে বাসনা, ললনা ছলনা, কথাতে করে কেমন। করে আগেতে যেমন, না থাকে তেমন, হোলে পরে পুরাতন ॥ ১৮

যার স্বভাবো যা থাকে প্রাণনাথ, তাকি ঘুচাতে কেহ পারে। নিদর্শন তোমারে ॥ শুনেছো কখনো অঙ্গা-রের মলিনো ঘুচে কি দুধে ধুলে পরে।

নিম্ব তরু যদি রোপনো হয়ো, শত ভারো শর্করে। সে মিষ্ট রসো না হয়ো কখনো, নিজ গুণ প্রকাশো করে ॥ ১৯

সম্পূর্ণ

রাসু ও নৃসিংহ।

রাসু ও নৃসিংহ।

রাসু ও নৃসিংহ,—দুই সহোদর। ফরাসডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে ইহাদের বাস ছিল।

ইহাই ভাবিহে গোবিন্দ সঘনে, আঁখি হাসে পরাণো পোড়ে আগুনে। কি দোষ বুঝিলে, রাধারে ত্যজিলে, কুব্জারে পূজিলে কিগুণে॥

জগতো সংসারো, ভুলাইতে পারো, তোমারো বঙ্কিম নয়নে। ওহে কুঁজী অবহেলে, বসিয়ে বিরলে, তোমারে ভুলালে কিগুণে॥

শ্যাম, রূপে গুণে পূর্ণ, সকলি সুধন্য, অতুল্য লাবণ্য রাধারো। ইহাই ভেবে মরি, কুবুজাবিহারি, কিসুখে হোয়েছ নাগরো॥

শ্যাম্, রূপেরো বিচারো, যদি মনে করো, মজেছ যাহার কারণে। ওহে লক্ষ্য কুবুজারো, রূপেরো ভাণ্ডারো, শ্রীমতী রাধারো চরণে॥

শ্যাম্, গুণেরো গরিমে, কি কহিব সীমে, আগমে যাহারো প্রমাণো। যার গুণো গেয়ে, মুরলী বাজায়ে, নাম ধরো বংশীবদনো॥

শ্যাম্, যার গুণাগুণো, করিতে সাধনো, সনাতনো গেল কাননে। ওহে এ বড় বেদনো, ত্যজিয়ে সে ধনো, অধনে রেখেছ যতনে॥

শ্যাম্, আপনারো অঙ্গ, যেমনো ত্রিভঙ্গ, কালিয় ভুজঙ্গ কুটিলে। কুবুজারো অঙ্গ, রসেরো তরঙ্গ, তাহাতে শ্রীঅঙ্গ ডুবালে॥

শ্যাম্, এই ভুমণ্ডলে, আধো গঙ্গাজলে, রাধাকৃষ্ণ বলে নিদানে। এখন কুঁজীকৃষ্ণ বোলে, ডাকিবে সকলে, ভুবনো তরাবে দুজনে॥

শ্যাম্, ত্যজিলে শ্রীমতী, তাহাতে কি ক্ষতি, যুবতী সকলি সহিল়ো। ভুজঙ্গমাণিকো, হোরেনিলো ভেকো, মরমে এ দুখো রহিলো॥

শ্যাম্, প্রদীপেরো আলো, প্রকাশো পাইলো, চন্দ্রমা লুকালো গগনে। ওহে গোষ্পদের জলো, জগতো ব্যাপিলো, সাগরো শুকালো তপনে॥ ১

প্রাণনাথো মোরো, সেজেছেন শঙ্করো, দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে। অপরূপো দরশনো, আজু প্রভাতে। বুঝি কারো কাছে, রজনী জেগেছে, নয়ন লেগেছে ঢুলিতে॥

পার্ব্বতীনাথেরো, অর্দ্ধ শশধরো, সহিতা অর্দ্ধ কপালেতে। আমার নাগরো, সেজেছেন সুন্দরো, চন্দনো সিন্দুর ভালেতে॥

হায়! মথনেরো বিষো, ভখিয়ে মহেশো, নীল কণ্ঠদেশে নিশানা। নীল-কণ্ঠ নাম, অতি অনুপম, জগতে রোয়েছে ঘোষণা॥

আমার নাগরো, গিয়েছিলেন কারো, কলঙ্ক-সাগরো মথিতে। ফুরায়ে মন্থনো, এনেছেন্ নিশানো, আঁখির অঞ্জনো গলাতে॥

হায়! সে যেমনো ভোলা, তাহাতে উজ্জ্বলা, গলে অস্থিমালা ছড়াতে। মুখে কৃষ্ণ নাম, শিঙ্গায় বলে রাম, বিশ্রাম কুচনীপাড়াতে॥

পোহায়ে রজনী, এই গুণমণি, এসেছেন্ মন ভুষিতে। গুঞ্জছড়া গলে, মুখে-সুধা ঢালে, রাধা রাধা বলে বাঁশীতে॥

হায়! ত্রিলোচনো হরো, জগতে প্রচারো, এক চক্ষু যারো কপালে। কৃষ্ণপ্রেমে ভোরা, পাগলের পারা, ধুতুরা শ্রবণযুগলে।

ইহারো সেইমতো, সপত্র সহিতো, কদম্ব শ্রবণযুগেতে। ত্রিলোচনচিহ্ন, দেখ দীপ্যমান কপালে কঙ্কণো আঘাতে॥ ২

শ্রীমতীর মনো, মানেতে মগনো, ওখানে এখনো যেও না মানা করি কলহ আর বাড়াও না। বিষাদের বাতি, জেলেছেন্ শ্রীমতী, তাহাতে আহুতি দিও না।

নিবেদন করি, ফিরে চাও হরি, দুয়ারে দাঁড়ায়ে থেক না। কত নারীর সঙ্গে, কোরেছ কি রঙ্গ, শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ছুঁও না॥

শ্যাম্, নিতি নিতি ভবো, দেখি হে যে ভাবো, তথাচ সে সবো পাসরি। এ বারে তোমারো, রাধা পাওয়া ভারো, যে ভাবে বোসেছেন কিশোরী॥

জিনি মেরুগিরি, মানভরে ভারি মরিবার ভয় করে না। যদি গিরি-ধারী, হোতে চাহ হরি, মনে করি রাধা পাবে না॥

শ্যাম্, কার ভাবে ভুলে, কহ কোথা ছিলে, মোজে ছিলে কার প্রেমেতে। প্রভাতে কেমনে, আইলে এস্থানে, নিলাজো বদনে দেখাতে॥

সুখের নিশিতে, এখানে আসিতে,

তোমারো মনেতে ছিল না। বিপক্ষ হাসাতে, এসেছো প্রভাতে, করিতে কপটো ছলনা॥

শ্যাম্, শরমে কি করে, বলিছে তোমারে, শ্রীমতী রাধার কথাটি। এবারে মাধবে, যে আনি মিলাবে, সে খাবে রাধার মাথাটি॥

দিয়ে পদ দুটি, মাড়াবে যে মাটি, শ্রীমতী তো সেটি ছোঁবে না। তুলিয়ে সে মাটি, দিবে ছড়া ঝাঁটি, শ্রীরাধার এটি কট্‌কেনা॥ ৩॥

সখি, এ সকল প্রেম নয়। ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখেরো উদয়। সুহৃদ্-ভঞ্জনো, লোকগঞ্জনো, কলঙ্কভাজনো হোতে হয়॥

এমনো পীরিতি করি, যাতে তরি, দুদিকো। ঐহিকো আর পার্থিকো। শ্রীনন্দনন্দনো, দুখভঞ্জনো, সদা রাখি, মনো তাঁরি পায়॥

অমিয় তেজে, গরলে মোজে, উপজে কি সুখো। কলঙ্ক ঘোষণা জগতে, মরণো হোতে অধিকো॥

হৃদয়মন্দিরমাঝে, রসরাজে বসায়ে, দেখিব আঁখি মুদিয়ে। বিকায়ে সে পদে, বাঁধিব হৃদে, কলঙ্ক বিচ্ছেদে নাহি ভয়॥

মনেরে কোরে চাতকপাখী, রাখিব বিশেষে। জলং দেহি জলং দেহি ডাকিব প্রেমের প্রয়াসে॥

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশো, পদ, সে নীরদ হইতে, জাহ্নবী হোলেন্ যাহাতে। সেই কৃপা জলে, মনো ডুবালে, কালেরে করিব পরাজয়॥

কমলজ জনো, সেবিত ধনো, অরুণো চরণো। মনেরো তিমিরো বিনাশে, পাইলে কিরণো॥

হৃদে আছে শতদলো, সে কমল ফুটিবে, প্রেমপীযুষো ঘটিবে। মনো মধুব্রত, হোয়ে যেন রত, সেই নামামৃত সুধা খায়॥

অমিয় আর গরলো, দুই রাখিয়ে সাক্ষাতে, নয়ন দিয়েছেন বিধাতা, দেখিয়ে ভখিতে। ত্যজিয়ে এ সুধা রসো, কেন বিষো ভখিবো, কলুষো কূপে ডুবিবো। থাকিতে নয়নো, অন্ধ যেই জনো, পেয়ে প্রেমধন সে হারায়॥ ৪॥

কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা। ঘুচাও আমারো মনের ব্যথা। করিলে শ্রবণো, হয় দিব্য জ্ঞানো, হেন প্রেমধনো, উপজে কোথা। আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে, প্রীতিপ্রয়াগে, মুড়াব মাথা॥

আমি রসিকেরো স্থানো, পেয়েছি

সন্ধানো, তুমি নাকি জানো, প্রেম-বারতা। কাপট্য ত্যজিয়ে, কহ বিবরিয়ে, ইহারো লাগিয়ে, এসেছি হেথা ॥

হায়! কোন্ প্রেম লাগি, প্রহ্লাদো বৈরাগী, মহাদেবো যোগী, কেমন প্রেমে। কি প্রেম কারণে, ভগীরথ জনে, ভাগীরথী আনে, ভারতভূমে ॥

কোন্ প্রেমে হরি, বোধে ব্রজ-নারী, গেল মধুপুরী, কোরে অনাথা। কোন্ প্রেমফলে, কালিন্দীর কূলে, কৃষ্ণপদ পেলে, মাধবীলতা ॥ ৫ ॥

রসিক হইয়ে এমনো কে করে। কাণ্ডারী হইয়ে, তরঙ্গে ডুবায়ে, রঙ্গ দেখ গিয়ে, দাঁড়ায়ে দূরে ॥ প্রাণ্, তুমি হে লম্পট, নিতান্ত কপট, প্রকাশিলে শঠ খল আচারে। নহে কেবা কোথা, এত নিষ্ঠুরতা, কোরেছে সর্ব্বথা নিজ জনারে ॥

প্রাণ্, আরো একো শুনো, বচনে তোমারো, দাঁড়ালেম্ কুলের বাহিরে। প্রাণ্, তুমি জেনে শুনে, বিরহতুফানে, ভাসালে এজনে, ছলনা কোরে ॥

তোমার চরিত, পথিক যেমত, হোয়ে শ্রান্তিযুত, বিশ্রাম করে। শ্রান্তি দূর হোলে, যায় সেই চোলে, পুঃ নাহি চায় ফিরে ॥ ৬ ॥

সম্পূর্ণ।

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

নিত্যানন্দদাস বৈরাগী,—১৭৫১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। চন্দননগরে ইহাঁর বাস ছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে। শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে॥ সই কেন অঙ্গ, অবশ হইলো, সুধা বরষিলো শ্রবণে। বৃক্ষডালে বসি পক্ষী অগণিত, জড়বৎ কোন কারণে, যমুনারি জলে বহিছে তরঙ্গ, তরু হেলে বিনে পবনে॥

একি একি সখি, একি গো নিরখি, দেখ দেখি সব গোধনে। তুলিয়ে বদন, নাহি খায় তৃণ, আছে যেন হীনচেতনে॥

হায়! কিসের লাগিয়ে, বিদরে হিয়ে, উঠি চমকিয়ে সঘনে। অকস্মাৎ একি, প্রেম উপজিল, সলিল বহিছে নয়নে। আর এক দিন, শ্যামের ঐ বাঁশী বেজেছিলো কাননে। কুললাজভয়, হোরিলে তাহাতে, মোরিতেছি গুরুগঞ্জনে॥ ১

সে কেন রাধারে কলঙ্কিনী কোরে রাখিলে। বুঝিতে নারি সখি, শ্যামের এ লীলে। দ্বারকা হইতে আসি শ্রীহরি, দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারিলে॥

ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ কোরে সই, যে জন গিরি ধরিলে। শিশু বৎস ধেনু কারণে, আর মায়াতে ব্রহ্মার মন ভুলালে॥

হায়! দেখ প্রাণসখি, যোগিজন যারে সদা করে ধ্যান। যাহার বাঁশীর গানেতে, যমুনা বহে উজান। যার বেণুরবে ধেনু সব, ধায় পুচ্ছ তুলে। যারে দরশন করিতে, হরপার্ব্বতী, আসিতেন এই গোকুলে॥

হায়! ত্রেতাযুগে শুনেছি সখি, কর দেখি তাহা প্রণিধান। যাহার গুণে পশু পক্ষীর, ঝুরিতো দুটি নয়ান।

সীতা উদ্ধারিতে যেজন, জলেতে ভাস ল শিলে। যার পদরেণুপরশে দেখ, অহল্যা মানবীদেহ পেলে॥

হায়! সবে বলে দয়াময়, পঞ্চ পাণ্ডবের সখা শ্রীহরি। প্রেমের বন্ধনে হলেন বলি রাজার দ্বারেতে দ্বারী॥

হিরণ্য বোধিতে যেজন, নৃসিংহরূপ–

ধরিলে। প্রহ্লাদ ভক্তের কারণে হরি, স্ফটিকেরি স্তম্ভে দেখা দিলে॥

হায়! ত্রিপুরারি যার নাম, জপে অবিশ্রাম, দিবা রজনী। বীণাযন্ত্রে যার গুণ গায়, সেই নারদমুনি॥

শমন দমন হয় যার নামে, রামজী দাসে বলে। মৈত্রভাবে যেজন করে-ছিল কোলে, গুহকচণ্ডালে॥ ২

সম্পূর্ণ।

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

এসে মাধবের মধুধাম, কৃষ্ণপদে প্রণাম করিয়ে দূতী কয়, বংশীধর বহুদিনের পর ও চাঁদবদন দেখলাম দয়াময়। ফিরে চাও, চাও চাও হে কালশশী, সংগোপনে দুটো মরমের কথা তোমায় জিজ্ঞাসি।

তুমি ব্রজের ধন, কৃষ্ণধন, গোপীর সর্ব্বস্ব ধন, হরি—শুনি বিক্রীত হয়েছ এই মথুরায়।

কি ধন দিয়ে শ্যাম, কুব্জা কিনিছে তোমায়। আমরা ভক্তিধন, প্রেমধন দিয়ে সব গোপীগণ, শ্যাম, ল'য়েছি শরণ, তবু রাধানাথ, স্থান দিলে না রাঙা পায়।

এমন ধন, কওহে পেলে সে কোথায়।

আমরা ধন মন প্রাণ, তোমায় দিয়ে জন্মের মতন, তোমায় রাঙা চরণে আছি বিকায়।

তুমি হলে না সানুকূল, মজালে গোপীকুল, এখন অকূল পাথারে গোকুল ডুবে যায়।

আমরা আহিরিণী, মনে জানি সার, শ্যামধনের তুল্য মূল্য, ত্রিজগতে নাই

হে তোমার তুল্য, তুমি অমূল্য নিধি, মূল্য দিতে সাধ্যকার।

তবে কি জানি কি অর্থ, কি গূঢ় পদার্থ, আছে হে কুব্জার ঠাঁই, সেই ধন, দুর্লভ রতন, পেয়ে কৃষ্ণ মোহিত হলেন তাই। এখন ধন আর কিহে কারো আছে, দ্রব্য গুণে, তোমার শ্রীঅঙ্গ কুব্জার অঙ্গে, মিশেছে।

তুমি ভুলাও জগতের মন, ভুলালে তোমার মন, সেই ধন এখন, কাঁদালে ব্রজের ব্রজগোপিকায়॥ ১

তুমি ব্রজেতে প্রেমের দায়, বিক্রীত রাধার পায়, কৃষ্ণধন, রাধার কেনা ধন, হয়েছ একবার, সে ধনের অন্যের নাহি অধিকার। শুনি, কও কও কওহে চিন্তামণি, মরি খেদে, কেন কৃষ্ণধন থাকৃতে রাই কাঙালিনী।

ক'রে রাই পক্ষে পক্ষপাত, হলে হে কুব্জার নাথ,—হরি, মোলো দুঃখে রাই, একবার চক্ষে দেখলে না।

হোক্ হোক্ পূর্ণ হোক্ কুব্জার মনের বাসনা। কুব্জা করেছে চন্দন দান, বাড়ালে দাসীর মান, তাই বামে দিলে স্থান, কিন্তু, রাধার বই কুব্জা'র শ্যাম, কেউ বল্‌বে না।

বোঝা ভার, শ্যাম হে তোমার, কমৃথা।

যথা রও, তার হওহে দেখ বুঝে; অগ্রে রাধা, রাধা নামের পর তোমার কৃষ্ণের নাম সাজে।

আছে শ্রীরাধা কৃষ্ণনাম বিখ্যাত যুগল নাম, হরি, মধুর যুগল ভাব লুকাতে ত পার্‌বে না।

ষোড়শ গোপিনী শ্রীবৃন্দারণ্যে, তার মধ্যে রাধা, গোপীপ্রধানা ধন্য মান্য রাজকন্যে।

সবে দাস্যক্রিয়া ক'রে পেলেম না তোমারে, কুব্জার ফলো ফল;—স্বপনে, তাওত জানিনে, ওহে চন্দনদানের এত ফল। আমরা ত ফুল তুলসী দিতাম সথা,—ওহে হরি ভাল তাতেও ত ছিলহে চন্দন মাখা; বুঝি কৃষ্ণসাধনের ফল, ভাগ্যগুণেতে ফলে ফল, সে ফল অভাগী গোপীর ভাগ্যে ফোল্লো না।

নিভৃত নিকুঞ্জে দেখেছি সবাই, বিহারিতে রঙ্গে বিনোদবিহারী, সনে বিনোদিনী রাই।

লিখে দাসখত স্বহস্তে, শ্রীমতীর শ্রীহস্তে দিলেহে কুঞ্জেতে, দয়াময়, তাত মনে হয়, সে খতে সাক্ষ্য আছেন ললিতে। তোমার সেই দাসখত জওহে হরি, খাতক গেল, মিছে খত রেখে কি করিবেন রাই কিশোরী।

নিজ কর্ম্মের ফল পেলেন রাই,

তোমার দোষ কিছুই নাই,—হরি, কিন্তু মর্ম্মচ্ছেদ কল্লে ধর্ম্মে সবে না ॥ ২

ললিতে বিশাখা, বিন্দে চিত্ররেখা, আসি মধুধাম, রাজসভায়, রাজসম্বোধনে কয়—রাজা কৃষ্ণে করিয়ে প্রণাম। শুন শুন ওহে বনমালী, ব'লি ব'লি,—সব মনের দুঃখের কথা তোমায় ব'লি। আমরা কোথায় যাই, ব্রজে রইলেন রাই, তুমি রইলে, পেয়ে কংসের রাজ্যভার।

দুই রাজ্যে দুজন রাজা, বল প্রজা হব' কার। তুমি রাজা, ব্রজে রাই রাজা—কৃষ্ণ আমরা দোহাই দিব কোন রাজার।

জান্তে এলাম তাই শ্যাম হে যমুনার পার।

থাকি ব্রজে, একবার মনে ক'রি, তাকি পারি, শ্যাম, তোমায় না দেখে প্রাণে ম'রি; এলে মথুরায়, মন ব্রজে ধায়, প্রাণ কাঁদে হে, বিচ্ছেদে সেই শ্রীরাধার।

যখন কুঞ্জে ছিলে হৃষীকেশ,—প্রেমরাজ্যের কথা হ'য়েছে শ্রীরাধার হে—

ব্রজের রাজ্য ছিল রামরাজ্যের প্রায়, নাহি ছিল দুঃখের লেশ। পরম সুখেতে গোপিকাগণ হে ক'রিত সুখে বাস, উঠ্‌ত নিত্য রসের লহরী; রাধাকৃষ্ণে করিতে বিলাস। এখন কৃষ্ণ, হওয়াতে অন্যথা, দাঁড়াই কোথা, কোন্ রাজ্যে থাক্‌লে ঘুচিবে মনের ব্যথা। একবার মধুবন, আবার বৃন্দাবন, যাতায়াৎ পরিশ্রম, সহে না আর ॥ ৩

যত মথুরা নগরী, মধুর রাজ্য হেরি বৃন্দে কয় বিনয় বচন। দাঁড়া গো একবার দাঁড়া গো, তোরা দুঃখিনীর দুটো কথা শোন্। বড় বিপদে প'ড়ে তোদের রাজ্যে আমার আসা, আমরা গোকুলের গোপিনী, শ্যাম তাপের তাপিনী, গোবিন্দ ক'রেছেন এই দশা॥

এই মথুরা নগরে, কুব্জা নাম কে ধরে, এখন যারে, কৃষ্ণ ক'রেছেন নূতন সুন্দরী।

তোদের মধুপুরে আছে—শ্রীরাধার প্রাণের বৈরী কোন্ নারী। কেমন রমণী সে, তারে দেখা গো, একবার দেখি গো, শুনেছি গো, তারি প্রেমে, বিক্রীত হয়েছেন সেই শ্রীহরি।

বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করি।

তারে দেখি নাই গো, লোকের মুখে এ নাম শুনি; সে যে ব্রজের ধন, কৃষ্ণধন, রাধার সর্ব্বস্ব ধন, সেই ধনের গ্রাহক সেই রমণী। বড় রসিকা সেই

ধনী, রসিক-মনোমোহিনী, প্রেমের ফাঁদে প'ড়েছেন রসিকচাঁদ বংশীধারী।

তোমরা মধুপুরের কুলাঙ্গনা, আমরা ব্রজের ব্রজাঙ্গনা, দেখা হওয়া ভার, কথা কই গো সার,—ওগো, ভাগ্যক্রমে আজ এখন, পেলাম যদি দরশন, সুধাই সমাচার; তোরা যাসনে গো, যাস্‌নে গো, বোস্ গো একবার।

দেখে গোপিকা সামান্তে, করিস্‌নে অমান্তে, যে জন্তে এলাম তাই শোন; পরধন নাহি প্রয়োজন, সদা নিজধন ক'রি অন্বেষণ। একজন তোদের দেশে ছিল আগে কংসের দাসী; এখন কংসের আর রাজ্য নাই দাসীর দাসীত্ব নাই, সেই দাসী হ'ল রাজ-মহিষী। তোমরা জান কি গো তারে, যে এই মধুপুরে, রাধার গলার নীল-কান্তমণি ক'রেছে চুরী॥ ৪

এই ব্রজের ব্রজনাথ, বলিয়ে ধরে হাত, বৃন্দের আনন্দহৃদয়; ঈষৎ ভঙ্গি ছলে, কথার কৌশলে, গিয়ে দূতী, কুব্জার প্রতি কয়। ওকি কর গো রাজমহিষী, বেরো গো, আমরা সব আহিরিণী, কৃষ্ণপ্রেমকাঙালিনী, ব্রজের আমার, বৃন্দে নাম, কমলিনীর দাসী। তুমি রাজপাটের ঈশ্বরী, আমরা ব্রজনারী, এনেছি তোমার কাছে চোর ধরে।

ওগো কুব্জাগো, আমায় ব'লে দে গো, মনচোরের বাসা কার ঘরে। ব্রজগোপীর মন চুরী কোরে, এসেছেন মধুপুরে, সেই চোর এই চোর, ব্রজের মাখনচোর, এমন চোরের মন চুরী ক'লে কোন্ চোরে।

হরে মন আছে কে এমন, বল গো বল গো আমারে।

তাই ভাবি গো ভাবি মনে; কুব্জা গো, যার রূপে জগৎ ভোলে, কার রূপে সে জন ভোলে,—বল গো সে কি মনচুরীর মন্ত্র কিছু জানে। তারে দেখ্‌বো গো এক বার, কি আকার, কি প্রকার, কি গুণে বেঁধেছে শ্যাম, প্রেমডোরে॥

ব্রজনারী বুঝতে নারি, মনচোরের মন করে হরণ, এমন মোহিনীবিদ্যা-সিদ্ধ কোন্ নারী?

শুনেছি পুরাণে সমুদ্রমন্থনে, সুধা করিলেন বিতরণ; গিয়ে মনোমোহিনীর বেশে নারায়ণ, ভুলাইলেন মহাদেবের মন। ও কার আছে গো এমন সাধ্য, যে নহে জগদ্বাধ্য, জগতের দুরারাধ্য ধন গো, এমন কে আছে তারে করে বাধ্য; সে যে কি মন্ত্র পেয়েছে কোথায় কি জেনেছে, কি গুণে বেঁধেছে নটবরে॥ ৫

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

১২১৮ সালে ২৫শে ফাল্গুন শুক্রবার কাঁচড়া পাড়া গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। ইনি ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ 'সংবাদ-প্রভাকর'; ১২৩৯ সালের ১০ই শ্রাবণ 'সংবাদ-রত্নাবলী' ১২৫৩ সালে 'পাষণ্ডপীড়ন' এবং ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে 'সাধু-রঞ্জন',—নামক পদ্য-সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ শনিবার রাত্রি প্রায় একটার সময় ইঁহার মৃত্যু হয়।

সলিলে কমল হয় সই সদা সবে কয়।

হেরি পদ্মের উপর পদ্ম আবার—তাতে বারি বয়।

মুখপদ্মে নীলপদ্ম আঁখি। আঁখি-পদ্মে বহে জল, মুখ শতদল, ভাসিছে দেখ গো সখি।

আমরা এ পথে আসি যাই, এমন রূপ দেখি নাই; কমলের জলে কমল ভেসে যায়।

তোরা দেখে যা গো সখি হল এ কি দায়, তোরা দেখ ওই প্রাণসই, এ ত বারি নয়—অনল; শ্রীমুখকমল, শুখাল বল করি কি উপায়।

রাধা স্বর্ণলতা চন্দ্রমুখী। অতি শীর্ণ হেমকায়, সখি একি দায়, দুখে মনেতে দুখী।

এ ঘোর নিবিড় অরণ্যে, সখি গো কি জন্যে একা রাই কাঁদেন কোথায় শ্যামরায়॥ ১॥

ইদানী এ দানী সই, কে গো ঐ, আহা মরে যাই;

অপরূপ রূপ অনুপ এরূপ স্বরূপ দেখি নাই।

নটবররূপ ধরায় ধরা ভার, দানী কিসের আশে আমার কাছে আসে, ক্ষণেক হাসে ভাসে নাশে অন্ধকার।

মরি কি রঙ্গ ত্রিভঙ্গ, রঙ্গ তরঙ্গ, অনঙ্গ অঙ্গ হেরে মোহ যায়।

সখি এ দানী কে ও যমুনায়? প্রাণসইরে এমন দেখি নাই।

দানীর শ্রীমুখসরোজে, মুরলী গরজে, গরজে ডাকে আবার শ্রীরাধায়।

নারি বুঝিতে এ দানীর অভিপ্রায়।

দানীর দারুণ ভাব দেখে কাঁদে প্রাণ, আমায় ছলে ছলে, প্রেম বলে বলে, আবার বলে বলে রাধে দেহ দান।

হল অধৈর্য্য মন প্রাণ, কি ধন আর দিব দান, দেহ দান দেহ দানীর রাঙ্গা পায় ॥ ২ ॥

বঞ্চিতা করে আমায় কালাচাঁদ জুড়ায়ে চন্দ্রাবলীর মন ;

প্রভাতে আমায় ছলিতে এলেন কুঞ্জে মদনমোহন।

দেখে রঙ্গ ত্রিভঙ্গেরি অঙ্গ দহিছে দুখে ; করেছি এই পণ, আর কাল বরণ, নাহি হেরিব চখে।

মাথায় কাল কেশ ধরব না, কুঞ্জে কাল সখী রাখ্‌ব না, কাল কোকিলের ধ্বনি আর শুনব না।

কাল ভালবেসে হল এই যাতনা। আগে মানি নাই কালাকাল, জানি নাই কালাকাল, জানিলে কালার প্রেমে মজতাম না।

শঠ লম্পট কুটিল অতি কালাচাঁদ আগে জানি না।

কাল অঙ্গ কাল প্রায় জ্ঞান হয়েছে মনে ; প্রাণান্তে সে কালায়, দেখ্‌তে আর আমায়, সখি বলিস্‌নে মেনে।

কাল চক্ষের তারা আর, রাখ্‌তে সাধ নাই আমার, কাল তমালের তরু কুঞ্জে রাখ্‌ব না ॥ ৩ ॥

সম্পূর্ণ।

এণ্টনী সাহেব।

এণ্টনী সাহেব।

জয় যোগেন্দ্রজায়া, মহামায়া মহিমা অসীম তোমার।

একবার দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, যে ডাকে মা তোমায়, তুমি কর তায় ভবসিন্ধু পার।

মা তাই শুনে এ ভবের কূলে, দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, বিপদকালে, ডাকি দুর্গা কোথায় মা, দুর্গা কোথায় মা;

তবু সন্তানের মুখ চাইলে না মা, আমায় দয়া কোরলে না মা, পাষাণে প্রাণ বাঁধলি উমা, মায়ের ধর্ম্ম এই কি মা? অতি কুমতি কুপুত্র ব'লে, আপনিও কুমাতা হ'লে—আমার কপালে, তোমার জন্ম যেমনি পাষাণ কুলে, ধর্ম্ম তেমনি রেখেছ;—

দয়াময়ী আজ আমায় দয়া কোরবে কি মা, কোন্ কালে বা কারে তুমি দয়া ক'রেছ। জানি তোমার চরণ সাধন করি ব্রহ্মা হ'লেন ব্রহ্মচারী—দণ্ডধারী, দেখ সকল ফেলে, ক্ষীরোদজলে ভাস্‌লেন শ্রীহরি; আবার শূন্য ক'রে সোণার কাশী, ওগো শ্যামা সর্ব্বনাশী, শিবকে ক'রে শ্মশানবাসী, সন্ন্যাসী তায় সাজিয়েছ।

নাম কেবল করুণাময়ী, করুণাশূন্য হয়েছ।

মা তুমি দক্ষরাজকুমারী, দক্ষযজ্ঞে গমন করি, যজ্ঞেশ্বরী যজ্ঞ হেরি নয়নে, শিব বিহনে, শিব অপমানে, মা সেই অভিমানে, এমন সাধের যজ্ঞে ভঙ্গ দিলি, দক্ষরাজায় নিদয় হলি,—আপনি মলি, তাবেও গেলি, পিতার দুঃখ ভাব্‌লিনে।

তখন যার অপমান শুনে কাণে, প্রাণ ত্যজেছ বিষাদ মনে,—দক্ষভবনে, আবার আপনি উমা কঠিন প্রাণে তার বুকে পা দিয়েছ। তুমি তার, তার, তার, না তার' না তার' আপনার গুণে তোরবো, দুর্গানাম তরি মস্তকেতে করি; যতন করিয়ে রাখ্‌বো; আমার অন্তে শমন এলে, অজপা ফুরালে দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাকবো।

মা অসাধ্য তোমার সাধন, কোরলে সাধন, কেবল তার নিধন হ'তে হয়।

একবার তারা ব'লে যে ডেকেছে, সেই ডুবেছে, তারা তোমার ধারা'ত মায়ের ধারা নয়।

মা রাবণরাজা অন্তিম কালে, রঘুনাথের রণস্থলে, দুর্গা ব'লে ডেকেছিল

যতনে, তবু তার পানে ফিরে চাই-লিনে, তার দুঃখ ভাবলিনে, তারে ধ্বংস ক'রে ভগবতী, নিদয় হলি ভক্তের প্রতি, শেষকালে তার বংশে বাতি,—দিতেও কারে রাখ্‌লিনে ॥

আগে ছিল না তার কোন শঙ্কা, বাজাত জয়কালীর ডঙ্কা,—অতি তেজ ডঙ্কা, আবার ছল করে তার সোণার লঙ্কা দগ্ধ করে এসেছ ॥ ১

সম্পূর্ণ।

নীলমণি পাটনী।

নীলমণি পাটনী।

মা হরারাধ্যা তারা তোমার নাম মোক্ষধাম, তন্ত্রে শুন্‌তে পাই।

তাইতে তারা, তোমায় তারা, তারা তারা তারা বোলে, ডাকৃছি মা সদাই। তুমি তারা, ত্বং ত্রিগুণধরা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তারা, তোমায় ধরা, সেত' বিষম দায়। তারা গো মা, কেবল ভক্তির ফল সাধনার ফলে, ডাকি দুর্গা দুর্গা বোলে; ধোরেছিল ব্যাধের ছেলে, কালকেতু তোমায়।

এবার বেঁধেছি মন আঁটা আঁটি, কোরেছি মন খুব খাঁটী, তারা গো মা, এবার ধোরেছি পাষাণের বেটী, আর পালাতে পার্‌বিনে।

তারা গো, আজ তারাধরা ফাঁদ পেতেছি মা, হৃদয়কাননে॥ আমায় বোলেছে সেই মহাকাল, আছে গুরু-মহামন্ত্র-জাল, সাধনপথে সেই জাল পেতে থাকৃবো কিছু কাল,—এখন ভক্তি ডোর কোরেছি হাতে, তারা যদি যাস্ সে পথে, ধোর্‌বো মা তোর হাতেনাতে বাঁধবো দুটী চরণে॥

মন-কারাগারে, তোমায় রাখ্‌বো মা অতি যতনে।

তোমায় লোকে দেয় নানা পূজা, যোড়শোপচারে পূজা, তেমন পূজা,

কোথা পাব বল্, তারা গো মা কেবল গঙ্গাজল অঞ্জলি কোরে, মানসে নৈবেদ্য কোরে, দিব মা তোর চরণ ধোরে, নির্ম্মল গঙ্গাজল ;

আমি কোথা পাব অন্য বলি, মহিষাদি অজাবলি, দিব ছয় রিপুকে নরবলি, দুর্গা বোলি বদনে।

মা এবার পলাবার পথ তোমার নাই, উপায় নাই, সন্ধান নাই। তারা ধোর্‌বো বোলে তারা, মুদিয়ে পাপ চক্ষের তারা, রেখেছি জ্ঞান চক্ষের তারা প্রহরী সদাই।

মা কে জানে তোমার লীলে, কি ছলে কোন্ ভাবেতে রও ; কোরে যতন বহু যতন, ধন ধান্য নানা রতন, দিলেও তুষ্ট নও তোমায় রাবণ সেই লঙ্কাপুরে, অতি যত্নে বহু কোরে, পূজা কোরে সবংশেতে যায়। তারা গো আবার শ্রীমন্তে প্রসন্ন হোয়ে, বিনা পূজায় আপনি গিয়ে, মশানেতে অভয় দিয়ে, রক্ষা কোর্‌লি তায়। এখন পরমার্থ পরম ধনে, আছিস্ মা তুই পরমধনে, তারা গো, তোমায় যে ভজেছে, সেই পেয়েছে, ব্যাস লিখেছেন পুরাণে ॥ ১

সম্পূর্ণ।

নীলুঠাকুর।

বাঞ্ছা ফলদাত্রী, ভূধাত্রী, ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী আপনি।

ব্রহ্মরূপিণী, ব্রহ্মার জননী, ব্রহ্মরন্ধ্র-বাসিনী।

হয় ব্রহ্মজ্ঞানী যারা সব, তাদের নিরাকার তুমি ব্রহ্ম, মা তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম, তারা কি মর্ম্ম জানে তার।

হয় যে মন্ত্রে যে জন দীক্ষে, সেই মন্ত্র তারি পক্ষে, হে দুর্গে আমি এই ভিক্ষে চাই।

যেন ভক্তি থাকে তোমার রাঙ্গা পায়, আমার মুক্তি-পদেতে কাজ নাই, আমি শুনেছি শিব উক্তি, সেবির শিব-শক্তি, কোরেছি মনে মনে যুক্তি তাই।

ভবের ভাব্য ধন, শিবের সেব্য চরণ, যেন জন্ম জন্মান্তরে পাই॥

চন্দনাক্ত রক্ত জবা ল'য়ে, কোরে শ্রীমন্ত্রে অভিষিক্ত, জাহ্নবীজলযুক্ত, দিব আরক্ত পদদ্বয়ে।

বলে নির্ব্বাণে কি আর হবে, বিজ্ঞান দেহি যে শিবে, সজ্ঞানে এই ভবে আসি যাই।

ওমা অলসনাশনা, রসনার বাসনা, ঘোষণায় ঘুষি তব নাম; ওমা শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে, দুর্গা বোলে ডাকি অবিশ্রাম।

ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ উপেক্ষ, দুর্গানাম উপলক্ষ যার।

নিত্য যেই জন, সত্য আচরণ, তীর্থ পর্য্যটন কি কার্য্য তার।

গয়া গঙ্গা ব্রজ বারাণসী, হয় ভ্রমণে ভ্রম তীর্থ, কাবেরী কুরুক্ষেত্র, ঐ পদে যত তীর্থরাশি।

স্মরণ করিয়ে তারা, মুদিয়ে নয়ন-তারা, বদনে তারা তারা গুণ গাই॥ ১

সম্পূর্ণ।

যজ্ঞেশ্বরী।

কর্ম্মক্রমে আশ্রমে সখা হলে যদি অধিষ্ঠান ;

হেরে মুখ, গেল দুঃখ, দুটো কথার কথা বলি প্রাণ।

আমায় বন্দী করে প্রেমে, এখন ক্ষান্ত হলে হে ক্রমে ক্রমে, দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে।

আমি কুলবতী নারী পতি বই আর জানিনে ; এখন অধীনী বলিয়ে ফিরে নাহি চাও ;

ঘরের ধন ফেলে প্রাণ—পরের ধন আগুলে বেড়াও। নাহি চেন ঘর বাসা, কি বসন্ত কি বরষা, সতীরে করে নিরাশা, অসতীর আশা পূরাও।

রাজ্যে থেকে ভার্য্যের প্রতি কার্য্যে না ভুলাও।

তোমার মন হল বার বাগে, গেল জন্মটা ঐ পোড়া রোগে, আমার সঙ্গে দেখা দৈবার্থ যোগে।

কথা কহিছ আমার সনে, মন রয়েছে সেখানে, প্রাণ-মনে কর সখা পাখা হলে উড়ে যাও॥ ১

অনেক দিনের পরে, সখা তোমারে, দেখতে পেলাম চখেতে।

ভাল বল দেখি তোমার সখার সংবাদ, ভাল ত আছেন প্রাণেতে।

তার মনে ত নাই এ অধীনীরে, নবীনার প্রাণধন, হয়ে তিনি এখন, ভেসেছেন সুখ-সাগরে।

ভাল সুখে থাকুন তিনি তাতে ক্ষতি নাই, আমায় ফেলে গেলেন কেন শাঁখের করাতে।

বলো বলো প্রাণনাথেরে, বিচ্ছেদকে তাঁর ডেকে নে যেতে।

যদি থাকে ধার, না হয় শুধেই আস্‌ব তার ; কেন তসিল করে পোড়া মসিল বরাতে।

আমার হল উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়েতে।

তিনি প্রাণ লয়ে হে হলেন স্বতন্তর, মদন তা বুঝে না, বল্লে শুনে না, আমার ঠাঁই চাহে রাজকর।

দেখি 'ধাপ দেশের' পাপ বিচার, দোহাই আর দিব কার, সদা প্রাণ বধে কোকিল কুহুস্বরেতে॥ ২

ভোলা ময়রা।

ভোলা ময়রা।

কলিকাতা-সিমুলিয়া ইহাঁর বাস-স্থান। প্রায় ৭৩ বৎসর বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

চিন্তা নাহি, চিন্তামণির বিরহ ঘুচিল এত দিনের পর।

অন্তর জুড়াও গো কিশোরী, হেরে অন্তরে বাঁকা বংশীধর॥ যে শ্যাম-বিরহেতে ছিলে কাতরা নিরন্তর সেই চিকণ কাল, হৃদে উদয় হ'ল, এখন সুশীতল কর গো অন্তর।

যদি অন্তরে অকস্মাৎ, উদয় হ'ল রাধানাথ, আছে এর চেয়ে বল, কি আর সুমঙ্গল। বুঝি নিব্‌লো রাধে, তোমার অন্তরের কৃষ্ণবিরহ অনল। হেরে অন্তরে কালাচাঁদ, অন্তরের পূরাও সাধ, অন্তর ক'রোনা আর নীলকমল॥

এ সময় পরশিতে ব'ল না, হয় পাছে অমঙ্গল। বিধি এই করুন, ঘুচুক শ্যামবিচ্ছেদ, রাই তোমার; ওগো চন্দ্রমুখী, কৃষ্ণসুখে সুখী, তোমায় সদা দেখি, সাধ সবাকার॥

রাধে তোমার দুঃখ আর, নাহি সহে গোপিকার, করিলেন মাধব আজি বিরহানল বুঝি সুশীতল॥ ১

সম্পূর্ণ।

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

বর্দ্ধমান-কালনার নিকটবর্ত্তী চুপী গ্রামে ১১৫৭ সালে রঘুনাথ রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ব্রজকিশোর রায়। ব্রজকিশোর,—বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ান ব্রজকিশোরের দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের তিন পুত্র;—রঘুনাথ রায় মধ্যম। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় রঘুনাথের সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। বিষয়বিতৃষ্ণ রঘুনাথ পরমার্থ চিন্তাতেই কালাতিপাত করিতেন; সুতরাং বর্দ্ধমানের দেওয়ানী কর্ম্ম ইনি বেশী দিন করেন নাই। প্রবাদ এইরূপ,—রঘুনাথ প্রত্যহ প্রাতঃকালে কালীবিষয়ক একটী এবং অপরাহ্নে কৃষ্ণবিষয়ক একটী সঙ্গীত রচনা করিতেন। ইহাঁর সঙ্গীত, অকিঞ্চন' ভনিতাযুক্ত। ১২৪৩ সালের ১৯শে ভাদ্র তারিখে ৮৬ বৎসর বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

আলেয়া—একতালা।

কে শবোপরে রূপসি বিহরে। মুখমণ্ডলে জগৎ আলো করে, কালী কি করালী, রাধাচন্দ্রাবলী, অনুমান নাহি হইল রে॥ অলক্ত ঝলকে, চপলা ঝলকে, নাসানলকে, মরিগো ঠমকে। খ মরাল থমকে গতির থমকে, কটি হেরি হরি ভুলিল রে॥ কুবলয়দ্বয় নিন্দি নয়ন, গৃধিনী গঞ্জিত যুগল শ্রবণ, রদন দাড়িম্ব দম্ভদমন, হাসিছলে সুধা ঢালিল রে। অকিঞ্চন ভাবে দিয়ে জলাঞ্জলি, ও চরণদ্বয়ে দেরে জবাঞ্জলি, শিবত্ব পাইবি, মন তোরে বলি (যে পদ) ভব ভেবে পাগলরে॥ ১

টোড়ী—কাওয়ালী।

মনোমথ-মথন-মোহিনী। পরিণত কলানাথ শত, নিন্দিত হসিতবদনী; শতদল জিনি তব চরণ দুখানি, সাধক-মনোরঞ্জিনী, অপার সংসার-পারাবার, দুস্তার তারিণী। প্রণত-পালিনী প্রপন্ন-জনগণ সংহারিণী, পার্ব্বতী প্রকৃতিপরা পরমানন্দ দায়িনী, পরমঈশানী শ্রান্ত ভ্রান্ত নিতান্ত কুপথগত, সদা অকিঞ্চন মন মা! হয় যে ভীত (এমন) দুর্জ্জনে তোমা বিনে উদ্ধারে কে তারিণী॥ ২

দেশ—ঠুংরি।

কিরূপ অনুপমা, নিলাজ-বরণী শ্যামা।
মগ্না সমরে মগ্না, স্ত্রীশূন্যা কার বামা॥
ব্যাপ্তাননা ত্রিনয়না,
বিলোল বসনা ভীমা,
বিনাশি দৈত্যগণ,
অমরে কর সিদ্ধকামা।
কাল রূপ কাল কামিনী,
কে জানিবে মহিমা;
কাল ভয়ে অকিঞ্চনে সকরুণে
নিস্তার উমা॥ ৩

বাগশ্রী—এক তালা।

জলদ-বরণী কেরে। এ কে রে?
বামা ঘন হুহুঙ্কারে দনুজসংহারে॥
বাম কর ধর, শব শীব ভয়, শশী খণ্ড ভালে, রিপুমুণ্ডমালে বিশাল রূপ ধরে।
কেরে লোল-রসনা বিকট-দশনা রুধিরাশনে নিরতবাসনা বিবসন। অতি ভীষণা ভয়ে তনু সিহরে;—অকিঞ্চন এই কহে ব্রহ্মময়ী জয়ী হয়ে সমরে: প্রসন্ন হইয়ে কৃপা বিতরিয়ে বস মম অন্তরে॥ ৪

ভৈরব—কাওয়ালী।

সিংহোপরি বিকশিত পদ্মাসনে, জগদ্ধাত্রী দুর্গে বিহরে।
চরণকমলে প্রতিদলে, শশী নখ ছলে, হেরিয়ে ভুলে মধুপ চকোরে।
পরিণত বিধুশত ভাক্ত বদনী, বিচিত্র বসন কিবা উরগপরিধিনী, কুসুম রচিত চঞ্চল চিকুর বেণী, দোলনে স্মরহর মন হরে।
বিবিধ রতন ভূষণে চতুর্ভুজ সাজে ঘুঙ্‌ঘুর নূপুর পদে কি মধুর বাজে, প্রসন্ন হইয়ে গো গিরিজা, এইরূপে, কর স্থিতি অকিঞ্চন হৃদয় মাঝারে॥ ৫

আড়ানা বাহার—আড়াঠেকা।

গিরিশ-গৃহিণী গৌরী গিরিনন্দিনি।
গণপতি-জননী গীর্ব্বাণগণ-পালিনী॥
বিমলা বদনী উমে, বিশাল নয়নী ধূমে, বিবুধ-বরদা বিশ্বজনবন্দিনী।
সতী প্রজাপতিকন্যা, সর্ব্বস্বরূপিণী ধন্যা সদা সদাশিব মান্যা, সুখশালিনী, অপর্ণা অপরাজিতা অন্নদা অম্বিকা সীতা, অনাথ অকিঞ্চন শোকাববারিণী॥

সারঙ্গ—চৌতাল।

এমা বিশ্বেশ বিমোহিনী, বিশ্বজন বন্দিনী, বিমল-বদনী বিদ্যাবিলাসিনী।
প্রসন্ন প্রতিপালিনী, পার্ব্বতী পরমে-শানী, পতিতপাবনী পশুপতি রাণী, পর্ব্বত-রাজনন্দিনী। ভবার্ণব নিস্তা-রিণী, ভকত ভয়ভঞ্জিনী, ভৈরব ভবানী

ভূতল বাসিনী, ভুবন ব্যাপিনী। মহিষা-সুর মর্দ্দিনী, মহেশ-মনোমোহিনী, মনুজ মস্তকমালধারিণী, অকিঞ্চন হৃদি-মাঝ বিহারিণী ॥ ৭

বাহার—আড়াঠেকা।

ত্রিপুরা ত্রিলোকতারা ধরাধর-নন্দিনী।

হাস্যযুতা পূর্ণেন্দুবদনী হরমোহিনী ॥

প্রকৃতিপরা বিশ্বদারা, সুরবন্দিনী, ভবহৃদিচরা বরা ধারাধরবরণী ॥

দশকরা, নানা অস্ত্রধরা, রিপু-ভয়ঙ্করা, অজরা অমরা অমরে বরাভয়-দায়িনী।

ভবাব্ধি নিস্তারা, নিরাকারানন্ত-রূপিণী ; দীন দুঃখ হরা, অকিঞ্চন দয়-দায়িনী ॥ ৮

মূলতান—একতালা।

প্রার্থনা এই মা তব অভয়-পদ-কমলে করি।

আর মায়াসবে মুগ্ধ রাখি যাত না না দিও শঙ্করী ॥

কাল বশে কাল বিফলেতে গেলো, ঐ যে নিকটে আইল গো কাল, মম ক্রিয়া বল, বিদিত সকল, কি ব'লে বল তরি।

সুখ অভিলাষ, দুঃখ সুপ্রকাশ, তথাচ না হয় মন ভ্রম নাশ, অজ্ঞান বিষ সেবনেতে যত্ন পীযুষ পরিহরি।

প্রসন্না হ'য়ে ভগবতি, দেহি সুবি-মলা মতি সাম্প্রতি, অকিঞ্চন লয়কালে যেন মুখে বলে হরি হরি ॥ ৯

গৌরী—আড়া।

কেমনে হব পার ভব-জলনিধি, তোমার করুণা বিনে তারিণী এবার।

বিবিধ পাপেতে অতি ভার, মম কলে-বর, নিমগ্ন হয়েছি দুর্গে করগো উদ্ধার ॥ অষ্টাঙ্গ যোগ সাধিয়ে, বিবেকে নির্ম্মল ধীয়ে, হয় যার সে ত নাহি দিবে তোমারে ভার। ক্রিয়াহীন অজ্ঞান, নির্গুণ হীন অকিঞ্চন, যদি তরে তবে জানি মহিমা তোমার ॥ ১০

শ্যামকল্যাণ—একতালা।

পামর জীবে।

শিবে কুরু কটাক্ষ করুণা স্বভাবে।

তবে গো পতিতপাবনীনাম উজ্জ্বল হবে ॥

আজন্ম কুরস বিলাসে ভুলে, না মজিলাম দুর্গে তবাঙ্ঘ্রি কমলে, পুরা-ন্তক শ্রীশ সাধনে নিরবকাশ আশমাত্র নামেরি বলে, অকিঞ্চন ভাগ্য, হবে কি যোগ্য, পারেতে কৃপার্ণবে ॥ ১১

হাম্বির—একতালা।

মা যোগমায়া, যোগেশজায়া, যোগযুক্তজন বিনে কে হয় যোগ্য বল দুর্গে ত্রিতত্ত্ব সাধন।

আমি দীন মূঢ় হয়ে মত্ত, কুসঙ্গে করিয়া ভ্রমণ, তব তত্ত্ব,—শ্রুতি হারায়ে হয়েছি অজ্ঞানান্ধ কূপেতে মগন,—যদি স্বীয় গুণে, অকৃতি দুর্জ্জনে, প্রসন্না হও মা কৃপাবলম্বনে, তবে অকিঞ্চন পায় পরিত্রাণ নিজ দুষ্কৃতি ভববন্ধনে॥ ১২

মূলতান—তেতালা কাওয়ালী।

বলিব তারিণী তার মোয়ে তারিণী শিবে।

ভজন সাধন কি এমন আছে গো আমার॥

ক্ষিতিতে নিমগ্ন মতি, কোথা তব তত্ত্ব স্মৃতি, অহিতেতে কৃতি আমি, অতি দুরাচার গো মা॥

নানা শাস্ত্র বিচারণে, প্রচার গো ত্রিভুবনে, শুনি দুর্গে তোমার যে মহিমা অপার।

কৃপাময়ী কৃপেক্ষণে, সকৃদ্ যদি হের দীনে, তবে সে সম্ভবে অকিঞ্চনের উদ্ধার গো মা॥ ১৩

খাম্বাজ—আড়া।

ভীমাঙ্গিনী নিবিড় নীরদ বরণী।

দিগ্বসনী প্রতিপদ বিহরণে কম্পিতা ধরণী।

এত নয় নয় সামান্যা রমণী॥

বিগলিত কেশী, উন্মত্ত বেণী, মুখে অট্ট অট্ট হাসি, দশনে চমকে যেন তড়িতশ্রেণী।

বিশাল হুহুঙ্কারে, ত্রৈলোক্য চাকত ভয়ে, দৈত্যগণ মূর্চ্ছিয়ে পড়ে অবনী।

কালী ব্রহ্মময়ী, লীলায় এ রণে হইবে বিজয়ী, হইও কালে অকিঞ্চন কালশমনী॥ ১৪

খাম্বাজ—আড়া।

সিংহবাহিনী ত্রিশূলধারিণী, হসিতবদনী ত্রিনয়নী মহিষ-মর্দ্দিনী॥

রূপে জগৎ মোহিত, ত্রিভুবন প্রকাশিত, একত্র উদিত, শত স্থির সৌদামিনী॥

গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ, পুটাঞ্জলি দেবগণ, ভয়েতে পাইয়ে ত্রাণ, করে জয়ধ্বনি।

দাস অকিঞ্চন আশ, নাশ মম ভবপাশ, তবে সে বিশেষ যশ, প্রকাশে তারিণী॥ ১৫

ঝিঁঝিট—আড়া।

অজ্ঞান ভাবেতে দিন তো গেল বহিয়ে (মা) চরমে কি হবে শিবে।

বিষয়ে মগন, সে কেবল বিড়ম্বন, দুর্গে না হয় চেতন, মায়াকুহকে ভুলিয়ে।

মানস তামস অতি, কুরসাভিলাষে কৃতি, না চিন্তয়ে জনন মরণ দেখিয়ে!

স্বভাব করুণা গুণে, প্রসন্না হইবে দীনে, অকিঞ্চনে ত্রাহি দুর্গে জ্ঞানদা হইয়ে॥ ১৬

ভৈরব—ঝাঁপতাল।

হর গৌরী মিলিতাঙ্গ হইয়ে কে বিহরে।

কাঞ্চনে জড়িত যেন হীরকমণি শোভা করে॥

আধ মৌলে জটা পরিবেষ্টিত ফণী, কুলু কুলু ধ্বনি তায় করিছে মন্দাকিনী. চাচর চিকুর বেণী কি শোভে আধ শিরে। লোহিত বরণ এক নয়ন চল চল, অপর লোচন খঞ্জন যিনি রচিত কাজল, গলে অক্ষমালা দোলে মণি মুকুতা হারে।

রতন কঙ্কণ বলয় অঙ্গুরী বাম ভুজে, অঙ্গুলি দলে নখরে ছলে কত বিধু সাজে, অক্ষকর শোভিতেছে বিষাণ ডম্বুরে।

নীল পট অজিন পরিধান অতি সুন্দর, বামপদ কমলে বাজিছে ঘুঙ্গুর মঞ্জীর, দক্ষিণ চরণে নৃত্য করি তাল ধরে॥ ১৭

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

রঙ্গভূমে উলঙ্গী হয়ে নাচে কার মেয়ে
অর্দ্ধেন্দু ভালে কেশ দোলে পদে লুটায়ে
কাল রূপের আলো ছটায় দশদিগ ছেয়ে
পদভরে সুমেরু মহী দেয় কাঁপায়ে।
বিকট অট্ট হাসিছে রসনা লোলিয়ে।
হুঙ্কারে দৈত্য সৈন্যগণ পড়ে লুটায়ে।
নিশুম্ভ কহে শুম্ভরে চিত শঙ্কায়ে,
সংগ্রামে কাজ নাই
চল যাই প্রাণ বাঁচায়ে।
বিবুধগণা আনন্দমনা অভয় পাইয়ে,
অনিমিষে অকিঞ্চন রহে চরণ চেয়ে॥ ১৮

বেহাগ—ঠেকা।

সুরতরু মুলে, বিহরে বামা, একাকিনী বিবসনী হ্রীংরূপিণী।

গলিত চিকুর ভার, ভালে বাল সুধাকর, গলে নরশির হার অসিধারিণী॥

শ্রম-জল মুখে ঝরে, চাঁদে যেন সুধাক্ষরে, লোল রসনা কালী করাল বদনী।

(শ্যামার) চরণ পঙ্কজে, প্রতিদলে (কত) বিধুসাজে, নাশে অকিঞ্চন মন তিমিরশ্রেণী ॥ ১৯

বেহাগ—আড়াঠেকা।

মা হেরম্ব জননী।

হরহৃদিমণি হৈমবতী হেমবরণী ॥

হিমকর ভালে, হিম গিরিবালে,

হর মায়াজালে গো তারিণী ॥

হীরকাদি মণি হিরণ্য রচিত হারিণী, হলাহলধর পবিত্রিণী হসিত বদনী, হিতকারিণী, হের অকিঞ্চনে দীন জানি

বেহাগ—কাওয়ালী।

শঙ্করী সুরেশী শুভঙ্করী, সর্ব্বাণী সর্ব্বেশ্বরী সুর শরণী।

শিশু শশধর শিরসুশোভিনী, শরণাগত সাধকজনে সকল সম্পদদায়িনী ॥

* সিংহবাহিনী শূলশক্তিধারিণী, শত সৌদামিনী, জিনি সুন্দর বরণী, সারদা শুভদা সদানন্দস্বরূপিণী।

সকৃৎ অকিঞ্চনে, সদয় হও স্বীয় গুণে, শিবে শমন-দমনকারিণী ॥ ২১

বেহাগ—একতালা।

কি রূপ অনুপমা মা মহেশ মনোমোহিনী। কলঙ্করহিত পরিণত, শত বিধু নিন্দিত বদনী ॥

যে রূপ কিরণে হয় হীরকাদি রত্নভূষণে ভূষণী, মঞ্জীর চরণে বাজে রুণু ঝুণু মণি মুকুতা গাঁথনী, দশকরা বিবিধাস্ত্রধরা, মহিষাসুর সদল বিনাশকরা, পদভরে কাঁপে ধরা দেবদেবী দেয় জয়ধ্বনি।

আদ্যাশক্তি তুমি ভগবতী, কি জানি মা তবস্তুতি, অকৃতি কুমতি অকিঞ্চন প্রতি প্রসীদ বিশ্বজননী ॥ ২২

পরজ—একতালা।

অজ্ঞান তিমিরান্ধ হইয়ে ভ্রমি অবনী।

জ্ঞানাঞ্জন দানে হৃদি প্রকাশ মে তারিণী

প্রকৃতির ক্রিয়মাণ, গুণকর্ম্ম সাধারণ,

বদ্ধহেতু জীব নিজে কৃতি অভিমানী।

হিতাহিত কর্ম্মে কেন, হয় মা মম বন্ধন,

বুদ্ধীন্দ্রিয় মনের নিয়ন্ত্রী এ তুমি জানি।

প্রসন্না হইয়ে অকিঞ্চনে, করুণাবলম্বনে

মহার্ণব তার এমা তত্ত্বপ্রদায়িনী ॥ ২৩

কালাংড়া—তেওট কাওয়ালী।

উন্মত্ত হয়ে নাচিছ, কান্ত চরণে হেরি লাজ নাহি বাসিছ!

রণে হয়ে মগন, শ্যামা এ কেমন, সুধা ত্যজে অসৃক্ পান করিছ।

সমূলে সকল অরি, নিলাম সংক্ষয় করি, অমরে অভয় বিতরিছ।

অকিঞ্চনে বারে বারে, রাখিবে কি ফেলে ফেরে, করুণা নয়নে না হেরিছ ॥

পরজ—আড়া।

হে ভগবতি ভূতপতি ভাবিনী।
ভয়ঙ্করী ভীমে ভীম ভয়ভঞ্জিনী॥
প্রকৃতি পরা পরমানন্দপ্রদায়িনী,
প্রপন্নজনপালিনী পতিতপাবনী॥
বাগবাদি বিবুধ-বরদা বিশ্ববন্দিনী,
বিশালাক্ষী বিমলা বিমলবদনী তারিণী
মহিষমর্দ্দিনী মনোমথমোহিনী,
মায়া মোহিতাকিঞ্চন মোহমথনী॥ ২৫

যোগিয়া—একতালা।

এমা অভয়ে সংসার কুহকে হয়ে মগ্ন।
হারাইয়ে জ্ঞানরত্ন করি সবন্ধনে যত্ন॥
বিষয়াভিলাষ সুখ, নিয়ত মিলিত দুঃখ,
তবু ভ্রান্ত মনের বাসনা না হয় ভগ্ন।
স্বভাব করুণা গুণে,প্রসন্না হইয়ে দীনে,
কুরু অকিঞ্চন মন শ্রীচরণে লগ্ন॥ ২৬

ভৈরবী—একতালা।

রিপুবশে কুরসাভিলাষেতে, মুগ্ধ হয়েছে মন আমার।

হিতাহিত কিঞ্চিৎ না হয় বিচার॥

মত্ত করীবর যেন, কুপথে ভ্রময়ে মন, বিবেক অঙ্কুশ বিনে গতি নাহিক ইহার।

দুর্ম্মতি দুর্গতি হরা, তুমি ব্রহ্মময়ী তারা, তব কৃপা কটাক্ষ কিরণে নাশে অজ্ঞান আঁধার।

কর যদি অকিঞ্চনে, করুণা করুণা-গুণে, ঘোষে ত্রিভুবনে মা অসীম মহিমা তোমার॥ ২৭

টৌড়ি—আড়া।

হের ময়ি দীনে, প্রপন্ন অধীন জনে।

কে আছে তারিণী তোমা বিনে ত্রিভুবনে॥

দুর্গে দুর্গতি নাশিনী অম্বে, জগদানন্দময়ী জননী জগদম্বে, তনয়ে তার কৃপাবলম্বনে।

উমা ত্রিপুরহরজায়া, সুরেশ্বরী হরিপ্রিয়া, অভয়া অসীম তব মহিমা কে জানে।

কমলে বিমলে শশধর ভালে, গৌরী গিরীশ গৃহিণী গিরিবালে, ভব জঞ্জালে ত্রাহি আকঞ্চনে॥ ২৮

টৌড়ি—কাওয়ালী।

কিবা রূপ জগত মোহিনী।
(জগদম্বে মা) প্রপন্ন জন ভয় বারণ কারণ হলে মহিষমর্দ্দিনী॥

সৌদামিনী জিনি হাটক বরণী, বদনে ঝলকে কত ভাস্বর মণি, বিবিধ আয়ুধ করে পদভরে কম্পিত ধরণী॥

একরূপে কত গুণ প্রকাশ করেছ তারা, মহেশের মনোহরা রিপুগণ ত্রাস

করা, সুরতরঙ্গিনী সাধক জন মনো-ল্লাসিনী।

অনন্ত মহিমা বেদে শুনে কহে অকিঞ্চনে, তৃণ মহিষ নাশিতে এত আড়ম্বর কেন, কটাক্ষেতে বিশ্ব লয় হয় গো জননী ॥ ২৯

গান্ধার—আড়াঠেকা।

মৃগরাজোপরে বিহরে কে সমরে।
দশ করে বিবিধ আয়ুধ ধরে অরি প্রাণ হরে ॥

তপ্ত হেম বরণী, ত্রিভুবনমোহিনী, সুরগণে অভয় বিতরে ॥

অসংখ্য যোগিনী, বেড়িয়ে করে জয়ধ্বনি, মাঝে চন্দ্রাননী দিক্ আলো করে।

অকিঞ্চনে কহে এই, হয়েছ মা রণজয়ী, বিশ্রাময় আমার অন্তরে ॥ ৩০

আলেয়া—কাওয়ালী।

জগদ্ধাত্রি দুর্গে! সাধকজন মনো-বাঞ্ছা পূরণ কি কারণে রূপ ধরিলে।

মৃগেন্দ্রোপরে কিবা প্রফুল্ল কমলা-রূঢ়া হয়ে আশুতোষে তুষিলে।

হেম বরণী পূর্ণেন্দুবদনী রূপে, জগৎ উজ্জ্বল করিলে।

অনন্ত মহিমা তব সীমা কেবা জানে, নিজ মায়াতে ত্রিলোক মোহিলে, দুস্তর ভবেতে ত্রাণ, পায় দীন অকিঞ্চন, করুণা নয়নে হেরিলে ॥ ৩১

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

চিন্ময়ী সনাতনী, নির্গুণা চৈতন্য-রূপিণী, কে বুঝিতে পারে তত্ত্ব অতি গহনা।

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ, নিরন্তর করি ধ্যান, না পায় সন্ধান অহমাদি কি গণনা ॥

সগুণ রূপ সাধন, নিগমাগম প্রমাণ, হর মনোমোহিনী রূপ হৃদয়ে ভাবনা।

করিয়ে অবলম্ব, লভিয়ে নির্ম্মল জ্ঞান, হবে প্রাপ্তি অন্তে অকিঞ্চনের যে কামনা ॥ ৩২

সিন্ধু—ঠেকা।

মা আমি বিবিধ যন্ত্রণায় ভোগী তবু না হই বিবেকী অনুরাগী থাকি সদা অসার ঘোর বিষয়ে।

সংসার অনিত্য নিত্য, মায়াতে হইয়ে বদ্ধ, তব তত্ত্ব বর্ম্ম হারাইয়ে।

মা এখন নিকটে হেরিয়ে কাল, ভয়েতে ব্যাকুল, ডাকি হও সানুকূল, অকিঞ্চনে দীন হীন দেখিয়ে ॥ ৩৩

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

সুর শাখিমূলে ত্রিপঞ্চারে বিহরে কার বামা

সহাস্যবদনা, সুধা পানে সদা মগনা, কাল রূপে দিক আলো করে শ্যামা॥
ইন্দ্রাদি বিবুধগণ, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ, পুটাঞ্জলি হয়ে স্তুতি করে অবিরামা।
চিন্ময়ী নিগুর্ণার সগুণ রূপ দরশনে, দীন অকিঞ্চনের বাঞ্ছা হয় সিদ্ধকামা॥ ৩৪

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

মা একি তব করুণার রীত।
মাম্প্রতি হয় উচিত, মায়ায় মুগ্ধ রাখি দুর্গে ঘটাও হিতাহিত॥
বিনা তব প্রসন্নতা, কি হয় অজ্ঞান বারতা, বিশ্বমাতা স্বীয় গুণে যে কর বিহিত॥
মনুষ্যত্তম দেহ দিলে, কি হবে আর ভ্রমাইলে, বিতর এবার দুর্গে করুণা কিঞ্চিত।
তব কৃপালেশে হয়, মমাশুভচয় ক্ষয়, কৃপা দানে অকিঞ্চনে না করো বঞ্চিত॥ ৩৫

মালশ্রী—তেতালা।

তার গো তারা দীনে ভজন বিহীনে কাতরে ডাকিছে ৺মা হের মা অম্বুজনয়নে।
যোগিনী জগতমোহিনী জগদম্বে, যমভয়নাশিনী রূপা অবলম্বে, মা সর্ব্বেশ্বরী সুরপালিনী ভবানী পরমপদদায়িনী অনুগত জনে।
জঠর যন্ত্রণা সুবিস্তৃত দূত তাড়না, বারে বারে মাম্প্রাতি করোনা এ ঘটনা, প্রসন্না হইয়ে কর বারণ করুণা বিতরণে॥
তারিণী গতিহীনজন ত্রাণকারিণী অসীমা, মাহমা তব নিগমাগমে শুনি মা মা, বিশ্বেশ্বরী ভবসুন্দরী কামা দুস্তর ভবে এবার নিস্তার অকিঞ্চনে॥৩৬

মালশ্রী—তিওট।

যদি এলে মা মম ভবনে, হেরি করুণা নয়নে, কুরু মম দুঃখ গো নিবারণ।
দুর্গে দুর্গতিহরা, প্রণতজন সকল সম্পদকরা, আশুতোষ দারা, তব যশ তারা, বেদাগমে প্রসিদ্ধ প্রমাণ॥
পূর্ব্ব কিঞ্চিৎ সুকৃতি বলে হলো মানব দেহের ঘটন, তব অনবধানে মা হইল মায়ার বন্ধন, এবার তারিতে হবে নিরখি রূপ কি পুনঃ জন্মিবে অকিঞ্চন, ভাবে যে এসেছে ভবে ভব পারে কররে তরণী গ্রহণ॥ ৩৭

রাগিণী সিন্ধু—তাল তিওট।

কি শোভা মহিষমর্দ্দিনী।
হেরি ত্রিভুবন জন, আনন্দিত মন,
পুলকে করে জয়ধ্বনি ॥
দশভুজে, নানাবিধ আয়ুধ সাজে,
কটিতে বাজিছে কিঙ্কিণী।
পরিধান বিচিত্র বসন, অতি সুশোভন,
অঞ্চলে দোলে গজ মুক্তাশ্রেণী।
শিশুশশী ভালে, চাঁচর কুন্তলে,
মণিতে গ্রথিত সুবেণী।
অরুণোপর, অবিবাদে রজনীকর,
চরণ গুণ গো এমনি।
অকিঞ্চন মন, প্রকাশ কারণ,
ভবাব্ধি তরণে তরণী ॥ ৩৮

সিন্ধু তাল মধ্যমান।

সুধাসিন্ধু মাঝে মণি দ্বীপে সুরতরু।
পরিবৃতে চিন্ময়ী চিন্তামণি পুরবাসিনী।
শিবাকারে মঞ্চোপরে,
পরমশিব পর্য্যঙ্কে বিহরে,
কার বামা নিরুপমা ব্রহ্মসনাতনী ॥
সেই পদ নিরন্তর, সেবে বিধি হরি হর,
সুরাসুর নর আরো কত দেব ঋষি মুনি।
কিঞ্চিৎ মহিমাগুণে,
অকিঞ্চনে করুণাদানে,
পুরাও মনের কামনা কামদা কামরূপিণী।

লুমঝিঁঝিট—তাল একতালা।

রণ রঙ্গিণী, তরল তরঙ্গিণী, শ্যামা হর মনোমোহিনী ও কে ভীমভঙ্গিনী।
ডাকিনী যোগিনী সব, উন্মত্ত হুহু-রব. করে ধরি যোগায় সুধা হয়ে সঙ্গিনী।
অদ্ভুত লীলা তোমার, কি হেতু কি রূপধর, ব্যাপ্তি জ্ঞান হলে পর হ্রীংময়ী উলঙ্গিনী ॥
তব তত্ত্ব দৃঢ় অতি, না জানি মা জড়মতি, অকিঞ্চনের প্রতি হও করুণা-পাঙ্গিনী ॥ ৪০

ইমনকল্যাণ—তাল তিওট।

তব চরণ দুখানি, অতি বিচিত্র তরণী, দুস্তর ভবার্ণবে হইতে পার।
মনন স্মরণ এ তরণী বাহকগণ শ্রীগুরুচরণ কর্ণধার ॥
একান্ত যে জন, ইহাতে করে দৃঢ়মন, অনায়াসে তারিণী সে হইবে উদ্ধার ॥
ভবান্ধকূপে মগন, মূঢ়মতি অকি-ঞ্চন, কৃপা বিনে গতি নাই তার ॥ ৪১

যোগিয়া—ছোট চৌতাল।

এস অভয়ে সভয়ে ত্রাহি অতি সভয় জনে। স্বভাব করুণা অবলম্বনে।
স্বকর্ম্মফলভুক্‌পুমান, যদি সিদ্ধি হয়

এ প্রমাণ, পতিতপাবনী তুমি হবে কেমনে; স্বনাম মহিমা প্রতি অবধানে, ভগবতী দেহি গতি দুর্ম্মতি দুষ্কৃতা-কিঞ্চনে॥ ৪২

যোগিয়া—ঝাঁপতাল।

অভয়ার অভয়পদ কর মন সার।
ভব ভয় পেয়ে দূরে যাবেরে তোমার॥
অকর্ম্মজনিত ভয়, যদি ভোগাধীন হয়, ভয়হরা তারা নামে পাইবে নিস্তার।
ভ্রান্তিযুক্ত শ্রান্তি হীন, হেলায় হারালে দিন, অধুনা বিহিত বচন শুনরে আমার।
অচঞ্চল হয়ে চিন্ময়ী শক্তির ধ্যান কররে,—
না হইও অকিঞ্চন অকিঞ্চনে বন্ধ আর॥

সুরট মল্লার—একতালা।

কে রণরঙ্গিণী, যোগিনী সঙ্গিনী,
হয়ে উলঙ্গিনী নাচিছে সমরে।
পদতল নব প্রভাকর কর,
দশ সুধাকর শোভিছে নখরে॥
কিবা জামূতাঙ্গী জ্যোতি তমোহর,
চরণে পতিত শবরূপে হর,
জবা বিল্বদল কিবা মনোহর,
শোভিছে ও পদে সঁপিছে অমরে।
কুন্তলজাল জিনি কাদম্বিনী,
আরক্ত নলিনীদল ত্রিনয়নী,
লোল রসনা করাল বদনী,
শোণিতের ধারা বহে বিম্বাধরে॥
দন্তে কম্পে ধরণী সঘনে,
করে হুহুঙ্কার পাবক নিঃস্বনে,
ঝরে ইরম্মদ নয়নের কোণে,
ক্ষণপ্রভা খেলে দশন উপরে।
ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি দেখে লাগে ভয়,
কিন্তু ভক্তে বিতরিছে বরাভয়,
অকিঞ্চনে কয় সামান্যা ত নয়,
ব্রহ্মময়ী উদয় হয়েছেন সাকারে॥ ৪৪

খাম্বাজ—একতালা।

এমন যাতনা সব কত দিন।
হয়ে প্রসন্না সদয়া, হের মহামায়া,
করেছ আমায় জ্ঞানহীন॥
দয়াময়ী নাম শুনি সুপ্রকাশ
আছে গো সাহস পীন,
এমা সততা গুণাবলম্বনে
প্রপন্নে নওগো তুমি কঠিন।
সদা কুসঙ্গে বাধিত, সাধন রহিত,
দুষ্কৃতি মতি মলিন।
হের মহামায়া, দেহি পদছায়া,
জানি অকিঞ্চনে দীন॥ ৪৫

সোহিনী—আড়া।

আর কত যন্ত্রণা শ্যামা
দিবি গো আমারে।

সহেনা জঠর ব্যাধি,
জননী গো বারে বারে ॥
নিজ দোষেতে দূষিত,
হয়ে আছি জ্ঞানহত,
কৃতান্ত ভয় জনিত,
এ দুস্তরে কে নিস্তারে।
তবাঙ্ঘ্রি কমলে,
নাহি মতি গো বিমলে,
ত্রাহি অকিঞ্চনে ডাকে
মা ভবান্ধকূপেতে পড়ে ॥

ললিত বিভাস—আড়াঠেকা।

ঘন রুচি এলোকচী নাচিছে কে রণে।
নাচিছে কে রণে বামা নাচিছে কে রণে
হুহুঙ্কার ঘোরময়, বিনাশিছে সৈন্যচয়,
এ বামা সামান্য নয়, হয় অনুমানে।
অব্যক্তা হইয়ে ব্যক্তা, হইবে সুরহিসক্তা,
এ রণে জীবন ত্যক্তা, হবে দৈত্যগণে।
শ্যামাঙ্গে রুধির চিহ্ন,
প্রত্যঙ্গে শোভিছে ভিন্ন,
যেন জবাদল ছিন্ন, যমুনা জীবনে।
কিবা হাসির হিল্লোলে,
মেঘ কোলে তারা খেলে,
ও রূপ হৃদি কমলে স্থাপে অকিঞ্চনে ॥৪৭

সিন্ধু—মধ্যমান।

বল কি হবে মা দুরাশয় তনয়ের উপায়।
রিপু ছয় আমারে ভুলায় ॥
আজন্ম কুবাসনায়, কাল গেল মত্ততায়,
নিকট যম যন্ত্রণা দায়।
শুনি এই বেদে কয়, দুর্গা নামে দুঃখ ক্ষয়
ডাকি তারিণী তোমায় সেই ভরসায়।
যদি নাম মহিমায়, অকিঞ্চন ত্রাণ পায়,
বিশেষ যশ প্রকাশে তারিলে আমায় ॥

বসন্ত বাহার—আড়া।

তারা তুমি কত রূপ জান ধরিতে।
জননী গো জ্বালামুখী গিরি দুহিতে ॥
লোমকূপে ধরাধর, হৈমবতী পরাৎপর,
অসুর বিনাশ কর মা আঁখির নিমিষে।
তুমি রাধা তুমি কৃষ্ণ, মহামায়া মহাবিষ্ণো
তুমি গো মা রামরূপিণী তুমি অসিতে।

পরজ—আড়া।

কার বামা রণে নাচিছে।
সুধাপানে ঢলঢল ঢুলে পড়িছে ॥
একে ত নীরদ কায়, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা তায়
কালিন্দী সলিলে যেন জবা ভাসিছে ॥৫০

সিন্ধু—একতালা।

ত্রাহি এ পাপাঙ্গে, অমৃতময়ী গঙ্গে,
ত্রিধারা তরঙ্গে, ত্রিলোকপাবনী।
অসীম মহিমা তব, জানি শিরে
ধরেন ভব, গোবিন্দ চরণোদ্ভব, মুক্তি
প্রদায়িনী ॥

স্পর্শে তব নীর কণা, মুক্ত সগর-নন্দনা, ভক্তি ভাবে ভজে যে সে লভে নাকি জানি।

দীন হীন অকিঞ্চনে, চরমে রেখ চরণে, ভোগবতী অলকানন্দা মন্দাকিনী

পূরবী—আড়া।

গোবিন্দ গোপাল, পরম দয়াল, নিকটে যে কাল, রক্ষা কর দীন জনে।

অনন্ত মহিমা তব, আমি কি জানি হে স্তব, নিরন্তর বিধিভব মগন যে ধ্যানে

আজন্ম মলিন মতি, নাহি তব পদে রতি, দেহি মম গতি যদুপতি নিজগুণে।

নিতান্ত কাতর হইয়ে, ডাকি প্রভু ভয় পাইয়ে, হেলা করিয়ে কুরু কৃপা অকিঞ্চনে॥ ৫২

বেহাগ—যৎ।

পাপানল লাগিল রে এ দেহ কাননে ক্রমে করিছে দাহন।

কি দেখরে নয়ন, রসনা বলনা সদা শ্রীমধুসূদন॥

নাম গুণে তবে হবে বিপদ ভঞ্জন, হরিনাম বারি বিনে ইহা না হয় নিবারণ, কলত্রাদি ধন, হিত নহেরে আপন, স্নেহযোগে এ অনল প্রবল কারণ।

যদি এ সঙ্কটে বাঞ্ছা কর পরিত্রাণ, অকিঞ্চন, প্রতিক্ষণ ধ্যায় গোবিন্দ চরণ॥ ৫৩

বেহাগ—আড়া।

বিশ্বরূপ স্বরূপ রূপ নিরুপম কি রূপ সুন্দর।

নবাভ্র বরণ, প্রত্যঙ্গে রত্নভূষণ, শিরে শিখিপুচ্ছ বনমালী পীতাম্বর ধর

এ রূপ হৃদ্ পদ্মাসনে, স্থাপিয়ে যতনে অকিঞ্চনে, বাঞ্ছে মুদি আঁখি দেখি নিরন্তর।

শ্রীনাথ প্রসাদে যদি, এ সৌভাগ্য ঘটান বিধি, তবে ভবজলধি মাম্প্রতি না হয় দুস্তর॥ ৫৪

বাগেশ্বরী—কাওয়ালী।

হরি পদপঙ্কজে মজরে মন, নহে বিলম্ব সহন। দেখ রবি দিনে দিনে করিছে আয়ু হরণ॥

জীবন নিধন কালে, আত্মারে রোধ হইলে, কেমনে হইবে কৃষ্ণ নামের স্মরণ॥

ভ্রমে মত্ত হয়ে কালে, অযতনে খোয়াইলে, এখন কিঞ্চিৎ হিত কররে সাধন।

কিঞ্চন মন দৃঢ়ভাবে জপ নারায়ণ, তবে রে দুর্জ্জয় ভয় হয় নিবারণ॥ ৫৫

ললিত—আড়া।

মন বুদ্ধির অগোচর, নিরঞ্জন নিরাকার, নিরূপ না হয় যার, কি আশ্চর্য্য তারে বাঞ্ছা করে বিশ্বজন।

সচ্চিদানন্দ পদার্থ, বাক্য মাত্র চরিতার্থ, সে তত্ত্ব যথার্থ কেবা পেয়েছে কখন।

নির্গুণাব্যক্ত সাধন, স্থূল তুষার ঘাতন, সগুণ সাধনে সদা করয়ে যতন।

কৃষ্ণপদ ধ্যান গুণে, চরমে নির্ম্মল জ্ঞানে, অখণ্ডানন্দ প্রাপ্ত হইবে অকিঞ্চন॥ ৫৬

সিন্ধু—ঠেকা।

হরি নাম সুধারসেতে মজরে রসনা কৃষ্ণলীলা গুণের শ্রবণে শ্রুতি থাকরে মগনা।

থাকরে মগনা মগনা॥

নানা কুসুম রচিত, মলয়জ সুবাসিত, অচ্যুত চরণে কর কররে অর্চ্চনা।

নব ঘন শ্যাম সুন্দর রূপ হেররে নয়না। হেররে নয়না নয়না॥

মমোত্তমাঙ্গ নিয়ত হরি পদে থাক নত, স্থির হয়ে মন মম পুরাও কামনা!

তবেরে ঘুচিবে অকিঞ্চনের ভবের যন্ত্রণা যন্ত্রণা॥ ৫৭

সিন্ধু—একতালা।

হরি করহে পূরণ অভিলাষ এই আমার।

শিরোমে প্রণাম শ্রুত গুণের শ্রবণে।

আঁখি তব রূপ সদা করে দরশন॥

ভবাব্জি কমলে কর, থাকে যেন নিরন্তর, রসনা শ্রীকৃষ্ণ নাম করয়ে রটন

শেষে প্রভু লয় কালে তোমার পদ সলিলে, অকিঞ্চন হরি বলে ত্যজে এ জীবন॥ ৫৮

মেঘমল্লার—আড়াঠেকা।

অবিদ্যা ঘনে করিল নিবিড় অন্ধকার।

অহমিতি মমোত্ত নাদে গর্জ্জয়ে বারংবার॥

ধনাশা বায়ু প্রচণ্ড, বহে প্রতিক্ষণ দণ্ড, সশোকা করকা বর্ষে মোহ বারিধার।

পড়িয়ে দুর্যোগে হরি, অন্ধবৎ কিছু না হেরি, দেখি ক্বচিৎ যদা হয় চিত্তড়িৎ সঞ্চার।

দুঃখাশনিতে মূর্চ্ছিত, কভু ভয়ে মুদান্বিত, এ যন্ত্রণা অকিঞ্চনে কৃষ্ণ দিও না বার বার॥ ৫৯

খাম্বাজ—আড়া।

একাগ্র চিত্ত হয়ে ভাব সদা নারায়ণ।

তদেকনৈষ্ঠিক হ'লে হবে কৃপাবলোকন ॥

ঐকান্তিক ভক্তি বিনে, কি করে বহু সাধনে, দৃঢ় মনে গোবিন্দচরণে ভজ অকিঞ্চন ॥ ৬০

সুরট মল্লার—তিওট।

হরি কে জানে হে তব তত্ত্ব নিরূপণ,

অদ্ভুত অপরূপ রূপ করহে ধারণ ॥

হরি কে জানে তব মায়া, অনন্ত অন্ত ত্বয়া, বিশ্বরূপ বিশ্বমায়ায় ভুলালে বিশ্বজন ॥

সত্য যুগেতে হরি, দৈত্যাদি সংহারি, দেবাদি গণে করিলে পালন; (শেষে) ভূভার হরণ জন্য, নানা রূপে অবতীর্ণ, বলিরে ছলিবার জন্য, হইলে ব্রহ্মবামন ॥

ত্রেতায় রাম অবতারে, অহল্যা পাষাণীরে, মানবী করলে দিয়ে শ্রীচরণ;—অপার জলধি-জলে, রাম নামে ভাসে শিলে, স্বকার্য্য উদ্ধারিলে, নিধন করি রাবণ ॥

দ্বাপরে বৃন্দাবনে, ফিরিতে গোচারণে, ভুলাতে বাঁশীর গানে, গোপীর মন; (সেথায়) করিলে কত কেলি, আয়ানের মন ছলি, হইলে কৃষ্ণকালী, ভুলালে বৃন্দাবন ॥

কলিতে কল্পতরু, জগন্নাথ জগৎ গুরু, হরিনাম করিতেছ বিতরণ; গয়ায় রাখি শ্রীপাদপদ্ম, ত্রিভুবন করলে বাধ্য, অকিঞ্চনের দুঃসাধ্য ভবাব্ধি নিস্তারণ ॥ ৬১

বেহাগ—আড়া।

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা বাঁকা মদনমোহন।

নব সজল-জলদ জিনি বরণ চিকণ ॥

গণ্ডস্থল ঝলমল, কর্ণে মকর কুণ্ডল,

তাহে মৃদু মৃদু হাসি, অমিয় বচন;

সে যে নলিনাক্ষ নারীর পক্ষ

করিছে দলন ॥ ৬২

বিভাস—সুরফাঁকতাল।

গেল গেল দিন ওরে ভ্রান্ত মন।

কত অনিত্য বিষয়ে কর্ব্বি ভ্রমণ ॥

বলে এলি ভবে ভজিব হরি,

মায়া মধু রসে রয়েছ পাসরি,

লয়ে দারাসুত, সুখে আছ কত,

জাননা শিওরে রয়েছে শমন।

আশিলক্ষ যোনি করিয়ে ভ্রমণ,

পেয়েছ দুর্লভ মানব জনম,

অকারণে যায়, ভাব না উপায়,

মনে কি পড়ে না জঠর যাতন

সুধা পরিহরি গরল ভক্ষণ,
অকারণে তনু ভাবিয়ে ক্ষীণ,
মোহ নিদ্রাবশে, ইন্দ্রিয় অংশে,
ফুরাইবে বল হবি অচেতন।
এখনও তাহার উপায় কর,
হরি হরি ব'লে কালেরে হর,
ভণে অকিঞ্চনে, মধুর বচনে,
গুরুপদে দুটি রেখোরে নয়ন॥৬৩

বিভাষ—একতাল।।
জয় যজ্ঞেশ্বর, জগদীশ্বর,
জগজ্জন জগৎপালন।
হৃষীকেশ হরি, রাসবিহারি,
রমানাথ রাধামোহন॥
হরি বিশ্বম্ভর, বংশীধর,
শ্রীধর গিরিধারণ।
তুমি অনাথের নাথ, শ্রীপতি শ্রীনাথ,
দীননাথ দীনতারণ॥
ত্রিলোকপালক বালক বেশেতে
কর বসুদেব দুঃখ নাশন॥
তুমি নরকান্তকারী, নরকান্তি ধরি,
নরকুলে জন্ম গ্রহণ॥
হরি ভকতবৎসল ভবতারণ
ভানুজ-ভয়-ভঞ্জন।
তুমি গোলোকের পতি, অগতির গতি,
গোকুলচন্দ্র গোপীমোহন॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন, ব্রহ্ম সনাতন,
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত চরণ।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র
চরণেতে লয় শরণ॥
হরি দামোদর দ্বারকানাথ
দৈত্যকুল-নাশন।
তুমি হরি হরহৃদি নিধি নিরবধি
বিধি করে পদ সেবন॥
মনের শিরোমণি তুমি চিন্তামণি
নারদাদি মুনির ধ্যানের ধন।
করুণা কটাক্ষে অকিঞ্চন পক্ষে
কর রক্ষে ভব বন্ধন॥ ৬৫

দেওগিরি—তিওট।
অযোধ্যা নগরে কিবা
রত্ন সিংহাসনোপরে।
রাজরাজেশ্বর রঘুবর বিরাজ করে॥
নবীন জলদ বামে শোভে স্থির
সৌদামিনী, শ্রীরামমোহিনী বেশে
সীতা জনকনন্দিনী, তপ্তহেম বরণ
লক্ষ্মণ দক্ষিণে ছত্র ধরে।
চামর ব্যজন ক্রিয়মাণ, ভরত
শত্রুঘ্ন জাম্বুবান, বিভীষণ সুগ্রীবাদি
স্থিত পুরে।
পুটাঞ্জলি হনুমান, প্রেমানন্দে
মগন, বশিষ্ঠাদি মুনিগণ, করিছে স্বস্তি
বাচন, রচে অকিঞ্চন শ্রীরামচরণ ভাবি
অন্তরে॥ ৬৫

ভৈরবী—জৎ।

অব্যক্ত নির্গুণ, ব্রহ্মবস্তু নিরঞ্জন
তদিচ্ছায়, সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণ।
সাধন সুলভ হেতু কৃপাবিতরণ
নিগুণযুক্ত হলে পঞ্চমূর্ত্তি প্রকাশন॥
শিববিষ্ণু শক্তিসূর্য্য দেব গজানন।
রূপভিন্ন বস্তু এক সাধন কারণ॥
যে মন্ত্র যেরূপ বাঞ্ছা কর আরাধন।
পঞ্চবিধতত্ত্ব স্মৃতি শ্রুতিতে রটন॥
রিপু পরাজয় করি অবিদ্যাদি বর্জ্জন।
ভক্তিভাবে, কর সদা সাধন স্বগুণ॥
দৃঢ়ভক্তি বিনে মুক্তি নহে কদাচন।
এই সে পরম তত্ত্ব রচে অকিঞ্চন॥ ৬৬

সম্পূর্ণ।

দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়।

দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়।

ইনি দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের পিতা ছিলেন।

আড়ানা—তেতালা।

অভয়ে ব্রহ্মময়ী ভবদে ভবানী।
ভীত ভয়নাশিনী ভজন বিহীন
জনে, কর কৃপা ওগো মা তারিণী।
হৈমবতী হর-ঘরণী, হরতি দুর্গতি
দুর্গে দুঃখনাশিনী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী
মহেশ্বরী মম মন মানস পূর্ণকারিণী।
করুণাময়ী কাত্যায়নী, কমল
ভৈরব-নাদিনী, বিমলা পার্ব্বতী মহে-
শ্বরা পরম-পদদায়িনী।
সর্ব্বাণী সর্ব্বেশ্বরী শক্তি প্রজ্ঞা
সাবিত্রী দ্বিজ ব্রজকিশোর বলে ভবা
জলে, তারিতে তারিণী চরণ তরণী॥

দেওয়ান নন্দকিশোর রায়।

ইনি দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

ভৈরবী—ঠেকা।

ভুবন ভুলাইলি গো হরমোহিনী।

মূলাধারে মহোৎপলে বীণা বাদ্য বিনোদিনী॥

শরীরে শারীরী যন্ত্রে, সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে, গুণভেদ মহামন্ত্রে, তিনগ্রাম সঞ্চারিণী।

আধারে ভৈরবাকার, ষড়্দলে শ্রীরাগ আর, মণিপুরেতে মল্লার; বসন্তে হৃৎ প্রকাশিনী।

বিশুদ্ধে হিল্লোল সুরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে, তাল মান লয় সুরে, ত্রিসপ্ত সুর ভেদিনী।

মহামায়া মোহ পাশে, বদ্ধ কর অনায়াসে, তত্ত্ব লয়ে তত্ত্বাকাশে, স্থির আছে সৌদামিনী।

শ্রীনন্দকুমার কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়, তব তত্ত্ব গুণত্রয়, কাকি মুখে আচ্ছাদিনী॥ ১

বাগেশ্রী—ঠেকা।

ভাবরে ব'সে মদনান্তক রমণী মন মানসে।

নাহি পর্য্যটন শ্রম, প্রেম গন্ধ ভাব কুসুম, তৈজস ধূপ দীপ আদি প্রাণ, আছয়ে তব পাশে॥

সহস্রারামৃতে পাদ্য অর্ঘ্য দেহ মন, সুধামৃত নৈবেদ্য তায় কররে অর্পণ, কাম আদি ছয় জন, বলীর এই নিরূপণ জ্ঞান কৃপাণে ছেদন, কর অনায়াসে।

হোম কুণ্ড কর সুধা সমিধ সমাধি, ব্রহ্ম অগ্নি জ্বাল মন তায় আছে এই বিধি, হোতা হও ত্যজি কর্ম্ম, দ্রাব্য ঘৃতে রাখি মর্দ্দ, আহুতি দাও ধর্ম্মাধর্ম্ম মনরে হেসে॥ ২

সম্পূর্ণ।

রামদুলাল নন্দী।

গৌরী—একতালা।

তিমিরে তিমির বিনাশে, ভবোপরে এসে কার মহিষী?।

এ কি অপরূপ, দেখ ওহে ভূপ! অসিত বরণ অসিতনাশী।

রণের তরঙ্গে নাচিছে উলঙ্গে, রুধির বহিছে নীরদ অঙ্গে, কিবা শোভা তায়, যেন ভেসে যায়, যমুনা সলিলে কিংশুক রাশি।

দুলাল বলে একি অপরূপ দেখি, সামান্য মেয়ে কি করাল মুখী?

ভাবাতীত যেই, মেয়ে হয় সেই, শুম্ভকে কৃতার্থ করিল আসি॥ ১

শঙ্করা—একতালা।

দেখ রে মায়েরে, ঘট ঘটান্তরে, সর্ব্ব ঘটে ব্যাপিনী।

সে যে একমেব অদ্বৈত্য অনিত্য রহিত, অনন্ত রূপধারিণী;—মনুজে দনুজে, জলজে স্থলজে, স্বেদজে আর ভুজঙ্গে; আছে মাতঙ্গে পতঙ্গে, বিহঙ্গে কুরঙ্গে, অনঙ্গ অরি মোহিনী।

শ্যাম শ্যামা হর, ধাতা পুরন্দর, কিবা দিবাকর চক্রধর; সকলি জগতে, তাঁহার অংশেতে, ব্যক্ত সর্ব্ব শাস্ত্রেতে, কহে ঋক্ যজু সাম, মতান্তরে নাম, অন্তে এক ভবান্তক; সর্ব্ব ভূতেতে সমান, হেরে জ্ঞানবান, শ্রীরামদুলালের এই বাণী॥ ২

ললিত—আড়াঠেকা।

কি কুহক তারা তোমার!

ত্রিলোকে কেহ না জানে।

বলে ক্ষিপ্ত লোকে তারে, যে থাকে ঐ সন্ধানে।

দ্বিধা ভাবে এক শক্তি, জননী রমণী উক্তি, ঐক্য করে ক্ষেপা ব্যক্তি, অনৈক্য হয় ভ্রান্তি জ্ঞানে।

বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ, শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি;—কুহকে কুহক দিয়ে, মায়ায় মায়া আচ্ছাদিয়ে, চাহ মা সদয় হয়ে, শ্রীরামদুলাল পানে॥ ৩

গারা—আড়াঠেকা।

মন! কি ভুলে ভুলিয়াছ, ভুলে কি ভুলিতে আয়ো।

ভুলে মূল হারায়ে পাছে, মূলেরই সন্ধান করো।

ভাই বন্ধু দারা সুত, পরিজন আছে যত, যাকে অতি ভাল বাস, সে রূপ ভাব মায়ের।

নিত্য বস্তু পরমাণু, যার চয়ে হয় তনু, সংযোগ হইলে ধ্বংস, ভেবে দেখ কেবা কার? শ্রীরামদুলাল রটে, সদা ফির মাঠে ঘাটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে ভাব তুমি সেই সার॥ ৪

মূলতান—আড়াঠেকা।

ধানাশা জীবন আশা গেল না সকলি গেল। (মা!)

কৌমার যৌবন গত, জরা আগমন হল।

ছিল না মা জলপাত্র, করপাত্র ছিল মাত্র, বাঞ্ছা ছিল জলপাত্র মাত্র হয় সম্পদ;—তা দিলে মা দিলে ঘড়া, বাঞ্ছা তাতে হৈল বাড়া, এখন ব্রহ্মাণ্ড পাইলে তারা! হয় সে ভাল।

সমান বয়সী যত, প্রায় সব হইল গত, ন্যূন জ্যেষ্ঠ গত কত, কত কহিব?—আপন পঞ্চত্ব হবে, মনে মনে জানি সবে, তবু চিরজীবী ভাবে, ভ্রান্তি রহিল।

অক্ষির গেল মা জ্যোতি, শ্রবণের গেল শ্রুতি, মনের গেল মা স্মৃতি, চরণের গতি;—আছে কান্তা অভিলাষ, অদর্শনে আসার আশ, দরশনে জরা বলে, কি দায় হল?।

তোমার মায়ার গুণে, পদ্মযোনি পঞ্চাননে, ক্ষীরোদশায়ীর সনে, ভ্রান্তে ভ্রমিল;—শ্রীরামদুলাল ভাষে, সুপ্রসন্ন হও দাসে, বাঞ্ছা পূর্ণ কর ত্রাসে, সেই মঙ্গল॥ ৫

বাহার—যৎ।

ও গো! জেনেছি জেনেছি তারা! তুমি জান ভোজের বাজি।

যে তোমায় যেমনি ভাবে, তাতে তুমি হও মা রাজি।

মগে বলে ফরাতরা, লর্ড বলে ফিরিঙ্গি যারা, খোদা বলে ডাকে তোমায়, মোগল পাঠান্ সৈয়দ কাজী।

শাক্তে তোমায় বলে শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি, সৌর বলে সূর্য্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকাজী।

গাণপত্যে বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ, শিল্প বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি।

শ্রীরামদুলাল বলে, বাজি নয় এ জেনো ফলে, এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে, মন আমার হয়েছে পাজি॥ ৬

রামমোহন রায়।

হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী রাধানগরে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় জন্ম-গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম— রমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। রায়,—ইহাঁদের নবাব প্রদত্ত উপাধি। রামমোহন রায় সংস্কৃত, পারসী, আরবী, ইংরেজী, গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনিই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার এবং ব্রাহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রধানতঃ ইহাঁরই চেষ্টায় রাজবিধি সাহায্যে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সহমরণ প্রথা বিদূরিত হয়। ইনি বহুবিষয়ে বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডের অন্তর্গত বোষ্টননগরে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

ইমনকল্যাণ—আড়াঠেকা।

একদিন হবে যদি অবশ্য মরণ।
কেন এত আশা তবে এত দ্বন্দ্ব কি কারণ॥

এই যে মার্জ্জিত দেহ, যারে এত কর স্নেহ, ধূলিসার হবে তার মস্তক চরণ।

যত্নে তৃণ কণ্ঠ খান, রহে যুগ পরিমাণ, কিন্তু যত্নে দেহ নাশ না হয় বারণ,—অতএব আদি অন্ত, আপনায় সদা চিন্ত, দয়াকর জীবে, লও সত্যেরে শরণ॥ ১

ইমনকল্যাণ—আড়াঠেকা।

মানিলাম হও তুমি পরম সুন্দর।
গৃহ পরিপূর্ণ ধনে সর্ব্বগুণে গুণাকর।

রাখ রাজ্য সুবিস্তার, নানাবিধ পরিবার, অশ্ব রথ গজ দ্বারে, অতি শোভাকর॥

কিন্তু দেখ মনে ভেবে, কিছু নাহি সঙ্গে যাবে, অবশ্য ত্যজিতে হবে কিছু দিনান্তর,—অতএব বলি শুন, ত্যজ দম্ভ তমোগুণ, মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পরাৎপর॥ ২

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

নিজ গ্রামে পরগৃহে চোর প্রবেশিলে মন।

লোকে শুনে তাহে কত মনে মনে ভীত হন॥

নবদ্বারী দেহপুরে, কালরূপী তস্করে, নিত্য পরমায়ু হরে, নাহি তার অন্বেষণ।

মোহরাত্রি তম-ঘন, মায়ানিদ্রায় প্রাণিগণ, প্রহরী নাহিক কোন, কে করে বারণ, শুন মম অতঃপরে, জ্ঞান-অসি করে ধরে, জাগিয়া কৃতান্তচোরে কর নিবারণ॥ ৩

ইমনকল্যাণ—তিওট।

ভাব সেই একে।

জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে॥

যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার, সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে।

তমীশ্বরাণাং পরমং, মহেশ্বরং তং দেবতানাং, পরমঞ্চ দৈবতং পতিং, পতীনাং পরমং পরস্তা২, দিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥ ৪

রামকেলী—আড়াঠেকা।

দম্ভ ভাবে কত রবে, হও সাবধান।

কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পর-নিন্দা পরদ্রোহে, মুগ্ধ হয়ে নিজ দোষ, না কর সন্ধান।

রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুল মতি, অথচ "আমার" ব'লে,—মনে মনে ভাণ॥

অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও, অবশ্য ম'রিবে জানি, সত্য কর ধ্যান॥ ৫

রামকেলী—আড়াঠেকা।

অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন।

ভ্রমেও না ভাব হবে নিশ্চয় মরণ॥

বিষয় ভাবিতে যত, বাসনা বাড়িবে তত, ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।

অশ্রু পড়ে বাসনার, দন্ত করে হাহাকার, মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে, কাম ক্রোধ রিপুগণ,—অতএব চিত্ত শেষ, ভাব সত্য নির্ব্বিশেষ, মরণ সময়ে বন্ধু, একমাত্র তিনি হন॥ ৬

রামকেলী—আড়াঠেকা।

বিস্তার করিলে রাজ্য, নিজ বাহুবলে।

সংগ্রামে অনেক রিপু সংহার করিলে॥

হৃদে অহঙ্কার ভরা, রিপুহীন হ'ল ধরা, শরীরে দুর্জ্জয় রিপু, তার কি চিন্তিলে॥

প্রবল যে রিপুছয়, তোমারে করিল জয়
ধিক্ ওরে দম্ভময়!—বৃথা অহঙ্কার,—
অতএব যুক্তি শুন,মনেতে বৈরাগ্য আন,
আত্মতত্ত্ব—সমরে, দলহ রিপুদলে ॥ ৭

রামকেলী—আড়াঠেকা।

একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে।
কি কষ্টে জন্মিয়াছিলে,
কি দুঃখেতে প্রাণ যাবে ॥
মাতৃগর্ভ অন্ধকারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে
অন্তে পুনঃ অন্ধকার,—সংসার দেখিবে ॥
প্রথমেতে সংজ্ঞাহীন,
ছিলে পঙ্গু পরাধীন,
সেই সব উপদ্রব, শেষেও ঘটিবে ;—
অতএব সাবধান,
যে অবধি থাকে জ্ঞান,
পরহিতে দিবে মন, সত্যকে চিন্তিবে ॥

ইমনকল্যাণ—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে কথা কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর
যার প্রতি যত মায়া,
কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ স্মরি তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ, হিমকলেবর,—
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর ॥

কেদারা—আড়াঠেকা।

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা।
অনিত্য এ দেহ মম,জেনেও কি জাননা ॥
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে,
বার-মাস-তিথি রবে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে,
একবারো ভাবিলে না ॥
এ কারণে বলি শুন,
ত্যজ রজস্তমো গুণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন,—
এ বিপত্তি রবে না ॥ ১০

রামকেলী—আড়াঠেকা।

কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে।
এ মুখের পরিণাম,
বারেক না ভাবো মনে ॥
শ্যাম কেশ শ্বেত হবে,
ক্রমে সব দন্ত যাবে,
গলিত কপোল বক্র হবে কিছু দিনে ॥
লোলচর্ম্ম কদাকার, কফ কাস দুর্নিবার,
হস্তপদ শিরঃকম্প, ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে ॥
অতএব ত্যজ গর্ব্ব. অনিত্য মানিবে সর্ব্ব
দয়াজীবে নম্রভাবে,
ভাব সত্য নিরঞ্জনে ॥ ১১

রামকেলী—আড়াঠেকা।

চিত্তক্ষেত্র পবিত্র করিয়ে ওরে মন।
আত্ম উপাসনা বীজ কররে বপন ॥

প্রযত্ন সেচনী ধরি, বিবেক-বৈরাগ্যবারি
প্রাণপণে প্রতিক্ষণে, করয়ে সিঞ্চন ॥
হবে বৃক্ষ মোক্ষময়, নিত্যজ্ঞান ফলোদয়,
নিশ্চিত অমৃত লাভ, সে ফল ফলিলে,—
ইহাতে হইলে মতি,
যাইবে দুঃখ-দুর্গতি,
হইবে পরম গতি, মিলিবে পরম ধন ॥

কেদারা—কাওয়ালী।

সংসার-দুর্গতি হ'তে নিবৃত্তি না হবে।
যাবৎ কর্ম্মের ফলে প্রবৃত্তি রহিবে ॥
দেখিতে সুরঙ্গ ফল, কিন্তু মিশ্রিত গরল,
কি ফল সে ফলে, যাতে হলাহল পাবে।
কেন ভোগে মুগ্ধ হও,
"আমি আমি" সদা কও,
আশার বশেতে রও,—
বৃথা প্রাণ যাবে ;—
অতএব সাবধান, ত্যজ মিথ্যা অভিমান,
ভজ সত্য সনাতনে অমৃত পাইবে ॥ ১৩

জয়জয়ন্তী—মধ্যমান।

বিষয়-বিষ পানাসক্তে, ত্যজিলে জীবন।

প্রত্যেকেতে পঞ্চ জীবের,—শুন বিবরণ। রূপেতে মরে পতঙ্গ, রসে মীন, গন্ধে ভৃঙ্গ, স্পর্শে হত মাতঙ্গ, শব্দে কুরঙ্গ নিধন ॥

বিষয়েতে আছে রত, যেই জীব অবিরত, বিনষ্ট হবে ত্বরিত, পতঙ্গাদি নিদর্শন।

অতএব সাবধান, ত্যজ বিষয়-রস-পান, বৈরাগ্যেতে কর যত্ন, হৃদে ভাব নিরঞ্জন ॥ ১৪

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

গ্রাস করে কাল, পরমায়ু প্রতিক্ষণে।
তথাপি বিষয়ে মত্ত, সদাসক্ত উপার্জ্জনে

গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হ'ল এত, বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি, বলে বন্ধু-গণে ;—এ সব কথার ছলে, কিংবা ধন-জন বলে, তিলেক নিস্তার নাই, কালের দশনে। অতএব নিরন্তর, চিন্ত সত্য পরাৎপর, বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে ? ১৫

ভৈরব—কাওয়ালী।

মন যারে নাহি পায়, নয়নে কেমনে পাবে।

যে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয়-বিষয় নয়, রূপের প্রসঙ্গ তায় কেমনে সম্ভবে ॥

ইচ্ছামাত্রে করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামাত্রে রাখে, ইচ্ছামাত্রে করে নাশ, সেই সত্য এই মাত্র নিতান্ত জানিবে ॥

সাহানা—ধামার।

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্তের ভয়।

যাঁহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়॥

জড় ছিলে,—সচেতন যে করে তোমারে, পুনর্ব্বার ক্ষণমাত্রে পারে নাশিবারে,জগতের আত্মা সেই জানিহ নিশ্চয়॥ ১৭

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

সে কোথায়. তুমি কার কর অন্বেষণ।

তন্ত্র মন্ত্র পূজা স্মরণ মনন॥

অখণ্ড মণ্ডলাকারে, ব্যাপ্ত যিনি চরাচরে, ক্ষণে আনো, ক্ষণে তাঁরে কর বিসর্জ্জন।

কে বুঝিবে, তাঁর মর্ম্ম, ইন্দ্রিয়ের নহে কর্ম্ম, গুণাতীত পরব্রহ্ম. সকল কারণ;—জ্ঞানে যত নাহি হয়, পঞ্চেতে করি নিশ্চয়, সে পঞ্চ প্রাধান্যময়, জানো না কি মন ? ১৮

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

আমায় কোথায় আনিলে।

আনিয়ে সাগরমাঝে তরি ডুবালে॥

নাহি দেখি পারাপার, চারিদিক্ অন্ধকার, প্রাণ বুঝি যায় এবার ঘূর্ণিত জলে।

কোথা রইল মাতা পিতা, কে করে স্নেহ মমতা, প্রাণপ্রিয়া রইল কোথা বন্ধু সকলে॥ ১৯

বেহাগ—আড়াঠেকা।

মন, একি ভ্রান্তি তোমার।

আবাহন বিসর্জ্জন বল কারো কার॥

যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাঁকে, তুমি কেবা আন কাকে, একি চমৎকার।

অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান ক'রে. 'ইহ তিষ্ঠ' বল তাঁরে,—একি অবিচার,—দেখি একি অসম্ভব. বিবিধ নৈবেদ্য সব, তাঁরে দিয়া কর স্তব. এ বিশ্ব যাঁহার॥ ২০

সম্পূর্ণ।

আশুতোষ দেব।

আশুতোষ দেব।

(সাতু বাবু)

কলিকাতার সিমুলিয়ায় ৺সাতু বাবু ও লাটু বাবু দেশবিখ্যাত লোক ছিলেন, চিরস্মরণীয় ৺রামদুলাল সরকারের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ আশুতোষ দেব বা সাতু বাবু, কনিষ্ঠ প্রমথনাথ দেব বা লাটু বাবু। সাতু বাবুর মত সহৃদয় সমাজিক এবং দাতা দয়ালু লোক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। লাটু বাবুর উদরতা ছিল অতুলনীয়। দেহে যেরূপ অসাধারণ বল ছিল, হৃদয়েও সেইরূপ অসাধারণ মহত্ত্ব ছিল। সঙ্গীতে সাতু বাবুর মত অনুরাগ ও অধিকার প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। দিল্লী গোয়ালিয়র লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সেখানকার যে সঙ্গীতজ্ঞ লোক—যে কালোয়াৎ—যে উপযুক্ত গায়ক বা বাদক কলিকাতায় আসিতেন, তাঁহাকেই সাতু বাবুর আতিথ্য লইতে হইত। তাহার রচিত সর্ব্বরসময় সঙ্গীতেরও সমাদর ছিল সর্ব্বত্র। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার অতুল বিষয় সম্পত্তি গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সঙ্গীতগুলি এখনও সমান আদরে গীত হইতেছে। হিন্দুধর্ম্মে দুই সহোদরের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, ১৮৪৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় ইঁহাদের চেষ্টায় এক সভা হইয়াছিল, "পাদ্‌রি মিসনরি দিগের বিদ্যালয়ে ছেলে দিব না।" সভায় এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, তৎকালে কিঞ্চিৎ ফলও হইয়াছিল। তিরোভাব হইয়াছে ৫০ বৎসর হইল। সাতু বাবুর বংশ নাই, লাটু বাবুর উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত অ-াথনাথ দেব বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন।

ভক্তিবিষয়ক।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

যদি বাঁচিবে রে মন। (সংসারচিররোগে) সুবিচার মহৌষধি কর রে সেবন॥

ভস্ম কর অহঙ্কার, চূর্ণ কর মমতার, বিবেক-রসেতে কর সাধুশীলে মর্দ্দন।

অনুপান শুন বলি, যাতে তুমি হবে বলী, গুরু নামাবলী আশু, কররে গ্রহণ॥ ১

ভৈরবী—ঠেকা।

কালী নাম অগ্নি লাগিল, মম পাপ-কাননে। প্রবল হতেছে অতি, রসনা পবনে ॥

কাম আদি তরুবর, দগ্ধ হল পরস্পর, কুমতি কুরঙ্গী তারা, পালাবে কেমনে ॥

অবশিষ্ট যারা মত্ত, হইয়া বিহঙ্গ মত্ত, পলাইতে শূন্য পথ, আছে আরাধনে,—কালীনাম লইলে মুখে, উঠে যে শিখে, অমনি হইবে ভস্ম, মহিমা-গুণে ॥ ২

সিন্ধু—পোস্তা।

অন্নদার দ্বারে আজি পাতকী পেতেছি পাত। পলাইতে পারিবে না পরশিতে হবে ভাত ॥

চাই আমি সেই প্রসাদ, যাবে যাতে জন্মের সাধ, যে প্রসাদ পেয়ে শিব নাচে, হয়ে উর্দ্ধ হাত ॥ ৩

ভৈরবী—ঠেকা।

কালী করুণাময়ী কখন বলিব না।

এত দুঃখ দিলে তবু কিছু দয়া হলো না।

বড় সাধ ছিল মনে, স্থান পাব ওচরণে, আশুতোষ হৃদয়ে রেখেছে কারে দিবে না ॥ ৪

ভৈরবী—আড়া।

দিবা বিভাবরী জীব করিছে গমন।

জাগ্রতে সুষুপ্তি আদি কি উপবেশন।

বহিতেছে ক্রমে শ্বাস, ক্রমে হবে সর্ব্বনাশ, অদূরেতে কাল ব'সে, কর নিরীক্ষণ।

তব সঙ্গীগণ সর্ব্ব, এবার কেমন ॥

শুন মন তোরে বলি, সম্বল নিলি কলঙ্ক ডালি, কেবা নেত্রে দিয়ে অঙ্গুলি, করাবে সচেতন ॥ ৫

ভৈরবী—ঠুংরি।

ভয় কিরে ভ্রান্ত মন তুই দুর্গা দুর্গা বল

অমরে অভয়দাত্রী হন্ত্রী দৈত্য দল ॥

শমনেরি বলহরা দুর্বলেরি বল,

শুনেছি দুর্লভ নামে চতুর্ব্বর্গ ফল,

প্রাণ ভরা নাম করে মরণমঙ্গল,

প্রসাদ বিষাদ রে মন সতত সফল,

স্থির নহে দাবানল কররে শীতল ॥ ৬

দেশ-মল্লার—চিমেতেতালা।

ভাগিনী মম মনে এই অভিলাষ।

বিষয় বাসনা ত্যজে হইব তোমার দাস

মুনি ঋষি আদি তব,

দাসত্ব বাঞ্ছিত সব,

সে দাসত্ব আমি পাব—

কেমনে হতেছে ত্রাস

কৃপাময়ী তুমি অতি,
গতি বিহীনের গতি,
যদি আশু দীন প্রতি,
কর করুণা প্রকাশ॥ ৭

আলেয়া—চৌতাল।

শিব শম্ভু সদানন্দ শূলপাণি সর্ব্বেশ্বর।

ব্যোমকেশ বৈদ্যনাথ, বৃষভবাহন বক্রেশ্বর॥

বামদেব বপু—বিহীন বসন, বিশ্বেশ্বর ভবভয়ভঞ্জন, ভক্তবৎসল দীননাথ দুঃখমোচন, দক্ষদলন দিগম্বর।

পরম যোগী পরমাত্মা পশুপতি পরশুকর, গিরিজাপতি গঙ্গাধর॥

গিরিশচন্দ্র গোপেশ্বর, আদিনাথ অম্বুজাক্ষ, আশুতোষ অলকেশ্বর॥ ৮

গুর্জ্জরী টোড়ি—তেওরা।

কালভয়বারিণী, কপালিনী, কালরূপিণী, শম্ভুভাবিনী শুম্ভঘাতিনী সমরবাসিনী সুরবন্দিনী॥

পুরহর মনোমোহকারিণী, সত্যবাদিনী তত্ত্বদায়িনী, ত্রাসনাশিনী, ত্রাণকারিণী তিমিরবরণী।

ত্রিগুণধারিণী, ত্রিদেবজননী, ত্রিলোকেশী তেজরূপিণী।

অন্নদায়িনী, অমরপালিনী, অসুরদলনী, আদিকারিণী, আশুতোষ হৃদিবিলাসিনী, আত্মরূপিণী॥ ৯

বাগেশ্রী—একতালা।

মন বারণ না মানে বারণ, যাইতে বিষয় বনে।

কাম শরে হয়ে মত্ত, তত্ত্বকথা নাহি শুনে॥

হেরি কৃতান্ত কেশরী, সে ভয় সামান্য করি, পেয়ে কুমতি কুঞ্জরী, না চায় পশ্চাৎ পানে।

অসাধ্য হইল ধরা, শুন আশুতোষ দারা, ইহার উপায় করা, কেহ নাহি তোমা বিনে।

নাহি সাধু-সঙ্গ বল, ভাবিয়ে হই বিকল, দেহি বিবেক শৃঙ্খল, করী চরণ বন্ধনে॥ ১০

সুরট-মল্লার—ঠেকা।

তারিণী গো কে আছে তারিতে তোমা বই। কৃপা করি পদতরি দেহ ভবে পার হই॥

কেন না পতিত রই, এতেক যন্ত্রণা সই, জানি তুমি বিশ্বময়ী, আমি তো তা ছাড়া নই

আগমে নিগমে যুক্তি, এই আশুতোষ উক্তি, দিতে মুক্তি আছে শক্তি তাই সে তোমায়ে কই॥ ১১

দেশ-মল্লার—যৎ।

কে ও রমণী সমরে বিরাজে।
লজ্জারূপা দিগম্বরী অসুরসমাজে॥
পদতল বরণ, জিনি তরুণ অরুণ,
নখরে নিশাকর লুকাইল লাজে।
শ্রীপদ নীল নলিনী, উরু রাম রম্ভা জিনি, কটিতটে কর শ্রেণী কিঙ্কিণী বাজে॥
নাভি সুধাসরোবর, ত্রিবলী কি মনোহর পীনোন্নত পয়োধর, উরুপরে সাজে।
সুশাণ কৃপাণ করে, ঘন হুহুঙ্কার করে, বরাভয় মুণ্ড ধরে, ত্রাসে বাজি গজে।
কিবা মুণ্ডমালা শোভা, সুদর্শনা লোলজিহ্বা, শ্রুতিযুগে ইশু শিশু অপরূপ সাজে।
মুক্ত কুটিল কুন্তল, সুধাপানে চল চল, অলি যেন আশুতোষ হৃদয় সরোজে॥ ১২

কালাংড়া—ঢিমা তেতালা।

কে ও গজেন্দ্রগামিনী বামা যোগেন্দ্রমোহিনী। মগনা নগনা,—গলিত কুঞ্চিত কেশ ধাইয়াছে ধরণী॥
রবি-শশীদহন, জিনিয়া ত্রিনয়ন, অট্ট অট্ট হাসে যেন,—ঘনে সৌদামিনী
কিকর নখর বালা, অরি ছিন্ন করি বালা, কণ্ঠে পরে শিরমালা, এ কাল কামিনী॥ ১৩

পিলু।

স্বপনে তাহারি সনে হইল মিলন।
না করি বিচ্ছেদ ভয়ে আঁখি উন্মীলন॥
নিদ্রাতে তাহারে দেখি,
মম প্রাণ হয় সুখী,
স্বপন স্বপন হ'লে না রবে জীবন॥ ১৪

ভৈরবী—ঢিমাতেতালা।

মনে ভাবি না ভাবি সে রূপ তার।
অন্তরে উদয় কেন হয় আসি নিরন্তর॥
ভাবিয়ে যাহার ভাব, ভাবনা হল স্বভাব, বুঝিতে নারি কি ভাব, কেন সেই ভাবে পর॥ ১৫

সিন্ধুভৈরবী—আড়া।

প্রেম যে পরশমণি, সে মণি কি সবে চেনে।
অরসিকে বলে এত ভাবনা কি প্রেম বিনে॥
যার আছে রসবোধ, বুঝে পর অনুরোধ, প্রেমে বিচ্ছেদ হলে কত দুঃখ সেই জানে॥ ১৬

বারোঁয়া—ঝিঁঝিট।

নয়নে আমার বিধি কেন পলক দিয়াছে।

দরশন সুখে আমায় বিমুখ করেছে।

মন যারে সদা চায়, নয়ন বিবাদী তায়, সুখসাধে একি দায়, প্রমাদ ঘটেছে ॥ ১৭

দেশ মল্লার—আড়াঠেকা।

হে উদিত প্রেমদ ঘন, হও দয়াময়!
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে, দেখ অবসান প্রাণ।

আছে বহু জলাশয়, তাতে নাহি পেয় প্রিয়, তুমি হে মম আশ্রয়, যা হয় কর বিধান ॥

বজ্রশিলা বরিষণ, সঘন কর গর্জ্জন, বিদ্যুতের দ্যুতি অতি ভয় দরশন।

তথাপি তোমাতে মন, হবে না অন্য ভাজন, অনন্যগতিকে আশুতোষ, করি কণা দান ॥ ১৮

বেহাগ—আড়াঠেকা।

হেরিব না আর সখি কাল বরণ।
মুছাইয়ে দেগো তোরা নয়ন অঞ্জন ॥
যে যে সখি কাল আছে,
আসিতে দিওনা কাছে,
কৃষ্ণ মনে পড়ে পাছে, হেরিলে বদন।
কোকিল তমালোপরে,
যদি কুহু রব করে,
ব'লো তারে স্থানান্তরে করিতে গমন ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

সুখে আছত এখন।
সতত আমার লাগি হতে জ্বালাতন ॥
এস নাথ কাছে বোসো,
বসিতে কি আছে দোষ,
তুমি যারে ভাল বাস,সে বাসে কেমন।
বল নাথ তার কথা
কেমন তার সুশীলতা,
শঠতা কি সরলতা, মমতা কেমন ॥ ২০

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

অতিশয় নিদারুণ বিরহ ব্যাতিকব্যাধি।
করে জ্ঞান অবসান, ম্রিয়মাণ নিরবধি ॥
অন্য ব্যক্তিকের দুখ, নিবারয়ে চতুর্ম্মুখ।
ইহাতে প্রেমীর মুখ, দরশন মহৌষধ ॥
সাধ না পুরিতে যদি সাধের পিরীতি গেল।
জীবন ধারণে তবে এখন কি ফল বল ॥
জীবন সুখের লাগি, হয়ে প্রেমে অনুরাগী।
হইলাম দুঃখভাগী, তনুত্যাগী সেই ভাল ॥ ২১

পিলু।

বচনে বিরহ দুঃখ নাহি হয় নিবারণ। ভাবিতে নিষেধ করে লোকে অতি অকারণ॥

বন দহে দাবানল, পবনে করে প্রবল, তৃণ যোগে দিলে জল, নিভে কি সে হুতাশন॥ ২২

মন যে মানে না নিষেধ।

আশা না পুরিতে প্রেমে হইল বিচ্ছেদ।

হৃদয়ে উদয় যার, বাহিরে বিরহ তার, ইহার অধিক আর আছয়ে কি খেদ॥ ২৩

সিন্ধু ভৈরবী—তেওট।

মনেরে বুঝাব কত, মন তারি অনুগত।

সেইরূপ অনুরূপ ভাবিতেছে অবিরত॥

রোদন হইল সার, দুঃখ কি কহিব আর, যে পথে গমন তার, প্রাণ আছে সেই পথ॥ ২৪

মল্লার।

কে বলে সে অদর্শন, হৃদয়ে উদয় সতত যে জন।

নয়নে বিচ্ছেদ, তাহে নাহি খেদ, হৃদয়ে অভেদ, সদা সর্ব্বক্ষণ॥

সে দেখে আমারে, আমি দেখি তারে, এ ব্যবহার সদা অন্তরে মিলন॥ ২৫

সম্পূর্ণ।

কালী মির্জ্জা।

কালী মির্জ্জা,—মুখোপাধ্যায় বংশীয় ছিলেন। পারস্যভাষায় অতি সম্ভ্রান্ত লোককে মির্জ্জা বলে। অনেকে বলেন,—ইনি সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ ছিলেন বলিয়াই এই মির্জ্জা উপাধি প্রাপ্ত হন

সোহিনী—আড়া।

চাহিয়ে চাঁদের পানে তোরে হয় মনে।

তুলনা হইলে দোঁহে তুলনা হবে কেমনে॥

যদি সমতুল করি নয়নে,—মৃগাঙ্ক হয়ে শশী লুকায় তব বদনে॥ ১

সয়ফরদা—আড়া।

বাসনার কি বাসনা,
তবু তারে ভাল বাসে।
ভানু লঙ্কান্তরে থাকে,
কমল সলিলে ভাসে॥
চক্রবাক্ চক্রবাকী
কি সুখে তাহারা সুখী?
নিশিতে বিচ্ছেদ দেখি,
কেহ নাহি কারো পাশে॥ ২

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

অন্তরে অন্তর তারে,
করিব কেমনে সই?
মনে নাহি মনে করে তাহার মন্তর বই
যদি হয় কথান্তর, নাহি হয় মতান্তর,
আঁখি ঝুরে নিরন্তর,
যদি দুরন্তর রই॥ ৩

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সই যে যার মরমে লাগে সে
কি তারে ত্যজিতে পারে?
না ঘুচে আঁখির আশা ও মুখ হেরে॥
যার যাতে মজে মন, সে তার পরম ধন,
সতত সে প্রাণপণ, করে তাহারে॥ ৪

কাফি সিন্ধু—মধ্যমান।

ভালবাসা হলে কি হয় প্রেমে সুখোদয়
সদা সশঙ্কিত, স্থির
নহে চিত, উভয়েরি ভয়॥
কে কোথা আছে সুখে,
সদাই দুঃখিত দুঃখে, তাপিত হৃদয়।
যার হয়েছে গিয়েছে, মনে কালী
হয়ে আছে, জানিহ নিশ্চয়॥ ৪

ভৈরবী—মধ্যমান।

অন্তরে হইলে প্রেম যায় কি হলে অন্তর। দিনে দিনে তত্ই বাড়ে যত হয় স্বতন্তর ॥

হেতু কোন প্রয়োজন, নাহি হেরে প্রিয়জন, তাহে সংশয় মানে না, হলে কথান্তর ॥ ৬

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

এমন কাম্যবাণ কে তোমায় করেছে দান। হের না দর্পণে মুখ, আপনি হবে সন্ধান ॥

নয়ন অক্ষয় তুণ, তাহে কটাক্ষ নিপুণ, যদি বিধি দিত গুণ, বধিতে অনেকের প্রাণ ॥ ৭

সয়ফর্দা—তেওট।

একি কথার কথা প্রেম হয় যায় ॥
ক্ষণেকে যারে দেখা যায়,
তাহা কি ক্ষণেকে যায়,
লোকের কথায়।
যে জন থাকে প্রমাণ, কত কয় অপ্রমাণ
দোঁহারি বাড়ায় মান, থাকে না কথা।
দুজন হয় উত্তম, প্রিয়তম সম সম,
দূরে যায় মন তম, হইলে কথা ॥ ৮

ভৈরবী—খং।

পিরীতি লুকাইলে নাহি রয়।
যে জানে সে তারে কয় ॥
দেখিলে আকুল, না হেরে ব্যাকুল,
কুলে কালী দিতে হয় ॥
যতনের ধনে, রাখিব গোপনে,
কেমনে তা মনে সয়।
প্রকাশের ভয়, না হয় উভয়,
মনে মনে পরিচয় ॥ ৯

বাগেশ্রী—আড়া।

বিমল কমল অমূল্য তোমার বদন।

নয়ান তুলনা, কিছুতে হোলোনা, চপলা খঞ্জন মীন ॥

মধু পানে আসি যত, শিরেতে আছে আবৃত, কালো অলি বলি যেন।

বিধির একি রঙ্গ, আছে সঙ্গ, কুরঙ্গ আর কামান ॥ ১০

বাহার—আড়া।

সরসে বসন্তে, হিমান্তে, প্রফুল্ল মুখ কমল। নয়ানে অঞ্জন, যেমন খঞ্জন, করিতেছে টলমল।

দন্ত কিংবা বিম্বাধর, কুন্দ ইন্দু শোভাকর, অঞ্জনেরো রেখা কালো ॥

সুধা হাসি ঘন কেশ, বুঝি আসি হৃষীকেশ, পাছু পানেতে লুকালো।

তোমার নয়ন বাণ, তাহার শর-সন্ধান, কটাক্ষে হরিয়ে নিলো॥ ১১

ভৈরবী।

এতে কি সাজে এত মান।

ভাল বাস ব'লে করেছিলাম অভিমান॥

হলে অনুগত, দোষ করে কত,

তারে অনুচিত অপমান॥ ১২

সম্পূর্ণ।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।

হুগলী জেলার অধীন বৈঁচি গ্রামের নিকটবর্ত্তী,—চোৎখণ্ড আলিফ্‌প গ্রামে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন।

সাহানা—জৎ।

শ্যামাপদ আকাশেতে, মন ঘুড়ি আমার উড়্‌তে ছিল।

কলুশ কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে ম'ল॥

ঘুড়ির লক ছিল তায় সত্ত্বগুণে, ছজনাতে আনলে টেনে, রজঃ তমঃ দুজনে, ভবার্ণবে ডুবাইল।

ঘুড়ির মায়া কান্না হল ভারি, (আমি) আর ঘুড়ি উঠাতে নারি, দারা সুত কলের দড়ি, ফাঁস পড়ে তায় ফেঁসে গেল॥

জ্ঞানমুণ্ড গেছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে, মাথা নেই সে আর কি উড়ে? সঙ্গের দুজন জয়ী হল।

ভক্তি ডোরে ছিল বাঁধা, খেল্‌তে এসে লাগ্‌ল ধাঁধা, নীলাম্বরের হাসা কান্দা না আসা এক ছিল ভাল॥ ১

ঝিঁঝিট—একতালা।

সে দিন কেমন ভাবলি না মন যে দিন জীবন যাবেরে।

কর যত ধন উপার্জ্জন, সে ধন কে তোর খাবে রে।

তৃণশয্যা ভগবাসে, পড়ে থাকবি পরের বশে, রঙ্গরসে পালংপোষে, কে আর হেসে শোবে রে।

জ্ঞানশূন্য বাক্যহারা, পড়ে থাকবি বোল্‌বে মড়া।

ওরে জপেতে হও আপ্তসারা, যদি যমের হাত এড়াবি রে।

নীলাম্বর আর বল্‌বে কত, যে মখে খাও পঞ্চামৃত, সেই মুখেতে তব সুত আগুন জেলে দেবে রে ॥ ২

মুলতান—আড়াঠেকা।

তারা! কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মিয়াদে, সংসার গারদে থাকি বল?

মশিল ছয় দূত, তশিল করে কত, দারা সুত পায়ে শৃঙ্খল।

দিয়ে, মায়া-বেড়ী পদে, ফেলেছ বিপদে, সম্পদে হারালেম মোক্ষ।

ফল,—এবার হল না সাধনা, ও মা শবাসনা! সংসার বাসনা সুপ্রবল।

প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা খাটি, ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল;—হয়ে

অর্থ অভিলাষী, আনন্দেতে ভাসি, সর্ব্বনাশি! জানিস্ কত ছল।

হুকুম অনুযায়ী, ফিরি মা সদাই, হুকুমের নাই টলাটল,—যখন

রদিল হুকুম হবে, কৃপা না করিবে, মাজুম করে দিবে ফলাফল।

এনে ভূমণ্ডলে, কতই দুঃখ দিলে, নীলাম্বরের জলে দুখানল,—

আর বাঁচিতে সাধ নাই, (তারা গো!) বাসনা সদাই, ফণী ধরে খাই হলাহল ॥ ৩

সম্পূর্ণ।

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেহাগ—একতালা।

সখি! ধর ধর।

উরু নিতম্ব পয়োধর, ভারে ভূমে ঢলিয়ে প'ড়ি। ছিলাম অন্য মনে বেণু রব শুনে, কেন বা আইলাম এ নিবিড় বনে, উহু মরি মরি বাজিছে চরণে, নব নব কুশাঙ্কুর॥

ঘোরা তিমিরা রজনী স্বজনি, কোথায় না জানি শ্যাম গুণমণি, পৃষ্ঠেতে দোলে লম্বিত বেণী, কাল হইল মোর;—চাতকিনী যেমন ধায় বারি পানে, তেমতি আমি গো ফিরি বনে বনে, নব জলধরে না হেরে নয়নে প্রাণ হ'তেছে অস্থির।

মদন তাড়ন করে ঘন ঘন, তাহে চমকিত চরণ জঘন, খসিয়া পড়িছে কটির বসন, শ্যাম প্রেম ভরে;—যৌবনমদ নারীর বিপদ, প্রেমের পুলকে হ'য়ে গদ গদ, ইহারি কারণে নাহি চলে পদ, গতি হইল মন্থর॥ ১

বেহাগ—একতালা।

সখি! শ্যাম না এল।

অলস অঙ্গ শিথিল কবরী, ঘুরি বিভাবরী অবনি লোটাল॥

শর্ব্বরীভূষণ খদ্যোতিকা তারা, ঐ দেখ সখি আভাহীন তা'রা, নীলকান্ত মণি হ'ল জ্যোতিহারা, তাম্বুলের রাগ অধরে মিশাল।

দেখ সখি ঐ শশাঙ্ককিরণ, উষা'র প্রভায় হল সংকীরণ, সঘনে বহিছে প্রাতঃ সমীরণ, কুসুম হার শুকাল;—শিখী সুখে রব করিছে শাখায়, পুলকিত হেরি' ঐ অভ্রমথায়, পতি বিচ্ছেদ উন্মুখী নারী প্রায়, কুমুদিনীর হাস্য বদন লুকাল।

বিহঙ্গম আদি করে উন্মোদন, বন্ধু দরশনে চিত্ত হরষণ, আমারি কপালে বিরহ বেদন, বুঝি বিধাতা ঘটাল—; তাপিত হৃদয়ে রমাপতি কয়, এ বিরহ রাই তোমা ব'লে নয়, হ'ল বৃন্দচয় অশ্রুধারাময়, শর্ব্বরীর সুখ বিলাস ফুরাল॥ ২

বেহাগ—একতালা।

সখি! শ্যাম আইল।

নিকুঞ্জ পুরিল মধুপ ঝঙ্কারে, কোকিলের স্বরে গগন ছাইল।

সুলক্ষণ চিহ্ন নাচিছে বাবাজ স্পন্দিত হতেছে আনন্দে অপাঙ্গ,

পুলকিত রবে ডাকিছে বিহঙ্গ, কুরঙ্গ কুরঙ্গী আনন্দে ধাইল।

মলয় অনিল প্রলয় রহিত, বিরহ বিহরে প্রণয় সহিত, সহসা হইতে অহিত রহিত, তারে কে শিখাইল? এই হ'তেছিল চাতকের ধ্বনি, জল দে জল দে বলিয়া অমনি, আজ বুঝি তার দুখের রজনী, ও স্বজনি! পোহাইল।

ফলিল তাহার আশা তরুবর, হেরিয়ে নবীন নীল জলধর, আশাংশু চকোর সুধাংশু কিঙ্কর, বিধিকৃত কাল বিধুরে পাইল;—প্রণয় ভাজন রমাপতি কয়, নিশান্তরে রাই! প্রভাত নিশ্চয়, তথাই দুঃখান্তে সুখের উদয়, বিয়োগ নিশির ভোগ ফুরাইল॥ ৩

সম্পূর্ণ।

দীনবন্ধু মিত্র।

দীনবন্ধু মিত্র।

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী চৌবেড়িয়া গ্রামে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। নীলদর্পণ, সধবার একাদশী, নবীন তপস্বিনী, প্রভৃতি গ্রন্থ ইহাঁরই লেখনী প্রসূত। ইনি কলিকাতা জেনেরল পোষ্টাফিসে চাকরী করিতেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে ইনি 'রায় বাহাদুর' উপাধি পাইয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ১লা নবেম্বর ইহাঁর মৃত্যু হয়।

কালাংড়া—কাশ্মীরী খেমটা।

মদন মোহন, মুরলীবাদন,
বল বিবরণ, কোথায় ছিলে।
বাঁধি প্রেম-জালে, কে নিশি জাগালে
কে বল কপালে, সিন্দূর দিলে॥
নরেশ-নন্দিনী, কুলের কামিনী,
বিপিন-বাসিনী তোমার তরে।
বিনা দরশন, বিষণ্ণ বদন,
ফুলেছে নয়ন, রোদন করে॥
আর নিশি নাই, কেঁদে কেটে রাই,
ঘুমায়েছে তাই, তুলনা তার।
নীরবে শ্রীহরি! কহেছে শ্রীহরি,
জাগিলে সুন্দরী, ঘটিবে দায়॥ ১

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভগবদ্ভক্ত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র। ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনাই ইঁহার জীবন-ব্রত।

কেদারা—চৌতাল।

যোগী জাগে ভোগী,
রোগী কোথায় জাগে।
ব্রহ্ম জ্ঞান ব্রহ্ম ধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রস পান, প্রীতি ব্রহ্মে যার সেই জাগে।
ধন্য সাধু সুখী সেই, যে আপন মন আসনে, রাখিতে তাঁরে পারে; ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পাপত্যাগ, ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া, যাঁর তাঁর লাভ ব্রহ্মধাম॥ ১

আলেয়া—একতালা।

দেহ জ্ঞান,—দিব্য জ্ঞান,
দেহ প্রীতি,—শুদ্ধ প্রীতি,
তুমি মঙ্গল-আলয়।
(তুমি মঙ্গল-আলয়।)
ধৈর্য্য দেহ, বীর্য্য দেহ,—
তিতিক্ষা, সন্তোষ দেহ,—
বিবেক বৈরাগ্য দেহ,—
ও পদ-আশ্রয়।
(দেহ ও পদ-আশ্রয়)॥ ২

দেশ—আড়া।

পরিপূর্ণমানন্দং অঙ্গবিহীনং
স্মর জগন্নিধানম্।
শ্রোতস্য শ্রোত্রং, মনসো মনো
যদ্বাচোহবাচম্॥
বাগতীত প্রাণস্য প্রাণং
পরং বরেণ্যম্॥ ৩

সম্পূর্ণ।

মহারাজযতীন্দ্রমোহনঠাকুর

কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার দেশ-প্রসিদ্ধ মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস, আই, বাহাদুর ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হরকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের গুণগ্রামের কথা কত কহিব? সাহিত্যেও ইঁহার অসামান্য স্ফূর্ত্তি-বিকাশ! মহারাজ যতীন্দ্রমোহন প্রণীত নাটক ও প্রহসন,—এখনও বঙ্গ সাহিত্য-পাঠকের প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করিতেছে। ইঁহার রচিত বহু মধুমাখা সঙ্গীত এখনও লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিতেছে!

হর স্তোত্র।

অহরহ কর মন হরপদ স্মরণ।
অপচয় ভয় ক্ষয় ভবমদ তরণ॥
মনগত মদ যত কর সব দমন।
তৎপদ রত রহ জয় কর শমন॥
তপ জপ কতমত কর যত যখন।
হরপদ ভবফল সম নয় কখন॥
অথ মন সযতন ধর মম বচন।
বল বল হর হর জয় হর-চরণ॥ ১

গারা—আড়াঠেকা।

বংশী মধুর বাজিল শুন ঐ যে কাননে
ব্রজগোপিনী মনো মোহিল।
মনোহর স্বরে, মরি মরি অন্তরে,
নাশিল কুলশীল॥ ২

সুরটথাম্বাজ—চিমেতেতালা।

মহিমা নামেরি কেবা জানে,
পাপচয় হয় ক্ষয় যার
স্মরণে, রসনা জপনা।
চরণাশ্রয় আশে, সব
মম সঁপেছি, যা কর দাসে.
তারা গো মা রসনা জপনা॥ ৫

জংলাথাম্বাজ—ঠুংরি।

ভজ রাধাকান্ত বংশীধারী,
মনরে নিশিদিন দীননাথ কংসারি।
ব্রজবালক বান্ধব বনবিহারী,
উজ্জ্বল পদতল নিন্দি প্রবালে,
নূপুর বাজিত রুণু রুণু তালে।
চূড়াচঞ্চল চুম্বিত ভালে,
রাস রসিকবর জগমন হারী,
চন্দনচর্চ্চিত বক্ষ বিশাল,
কণ্ঠ সুশোভিত নববনমাল,
বেষ্টিত শত শত যুবতীজাল,
জয় জয় ব্রজ গোপাল হরি॥

ত্রিতাপহারক দুরিতহারক,
আশ্রিতপালক মোক্ষবিধায়ক,
ত্রিভুবনতারক ক্ষম মম পাতক,
পদানত যাচক যাচে মুরারি ॥ ৪

মাঝ-সুরট—একতালা।

কি শোভে আজ ঝুলনে, কি শোভে আজ, কুঞ্জ মাঝে, রসিকরাজ, রাধা সহ রাজে আজ ঝুলনে।

শ্রাবণ শশী মেঘ মিলিত, কভু বিকাস কখন মুদিত, গোকুল শশী হেরি ত্বরিত, লুকায় যেন লাজে।

গোপীগণ এক সঙ্গ, গায় গীত রস-তরঙ্গ, নৃত্য সহিত অঙ্গ-ভঙ্গ, ঘন মৃদঙ্গ বাজে।

ফুটিল সকল কানন ফুল, পবন বহন মন্দ মৃদুল, ধন্য হইল যমুনাকুল, মধুর যুগল সাজে ॥ ৫

খাম্বাজ—জঙ্গলা-ঠুংরি।

জয় বামদেব মহেশ্বর,
বল মন অনুদিন শম্ভু শশাঙ্কশেখর
ভবভীতিভঞ্জন শিবশুভঙ্কর।
পরব্রহ্ম মুক্তিদায়ক তারক
ডম ডম ডিমি ডিমি ডম্বুর বাদক,
তাণ্ডব নাটক নর্তন নায়ক
যমভয়বারক ত্রিদশ গণেশ্বর ॥
ভস্মভূষিত শুভ্র কলেবর,
মেঘমণ্ডিত রজত ভূধর,
গর্জ্জিত ফণী বেষ্টিত কটি,
শার্দ্দূলচর্ম্মাম্বর।
আশুতোষ পরমেশ ঈশান,
পতিতপাবন সত্য সনাতন,
দীন দয়াময় আদিম কারণ,
দেহ পদাশ্রয় হে হর শঙ্কর ॥ ৬

খাম্বাজ—চৌতাল।

শোভা কত হেরি আজ মোহন শ্রীবৃন্দাবন; রাধা সহ নন্দলাল ঝুলনে বিরাজমান।

পুলক পূরিত চিত, গোপীগণ দেয়া দোল কত; হাস পরিহাস কত মত, কেহ গায় মধুর গান ॥

চিকণ চারু পুষ্পমাল, কুঙ্কুম অগুরু তায় মিশাল, কেহ দেয়া যতন সহিত, দেব দম্পতী গলে।

গোপগোপিকা মেলি, নিরুপম হয় কৃষ্ণকেলি, যেন যমুনাকূল আজ,—গোলোকধাম সমান ॥ ৭

সিন্ধু—মধ্যমান।

সুদীন জনে ভার কি তোমার হয় করিতে করুণা।

তোমারি চরণে স্থান কি পাব না, কাতরে ডাকিগো ওমা-ওমা-ওমা-ওমা ॥

মাড়—খেমটা।

আমার জীবন বৃথা যায় জননী, হবে কি উপায়।

আপন ক্রিয়া ফলে, করি না ভরসা, কেমনে পাব নিস্তার, এ অধমে কৃপা কর, ওগো মা, রখ মাগো রক্ষা পায়॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

শুন গো মম দুঃখ জননি
আর সহিতে নারি।
বাল্য বৃদ্ধ যুবা কাল
ঝরিছে নয়নবারি॥
কেন যে মম জনম ভবে
মনেতে বিচারি।
কোন পাপ হেতু দণ্ড
বুঝিতে না পারি॥
দেখিনা উপায় আর,
যন্ত্রণা নিবারি।
তাইত জননি তোর
কৃপাকণার ভিখারী॥
দেহ ঠাঁই চরণ নিকট
পাতক পরিহারী।
আর কার লইব শরণ
দাস যে তোমারি॥ ১০

ঝিঁঝিট—খেমটা।

হে গোবিন্দ রাখ মোহে
ব্যর্থ জনম যায় হে।
পাপপুঞ্জ নিত্য নিত্য
ঘেরেছে আমায় হে॥
জীর্ণ শীর্ণ দেহ হৈল
কাল নিকট তাহে। (র)
ভক্তি ভজন হীন দাস
তার ঘোর দাহে। (র)
দীননাথ দয়া ব্যতীত
আর নাহি উপায় হে।
দূর কর হে দুষ্প্রবৃত্তি
ভৃত্য এই চায় হে॥
কাতরে নিবেদি নাথ
রাখ যুগল পায় হে॥ ১১

ঝিঁঝিট—খেমটা।

হে ভবানী জগজ্জননী,—
ত্রাহি দীনদাসে।
কাল বিগত হইল,
কালী বিনাশ অভিলাষে॥
ভীষণ যম নিকট হেরি মরিগো
মরি ত্রাসে।
অপার তব করুণাগুণ বেদাগমে ভাষে॥
মাগো তব কৃপাব্যতীত নাহি
দুরিত নাশে।
তাই ত ডাকি সঘন জননী
করুণা-কণ-আশে॥
গতিবিহীন, অতি দুদীন,—
রাখ চরণপাশে॥ ১২

বেহাগ—খেমটা।

সংসার সিন্ধু গভীর ঘোর কেমনে তরিব গো,—নাহি মোর পুণ্যলেশ, পাপপুঞ্জ করি অশেষ, কালী তোর নাম স্মরণ, সার করিব গো॥

আয়ুঃশেষ নিত্য নিত্য, ভোগমত্ত চপলচিত্ত, মোহমুগ্ধ হয়ে কত কাল রহিব গো।

শোক দগ্ধ হয় শরীর, বুদ্ধিবৃত্ত অতি অধীর, দুঃখভার জননি আর কতই সহিব গো॥

দেখি জননী বিপদ ঘোর, চরণ শরণ লয়েছি তোর, সঁপেছি সকলি যুগল পায়, আর কি বলিব গো॥ ১৩

মাঝসুরট—একতালা।

নমামি কালীচরণে, নমামি কালী, মুণ্ডমালী, নরসুরালী, যারে করে ধ্যান কালী-চরণে॥

বরণ সঘন তিমির রাশি, অথচ অখিল তিমির নাশী, ভানুরধিক দিক প্রকাশি,—রূপ দীপ্যমান কালীচরণে॥

চন্দ্রকলক তিলক ভাল, পদে পতিত মহাকাল, বরাভীতি নরকপাল, কর ধৃত সুকৃপাণ॥

সর্ব্বজননী প্রকৃতি সার, মুক্তিদান শক্তি যার, তায় সঁপেছি সকল আমার, দেহ আর মন প্রাণ। ১৪

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কি গুণ করে শুন সখী বংশী।
ঐ শ্যামেরি আজ মন হরে নিজরে॥
সে স্বরে, অন্তরে, মরি যে করে,
কুল গেল গুরুজনেরি লাজ॥ ১৫

যোগীয়া—ঠুংরি।

ওরে মন কালী কালী বল না।
গেল পরমায়ু, আশারূপ বায়ু,
দূর করে কেন ফেল না॥
ভব-বন্ধন, দুঃখের কারণ,
বুঝেও কি তা বোঝ না।
মিছে ক্লেশ, সুখ লেশ,
না তাহে মায়া মরীচি-ছলনা॥
সুখ অভিলাষে, ভোগবিলাসে,
অহরহ সহ কত যাতনা।
গতি মতি শকতি হীন, ক্ষীণ দিন দিন,
অনুদিন হয় ভগনা॥
সময় নিকট হয়, ওহে বিলম্ব নয়,
ত্বরায় উপায় কর ভাবনা।
ছাড়ি ধন জন, মায়া-বন্ধন,
কালীপদে হও মগনা॥ ১৬

জঙ্গলা খাম্বাজ—ঠুংরি।

বল কালীতারা মহেশানী, ওরে মন অনুক্ষণ, মুক্তকেশী শিবানী, মহিষা-সুরমর্দ্দিনী, ভবতারিণী॥

চণ্ডমুণ্ডখণ্ডিনী চণ্ডী, বগলা কমলা বিমলা ত্রিপুরা, মহামায়া বিশ্বেশ্বরি তারা, লম্বোদর-জননী জগদম্বা॥

মুক্তিবিধায়িনী মাহেশ্বী, শম্ভু নিশম্ভু-বিনাশিনী, ভুবনেশ্বরী শিবমোহিনী ভক্তভয়বারিণী॥

দুষ্ট দৈত্যদলদলনী, দয়াময়ী দাক্ষায়ণী, সদানতজনপ্রতিপালিনী, চরণ-স্মরণ দেহ মা জননি॥ ১৭

জঙ্গলা খাম্বাজ—ঠুংরি।

জয় মহাকালী কপালিনী স্মররে মম মন, মুণ্ডমালী ভবানী, নগনায়ক-নন্দিনী, ভবভামিনী॥

কজ্জল উজ্জ্বল মঞ্জুলভাতি, গুরুতনীলিম নীরদপাঁতি, নর্ত্তন ঘনতর রণ-মদমাতি, নরশির অসিবর অভীতি-পাণি॥

লক লক লোহিত লোহিত রসনা, ভীষণ মূরতি শোণিত মগনা, অরির ভয়ঙ্কর ভক্তে করুণা, জয় জয় ব্রহ্মময়ী শিবরাণী॥

সৃষ্টিবিধায়িনী, স্থিতিলয়কারিণী, পামর পাবনী, ত্রিতাপহারিণী, মুক্তি-প্রদায়িনী, ভবভয়বারিণী, তারয় তারিণী মা জননি॥ ১৮

সুরট খাম্বাজ,—খেমটা।

আহা মরি, একি হেরি অপরূপ কাননে, নির্জ্জনে গড়েছে বিধি এ নবীন রতনে॥

শরদের পূর্ণশশী, ভূমে কি পড়িল খসি, অনঙ্গ কি অঙ্গ ধরে, বিহরিতে ভুবনে॥

এরূপ দেখিলে পরে, রতি মন মোহ করে, রমণীর মন তাহে স্থির হবে কেমনে॥

মনে হেন সাধ যায়, এর লাগি পুনরায়, নবীন বয়স পেয়ে রাখি হৃদে যতনে॥ ১৯

মোহিনী বাহার— খেমটা।

আঁখিতে কি ফল বল যে না দেখে তায় রূপেতে কিরূপ রতি যার তুলনায়॥

ঘন জিনি কেশ ধরে, এলাইত হলে পরে, চিকণ চিকুর ভার চরণে লুটায়।

তার মাঝে মুখচাঁদ, জিনিয়ে শারদ চাঁদ, দিবানিশি সমশোভে, বিমল শোভায়॥

সে অঙ্গের নাহি তুল, নহে কৃশ নহে স্থূল, হেরিয়ে কনকলতা লাজেতে লুকায়॥

যৌবনের ফুল তায় কমল কোরক প্রায়, হৃদয়ের মাঝে সাজে, যোগীরে ভুলায়॥

ক্ষীণতর কটি তার, বিপুল নিতম্ব ভার, গমনেতে দোলে মন নিজ গরিমায়॥

যুবজন বধিবারে, বিধি বা গড়েছে তারে, কটাক্ষে মদন যার মোহ হয়ে যায়॥ ২০

খাম্বাজ—একতালা।

কব কি তার রূপের তুলনা, বিনোদিনী ধনি ও কথা তুল না॥

সে যে রূপবান, হেরি সে বয়ান, লাগে ফুলবাণ, জ্ঞান থাকে না॥

হেরিয়ে সুবর্ণ সুবর্ণ লুকায়, হরিতাল যত হারিয়ে পলায়, হরিদ্রা চম্পক আছয়ে কোথায়, ও সব হেরিতে মন চাহে না॥

নয়নের শোভা হেরে শতদল, লজ্জিত হইয়ে লয়ে নিজ দল, জলে করে বাস, স্থলের নিবাস, অভিলায করে না।

সুধাকর জিনি বিমল বদন, সেরূপ হেরিয়ে বিষাদে মদন, অনঙ্গ হইয়ে করয়ে রোদন, তনু প্রকাশিতে তাই পারে না ২১

বারোঁয়া—খেমটা।

কার কব দুঃখের কথা মনের ব্যথা মনই জানে।

অবলা কুলের বালা, কত জ্বালা সয়গো প্রাণে॥

বিষম প্রতিজ্ঞা করি, অন্তরে গুমরে মরি, লাজে প্রকাশিতে নারি, দিবা নিশি যায় রোদনে॥

যৌবনের দুঃখভার, সহিতে না পারি আর, না জানি বা বিধাতার, কত আর আছে মনে॥ ২২

খাম্বাজ—যৎ।

কেন বল দেখি বিধুমুখি ভাব অকারণ।
যেথা পাব মিলাইব নাগর মনোমতন॥

বাতাসে পাতিয়ে ফাঁদ, ধরি গগনের চাঁদ, কি ছার নাগর ধনে ভুলান রমণী মন।

ত্বরিতে মিলাব আনি, সে নাগর গুণমণি, তবে সে জানিবে ধনি, হীরে মালিনী কেমন॥ ২৩

সাহানা—যৎ।

আজ কি আমোদ সখি, সব দুখ মিটিলো।

কামিনীর মত কান্ত এত দিনে মিলিলো॥

হেরি রূপ দুজনায়, গুণ মানি বিধাতায়; উভয়েরি তরে বুঝি, উভয়েরে গড়িলো।

দেখি শোভা রতিপতি, হইয়ে মোহিত অতি, রতিসহ এ অবধি দাস হয়ে রহিলো ॥ ২৪

ঝিঁঝিট-জংলা—জলদত্তেতালা।

প্রণয় পরমনিধি বিধি না স্বজিত।
অসার সংসারে তবে কি সুখ থাকিত ॥
সুজন সুজন মনে পরস্পর সম্মিলনে,
সুরপুর সুখ হয়, তবে অনুভূত।
রমণীর হৃদয়ধন, মন তাহে সমর্পণ,
জীবন মরণ তায়, সব প্রেমগত ॥ ২৫

খাম্বাজ—খেমটা।

নাগর মনের মত মিলিল ভালো।
রূপে জুড়ায় আঁখি ভুবন আলো ॥
কমল মধুকণা, অলি পেলে না।
ভাগ্যগুণে বুঝি ভেকেরি হেলো ॥ ২৬

পিলু—পোস্তা।

কি আর আমাদের
আনন্দের সীমা আছে।
এ চোরে ধত্তে পেরে,
প্রাণের তরে ভয় ঘুচেছে ॥
চল যাই ত্বরা কোরে,
দিব চোর দরবারে,
শিরপা বাঁধবো শিরে,
মনের সুখে রাজার কাছে ॥ ২৭

ললিত—আড়া।

কহিবো কি প্রাণসখি,
কহিতে বরিষে আঁখি।
সে জন পোড়েছে ধরা
তুমি যার সুখে সুখী ॥
যুগল কমল করে, রেখেছে বন্ধন করে,
বিদরিয়ে যায় বুক,
সে মুখ মলিন দেখি ॥ ২৮

ভৈরবী—আড়া।

কি শুনালে প্রাণসখি
নাগর পোড়েছে ধরা।
তবে তো আমার আর
বিফল জীবন ধরা ॥
কি বলিব সহচরি, ধৈরজ ধরিতে নারি,
এখনি প্রবেশ করি, বিদীর্ণ হইলে ধরা।
প্রণয়ের প্রতিবাদী,
দিয়ে হোরে নিল নিধি,
এই কি বিধির বিধি,
রমণী নিধন করা ॥ ২৯

ভৈরবী—মধ্যমান।

আমায় বুঝাও কি সোই বল না।
চিরদিন ক্ষত প্রাণে সয় যাতনা ॥
পেয়ে নানামত দুখ, হইল উন্মুখ সুখ, যদি বিধি দিল নিধি, তাও রোইলো না।

যে যাতনা নিশি দিনে, প্রবোধি কেমনে মনে, প্রাণধন বিনে কেন প্রাণ গেলো না॥ ৩০

মোহিনী-বাহার—খেম্‌টা।

হায় কি সুখের আগমন।
অশেষ হরষে পূর্ণ ভূপের ভবন॥
দুখতম দূরে গেল, সুখশশী উদয় হলো, করো গান সুমঙ্গল, যত পুরজন॥

রাজবালা বিরহিণী, পেয়ে পতি গুণমণি, অতি দুঃখ সয়ে ধনী, আনন্দে মগন॥

উভয়েতে চিরদিন, এ প্রণয় রয় যেন, বিধি মিলালে যেমন,—রতনে রতন॥ ৩১

সম্পূর্ণ।

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর নাইট,—সি আই ই বাহাদুর ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি,—হরকুমার ঠাকুরের পুত্র এবং মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ সহোদর। সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনাই,—ইঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত; এ ব্রতপালনে তিনি সম্যক্‌রূপ সিদ্ধিলাভও করিয়াছেন। আজ তাঁহার যশঃসৌরভে পৃথিবীর দিকদিগন্ত প্রমোদিত। সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে ইনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে ইনি অসংখ্য উপাধি পাইয়াছেন।

ভুপ-খাম্বাজ—চৌতাল।

(বঙ্গীয় রাজভক্তির উক্তি)

প্রকৃতি তোমায় মানি,
দিবসে আরতি করে,
জ্বালিয়ে তপন-দীপ
হীরকের থালোপরে।

(সমবেত গীত)
জয় জয়, জয় জয়,
রাজরাজেশ্বরীর জয়,
আজি রে বঙ্গরাজ্যে
অতুল আনন্দময়।
(বঙ্গীয় রাজভক্তি)
নিশাতে গগন-থালে,
কোটী কোটী দীপ জ্বেলে,
আবার আরতি করে,
তোমার মঙ্গল তরে।
(সমবেত ধুয়া) (বঙ্গীয় রাজভক্তি)
এ বঙ্গের ঘরে ঘরে,
তোমার আরতি করে,
গাইয়ে তোমার গুণ
সকলে হরষ ভরে।
(সমবেত ধুয়া) (বঙ্গীয় রাজভক্তি)
আজি সুখ মহোৎসব,
হইতেছে শঙ্খ-রব,
অতুল হরষোচ্ছ্বাস,
হৃদয়ে নাহিক ধরে।
(বঙ্গীয় রাজভক্তি)
রাজরাজেশ্বরী তুমি,
তব অনুগতা আমি,
সাদরে আরতি করি
এ হেতু আজি তোমারে।
(সমবেত ধুয়া) (বঙ্গীয় রাজভক্তি)
চিরকাল সুখে থাক,
প্রজাগণে সুখে রাখ;
বঙ্গীয় রাজ-ভকতি
তোমারে ভকতি করে।
(পূর্ণ সমবেত গীত)
জয় জয়, জয় জয়,
রাজরাজেশ্বরীর জয়।
আজি রে এ বঙ্গরাজ্যে
অতুল আনন্দময়॥ ১

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

রাণীরে তারহে, চিরায়ু কর হে, ঈশ্বর,
কর হে জয়িনী মহিমাশালিনী,
সবার পালিনী হে ঈশ্বর!
কলহ থামুক, জ্ঞানাদি বাড়ুক,
শান্তি বিরাজুক, আশীষ নাথ।
দেহ দয়া করি,
ভিক্টোরিয়া পরি কুশলমান।
কৃষী রাজগণ, জাতি সাধারণ,
মানুক শাসন, ঘুষুক নাম।
সদা নিজ করে, রক্ষা কর
তাঁরে, অধীশ্বর!
পূরব পশ্চিম গাক হয়ে সম—
"রাখ রাণী—প্রাণ, হে ঈশ্বর॥ ২

ভারতেশ্বরীর কল্যাণ গান

(১৮৯৭ সালের ভারতেশ্বরীর
হীরক-জুবিলি উপলক্ষে)

রাণীরে তার হে, চিরায়ু কর হে,
হে। ভগবন্।

কর হে জয়িনী, মহিমা শালিনী
সবার পালিনী, ভো ভগবন্ ॥

(যুদ্ধ বা শান্তি সময়ে মহারাণীর
সৈন্যগণের কল্যাণার্থ গেয়।)

জগদীশ ! উর, অরি কর দূর,
বধিয়ে প্রাণ।
সুখী কর বীরে, যুঝে রাণী তরে,
আমা সবাকারে, কর হে ত্রাণ ॥

(বিপ্লবে গেয়।)

জগদীশ উর, অরি কর দূর,
বধিয়ে প্রাণ;
রাজদ্রোহ শাস, রিপুচক্র নাশ,
হে রাজ রাজেশ, শক্তিমন্ ॥
দেহ দয়া করি, ভিক্টোরিয়া পরি,
কুশলমান !
নব নব সুখ, সুখিনী করুক,
সকলে ঘুষুক, রাণীর নাম ॥
হে সুখসাগর, করুণা আকর,
দীন প্রাণ !
সুতামাত্য সহ, রাণীর করহ,
মঙ্গল বিধান ॥
ভো ভগবন্ ! ৩

বিভাস খাড়ব—মধ্যমান।

বিশাল তড়াগ নীরে শোভে যথা কমলিনী; অয়ি মাতঃ ভিক্টোরিয়ে! স্বরূপে তুমি তেমনি।

রত্নাকরে রমা যথা, অথবা বিজুলি লতা, জলদে যেমতি, তথা ইংলণ্ডে তুমি গো রাণী ।

নীলনভে শশীমত, মহাবংশে উদভূত হয়েছ, জননী তুমি, সে হেতু তোমার,—পূরব পুরুষগুণ, ঘুরিয়া তোমার পুনঃ কীর্ত্তিরাজী হইবে পূরিত যাহে ধরণী ॥ ৪

দেবশাখা—ঝাঁপতাল।

মনে স্থির করেছিলি চিরদিন সুখে যাবে। জীবন-যৌবন-ধন-মান রবে সমভাবে।

এই আশা মনে করে, পাঞ্চালীরে কেশে ধরে, বলিলি কঠোর স্বরে, উলঙ্গিনী হ'তে হ'বে ॥

রে দুরাত্মা দুঃশাসন, না মানি গুরু-শাসন, ভীষ্মে করি হতমান, বনে পাঠা'লি পাণ্ডবে।

আজি প্রতিফল তার, এখনি দিব বর্ব্বর, যক্ষ রক্ষ সুরাসুর, রাখিতে নারিবে ভবে।

কোথা কর্ণ কোথা দ্রোণ, কোথা রাজা দুর্য্যোধন, আজি তোর রক্ত পান করি রে দেখুক সবে ॥ ৫

ভূপালী—ঢিমে তেতালা।

তোমার কটাক্ষে নাথ,
হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়।
পরাৎপর পরমাত্মা তুমি কর বেদ চয়।
চারিমুখে পদ্মাসন, পঞ্চাননে পঞ্চানন;
করি তব গুণগান, হয়েন আনন্দময়।
দুরাত্মা দেবেন্দ্র-ছলে, সতীত্বরত্ন হরিলে,
গৌতমের কোপ-বলে,
হয়েছি পাষাণ-কায়।
একবার পদাম্বুজ, পরশে অর্দ্ধ মনুজ,
হয়েছি অহে রজ, দেহ পদ পুনরায়॥ ৬

সম্পূর্ণ।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খাম্বাজ—চৌতাল।

গাও হে তাঁহারি নাম,
রচিত যাঁহার বিশ্বধাম,
দয়ার যাঁহার নাহি বিরাম,
ঝরে অবিরত ধারে।
জ্যোতি যাঁর গগনে গগনে
কীর্ত্তি ভাতি অতুল ভুবনে,
প্রীতি যাঁর পুষ্পিত বনে,
কুসুমিত নব রাগে।
যাঁর নাম পরশ রতন,
পাপ হৃদয় তাপ হরণ,
প্রসাদ যাঁর শান্তি রূপে,
ভকত হৃদয়ে জাগে;—
অন্তহীন নির্ব্বিকার,
মহিমা যাঁর হয় অপার,
যাঁর শক্তি বর্ণিবারে,
বুদ্ধি বচন হারে॥ ১

সম্পূর্ণ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র।

ঝিঝিট—ঠুংরি।

কর তাঁর নাম গান।
যত দিন রহে দেহে প্রাণ।

যার হে মহিমা, জলন্ত, জ্যোতিঃ, জগত করে আলো; স্রোত বহে প্রেম পীযূষ বারি, সকল জীব সুখকারী হে॥

করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি? যাঁর প্রসাদে, এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি হে।

উচ্চে নীচে, দেশ দেশান্তে, জল গর্ভে কি আকাশে; অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।

চেতন নিকেতন, পরশ রতন, সেই নয়ন অনিমেষ, নিরঞ্জন সেই যার দরশনে, নাহি রহে দুখ লেশ হে॥ ১

সিন্ধু কাফি—ঝাঁপতাল।

তুমি হে ভরসা মম অকুল পাথারে।
আর কেহ নাহি যে, বিপদভয় বারে,
এ আঁধারে যে তারে॥
এক তুমি অভয় পদ, জগত সংসারে;
কেমনে বল দীন জন, ছাড়ে তোমারে।
করিয়ে দুখ অন্ত, সুখবসন্ত হৃদে জাগে,
যখন মম আঁখি তব জ্যোতি নেহারে;—
জীবন সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা,
তৃষিত মন প্রাণ মম, ডাকে তোমারে॥

আশাবরী—ঝাঁপতাল।

এবে জাগ সকলে, অমৃতের অধিকারি!
নয়ন খুলিয়ে দেখ করুণানিধান,
পাপতাপ-হারী।
পূরব অরুণ জ্যোতি, মহিমা প্রচারে,
বিহগ যশ গায় তাঁহারি।
হৃদয় কবাট খুলি, দেখ রে যতনে,
প্রেমময় মুরতি জনচিত হারী;—
ডাক রে নাথে, বিমল প্রভাতে, পাইবে
শান্তির বারি॥ ৩

খট—একতালা।

ধন্য দেব পূর্ণব্রহ্ম! প্রাণেশ্বর দীন-বন্ধু দয়াসিন্ধু করুণানিধি! ব্যাকুল চিত বারি হো।

ভগবজ্জন হৃদরঞ্জন, পাবন জগ-জীবন, প্রভু পরম শরণ পাপীগতি, আশ্রিত ভয় হারি হো॥

অচ্যুত আনন্দধাম, সত্যাশ্রয় সত্য-কাম, জাগ্রত জীবন্ত দেব, সেবক কাণ্ডারি!—জ্ঞানানল দীপ্যমান, হৃদা-ধার হৃদয়েশ্বর, ভবতারণ হরি কৃপাল, ভকত মনবিহারি হো।

অবিনশ্বর পুরাণ পুরুষ, ভগবান্ ভক্তবৎসল, কল্যাণ আধার অমর, বিশ্বভুবন ধারি!—জীবিতেশ হৃদর-রতন, পরমায়ণ সত্য পুরুষ, সদানন্দ জগদ্গুরু, জগজ্জন হিতকারি হো॥ ৪

সম্পূর্ণ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পুত্র। সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম সিবিলিয়ান।

দেওঝিঝিট—ঠুংরী।

গাও রে জগপতি জগবন্দন,
ব্রহ্মসনাতন পাতক নাশন।
এক দেব ত্রিভুবন পরিপালক,
কৃপাসিন্ধু সুন্দর ভব নায়ক।
সেবক মনোমদ মঙ্গলদাতা,
বিদ্যা সম্পদ বুদ্ধি বিধাতা;
যাচে চরণ ভকত করযোড়ে,
নিত্তর প্রেমসুধা চিত্ত চকোরে॥ ১

বিভাস—ঝাঁপতাল।

জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য,
পরাৎপর তুমি সারাৎসার।

সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর তুমি, মঙ্গলের তুমি মূলাধার॥

নানা রসযুত ভব, গভীর রচনা তব, উচ্ছুসিত শোভায় শোভায়; মহাকবি আদি কবি, ছন্দে উঠে শশী রবি, ছন্দে পুন অস্তাচলে যায়।

তারকা কনক কুচি, জলদ অক্ষর রুচি, গীত লেখা নীলাম্বর পাতে; ছয় ঋতু সম্বৎসরে, মহিমা কীর্ত্তন করে, সুখপূর্ণ চরাচর সাথে।

কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি, বজ্ররবে রুদ্র তুমি ভীম; তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি, ধায় যুগ যুগান্ত অসীম।

আনন্দে সবে আনন্দে, তোমারি চরণ বন্দে, কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র তারা; তোমারি এ রচনারি, ভাব লয়ে নরনারী, হাহা করে নেত্রে বহে ধারা।

মিলি সুরনর ঋভু, প্রণমি তোমায় বিভু; তুমি সর্ব্ব মঙ্গল আলয়; দেও জ্ঞান দেও প্রেম, দেও ভক্তি দেও ক্ষম, দেও দেও ও পদ আশ্রয়॥ ২

আলেয়া—কাওয়ালী।

অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে,
ভুলনা রে তাঁয়।
থাকিলে তাঁহার সঙ্গে,
পাপ তাপ দূরে যায়।

হৃদয়ের প্রিয়ধন, তাঁর সমান কে? সেই সখা বিনা সুখ শান্তি দিবে কে তোমায়?

ধন জন জীবন, সব তাঁরি করুণা, তাঁহার করুণা মুখে,বলা নাহি যায়;—এত যাঁরি করুণা, তাঁরে কি ভুলিবে? তাঁরে ছাড়িয়ে ভবসাগরে ত্রাণ কোথায়॥ ৩

ইমনকল্যাণ—চৌতাল।

তুমি জ্ঞান প্রাণ, তুমিই সত্য, তুমি সুন্দর, তুমি মঙ্গল, তুমি ভেলা ভবার্ণবে; তুমি দীন শরণ, তুমি গুরু পিতা পাতা।

তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ, তুমি সর্ব্বসুখ দাতা।

তুমি নিত্য, তুমি পুরাণ, তুমি পরম, তুমি অমৃত সেতু, তুমি অগম্য অপার; প্রপঞ্চ বিষয়াতীত, অনাদি অচ্যুত কারণ, তুমি সকলের মূলাধার॥ ৪

বাহার—ঝাঁপতাল।

অচল বন গহন গুণ, গাও তাঁহারি। গাও আনন্দে সবে, রবি চন্দ্র তারা॥

সকল তরুরাজি, সাজি ফুল ফলে গাও রে!—বিহঙ্গকুল গাও আজি, মধুরতর তানে।

গাও জীব জন্তু সব, যে আছে যেখানে; জগৎ পুরবাসী সবে, গাও অনুরাগে; মম হৃদয় গাও আজি, মিলিয়ে সব সাথে;—ডাক নাথ নাথ বলি, প্রাণ আমারি ॥ ৫

বেহাগ—কাওয়ালী।

তুমি বিনা কে প্রভু! শঙ্কট নিবারে?
কে সহায় ভব অন্ধকারে?

রয়েছি বন্দি সম মোহের আগারে, কলুষিত পাপ বিকারে;—বিষয় রসে রত, তব স্নেহামৃত, ছাড়ি মন ভৃঙ্গ বিহরে।

বিতর কৃপা তব যার গুণে প্রভু! মৃত দেহে জীবন সঞ্চারে; পাপ তিমির নাশি, বিরাজ হৃদয়ে আসি, কি জানাব তব দ্বারে ॥ ৬

জয় জয়ন্তি—একতালা।

জননী সমান করেন পালন, মনে বাঁধি আপন স্নেহগুণে।

মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহনীর, দুগ্ধ দিলেন মাতার স্তনে ॥

পাপী তাপী সাধু অসাধু, দিবেন সবারে মঙ্গল ছায়া, কেবা জানে কত, সুখরত্ন দিবেন মাতা, লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে ॥ ৭

কেদারা—ঝাঁপতাল।

দরশন দাও হে হৃদয়সখা, পূর্ণকর হে আশা, নয়নেরি আলো তুমি মম।

দেখিলে তোমারে হৃদয় জুড়ায় হে, প্রেমভরে ডাকি যখন যখন।

প্রাণ মন দিনু সঁপিয়ে তব পদে, এস এস ওহে হৃদয়ের প্রিয়ধন।

কাঁদি হে দিবানিশি, তোমার প্রিয়াসে, কর শান্তিবারি বরিষণ ॥ ৮

বেহাগ—রূপক।

প্রেমমুখ দেখ রে তাঁহার।

শুভ্র সত্যস্বরূপ সুন্দর, নাহি উপমা তাঁ'র ॥

যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয় ভার, সর্ব্ব সম্পদ তাহে মেলে, যখন থাকি তাঁর সাথে, না থাকে সংসার তাপ, করেন ছায়া দান; সকল সময়ে বন্ধু তিনি এক, সম্পদে বিপদে।

যদি আসে তাঁর কাযে, দিয়াছেন যে প্রাণ, ছাড়ি যা'ব অনায়াসে, তাঁরে করিব দান ॥ ৯

মিশ্র—একতালা।

জয় দেব, জয় দেব, মঙ্গলদাতা; জয় জয় মঙ্গলদাতা; সঙ্কট-ভয়-দুখ ত্রাতা, বিশ্ব-ভুবন-পাতা, জয় দেব জয় দেব।

অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা, প্রভু নাহি তব উপমা, বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভু, চিন্ময় পরমাত্মা, জয় দেব জয় দেব।
জয় জগবন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে, প্রভু প্রণমি তব চরণে পরম শরণ তুমি হে, জীবনে মরণ, জয় দেব জয় দেব।

কি আর যাচিব আমরা, করি হে এ মিনতি, প্রভু করি হে এ মিনতি, এ লোকে সুমতি দেও, পরলোকে সুগতি, জয় দেব জয় দেব॥ ১০

বেহাগ—ধামাল।

অমৃত ধনে কে জানে রে কে জানে রে;
প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে,
তিনি হে অকিঞ্চন-গুরু।
ব্যাকুল অন্তরে, চাহ রে তাঁহারে,
প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে;
প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি,
যে জন যায় নাহি ফেরে॥ ১১

সম্পূর্ণ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৫৫ সালের ২২শে বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। ধর্ম্মপ্রাণ প্রশান্তবুদ্ধি,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইঁহার পিতা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনেকগুলি নাটক সাহিত্য-সেবিগণের সুপরিচিত।

ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রেমের কথা আর বলো না,
আর বলো না, আর তুলো না,
ক্ষম গো সখা, ছেড়েছি সব বাসনা!
ভাল থাক সুখে থাক হে,—
আমারে দেখা দিও না,
দেখা দিও না,—নিভান,
অনল আর জ্বেলো না;
আর বলো না, আর বলো না,
আর তুলো না;
ক্ষম গো সখা, ছেড়েছি সব বাসনা॥ ১

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কেনই বা ভুলিব তোমায়,
কে ভুলে হৃদয় ধনে?
শূন্য হৃদয় লয়ে কি সুখে বাঁচিব প্রাণে?
আশান্তে নিরাশাবলে,
তোমারে কি যাব ভুলে,
সে প্রেম ময় রে ভালবাসা,
সুখ-আশা সংগোপনে।
রাখিবনা সুখ-আশা, চাহিবনা ভালবাসা
ভালবেসেই ভাল রব মনে মনে।
প্রেমের প্রতিমা খানি
দলিত হৃদয়ে আনি
জীবন অঞ্জলি দিয়ে পূজিব অতি যতনে।

মিশ্র—আড়া।

না জানি কি গুণ ধরে মুখখানি তোমার
যত দেখি তত সাধ দেখিতে আবার।
এক দৃষ্টে চেয়ে রই, মনে মনে হারা হই
তবুও পলক নাহি নয়নে আমার॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

ছেড়েদে, ছেড়েদে আমার পাখী, (আমার সাধের পাখী) বল কে তোরা রাখলি ধরে, অবলারে দিস্‌নে ফাঁকি।

বাঁধা ছিল প্রেম-শিকলে, কে তারে নিলে গো ছলে, কোথা গেল দেগো বলে, হৃৎপিঞ্জরে ধ'রে রাখি। দেখা পেলে এইবার, কভু কি ছাড়িব আর, চোখে চোখে রাখ্‌ব তারে, আর কি মুদিব আঁখি॥ ৩

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

প্রাণপণে প্রাণ সঁপিলাম যারে
সেই হন্তারক প্রাণে।
কাঁদিব আর কার কাছে,
কে আর আমার কাছে,
যারে পূজি হৃদি মাঝে
সেই বজ্র হৃদে হানে॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

এখন এখন প্রাণ সে নামে শিহরে কেন
এখন হেরিলে তারে
কেনরে উথলে মন।
বিরক্তি ভ্রূকুটী রাশি,
হেরিলে ঘৃণার হাসি,
তবুও ভুলিতে তারে
নারিনু কেন এখন।
চোখের দেখা দেখ্‌তে গেলে,
তাও দেখা নাহি মিলে,
দারুণ তাচ্ছিল্য ভাবে,
সে করে যে পলায়ন।
তাই থাকি দূরে দূরে,
ভাসি মর্ম্মভেদী নীরে,
মুহূর্ত্তও দেখা পেলে
স্বর্গ হাতে পাই যেন।

জ্বলে প্রাণ যাতনায়,
জ্বলুক কি ক্ষতি তায়,
সে আমার সুখে থাক্,
নাহি সাধ অন্য মনে॥

অহং—একতালা।

জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।
শোন্‌রে যবন, শোন্‌রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে।
সাক্ষী রলেন দেবতা তার,
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।
জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ;
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান।
দেখ্‌রে যবন দেখ্‌রে তোরা
কেমনে এড়াই কলঙ্ক ফাঁসি;
জ্বলন্ত অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী।
দেখ্‌রে জগৎ মেলিয়া নয়ন,
দেখ্‌রে চন্দ্রমা দেখ্‌রে গগন,
স্বর্গ হ'তে সব দেখ দেবগণ,
জ্বলন্ত অক্ষরে রাখগো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন তোরাও দেখ্‌রে,
সতীত্ব রতন করিতে রক্ষণ,
রাজপুত-সতী আজিকে কেমন,
সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে॥ ৬

ঝিঁঝিট—একতালা।

ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী; সবে মিলে তব সত্যধর্ম্ম ভারতে প্রচারি।

হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম, দিশি দিশি তব পুণ্যনাম, ভক্তজন সমাজ আজ স্তুতি করে তোমারি।

নাহি চাই ধন জন মান, নাহি প্রভু অন্য কাম, প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নরনারী।

তব পদে প্রভু লইনু শরণ, কি ভয় বিপদে, কি ভয় মরণ, অমৃতের খনি পাইনু যখন, জয় জয় তোমারি॥ ৭

সম্পূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবির কবিত্ব-ঝঙ্কারে,—বঙ্গের সাহিত্য-কুঞ্জ মুখরিত। রবির নাম না শুনিয়াছে কে? ধর্ম্মব্রত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র—সেই সুঠাম-সুন্দর রবি-কবিকে আজ না জানে কে? রবি-ঠাকুরের বহু গ্রন্থই বঙ্গ সাহিত্যের সবিশেষ প্রতিষ্ঠা-পরিচায়ক।

মিশ্র কানাড়া—কওয়ালি।

আমার পরাণ যাহা চায়,
তুমি তাই, তুমি তাই গো!
তোমা ছাড়া আর এ জগতে
মোর, কেহ নাই কিছু নাই গো!
তুমি সুখ যদি নাহি পাও,
যাও, সুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে
আর কিছু নাহি চাই গো!
আমি, তোমার বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস।
যদি আর কারে ভালবাস
যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে, তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও,
আমি যত দুখ পাই গো॥ ১

কাফি—খেমটা।

কাছে আছে দেখিতে না পাও!
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও
মনের মত কারে খুঁজে মর',
সে কি আছে ভুবনে,
সে যে রয়েছে মনে,
ওগো মনের মত সেই ত হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও।
তোমার আপনার যে জন
দেখিলে না তারে!
তুমি যাবে কার দ্বারে!
যারে চাবে তারে পাবে না,
যে মন তোমার আছে যাবে তাও॥ ২

মিশ্র ভূপালী—একতালা।

সখি, বহে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা,
এ কি আর ভাল লাগে!
আকুল তিয়াষ প্রেমের পিয়াস
প্রাণে কেন নাহি জাগে!

কবে আর হবে থাকিতে জীবন
আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন,
মধুর হুতাশে মধুর দহন
নিত-নব অনুরাগে!
তরল কোমল নয়নের জল
নয়নে উঠিবে ভাসি।
সে বিষাদ নীরে নিবে যাবে ধীরে
প্রখর চপল হাসি।
উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে
আশা নিরাশায় পরাণ টুটিবে,
মরমের আলো কপোলে ফুটিবে
সরম অরুণ-রাগে॥ ৩

খাম্বাজ—একতালা।

ওলো রেখে দে, সখি, রেখে দে,
মিছে কথা ভালবাসা।
সুখের বেদনা সোহাগ যাতনা
বুঝিতে পারি না ভাষা।
ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন,
পরাণ সঁপিতে প্রাণের সাধন,
"লহ" "লহ" বলে, পরে আরাধন
পরের চরণে আশা।
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া,
বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া,
পরের মুখের হাসির লাগিয়া
অশ্রু সাগরে ভাসা'।
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া
জীবনের সুখ নাশা'॥ ৪

ছায়ানট – ঝাঁপতাল।

যেওনা, যেওনা ফিরে;
দাঁড়াও, বারেক দাঁড়াও হৃদয়-আসনে!
চঞ্চল সমীর সম ফিরিছ কেন
কুসুমে কুসুমে কাননে কাননে!
তোমায় ধরিতে চাহি ধরিতে পারিনে,
তুমি গঠিত যেন স্বপনে,
এসহে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে
আঁখি ধারয়ে রাখি যতনে।
প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব,
ফুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব,
তুমি দিবস নিশি রহিবে মিশি
কোমল প্রেম শয়নে॥ ৫

বেহাগ—খেমটা।

ওকে বল, সখি, বল, কেন মিছে করে ছল, মিছে হাসি কেন, সখি, মিছে আঁখি জল!

জানিনে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা, কে জানে কোথায় সুধা, কোথা হলাহল!

কাঁদিতে জানেনা এরা কাঁদাইতে জানে কল, মুখের বচন শুনে মিছে কি হইবে ফল!

প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা, ফিরে যাই এই বেলা, চল, সখি, চল॥ ৬

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

তারে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ!
(খুলে গো)
কেন বুঝাতে পারিনে হৃদয় বেদনা!
কেমনে সে হেসে চলে যায়,
কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়,
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান!
এত ব্যথাভরা ভালবাসা কেহ দেখে না,
প্রাণে গোপনে রহিল!
এ প্রেম কুসুম যদি হত
প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম,
তার, চরণে করিতাম দান!
বুঝি সে তুলে নিত না,
শুকাত অনাদরে,
তবু তার সংশয় হত অবসান॥ ৭

কাফি—কাওয়ালি।

ভালবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন,
তবে কেন মিছে ভালবাসা!
মন দিয়ে মন পেতে চাহি, ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ দুরাশা!
হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,
নয়নে সাজায়ে মায়া-মরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে।
ওগো কেন, ওগো কেন,
মিছে এ পিপাসা!
আপনি যে আছে আপনার কাছে,
নিখিল জগতে কি অভাব আছে,
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ,
কোকিল-কূজিত কুঞ্জ!
বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়,
একি ঘোর প্রেম অন্ধ রাহু প্রায়,
জীবন যৌবন গ্রাসে!
তবে কেন,
তবে কেন মিছে এ কুয়াশা॥ ৮

মিশ্র ঝিঁঝিট—খেমটা।

সুখে আছি সুখে আছি,
(সখা আপন মনে!)
কিছু চেয়ো না, দূরে যেও না, শুধু
চেয়ে দেখ শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি!
সখা নয়নে শুধু জানাবে প্রেম,
নীরবে দিবে প্রাণ।
রচিয়া ললিত মধুর বাণী,
আড়ালে গাবে গান।
গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া,
রেখে যাবে মালা গাছি;
মন চেয়ো না শুধু চেয়ে থাক,
শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি!
মধুর জীবন মধুর রজনী,
মধুর মলয় বায়!
এই মাধুরী ধারা বহিছে আপনি,
কেহ কিছু নাহি চায়।
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা,
আপন সৌরভে সারা,
যেন আপনার, মন আপনার
প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি॥ ৯

মিশ্র সিন্ধু—একতালা।

দিবস রজনী আমি যেন কার,
আশায় আশায় থাকি!
(তাই) চমকিত মন চকিত শ্রবণ
তৃষিত আকুল আঁখি!
চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই,
সদা মনে হয় যদি দেখা পাই।
"কে আসিছে" বলে চমকিয়ে চাই,
কাননে ডাকিলে পাখী।
জাগরণে তারে না দেখিতে পাই,
থাকি স্বপনের আশে।
ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়,
বাঁধিব স্বপন পাশে।
এত ভালবাসি এত যারে চাই,
মনে হয় না ত সে যে কাছে নাই;
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে,
তাহারে আনিবে ডাকি ॥ ১০

মিশ্র সিন্ধু—একতালা।

আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল
শুধাইল না কেহ!
সে ত এল না, যারে সঁপিলাম
এই প্রাণ মন দেহ।
সে কি মোর তরে পথ চাহে,
সে কি বিরহ গীত গাহে,
যার বাঁশরী ধ্বনি শুনিয়ে
আমি ত্যজিলাম গেহ ॥ ১১

সিন্ধু—কাওয়ালি,

নিমেষের তরে সরমে বাধিল
মরমের কথা হোল না!
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরম-বেদনা!
চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ,
পলক পড়িল, ঘটিল বিষাদ,
মেলিতে নয়ন মিলাল স্বপন,
এমনি প্রেমের ছলনা ॥ ১২

কুকভ—কাওয়ালি।

দেখো, সখা, ভুল করে ভালবেস না।
আমি ভালবাসি বলে কাছে এস না ॥
তুমি যাহে সুখী হও তাই কর সখা,
আমি সুখী হব বলে যেন হেস না।
আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভাল,
কি হবে চির আঁধারে নিমেষের আলো
আশা ছেড়ে ভেসে যাই,
যা হবার হবে তাই,
আমার অদৃষ্ট স্রোতে তুমি ভোসো না ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

আমি কারেও বুঝিনে
শুধু বুঝেছি তোমারে
তোমাতে পেয়েছি আলো
সংশয় আঁধারে ॥

ফিরিয়াছি এ ভুবন,
পাইনি ত কারো মন,
গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে।
এ সংসারে কে ফিরাবে,
কে লইবে ডাকি,
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি
কেবল তোমারে জানি,
বুঝেছি তোমার বাণী,
তোমাতে পেয়েছি কূল অকূলপাথারে॥

সাহানা—যৎ।
মধুর বসন্ত এসেছে
মধুর মিলন ঘটাতে।
মধুর মলয়-সমীরে
মধুর মিলন রটাতে॥
কুহক লেখনী ছুটায়ে কুসুম তুলিছে ফুটায়ে, লিখিছে প্রণয় কাহিনী বিবিধ বরণ ছটাতে।
হের পুরাণ প্রাচীন ধরণী হয়েছে শ্যামল বরণী, যেন যৌবন-প্রবাহ ছুটেছে কালের শাসন টটাতে; পুরাণ বিরহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে, নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে॥ ১৫

মিশ্র বিভাস—একতালা।
এরা, সুখের লাগি চাহে প্রেম,
প্রেম মেলে না, শুধু সুখ চলে যায়!
এমনি মায়ার ছলনা।
এরা ভুলে যায় কারে ছেড়ে কারে চায়
তাই কেঁদে কাটে নিশি,
তাই দহে প্রাণ তাই মান অভিমান,
তাই এত হায় হায়!
প্রেমে সুখ দুখ ভুলি তবে সুখপায়॥
সখি চল, গেল নিশি, স্বপন ফুরাল,
মিছে আর কেন বল!
শশি ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অস্তাচল।
প্রেমের কাহিনী গান,
হয়ে গেল অবসান।
এখন কেহ হাসে কেহ বসে
ফেলে অশ্রুজল॥ ১৬

বেহাগ—আড়খেমটা।
ওগো শোন কে বাজায়।
বন ফুলের মালার গন্ধ
বাঁশির তানে মিশে যায়।
অধর ছুঁয়ে বাঁশি খানি
চুরি করে হাসি খানি,
বঁধুর হাসি মধুর গানে,
প্রাণের পানে ভেসে যায়।
ওগো শোন কে বাজায়।
কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি
বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে,
বকুল গুলি আকুল হয়ে
বাঁশির গানে মুঞ্জরে।

যমুনারি কলতান
কাণে আসে, কাঁদে প্রাণ,
আকাশে ঐ মধুর বিধু
কাহার পানে হেসে চায়।
ওগো শোন কে বাজায় ॥ ১৭

ঝিঝিট—একতালা।

ওগো এত প্রেম আশা প্রাণের পিয়াষা
কেমনে আছে সে পাশরি।
তবে সেথা কি হাসে না চাঁদিনীযামিনী
সেথা কি বাজে না বাঁশরী।
সখি হেথা সমীরণ লুটে ফুলবন
সেথা কি পবন বহে না!
সে যে তার কথা মোরে কহে অনুক্ষণ
মোর কথা তারে কহে না!
যদি আমারে আজি সে ভুলিবে সজনি,
আমারে ভুলালে কেন সে।
ওগো এ চির জীবন করিব রোদন
এই ছিল তার মানসে।
যবে কুসুম শয়নে নয়নে নয়নে
কেটেছিল সুখ রাতিরে,
তবে কে জানিত তার বিরহ আমার
হবে জীবনের সাথীরে।
যদি মনে নাহি রাখে সুখে যদি থাকে
তোরা একবার দেখে আয়,
এই নয়নের তৃষা পরাণের আশা,
চরণের তলে রেখে আয়।
আর নিয়ে যা রাধার বিরহের ভার
কত আর ঢেকে রাখি বল।
আর পারিস যদি ত আনিস হরিয়ে
এক ফোঁটা তার আঁখি জল।
না না এত প্রেম সখি ভুলিতে যে পারে
তারে আর কেহ সেধ না
আমি কথা নাহি কব, দুখ লয়ে রব,
মনে মনে সব' বেদনা।
ওগো মিছে, মিছে সখি, মিছে এই প্রেম
মিছে পরাণের বাসনা।
ওগো সুখ দিন হায় যবে চলে যায়
আর ফিরে আর আসে না ॥ ১৮

মিশ্র ভৈরবী—আড় খেমটা।

হেলাফেলা সারা বেলা
এ কি খেলা আপন সনে।
এই বাতাসে ফুলের বাসে
মুখখানি কার পড়ে মনে।
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি
কে জানে গো কাহার হাসি!
দুটি ফোটা নয়ন সলিল
রেখে যায় এই নয়ন-কোণে।
কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী
দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন
কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে।

সারা দিন গাঁথি গান
কারে চাহে গাহে প্রাণ,
তরু তলের ছায়ার মতন
বসে আছি ফুলবনে ॥ ১৯

মিশ্র বাঁরোয়াঁ—আড়খেমটা।

তুমি কোন্ কাননের ফুল,
তুমি কোন্ গগনের তারা!
তোমায় কোথায় দেখেছি
যেন কোন্ স্বপনের পারা!
কবে তুমি গিয়েছিলে,
আঁখির পানে চেয়েছিলে ভুলে গিয়েছি
শুধু মনের মধ্যে জে [illegible] আছে,
ঐ নয়নের তা [illegible]!
তুমি কথা কো[illegible] না,
তুমি, চেয়ে চলে যাও!
এই চাঁদের আলোতে,
তুমি হেসে গলে যাও!
আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে
চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে,
তোমার আঁখির মতন দুটি তারা
ঢালুক কিরণ-ধারা ॥ ২০

মিশ্রখাম্বাজ—একতালা।

ওই জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি মাথা।
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে,
সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।
শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায়
তার কাণে কাণে কি যে কহে যায়,
তাই আধ শুয়ে আধ বাসয়ে
ভাবিতেছে কত কথা।
চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়
উড়ে উড়ে যায় পাখী,
সারাদিন ধরে বকুলের ফুল
ঝরে পড়ে থাকি থাকি।
মধুর আলস মধুর আবেশ
মধুর মুখের হাসিটি
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশিটি ॥ ২১

কালাংড়া—খেমটা।

ভালবাসিলে যদি সে ভাল না বাসে,
কেন সে দেখা দিল
মধু অধরের মধুর হাসি,
প্রাণে কেন। রষিল
দাঁড়িয়ে ছিলেম পথের ধারে,
সহসা দেখিলেম তারে,
নয়ন দুটী তুলে কেন,
মুখের পানে চেয়ে গেল ॥ ২২

ভৈরবী।

শুনলো শুনলো বালিকা,
রাখ কুসুম মালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহিরে

তুলই কুসুম মুঞ্জরী,
ভমর ফিরই গুঞ্জরি,
অলস যমুন বহয়ি যায়
ললিত গীত গাহিরে।
শশি-সনাথ যামিনী,
বিরহ-বিধুর কামিনী,
কুসুমহার ভইল ভার
হৃদয় তার দাহিছে,
অধর উঠই কাঁপিয়া,
সখি-করে কর আপিয়া,
কুঞ্জভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে।
মৃদু সমীর সঞ্চলে
হরয়ি শিথিল অঞ্চলে;
বালি হৃদয় চঞ্চলে কাননপথ চাহিরে;
কুঞ্জপানে হেরিয়া,
অশ্রুবারি ডারিয়া
ভানু গায় শূন্যকুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহিরে॥

ঢালে কুসুম সুরভ-ভার,
ঢালে বিহগ সুরব-সার,
ঢালে ইন্দু অমৃতধার
বিমল রজত ভাতিরে!
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথি জাতিরে।
দেখলো সখি শ্যামরায়,
নয়নে প্রেম উথল যায়,
মধুর বদন অমৃত সদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে।
আও আও সজনি-বৃন্দ,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ—
ভানুসিংহ বন্দিছে॥ ২৪

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস লোক লাজে,
সজনি, আও আও লো।
পিনহ চারু নীল বাস,
হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ
হরিণ নেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জ বনমে আও লো॥

গৌড় সারং—একতালা।

আয়রে আয়রে সাঁঝের বা,
লতাটিরে দুলিয়ে যা।
ফুলের গন্ধ দেব তোরে
আঁচলটি তোর ভোরে ভোরে।
আয়রে আয়রে মধুকর,
ডানা দিয়ে বাতাস কর,
ভোরের বেলা গুন্ গুনিয়ে
ফুলের মধু যাবি নিয়ে

আয়রে চাঁদের আলো আয়,
হাত বুলিয়ে দেরে গায়,
পাতার কোলে মাথা থুয়ে
ঘুমিয়ে পড়বি শুয়ে শুয়ে।
পাখীরে, তুই কোস্‌নে কথা
ঐ যে ঘুমিয়ে প'ল লতা॥ ২৫

মিশ্র সিন্ধু—একতালা।

ঐ বুঝি বাঁশি বাজে।
বনমাঝে, কি মনমাঝে।
বসন্ত বায় বহিছে কোথায়
কোথায় ফুটছে ফুল।
বল গো সজনি, এ সুখ রজনী
কোন্‌খানে উদিয়াছে?
বনমাঝে কি মনমাঝে?
যাব কি যাবনা মিছে এ ভাবনা
মিছে মরি লোকলাজে!
কে জানে কোথা সে বিরহ হুতাশে
ফিরে অভিসার-সাজে,
বনমাঝে কি মনমাঝে॥ ২৬

গৌরী—কাওয়ালি।

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিয়ো।
আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো।
আমি সারানিশি তোমা লাগিয়া
রব বিরহ শয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো।
তুমি চিরদিন মধুপবনে
চির বিকশিত বন-ভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখ-স্রোতে ভাসিয়ো।
যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কি,
মোর স্মৃতি মন হতে নাশিয়ো॥ ২৭

বেহাগ—একতালা।

শুধু যাওয়া আসা।
শুধু স্রোতে ভাসা॥
শুধু আলো আঁধারে কাঁদা হাসা।
শুধু দেখা পাওয়া শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব দুরাশায় আগে চলে যায়
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা॥
অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙ্গা বল,
প্রাণপণে কাজে পায় ভাঙ্গা ফল
ভাঙ্গা তরী ধরে ভাসে পারাবারে,
ভাব কেঁদে মরে ভাঙ্গা ভাষা।
হৃদয়ে হৃদয়ে আধ পরিচয়
আধ খানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,
লাজে ভয়ে ত্রাসে আধ বিশ্বাসে
শুধু আধখানি ভালবাসা॥ ২৮

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

আজ তোমারে দেখ্‌তে এলেম
অনেক দিনের পরে।
ভয় নাইক সুখে থাক,
অধিক ক্ষণ থাকৃব নাক,
আসিয়াছি দু' দণ্ডের তরে।
দেখ্‌ব শুধু মুখখানি
শুন্‌ব দুটি মধুর বাণী
আড়াল থেকে হাসি দেখে
চলে যাব দেশান্তরে ॥ ২৯

রামপ্রসাদী সুর।

আমিই শুধু রইনু বাকি!
যা ছিল তা গেল চলে,
রৈল যা' তা' কেবল ফাঁকি!
আমার বলে ছিল যারা
আর ত তারা দেয় না সাড়া,
কোথায় তারা কোথায় তারা
কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি।
বল্ দেখি মা শুধাই তোরে
আমার কিছু রাখ্‌লি নেরে
আমি কেবল আমায় নিয়ে
কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি ॥৩০

ললিত—একতালা।

যেতে হবে আর দেরি নাই।
পিছিয়ে পড়ে রবি কত,
সঙ্গীরা যে গেল সবাই।
আয়রে ভবের খেলা সেরে,
আঁধার করে এসেছেরে।
পিছন ফিরে বারে বারে,
কাহার পানে চাহিস্‌রে ভাই।
খেলতে এলো ভবের নাটে,
নূতন লোকে নূতন খেলা।
হেতা হতে আয়রে সরে,
নইলে তোরে মারবে ঢেলা।
নামিয়ে দেরে প্রাণের বোঝা
আরেক দেশে চল্‌রে সোজা,
নূতন করে বাঁধবি বাসা,
নূতন খেলা খেল্‌বি সে ঠাঁই ॥ ৩১

খট—ঝাঁপতাল।

আমার যাবার সময় হল
আমায় কেন রাখিস্ ধরে।
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে,
বাঁধিস্‌নে আর মায়া ডোরে।
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি,
ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটি।
নাম ধরে আর ডাকিস্‌নে ভাই
যেতে হবে ত্বরা করে ॥ ৩২

ইমনকল্যাণ—একতালা।

পথহারা তুমি পথিক যেন গো,
সুখের কাননে, ওগো যাও কোথা যাও।
সুখে চলচল বিবশ বিভল পাগল,
নয়নে ওগো চাও কারে চাও

কোথা চলে গেছে উদাস হৃদয়,
কোথা পড়ে আছে ধরণী!
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো
মায়াপুরী পানে ধাও!
কোন্ মায়াপুরী পানে ধাও॥ ৩৩

মিশ্র—আড়াঠেকা।

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়।
ধীরে ধীরে অতি ধীরে—
অতি ধীরে গাও গো!
ঘুম ঘোরময় গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!
নিশার কুহক বলে, নীরবতা-সিন্ধুতলে
মগ্ন হয়ে ঘুমাইছে বিশ্ব চরাচর;
প্রশান্তসাগরে হেন তরঙ্গ না তুলে যেন
অধীর উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের স্বর!
তটিনী কি শান্ত আছে, ঘুমাইয়া
পড়িয়াছে, বাতাসের মৃদু
হস্ত পরশে এমনি।
ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে
সে চুম্বন ধ্বনি শুনে চমকে আপনি।
তাই বলি অতি ধীরে—গাও গো
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো॥ ৩৪

ঝিঁঝিট-সিন্ধু—কাওয়ালী।

সমুখেতে বহিছে তটিনী,
দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া।
বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া।
সাঝের অধর হতে,
ম্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া।
দিবস বিদায় চাহে,
যমুনা বিলাপ গাহে
সায়াহ্নেরি রাঙ্গা পায়ে
কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া॥
এস বঁধু তোমায় ডাকি,
দোঁহে হেথা বসে থাকি
আকাশের পানে চেয়ে
জলদের খেলা দেখি,
আঁখি পরে তারাগুলি
একে একে উঠিবে ফুটিয়া॥ ৩৫

বেহাগ।

মেঘেরা চলে চলে যায়,
চাঁদেরে ডাকে "আয় আয়"
ঘুম ঘোরে বলে চাঁদ, কোথায় কোথায়
না জানি কোথা চলিয়াছে।
কি জানি কি যে সেথা আছে।
আকাশের মাঝে চাঁদ চারিদিকে চায়।
সুদূরে—অতি—অতিদূরে,
বুঝিরে কোন সুরপুরে
তারাগুলি ঘিরে বসে বাঁশরি বাজায়!
মেঘেরা তাই হেসে হেসে
আকাশে চলে ভেসে ভেসে,
লুকিয়ে চাঁদের হাসি চুরি করে যায়॥ ৩৬

গৌড়সারং—খং।

হৃদয় মোর কোমল অতি
সহিতে নারে রবির জ্যোতি
লাগিলে আলো সরমে ভয়ে
মরিয়া যায় মরমে,
ভ্রমর মোর বসিলে পাশে
তরাসে আঁখি মুদিয়া আসে,
ভূতলে ঝরে পড়িতে চাহি
আকুল হয়ে সরমে।
কোমল দেহে লাগিলে বায়
পাপড়ি মোর খসিয়া যায়
পাতার মাঝে ঢাকিয়া দেহ
রয়েছি তাই লুকায়ে।
আঁধার বনে রূপের হাসি
ঢালিব সদা সুরভি রাশি
আঁধার এই বনের কোলে
মরিব শেষে শুকায়ে॥ ৩৭

বেহাগ—কাওয়ালী।

চরাচর সকলি মিছে মায়া, ছলনা,
কিছুতেই ভুলিনে আর, আর আর নারে, মিছে ধূলিরাশি লয়ে কি হবে?
সকলি আমি জেনেছি, সবি শূন্য শূন্য শূন্য ছায়া। সবি ছলনা।
দিন রাত যার লাগি সুখ দুখ না করিনু জ্ঞান, পরাণ মন সকলি দিয়েছি, তা হতেরে কিবা পেনু? কিছু না, সবই ছলনা॥ ৩৮

পিলু খং।

গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে
মধুপ হোতা যাস্‌নে—
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে
কাঁটার ঘা খাস্‌নে!
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা,
শেফালী হেথা ফুটিয়ে—
ওদের কাছে মনের ব্যথা
বল্‌রে মুখ ফুটিয়ে।
ভ্রমর কহে "হোথায় বেলা
হোথায় আছে নলিনী—
ওদের কাছে বলিবনাকো
আজিও যাহা বলিনি!
মরমে যাহা গোপন আছে
গোলাপে তাহা বলিব,
বলিতে যদি জ্বলিতে হয়
কাঁটারি ঘায়ে জ্বলিব॥ ৩৯

কেদারা—একতালা।

যোগিহে, কে তুমি হৃদি-আসনে।
বিভূতি ভূষিত শুভ্র-দেহ,
নাচিছ দিক-বসনে॥
মহা-আনন্দে পুলক কায়,
গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
ভালে শিশুশশি হাসিয়া চায়,
জটাজুট-ছায় গগনে॥ ৪০

কালাংড়া—খেমটা।

ভাল বাসিলে যদি সে ভাল না বাসে
কেন সে দেখা দিল।
মধু অধরের মধুর হাসি
প্রাণে কেন বরষিল॥
দাঁড়িয়েছিলাম পথের ধারে
সহসা দেখিলেম তারে,
নয়ন দুটি তুলে কেন
মুখের পানে চেয়ে গেল॥ ৪১

সিন্ধু—একতালা।

বাঁশরী বাজাতে চাহি
বাঁশরী বাজিল কই?
বিহরিছে সমীরণ,
কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন,
কুসুমে সাজিল ওই।
বাঁশরী বাজাতে চাহি
বাঁশরী বাজিল কই?
বিকচ বকুল ফুল,
দেখে যে হতেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল
গুঞ্জরে কোথায়!
এ নহে কি বৃন্দাবন?
কোথা সেই চন্দ্রানন,
ওই কি নূপুর-ধ্বনি
বন-পথে শুনা যায়?
একা আছি বনে বসি
পীতধড়া পড়ে খসি,
সোঙরি সে মুখ-শশী
পরাণ মজিল, সই!
বাঁশরী বাজাতে চাহি
বাঁশরী বাজিল কই?
একবার রাধে রাধে
ডাক্ বাঁশী মনোসাধে,
আজি এ মধুর চাঁদে
মধুর যামিনী ভায়।
কোথা সে বিধুরা বালা,
মলিন মালতী মালা,
হৃদয়ে বিরহ জ্বালা
এ নিশি পোহায়, হায়!
কবি যে হল আকুল,
এ কি রে বিধির ভুল!
মথুরায় কেন ফুল
ফুটেছে আজি, লো সই!
বাঁশরী বাজাতে গিয়ে
বাঁশরী বাজিল কই॥ ৪২

বেহাগ—খেমটা।

ও কেন চুরি ক'রে চায়।
লুকোতে গিয়ে হাসি, হেসে পলায়॥
বনপথে ফুলের মেলা,
হেলে দুলে করে খেলা—
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায়।

কি যেন গানের মত
বেজেছে কাণের কাছে,
যেন তার প্রাণের কথা
আধেক খানি শোনা গেছে।
পথেতে যেতে চলে,
মালাটি গেছে ফেলে—
পরাণের আশা গুলি গাঁথা যেন তায়॥

আলেয়া—ঝাঁপতাল।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা, এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক পথ হারা, যেথা আমি যাইনাক, তুমি প্রকাশিত থাক, আকুল নয়ন জলে ঢাল গো কিরণ ধারা।

তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে, তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কূল কিনারা।

কখন বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি, অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা॥ ৪৪

গুজরাটী ভজন—একতালা।

কোথা আছ প্রভু, এসেছি দীনহীন
আলয় নাহি মোর অসীম সংসারে।
অতি দূরে দূরে ভ্রমিছি আমি হে,
প্রভু প্রভু ব'লে ডাকি কাতরে।
সাড়া কি দিবে না, দীনে কি চাবে না,
রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আঁধারে?
পথ যে জানিনে, রজনী আসিছে
একেলা আমি যে এ বন মাঝারে,
জগত জননী, লহ' লহ' কোলে,
বিরাম মাগিছে শ্রান্ত শিশু এ,
পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি,
জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে।
ত্যজি সে তোমারে, গেছিল চলিয়ে
কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে,
আর সে যাবে না, রহিবে সাথ সাথ,
ধরিয়ে তব হাত ভ্রমিবে নির্ভয়ে।
এস তবে প্রভু, স্নেহ নয়নে,
এ মুখ পানে চাও ঘুচিবে যাতনা,
পাইব নব বল, মুছিব অশ্রুজল,
চরণ ধরিয়ে পূরিবে কামনা॥ ৪৫

বেহাগ—একতালা।

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি,
দিবস কাটে বৃথায় হে—
আমি যেতে চাই তব পথ পানে
কত বাধা পায় পায় হে।
চারি দিকে হের ঘিরেছে কা'রা
শত বাঁধনে জড়ায় হে,
আমি ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেনগো
ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে!
দাও ভেঙ্গে দাও এ ভবের সুখ,
কাজ নেই এ খেলায় হে,
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মত
বেলা বহে তত যায় হে।

হান তব বাজ হৃদয়-গহনে
তুষানল জ্বাল' তায় হে,
নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে
সে জল দাও মুছায়ে হে।
শূন্য করে দাও হৃদয় আমার
আসন পাত' সেথায় হে,
তুমি এস এস নাথ হ'য়ে বস,
ভুলো না আর আমায় হে ॥ ৪৬

ললিত—আড়াঠেকা।

চলিয়াছি গৃহপানে, খেলাধূলা অবসান।
ডেকে লও, ডেকে লও,
বড় শ্রান্ত মন প্রাণ ॥
ধূলায় মলিন বাস,
আঁধারে পেয়েছি ত্রাস,
মিটাতে প্রাণের তৃষা
বিষাদ করেছি পান।
খেলিতে সংসারের খেলা
কাতরে কেঁদেছি হায়,
হারায়ে আশার ধন
অশ্রুবারি ব'হে যায় ;
ধূলাঘর গড়ি যত ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে তত
চলেছি নিরাশ মনে,
সান্ত্বনা কর গো দান ॥

ভজন—খেম্‌টা।

তোমারেই প্রাণের আশা কহিব।
সুখে দুখে শোকে আঁধারে আলোকে
চরণে চাহিয়া রহিব ॥
কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে
তুমিই জান তা' প্রভু গো!
তোমারি আদেশে রহিব এ দেশে
সুখ দুখ যাহা দিবে সহিব।
যদি বনে কভু পথ হারাই প্রভু
তোমারি নাম লয়ে ডাকিব॥
বড়ই প্রাণ যবে আকুল হইবে
চরণ হৃদয়ে লইব,
তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব,
তোমারি কার্য্য যা সাধিব,
শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিয়ো কোলে
বিরাম আর কোথা পাইব ॥ ৪৮

বড় হংস-সারঙ্গ—চৌতাল।

(তাঁহারে) আরতি করে চন্দ্র তপন,
দেবমানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব-শরণ
তাঁর জগত-মন্দিরে।
অনাদি কাল অনন্ত গগন
সেই অসীম মহিমা মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন
আনন্দ নন্দ নন্দ রে।
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি,
পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ কতই গন্ধ
কত গীত কত ছন্দ রে।

বিহগগীত গগন ছায়
জলদ গায়, জলধি গায়,
মহা পবন হরষে ধায়
গাহে গিরিকন্দরে
কত কত শত ভকত প্রাণ
হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান,
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম
টুটিছে মোহ বন্ধ রে॥ ৪৯

কাফি—একতালা।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,
চিরদিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে
তোমারে দেখিতে দেয় না।
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে
তোমায় যবে পাই দেখিতে,
হারাই হারাই সদা হয় ভয়
হারাইয়া ফেলি চকিতে।
কি করিলে বল পাইব তোমারে,
রাখিব আঁখিতে আঁখিতে,
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।
আর কারো পানে চাহিব না আর
করিব হে আমি প্রাণপণ,
তুমি যদি বল এখনি করিব
বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন॥ ৫০

ইমন ভূপালি—একতালা।

তোমার কথা হেথা কেহত বলে না
করে শুধু মিছে কোলাহল।
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল॥
আপনি কেটেছে আপনার মূল,
না জানে সাঁতার নাহি পায় কূল,
স্রোতে যায় ভেসে, ডোবে বুঝি শেষে
করে দিবানিশি টলমল।
আমি কোথা যাব কাহারে শুধাব,
নিয়ে যায় সবে টানিয়া,
একেলা আমারে ফেলে যাবে শেষে
অকূল পাথারে আনিয়া।
সুহৃদের তরে চাই চারিধারে,
আঁখি করিতেছে ছলছল।
আপনার ভারে মরি যে আপনি
কাঁপিছে হৃদয় হীনবল॥ ৫১

মিশ্র—ঝাঁপতাল।

হাতে লয়ে দীপ অগণন
চরাচর কার সিংহাসন
নীরবে করিছে প্রদক্ষিণ?
চারিদিকে কোটি কোটি লোক,
লয়ে নিজ সুখ দুঃখ শোক
চরণে চাহিয়া চিরদিন।
সূর্য্য তাঁরে কহে অনিবার
"মুখ পানে চাহ একবার,
ধরণীরে আলো দিব আমি।"

চন্দ্র কহিতেছে গান গেয়ে,
"হাস প্রভু মোর পানে চেয়ে
জ্যোৎস্নাসুধা বিতরিব স্বামি!"
মেঘ গাহে চরণে তাঁহার
"দেহ প্রভু করুণা তোমার,
ছায়া দিব, দিব বৃষ্টি জল!"
বসন্ত গাহিছে অনুক্ষণ
"কহ তুমি আশ্বাস বচন
শুষ্ক শাখে দিব ফুল ফল!"
করযোড়ে কহে নর নারী
"হৃদয়ে দেহ গো প্রেমবারি,
জগতে বিলাব ভালবাসা!"
"পুরাও পুরাও মনস্কাম"—
কাহারে ডাকিছে অবিশ্রাম
জগতের ভাষাহীন ভাষা॥ ৫২

যোগিয়া বিভাস—একতালা।

নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে
হৃদয়ে রয়েছ গোপনে॥
বাসনার বশে মন অবিরত
ধায় দশদিগে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত
জাগিছে শয়নে স্বপনে॥
সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তার আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ,
সেও আছে তব ভবনে॥
তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর
সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,
কাল পারাপার করিতেছ পার
কেহ নাহি জানে কেমনে।
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি,
তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি,
যত জানি তত জানিনে।
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর,
লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর,
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই,
কোন বাধা নাই ভুবনে॥ ৫৩

যোগিয়া—কাওয়ালি।

নিশি দিন চাহরে তাঁর পানে।
বিকশিবে প্রাণ তাঁর গুণ গানে।
হেররে অন্তরে সে মুখ সুন্দর
ভোল দুখ তাঁর প্রেম মধু পানে॥ ৫৪

সম্পূর্ণ।

শ্রীধর কথক।

হুগলী জেলার অধীন বাঁশবেড়িয়া গ্রামে শ্রীধর কথক মহাশয়ের নিবাস ছিল।

পরজ,—ঠেকা।

অনঙ্গ মত্ত মাতঙ্গ মনোবন ভগ্ন করে।
বিধির অবাধ্য সে, কার সাধ্য বাঁধে তারে॥
সতর্কে কর্ম্মকরণ, হেলনে করে দলন, বিবেক বজ্র আঁটন, ভগ্ন করে ফেলে দূরে।
উপদেশ তরুগণ, শিক্ষা-শাখায় সুশোভন, সমূলে করে ভঞ্জন মদের আমোদে ফেরে॥
প্রবোধ-পুষ্প মিলিতা, বিবেচনা ক্ষমা-লতা, ধৈর্য্যগন্ধ-সমম্বিতা, ক্রমে সকলই সংহারে।
মানমৃগ উচ্চাটন, দূরে করে পলায়ন, লজ্জাভয় পক্ষিগণ, উড়ে যায় দেশান্তরে॥ ১

খাম্বাজ,—ঠেকা।

মন কেমনে সুখে রবে, মানলে পরেরি কথা।
পোড়া লোকে তাই করে, প্রাণে প্রাণে যাতে ব্যথা॥
মজেছি দিয়েছি প্রাণ, করেছি প্রেম বিধান, যায় জাতি কুলমান, সে ভাবনা ভাবি বৃথা॥ ২

খাম্বাজ—ঠেকা।

প্রাণপণে যতন করে, পেয়েছি পরেরি মন।
পোড়া লোকে কেন এত, ঘুচাতে করে যতন॥
প্রেমে পরাধীন হোয়ে, দিবা নিশি মরি ভয়ে, পাছে কুমন্ত্রণা দিয়ে, পরে করে জ্বালাতন॥ ৩

খাম্বাজ—ঠেকা।

বারণ কে করে বল সরল হইতে।
বিধান কে দেয় বল চাতুরি করিতে॥
যে তোমার অনুগত, তাহারে কর বঞ্চিত, এ নহে তব উচিত, না পারি সহিতে॥ ৪

খাম্বাজ—মধ্যমান ঠেকা।

যদি একবার মন বলে, সে জনে ভাবিব না।
সেই স্থলে প্রাণ বলে, এ দেহে থাকিব না॥
কি করি প্রাণেরি দায়, মন সেই পথে ধায়, সেধে ডেকে এনে তায়, পুরাই বাসনা।
যে যা বলে বলুক লোকে, কার কথা শুনিব না॥ ৫

সিন্ধু—মধ্যমান ঠেকা।

বড় চতুরও হয়,
যদি কোন জন।
পিরীতি করিলে তার,
দিবানিশি জ্বলে মন॥
পাইলে প্রেমেরি রস,
সদা সে থাকে অবশ।
দূরে রেখে অপযশ,
প্রেম করে অভরণ॥ ৬

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

এ সময়ে যদি তারে পাই
প্রাণ চায় যারে রে।
তবে এ যাতনা হোতে জীবন জুড়াই॥
পরে যার প্রেম ফাঁসি,
লোকের কাছে হই দূষী;
হেরে তার মুখ শশী,
মরি তাহে খেদ নাই॥ ৭

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা।

সারা হোলেম, সারা নিশি জাগিয়ে।
যামিনী পোহালেম,
কত যাতনা ভুগিয়ে॥
বহুদিনের অভিলাষে,
সুখ পুরাবার আশে।
বসে ছিলাম আশা পথে গিয়ে।
কি দশা না হলো সখি,
ভালবাসার লাগিয়ে॥ ৮

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা।

সে কেন গো করে অপ্রণয়,
তার উচিত নয়।
আমি জানি তার মনে,
কখন বিচ্ছেদ নয়॥
আমার স্বপক্ষ হোয়ে,
বলো তারে বুঝাইয়ে;
পিরীতি করিতে গেলে,
সুখ দুঃখ সহিতে হয়!
বলিছি তায় অভিমানে,
সে সব রয়েছে মনে,
তাই ভেবে মনে মনে,
অভিমানে রইতে হয়॥ ৯

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠেকা।

এমন যে হবে প্রেম যাবে,
এ কভু মনে ছিল না।
এ চিতে নিশ্চিত ছিল,
পিরীতে বিচ্ছেদ হবে না॥

ভেবে ছিলাম নিরন্তর,
হয়ে রব একান্তর,
যদি হয় কথান্তর,
মতান্তর তায় হবে না।
এখন হলো অন্তর,
পিরীতি হোলো অন্তর,
আঁখি ঝোরে নিরন্তর,
প্রাণান্ত কেন হলো না ॥ ১০

সিন্ধু—মধ্যমান ঠেকা।

কারে কব যে দুখ আমার, হেরো এবার, প্রাণে বাঁচা ভার।
দিনে উপবাসী প্রেম, জাগিয়ে যামিনী যায়, হোলো একি দায়, মনে কোন মতে স্থিরতা না মানে একবার ॥
যাতে আমি হই সুখী, তাহাতে দ্বিগুণ দুখী, করি কি উপায়, ভেবে না পাই কিছু, সকলি দেখি আঁধার ॥ ১১

খাম্বাজ—ঠেকা।

কেবলি কথায় এত দায়,
যে সুখ সে দরশনে।
না হোতে প্রেম অঙ্কুর,
গেল কথা বরিষণে ॥
জানা জানি পরস্পরে,
যা না জানি পরস্পরে,
কত সুখ হোতো পরে,
পর সনে পরশনে ১২

সিন্ধু—ঠেকা।

নিশি আর রবে কত কাল,
হইল সকাল।
স্বকালে না এলো শশী,
ক্রমশ হলো সকাল ॥
প্রথম উদয় কালে, কোন গ্রহ বাধা দিলে, সর্ব্বগ্রাসী বুঝি হোলে, স্থিত হোলে চিরকাল ॥ ১৩

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

মনের কথা প্রকাশিয়ে,
সবাই যদি বলিত।
তবে সমভাব সবে, পরস্পরে বুঝিত ॥
মনে মুখে ভিন্ন ভাবে, ছলে কলে চলে সবে, গোপনে করে স্বভাবে, কথা কয় রীতিমত।
সবাই পাগল রিপুযোগে, মজে আছে কর্ম্ম ভোগে অশক্ত আর যোগে যাগে, সংগোপনে সম্মিলিত।
দ্বেষ হিংসা অহঙ্কার, কোথা ছাড়া আছে কার, মনে মনে রহে যার, ধীর বলে সেই খ্যাত ॥ ১৪

সিন্ধু—ঠেকা।

লোকভয় সয়ে রোয়ে,
হয় যে যাতনায়ে।
মনে মনে থাকে সকল,
মনেরি বেদনা রে ॥

প্রাণধনে রেখে দূরে,
অপরে আপন কোরে,
মিছে আশায় প্রাণ ধরে,
কতই লাঞ্ছনা রে ॥ ১৫

সিন্ধু—ঠেকা।

সে অভাগী দুখের ভাগী,
যার লাগি এ যাতনা।
শয়নে স্বপনে মনে,
আমা বৈ আর যে জানে না ॥
তিলেক দর্শনাভাবে,
মনে মনে কতই ভাবে,
মজিয়ে আমার ভাবে,
অন্য ভাব আর যে ভাবেনা ॥১৬

সিন্ধু—আড়-খেমটা।

আমার আমার আর বলো না।
তুমি তাঁর সে তোমার,
সে ত তাও ভাবে না ॥
সে যদি তোমার হোতো,
আসিয়ে তুষিত কত,
বিচ্ছেদ যাতনা সহিতো না সহিতো না

সিন্ধু—ঠেকা।

কত ভালবাসি তারে,
বোলে কি জানান জায়।
কুল মান মন প্রাণ
সকলই সঁপেছি যায় ॥
নিতান্ত হোয়েছি যার,
সে বিনে কে আছে আর,
তিল মাত্র যে আমার,
মন ছেড়ে নাহি যায় ॥ ১৮

সিন্ধু—ঠেকা।

প্রেম ভালবাসি বলে,
তাইতে লোকে কত বলে ॥
এখন এমন হলো,
আর কি আছে কপালে ॥
নবীন প্রেমের ব্রতী,
হয়েছি সখি সম্প্রতি,
প্রেম করার এই রীতি,
গঞ্জনা প্রথমকালে ॥ ১৯

সিন্ধু—ঠেকা।

মরমে মরম যাতনা,
ভালবাসার অযতনে।
একা যে এ কাযে মজে,
বাক্যের অধিক বাজে মনে ॥
যে জন পীরিতে না চায়,
সে যদি ফিরিয়ে না চায়,
মন প্রাণ যারে চায়,
সে যদি না বাঁচায় প্রাণে ॥ ২০

সিন্ধু—ঠেকা।
রাধা নাহি মানে মনে আর।
(প্রাণ সখিরে)
বাঁধা-বাঁধি হয়ে আছে,
সে আমার আমি তার।
যত বলে বলুক্ লোকে,
হাত দিব কার মুখে,
আমিত থাকিব সুখে,
মিলনেতে অনিবার ॥ ২১

সিন্ধু—ঠেকা।
সে বিনে যে নাহি বোঝে মনে।
(প্রাণ সখিরে)
প্রাণে সদা গাঁথা আ[illegible],
ভুলিব তারে কেমনে।
কুল মান গেল গেল,
লোক নিন্দা হোলো হোলো,
সেই কথা বোলো বোলো,
প্রেম থাকে যেমনে ॥ ২২

সিন্ধু—মধ্যমান।
প্রেমরস যে না জানে, সে জন মন কেন ভালবাসে।
একি দায়, অকারণে প্রাণ যায়, হায় হায়, কেবলি নয়নের দোষে।
এত যে করি যতন, যাতনাতে জালাতন, তবু ত বোঝে না মন, হেলন করে হাসে।
আমার মনোবেদনা, সেজন জেনেও জানেনা, কিসে ঘোচে এ যন্ত্রণা, তাই ভেবে মরি হুতাশে ॥ ২৩

সিন্ধু মধ্যমান,—ঠেকা।
সাধে কি ভালবাসি তারে (ওগো আমি)।
মন প্রাণ নয়ন জলে, তিলেক না হেরে যারে ॥
ছলে কোরে অভিমান, করি কত অপমান, তথাচ আকুল প্রাণ কাঁদিয়ে চরণে ধরে ॥ ২৪

সিন্ধু—মধ্যমান।
পোড়া লোকে তারে বলে পর। (কেন না বুঝিয়ে) দিবানিশি রয়েছে যে, প্রাণেরই উপর ॥
যার আশয়ে প্রাণ রাখি, দেখিলে দ্বিগুণ সুখী, মানসে মিশায়ে থাকি প্রেমে মাখা পরস্পর ॥ ২৫

সিন্ধু—মধ্যমান।
(সে কি দিবেরে) নিদারুণ আপনারি মন।
যার লাগি ভেবে মলেম, হলেম জালাতন ॥
লোকের লাঞ্ছনা সয়ে, না ডাকিতে দেখা দিয়ে, আমার সমান হোয়ে, করিবে যতন ॥ ২৬

পিলু—মধ্যমান।

কি করে কলঙ্কে যদি,
সে আমারে ভাল বাসে।
আমি যাতনা বাঁধা সদা,
সে পড়িলে সেই ফাঁশে॥
বিচ্ছেদ যাতনা যত,
কলঙ্কে কি ঘটে তত।
অচেতন অবিরত,
মিলনেরি অভিলাষে॥ ২৭

ভৈরবী—মধ্যমান।

এই মনে বাসনা, আমায়,
কেউ যেন ভাল বাসে না।
পরে ভাল বাসিলে পরে,
পরাণে পাব বেদনা॥
পরে চাতুরি কারণে,
আধও ফিরিব ছলে।
ভাসিব না নয়নজলে,
এড়াব প্রেম যাতনা॥ ২৮

ভৈরবী—মধ্যমান।

অপমান প্রাণ জ্বালাতন,
কে জানে যে হবে এত।
সংগোপনে প্রাণ দিয়ে,
হোয়ে পরের অনুগত॥
বিবাদি হলো সকলে,
ডুবিলাম কলঙ্ক জলে,
ভেবে মরি সদা সশঙ্কিত।
অন্তরে গুমুরে থেকে,
এ যাতনা আর সব কত॥ ২৯

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

বুঝি প্রেম দায় ঘটিল রে আমার।
অন্তরেরি লাজ ভয়,
অন্তরে হলো বিদায়॥
মনে মানা নাহি মানে,
অনাদরে কুল মানে,
পেয়ে আপন সমানে
মন যে রহিল তায়।
আর যা মনেতে ছিল,
ত্যজিল সে সুখ দায়॥ ৩০

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

কি হইল দায়। (সাধের পিরীতে)
যাই আমি বাল যদি,
কাঁদিয়ে কাঁদায়॥
যারে দেখিবার আশে,
থাকি নানা স্থানে বসে।
সে জন কেমনে হেসে,
দিবেরে বিদায়॥ ৩১

খাম্বাজ—ঠেকা।

যে যাতনা যতনে (প্রাণে),
মনে মনে মন জানে।
লোকে পাছে হাসে শুনে,
লাজে প্রকাশ করিনে॥

মিলনের প্রথমাবধি, যেন কত অপরাধি,
নিরবধি সাধি প্রাণপণে।
তবুতো সে নাহি তোষে,
আর দোষে অকারণে ॥ ৩২

খাম্বাজ—ঠেকা।

(মন) যার পিরীতে মজেছে, সে কি স্বভাবেতে আছে।

জাতি কুল কলঙ্ক, সকলই তুচ্ছ তার কাছে।

যে ভাল বেসেছে যারে, মনে মনে ভাবে তারে, না হেরিলে যেন মরে, দেখা হোলে প্রাণে বাঁচে ॥ ৩৩

খাম্বাজ—ঠেকা।

কি করে লোকেরি কথায়।
সে যে আমার প্রাণধন,
মন যারে চায়।
উপজিলে প্রেম নিধি,
নিষেধ না মানে বিধি।
মন প্রাণ নিরবধি,
তারি গুণ গায় ॥ ৩৪

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠেকা।

প্রাণ যে করে কি বলিব।
মন জানে সে বিনে এমনে,
চিরদিন আর জলিব।
পড়ে আছি পরবশে,
দুঃখ দেখে লোকে হাসে।
অকূলে দুকূল ভাসে, কলঙ্ক প্রকাশে,
বাঁধা যার প্রেম ফাঁসে,
কিসে তারে ছলিব ॥ ৩৫

খাম্বাজ—ঠেকা।

মান করে ছিলাম তার উপরে,
কেবলি মানেরই তরে।
আদরে সাধিবে ভেবে,
ছল করে থাকিলাম দূরে ॥
পীরিতের যত রীত, সে তো সকল
বিদিত, প্রকাশিত জানি ব্যবহারে তারে
তবু আমার কপাল দোষে,
গোপনে তোষে না এসে।
এখন আমি সাধি কিসে,
তাই ভেবে মরি গুমুরে ॥ ৩৬

খাম্বাজ—ঠেকা।

এমানে সেমানে কিনা মানে, সে জানে মনে মানে।

আমিত আকুল প্রাণে মনে বুঝিতে পারিনে ॥

এত যে থাকে না কাছে, তবু মন তার পিছে, বাঁধা আছে প্রকাশ করিনে মানে।

মনে হলে তার গুণে, পুড়ে মরি মনাগুণে, সে ভাবে না কোন দিনে, আমিত ভেবে বাঁচিনে ॥ ৩৭

সিন্ধু—ঠেকা।

রেরি কথায় কে
কোথায় প্রেম ত্যজেছে।
রেরি কথায় যে জন
মজেছে সুখ বুঝেছে॥
নীভূত সবাই তাতে,
অস্তের বেলা সবাই তাতে।
ভবে দেখ যাতে তাতে,
প্রেমে কেনা কেনা আছে॥ ৩৮

সিন্ধু—মধ্যমান ঠেকা।

পরের বেলা পারে দুষিতে, প্রেম
সে রুষিতে, এমন অনেকে দেখিতে
াই।
কিন্তু যা হতে হয়েছি দোষী
দুষিতে সে বিনা নাই।
অপরেরি কথা শুনে, পুড়ে মরি
মনাগুণে, যার জ্বালা যার যার গুণে,
প্রাণপণে তায় ভাবি তাই॥ ৩৯

খাম্বাজ—মধ্যমান ঠেকা।

প্রেমধন উপার্জিলে মজিলে।
লোকে যে সকলই সয়,
না বুঝে যে যত বলে॥
মানে লোক নিষেধ,
সদা সাধে মন সাধ।
ত্যজে প্রাণের অনুরোধ
বাধে কি তার জাতিকুলে॥ ৪০

খাম্বাজ—মধ্যমান ঠেকা।

পরে বুঝিবে কেমনে তার মনে।
যে পেয়েছে প্রেমধন,
মনে মান সেই জানে॥
স্বভাবে অভাব হয়ে,
বিধি নিষেধ ত্যজিয়ে।
সদা মনে সুখী হয়ে,
বাধে কি আর কুল মানে॥ ৪১

খাম্বাজ—মধ্যমান ঠেকা।

কেন বা হইল হেন হেন মন।
(আমার) যা হতে প্রাণধনের, হলো
অপমান॥
আমরি কি করেছিরে, কত মন্দ
বলেছিরে, সুখে দুখ দিয়েছিরে কপট
সমান॥ ৪২

ঝিঁঝিট খাম্বাজ - মধ্যমান ঠেকা।

সেই কালরূপ সদা পড়ে মনে।
(ওগো আমার) ভুলিতে যতন
করি, যাতনাতে মরি প্রাণে॥

দেশেতে হয়েছি দোষী, প্রতিবাদী প্রতিবাসী, তবু কাল ভাল বাসি অভিলাষী নিশি দিনে।

ভাবি অন্য মনে থাকি, গৃহকার্য্যে মন রাখি, কিছুতে যে হইনা সুখী, উপায় দেখিনে॥

যার লাগি এত জ্বালা, সেইরূপ জপমালা, কি গুণ করেছে কালা, হেলা হলো কুলমানে॥ ৪৩

সিন্ধু—ঠেকা।

নিশি গেল কাল শশী কোথায় হল সমুদিত, দুঃখেতে রহিল মন, কুমুদী হলো মুদিত॥

আপন শীতল করে, সকলে শীতল করে, সুধাকর নাম ধরে, জগতে বিদিত।

কি দোষের উদ্দেশে, আমায় এ দেশে হলো বঞ্চিত॥

শশধর না আসাতে, চারিদিকে কুয়াশাতে, দারুণ অন্ধকার দশাতে, হইল ব্যাপিত।

শেষে মজিলাম বুঝি, না বুঝিয়ে হিতাহিত॥ ৪৫

বাহার—তিওট।

মরি মরি প্রেম করিবে মরিবে কেঁদে রবে বিষাদে, রবে অবাদে, বিবাদেরই যাতনা।

আপন ভাবিয়ে পরে ঘরেতে হবে পর, মনান্তর হবে পরে পর হবে স্বতন্তর, ভাবিলে নিরন্তর পাবে না তার অন্তর, অন্তরে থেকে দেখা দেবে না॥ ৪৫

ঝিঁঝিট—ঠেকা একতালা।

(সখিরে আর) তার কারণে।
কি কারণে হবো
সেরূপ আকুল প্রাণে॥
ঘরে পরে যে লাঞ্ছনা,
মলেও পরে ভুলিব না।
পরের হাতে আর যাব না,
পুড়িব না মনাগুণে॥ ৪৬

ভৈরবী—ঠেকা।

ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে।
আমার স্বভাব এই
তোমা বই আর জানিনে॥
বিধু মুখে মধুর হাসি,
দেখিলে সুখেতে ভাসি।
সে জন্য দেখিতে আসি,
দেখা দিতে আসিনে॥ ৫

ইমন—প্রবন্ধ কাওয়ালি।

প্রেমে মন দিলে যাবে জ্বোলে প্রাণধন।

মন সতত হবে উচাটন ॥

ঘরেতে পরেরি মত, কথা কবে কত মত, সহিতে নারিবে, মরিবে, গুমরে তত।

প্রেম কর না, মন দিও না, বাজে ধাঁকিটি তাক্, ধুমকিটি তাক থুন্না ধা ধা থুন্না ধা ধা থুন্না ধেকুড়্যাং ধুম কিটিতাক, ধ্রেকিটি ধা, করি বারণ ॥

যেমন আঁধারেতে সাপ খেলান, প্রেম করাটী তেমনি যেন, সাবধান জ্ঞান হয় না রয়না সকল দিক রাখা, চতুরেরি খেলা চুর হয়ে যায়, পিরীতের বড় রাস্তা বাঁকা।

দেশে দেশে চলা চলি, লাভমাত্র গালাগালি, বলাবলি করে লোকে, রাখে না কো অনুরোধ, ক্রমে ঘটে দায়, খেদে প্রাণ যায়, ঠক ঠকিয়ে ঠেকে ঠুকে ঠিক হারা, জরা, মরা, হতে হয় জ্বালাতন ॥ ৪৮

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

যারে তারে মন দিতে বলে গো।

(নয়ন আমার) নিবারণ করি যদি

অগ্নি জ্বালি জ্বলে গো।

মন নয় মনেরি মত, নয়নেরি অনুগত, বুঝায়ে রাখিব কত,

নানা পথে চলে গো ॥ ৪৯

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

আর কেন বারে বারে আমারে মজিতে বল।

এ পিরীতের সুখ লাভ, যে হয়েছে সেই ভাল ॥

াক আর রেখেছ বাকি, প্রেম করে হবে বা কি, মিছে কোরে আঁকা বাঁকি, সে পিরীতের কিবা ফল ॥ ৫০

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

(লোক ভয়) সয়ে রয়ে

হয় যে যাতনা রে।

মনে মনে থাকে সদা

মনেরি বেদনা রে ॥

প্রাণধনে রেখে দূরে,

অপরে আপন করে।

মিছে আমার প্রাণ ধরে

কতই লাঞ্ছনা রে ॥ ৫১

ভৈরবী—ঠেকা।

জ্বলে মন প্রাণ মান,

গেল ভাল বেসে।

পরের প্রাণ প্রাণপণে

ভুবে প্রাণে মরি শেষে ॥

যতনে যাতনা এত,
কে জানিত, আগে ভাল
সুখের আশে, এখন কেবল আমার
দোষে, দেশের লোকে দোষে ॥ ৫২

ভৈরবী—ঠেকা।

প্রণয় পরম রত্ন যত্ন করে রেখ
তারে।
বিচ্ছেদ তস্করে যেন কোন রূপে
নাহি হরে ॥
অনেক প্রতিবাদী তার, হারালে
আর পাওয়া ভার, কখন যে সে হয়
কার, কেবা তা বলিতে পারে ॥ ৫৩

ভৈরবী—ঠেকা।

প্রণয় পরম নিধি
বিধি রেখেছে অন্তরে।
কেহ না জানিতে পারে,
জানিলে হবে অন্তরে ॥
নানা শত্রু তার উপরে,
জানে না যেন অপরে।
অপরে জানিলে পরে,
রবে না দুঃখের অন্তরে ॥ ৫৪

ভৈরবী—ঠেকা।

তুমি যে আমার আমি
বাঁধা আছি তোমার গুণে।
কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ নহি
লোকের কটু কথা শুনে ॥
সলিলে ডুবাও যদি সলিলেতে রব।
তুমি যাতে ভাল থাক প্রাণে সব সব।
তুমি যদি ভাল থাক
পুড়িতে পারি আগুনে ॥ ৫৫

ভৈরবী—ঠেকা।

তবু কেন প্রাণ তারে চায়।
ফেলিয়ে প্রণয় ফাঁদে,
পরে না বাঁচায় ॥
সেধিছি চরণ ধরে,
বেঁধেছি যুগল করে।
যে কোন কৌশল করে ফিরে
যে না চায় ॥ ৫৬

ভৈরবী—ঠেকা।

ভালবাসা ভাল বাসি
লোকে মন্দ বলে তাতে।
কাহার নই প্রতিবাদী,
তবু মিছে কেন তাতে ॥
যতি কি নৃপতি দীন,
সবে দেখি প্রেমাধীন।
কেউ ছাড়া নয় কোন দিন,
ভেবে দেখ যাতে তাতে ॥ ৫৭

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠেকা।

বার বার বারণ করি,
পরে প্রণয় করিতে।
মন সুখ বন ভাঙ্গে,
পরে বিরহ করিতে॥
মিলন অঙ্কুশ বিনে,
উপায় কিছু পাবিনে।
আমি তো পরে ভাবিলে,
সলিলে ডুবে মরিতে॥ ৫৮

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠেকা।

যার লাগি এত জ্বালা
নিয়ত অন্তরে সই।
সে কেন আমারে ভুলে,
অনেক অন্তরে সই॥
যার জন্ম কুলমান,
ভাবি তৃণ পরিমাণ।
সে না ভাবিলে সমান,
বরং জলান্তরে সই॥ ৫৯

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠেকা।

পর সনে প্রেম করা ঘটে কেমনে।
ছিল না রবে না প্রেম, পরে বিচ্ছেদ কারণে॥
পিরীতির রীতি ক্রম, অভ্যাস কর প্রথম, আপনাতে হলে প্রেম, কি কাজ করে দুজনে।
আপনি যে প্রেমময়, ইহাকি নিশ্চয় নয়, বারংবার শ্রুতি কয়, জনশ্রুতিতেও জানে॥
নিজ সহ প্রেম হলে, কেউ তারে কিছু না বলে, ভাসে না কলঙ্ক জলে, পোড়ে না মন আগুনে॥ ৬০

খাম্বাজ—ঠেকা।

প্রেমধন করিতে পারি,
সঞ্চিত সে নাহি রয়।
বিরহ তস্করে করে নিরন্তর অপচয়॥
পরে ভাল ভাল বাসি,
পর সুখ অভিলাষী।
আমি যার হইলাম দাসী,
সে যে আমার দাস নয়॥ ৬১

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠেকা।

প্রেম করা ভাল কিন্তু,
করিতে পারিলে হয়।
পরসনে প্রেম করা,
চিরকাল নাহি রয়॥
পরে প্রেম করে পরে,
কোথা থেকে পরস্পরে।
বিচ্ছেদ হইলে পরে,
পরাণে নিরত ভয়।
আপনাতে কর প্রেম,
কখন হবে না ভ্রম॥
বিচ্ছেদের উপক্রম মনেও বিভ্রম॥

হবে নিজে নির্ব্বিকার,
যাতনা পাবে না আর।
প্রণয়েরি এই সার,
বিরহে না হয় ক্ষয়॥ ৬২

দেশমল্লার—মধ্যমান ঠেকা।
বিচ্ছেদ নাহি থাকিলে,
প্রেমে কি যতন হতো।
দুঃখ সম্ভাবনা হেতু,
সুখের আদর এত॥
উভয়ের বাদী উভয়ে,
পরস্পর ভয়ে ভয়ে।
কত সুখোদয় সভয়ে সাধন যেমন,
অভয়ে না হয় তত॥ ৬৩

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।
কে বলে অবলা তোরে, কতবল ধর প্রিয়ে।
হৃদকমলে ধরাধর, ঝাঁপেছে অঞ্চল দিয়ে॥
পঞ্চশর শর সম, কটাক্ষ তব বিষম,
নিরুপম পরাক্রম, নরবধ নারী হোয়ে॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা।
রোষ বা সন্তোষাভাসে প্রেয়সী যদি সম্ভাষে।
তবু তো সে, মন তোষে, নাশে বিচ্ছেদ হুতাশে॥
শীত কিংবা উষ্ণ নীরে, নিবারে প্রবলাগ্নিরে, রবি তাপে নলিনীরে যথা উল্লাসে বিকাশে॥ ৬৫

ভৈরবী—ঠুংরি।
(তোমায়) সঁপেছি ত চিত।
তাবৎ তোমার রব, যাবৎ জীবিত॥
করে কত আকিঞ্চন, ঘটেছে তব মিলন,
যত যতনেরি তুমি, জান ত তুমি ত॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।
সুখ দুঃখ সমভাব যার,
সে যদি রাখিতে পারে।
অভিমান শূন্য যেই,
বিচ্ছেদ বিজয় করে॥
করা ত দুষ্কর নয়, রাখা বিচিত্র প্রণয়,
সুজনে প্রেম নির্ণয়, অসম্ভব অন্য পরে॥

ভৈরবী—ঠুংরি
সাধে বিষাদ ঘটিল।
সুখ সম্ভাবিতে মোর, কে বাদ সাধিল॥
পীযুষ প্রয়াস করে, প্রবেশিয়ে রত্নাকরে,
সুধার আকরে করে, গরল উঠিল।
দোষ দিব আর কারে,
সকলই কপালে করে,
বিধি বিবিধ প্রকারে, বুঝি প্রতিকূল॥

ললিত—আড়া।

তোমার বিচ্ছেদে যদি,
বিয়োগ না হলো প্রাণ।
ইথে বোধ হয় বুঝি,
ছিল ভিন্নতা বিধান।
অভেদাত্মা দেহ ভেদ,
ছিল না কোন প্রভেদ,
তবে কেন এ বিচ্ছেদ,—
বেদন নহে নির্ব্বাণ॥ ৬৯

ইমন-পুরিয়া—মধ্যমান ঠেকা।

কেন প্রাণ এত অপমান।
সুধামুখি সুধা-দানে ফিরালে বিধুবয়ান॥
সুধাকর চকোরে, যদিও বঞ্চনা করে,
কেমনে যে প্রাণ ধরে,
বল তার কি সন্ধান।
চকোর চন্দ্র আশ্রিত,
অলি যে নলিনীগত,
ধনে চাতকী নিশ্চিত,
তুষিতে নয় জলদান।
এ তনু ত্বদনুগত, তদনু পরিমিত
বিতরিয়া কথামৃত,
বাঁচাও প্রাণ, রাখ মান॥ ৭০

সম্পূর্ণ।

নীলমণি ঘোষ।

রামকেলী—আড়াঠেকা।

সত্য সূচনা বিনা, সকলি বৃথায়।
দারা সুত ধন জন, সঙ্গে নাহি যায়।
সে অতীত ত্রৈগুণ্য, উপাধি কল্পনাশূন্য,
ভাব তাঁরে হবে ধন্য, সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।

মা কুরু ধনজনযৌবন-গর্ব্বং ;
হরতি নিমেষাং কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ;
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।
নলিনীদলগত জলমতি তরলং ;
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ;
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।
দিনযামিন্যৌ সায়ংপ্রাতঃ ;
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু-
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ।
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত-
স্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ ;
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ। ১

ললিত—একতালা।

বচন অতীত যা, ক'য়ে কি বুঝান যায়।
আকাশে যাঁহার নাম,
সাদৃশ্য দিব কোথায়।

দেশ কাল উভে জিনি, বিস্তারেন রাজ্য যিনি. বাক্যে কি বলিব তাঁরে, মন যাঁরে নাহি পায়।

যদ্যপি চাহ জানিতে দৃঢ় ভাব কর চিতে, চিন্তহ তাঁহায় ;—পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক মিথ্যা ভাণ, নাহি আর অন্য উপায়। ২

সম্পূর্ণ।

দীনেশচরণ বসু।

দীনেশচরণ বসু।

ভৈরবী—তিওট।

শেষের সে দিন মন! কর রে স্মরণ,
ভবধাম যবে ছাড়িবে।
সুখ স্বপন যত, দেখিছ অবিরত,
চিরদিনের মত ফুরাবে।
কাল শয্যায় শুয়ে, নিজ পাপ স্মরিয়ে,
(যবে) দুধারে নয়ন ধারা বহিবে,—
ভাই ভগিনী যত, কাঁদিবে অবিরত,
শিশু সন্তান ধূলায় লুটাবে।
স্নেহময়ী জননী, হারায়ে নয়ন মণি,
গাইয়ে তব গুণ কাঁদিবে;—
প্রাণসম প্রেয়সী, অধোবদনে বসি,
(কেঁদে) ধরাতল নয়ন জলে ভাসাবে।
অতএব লও, ব্রহ্মপদে আশ্রয়,
(যদি) বিপদে নিরাপদ হইবে;—
তিনি যে মৃত্যুঞ্জয়, যাঁহার কৃপায়,
মরণে নব জীবন পাইবে॥ ১

সম্পূর্ণ।

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

ভৈরবী—পোস্ত।

আমার মন ভুলালে যে.
কোথায় আছে সে।
সে দেখে আমি দেখি না,
ফিরে চাই আশে পাশে।
পেলাম দেখ্‌লাম তারে,
এই সে বলি ধরি যারে, বুঝি সে নয়
সে হলে পরে, আর কি মন ফিরে
আসে।

বল্ দেখি রে তরু লতা! আমার
জগজ্জীবন আছেন কোথা? তোরা
পেয়ে বুঝি কস্‌নে কথা, তাই তোদের
কুসুম হাসে।

বল্ দেখিরে বিহঙ্গকুল, তোরা

কার প্রেমে হয়ে আকুল, থেকে থেকে ডেকে ডেকে, উড়ে যাস্ কার উদ্দেশে।

বল্ দেখি রে হিমাচল! তুই কিসে এত সুশীতল, ঝরিছে অশ্রুজল, কার অনুরাগে মিশে।

পেয়ে বুঝি রত্নবর, সিন্ধু! নাম ধরেছিস্ রত্নাকর? তাই উত্তাল তরঙ্গ তুলে, নৃত্য করিস্ উল্লাসে।

লুকিয়ে থেকে প্রেম করে, এমন প্রেম ত দেখি না রে! (একবার) দেখা হলে সুধাই তারে, কেন সে ভাল বাসে।

কোথা আছ দেখা দাও, করুণা-নয়নে চাও, হৃদয় সখা সাধ পুরাও. প্রকাশি হৃদিবাসে॥ ১

বিভাস—একতালা।

এই বিশ্ব মাঝে, যেথা যে যা সাজে, তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।

বিবিধ বরণে বিভূষিত করে, তার উপরে তোমার নামটি দিয়েছ।

পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা, রেখা নয় যে তোমার 'দয়াময়' নামটী লেখা. "সুন্দর" নাম তোমার বিহঙ্গের অঙ্গে আঁকা, "প্রেমানন্দ" নামটি নয়নে লিখেছ।

চন্দ্রাতপ তুল্য গগনমণ্ডল, দীপা-লোকে যেন করে ঝলমল, তার মাঝে ইন্দু, করে সুধাসিন্ধু, 'সুধাসিন্ধু' না[illegible] তায় অঙ্কিত করেছ।

জলেতে লিখেছ "জগৎ জীবন" পবন হিল্লোলে হয় দরশন. অনল অক্ষরে জলদে লিখন, "জ্যোতির্ম্ময় নাম জগৎ দেখাতেছ।

ভূস্তরে প্রস্তরে তাবৎ চরাচরে "সর্ব্বব্যাপী" নাম লিখেছ স্বাক্ষরে লেখা দেখে তোমায় দেখতে ইচ্ছা করে, লেখার মত কেন দেখা না দিতেছ?

হৃদয়ে লিখেছ "হৃদয়-বল্লভ প্রেমসূর্য্যোদয়ে হয় অনুভব, তন্নাম অঙ্কিত তোমারি ত সব, হাতে ক[illegible] মোরে ধরা যে পড়েছ? ২

ইমন্—কাওয়ালী।

সুধামাখা নাম তোমার।

ঐ নাম যখন মনে পড়ে, সুধাময় হয় হৃদয় আমার।

নাম ধরে যখন ডাকি, প্রেমানন্দে ঝরে আঁখি, সুধাময় ব্রহ্মাণ্ড দেখি. দেখি তোমায় সুধার আধার।

প্রেম করে যে যা বলে, প্রেমসিন্ধু তোমার নাম; শ্যাম বলুক শ্যামা বলুক, অথবা বলুক শিব রাম,—যে জাতি বলুক যে তোমায়, বাঞ্ছত হবে না সে

আশায়, সকল ভাষায় গুরু তুমি, তোমার কাছে নাই জাত বিচার।

তোমার কি আর পিতা আছে, নাম রেখেছে শিশুকালে? সকলের পিতা তুমি, সবাই পালিত তোমার কোলে; তোমার ভক্ত যেই সেই তোমার পিতা, সেই তোমারি জন্ম-দাতা, নাম রাখে সে মনের ভাবে, সেই ভাবে হও নবকুমার ॥ ৩

মল্লার—একতালা।

তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যার।
ফলভরে অবনত, শাখারি আকার।

প্রাপ্ত হয় আপ্ত বিস্মৃতি, ব্যাপ্ত হয় জগতে প্রীতি, লুপ্ত হয় ভাবনা ভীতি, ক্ষিপ্ত যে প্রকার;—সুখ দুঃখে সমভাব হৃদয় স্বর্গ তার।

কখন হাস্য বদন, কখন করে রোদন, কখনো মগন মন, বাল্য-ব্যবহার;—আনন্দে ভাব সমুদ্রে দিতেছে সাঁতার।

শান্ত দান্ত বিবেকযুক্ত, অনাসক্ত জীবন্মুক্ত, ভজনেতে অনুরক্ত, চিত্ত অনিবার;—কি আনন্দে কর হে তার হৃদয়ে বিহার।

তার প্রেম লাগি তোমাতে, তোমার প্রেম লাগি তাহাতে, আনন্দ লহরী তাতে উঠে বারে বার;—মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার।

এমন দিন কি আমার হবে, তোমার জন্যে সকল সবে, সম্ভব হবে সে তবে, করুণা তোমার;—ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্ জানিয়াছি সার ॥ ৪

রামপ্রসাদী সুর।

প্রেম বিনে কি সে ধন মিলে।
জগৎ সৃষ্ট পুষ্ট প্রেমের বলে।

জ্ঞান আলোকে দেখ্‌বে যদি, প্রেমের তৈল দাও রে ঢেলে; আছে ঘরের মধ্যে পরম নিধি, কোল আঁধারে ঘুরে ম'লে।

প্রেম বিনে তা মিল্‌বে ত না, কি ধন মিলে প্রেম না হলে, তোমার ভাই বন্ধু কোথায় রবে, প্রেমের বাঁধন কেটে দিলে॥

প্রেমে হাসায় প্রেমে কাঁদায়, প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে; এ সব প্রেমের রাজ্য, প্রেমের কার্য্য, প্রেম আছে সকলের মূলে।

প্রেম আছে তাই জগৎ আছে, প্রেম আছে তাই জীবন বাঁচে; ওরে! প্রেম লয়ে যায় তাঁরি কাছে, এই প্রেম পবিত্র হলে॥

প্রাণ ছাড় ত প্রেম ছেড় না, প্রেমের গাছেই সে ফল ফলে, তিনি

সব এড়ায়ে যেতে পারেন, ধরা পড়েন প্রেমের কালে॥ ৫

বাউলে সুর—একতালা।

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে।
তত্ত্ব তার, না পাই বেদ পুরাণে॥
তুমি জনক কি জননী, ভাই কি ভগিনি, হৃদয় বন্ধু কিংবা পুত্র কন্যে;— তোমার এ নহে সম্ভব, এ কি অসম্ভব, সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবি নে।
ও হে! শাস্ত্রে শুনতে পাই, আছ সর্ব্ব ঠাঁই, কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে;—তুমি হবে কেউ আমার, আপ্‌নার হতেও আপ্‌নার (তোমার পানে) আপনার না হলে মন কি টানে॥ ৬

ললিত বিভাস—একতালা।

যিনি মহারাজা, বিশ্ব যাঁর প্রজা,
জান না রে মন আমি পুত্র তাঁর।
সামান্য ত নই, রাজপুত্র হই,
পিতার ধনে আমার পূর্ণ অধিকার।
আমার পিতার রাজ্য সমুদয়,
আমারে কেবা দিতে পারে ভয়,
এ ভব সংসার, পিতার পরিবার,
কণ্ঠের হার রে;
পিতার রাজসিংহাসন হৃদয় আমার।
পিতার ভালবাসায় সবে ভালবাসে,
বৃক্ষগণ নানা ফল ফুলে তোষে,
বায়ু বহে গায়, জলদ যোগায় জল রে;
তাইতে রবি শশী এসে নাশে অন্ধকার

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া ঠেকা।

লোকে জিজ্ঞাসিলে বল, আছি ভাল প্রাণে প্রাণে।
কোথায় কুশল তব? আয়ুর্ঘাতি দিনে দিনে।
দারা সুত প্রভৃতি, কেহ না হইবে সাথি, জ্ঞান কর অবস্থিতি, তোমার সহায় জীবনে।
যুক্তি বেদ মতে চল, মিছে মায়ায় কেন ভুল, ইন্দ্রিয় আছে সবল, ভজ সত্য নিরঞ্জনে॥ ৮

সম্পূর্ণ।

নিমাইচরণ মিত্র।

নিমাইচরণ মিত্র।

বেহাগ—একতালা।

পর নিন্দা পর পীড়া, এ বুদ্ধি কেন ত্যজ না? বারংবার পাপাচার, পাইবে ঘোর যাতনা।

তমোগুণাক্রান্ত মতি, পর দ্বেষে দুষ্ট অতি, লক্ষ্য কর আত্ম প্রতি, কুটিলতা ছাড় না।

জ্ঞান কর উদ্দীপন, ধর্ম্ম কর আভরণ, সফল হবে জীবন ঘুচিবে মনোবেদনা; —আত্মাকে পবিত্র করি, অহঙ্কার পরিহরি, সত্যের সহায় ধরি, কর ব্রহ্ম উপাসনা। ১

সম্পূর্ণ।

অমৃতলাল গুপ্ত।

অমৃতলাল গুপ্ত।

পূরবী—আড়াঠেকা।

দিবা অবসান হল, কি কর বসিয়ে মন।

উত্তরিতে ভবনদী, করেছ কি আয়োজন

আয়ু সূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়া না দেখ তায়, মজিয়ে ভব মায়ায়, হারালে কি তত্ত্ব জ্ঞান।

নিজ হিত যদি চাও, তাঁহার শরণ লও, ভব কর্ণধার যিনি, সন্তাপ পাপ হরণ। ১

সম্পূর্ণ।

কৃষ্ণমোহন মজুমদার।

সিন্ধুভৈরবী—একতালা।

তুমি কার, কে তোমার, কারে বল রে আপন।

মহা মায়া নিদ্রাবশে, দেখিছ স্বপন।

রজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন, প্রপঞ্চ জগৎ মিথ্যা, সত্য নিরঞ্জন।

নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে, প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন;—তেমতি জানিবে সব, অনিত্য বন্ধু বান্ধব, সময়ে পলাবে তারা কে করে বারণ।

কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ, কোথা বা রহিবে তব প্রাণ প্রিয় জন?—ধন যৌবন মান, কোথা রবে অভিমান, যখন করিবে গ্রাস, নিষ্ঠুর শমন॥ ১

দিগম্বর ভট্টাচার্যকৃত উক্ত গীতের উত্তর;—

সিন্ধুভৈরবী—একতালা।

মা আমার, আমি তাঁর, তাঁরে বলি রে আপন।

মহামায়া মায়ে আমি দেখি রে স্বপন।

রজ্জুতে হয় যখন, ভ্রমে অহি দরশন অহি মিথ্যা রজ্জু মিথ্যা বলি কি তখন।

নিশিতে বিহরি সুখে, যায় পাখী দিকে দিকে, আবার ফিরিয়া আসে, আমার মতন;—যাতায়াতে সমাচার, নিত্য নিত্য এ সংসার, চিন্ময়ী চরণ চিন্ত, সংসার বন্ধন॥ ২

সম্পূর্ণ।

কালীনাথ রায়।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

মায়াবশে রসোল্লাসে, বৃথা দিন যায়।
চিন্তিলে না নিজ শিব, অন্তের উপায়।
পড়িলে অজ্ঞান কূপে,
ত্রাণ নাহি কোনরূপে,
এখন এই যুক্তি কর, বৈরাগ্য আশ্রয়।
দেহ দেহী যে সৃজিল,
ইন্দ্রিয়ে চেতনা দিল,
বুদ্ধি জ্ঞান আদি তব, জীবনে সহায়,—
অনুচিত মম চিত!
না চিন্তিলে হিতাহিত,
তাঁরে ভুল একি ভুল, হায় হায় হায়। ১

শঙ্করা—আড়াঠেকা।

ভুলনা ভুলনা মন!
নিত্য সত্য সদাত্মাকে।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে,
অবলম্ব করি যাঁকে।
অখণ্ড মণ্ডলাকার,
যিনি ব্যাপ্ত চরাচর,
সে পদার্থ সারাৎসার,
নিরন্তর ভাব তাঁকে।
ইন্দ্রিয় শাসন করি,
অহঙ্কার পরিহরি,
জ্ঞান অসি করে ধরি,
ছেদ কর মমতাকে। ২

বেহাগ—আড়াঠেকা।

ক্ষণমিহ চিন্তা কর, সৎ স্বরূপ নিরঞ্জন।
ত্যজ মন দেহ গর্ব্ব, খর্ব্ব হবে রিপুগণ।
সম্মুখে বিষয় জাল,
পশ্চাতে নিষাদ কাল,
গেল কাল অন্তকাল, ভাব রে এখন।
যাহাতে উৎপত্তি স্থিতি,
তাহাতে নাহিক প্রীতি,
এ তোর কেমন রীতি ওরে দগ্ধময় মন

পরজ—আড়াঠেকা।

বিচিত্র করিতে গৃহ, যত্ন কর মনে মনে
কিন্তু গৃহমূল ক্ষয়, হইতেছে দিনে দিনে
নিশ্বাস হিমের প্রায়,
কৃতান্ত তপন তায়,
তীক্ষ্ণ করে করে নাশ, প্রতিক্ষণে ক্ষণে।
ক্রমেতে হইল শেষ,
এখনো বুঝি বিশেষ,
যাবে দুঃখ যাবে ক্লেশ, ভজ নিরঞ্জন। ৪

সম্পূর্ণ।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

ললিত—আড়াঠেকা।

অয়ি সুখময়ি উষে!
কে তোমারে নিরমিল?
বালার্ক সিন্দূর ফোঁটা,
কে তোমার শিরে দিল॥
হাসিতেছ মৃদু মৃদু,
আনন্দে ভাসিছে সবে,
কে শিখালে এই হাসি
কেবা সে যে হাসাইল।
ভুবন মোহিত করি,
গাইছ বিপিন কারে?
বল কে সে পুষ্পাঞ্জলি
অর্পণ করিছ যারে?—
কমল! নয়ন মেলি,
কার পানে চেয়ে আছ?
কার তরে ঝরিতেছে,
প্রেম অশ্রু নিরমল।
এই ছিল জীবগণ,
মৃতপ্রায় অচেতন,
তব দরশন মাত্র
পাইল নব জীবন;—
বারেক আমারে,
দেখাও দেখাও দেখি তাঁরে,
হেন সঞ্জীবনী শক্তি,
যে তোমারে প্রদানিল॥ ১

সম্পূর্ণ।

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

খট্‌ভৈরবী—পোস্তা।

থাক্‌ব না আর এ সংসারে,
প্রেমধামে যাব চলে।
প্রেমময়ের প্রেমমুখ,
দেখ্‌ব প্রেমনয়ন মেলে॥
প্রেমের নিকুঞ্জবনে, বসে প্রেম যোগাসনে, দিব তারে প্রেমাঞ্জলি, বসাইয়া হৃৎকমলে।
হয়ে প্রেমাকুল প্রাণ, গাব প্রেম-গুণ গান, আনন্দে করিব কেলি, প্রেম-সরোবরের জলে।
নিরখিব প্রেমোল্লাসে, প্রেমচন্দ্র প্রেমাকাশে, ঘুচাব প্রাণের ক্ষুধা, নিত্য প্রেম সুধাপানে;—প্রেমের মেলা প্রেমের রঙ্গ, কর্‌ব প্রেমের যজ্ঞ সাঙ্গ, প্রেমময়ের প্রেমানলে, প্রাণাহুতি দিব ঢেলে॥ ১

সম্পূর্ণ।

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত সাহাজুই গ্রামে ১৭৫৬ শকে ৬ঠা আশ্বিন প্যারীমোহন কবিরত্ন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়। বাল্যকাল হইতেই কবিরত্ন সঙ্গীত রচনা করিতেন এবং কবিতা লিখিতেন। ইঁহার সঙ্গীত শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া, বর্দ্ধমানের মহারাজ ইঁহাকে কবিরত্ন উপাধি প্রদান করেন। ১৮৮১ শকে কবিরত্ন মহাশয়ের মৃত্যু হয়।

গৌরী—একতালা।

কোথায় সে জন, জানে কোন্ জন,
যে জন সৃজন লয় করে।
নিকটে কি দূরে, অন্তরে বাহিরে,
মসীদে গীর্জ্জে কি মন্দিরে॥

শূন্যমার্গে স্বর্গে সাগরে সলিলে, ভূধরে ভূগর্ভে অনলে অনিলে, বনে প্রস্রবণে শঙ্খে ভূমণ্ডলে, আলোয় কি অন্ধকারে ?

পাতে পোতে পথে ঘাটে ঘোঁটে ঘটে, তপে জপে যোগে যাগে যোগী মঠে, সরলে কি শঠে, হোটেলে কি হাটে, পটে কি পাথারে প্রান্তরে ॥

লণ্ডনে মার্কিনে ফ্রান্সে কি চীনে, বর্ম্মা রেঙ্গুনে বঙ্গে হিন্দুস্থানে, নেপালে কি ভোটে, কাবুলে গুজ্‌রাটে, ব্রহ্মাণ্ডে কি অণ্ড বাহিরে ॥

গয়া গঙ্গা বরাণসী বৃন্দাবনে, ঘোষপাড়া পেঁড়ো নদিয়া মেদিনে, রিভার্‌ সাইডনে গার্ডেন্‌ অফ্‌ ইডেনে, শ্মশানে সমাজে কবরে ?

ভারত অশক্ত যে ভাব ধারণে, সাংখ্য হয় না সঙ্খ্যা, অদর্শ দর্শনে বাইবেলে মিলটনে কোরাণে পুরাণে, বেদে কি তন্ত্র অন্তরে ॥

তিনি, কর্ত্তা কি গৌরাঙ্গ নানক আল্লা যীশু, কালী কি কানাই বশু শিশু বায়ু, কোন্‌ নামে কোন্‌ ডাকে, সাড়া দেন কাকে ? স্বরূপ বলিতে সেই পারে ॥

ব্রাহ্ম বলে ব্রহ্ম নিরাকারাকার, সহস্র শীর্ষ সাকারে স্বীকার, সে যে কিমাকার বর্ণে সাধ্য কার, ওকারে কি আছেন ওঁকারে ॥

কে বলিতে পারে পরে কোন্‌ বাস, (তাঁর) কোঁচা পেণ্টুলনে ইজেরে উল্লাস, ব্যালে কি বাথালে, গুধুড়ি কম্বলে, কৌপিনে কি বাঘাম্বরে ॥

ব্র্যাণ্ডি কি জিনে সেরি স্যাম্পিনে, রুটী বিস্কুটে পলাণ্ডু লশুনে, মাল্সা মাল্‌সাভোগে, মোষে মেষে ছাগে, পাকা পাতা বাত আহারে ?

বেণু বীণা বোলে খমকে কি খোলে তোপে কি তাউসে জয়ঢাকে ঢোলে, নেড়ানেড়ী দলে বাউলের পালে, শিঙ্গে কাড়া কাঁসী কাঁসরে ॥

শত্রুরূপে স্বর্গে শত্রুাণী সম্ভোগে, নরকনিকরে শূকরী সংযোগে. মহা দুঃখে মহা সুখে রাগে রোগে, সমভাবে পাই ভেবে যারে ॥

পণ্ডিতে পামরে সন্ন্যাসী শবরে, কাঁকরে কি আছেন রত্নের আকরে, প্যারী বলে এমন কে আছে সংসারে, (যে) নিগূঢ় নির্ণয় তাঁর করে ॥ ১

রাগ-ভৈরবী—একতালা।

চিরদিন, কখন, সমান না যায়।
কভু বনে বনে, রাখালের সনে,
কভু বা রাজত্ব পায়।

অদৃষ্টের ফল, কে খণ্ডাবে বল ?
তার সাক্ষ্য দেখ মহারাজা নল,
রাজ্যভ্রষ্ট হ'ল দময়ন্তী হারা'ল,
গ্রহদোষে কষ্ট পায়।
শুন হে ভারতী, অযোধ্যার পতি,
রাজা হবেন রাম বনে হ'ল গতি,
পঞ্চবটী বনে দুষ্ট দশাননে,
সীত সতী হ'রে লয়।
পাণ্ডুপুত্র দেখ রাজা যুধিষ্ঠির,
সসাগরা ধরা শাসে পঞ্চবীর,
পাশা পণে হারি সঙ্গে লয়ে নারী,
অরণ্য করে আশ্রয় :
শুনেছি পুরাণে হস্তিনা ভুবনে,
পাশা খে'লে পাণ্ডুপুত্র গেল বনে,
অজ্ঞাতে রহিল বিরাটভবনে,
দাসত্বে কাল কাটায় ;—
দেখ সুখ দুখ সকলি প্রত্যক্ষ,
যেন জলবিম্ব প্রায় ॥ ২

রামপ্রসাদী সুর—একতালা

আর কত ভুগ্‌বো কালী,
হয়ে আমি কুয়োর ঘড়া।
এই ভব কূপে কোনরূপে,
নিবৃত্তি নাই উঠা-পড়া ॥
আশী লক্ষ পাট ঠেকে, সর্ব্বাঙ্গে
পড়েছে কড়া ; আবার গলায় কন্দা শক্ত
কাঁদা, মায়া মোহ দড়ি দড়া।
যুগে যুগে মলেম ভুগে, কিছুতে
নাই নড়া চড়া ; শীতে কাঁপি জলে
ভিজি, রোদেতে হই বেগুন পোড়া ॥
রোগ ছিদ্রেতে কাল নিদ্রেতে, যখন
থাকি হয়ে খোঁড়া ; জীবাত্মা কাঁসারী
বেটা, অমনি এসে দেয় মা যোড়া।
কি অপরাধ করেছি মা ! এত কেন
শাস্তি কড়া ; কবি কয় তোর পায়ে
পড়ি, আর কোর না তে'লা পাড়া ॥ ৩

আলেয়া—ঠুংরি।

শ্যামাধন সাধন কর,
সামান্য ধনে কি হবে।
নিলে খুজে নিধন যে ধন,
সে ধনে মন কাজ কি তবে ॥
অমর আরাধ্য ধন, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন,
শঙ্করের সঞ্চিত যে ধন,
সঙ্কেতে সঞ্চিত রবে।
ধনেশ্বর বল্‌বে ধনী,
মহেন্দ্র মানিবে মানি,
সুরপুরে জয়ধ্বনি,
সুরধুনী কোলে লবে ॥
ধান্য ধন ধরণী ধন,
হয় হস্তী গোধন গো-ধন,
জ্ঞান ভুলেতে কর ওজন,
এ সব ধনে পাষাণ সবে।
কি ছার বজ্র পরশ পাথর,
বাঞ্ছে যত অবোধ নর,

তন্ত্রে বলে তাহা ইতর,
সাধক যে সে কেন ছোঁবে ॥
রূপা সোণা মণি মাণিক,
উপাসনা করে বণিক,
এ জীব সম্পদ ক্ষণিক,
ভাগিদারে ভাগ বসাবে ॥ ৪

দেওগিরি—কাওয়ালী।

এই বেলা মন নে রে ডেকে।
নীলাব্জ বরণী মাকে; নিলাম নিলাম কর্চ্ছে শমন, কখন নেবে নিলাম ডেকে ॥
কাল নিলে নিলামে ডেকে, কার শক্তি যে রাখবে ডেকে? লয়ে যাবে ঢাকে ডাকে, তখন আর কি হবে ডেকে।
জ্ঞাতি বন্ধুগণে ডেকে, কাঁয়াটা কাপড়ে ঢেকে, কাঁদ্‌বে সবে ডেকে ডেকে, সাড়া কেউ পাবে না ডেকে।
চুল পেকেছে দাঁত পড়েছে, পরমায়ুর মিয়াদ্ গিয়েছে, পরয়ানা দেখ এসেছে, অতএব বলি তোকে ॥ ৫

ঝিঁঝিট ভৈরবী—যৎ।

নির্ব্বাণ গেরাবু খেলায় গীর্ব্বাণি! দেখি সংশয়।
শত্রু সঙ্গে বসে আজি, হই বুঝি মা পরাজয়
যুগে যুগে তাস ভেসে, খেল্‌তে হয় মা দশা দোষে, বদ রং জোরে এসে পাপ পঞ্জা ছক্কা হয়।
ভক্তি হন্দর হাতে এলে, পাছে বাজি জিত বলে, হাতে পিট দেয় ফেলে, সাধ করে সাংতুরূপ কয়।
দেখালে বিবেক বিন্তি, বলে কি জন্মেছে ভ্রান্তি, খেলাতে না দেখি শান্তি ভবানি! পেয়েছি ভয়।
চিত্তশুদ্ধি রঙ্গের কেরাই যোগে জাগে যদি ফেরাই, বাসনা পকাশ হেঁকে হাতের পাঁচ কেড়ে লয়।
মন ছিল যে রঙ্গের গোলাম, সে হল বিপক্ষ গোলাম, দেখে শুনে হাবা হ'লাম এ দুঃখ কি প্রাণে সয়?
প্যারী কয় তোর কৃপা বলে তত্ত্বজ্ঞান রং পেলে, ডঙ্কা মেরে যাই মা চলে, রিপু দলে করে জয় ॥ ৬

গৌরী—একতালা।

কালী যে কেমন ধন কে জানে।
ধ্যানে কি জ্ঞানে বাক্য মনের অগোচর, আগমে যাঁর বাখানে।
চিন্ময়ী চিৎস্বরূপা চিত্তক্ষেত্রচারিণী, ব্রহ্মমাতা বরপ্রদা ব্রহ্মরন্ধ্রবাসিনী ॥
সহস্র দলেতে সদা থাকেন ঈশান সনে।
প্রকৃতি পুরুষ রূপে লীলায় করেন

নৃত্য, সুখ দুখ পাপ পুণ্য কিছুতে নন লিপ্ত, কর্ম্মফলে ভূমণ্ডলে ভোগে মাত্র ভূতগণে।

ঘটে পটে মঠে কাঠে, যে ভাবে যে কল্পনায়, কর্ম্মফলে কালে আসি কালী দেখা দেন তায়, পুরাতে সাধকের সাধ সাকারা হন স্বগুণে।

আশুতোষ অজ ইন্দ্র যাদবেন্দ্র যে মায়ায়, মৃণালের তন্তু মধ্যে পলকেতে আসে যায়, পাষণ্ড প্যারী তবে সে কালী পাবে কেমনে ॥ ৭

রামকেলী—কাওয়ালী।

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা অনুসারে,
উপাসক লোকের উপকারে,
ধরেন অনন্তরূপ অনন্ত সংসারে।

সমভাবে সদা বিরাজ করেন সর্ব্বাধারে, নিরাকারে নিরাকার, সাকারে সাকার, স্থূলে স্থূল, সূক্ষ্মে সূক্ষ্ম, ভিন্ন রূপ ভিন্নাকারে, কি ভূচরে, কি খেচরে, কিবা জলচরে, পরমাণু রূপে পরম আনন্দে, বিচরে ভূতনাথের বিভূতি আব্রহ্ম স্তম্ব সকারে।

সর্ব্বশাস্ত্রে বলে সর্ব্বভূতে আবির্ভূত, কিন্তু কোন্ ভূতে থাকেন জড়ীভূত, আহা কি কাণ্ড অদ্ভুত, ভূতে কি বুঝিতে পারে।

কখন পুরুষাকার কখন প্রকৃতি, কখন মোহন রূপ বিকৃত আকৃতি, সাধক হিত সাধনে শাস্ত্রে বলে সবে নানাকারে।

কখন শ্মশানালয়ে শবে শবাসনা, কখন সমর ভূমে শোণিতে মগনা, কখন গোপাল রূপ গোকুলে গোপ আকারে ॥ ৮

বেহাগ—পোস্ত।

ওরে মন! তোমারে, আজ বাদে কাল,
ভবের পটল তুল্‌তে হবে।
এখনও উপায় আছে,
ভেবে নে ভবানী ভবে।
কোথা থাকবে ঘড়ি বাড়ী?
প'ড়ে গড়াগড়ি যাবে;
গালপাটা কটা গোঁফে,
কে আদরে আতর মাখাবে
পমেটম হেয়ারে দিয়ে,
চেয়ারে কে ব'সে রবে?
বিধুমুখে নিধুর টপ্পা,
গান করবে কে মধুর রবে।
বুকের ছাতি ফুলিয়ে চাবুক
মেরে কে জুড়ি হাঁকাবে?
আরামে আরামে গিয়ে,
খুলি হ'য়ে খালি খাবে।
দম টেনে রমণী সনে,
রমণে কে মজা লেবে।

দুটি নয়ন করে রাঙ্গা,
রগ টেনে কে কথা ক'বে।
টানা পাখা টাঙ্গিয়ে দিয়ে,
বৈঠকখানায় বাতাস খাবে;
ফুলের তোড়া সামুনে রেখে,
সট্‌কা টেনে সাধ মিটাবে॥
(যখন) ডাক্তার এসে কাছে বোসে,
নাড়ী ধরে জবাব দিবে।
(তখন) কুইল্ ধরে, উইল করে,
পরের হাতে দিতে হবে।
(এখন) একটী পয়সা ব্যয় করন,
মহামায়ার মহোৎসবে।
(যখন) পাঁচে পঞ্চ মিশাইবে,
পাঁচ ভূতে সব লুটে খাবে॥
খাটে তুলে ঘাটে তখন,
সুঁদরী কাঠে সাধ মিটাবে;
প্যারী বলে, যাবার সময়,
মোসাহেব কে সঙ্গে যাবে॥ ১

মূলতান—একতালা।

যত রকম ডাল আছে এ সংসারে,
কলায়ের কাছে সব শালা হারে।
আমরি কি মজা হয় গো আহারে,
টিকি ধরে যেন জুতো মারে॥
কোথা লাগে কাম্যকূপ, কামধেনুস্বরূপ,
কল্পবৃক্ষ কল্পে পায় না কয়ে।
খেঁসারি মসুরি মুগ অরহর ছোলা,
[illegible]বের পক্ষে আখাম্বা আক্কোলা,
ঘি মশলা না দিলে গলায় যায় না গেলা,
পাতলা হলে খায় না নরে।
অনাহুতো অতিথি কুটুম্ব লোক এলে,
গরম গরম ফেন ডেলে ঢেলে দিলে,
যোগে যাগে দীনের দিন যায় চলে,
সংক্ষেপে সম্ভ্রমে সারে।
হাঁসা বর্ণ বসবাস হাঁসখালি,
মূর্ত্তিভেদে নাম যার বিরি কালী,
যার প্রতি প্রীতি করেন কালী,
মা তাই মাস-ভক্ত বলি খান আদরে॥
দিশি জাফরান হলুদ যাঁকে বলে,
জলে গুলে তার এক বিন্দু দিলে,
আদা লঙ্কা হিঙ্গে রিফাইন হলে,
সে সৌরভে কে রবে ঘরে।
বাঁকুড়া বর্দ্ধমান জেলায় যত লোক,
কলায় মন্ত্রে তারা বলে উপাসক,
কোন কালে কোন ভোগেনাকো রোগ,
সদা থাকে সুস্থ শরীরে॥
শিলে বেটে যদি গড়ে বড়া বড়ি,
কালিয়ে কাবাব যায় গড়াগড়ি,
ব্রহ্মা বিষ্ণু বাসব স্বর্গপুর ছাড়ি,
হাঁড়ি হাতে করে দাঁড়ান দ্বারে।
তা'তে যদি হয় টকের মাছের যাগ,
তরণীনক্ষত্রে যেন মূলাযোগ,
পেটে যেন ঢোকে ভস্মকীট রোগ,
সে যোগ কি কেউ মার্ত্তে পারে॥
খাসীর খাসা মাসে অনাটন হ'লে,
মাসকলায় তাতে গোঁজা দেওয়া চলে,

ভুঁড়ি-মোটা বাবু করে তুলে ফেলে,
মহাবায়ুর পিত্ত পলায় দূরে।
এমন ধারা ডেলে দোষারোপ যে করে,
কবি বলে তা'রে পাঠাই দ্বীপান্তরে,
মাংসতুল্য গুণ মাসকলাই ধরে,
শিব লিখেছেন তন্ত্রসারে ॥ ১০

কবির সুর—আড়াখেমটা।

সদ্য পাপ ধ্বংস পাঁটার মাংসেতে করে
পাঁটার মাংস যে জন খায় গো
বার মাস, তার পাপ থাকে না শরীরে।
শিবের তন্ত্রেতে বলে, মধুকোষ
খেলে,তার করতলে চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে,
ম'লে কালের গালে কালী দিয়ে, যায়
কালীপুরে থাকে নিরন্তরে।
ক্ষীরোদ-মন্থন কালে, সুরাসুরদলে
সুধা ভাণ্ড জন্য যখন দ্বন্দ্ব ঘটালে,
এ সুধা ভাণ্ড, ছাগের অণ্ড, ঠাকুর
লুকিয়ে ছিলেন ছল করে; গাওয়া-ঘৃত
দিয়ে তায় গরম মশলাতে মিশায়,
অতি ভক্তি-ভাবে নিবেদন করিয়ে
কালিকায়, কুশম কুশম প্রসাদ যে জন
পায়, তার পুণ্য ধরে না চরাচরে।
যারা অর্থ জানে না, করে মাংসেতে
ঘৃণা, যে গুণ অনন্ত মুখে বল্‌তে পারে
না, মোলে গতি হয় না, গঙ্গা পায়না,
সে মাংসেতে যে দোষ ধরে।
মহাপ্রসাদে যার দ্বেষ, মহামায়া
দেন তার ক্লেশ, ম'লে পর মহানরকে
মগ্ন হয় শেষ, সংসারে সে পায় না
সুখলেশ, চিরদিন দুঃখে মরে।
পাঁটার মধুকোষের চাম, অতি
সুন্দর সুঠাম, যদি কেউ কুঁড়োজালি
করে জপে গৌর নিতাই নাম, নিতাই
তার নিত্য পুরাণ মনস্কাম অন্তে অগ্র-
দ্বীপান্তরে।
এ বচন ছিল গোপনে, প্রচার হল
এত দিনে টীকে টিপ্পনীতে লেখা
বেল্লিক পুরাণে, কবি বিদ্যাশূন্য বেল্লিক
বাগীশ, বচন দিয়েছেন প্রকাশ
করে ॥ ১১

ভৈরব—একতালা।

মাছের মতন খাসা খাবার জিনিস
আর কিছু নাই ভূমণ্ডলে।
ঘ্রাণে পক্কবৎ অন্ন চলে, কালিয়ে
কাবাব কোপ্তা পোলাও আদি মীন
রূপে সব ফলে।
পঞ্চ মকারেতে প্রধান মীন মকার,
যা না হলে ভোগ হয় না কালিকার,
ভগবান্ হয়ে মৎস্য অবতার, নিমগ্ন
ছিলেন জলে।
ঝোলে বাসুদেবের মন ভোলে,
পুরি কাটলেট কারি পাঁউরুটি বিস্কুট,
যার নীচে সব ঝোলে।
শ্বেত রক্তবর্ণ সুন্দর সুঠাম, রুই

মৃগেল কাতলা নানাবিধ নাম যে না খায় তায় ভগবতী বাম, মলে যায় নরকাননে।

তন্ত্রে স্বয়ম্ভু স্বয়ং বলে, আচার বাহ্নি খেলে, ইলিস মাছ, সশরীরে স্বর্গে চলে।

মদের সঙ্গে পচা খেলে ভেটকি ঝুরো, অহোরাত্র সিদ্ধি সাধন হয় পুরো, তার পিতৃলোক স্বর্গে সুখে নৃত্য করে, আনন্দে দুহাত তুলে।

(বলে) বংশে জন্মেছে কি সুছেলে, আবার টাটকা এণ্ডাযুক্ত খেলে তপ্সে ভাজা, চতুর্ব্বর্গ ফল করতলে মোচা চিংড়ী দিয়ে খেলে ছোলার ডাল, ভবসিন্ধু-মাঝে বাঁধে পুণ্যের আল, নির্ব্বাণ মোক্ষ তার পক্ষে শক্ত গাল্, ওরমুতের দাবি চলে।

কবিরত্ন কয় কৌতুকে, যেতে ইচ্ছা নাই গোলোকে, থাকবো এই ভূর্লোকে চিংড়ী বার মাস যদি মেলে।

বিশেষতঃ বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর পক্ষে, মৎস্য তুল্য দ্রব্য দেখা যায় না চক্ষে, চক্ষে দৃষ্টি রয়, বংশ বৃদ্ধি হয়, দেহ থাকে সবলে।

বাঙ্গলায় তেল না মাখিলে, না মাছ খেলে, চক্ষু হয় কাণা, ঘটে ব্যাধি নানা, যায় অল্পকালে কাল কবলে।

অক্ষয় লেখক যিনি অক্ষয় কুমার দত্ত, তেল না মেখে মাছ না খেয়ে উন্মত্ত, বাহ্য-বস্তু ভেবে বাহ্যজ্ঞান শূন্য কে না জানে কে না বলে॥ ১২

ঝিঁঝিট—তেলেনা।

আলুর সমান জিনিস কিছুই নাই,
জগৎ সংসারে ভেবে দেখ ভাই,
সুমিষ্ট বিধির সৃষ্ট বালাই লয়ে
মরে যাই।
আলুর নাইকো ছোবড়া আঁটী আঁস,
ছাড়ালে সকলি শাঁশ,
শীতবর্ষা বার মাস পাওয়া যায়;
ঝালে কি ঝোলে অম্বলে,
যাতে দেবে তাতেই মেলে,
দেবামাত্র গলে যায়।
মার কি সুতার, তার কি কব তার,
এমন আলু যে না ভালবাসে,
তার ভালবাসার মুখে ছাই॥
গোল গোল কি সুঠাম
যেন সাদা শালগ্রাম,
নাম বিলাতী আলু বলে।
তরকারী দলে, যত আছে ভূমণ্ডলে,
আলুর নীচে সকল শালাই ঝোলে,
দেহে বাড়ে বল, বাহ্যে হয় সরল,
রক্ত মাক এক হপ্তা খেলে,
বিনাশে কফ পিত্ত বাই॥
ভেজে খেলে যায় জলকাশী,
বর্ণে হয় শশী.দোষী

বার মাস টাটকা থাকে, ভাই রে—
মাগ-মরা পুরুষের পক্ষে,
এমন জিনিস ত্রৈলোক্যে,
ভেবে দেখ আর কিছুই নাই রে,
খেয়ে ভাতে ভাত, করে কুপোকাৎ,
প্যারী হেসে বলে,
আলু যেন বিদেশে তোমায় পাই॥

ঝংলা—একতালা।

খেও না খেও না ছুঁইও না,
মদ বদ্ জিনিস ভাই রে।
অদেয় অপেয় হেয় বস্তু অতি,
মতিমান্ নরে করে হীন মতি,
অল্প দিনে ঘটে অশেষ দুর্গতি,
সর্ব্বনাশের চাই রে॥
বিনাশে পদ ঘটায় বিপদ,
করে দুরাশয় করে চতুষ্পদ,
নরকের নদ পাতকের হ্রদ,
মদ আপদের খাঁই রে।
সর্ব্বনেশে সুরা চাপে যার ঘাড়ে,
কলেবর ত্যাগ করে গো ভাগাড়ে,
চিনি রিকাইন হয় তার হাড়ে,
অলক্ষ্মীর বাড়ে ঠাঁই রে॥
যারে দংশায় সুরা-কাল সাপ,
কলঙ্ক-সাগরে সেই দেয় ঝাঁপ,
নানা রোগ ভোগে পায় পরিতাপ,
অহরহ-সদাই রে।
নেশায় ঢুলু ঢুলু নেত্র জবাফুল,
বিষয়ে বিরক্ত কাজ কর্ম্মে ভুল,
হিত উপদেশ যেন বাজে শূল,
রেগে হতে হয় কাই রে॥
কথাতে বেতাল, মুখে ভাঙ্গে নাল,
চলে যায় বেঁকে, লোকে বলে মাতাল,
পথে ঘাটে পড়ে খায় কত তাল,
ছিছি এমন পাজি নেশা নাই রে॥ ১৪

খাম্বাজ—একতালা।

চাঁপদাড়ি যাথা চোকে চস্‌মা ঢাকা,
ভয়ানক চং চেগেছে বাংলাতে।
এ পথের পথিক, নগরে অধিক,
(গণনায় অধিক) দেখা যায় কেবলই
ইয়ং বেঙ্গলেতে॥
যাদের আঁতুরে গন্ধ গায় পাওয়া
যায়, চস্‌মা নাকের ডগে এ বড় বেজায়,
সে সংসাজা দেখে কার না হাসি পায়?
গম্ভীর ভাবে বসে থাকেন চেয়ারেতে।
ফিলোজফার যেন ভাবছেন ফিলো-
জফি, নবাবী আমলের পুরোণ মৌলবী,
বেদব্যাস কিংবা কালিদাস কবি, নিমগ্ন
রয়েছেন থিওরি চিন্তাতে॥
চেনা যায় না এখন হিন্দু মুসলমান,
চেহারায় চকে ঠেকে সব সমান,
বাঁড়ুয্যে কি রসুলবক্স রমজান, অনু-
মান করা কঠিন একনেত।

দাড়ি রাখে লোক হলে মহারোগ, দাড়ির সঙ্গে নাই ধর্ম্মের সংযোগ, তবে দাড়ি রাখা কেবল কর্ম্মভোগ, কামানো পয়সাটা পায়নাকো নাপিতে।
প্রাচীন প্রণালী দিয়ে যমের বাড়ী, নকল তুলে নিতে ছুটে তাড়াতাড়ি. সাহেবেরা চটে দেখে চাঁপদাড়ি, কবি কয় তবু প্রবৃত্তি দাড়িতে। ১৫

সম্পূর্ণ।

অযোধ্যানাথ পাকড়াসী।

অযোধ্যানাথ পাকড়াসী।

সুরটমল্লার—একতালা।

মন! চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে॥
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেহ নয় আপন, পরপ্রেমে কেন হয়ে অচেতন, ভুলিছ আপন জনে।
সত্য পথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন, গোপনে অতি যতনে;—লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্ব্বস্ব মোষণ, পরম যতনে রাখ রে প্রহরী, শম দম দুই জনে॥
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথা করিবে বিশ্রাম, পথ ভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ, সে পান্থ-নিবাসী গণে;—যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার, সে পথের রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে॥ ১

সম্পূর্ণ।

মাইকেল মধুসূদন।

মাইকেল মধুসূদন।

যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ী গ্রামে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল রাজনারায়ণ দত্ত ইঁহার পিতা ছিলেন। মধুসূদন অল্প বয়সেই খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুন তারিখে কলিকাতায় সাধারণ হাসপাতালে ইঁহার মৃত্যু হয়। ব্রজাঙ্গনা বীরাঙ্গণা মেঘনাদবধ প্রভৃতি কাব্যের কল্যাণে ইনি অমর।

ললিত বিভাস—আড়াঠেকা।

যেয়ো না, রজনি আজি লয়ে তারাদলে
গেলে তুমি দয়াময়ি এ পরাণ যাবে।
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয় অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।
বার মাস তিতি, সতি নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি কি সান্ত্বনা ভাবে ?
তিনটি দিনেতে, কহ লো তারা কুন্তলে
এ দীর্ঘ বিরহ জ্বালা এমন জুড়াবে ?
তিন দিন স্বর্গ দীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে ?
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি—কহিলা কাতরে।
নবমীর নিশা শেষে গিরীশের রাণী। ১

ভৈরবী বাহার—বৎ।

মধুরবসন্ত আগমনে, মধুপ গুঞ্জরে সঘনে
করি মধুপান সুখে ফুলকাননে।
কত পিকবরে, পঞ্চম কুহরে,
মনোহর সে ধ্বনি শ্রবণে।
উপবন যত, সৌরভ রসিত
সতত মলয় সমীরণে।
সুখের কারণ, বসন্ত যেমন,
না হেরি এমন ত্রিভুবনে। ২

সম্পূর্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২৪ পরগণার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া গ্রামে ১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কুড়ি বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র বি এ পাশ করেন। তিনি ডেপুটী মাজিস্ট্রেরের পদে বহুদিন অতি সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ১৩০০ সালের ২৬শে চৈত্র রবিবার বেলা ৩টা ২৩ মিনিটের সময় ইহাঁর মৃত্যু হয়। অদ্বিতীয় উপন্যাস লেখক বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বত্রই সুপরিচিত।

মল্লার—আড়াঠেকা।

যমুনার জলে মোর, কি নিধি মিলিল।
ঝাঁপ দিয়ে পশি জলে,
যতনে তুলিয়া গলে,—
পরেছিনু কুতুহলে,—যে রতনে,—
নিদ্রার আবেশে মোর,
গৃহেতে পশিল চোর,
কাটিল কণ্ঠের ডোর, মণি হরে নিল ॥১

কীর্ত্তন—ছুক।

সিন্ধু কূলে রই, নূতন তরী বই,
পারে তোরা কে যাইবি গো।
নূতন ডিঙ্গায়, নূতন মাঝি,
পারে তোরা কে যাইবি গো ॥
দান দিবে যেই, পার হবে সেই,
দান দিয়ে কে যাইবি গো।
ওই দেখ বয়, মধুর মলয়,
এই বেলা কে যাইবি গো।
তুলে দিব পাল, না ছাড়িব হাল,
সুখের পারে কে যাইবি গো।
যদি পথিক পাই, কুল ত্যজি যাই,
অকূল মাঝে কে যাইবি গো।
পাইলে তুফান, আগে দিব প্রাণ,
আমার সাথে কে যাইবি গো ॥ ২

কালাংড়া—কাওয়ালী।

মেঘ দরশনে হায় চাতকিনী ধায় রে।
সঙ্গে যাবি কে তোরা আয় আয় রে ॥
মেঘেতে বিজলী হাসি,
আমি বড় ভালবাসি,
যে যাবি সে যাবি তোরা,
গিরিজায়া আয় রে ॥ ৩

ঝিঁঝিট—একতালা।

মথুরা বাসিনী মধুর হাসিনী,
শ্যাম-বিলাসিনী রে,
কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি,
কাহে বিবাগিনী রে।
বৃন্দাবন-ধন গোপিনী-মোহন,
কাহে তু তেয়াগি রে,
দেশ দেশ পর, সো শ্যাম সুন্দর
ফিরে তুয়া লাগি রে॥
বিকচ নলিনে, যমুনা পুলিনে,
বহুত পিয়াসা রে,
চন্দ্রমা শালিনী যা-মধুযামিনী
না মিটিল আশা রে,
সা নিশা সমরা, কহ লো সুন্দরী,
কাঁহা মিলে দেখা রে।
শুনিয়া যাওরে চলি, বাজায়ে মুরলী
বনে বনে একা রে॥ ৪

পিলু—কাওয়ালী খেমটা।

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে,
কে আছে কাণ্ডারী হেন,
কে যাইবে সঙ্গে।
ভাসল তরি সকাল বেলা,
ভাবিলাম এ জল খেলা,
মধুর বহিবে বায় ভেসে যাব রঙ্গে।
গগনে গরজে ঘন বহে খর সমীরণ,
কুল ত্যজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্কে
মনে করি কূলে ফিরি,
বাহি তরি ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টক তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।
যাহারে কাণ্ডারী করি,
সাজাইয়া দিনু তরি,
সে কভু দিল না পদ তরণীর অঙ্গে॥ ৫

ঝিঁঝিট—একতালা।

পরাণ না গেলো।

যো দিন দেখনু সই যমুনাকি তীরে,
গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে, ওহি
পর পিয় সই, কাহে বাধি তীরে,
জীবন না গেলো॥

ফিরি ঘর আয়নু না কহনু বোলি,
তিতায়নু আঁখি নীরে আপনা আঁচলি,
রোই রোই পিয় সই কাহে লো
পরাণি, তইখন না গেলো।

শুননু শ্রবণ পথে মধুর বাজে রাধে
রাধে রাধে বিপিন মাঝে, যব শুনন্
লাগি সই, সো মধুর বোলি, জীবন না
গেলো।

ধায়নু পিয় সই, সোহি উপকূলে
লুটায়নু কাদি সই শ্যাম পদমূলে,
সোহি পদমূলে রই, কাহালো হামারি
মরণ না ভেল॥ ৬

ঝিঁঝিট—আদ্ধা।

এ জনমের সঙ্গে কি সই
জনমের সাধ ফুরাইবে।
কিংবা জন্মজন্মান্তরে
এ সাধ মোর পুরাইবে।
বিধি তোরে বলি শুন,
জন্ম যদি দিবে পুন,
আবার আমারে যেন রমণী জনম দিবে।
লাজ ভয় তেয়াগিব,
এ সাধ মোর পুরাইব,
সাগর ছেঁচে রতন নিব,
কণ্ঠে রাখ্‌ব নিশি দিবে॥ ৭

তুরু—একতালা।

কাহে সোই জীয়ত মরত কি বিধান?
ব্রজ কি কিশোর সোই,
কাঁহা গেল ভাগই,
ব্রজ জন টুটল পরাণ।
মিলি সেই নাগরী, ভুলি সেই মাধব,
রূপবিহীন গোপকুঙারী।
কো জানে পিয় সোই, রসময় প্রেমিক
হেন বঁধু রূপকি ভিখারী॥

আগে নাহি বুঝনু, রূপ দেখি ভুলিনু
হৃদি বৈনু চরণযুগল।
যমুনা সলিলে সই, অব তনু ডারব,
আন সখি ভখিব গরল॥
কিব কানন বল্লরী, গল বেড়ি বাঁধই
নবীন তমালে দিব ফাঁস।
নহে—শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম, শ্যাম নাম
জপয়ি ছার তনু করিব বিনাশ॥ ৮

ভৈরবী খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে,
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে;
রাজহংস দেখি এক নয়ন-রঞ্জন,
চরণে বেড়িয়া তারে করিল বন্ধন।
বলে হংসরাজ কোথা করিবে গমন,
হৃদয়-কমলে মোর তোমার আসন।
আসিয়া বসিল হংস হৃদয়-কমলে,
কাঁপিল মৃণাল সহ মৃণালিনী জলে।
হেনকালে কালমেঘ উদিল আকাশে,
উড়িল মরালরাজ মানস বিলাসে।
ভাঙ্গিল হৃদয় পদ্ম তার বেগ ভরে,
ডুবিয়া অতল জলে মৃণালিনী মরে॥৯

সম্পূর্ণ।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

তর্কালঙ্কার মহাশয় বিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সংস্কৃত 'বাসবদত্তা' নামক কাব্যগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন। ১৭৫৮ শকে এই গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত হয়। সুতরাং ইহার জন্ম সন ইহাতেই একরূপ পাওয়া যাইতেছে। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন; পরে জজ পণ্ডিতের কার্য্যে সবিশেষ প্রতিষ্ঠাভাক্ হইয়া, ডেপুটী মাজিষ্ট্রর হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ইহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল: শিশুশিক্ষার জন্য ইহার নাম বঙ্গের সর্ব্বত্র পরিচিত। ১২৬৪ সালের ২৭শে ফাল্গুন ইহাঁর মৃত্যু হয়।

বিভাস—একতালা।

হে হরসুত, বহুগুণযুত,
হর দুষ্কৃতিভারং।
হে গণপতি, কুরু সম্প্রতি,
দুর্গতি অবহারং॥
হে গজমুখ, ভব সম্মুখ,
ত্যজ বৈমুখভাবং।
দেহি সুবিধি, হে গুণনিধি,
ভববারিধি-নাবং॥
আ শতমখ, সচতুর্ম্মুখ,
পূজিতসুখপাদং।
তং প্রতি নতি, কুরু রে মাত,
সন্ততং স্তুতিবাদং॥
সংসৃতি-কৃতি, স্থিতি-সংহৃতি,
কুরুষে কতিবারং।
হে পশুপতি- সুত মাংপ্রতি,
কুরু দুর্গতিপারং॥
ভো ভবসুত, কুরু সন্তত,
দুরিতং দ্রুতদূরং।
রণপণ্ডিত, গুণমণ্ডিত,
সুখভণ্ডিত পূরং॥
ভূষিত-মাণ, গণ্ডিত-ফণি
মণ্ডিত-মণিবন্ধং।
গুণ গুণ নাদ- বহু ষট্‌পদ-
স্বাচত-মদগন্ধং॥
চঞ্চল-চল মণি-কুণ্ডল
কিঙ্কিণী কলনাদং।
রাজত-রজ, পদনীরজ,
মদন ভজপাদং॥ ১

মল্লার—ঝাঁপতাল।

কিঙ্করে করুণা কর খরকর হে!
দিনে দীনে দয়া দেহি দিনকর হে!
মরীচি-সুরুচি রুচি ভাস্কর হে!
খরকর! খল-দল নশ্বর হে!
তিমিরারি তমোহর! তমো হর হে!
দুরিত-দারিদ্র্য দুঃখ-দূর কর হে!
পাপতাপ-পরিতাপ সংহর হে!
কাতরে বিতর কৃপা দিবাকর হে!
মার্তণ্ড-প্রচণ্ড-ভানু-ভাস্কর হে!
মদনে সম্মোদ দেহ দিবাকর হে! ২

ভয়রোঁ—ছেপ্‌কা।

কালিয় মর্দ্দন, কংসনিসূদন,
কেশীমথন কংসারে।
খগপতি বাহন, খেচর পালন,
খিন্ন খল-বলহারে॥
গোকুল গোলোক চক্র গদাধর,
গরুড় বাহন গিরিধারে।
ঘন ঘন ঘুঙ্ঘুর, ঘোষক ঘনতনু,
ঘোর তিমির সংহারে॥
চঞ্চল চম্পক চারু, চটুল চল চীর,
চতুর্ভুজ বৈদ্য হরে।
ছদ্ম বামন, ছিন্ন বারুণ,
ছলিত বলিবল সৌরে॥
জগজ্জন জীবন, জৈন জনার্দ্দন,
জলদজলজ রুচি চৌরে।
ত্রিভুবন তারক, তাপ নিবারক,
তরুণ তনুজিত তোয় ধরে॥
দৈত্য দলবল- দলন দুঃখ হর,
দূরিত হারক দেব হরে।
নূতন-নীরদ, নীল কলে বর;
নন্দ-নন্দন নরকারে॥
পতিত-পাবন, পরম কারণ,
পীত পট্ট পটধারে
বল্লভ বালক, বিপিন-বিহারক,
বংশী বট তট তীরে॥
ভুবন ভূষণ, ভকাত ভাজন,
ভীরু ভব ভয় তারে।
মদনমোহন, মংসি মোদন,
মন্দ মধুসুর-মান হরে। ৩

বেহাগ—আড়াঠেকা।

শম্ভু শুভঙ্কর শঙ্কর হে,
দেহি পদদ্বয়মীশ্বর হে।
ভস্মবিভূষিত বিগ্রহ হে!
দৈত্য-বলাবলি-নিগ্রহ হে।
ভোগি ফণায় ভয়ঙ্কর হে!
পাদতলাশ্রিত কিঙ্কর হে!
ভীম কলেবর ভৈরব হে!
ভূতরাজ নিসম্ভব হে!
ভীরু ভয়াপহ ভীষণ হে!
ভীমভবাম্বুধি তারণ হে!
ভূত ভবৈশ্বরবিভূষিত হে!
ভাল সুধাকর ভাষিত হে।

ভক্ত ভবাগতি ভঞ্জন হে!
সর্ব্ব সুরাসুর রঞ্জন হে!
নির্ভর পামর গঞ্জন হে!
সত্য সুতত্ত্ব নিরঞ্জন হে!
নিত্য বিশুদ্ধ সুখঞ্জন হে!
পার্ব্বতী মানস খঞ্জন হে!
ব্যালবিলাসিত কুণ্ডল হে!
কুণ্ডলি মণ্ডিত কুণ্ডল হে!
লোটজটাপুট লুণ্ঠিত হে!
ভোগিভয়াভূতি গুণ্ঠিত হে!
দীন সুখদুঃখবিদারণ হে!
ত্বক প্রণঙ্কিত কারণ হে!
যুদ্ধবিশারদ পণ্ডিত হে!
ভূতি-বিভূতি সুমণ্ডিত হে!
দীন-দয়াময় ধূর্জ্জটী হে!
ব্যালবিলাসলসৎকোটি হে!
ভক্তভবাব্ধি বিমোচন হে!
কামনিমীলন লোচন হে!
মদনাশ্রিত পাদসুপঙ্কজ হে!
মুগ্ধ-মনো-মকরধ্বজ হে! ৪

ভৈরোঁ—ছেপ্‌কা।

হে ভবভামিনি, ভীম বিলোচনি,
ভৈরব-নাদিনি শৈলসুতে।
শাঙ্খিনি চক্রিনি, বজ্রিনি শূলিনি,
বাণকৃপাণক তূণযুতে॥
হে শিবমোহিনি, ভক্ত নিস্থদিনি,
দৈন্যবিদারিণি দুঃখহরে।
হে গিরিনন্দিনি, শত্রু বিমর্দ্দিনি,
দীনদায়াময়ি দস্তকরে॥
হে সুরবন্দিনি, কর্ম্ম-নিবন্ধনি,
পাপ বিনিন্দিনি বিশ্ব হরে।
হে রণরঙ্গিণি, যুদ্ধ তরঙ্গিণি,
অঙ্গ বিভাসিনি রঙ্গভরে॥
হে বহু ভাষিণি, দৈত্য বিনাশিনি,
যুদ্ধ-বিলাসিনি, পাহি শিবে।
হে মৃদুহাসিনি, ঘোর নিনাদিনি,
তারয় তারিণি মাং হি ভবে॥ ৫

প্রভাত বর্ণনা।

গচ্ছতি রজনী, কোকিল-রমণী,
কূজতি ভৃশমনুবারং।
বিকসিতকুসুমং, রৌতি চ বিসমং,
কলকলমলিপরিপারং॥
গতবতি তিমিরে, উদয়তি মিহিরে,
ফুটতি চ নলিনীজালং।
কুমুদকলাপে, বিহিত-কলাপে,
সীদতি রহসি বিশালং॥
বিরহিতশোকে, কূজতি কোকে,
জয়তি বিগত-বিকারং।
সকলকিশোরী, তৃষিতচকোরী,
রোদিতি সকরুণ তারং॥
শ্রীকবি-মদনো ধৃত হরিচরণো,
রচয়তি রুচিভরিবাদং।
বিহিতসুসাজাং, পরিহর শয্যাং,
পূর্ণসুত-মম হরিপাদং॥ ৬

তুলসী দাস।

তুলসী দাস।

সাধক তুলসী দাস,—ভারত-বিখ্যাত। ইঁহার জন্মস্থান উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বাঁদা জেলার অধীন চিত্রকূট পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী রাজাপুর নামক গ্রাম। অনেকে ইঁহাকে দ্বিতীয় বাল্মীকি মনে করেন। হিন্দী ভাষায় রচিত ইঁহার রামায়ণ গ্রন্থ প্রেম-ভক্তির পীযূষ-প্রস্রবণ। ১৬৩১ সংবতে তুলসী দাস রামায়ণ রচনা সম্পূর্ণ করেন। ১৬৮০ সংবতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল বা তেওরা।

দেহি হরি শরণ মুঝে,
তুহারি পঙ্কজ পদ যুগম্।
মুহি দীন নরাধম, তুঁহি দীন দয়াময়।
গয়াসুর চরণ চিহ্ন,
পিতৃলোক তারণ জন্য,
তেরা স্বরণ ভুবন ধন্য,
সুরধুনী কি শোহে পায়।
তুলসীদাস ও পদ আশ,
কোই পাওয়ে কোই নিরাশ,
ও পদ আশ যো সন্ন্যাসী
সঙ্কটে মিলাওয়ে॥ ১

ঝিঁঝিট—একতালা।

সীতাপতি রামচন্দ্র, রঘুপতি রঘুরাই।
রসনা রস নাম লেত,
সন্তাধকো দরশ দেত,
বিহাসত মুখচন্দ্র মন্দ্র, সুছব সুখদাই।
দশন দমক চঁওর চাল,
অরুন বয়ান দৃগ বিশাল,
ভ্রুকুটী মন অদম পায়, নাসিকা শোহাই।
কেশব কো তিলক ভাল,
মানু রবি প্রাতঃকাল,
শ্রবণ কুণ্ডল ঝলমলাত,
রতিপতি সবিস্মাই।
গলমে শোঁহে মোতি মাল,
তারাগণ উর বিশাল,
মানু গিরি শিরোপর, সুরেশ্বরী চলি আই।
শ্যামর ত্রিভঙ্গ অঙ্গ,
কাছু নিকট কাজলি খঙ্গ,
মানহুঁ সারা কি দেবী, আপহি বোলাই।
সখা সহিত সরযূ তীর,
বৈঠে রঘুবংশ বীর,
হরখ নিরখ তুলসীদাস, চরণরজ পাই॥

যোগিয়া (মিশ্র) কাহারবা।

মনোয়া ভজলে সীতা রাম।
ভজলে সীতারাম মনোয়া কাহে

না জপ লে নাম; দিল্ দিয়া জি হরি-গুণ গাওয়ে গুরু দিয়া যো নাম।

রাম পড়কে বৈঠে রামজী, সব্‌কি মজুরা লিজে; যো যেয়সা নক্‌রী করে গা, উন্‌কো তেয়সা দিজে।

গোড়কা বালা লালন পালন, তেন্‌ কি দুধ পিলাওয়ে; মরণ কালমে শরণ লেকে, বাবা কর্ বোলাওয়ে।

এক্ নর্ ভুলে দু নর্ ভুলে, ভুলে জগৎ সংসার; জান্ গুন্‌কে যো নর্ ভুলে, উন্‌কে নেহি পার্॥ ৩

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ইস্ জগ দরশন্‌কা মেলা হ্যায়।

যব তু আয়া ইহাঁ ত কুচ দেখ ভাল, ক্যা হাস্ বোল মিল জুল বোল বাতা, লেখা পি দেখা কারণ, দেখ্ সব্ কৈ একুসে একেলা হ্যায়।

ইস্ মন্দির বীচ নিরখ্ তু, ক্যা রঙ্গ বিরঙ্গ কা মুরত হ্যায়; হর দেশ নিরখ্ পরখ্ তু, ইস্ মুরত মে ক্যা সুরত হ্যায়;—ধন্য ওস্ কারিগর কো কহিও, যিন্‌নে আপ্‌না হাত্‌সে বানায়া হ্যায়, রঙ্গ রূপ রস আধা যৌবনমে, ইয়ে কি আপনা খেলা হ্যায়।

ইহাঁ আপোষ মে দেখো তু, হর এক শও একুকে হ্যায় নাতা; কোই বাপ বনে কোই বেটা, কোই চাচা ভাতিজা কওলত হ্যায়;—কোই মিয়া আপ্‌নে জানে, কোই দাস আপকো মানে, কোই পীর হ্যায় কোই মহবৎ হ্যায় আউর্, কোই গুরু কোই চেলা হ্যায়॥ ৪

সম্পূর্ণ।

প্যারীচাঁদ মিত্র।

প্যারীচাঁদ মিত্র।

ইনি কলিকাতা-নিমতলার প্রসিদ্ধ মিত্র বংশজ। ৺প্যারীচাঁদ মিত্র ও ৺কিশোরীচাঁদ মিত্র,—দুই সহোদর। প্যারীচাঁদ ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন; বাঙ্গালা ভাষাতেও ইহাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। টেকচাঁদ ঠাকুররূপে পরিচয় দিয়া 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি কএকখানি সুন্দর গ্রন্থ লেখেন।

ভৈরবী—একতালা।

মনোযোগে মনোযোগ করহে সাধন।
এ নয় অসাধ্য সাধন॥
কি প্রয়োজন আসন,
কি প্রয়োজন চন্দন।
রেচক পূরকে নাহি কিছু প্রয়োজন॥
অনুতাপ অগ্নি জ্বালি,
চিত্ত মধ্যে দেহ ঢালি।
শ্রদ্ধা ভক্তি হবি দিয়া করহে দাহন॥
মন অতি সমল, কর তারে নির্ম্মল।
পাইবে হে বিমল অমূল্য রতন॥ ১

খাম্বাজ—মধ্যমান।

নও তুমি কেবল কাশীবাসী।
(বিশ্বেশ্বর হে) যেখানে ভ্রমণ
করি সেই বারাণসী॥
তব রাজ্য সম্পূর্ণ, নানা রত্নে পরিপূর্ণ।
প্রকৃত অন্নপূর্ণ তুমি ব্রহ্মাণ্ড নিবাসী॥
স্নান তীর্থ নাহি দেখি,
চিত্ততীর্থ সদা সুখী।
ধন মান চাহিনা হে,
শান্তি অভিলাষী॥ ২

সম্পূর্ণ।

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়,—কলিকাতা-যোড়াসাঁকো নিবাসী ছিলেন। ইনি "সঙ্গীত মনোরঞ্জন" নামক একখানি সঙ্গীত-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইঁহার 'নন্দ-বিদায়' সখের যাত্রা প্রসিদ্ধ।

আড়ানাবাহার—আড়াখেমটা।

চোরের বিচাররাজা করে,
জানি রে অন্তরে।
রাজা হয়ে চুরি করে,
তার বিচার কে করে?
তুমি ত ভাই রাখাল রাজা,
ব্রজ বালক তোমার প্রজা,
মধুপুরে হ'লে রাজা,
ব্রজবাসীর মন হ'রে।
ঘরে ঘরে মাখন চুরি,
যমুনাতে বসন চুরি,
বাঁশীর গানে মন চুরি,
করেছ তুমি;—
দ্বিজ রামচন্দ্রের চিত্তে,
এ চোরে কে পারে চিন্‌তে?
যে ম'জেছে পদ প্রান্তে,
কৃতান্তে সে তুচ্ছ করে॥ ১

পিলু (জংলা)—কাহারবা।

আর কি আমাদের রাধে!
আছে গো সে কুল।
কুলনাশ করি হরি ত জেছেন গোকুল।
গোপিকার কুল ক'রে ভঙ্গ,
কুলীন হ'লেন স ত্রিভঙ্গ,
মথুরাতে কুব্জার সঙ্গ, পরিবও কুল।
কুলপ্রাপ্ত কুলীন পেয়ে,
কুল শীল সকল দিয়ে,
করেছিলেম কুলক্রিয়ে বাড়াইতে কুল,
কপালক্রমে এই হ'ল,
কুল বাড়াতে কুল গেল,
রামচন্দ্র বলে ভাল, করেছিলে কুল॥ ২

বিভাস—আড়াঠেকা।

কাল নিদ্রা কেন অঙ্গে এলি।
তোর কি এত ধার, ছিলরে রাধার,
রাধার মূলাধার, কোথা লুকালি॥
হৃদি পদ্মাসন, করে অন্বেষণ,
পাইনে দরশন।
বিচ্ছেদ হুতাশন, কেন জ্বেলে দিলি।
মোহন বংশীধর, কাল শশধর,
যারে গঙ্গাধর, ভাবেন ধরাধর,
সেই জলধর, আমার গিরিধর,
ধর ধর বলে কারে বিলালি॥ ৩

বিভাস—আড়াঠেকা।

কি শোভা শ্যামের বামে
রাধা বিনোদিনী।
নবজলধর কোলে যেন সৌদামিনী॥
আমরা কি অপরূপ, নিরখি যুগলরূপ,
কি কব তার স্বরূপ, তুলনা না জানি।
মদনমমোহন অঙ্গ, ললিত কায়ত্রিভঙ্গ,
রাধারূপে আভা অঙ্গ হলো গৌরাঙ্গ,
রামচন্দ্রের অভিলাষ, পূর্ণ হইল মানস,
যুগল পদে হয়ে দাস,
থাকি দিবা রজনী॥ ৪

সম্পূর্ণ।

কবির।

কবির।

কবীর পন্থানামক,—ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক কবির,—৺ কাশীধামে বাস করিতেন। দাক্ষিণাত্যবাসী রামানন্দই ইহাঁর গুরু।

বসন্ত—ধামার।

ব্রজ কিশোরী ফাগু, খেলত রঙ্গে।
চুয়া নন্দন আবীর গুলাব দেওবত শ্যাম অঙ্গে।
ফাগু হাত করি, ফিরত শ্রীহরি, ফিরি ফিরি বোলত বাই; ঘুংঘটওঠয়ে বয়লছাপাওবত, বেরি বেরি যৈছে মেঘসে চাঁদ লুকাই।
ললিতা এক সখি, ফাগু হাত করি, দেওবত কানু নয়ান; বৃষভানু কুমারী কিশোরী দুহুঁ বাহু, চুম্বত শ্যাম বয়ান।
আউর এক সখী, জাউ জাউ কারী কাহা লাগাও আবীরা; কমরী ফাগু লেই কানু নয়ান, বেরি বেরি দেওবত হাঁ হাঁ কবীরা॥ ১

সম্পূর্ণ।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল বা চিরঞ্জীব শর্ম্মার পূর্ব্ব-নিবাস নবদ্বীপ; বর্ত্তমান বাস কলিকাতায়। ইনি নববিধান মতে ব্রাহ্ম।

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

বাজাও বিবেক বংশী
হরি হে নিশ্বাস পবনে।
ভুলাও মোহন সুরে,
মনোবৃত্তি সখীগণে॥
ভক্তি যমুনাকূলে প্রীতি কদম্ব মূলে,
বিহর আনন্দে সদা হৃদয় রাধিকা সনে
নব নব বেশ ধরি ওহে রসময় হরি!
দেখাও রূপমাধুরী নিত্য চিত্ত বৃন্দাবনে
নানারসে কর কেলি ভক্ত বৃন্দসনে
মিলি, বাজাও মুরলী সুধারবে
প্রাণ কুঞ্জ বনে।
যে ধ্বনি ক'রে শ্রবণ, শ্রীচৈতন্ত অচেতন,
ঈশানমুক্ত সাক্য জন আদি যত দেবগণে

বিভাস—কাওয়ালী।

মন! একবার হরি বল হরি বল হরি ব[illegible]

হরি হরি হরি বলে ভব সিন্ধু পারে চল, হরি হরি হরি বল, পাবি রে তুই মোক্ষ ফল।

জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি, অনলে অনিলে হরি, হরি-ময় এই ভূমণ্ডল।

ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি, বলরে হরি হরি, হরি তোর ক্ষুধার অন্ন, হরি তোর পিপাসার জল।

দুর্ব্বলের বল হরি, অধমতারণ হরি, পতিত পাবন হরি, হরি ভকতবৎসল।

ভক্তিরস পান করি, যে বলে হরি হরি, বাঞ্ছাকল্পতরু হরি, দেন তারে মোক্ষফল।

হরি বেদ, হরি বিধি, হরি মন্ত্র হরি, সিদ্ধি, হরি বল হরি বুদ্ধি হরি ভরসা কেবল।

পাষণ্ডদলন হরি, নাস্তিকের দর্পহারী, যাঁহার পুণ্য প্রতাপে, কাঁপে পাপাসুর দল।

অন্নে হরি বস্ত্রে হরি, গৃহ পরিবারে হরি, দেহ মন প্রাণে হরি, হরি সম্বের সম্বল।

নিশ্বাস প্রশ্বাসে হরি, শোণিত

প্রবাহে হরি, নবীন অঞ্জন হরি, হরি শক্তি হরি বল।

চিন্ময় অরূপ হরি, নহেন কভু দেহধারী, চিদানন্দ রূপ ধরি, করেন প্রাণ শীতল।

প্রবাসে কাননে হরি, পর্ব্বত পাথারে হরি, আকাশ ভূতলে হরি, হরি ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থল।

গৃহে দেবালয়ে হরি, পথে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে হরি আহারে বিহারে হরি,হরি প্রাণের সম্বল।

অখণ্ড অব্যয় হরি, ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ-কারী, দীন জনে দয়া করি, দেন চরণ কমল।

সুখে হরি দুঃখে হরি, বিপদে সম্পদে হরি, জনমে মরণে হরি, হরি পরম মঙ্গল।

হরি ভক্তি হরি মুক্তি, হরি স্বর্গ হরি গতি, হরি জগতের পতি, হরি পরকাল।

হরি পিতা হরি মাতা, হরি গুরু জ্ঞান দাতা, হরি সর্ব্বজন ত্রাতা, শুদ্ধ-সত্ত্ব নিরমল।

নয়নে দেখ হে হরি, রসনায় বল হরি, হৃদয় কমলে ভজ, হরি চরণ কমল॥ ২

সম্পূর্ণ।

রাজা মহেন্দ্রলাল খান।

মেদিনীপুর—নাড়াজোলের রাজা মহেন্দ্রলাল খান ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। বহু সদ্‌কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য ইনি গবরমেণ্টের নিকট সবিশেষ সুখ্যাতি-ভাজন হইয়াছিলেন। ইঁহার সঙ্গীত মালা বহুজন-বিশ্রুত। রাজা মহেন্দ্রলাল খান বাহাদুরের দেহান্তর হইয়াছে। তাঁহার পুত্র বিবিধ-সদ্‌গুণ-সদন রাজা শ্রীল নরেন্দ্রলাল খান বাহাদুরই এক্ষণে মেদিনীপুর—রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত।

আশাগৌরী—আড়াঠেকা।

বাঁশী বাজায়ো না আর।
ও ধ্বনি অধৈর্য্য করে, তিষ্ঠা হয় ভার॥
যদি থাকি গৃহ কাযে, বাঁশী আনে বনে,
ব্যথিত ক'রিয়ে প্রাণে;—
মানে না বারণ, করে জ্বালাতন,
কালসম হয় সদা শ্রীরাধার।
একে কুলের ললনা, জানে না ছলনা,
কেন কর হে লাঞ্ছনা?—
সময়েতে মরে, গুরুজন ডরে,
এ কেমন শ্যাম তব ব্যবহার॥ ১

ইমনকল্যাণ—একতালা।

আর কি গোকুলে, আছি গো স্বকুলে,
দিয়েছি সকলে কুলে বিসর্জ্জন।
বাড়াইতে কুল, গেল দুই কুল,
অকূল সাগরে মরি গো এখন॥
শুনেছি যে দিনে শ্যামের বাঁশরী,
সেই দিন হ'তে কুল ত্যাগ করি',
হ'য়েছি সকলে অধীন তাহারি,
তার করে ক'রে প্রাণ সমর্পণ।
ত্যজি' গৃহবাস করি বনে বাস,
স্বামী সহবাস নাহি সে প্রয়াস,
অন্তরে নিবাস করে শ্রীনিবাস,
সদা তারি ধ্যানে মন নিমগন॥ ২

ললিত—আড়াঠেকা।

কহি সতি উডুপতি থাক থাক ঐ খানে
তুমি গেলে অস্তাচলে,
হারাইব তারাধনে॥
দশমীর দিবাকর, প্রকাশ হইলে পর,
আসিবে নাকি শঙ্কর,
লইতে উমা যতনে।
সতত ভাবি যে তারা,
সে তারা আঁখির তারা,
সে তারা হইলে হারা,
বাঁচিব কেমনে প্রাণে॥ ৩

ললিত—আড়াঠেকা।

আহা কি অতুল শোভা! আজি রে গিরি-ভবনে।

ভূধরে সারদা শশী শারদ শশী গগনে।

ভূধরে বিরাজে তারা, আকাশ-বিহারী তারা, বিকশিয়ে আঁখিতারা, দেখি তারা সুখী মনে।

যামিনী কামিনী আজি, চন্দ্রিকা বসনে সাজি, নিশির শিশিরে ভিজি, হেরিছে উমায়;—কুমুদী ফুটিয়ে জলে নমে তারা পদতলে, চকোরেরা কুতূহলে, চাহে উমাশশী পানে॥ ৪

ভৈরবী—একতালা।

ও উমা! আয় গো মা! আয় করি কোলে।

জুড়াবে জীবন করিয়ে শ্রবণ, বারেক ডাক "মা" বলে।

পথশ্রমে স্বেদে সিক্ত কলেবর, সুধায় মলিন হয়েছে অধর, যত্নে ক্ষীর সর, রেখেছি মা ধর, দিব বদন-কমলে।

তুই গো মম অঞ্চলের ধন, প্রাণের পুতলী অমূল্য রতন, মায়েরে দুখিনী করে দরশন, ছিলি কি মা তুই ভুলে॥ ৫

বাহার—আড়া।

ছি ছি আঁখি বল দেখি একি তব আচরণ? মম কাছে থাকি তোর এ ব্যবহার কেমন? একবার হেরি তারে, ভুলে গেলে একেবারে, একা ফেলিয়ে আমারে হইলি তার অধীন।

যাহার দর্শনে হ'ল, যন্ত্রণা সার কেবল, পুন বা বাসনা কেন, হয় তার দরশন? ৬

সম্পূর্ণ।

রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়।

রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর,—রাজসাহি তাহিরপুরের রাজবংশ-ভূষণ। স্বদেশের কৃষিশিল্পের উন্নতিকল্পে ইহার অপরিসীম অনুরাগ। অনারেবল' রাজা শশিশেখরেশ্বর, এক্ষণে আমাদের ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য।

দুধের তরে যতন করে,
কত ঘাস জল গাইকে দাও।
বছর গেলে, গাই বিয়োলে,
হাতে যেন স্বর্গ পাও।
যদি এক দিন যত্ন না হয়,
দুধ কমে যায় সেরে।
আবার তখন করে যতন,
কত খৈল কুঁড়ো খাওয়াও তারে।
এখন শুধাই, বল দেখি ভাই,
জমির বেলায় কেন হেন।
জমি তোমার শস্য দেয়,
তার খোরাকী দেওনা কেন?
জমি হ'তে বছর বছর
শস্য তুমি দুইয়ে নিবে।
কিন্তু তার জলটিও হয়,
আশমানেতে বরাৎ দিবে।
দুধের তরে গরুর সেবা,
ভাত কাপড় যে জমি দেয়।
তবু তুমি ফিরে দেখ না,
কি যে দুঃখ হায় রে হায়!
তাই বলি রে—ওরে ও ভাই!
গোরুর মতন কর যতন,
সার মাটী জল দেও রে ক্ষেতে;
তবে দেখবে তখন, জমি কেমন,
রাখবে তোমায় দুধে ভাতে।
আসল কথা বল্‌ছি তোমায়,
এই কথাটি রেখ মনে।
ক্ষেতের উপর ঢাল্‌বে যত,
পাবে তাহার হাজার গুণে॥ ১

সংসার জলে ভাস্‌বে ব'লে
দশ লোক ঘাটে।
মহাজনের নৌকা নিয়ে
দশে তাতে উঠে।
সবাই তা'তে সমান হয়ে
দাঁড় ফেল্‌তে চায়।
মাঝি বিনে মাঝ তুফানে
নৌকা ডুবে যায়।

কেহ হ'ল মাঝি তখন কেহ
হ'ল দাঁড়ি।
মিলে মিশে সবাই তখন সুখে
দিল পাড়ি।
ইহা দেখি, ফুটিল আঁখি,
এখন দেখি চেয়ে।
ক্ষেতখামার নৌকা মোদের,
ক্ষেতের নেয়ে।
রাজা মোদের মহাজন,
নৌকা তার জমি।
মাঝি তার জমিদার,
দাঁড়ি তুমি আমি।
মিলে মিশে চল্লে পরে
সুখে যাব পার।
দাঁড়ি মাঝি বিবাদ হ'লে,
নৌকা-ডুবি সার॥ ২

সম্পূর্ণ।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ

ইহাঁদের আদি নিবাস,—মুরশিদাবাদ কাঁদি, কলিকাতার উত্তরে পাইকপাড়া ইহাঁদের অধুনাতন অধিবাস। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বড়লাট ওয়ারণ্ হেষ্টিং প্রভৃতির সময়ে রাজস্ববিভাগের দেওয়ান ছিলেন।

খটভৈরবী—আড়াখেমটা।

কোলে আয় মা ভবদারা! নয়ন-তারা! নাই মা আমার নয়নের তারা!

যারা তারা চায়, আমায় মত হয় কি তারা।

বিধাতারে আরাধিব মা! তোর মা আর না হইব, এবার মেয়ে হয়ে দেখাইব, মায়ের মায়া কেমন ধারা॥ ১

সম্পূর্ণ।

যদুনাথ ঘোষ।

যৌবনকালে ইনি দাঁড়া-কবির দোহারী করিতেন। ইহাঁর কণ্ঠস্বর বড়ই মিষ্ট ছিল।

ইমনকল্যাণ—জলদ্ তেতালা।

পিরীতি অমূল্য নিধি
বিধি করিয়ে সৃজন।
কলঙ্ক কুপিত ফণী শিরে করিল স্থাপন॥
যদি কেহ কোন মতে,
পায় ফণী শির হতে,
গঞ্জনা গরল তাতে, রহিত করে চেতন।
দ্রব্য গুণ সহকারে,
সে বিষে যে নাহি মরে,
বিষম বিচ্ছেদ শরে, সংশয় করে জীবন।
আশা মহৌষধি বলে,
শরে নিবারে কৌশলে,
শেষেতে বিরহানলে,
সমূলে করে নিধন।
মূল্যবান্ যত বস্তু বিদ্যমান্ ভূমণ্ডলে,
ভয়ঙ্করাকরে জন্মে,
দুষ্প্রাপ্য সে সর্ব্বকালে।
কান্তারে গিরি সাগরে,
ভুজঙ্গ মাতঙ্গ শিরে,
থাকয়ে অতি দুস্তরে, অমূল্য রত্ন সকলে।
লোভেতে আসক্ত যারা,
ধনের আশে প্রাণে সারা,
মৃত্যুভয় কি করে তারা,
জলে অনলে গরলে
প্রাণের আশা না ত্যজিলে,
কারো কোথা রত্ন মিলে॥
ভয় কি বিরহানলে,
নিভাব মিলন জলে॥ ১

বিভাস—জলদ্ তেতালা।

শশীর কি শোভা ছিল
প্রভাকর না থাকিলে।
আলোকে লোকে কি চাহে
অন্ধকার না থাকিলে॥

হলাহল না থাকিত, সুধা মান্য কে করিত, সুখ ভোগ কে মানিত, দুঃখ ভোগ না থাকিলে।

আছে ব'লে ধর্ম্মাধর্ম্ম, তাইতে লোকে মানে ধর্ম্ম, কে করিত পুণ্যকর্ম্ম, পাপকর্ম্ম না থাকিলে॥

ভাল মন্দ সম গতি, মিলিত হয় সৃষ্টি স্থিতি, কেবা করিত পিরীতি, বিচ্ছেদ রীতি না থাকিলে॥ ২

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

ইনি ইংরেজীভাষায় পরম পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার ইংরেজী কাব্য আছে। নিবাস, কলিকাতা-সিমুলিয়া। ইঁহার পুত্র-পৌত্রাদি বর্ত্তমান।

গারা-ঝিঁঝিট—আড়া।

কত ভাল বাসি, প্রাণ, বুঝাব কেমনে?
মন দেখাইবার নয়, কি কব বচনে?
অপরের অগোচর, হয় হৃদয় ভিতর,
কিরূপে জানিবে পর,
যে করে তার কারণে॥ ১

ইমন কল্যাণ—আড়া।

হেরিয়ে তোমার প্রাণ, ও বিধুবদন।
যেমন করয়ে মন, অতীত কথন॥
মনেতে যতেক হয়,
ভাব প্রেম সুখোদয়,
বচনে সে সমুদয়, হয় কি বর্ণন॥ ২

খাম্বাজ—মধ্যমান।

একি আমার হ'লো দায়। সজনি!
কিসে ফিরে পাব মন,
কি করি বল উপায়॥
পাইতে পরের মন,
সঁপে ছিলাম নিজ মন,
না পাইলাম তার মন,
আপন হারালাম তায়॥ ৩

ঝিঁঝিট—আড়া।

হৃদয়ের রাজা তুমি, কেবা তব সম।
একাধারে সবরূপ শোভা অনুপম॥
শশধর বদনেতে, সুখতারা নয়নেতে,
সুধা মাখা বচনেতে, অতি মনোহর॥ ৪

সম্পূর্ণ।

গোপাল উড়ে।

সিন্ধু—আড়খেম্‌টা।

ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার
চারদিকে মালঞ্চ ঘেরা।
ভ্রমরাতে গুণ গুণ করে
কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া॥
ভ্রমর ভ্রমরী সনে,
আনন্দিত কুসুম বনে,
আমার ঐ ফুলবাগানে,
বসন্ত নয় তিলেক ছাড়া॥ ১

ঝিঁঝিট—একতালা।

কথা শুনে সরমে মরে যাই,
একিরে বালাই।
কোন্ প্রাণে চন্দ্রাননে
মাখাবি লো ছাই॥
করে ছিলে যেমন পণ,
সুখে কর কাল যাপন,
পেয়েছ বর মন মতন,
সন্ন্যাসী গোঁসাই॥ ২

মুলতান খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।

মনে ছিল যে বাসনা,
পোড়া কপাল ক্রমে তাও হলনা।
শিব গড়িতে বানর হলো,
একি বিধির বিড়ম্বনা॥
মনে মনে অভিলাষী,
হবে তুমি রাজমহিষী,
আমারা যত প্রিয় দাসী,
মন যোগাব ঐ ক জনা॥ ৩

ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।

বিদ্যে লো তোর এ নবযৌবন,
গেল অকারণ।
আর কবে হবে লো
তোর সুখের সংঘটন॥
রমণী সুখের তরী,
পুরুষ তাহে কাণ্ডারী,
কাণ্ডারী বিহনে তরী,
কে করে যতন॥ ৪

মুলতান—একতালা।

বলি এই ছিল কি শেষে,
পোরে গেরুয়া বসন,
কোরবে ভ্রমণ,
নিত্য নিত্য তীর্থবাসে।

করলে যত শিবব্রত,
সকল হলো ভূতগত,
আনিয়ে দুর্লভ অমৃত,
ভস্মে ঢালি অনায়াসে।
হাঁসি পায় দুঃখ ধরে,
মরি লো মনের আপসোষে ॥ ৫

আলেয়—কাওয়ালী।

মিছে ভাব অনিত্য নিয়ত সে ভাবনা।
ভেবো না শঙ্ক করোনা
যা হয় না হবে না ॥
যে কোরেছে মান ভঙ্গ,
বাড়াইয়ে মান তরঙ্গ,
তার সঙ্গে রসরঙ্গে,
কর্‌বো কাল যাপনা।
যখন কৃপা কর্‌বেন কালি,
কাপীর মুখ হবে কালী,
শত্রুচক্ষে পড়বে বালী,
সই তখন, তাই
এখন, করে সম্বরণ,
বলে বিদ্যা হবে সন্ন্যাসিনী,
লোকে করে কাণাকাণি,
মনে জানি সন্ন্যাসিনী হব না ॥ ৬

ঝিঝিট—জলদ্ তেতালা।

সদা মন আগুনে আমার দহিছে জীবন
দারুণ হুতাশন, না হয় নিবারণ,
যেমন বাড়বানল জ্বলে সর্ব্বক্ষণ ॥
দেহ দগ্ধ নিরন্তর ব্যথিত সদা অন্তর
কে করিবে দুঃখান্তর,
ভাবি তাই এখন ॥
কোথা ওহে সর্ব্বময়,
এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
দেহে কেন প্রাণ রয়,
ভাবি তাই এখন ॥ ৭

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

পণ করে কি প্রমাদ হলো সই,
কারে কই।
মনাগুণে দহন হতেছি প্রাণে
মরে রই ॥
কলঙ্ক গুরু-গঞ্জনা, ঘরে পরে
কি সান্ত্বনা,
অবলার প্রাণে যাতনা, আর কত সই;
ধিক্ কুকর্ম্ম নারীর জন্ম ভাল নয়,
পরাধীনহতে হলো পরের বোঝা বই ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কর ত্বরিত উচিত বিহিত উপায় ইহার। ভেবে বাঁচিনে, ঐ শুনে কাণে, কেন কি জন্যে, সন্ন্যাসী কোর্‌বে বিদ্যারি বিচার ॥ তুমি নাকি করেছ পণ, বিচারে হারাবে যে জন, তার গলায় বরমাল্য করিবে অর্পণ, যোগে যাগে অনুরাগে, কথা কও

রাগে রাগে, পড়িয়ে ভেড়ায় শৃঙ্গে
ভাঙ্গে হীরের ধার ॥ ৯

বারোঙা—ঠুংরি।
অধরে অঞ্চল ঝাঁপিয়ে।
আজ কেন লো প্রিয়ে ॥
আছ রবি প্রকাশিত,
শশী যেমন মুদিত,
রাহুগ্রস্ত, আছ বসিয়ে।
আছ মৌনব্রতী অতি মৌন হয়ে ॥১০

কালেংড়া—কাওয়ালী।
আমার গতি কি হবে বল চাঁদবদনী।
দেখ অকূল পাথারে
ভাসে আশার তরণী ॥
ভেবে দেখ দুকূল মাঝে,
ঘর থাকতে বাবুই ভেজে,
তোমার পিরীতে মজে, কুল মান ত্যজে
ভাঙলো তোর পিরীতের আশা,
ঘুচলো না মোর প্রেম পিপাসা,
কি জানি কি দুর্দ্দশা, ঘটালে ভবানী ॥১১

খাম্বাজ—কাওয়ালী।
সখা মিছে কেন কর চিন্তে।
অনিত্য চিন্তে, হয় সচিন্তে,
একান্ত চিন্তে গুণমণি
কর চিন্তামণির চরণ চিন্তে।

পতিব্রতা সতী স্বপতি বিনে,
সুখী কি কখন সে হয় মনে,
পতির মরণে সতী মরে প্রাণে,
ধর্ম্ম বিনে কে পারে জান্তে ॥ ১২

কালেংড়া—কাওয়ালী।
আজ প্রিয়ে বিধি প্রণয়ে প্রতিবাদী।
অন্তে কি জানিবে বল গোপনে কাঁদি ॥
দিবসে তস্করের বেশে,
থাকি মালিনীর বাসে,
প্রকাশে পাছে শক্রকুল হাসে,
কি জানি কি কর্ম্মদোষে, হলেম অপরাধী

কালেংড়া—একতালা।
জানি যত ভালবাস, কেন শঠতা প্রকাশ
হৃদে বিষ মুখে মধু, কাষ্ঠের হাসি হাস
কথাতে তোষ হে মন,
বাক্যে সুধা বরিষণ,
কাযে সরল নয় তেমন,
দোষ দোষ কথায় বলে,
পূরাও অভিলাষ ॥ ১৪ ॥

কালেংড়া—আড়খেমটা।
পুরুষ যেমন ভাল সরল তা জানি।
ধর্ম্ম জানে মর্ম্মব্যথা নারী পরাধিনী ॥
পুরুষ পরশ হলে, মান্য রমণী-মণ্ডলে,
নারী হলে হতো কুলে কুল-কলঙ্কিনী ॥

নিত্য নূতনে বাসনা,
পুরাতনে করে ঘৃণা,
প্রবঞ্চনা প্রতারণা, শঠের শিরোমণি ॥ ১৫

কালেংড়া—একতালা।

অন্তরে দেখিলে ভেবে
কিছু থাকে না অন্তরে।
প্রতিক্ষণে, অদর্শনে, জ্বর জ্বর করে ॥
আকাশেতে দিনমণি,
সরোবরে কমলিনী,
মনে মনে ভাল জানি,
তপানলে পুড়ে মরে ॥
দেহে মাত্র প্রাণ আছে,
লোক দেখান মিছে মিছে,
মন বাঁধা তোমার কাছে,
রেখেছি প্রেম করে ॥ ১৬

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সখা কি জন্য যোগী সনে হব যোগিনী।
সন্ন্যাসীতে কার্য্য নাই,
সকল তীর্থে দিয়ে ছাই,
আছ সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা, তুমি গুণমণি ॥
ছাই দিয়ে সন্ন্যাসীর মুখে,
থাকবো আমরা পরম সুখে।
যেমন থাকে শারী শুকে, দিবা রজনী ॥

কালাংড়া—কাওয়ালী।

প্রাণ দিয়ে তোমারই মন
পাইনে বিধুমুখী।
অন্যের কাছে থাকি সুখে,
তোমার কাছে অসুখী ॥
যদি পাও আমায় সাড়া,
সাড়াতে হও পাড়া ছাড়া,
ওলো সুন্দরি;
অন্যের কাছে হও গিয়ে
প্রাণ-রসিকা নারী,
আমার কাছে এলে পরে
কথাতে হও কচি খুকি ॥ ১৮

কালেংড়া—একতালা।

যা বল সকলি পুরুষে তা পারে।
ত্যজে নিজ ধর্ম্ম কর্ম্ম অধর্ম্ম বিচারে ॥
পুরুষ নির্লজ্জ অতি, সরমে মরে যুবতী,
পতি বিনে সতীর গতি,
নাহিক সংসারে।
পুরুষ পরশমণি, রমণীর শিরোমণি,
সকল গুণের গুণমণি, সবে সমাদরে ॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

কি বলি ফুটে,
দম ফাটে মরি প্রাণ যায়।
সরমে মরমে মরি কাঁদিনে লজ্জায় ॥

বিচারে পরাস্ত ধনী,
যদি হও লো চাঁদবদনী,
হতে হবে সন্ন্যাসিনী,
কি আছে উপায় ,—
ভাবি তাই কি করিব হায়,
নমঃস্বস্তি বলে যখন সঁপে দিবে পায়।
যেমন বিধির দৈবযোগে,
চন্দ্রের সুধা রাহুর ভোগে,
তেম্নি বুঝি আমার ভাগ্যে
অভিপ্রায় হবে,
কি হবে আমার কি হবে ;
মুখের গ্রাস কেড়ে লবে, বলিব কাহায় ॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

নারীনাশক বিশ্বাসঘাতক পুরুষ কঠিন প্রাণ।
স্নেহহীন পুরুষের দেহ পাষাণে নির্ম্মাণ ॥
প্রথম মিলন কালে, ভোলায় ছটো কথা বলে, পরে সে যে থাকে ভুলে স্বকার্য্য হলে ;—নারীর ধন সর্ব্বস্ব হরে কলে কৌশলে ; শেষে দুষী কোরে পলায় ফেলে তুলে কলঙ্কের নিশান।
তেমন হলে নারীর প্রাণ, ভোলে না পুরুষের ধ্যান, গর্ভবতী সীতায় রাম দিলেন বনবাস, দময়ন্তীর দুঃখের কথা নলেতে প্রকাশ ; মহা রাস ইচ্ছা করি, পথশ্রান্তে কাতর প্যারী, এসো স্কন্ধে করি ব'লে, হরি হলেন অন্তর্ধান ॥ ২০

কালেংড়া—কাওয়ালী।

মিষ্টভাষী দৃষ্টি হাসি অবিশ্বাসী নারী।
সোহাগের সামগ্রী বটে,
বিচ্ছেদের কাটারি ॥
নারীর যুক্তি পাওয়া ভার,
উন্মত্ত ত্রিসংসার।
নারীর পদতলে পড়ে আছেন
ত্রিপুরারি ॥
মান ভাঙ্গলেন ভগবান নারীর
পায় ধরি —
নারীর জন্য কীচক মলো,
রাবণ নির্ব্বংশ হলো ॥
আমি কি তা বুঝাব বল,
নারীর ছল চাতুরী ॥ ২১

কালেংড়া—কাওয়ালী।

মনাগুণে জলছে প্রাণ ধিকি ধিকি।
শয়নে অসহ্য যেন সহস্র শয্যাকণ্টকী।
শুনেছি বাড়বানলে,
জলেতে অনল জ্বলে,
বন জলে দাবানলে জানে সকলে,
বিচ্ছেদ বিরহানলে অন্তর জলে ;
নারীর জন্ম কি অধর্ম্ম,
ঠিক যেন পিঞ্জরের পাখি ॥ ২২

ললিত—কাওয়ালী।

বিধুমুখী বদন তুলে চাও চাও লো।
চাও দুটো কথা কও,
যায় লো গগনের চাঁদ,
দেহে উদয় হও॥
নিশি যায় হায় হায়,
ধরি প্রাণ তব পায়,
কহ শুনি প্রাণধন,
কিসে হলে জ্বালাতন,
ক্ষমা কর অপরাধ
অল্পেতে বাড়াও প্রমাদ,
কথান্তরে মনান্তরে
অভিমানে কেন রও॥ ২৩

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ওহে রসরাজ বলো না যাই যাই যাই।
ভাবি তাই!
দাসী বলে মনে রেখ,
যাও তাহে ক্ষতি নাই॥
পরাস্ত হয়েছি পণে,
সঁপেছি প্রাণ সঙ্গোপনে,
মর্ম্ম ব্যথা আমার ধর্ম্ম তা জানে,
যা করে তাই কালীর ধ্যানে,
সময় যেন দেখা পাই॥ ২৪

কালেংড়া—কাওয়ালী।

আমার মন ফিরে দাও মানে মানে
দেশে চলে যাই।
ভাঙলো তোর পিরীতের বাসা,
আশায় পড়লো ছাই॥
তুমি যেমন নবীন নারী নবীন সন্ন্যাসী
ভাস্‌বে সুখ-সাগরে সুখে
থাকবে রূপসী।
বুঝলেম তোমার দেঁতোর হাসি,
আর হেসে কায নাই॥ ২৫

কালেংড়া—কাওয়ালী।

ঐ পোহালো রূপসী নিশি।
মনদুঃখ রৈল মনে বিদায় দাও
এক্ষণে আসি॥
চোরে চোরে কুটুম্বিতে,
আসা যাওয়া রেতে রেতে।
রাত পোহাল প্রভাত হলো,
ফুরিয়ে গেল হাসিখুসি॥
দিবাচর যত সমস্ত,
নিশিতে ছিল নিরস্ত।
সবাই হলো শশ ব্যস্ত
অস্তগত গগনশশী॥ ২৬

মূলতান—আড়খেম্‌টা।

যাবনা মালঞ্চে।
এমন কোরে দুসন্ধ্যে কি প্রাণ বাঁচে।
যাব সই বকুলতলা,
কুড়িয়ে ফুল আজ গাঁথব মালা,
সাজাবো ডালা;—
হয় হবে বেজায় রাজবালা,
ভাগ্যেতে মোর যা আছে॥

যাব সেই বাঁধা ঘাটে,
নানাজাতি কুসুম ফোটে,
যে পায় সেই লোটে,—
আমার বুক ফাটে তো মুখ ফোটেনা,
বলবো আমি কার কাছে ॥ ২৭

সোহিনীবাহার—খেমটা।

হায় হায় আর কি পাবো
তেমন মনমত মালী।
মন খুলে জল ঢালতো
গাছে ফুটতো সব কলি ॥
সে আমার মাসে মাসে,
জন্মাতে দিত না ঘাসে,
সদা রাখতো টাটকা রসে,
তাড়াতো অলি ॥ ২৮

ইমনকল্যাণ—কাওয়ালী।

মাসি, তোমার যন্ত্রণা পাওয়া ভার।
নও কাজের কাজি,
ভোজের বাজী,
সকল ফক্কিকার ॥
মজালে দুর্জ্জয় আশ্বাসে,
স্নেহবশে রেখে বাসে,
অকূলে ডুবালে শেষে,
দেশে যাওয়া ভার।
কখন হও সিদ্ধির ঝুলি,
শ্যামের হাতে মুরলী,
যখন যার কাছে থাক,
তখনি হও তার ॥

যা বল কর তাই,
কোন কর্ম্মের ক্রুটি নাই,
হাব ভাব দেখে ভাব,
ভেবে না পাই,
কখন তুমি কার ॥ ২৯

মুলতান—একতালা।

ঐ খেদে প্রাণ কাঁদে
বিষাদ ঘটিল সাধে ॥
অধিক বুদ্ধি ঘটে যার,
অধিক যন্ত্রণা তার,
উচিত বল্লে হয় সে বেজার,
আপনি পড়ে আপনার ফাঁদে ॥ ৩০

কালেংড়া—কাওয়ালী।

আগে মাসি, না জেনে কেন মন মজালে।

বিপক্ষ হাসালে, দুকূল নাশিলে, আশয় দিয়ে কি শেষে, ডুবাতে চাও অকূলে ॥

স্নেহবশে রেখে বাসে, মজালে দুর্জ্জয় আশ্বাসে, পাবার আশে আছি বসে, তোমার প্রত্যাশে ;— তুমি তো এই কল্লে শেষে, বল এখন বাঁচি কিসে, আপ্সোসে প্রাণ যায়, দেশে যাব কি বলে ॥ ৩১

কালেংড়া—একতালা।

যাদু আমা হতে তা হলো না।
ও ধনমণি আমায় কিছু বলো না॥
অপার বাসনা, মনে করো না,
বুঝেও বুঝনা, প্রেমের পথে
কোনমতে এলো না।
সাধ্যে সাধ্যে বিধিমতে,
হাতে ধোরে বিনয়েতে,
নারীরে নারিলাম ভুলাতে;
সে যে ভোলবার নয়, কঠিন অতিশয়,
তাইতে করি ভয়,
মনের সন্ধ গেলো না॥ ৩২

কালেংড়া—একতালা।

মাসি, এমন কথা কেন বল্লে।
আকাশের চাঁদ হাতে দিয়ে নির্ব্বাণ
আগুণ জাল্লে॥
হবে না তা জানি ভাল, দৌড়খানা
জানা গেল, মুখে গৌর গৌর বল,
গৌর এই দশা কি কল্লে।
আশা দিয়ে মন ভুলালে, গগনের
চাঁদ হাতে দিলে, অবশেষে এই
করিলে, আমার দফা তুমি সাল্লে॥ ৩৩

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

বার বার আনাগোনা।
দিয়ে প্রাণ পরের তরে এমন কোরে,
যাদুধন, এমন কোরে প্রাণ বাঁচে না॥
দু-জনার দুই মত,
প্রবোধিয়ে রাখবো কত,
জান না প্রেমের রীত,
মজিবার বাসনা॥ ৩৪

ইমন্-কল্যাণ—কাওয়ালী।

তোমার চরিত্র চিন্তে পারা ভার।
নও, কাজের কাজি, ভোজের বাজি,
সকল ফক্কিকার॥
কখন হও নল কুবির,
কখন পেঁড়োর ফকির,
কখন রাজা যুধিষ্ঠির, ধর্ম্ম-অবতার।
উভয়পক্ষে এসো যাও,
দু-হাতে কাঠী বাজাও,
ভানুমতীর খেলা খেলাও,
এ কি চমৎকার॥
কখন হও বরের মাসী,
আবার কখন কন্যার পিসি,
বহুরূপা কালনেমীর মায়া,
বুঝতে পারা ভার॥ ৩৫

কালেংড়া—খেমটা।

তাইতে নিষেধ করি যাদুমণি।
পাছে হবে না মজাবে দুঃখিনী॥
গোপোর আলাপ, না রহে প্রলাপ,
শেষে মনস্তাপে মরবো তখনি।
অঘটন ঘটাতে, কে পারে ভাবতে,
বিধি ঘটাতে পারেন না আপনি॥৩৬

ললিত—কাওয়ালী।

মন সাধ মনে রহিল প্রাণ।
যাই তবে মানে মানে,
কি আছে লো কার মনে,
দিনমণি গগনে, প্রকাশ হলো ॥
থেক ধনি মানে মানে,
চাও প্রফুল্ল নয়নে,
যে ভাল বেসেছ প্রাণে,
সেই ভালো ভালো ॥ ৩৭

কালেংড়া—কাওয়ালী।

যা থাকে কপালে মাসি,
যাই কাশী চলে।
ত্যজবো বসন, মাখবো ভস্ম,
ব্যোম কেদার বলে ॥
বিদ্যার লাগি বিরাগী,
গৃহ ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগী,
অবশেষে সাজবো যোগী,
ছাড়বো না প্রাণ গেলে ॥ ৩৮

কালেংড়া—কাওয়ালী।

কর যদি এই উপকার আমায়।
ভেবে আকুল বাঁচিনে গো আর ॥
বহু রত্ন পাব বলে,
আশায় বৈতরণী জলে,
প্রাণ থাকে পার করিলে,
নৈলে ডুবে যাই জলে,
না জানি সাঁতার ॥ ৩৯

কালেংড়া—আড়খেমটা।

বলি, কাজ কি লো তোর ফুলে।
সুরাগে সোহাগে,
দিবি মালা বঁধুর গলায় তুলে ॥
নিয়মিত কর্ম্ম যত,
সকলি হইল হত,
যদি করি শিবব্রত,
আপনি কুসুম আন্‌বো তুলে ॥ ৪০

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

প্রয়োজন আর নাই কো ফুলে।
তোরে হেরে অঙ্গ জ্বলে,
মানে মানে যা মালিনী,
অপমান হবি শেষকালে ॥
শিব-ব্রত সাঙ্গ হলো,
এখন কি তোর ঘুম ভাঙ্গিলো,
রঙ্গ ভঙ্গ জানিস ভালো,
এক রোগে চিরকাল কাটালে ॥ ৪১

কালেংড়া—আড়খেমটা।

একি কল কোরেছিস ফুলে।
মালিনি ও ধনি!
এ যে লাগলো বুকে প্রাণ জ্বলে।
মদন-জ্বালায় প্রাণ বিভোলা,
কত জ্বালা সয় অবলা,
জ্বালার উপর দ্বিগুণ জ্বালা,
আবার এ কোন্‌ জ্বালা দিলি তুলে ॥ ৪২

মুলতান—একতালা।

অসাধ্য সাধনা।
তারে লুকিয়ে আনা ঘোর যাতনা ॥
পাপ কথা কি ছাপা থাকে,
দুদিন বাদে শুনবে লোকে,
একটু কি ভয় হয় না বুকে,
ভয়ে মরি নাতিনী লো,
ভয়ে মরি মন সরে না ॥ ৪৩

ভৈরবী—আড়খেমটা।

ওলো রাজনন্দিনী বিনোদিনী
দেখবি যদি আয়।
রথের পাশে নাগর এসে,
দাঁড়িয়ে আছে তোর আশায় ॥
অধর চাঁদকে ধোরবে বোলে,
প্রতিজ্ঞা: ফাঁদ পেতে ছিলে,
তাই সে নাগর ধরা দিলে,
নইলে কি চাঁদ পাওয়া যায় ॥ ৪৪

আলেয়া খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি ফুল ফুটেছে মজার তারিপ
বাহোয়া কি বাহোয়া।
সৌরভে গা উলসে উঠে
লাগলে গায়ে ফুলের হাওয়া ॥
জাতি যুথী শেফালিকে,
টগর গোলাপ বাটমল্লিকে,
চেয়ে একবার ফুলের দিকে
ঘুরিয়ে দিলে যাওয়া খাওয়া ॥
যারা ছিল উচু ডালে,
নাগাল না পাই হাত বাড়ালে,
কটাক্ষে মন ঘুরিয়ে দিলে,
আপশোসে আর যায় না যাওয়া ॥ ৪৫

খাম্বাজ—একতালা।

আর কেন ভালবাসা জানাও।
জ্বালান যাও ॥
আগে ছিলে সাপক্ষ,
এখন হলে বিপক্ষ,
মিছে কেন প্রাণ জ্বালাও।
আই শাক দে মাচ ঢাক তুমি,
এমনি কোরে অহংকারে মাথায়
হাত দিয়ে কাঁদাও ॥ ৪৬

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

আই লো তোর এস্তাজার বোলে।
দিলি কখন না সুখ,
সদাই বিরস মুখ,
ঐ দুঃখে বুক যায় লো জলে ॥
আমি বিরহিণী মেয়ে,
আছি লো তাই এত সোয়ে,
একবার দেখ না চেয়ে,—
তোমার আশারি যে গুণ,
কাঁচা বাঁশে ঘুণ,
কাটা ঘায়ে নুন দিয়ে দাও জেলে ॥ ৪৭

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

ক্ষতি কি ওলো নারী,
তোর দুদিক বজায় রবে।
অতিথ সেবায় পতির সেবায়,
দুই সেবায় কাল যাবে॥
তুমি যেমন রসের সাগর,
সন্ন্যাসী সে রসিক নাগর,
লয়ে যাবে গঙ্গাসাগর,
সুখসাগর দেখাবে॥ ৪৮

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

অনেক আশা ছিল রে মনে
এমন হবে কে জানে॥
ভেকে খায় কমলের মধু প্রাণপতি বিনে।
লেখা পড়া শিখলি যত,
বিদ্যে ভস্মে ঢাল্লি ঘৃত,
বল বুদ্ধি জ্ঞান হত,
আপশোসে বাঁচিনে॥ ৪৯

কালেংড়া—একতালা।

কেন, জন্মজ্বালা দিলি মর্ম্মে।
শুনে প্রাণ আকুল হল,
সবে কি তোর ধর্ম্মে॥
এত যদি অপাত্মক, তবে কেন এ কণ্টক,
কপটমায়ার কোরে আটক,
লাগিয়ে পোড়া কর্ম্মে॥ ৫০

কালেংড়া—কাওয়ালী।

কয় প্রবীণে নবীনে হতে আরও
বাসনা।
ছি ছি মরি মরি একি লো ঘৃণা॥
অবাক্ হলেম দেখে তোর,
বয়েসে নাই গাছ পাথর।
ছেঁড়া চুলে বকুল ফুলে খোঁপা বেঁধেচ।
বলি, আবার কি পুরণ প্রেম
জ্বালিয়ে তুলেচ॥
বারে বার, কি বাহার,
যেতে হবে রবি-সুতালয়ে,
তার উপায় কি ভাবনা॥ ৫১

কালেংড়া—কাওয়ালী।

বল তারে কথায় রাখিব কত ঠেসে।
সে যে অবশ, সে বশ নয় পরের ছেলে॥
সুখ আসে সদা ধায়,
যে দিকে তার প্রাণ চায়।
পুরুষ-ভ্রমরা নানা ফুলের মধু খায়;—
মানে না মান-অপমান,
থাকে না দিক বিদিক জ্ঞান,
ভুলে যায় তত্ত্বজ্ঞান,
মদনে মত্ত হলে॥ ৫২

ভৈরবী—আড়খেমটা।

তোমার মন পাওয়া ভার
মনের কথা কে জানে সখী।
নিত্য নিত্য নূতন পিরীত
স্বভাবে দেখি॥

কখন জোয়ারের জল,
কখন খাখালের ফল।
সকল ছায়াবাজীর কল,
সকলি ফাঁকি ॥ ৫৩

সুরট—কাওয়ালী।

তবে প্রেমে কি সুখ হতো।
আমি যারে ভালবাসি
সে যদি ভালবাসিত ॥
কি সুখ কিংশুক ঘ্রাণে,
কেতকী কণ্টক হীনে।
ফুল ফুটিত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত॥
প্রেম-সাগরেরি জল, যদি হইত শীতল,
বিচ্ছেদ বাড়বানল,
তাহে যদি না থাকিত ॥ ৫৪

আলিয়া—কাওয়ালী।

পার যদি যৌবন-শঙ্কটে বাঁচাতে।
তবে এ জনমের মত বাঁধা
রব প্রেমেতে ॥
সদা হৃদয় গুরু-গুরু করে,
ধৈর্য্য না ধরে।
মরি মরি সহচরি বিরহ-জ্বরে ॥
আজ কাল কোরে বয়স গেলো,
যায় যাবে ধন মান, কুল শীল রাখিতে।
পতির লাগিয়া প্রাণ হয়েছে আকুল,
হায় বিধি কত দিনে ফুটাইবে ফুল,
যায় যাবে জাতি কুল,
রব না আর গৃহেতে ॥ ৫৫

ঝিঁঝিট—খেমটা।

এমন সাধ্য আছে কার।
সাগর ছেঁচে মাণিক এনে
হাতে দেয় তোমায় ॥
অজাগরের নিদ্রা যেমন,
তোমার তেমনি পণাপণ।
অপার নদী সাঁতার দিয়ে
হতে চাও কি পার ॥ ৫৬

আলিয়া খাম্বাজ—কাওয়ালী।

নূতনে যেমন মন প্রফুল্লিত হয়।
পুরাতনে নাতিনী লো ততোধিক নয় ॥
নূতন সামগ্রী পেলে,
যত্ন করে রাখ তুলে।
পুরাতন মাখালের ফলে
দাও দূরে ফেলে ॥
তার সাক্ষী দেখ ধনী শালগ্রাম শীলে,
নিত্য সেবা নিয়োজিত
নাহি ধর্ম্মে রয় ॥ ৫৭

কালেংড়া—একতালা।

ভেবে বুঝতে নারি কিছু মর্ম্ম।
আশয়ে নৈরাশ করলে
এই কি তোমার ধর্ম্ম ॥
যে সকল চরিত্র তোমার,
অনন্ত লীলা বোঝা ভার।
মুখে বল আমার আমার,
কাযে না হয় কর্ম্ম ॥ ৫৮

মুলতান খাম্বাজ—একতালা।

আর ভাল বাসবো না।
তারে ভালবেসে পাই যাতনা॥
আমি যারে ভালবাসি
সে দেয় আমার গলায় ফাঁসি।
দূরে থেকে টান্‌চে রসি, ওগো মাসি
হ্যাঁচকা টানে প্রাণ বাঁচে না॥ ৫৯

কালেড়া—খেমটা।

পোড়া আঁখি আমায় মজালে।
বিপক্ষ হাসালে॥
প্রতিজ্ঞা করেছি মনে,
চাইবো না সই কারো পানে,
পোড়া স্বভাবে টানে;
চাইতে হয়, না চাইলে নয়,
পোড়া স্বভাব তো যাবে না মলে॥ ৬০

ভৈরবী—পোস্তা।

কেন বল দেখি বিধুমুখি ভাব অকারণ।
যথা পাব মিলাইব, নাগর মন-মতন॥
বাতাসে পাতিয়ে ফাঁদ,
ধরে দিতে পারি চাঁদ,
কি ছার নাগর বিনে,
ভুলান রমণীর মন॥
ত্বরিতে মিলাব আনি,
সে নাগর গুণমণি,
তবে সে জানিবে ধনী,
হীরে মালিনী কেমন॥ ৬১

কালেংড়া—কাওয়ালী।

আমার মন ফিরে দাও
মানে মানে দেশে চলে যাই।
ভাঙ্গল পীরিতের বাসা
আশায় পড়লো ছাই॥
তুমি যেমন নবীন, নারী নবীন সন্ন্যাসী,
ভাসবি সুখ-সাগরে সুখে থাক্‌বি রূপসী
এখন বুঝলাম তোমার দৈত্যের হাঁসি,
আর হেসে কাজ নাই॥ ৬২

কালেংড়া খাম্বাজ—একতালা।

আমি তা কি করবো বল।
হয়ে তো হলো না রে চাঁদ—
কপালক্রমে ফস্কে গেল॥
ভেলে কুটে তৈয়ার করে,
রেখেছিলাম তোমার তরে,
উড়ে এসে বসলো জুড়ে,
সন্ন্যাসীটা কোথায় ছিল॥ ৬৩

কালেংড়া—একতালা।

বলা যায় কি কথায় কথা
মন যার মনে গাঁথা।
শুকাইলে তরুবর ছাড়ে
কি জড়িত লতা॥
বয়স যখন বছর বারো,
সুতায় সুতায় দিতেম গেরো,
সেই গেরোতে ঘটলো গেরো,
লজ্জাতে তুলিনে মাথা॥ ৬৪

নানক।

নানক,—শিখধর্ম্মের প্রতিষ্ঠিতা—গুরু নানক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সম-সাময়িক।

গগনময় থাল রবি চন্দ্র দীপক জলে
তারকা মণ্ডলা জনক মোত।
ধূপ মলয়ানিল পবন চৌরি করে,
সকল রাই ফুলন্ত জ্যোতি।
কায়সে আরতি হোয়ে ভয়খণ্ডন
তেরি আরতি, অনহত শব্দ বাজান্ত
ভেরি। ১

দেশ কাওয়ালী।

পরমেশ্বর এক ওহি ভজ রে প্রাণ,
আওর কহাঁভি নেহি
ওয়াকে কোহি সমান।
শ্বেত ন পীত ন রক্ত ন আকার;
সকল সৃষ্টি রচো, সো প্রভু হামারা,
এক ব্রহ্ম কো হৃদয়ে রাখো রে ধ্যান। ২

সম্পূর্ণ।

শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী।

ভৈরবী—ঠুংরি।

ভোর ভয়ো পক্ষীগণ বোলে,
উঠ জন প্রভু গুণ গাও রে।
স্নিগ্ধ প্রভাত প্রকৃতি কি শোভা,
বার বার হর্ষাও রে।
প্রভুকি সুমের নিজ মননে,
সরস ভাও উপজাও রে।
হোয় কৃতজ্ঞ প্রেমমে উনকে,
নয়নন্ নীর বাহাও রে।
ব্রহ্মরূপ সাগরমে মনকো,
বারংবার ডুবাও রে।
নির্ম্মল শীতল লহরে গেলে,
আতম তাপ বুঝাও রে॥ ১

ঝিঝিট খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

কিস্ শোচ বিচার মে বয়ঠে হো,
মন্ শুধ করো ভাই এক্ দিনকো।
জগ চিন্তাকো সব দূর করো,
আউর ত্যাগধ্যান ধনকো,
প্রভুপূজামে অনুরাগ করে।
আউর প্রস্তুত হো হরি কীর্ত্তন কো।
পরিত্রাণকে প্রতি সব ব্যাকুল হো
তুম আকুল হো প্রভুদর্শন কো।
ভক্তি আউর প্রেমকে ফুলোঁনে,
ভরপুর করো হৃদকানন কো।
একান্ত সুধারস পান করো,
আউর শান্তি করো আপনে মন কো॥২

সম্পূর্ণ।

রাজকৃষ্ণ রায়।

বঙ্গভাষায় রাজকৃষ্ণ রায় যত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত বঙ্গের কোন গ্রন্থকার তত গ্রন্থ লিখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। বাল্মীকি-মূল রামায়ণের ইহাঁর কৃত পদ্যানুবাদ, মূল মহাভারতের পদ্যানুবাদ,—"প্রহ্লাদ-চরিত্র" নাটক প্রভৃতি ইহাঁর সবিশেষ খ্যাতি-বর্দ্ধক। অল্প বয়সেই ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে।

বিভাস—একতালা।

জগৎ দেখরে চেয়ে, যাচ্ছে বেয়ে,
সোণার তরণী
তরীর উপর, শ্যাম-কলেবর
রাম রঘুমণি।
(যিনি) ভবের জলে, অবহেলে
করেন জীবে পার,
আজকে তাঁরে, নিচ্চি পারে,
হ'য়ে কর্ণধার;
পারের কড়ি, ধ'রে নিব—
চরণ দুখানি॥ ১

গৌরী—দাদ্‌রা।

প্রেম যদি সই শিখ্‌তে হয়।
মানুষের কাছে নয়।
সাঁজের রবি, প্রেমের ছবি
প্রেমের আলো আকাশময়॥
ওই রবি সই প্রেমের খেলা,
খেল্‌ছে কেমন সাঁজের বেলা,
আধেক আঁধার, আধেক আলো,
কমলবালা চেয়ে রয়;—
দূরে দুজন, তবুও কেমন,
প্রাণে প্রেমের তুফান বয়॥ ২

কীর্ত্তন—খেম্‌টা।

তালে তালে পা ফেলে
হরি বলে নাচি ভাই।
দ'লে দ'লে বাহু তুলে
হরিনামের গুণ গাই
হাতে করতালি দিয়ে,
সুরে তালে লয় মিলিয়ে,
হরিনামের ভিক্ষা দিয়ে,
হরিনামের ভিক্ষা চাই॥

কীর্ত্তন—খেম্‌টা।

হরি বলে সবাই নাচে,
এমনি হরিনামের লীলা,
সাগর জলে হেলে দুলে,
লহর নাচে তাল বেতালা।
তুই কেনরে মরার মত,
নিঝুম হয়ে থাকিস এত,
নাচনা রে মন হরি বলে,
জুড়িয়ে যাবে প্রাণের জ্বালা॥ ৪

মুলতানী জলদ—একতালা।

প্রাণ গা রে! মন গা রে!
নিখিল ভুবন, ভাবে মগন,
হইয়ে ভাবে যাঁরে।
প্রাণারাম রামনাম,
গা রসনা অবিরাম,
ধরাধাম স্বর্গধাম পারি একধার,
জ্বলন্ত মরুভূ-মাঝে ভিজিবে সুধাধারে।

সাহানা—যৎ।

নগর চেয়ে কানন ভাল,
নাইকো হেথায় কোলাহল।
ভক্তি ভরে মধুর স্বরে,
মনরে আমার হরি বল॥
প্রতিধ্বনি গভীর স্বরে,
বলবে হরি দূরে ঘুরে,
বনের পাখী বলবে হরি,
দুলবে প্রেমে কুসুম-দলে॥ ৬

খাম্বাজ—একতালা।

ধীরি ধীরি বয় মৃদুল বায়,
ধীরি ধীরি ফুল দুলিছে তায়,
হাসিয়ে হাসিয়ে লতার গায়।
ভুরু ভুরু উড়ে ফুলের বাস,
কোকিল বসিয়ে কোকিল পাশ,
হরিগুণ গান হরিষে গায়।
ছোট ছোট ফুল হাসিয়ে,
গলে গল রাখি দুলিয়ে,
চুপি চুপি হরি বলিয়ে,
কোটি কোটি চখে চায়॥ ৭

সাওন মিশ্র—একতালা।

দিয়ে করতালি এস হরি বলি,
হরি নাম করি গান,
কাল হরি আয় হরি বলে,
শীতল করি তাপিত প্রাণ।
অলসে দিন বয়ে যায়,
প্রেমের হরিনাম বলি আই,
রাঙ্গা পায় সঁপি মন কায়;
সুধায় ভাসি দিবানিশি,
সুখে সুধা করি পান॥ ৮

বেহাগ—একতালা।

দেখ লো সজনি, চাঁদিনী রজনী,
সমুজ্জ্বল যমুনা গাওত গান,
কানন কানন, করত সমীরণ,
কুসুমে কুসুমে চুম্বন দান।

কাহে লো যমুনা, জোছন চল চল,
সুহাস সুনীল বারি?
আজু তোঁহারই, উজল সলিল পর
নয়ন সলিল দিব ডারি।
কাহে সমীরণ, লুটই কুসুম বন,
অলসি পড়সি যমুনায়!
তোঁহার চম্পক, বাসিত লহরে
নিশাস নিশান বায়।
জনম গোঁয়ায়নু, রোয়ত গোয়ত,
হামকো কোইত সাধল না।
সকল তয়াগনু, যো ধন আশে,
সো বি তয়াগল মোয়;
আপন ছোড়ি সব, আপন করনু যোয়,
সো বি সজনি পর হোয়!
যমুনে হাম, হাস লো হরষে,
হাম তব রোয়বে কে?
তোহারি সুহাসিত, নীল সলিল পরি,
রাধা ঝাপদে দে ॥ ৯

কীর্ত্তন।

দেখ্ রে আঁখি, আঁখি-ভরি,
গোলোকবিহারী হরি।
যারে হেরিলে যাইবি রে চলে—
ভবসিন্ধু পারে তরি।
হরি হরি বল অনুক্ষণ,
কর মন হরি নামের কীর্ত্তন,
তাই বলি আর ঘুচাও না মন,
দিবা বিভাবরী ॥ ১০

কীর্ত্তন।

তোর নাম রেখেছি হরিবোলা,
মনের সাধে ও আমার মন,
খেল না হরি নামের খেলা।
প্রেমে মেখে ভক্তি মাটী,
গড় না হরির চরণ দুটি,
আয় দুজনে সেই চরণে
পরিয়ে দি বন-ফুলের মালা ॥ ১১

সিন্ধু—চৌতাল।

অনন্ত শয়নে, হের নারায়ণে,
হের হের বিশ্ববাসিগণ।
পীতাম্বর হরি, মধুর মাধুরী,
পাদপাশে বিজলী বরণী;—
কিবা মোহনবেশে, কিবা মধুর হেসে,
হেরি হেরি লীলায় স্বপন ॥ ১২

ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।

এ চাঁদ মুখের হাসি নিয়ে,
ফুলের কুঁড়ির কাছে যাই।
কচি ঠোঁটে মাখিয়ে দিবো,
ফুটবে কুঁড়ি দেখবে তাই।
জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতি নিয়ে,
ফুল বাগানে জ্যোতির খেলা,
খেল্‌বো সুখে আয় না ভাই।

অমৃতলাল বসু।

অমৃতলাল বসু।

১২৬০ সালে ৬ই বৈশাখ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার জন্ম স্থান,—কলিকাতা কম্বুলি টোলা। বিদ্রূপের মর্ম্মভেদিনী ভাষায় ইনি সমাজ সমালোচনা করিতে কিরূপে সক্ষম, ইঁহার প্রণীত 'বিবাহ বিভ্রাট্' 'তাজ্জব ব্যাপার' এবং 'সাবাস আটাশ' 'প্রভৃতি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কটকে আটক র'বনা।
আপন করে যতন ক'রে
ফুলে দেহ ডানা॥
বেয়াড়া বুদ্ধির চোটে।
দিয়েছ সেকল কেটে॥
এখন গেটের বাহিরে পা দিয়েছি।
দখল কর জেনানা॥
আমরা সব কলেজ যাব, নলেজ পাব।
টিপ্পা খেয়ে করব সুখে বাবুয়ানা॥
এখন তোমার কুটনো কোটা,
বাটনা বাটা।
চাৎ লক্ষ্মী পুজোর আলপোনা॥
আমরা সব ছাড়ব সাড়ী, রাখবো দাড়ী
গাড়ী চড়ে আনা গোনা,—
(গুণপুরুষ) গাড়ী চড়ে আনাগোনা।
ছাড়বনা আড়ম্বর আর মোহন বেণী।
ঐটী নারীর নিশানা।
(গুণপুরুষ) ঐটী নারীর নিশানা॥
প্রেমের কাদর, রইল আদর,
গুছিয়ে কর গিন্নিপনা॥ ১

রাঁধা বাড়া হাঁড়িকাড়া ঘুচেছে বালাই।
শিলে লেগেছে আগুণ,
নোড়ার মুখে ছাই॥
আমাদের ক'রে স্বাধীন,
মিনসেরা হ'ল অধীন।
আফিস থেকে বাড়ী গিয়ে,
খাটে শুয়ে পা টেপাই॥
বেচারারা তাই রাঁধে,
উনুনে ফুঁ পাড়ে আর কাঁদে।
আপনার ফাঁদে আপনি প'ড়ে,—
হাবুডুবু খাচ্চে তাই॥
আমাদের আর কেবা পায়,
পতি সকা পড়ে পায়।
অন্দরের গন্ধ মাত্র
দেখ আর গায়ে নাই॥ ২

খাট হয়েছে বাপ।
সবাই মোদের কর মাপ ॥
মাগীদের স্বাধীন ক'রে,
এখন যেন মেড়া লড়ে।
আমাদের ঘাড়ে চড়ে
দিচ্চে উল্‌টো চাপ ॥
ঘুচে গিয়েছে কাচা,
অন্দর হয়েছে খাঁচা।
এখন যে প্রাণে বাঁচা,
গেল জন্মের পাপ ॥
ভাবলেম হবে স্বাধীন,
মজা দেবে দু দিন,
এখন দিন পেয়ে খিন্ খিন্ নাচে,
এ কিরে বাপ! দাপ ॥
মাগিকে মিন্‌সে কর্ত্তে,
যে আর বল্‌বে মত্তে,
পোঁতো তারে ইঁদুর গর্ত্তে,
জেনো, সে স্বয়ং কলির কাপ ॥
খেলেম কাণমলা, নাকমলা,
ফিরে কোন্ শালা,
স্ত্রী স্বাধীনতার কথা নিয়ে,
করবে লাফালাফ।
মেয়েদের দণ্ডবৎ,
দিলাম এই নাকে খৎ,
যেমনি পাপ করেছিলাম
তেমনি পেলেম তাপ ॥

পু। (এই) আজ থেকে দেশের
কাজ কর্ব্বো প্রাণপণ।
স্ত্রী। বলি, সেই টুকু মন সংসারেতে
দাওনা প্রাণধন ॥
পু। দেশে দেশে কমিশনার হবে
ইলেকৃশন্।
স্ত্রী। টাকার জোরে লাঠির তোড়ে,
মোড়ল সিলেকৃসন ॥
পু। ভারত মাতার তরে হবে
খুল্‌তে চাঁদার খাতা;—
(লক্ষ,—লক্ষ,—লক্ষ) খুল্‌তে
চাঁদার খাতা।
স্ত্রী। আদত মায়ের বিছানাত
দেখছি ছেঁড়া কাঁথা,—
(ইল্লি,—ঝিল্লি—রিল্লি দেখছি
ছেঁড়া কাঁথা ॥
পু। বিধবাদের বিবাহের উপায়
করি কি!
(ওহো,—ওহো,—ওহো) উপায়
করি কি!
স্ত্রী। ঘরে থুবড়ো মেয়ে চুবড়ী চাপা
পাড়ায় ছি ছি।
(ওগো—ওগো—ওগো) পাড়ায়
ছি ছি ॥
পু। যত আছে প্রেজুডিস, কর্ব্বো
সব অস্ত,—
(পুজো-পার্ব্বণ,—বামুন ভোজন
কর্ব্বো সব অস্ত ॥

স্ত্রী। কাল্ থেকে যে চাল বাড়ন্ত,
বুঝছো হনুমন্ত ?
(হাঁড়ী চন্ চন্,—কেঁড়ে ঠন্‌ঠন্)
বুঝছো হনুমন্ত ॥ ৩

ওরে গৌর গৌর বোল।
মহাপ্রভু মাই লর্ড এবার,
ঘুচে গেল গোল ॥
কাছা খুলে সোট-নিতাই,
হাত তুলে ভাই দিচ্ছে তাই,
ব্রাদার জগাই মাধাই,
তাকৃ তাকৃ সাঁই বাজায় খোল ॥
রেভারেণ্ড অদ্বৈত মত্ত,
প্রেমরসে, নীচ সমান কর্‌ছে,
প্রায় তুলসী তলায় বসে,
বসে মালপো তুসে,
নদে বাসী দিচ্ছে হারবোল ॥
নদীয়ার গৌরাঙ্গের কিবা,
নব রঙ্গ, সেভিয়র বলে এবার
ডাক্‌ছে তাঁরে বঙ্গ,
বাগবাজারে বাণ ডেকেছে
বৈদ্যনাথে বিষম গোল ॥ ৪

ভেক নিয়ে এক বাধিয়েছি ভাই গোল।
(এখন) ঘরে ঘরে চল্‌ছে খেকি,
খিচুড়িতে মাছের ঝোল ॥
(মাগ্‌গী) বামাম চেলের ভাত,
আর থাকবে নাকো জাত,
নীচের বাঁধন রইবে কিসে,
গোল্লায় গেয়েয় পড়্‌লে নোল ॥
বামুন যদি পড়ে জুতো,
কেন না মুচী পরবে সুতো,
ধোপা সে ত বাপের ঠাকুর,
ভাটপাড়াতে খুল্‌বে টোল,—
এখন নেড়া-নেড়ী বাড়ী বাড়ী,—
হরি—হরি—হরি—বোল ॥ ৫

প্রাণ কি চায় রে কে জানে।
পোড়া মন টেকেনা এখানে ॥
হায় রে যদি চকোর হতেম,
উধাও হ'য়ে উড়ে যেতোম,
সাধ মিটায়ে সুধা খেতোম,
চেয়ে রতেম চাঁদের পানে ॥ ৬

বাউলের সুর।
লেখা পড়ায় রগড় কি।
ইংরাজিতে এলে বি এ,
পাশ করেছেন ঠাকুর কি ॥
মুখুয্যেদের শরৎশশী, কুসুমকামিনী,
এরা জজের কেরানী, মরি হায়,—
আবার লাট-কৌন্সিলের
মেম্বর হবে গো,—
মিস্তিরদের সেই বিরাজি ॥

রিশমী কোট আর কুসুমীরঙ্গের
ধুতি পরণে,—
চীনের জুতা চরণে, মরি হায়,—
আবার কি শোভা পায়,
অ্যালবার্ট চেনে গো,—
ষ্টকিনের উপর মল ঘুঁগাছি॥
দাদার কষ্ট কর্‌তে নষ্ট ত্যজে নারীর
বেশ,
বৌ পরেছেন মিলিটারী ড্রেস,
মরি হায়,—
আবার বিলাত যাবেন সভ্য
হবেন গো,—
সিবিল সারবিস্ পাশ করিবেন
শুনিতেছি॥
মনে মনে হচ্চে সে আবার আমার
হোপ,
মেজ-দিদি ধরবেন এবার ষ্টেথিস্কোপ,
আবার বগলে দে থারমমিটার গো,—
নোট করিবেন ক ডিগ্রী॥ ৭

ভক্ত নাই আমাদের কর্ত্তাদের মতন।
হিঁদুমতে সাহেব হতে সতত যতন॥
যদি খাবে বিলাতী বিস্কুট।
আগে দেবে হরির লুট।
ভক্তি করে ঠাকুর ঘরে ক'রে নিবেদন।
না করে গো গঙ্গাস্নান,
করেন নাকো ব্রাণ্ডি পান,
নেশা হ'লে হরি ব'লে কেঁদে অচেতন॥
পাছে সকুড়ি লাগে হাতে,
তাই চামচে চালান ভাতে,
ধর্ম্ম খেতে ধর্ম্ম শুতে ধর্ম্মতলায় মন।
পাখী যদি রামনাম করে,
মোহনচূড়া শিরে পরে,
তবে তারে দেন উদরে, বলে নারায়ণ।
(আবার) শালিক শকুন খাননা কভু
এমনি কঠিন পণ॥ ৯

ঝন-ঝন-ঝন-ঝন-ঝনং।
বাবুদের বিলাত গমনং॥
ধর্ম্মের বেড়েছে মাত্রা, সমুদ্রে হবে যাত্রা
বাপের হয় না গঙ্গাযাত্রা গৃহে মরণং।
আসছে সব বিধি নিতে,
এমনি বিধি হবে দিতে,
দেখেননি যা বিধির পিতে,চৌদ্দভুবনং॥
মহাতীর্থ কলিকালে,
পুরাণে লণ্ডনে বলে,
পুঁথি খুলে দিব বলে নাস্তি খণ্ডনং।
ঋগ্বেদেতে স্পষ্ট উক্তি,
চাও যদি পরা মুক্তি,
ভক্তিভরে পেটং ভরে মুরগী স্মরণং॥
আকণ্ঠ মটনং খেলে,
বৈকুণ্ঠেতে যাবে চলে,
অখাদ্য সংযোগে মদ্য সদ্য শোধনং।
জলযোগে নিশিযোগে দধিভোজনং
ইতি শাস্ত্রশাসনং॥ ৯

হ-য-ব-র-ল জ-ড়-দ-প ব,
চ-ট-ত-ক-প সকর্ণে র্থ,
ইহাগচ্ছ উহাগচ্ছ ভূরি-ভূরি শাস্ত্র-
বচনং।
হিন্দুশাস্ত্রে নানা অর্থ,
অর্থ বুঝে করি অর্থ,
ভো-ভো-স্মার্ত্ত শিরোমণি ন্যায়ভূষণং।
যেন-তেন-প্রকারেণ (চাই) ধন-ধন-
ধন-ধন-ধনং॥ ১০

বধূমাতাগণের গীত।

ছি ছি ছি ছি ছেড়ে দাওনা ভাই।
ও, মিনে মাইনের চুলোর
চাকুরীর মুখেতে দে ছাই॥
মিটিং করে এস ঘরে শুকিয়ে
সোনার মুখ বুঝবে কি নীরস
পুরুষ ফাটে নারীর বুক,
আবার সুখের উপর দুঃখ
দেখন বকুন বড়াই।
আমরা শিখেছি আবদার,
বলছি নাথ শুন ধন্দবার,
আর পা বাড়িও নাক, মাড়িও
নাক, টাউন হলের দ্বার;—
যাক যাক সে বালাই॥
খেয়ে ঘরে তাড়িয়ে বনের
মোষ, মিনি দোষে ধরে ক'সে
একি লো আপশোশ—
ফোঁস ফোঁসানি কাজ কি স'য়ে
বলনা আসে ছেড়ি ঠাঁই॥
মিষ্টার নাথ বঁধু নাথ
শুন প্রাণের খোয়ার,—
বলি পায়ে ধরে মাথায় কিরে,
আর সমনা খোয়ার,—
মানে মান রাখনা আমরা
তাতে বর্ত্তে যাই॥
নৈলে দাড়ী নেড়ে গাড়ী চড়ে,
বেড়িও নাক আর,—
জেলে গোঁফে তাও-, কোট পেণ্টুল
পরে শাড়ী মুড়ে চন্দ্রহার—
পুরুষ হয়ে পৌরুষ গেলে,
রই লাজ কি শুধাই তাই?
তোমারই কি বল ভাই (হাঁ (হ্যাঁ)
—ফাই! ফাই! ফাই! ১১

সম্পূর্ণ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

১২৫০ সালের ১৫ই ফাল্গুন ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম,—৺ নীলকমল ঘোষ ইঁহাদের আদি নিবাস,—হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগর। বর্ত্তমান বাস,—কলিকাতা।

গৌরী—একতালা।

আমার পাগল বাবা পাগলী আমার মা
আমি তাদের পাগল মেয়ে—
আমার মায়ের নাম শ্যামা॥
বাবা বোম-বোম বলে,
মদ খেয়ে মা গায় পড়ে ঢলে,
শ্যামার এলোকেশে দোলে,
রাঙ্গা পায়ে ভ্রমর গাজে,
ঐ নূপুর বাজে শোন মা॥ ১

মালকোষ—আড়াঠেকা।

রাঙ্গা কমল রাঙ্গা করে,
রাঙ্গা কমল রাঙ্গা পায়।
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হাসি,
রাঙ্গা মালা রাঙ্গা গায়॥
রাঙ্গা ভূষণ, রাঙ্গা বসন,
রাঙ্গা মায়ের ত্রিনয়ন,
কত রাঙ্গা রবি শশী,
রাঙ্গা নখে পড়ে হায়।
পদ্ম ভ্রমে পদতলে,
পড়ে অলি দলে দলে,
এলো কে রূপসী ডাকলে,
তাপিত প্রাণ জুড়ায়॥ ২

মিশ্রিত—একতালা।

হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়।
আমি ভবে একা, দাও হে দেখা,
প্রাণ সখা রাখ পায়॥
কাল শশী বাজালে বাঁশী,
ছিলাম গৃহবাসী কল্লে উদাসী,
কুল ত্যজে হে অকূলে ভাসি;—
হৃদ্‌বিহারী কোথায় হরি,
পিপাসী প্রাণ তোমায় চায়॥ ৩

দেশ—একতালা।

কেশব! কুরু করুণা দীনে,
কুঞ্জকানন চারি।
মাধব মনোমোহন,
মোহন মুরলী ধারি॥

(হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !
মন আমার) ব্রজকিশোর কালিয়
দমন, কাতর ভয় ভঞ্জন ;—
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখি পাখা,
রাধিকা হৃদি রঞ্জন।
গোবর্দ্ধন ধারণ, বন কুসুম ভূষণ,
দামোদর কংস-দর্পহারি।
শ্যাম রাস রসবিহারি ॥
(হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !
মন আমার) ॥ ৪

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—পোস্তা।
আমার এই সাধের তরী,
প্রেমিক বিনে নিইনি কারে।
যে প্রেম জানে না চড়্‌তে মানা,
ডোবে তরী একটু ভারে ॥
মনে মনে বুঝে দেখ,
এস যদি প্রেমিক থাক,
যে ধর প্রেম পসরা, এস
ত্বরা নেয়াই পারে।
প্রেম তুফানে তরী ভাসে,
দেখলে প্রেমিক কূলে আসে,
ঢেউ দেখে যে ভয় পাবে না,
অকূল পারে নেয়াই তারে ॥ ৫

রামকেলী—দাদরা।
রামনাম গাওরে বনের পাখী,
প্রাণভরে আর রাম বলে ডাকি।
রামনাম গাওরে বীণে,
নামের গুণে ভাসে শীলে,
রামনাম গেয়েছিল
বনের যত বানর মিলে,
গুহ প্রেমের ভক্তে নাম গেয়েছে,
পেয়েছে নীল কমল আঁখি ॥ ৬

পাহাড়ী—পিলু।
অলি ব্যাকুল কাঁদিছে গুঞ্জরি লো।
নাহি হেরি কুসুম মঞ্জরী লো ॥
চিত চঞ্চল ধাইছে সরোবরে,
গুন্ গুন্ স্বরে মনে ব্যথা করে সকাতরে
শূন্য সরোনীর নেহারি লো ॥ ৭

বেহাগ বাহার—একতালা।
হায় রে হায় প্রেমিক যে জন
সে কেন চায় ভালবাসা।
দিলে নিলে বদল পেলে,
ফুরিয়ে গেল প্রেমপিপাসা ॥
প্রেমে কয় ভালবাসি,
পরাব না পরবো ফাঁসি,
চায়না প্রেম কেনা বেচা,
ভালবেসে পুরায় আশা ॥ ৮

রাম রহিমে না জুদা করো দিলকো
সাচ্চা রাখো জি।
হাঁজি হাঁজি কর্‌তে রহো,
দুনিয়াদারি দেখো জি ॥
সব রেসা তব্ ভেশা হোয়ে,
অগনমে রহেনা জি।

মাটি সেইয়া বদন বনি হ্যায়,
ইয়াদ হরদম রাখনা জি ॥
সব তক্ সকো ফরক্ রহো ভাই,
যিস্‌যিস কাম সে যানাজি।
কেয়া জানে কব্ দম্ ছুটে গা,
উস্‌কো নেহি ঠিকানা জি ॥
দুস্‌মন তেরা সাথ ফিরতা হ্যায়,
দেখো ভাই সব সেকো জি।
দুস্‌মন সে বাঁচানা ওয়ালে,
উন বিনে হ্যায় নেই কো জি ॥ ৯

মল্লার—দাদ্‌রা।

আমরা চার রকমের চার বিরহিণী।
বিচ্ছেদে মনের খেদে
ঝুরি দিবা যামিনী ॥
কারুর বুকে ছার পিরীতের,
দমা ধরেছে কেউ পিরীতের,
কহুনীতে জ্যান্তে মরেছে,
কারুর লজ্জা—সরম, ধরম—
করম সকল হয়েছে,
কেউ পিরীতে উঠি পড়ি,
তবু পিরীত ছাড়িনি ॥
প্রেম করে কেউ আড় নয়নে চায়,
কেউ ধুলো মাখে গায়,
পিরীত তোরে বলিহারী হায়!
কেউ নয়ন জলে গাঁথে মালা,
কেউ বা প্রেমে মানিনী ॥ ১০

সোহিনী বাহার—জলদ তেতালা।

পিক কুহু বোলে মঞ্জু কুঞ্জ দোলে,
মধুর সমীর বহে ধীরে।
ফুল্ল দিনকর, ফুল্ল সরোবর,
ফুল্ল রতনরাজী নীরে ॥
শ্যাম তৃণতল, শ্যাম তরুদল,
কুসুম-ভূষণ শিরে।
কুল কুল আকুল, আকুল অলিকুল,
ভ্রমিছে চুমিছে ফিরে ফিরে ॥ ১১

হরশৃঙ্গার—পটতাল।

গাও বীণা গাওরে—
গাও ইন্দ্রসনে, ক্ষীরসরোবরে,
অনন্ত শয়নে, অনন্ত নীরে,
গাও বীণা গাওরে;
ভক্তি-প্রবাহে পরাণ ভাসাও,
গাও বীণা গাওরে।
রাবণ শাসন, দেবগণ পীড়ন,
কাতর দেবগণ, রোদন ঘন, ঘন,
নিত্য নিরঞ্জনে ডাকি;
নির্গুন সগুণ, অচেতন চেতন,
ফুটিল অনন্ত দু-আঁখি;
চিত্ত মাতাও
গাও বীণা গাওরে।
চারি অংশে হায়, অবনীতে অবতরি,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ, ভরত শত্রুঘ্ন,
ধন্য ধন্য গাও দশরথ রাজা।

রবিকুল,— রবি সমতেজা,
নারায়ণ-নন্দন পাইল পাইল,
বাল্মীকি গাইল ;
প্রেম সলিলে নয়ন ভাসাও,
গাও বীণা গাওরে ;—
তাড়কা-নিধন, হরধনু ভঞ্জন,
সীতা গুণ-গান গাওরে।
জগৎ মাতাও, জগৎ ভাসাও,
উধাও উধাও গাওরে ;
জানকী পদ স্মরি গাওরে।
গাও বীণা গাওরে ॥
সীতারাম মিলন, মোহিনী মাধুরী,
নেহার নেহার চিত প্রাণভরি,
সুধা পিও সুধা পিও ;
ভৃগুরাম শাসন, ত্রিদিব বন্দন,
অযোধ্যা ভাসিল, অযোধ্যা নাচিল
রাম রাজা হবে কালি ;
উল্লাসে গাও বীণা, গগন পুরাও,
গাও বীণা গাওরে।
অযোধ্যানগরী, হাহারবে ভরি,
শ্রীহরি কাননচারী ;
গহনে রক্ষরণ, মায়া-মৃগ দরশন,
জানকী হরণ, মিলন সুগ্রীব সনে,
সাগর-বন্ধন, রাক্ষস নিধন,
চণ্ডালে কোল দিয়া, মহিমা বিকাশিয়া,
শ্রীরাম রাজা জানকী বামে ;
রসতরঙ্গে প্রাণ ভাসাও
গাও গাও বীণা গাওরে ॥ ১২

সাওন বাহার—একতালা।

কোন্ গগনে ছিলরে এ দুটী চাঁদ।
এল ধরাতলে।
চাঁদে মিলে, দেখ কত খেলে,
আধ হাসেরে চাঁদ, আধ ভাসেরে চাঁদ,
ভাসে নয়ন-জলে।
কথা চাঁদে চাঁদে, কথা কত ছাঁদে,
কথা নয়নে নীরবে রে,—
পিয়ে সুধা প্রাণ দোলে ॥ ১৩

পঞ্চম বাহার—একতালা।

সাগর ধরে আদরে হৃদয়ে,
অসীম কুসুম প্রান্তর।
ধীর সলিল ঢল ঢল ঢল
মৃদু অনিল তর-তর ॥
শতদল কত দোলে দলে দলে,
যেন শত শশী ভাসে কাল জলে,
আমোদিনী ভাতে কুমুদিনী,
তরুণ তপন যেন মণি শ্রেণী,
রক্ত পীত সিত রাগে,
কহ্লার মালা হাসে অনুরাগে,
অলি ছোটে, মধু লোটে.
বিহঙ্গগীত উথলে কত,
কুহু কুহু পিক স্বর ॥ ১৪

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

উঠা বাবা প্রেমের তুফানে।
টানে প্রাণ যায়রে ভেসে,—
কোথায় নেবায় কে জানে ॥

কোথাও বিষম ঘূরণ পাক,
চুবন খেয়ে হাঁপিয়ে উঠে,
ছুনিয়া দ্যাখে ফাঁক ;—
কোথাও তর তরে ধায়,
ভাসিয়ে নে যায়,
টান পড়েছে কি টানে ॥ ১৫

কাফি মিশ্র—একতালা।

ও মা! কেমন মা কে জানে!
মা ব'লে মা ডাকৃচি কত,
বাজে না মা! তোর প্রাণে ॥
মা বলে ত ডাকৃব না আর,
লাগে কিনা দেখব তোমার,
বাবা বলে ডাকৃব এবার,
প্রাণ যদি না মানে॥
পাষাণী পাষাণের মেয়ে,
দ্যাখে নাক একবার চেয়ে,
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে,
বেড়ায় সে শ্মশানে ॥ ১৬

কি হায়! আর কেন মায়া!
কাঞ্চন কায়া ত রবে না।
দিন যাবে দিন রবে না ত,
কি হবে তোর ভবে।
আজ পোহালে কাল কি হবে,
দিন পাবি তুই কবে ॥

সাধ কখন মেটেনা ভাই,
সাধে পড়ুক বাজ।
বেলাবেলি চলরে চলি সাধি,
আপন কাজ ॥
কেউ কার নয়, দ্যাখনা চেয়ে,
কবে ফুটবে আঁখি।
আপন রতন বেচে নে চল,
হরি ব'লে ডাকি ॥ ১৭

সরফর্দা জিল্লা—একতালা।

সাগর-কূলে, বসিয়া বিরলে,
হেরিব লহর-মালা।
মন-বেদনা কব সমীরণে,
গগনে জানাব জ্বালা।
প্রতারণাময়, মানব প্রাণ,
আর না হেরিব নর-বয়ান।
সমাজ-শ্মশানে, রহিব না আর,
বহিব না দুঃখ ডালা ॥ ১৮

খাম্বাজ (মিশ্র)—একতালা।

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই ?
কোথা হ'তে আসি কোথা,
ভেসে যাই ?
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।
কে খেলায় আমি খেলি বা কেন ?
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন ;

এ কেমন ঘোর, হবে না কি ভোর ?
অধীর অধীর যেমাত সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই।
জানি না কে বা এসেছি কোথায় ?
যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে ;
চারিদিকে গোল উঠে নানা রোল ;
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায় ;
এই আছে আর তখনি নাই।
কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল ?
কে জানে কেমন কি খেলা হল ?
প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি ?
যাই যাই কোথা কূল কি নাই।
কয় হে চেতন, কে আছ চেতন ?
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন ?
যে আছ চেতন ঘুমাইও না আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার,
করো তমো নাশ, হও হে প্রকাশ,
তব পদে তাই শরণ চাই॥ ১৯

সম্পূর্ণ।

ওয়াজিদ-আলি শা।

ওয়াজিদ-আলি শা।

ইনি অযোধ্যার শেষ নবাব। কলিকাতার দক্ষিণ মেটেবুরুজ নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বংশ বিদ্যমান।

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

যবে ছোড়ে চলে লক্ষ্ণৌনগরী
কাহা হালে আদম পর কেয়া গুজারি
আধানা গুজারি, সদা মা গুজারি
যব হাম গুজারি দুনিয়া গুজারি॥ ১

সম্পূর্ণ।

নওলকিশোর।

বাগেশ্রী—চৌতাল।

তারা তেরো চরণ, তারণ ভব-সাগর বারণ।

ভক্তনকে আধার, নাম উদ্ধার তেরো, অঘ কাটন কুঠার, চার ফল লহত জপত বারণ॥

ব্রহ্মলোক বিষ্ণুলোক, সুরলোক নাগলোক, শ্রী আদি কারণ ;—

নওলকিশোর গাওবত তেরো যশ, সুর নর মুনি গন্ধর্ব্ব চারণ॥ ১

কেদারা—চৌতাল।

শিউ শক্তি রূপ, স্বরূপ অনুপ ধরে, কৈলাস সুখ নিবাস।

শীষ গঙ্গা জটাজূট, মুকুট বেণী-রাজিত, উর ব্যাল মুক্তমালা, ধো কর বিলাস॥

বাঘাম্বর, পীতাম্বর, কর ত্রিশূল আওর পরশু, ভস্ম অঙ্গে শোভিত, কেশর বাস ;—

হুঁ তো তেহারে দাস, জনম জনমকো কীজে কৃপা কোর দিজে, ভক্তি আনন্দ প্রকাশ॥ ২

দেশকার—চৌতাল।

নাদ বিদ্যা অপার, যবন সরস্বতী প্রসাদ কো জানে।

সপ্তসুর তিন গ্রাম, একুইস মূর্চ্ছনা বাইশ শোরত কী সুরত রাখি, ধরণ মুরণ তান পরনকো অনুমানে॥

বাদী বিবাদী অনুবাদী সমবাদী, শুদ্ধ সালংক সংকীরণ, শুদ্ধ বিকৃত, নেম বিরস অচ্ছর, রাগ রূপ সো সাধে ;—কহত নওলকিশোর, এরা বাকবাণী প্রসন্ন হোয়ে, দিজে বর, অব, কবিতা ঠানে॥ ৩

শুক্ল বেলাওল—চৌতাল।

তু তারা তারসি, অধম হুঁ, কহঁ সুযশ শুনি, আয়ো তুয়া শরণ, দয়া কর মেহি দাস জান।

(ঝাঁপতাল) শীষ জটাজূট, ভালে চন্দ্র মুণ্ডমালা, নীলবরণী দিব্য চর্ম্মাম্বরী, ইন্দীবর খপ্পর, খর্তা খড়্গপাণি॥

(সুরফাঁকতাল) তেরো প্রসাদতে, কবিতা শক্তি হোত, ভক্তি মুক্তি পাও-বত, শপথ তোয় মন মানি ;—

(তেওরা) নওলকিশোর কো, ভক্তি দিজে চরণকো, দুজো তুয়া শরণ কোউ নানি॥ ৪

ছোট মিঞা।

ছোট মিঞা।

ছায়নাট—তিওট।

দের্ দের্ তানানা তানা দেরে না।
তানা দেরে না, তানানা আ-আ-আ,
আ-আ-আ-আ আদানি ॥

নাদের দের দিম দিম তানানা
তানানা তানা দেরেনা তানা দেরেনা
তা দানি ; স স গ ম পপপ পম, ধ ধ
নীধপ, সানীধ ধ প প, রে রে গম প
পপ রে রে সা ॥ ১

সম্পূর্ণ।

দুন্দী খাঁ।

দুন্দী খাঁ।

নটমল্লার—চৌতাল।

নব ভবন নব রাবর, নব বাস নব
আশ, নই কিরীট কুণ্ডল, নই নই
হে কলঙ্গীরি।

নই হরা বনশীর, নই রাস ভোজন
নই, নই প্রীত প্রবাহ বিহরি ॥
নব নেহ নব গেহ, নবল লালসোঁ।
নই প্রীত প্রগট ভঁই ;—
দুন্দিকে প্রভু, তোম ভয়ো নায়ক
শ্যামরো সলোন, তো সোঁ রহত
উমঙ্গীরি ॥ ১

সম্পূর্ণ।

মতিলাল রায়।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাতশালা ইহাঁর স্বগ্রাম। বর্ত্তমান বাস নবদ্বীপ। ইহাঁর বয়স এক্ষণে প্রায় ৬০ বৎসর। ইনি দেশবিখ্যাত যাত্রাকর।

ওতো নয় নবঘন, রামবিচ্ছেদ-হুতাশন, করেছে যে দাহন, অযোধ্যা এবার।

তাইতে এমন আকার, দিনে অন্ধকার, (আর কি অযোধ্যায় সে দিন আছে?) মেঘগর্জ্জন নয়,—ও কেবল হাহাকার? রাজপথে এত নয়রে মেঘের জল, অযোধ্যাবাসীর চোখের জল কেবল, পথ অতি কুচল, রথচক্র অচল, (রামশোকে কারো কি চলাচল আছে) দীর্ঘনিশ্বাস প্রবলবায়ু আনবার॥ ১

মাতঃ! শৈলসুতা-সপত্নি!
শিবে শিব-সিমন্তিনি!

তুমি ভবের শক্তি, ভবের উক্তি, ভবে মুক্তি পায়, যে জন শত যোজন অন্তে ভজন ক'রে গুণ গায়; আমি অতি নিরুপায়, ত্রাসে কলেবর কাঁপায়, নাহি মন তব পায়, উপায় কর জননি।

শুনি, সাধু কি পাতকীর অস্থি হলে নীরস্থ, সে ভবে যাতায়াত হতে হয় নিরস্ত, হলে তব তীরস্থ, অন্তিমে ভয়স্ত তারে সুস্থ কর দিয়ে অভয় পদ দুখানি॥

যেমন করুণা করেছ মাগো সে ভগীরথে, তেমনি কৃপাদৃষ্টি কর অভাজন ভরতে, পিতা দশরথে, লয়ে পুষ্পরথে, পাঠাও বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনী।

যখন অবশ অঙ্গে পড়ব গঙ্গে তব তরঙ্গে, তার সঙ্গে সঙ্গে ত্যজব সব অন্তরঙ্গে, তখন গতিস্তং গঙ্গে, নাশি শমন আতঙ্কে, করো দুর্ম্মতি মাতঙ্গে কোলে কালঘাতিনী॥ ২

সুরট-মল্লার—কাওয়ালী।

মন কি খেলা খেলিছ দেহ-অঙ্গনে।
খেলা যে জানে, তারি সঙ্গ নে;—
নতুবা কোন্ খেলা খেলে,
দিবি বিষম ফেরে ফেলে,
এখন রয়েছ পঞ্চা ছকায় বন্ধনে॥

এবার হারিলে পাশায়,
পড়বে দুর্দ্দশায়,
বন্ধু-বান্ধব কোন কথায় দেবেনারে সায়
ত্যজ্য ক'রে পাপ আশা,
হরি ব'লে ফেল পাশা,
যাবে কষ্ট দেখবি স্পষ্ট সে নিরঞ্জনে ॥ ৩

কৈ তোদের সখা হরি।
ডেকে একবার দেখা আমায়
এই ভিক্ষা করি ॥
বলিস্ নে যেন তোদের কাছে,
দুরাত্মা বিদুর আছে,
দেখা দেবার ভয়ে পাছে,
লুকায় বংশীধারী ॥ ৪

কোথায় সঙ্কটের ঔষধি শঙ্করের হৃদয়নিধি।
ওহে কৃষ্ণ একি কষ্ট যাদের রাখলে, গৌরবে সেই পাণ্ডবের মান নষ্ট করে দুষ্ট কৌরবে, নামে কলঙ্ক রবে, ধরা পূরিবে রবে; শ্রীপদ ভেবে বিপদ গ্রস্তা দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদী ॥

ওহে সুদর্শনধারি একবার কর দরশন, করে দুঃশাসন তব দাসীর বসন আকর্ষণ, আবার যে কটু ভর্ৎসন যেন ভুজঙ্গ দংশন, কৃষ্ণ বলে জলে যাব দেখা না দাও হে যদি।

আমি সর্ব্বত্র শুনেছি ওহে গোপীকা-রঞ্জন, হয় মধুসূদন নামে সব বিপদ ভঞ্জন, তবে কেন ধন জন, সব দিয়ে বিসর্জ্জন, কাঁদে পঞ্চজন, কৃষ্ণ বলে নিরবধি ॥

যে মনস্তাপ দিচ্ছে আমায় এ পাপমতি, এর উপর যদি না কর হে যথামতি, ও পায়, সঁপিতে মতি, কারো হবে না মতি, এই, দুর্ম্মতি বলিবে তোমায় ভক্ত বিরোধী ॥ ৫

মনে কি পড়েছে তোমার
দাসী বলে গুণমণি।
ভুলে এতক্ষণ কোথা ছিলে হে হরি,
বল কি দোষে বঞ্চিত শ্রীপদে
দুঃখিনী পাণ্ডব-রমণী ॥
ঐ দেখ পাণ্ডুগণ, দুঃখেতে মগন,
(হরি এ খেলা কার বুঝতে নারি)
কৃষ্ণ-ভ্রষ্ট যেন মণিহারা ফণি ॥
দাসীরে কর দরশন,
দুঃশাসন হরিছে বসন,
হে পীত বসন,
কর লজ্জা নিবারণ, নীরদ বরণ,
(সভাতে বিবস্ত্রা হলেম)
নইলে কৃষ্ণ বলে প্রাণ ত্যাজব এখনি ॥

হরি গতি এই কি তার।
যে জন ত্রাহি মাং মধুসূদন,
বলে বার বার ॥

কু দর্শন দুঃশাসন,
দ্রৌপদীরে যে শাসন,—
করে করি কেশ আকর্ষণ;
আবার হরিতে যায় বসন হে,
ওহে পীত বসন এ সব করি,
দরশন নয়নেতে বারি,
বরিষণ সবাকার ॥ ৭

স্মর স্মর মাধব স্মর-হর বান্ধব।
সর্ব্ব কার্য্যেষু মাধবং স্মরন্তি সর্ব্বসাধবঃ
যখন হবে শেষ গতি,
মাধব তখন সঙ্গতি,
অগতির গতি,
মাধবে থাকিলে মতি,
কুমতি হবে সুমতি,
অন্তে যাবে দুর্গতি,
স্মরিয়ে মাধব, জীব-মুক্ত সে উদ্ধব ॥ ৮

হরি নামে যত সুধা,
আছে কি তা রত্নাকরে।
সুধাকরে কি এত সুধা করে,
কটু তিক্ত যত আছে,
হরিনামে সব সুধা করে ॥
যে বলিল হরি হরি,
জন্ম মৃত্যু গেল হরি,
প্রেমে অঙ্গ রহে শিহরি,—
অষ্ট প্রহরই,—তাই বলি ভাই
বল হরি,—নামে যায় ভব-
লহরী,—এ নাম পরিহরি,
জীবের কি দুর্গতি হরি হরি,
হরি বিনে কে আছে প্রহরী,—
যখন শমন-কিঙ্করে আসি,
বন্ধন করবে করে করে ॥ ৯

কোথায় ভাই প্রাণ কানাই
প্রাণ হারাই দেখা দে।
দেখে যা সখাদের দশা।
আসিয়ে কালিয় হ্রদে ॥
বিষে অবশাঙ্গ, তোর সঙ্গে খেলা সাঙ্গ,
বড় সাধ মৃত্যুকালে দেখিব ত্রিভঙ্গ;—
বিষ হতেও তোর অদর্শন,
শেল সম বুকে বাধে ॥
বড় দুঃখ তোরে জানাই,
আমাদের মার আর কেহ নাই,
মা বলে তুই ডাকিস কানাই,
মা যেন না কাঁদে,—
মরুক মঙ্গল মধু মঙ্গল,
শ্রীদাম সুবল কৃষ্ণ মঙ্গল,
কৃষ্ণ থাকিলেই সব মঙ্গল,
নাই অমঙ্গল;—
ব্যাকুল মতি মরণ-কালে,
দেখ্‌তে সেই প্রাণ কালাচাঁদে ॥ ১০

সম্পূর্ণ।

ব্রজমোহন রায়।

ইহাঁর যাত্রার দল ছিল; সে দলের প্রসিদ্ধিও খুবই ছিল। হুগলী জেলার অন্তর্গত জিরেট-বলাগড়ের নিকটবর্ত্তী তেঁতুলে গ্রামে ইহাঁর নিবাস ছিল।

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

দেখয়ে মন নিশ্চিত, হইল চিত চঞ্চল,
আর কেন বিলম্ব গোপাল,
চল চল রে ব্রজে চল।
ভেবে দেখ তুমি কাঁদিয়ে,
এসেছ বাছা কি বলিয়ে,
কালি আসিবে বলিয়ে,
তোমার কত কাল যে গেল গেল॥
হারা হয়ে রে নীল মণি,
যেন কে হ'রে নিলমণি,
পাপিনী তাপিনী রাণী
মা তোর ধরাতলে,—
তারা-সাধনের ধনে হারা,
হলে হয়েছি তারা-হারা,
তুমি নয়ন-তারা ভিন্ন,
তার আর কি আছে সম্বল॥ ১

বেহাগ।

প্রাণ যায়, আজ কোথায়,
রহিলে প্রাণের নন্দন।
বিলম্ব কি কারণ॥
বাছা কি মনে নাই তোমার,
তুমি যে সবে ধন আমার,—
না হ'তে নিত্য প্রদোষ,
তুমি ত কুটীরে এস,
কি বল আকুল আজ
না হেরে তোমার চাঁদবদন॥
মম দেহের জীবন, অন্ধের যষ্টি যেমন,
দরিদ্রেরই ধন,—
না পেলে আজ তোমাধনে,
নাহি প্রয়োজন এ পাপ প্রাণে রে—
আমি ত্যজিব—
অনলে কিংবা জীবনে জীবন॥ ২

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কঠিন হইয়ে, তোমারে রাখিয়ে,
কেমনে যাইব প্রেয়সি।
তুমি কি ভাব, আমি কি ভাবিনে,
ব'লে কি জানাব যে দুঃখ জীবনে,
বিরহ-যন্ত্রণা সহিব কেমনে,
তাই ভাবি দিবানিশি॥

যে দেখি বদন মলিন তোমায়,
রাহুগ্রস্ত যেন পূর্ণ শশধর,
দুঃখানলে দহে সতত অন্তর,
আঁখিনীরে সদা ভাসি ॥ ৩

জংলা খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কাননে দেখ ফুল ফুটেছে নানা জাতি।
শোভা অতি।
জাতি-যূথী গন্ধরাজ রজনীগন্ধা
গোলাপ সেঁউতি।
কৃষ্ণকেলী চাপা চামেলী, জুঁই,
ভুঁই-কনক-চাপা মল্লিকা মালতী ॥
করবী জবা কামিনী,সেফালিকা সূর্য্যমণি,
স্থলপদ্ম কস্কে বকুল জলে পদ্মিনী,
কিংশুক কাঞ্চন, পলাশ আর রঙ্গন,
হেরে গোল গোল গোলাপ গেঁদা,
তরুলতা,শ্যামালতা, কৃষ্ণচূড়া,
ঝাঁটি ঘাঁটি ভুলে যুবতী ॥
অশোক অপরাজিতা,
রাধাপদ্ম ঝুমকালতা,
খসখসে আকন্দ বাকস,
বাস করে তথা,—
পলাশ আর পারুল,
ধুতুরা মোরগা ফুল,
কাটমল্লিকা লবঙ্গলতা,
জগন্নাথ প্রসাদ জয়ন্তি।
কুরচিফুলে যায় না অলি,
মাধবী ভুলায় যুবতী ॥ ৪

জংলাখাম্বাজ—কাওয়ালী।

দেখ জলে দলে দলে
মাছে করে খেলা।
কাতলা রুই মাগুর বোল ল্যাটা
গরচা পুঁটী মৌরলা ॥
সোনা খয়রুকে চাঁদা চিংড়ী
ভেদা ভেট্‌কী চিতল গর্জ্জলা।
রুই মিরগেল মাছের সেরা,
কালবোশ পোনা আর ট্যাংরা,
বাণ বুয়াল আর পাব্দা বাটা
খয়রা খে'রবোলা ॥
ইলিশ মাছ মাছের রাজা,
গভীর জলে নিচ্চে মজা,
শঙ্কর শাল পার্শে তিমি নেড়ে
যায় লেজা,—
তেচোখো চ্যাং বেলে,
গুড় গুড়ি কাতাশী বেলে,
কামকেড়ে নেড়ে যায় মাথা।
খেলা দেখ্‌তে পাই,
ভান কুলি আর চাই,
বাঁশপাতা পিটুলী বেলে,
মুড়কী বেলে, পাটট্যাংরা,
ডিমে ভরা হেরে প্রাণ জুড়াই।
এরা চারে টোপ নেয় না
জল করে ঘোলা ॥ ৫

সম্পূর্ণ।

রসিকলাল চক্রবর্ত্তী।

রসিকলাল চক্রবর্ত্তী।

যশোহর জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ থানার অধীন ঝাঁপ গ্রামে ইঁহার নিবাস। ১২৬১ সালে ১৭ই ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রামরত্ন চক্রবর্ত্তী। ১২৯৪ সালের চৈত্র মাসে ইঁহার মাতৃবিয়োগ হইলে পর, কয়েকটী বালক লইয়া ইনি নিজরচিত হরিগুণ-গান করিতে থাকেন। ইহাই পরে সুপ্রসিদ্ধ 'বালক-সঙ্গীত' যাত্রায় পরিণত হয়। এই বালক-সঙ্গীতের সর্ব্বত্রই যথেষ্ট আদর হইয়াছিল। কিন্তু নানা-কারণে বাধ্য হইয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে এই 'বালক-সঙ্গীত' যাত্রার নূতন ভাবে রূপান্তর করিতে হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার যাত্রা,—বঙ্গের অন্যতম প্রসিদ্ধ যাত্রা।

টোড়ি-যোগিয়া-মিশ্র—কাওয়ালী।

হরিনাম-সুধারস নে রসনে।
রবে না যাতনা—যাবে ভবভয়
ভাব মন পীতবসনে॥
হও ষড়রিপু রত হরিপদ সেবনে—
হরিপাদাম্বুজ ঘ্রাণ, নাসিকা কর আঘ্রাণ, মত্ত হও শ্রবণ হরিগুণ শ্রবণে,—সেই ব্রহ্মময় ব্রহ্মরূপ, যেরূপ বিশ্বরূপ স্বরূপ হও নিরত রত নয়ন সেইরূপ দরশনে।
হরি পদরজ মাখ অঙ্গে অঙ্গে যতনে
কর ধর কর-মালা, জপ হরি যাবে জ্বালা, বিপদ যাবে, চল পদ বৃন্দাবনে,—
হলে ভক্তিরসে সুরসিক, পাবি রে দীন রসিক, হরিকে মানসে হৃদিপদ্মাসনে॥

বিভাস—কাওয়ালী।

নীলকমল বামে
সোণার কমল ফুটেছে রে।
কিংবা নীলগিরি বামে চাঁদ উঠেছেরে॥
কিংবা নবঘন পাশে,
স্থির সৌদামিনী হাসে,
আজ পুরাতে "বক্তা"র
আশে যুগল ফুটেছে রে।
ওরূপ হৃদয়ে যার,
ভবে কি ভাবনা তার,
ওরূপ দেখে পাইতে নিস্তার
রসিক ছুটেছে রে॥ ২

ও মন ভক্তিডোরে না বাঁধলে কি কৃষ্ণ বাঁধা রয়।

সে যে ভক্তির অধীন রে—নাম ভক্তাধীন, পতিত-পাবন দীন দয়াময়॥ (অনাথের নাথ) ভক্তিডোরে ধ্রুব প্রহ্লাদ শুক, বেঁধে কৃষ্ণধনে হৃষ্ট মনে পায় অনন্ত সুখ, আর বেঁধেছে নারদ ঋষি রে,—দিবানিশি কৃষ্ণপ্রেমের নাহি ক্ষয়॥ (বেঁধেছে তায়।)

আর বেঁধেছে সনক-সনাতন, সদা নয়নমুদে দেখ্‌ছে হৃদে ব্রহ্মসনাতন, আর বেঁধেছে সদাশিব রে,—নাহি অশিব মৃত্যুজয়ী মৃত্যুঞ্জয়॥ (বেঁধে তারে॥)

আর বেঁধেছে দৈত্যরাজ বলি, হয়ে তার দ্বারে দ্বারী, আছেন হরি, জানে সকলি, আর বাঁধে যশোমতী নন্দ রে,—তাই গোবিন্দ নন্দের বাধা মাথায় বয়॥ (না বাঁধলে কি)

কর্ম্ম দোষে হারিয়ে ভক্তিডোর, ভবে রসিক ভাবে, নিশি দিবে, হেরে বিপদ ঘোর, তারে বাঁধবে কিসে রে,—পায় না দিশে যা করেন সেই কৃপাময়॥ (নিজগুণে)॥ ৩

দেখরে জ্ঞানচক্ষু মেলে।
সে কি কালীদহে ডুবার ছেলে॥
বিশ্বময়ই শুনি তারে বিশ্বময় সবাই বলে, (ও মন) আছে পঞ্চভূতে ব্যাপ্ত কৃষ্ণ—অনলে কি জলে স্থলে॥

ঐ দেখ, কৃষ্ণকান্তি-আভা নীলময় নভোমণ্ডলে, (ও মন) ঐ দেখ, কৃষ্ণ-রূপের প্রভা—পড়ে ক্ষেত্র মাঝে দূর্ব্বাদলে॥

নবঘন শ্যামের বর্ণ,—দেখরে ঐ নীরদে জলে, (ও মন) ঐ দেখ, শ্যামের শ্যামল—বর্ণ ধরে বৃক্ষপত্র ছলে॥

অন্তরে আছেন কৃষ্ণ, চেয়ে দেখ হৃদকমলে, (ও মন) সে যে অন্তর বাহির,—দেখে তারে ভাসে রসিক নয়ন জলে॥ ৪

হরিবোল বল্ জগাই মাধাই।
তোরা নেচে নেচে দুটী ভাই॥
এ নাম মধুর বড়, ছোট বড়,—কারো বলতে বাধা নাই।

তোরা মনপ্রাণ খুলে, সুখে দু-বাহু তুলে, মুখে বল হরিবোল, রবে না গোল, তরবি অকূলে, হবি সদানন্দ, নিরানন্দ অন্তরে পাবে না ঠাঁই॥

শোন্ রে হরিনামের গুণ এ নাম সগুণ নির্গুণ নামে পলায় শমন, রিপু-দমন, নিবে পাপাগুন, হরি নামামৃত পান করিলে, ভবক্ষুধা দূরে যায়।

এই হরিনামে হয়, ব্রহ্মার ব্রহ্ম-ভাবোদয়, শিব ত্যজে কাশী, শ্মশান-

বাসী হলেন মৃত্যুঞ্জয়, নামে মুনিগণে,
নিবিড় বনে, মহাসুখে কালকাটায়॥
প্রহ্লাদ হরিবোল বলে, পর্ব্বত-অনল-জলে,—করি-পদচাপনে, বাঁচলো প্রাণে, খেয়ে গরলে, নামে ধ্রুব ধ্রুব-লোকে গেল, এমন নাম আর হতে নাই
অজামিল রত্নাকর, আদি কত পাপী নর, ব'লে হরি হরি, গেল তরি, ব্যক্ত চরাচর, যাবে রসিক হতে জানা,—হরিনামের গুণ—গৌর নিতাই॥ ৫

দেখি কত রূপ, নাই তেমন রূপ,
মায়ের অপরূপ রূপমাধুরী।
কিবা গঠন সুভঙ্গী, বিমল হেমাঙ্গী,
নিরুপমা অতি সুন্দরী॥ (মা মোর)
আহা জিনিয়া স্বরণ, মায়ের বরণ,
মলিনা হয়েছে তায় গো,—
(মায়ের সেরূপ আর নাই গো—
কেবল অনাহারে—অনাহারে!)
তাঁর দুঃখে দিন দিন, হ'ল তনু ক্ষীণ
কাঁদেন দিবা বিভাবরী॥ (মা মোর)
মায়ের কুশবালা করে, বৃক্ষছাল পরে,
বনে বন ফল খায় গো,—
(তায় আর অলঙ্কার নাই গো,—
শুনি জনম-দুখিনী মা মোর,—)
রসিক বাল্মীকের মা, আর আমাদের মা,
জানি না কাহার কুমারী॥ (মা মোর)

মন! তুমি তার হরির খুড়ো।
সে যে পেলেই তোরে করবে গুঁড়ো॥
ঠিক পথে যে ঠিক থাকো না,
সদাই থাকো উড়ো উড়ো', (ও মন)
তখন থাকবে না তোর আঁকাড়া ভাব,—
এক পাশ্টায় সে ছাপ করবে কুঁড়ো॥
তার কাছে নাই জাতবিচার
কায়েত বামুন বাগ্দী পুড়ো,—(ও মন)
সে করেনা কারো খাতের মোয়ান,
ছাড়ে না ছেলে-বুড়ো॥
এখন যাদের ভাবছ আপন,
দাদা দিদি বাবা খুড়ো,—(ও মন)
তারা তোর বিদায়কালে চিতায় তুলে,
মুখে, জ্বেলে দিবে একটী নুড়ো॥
তোরে, তাই বলি তার কর্ যদি—
বাঁচবিরে বদমাইস ভেড়ো।—(ও মন)
রসিকের কথা রাখ, তাঁরে ডাক,
মস্তকে যাঁর মোহন-চূড়ো॥ ৬

কেমনে ধরবি তারে।
ও মন, মনের মানুষ বলিস যারে (রে)।
সে যে রয় ধরাময়, (হায় রে)—
ধরা না যায়, অধরকে কে ধরতে পারে (রে)।
সে যে স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে জলে স্থলে সর্ব্বাধারে, সে যে অন্তর বাহিরে, (হায় রে) বিরাজ করে, প্রান্তরে কি ঘোর কান্তারে (রে)॥

পাবিনে সিদ্ধাশ্রমে, তীর্থাশ্রমে, বৃন্দাবনে হরিদ্বারে, পূঁজলে অনল-অনিলে, (হায় রে) নাহি মিলে, পশ্চিমে অকূল-পাথারে (রে)।

তার সর্ব্বজীবে সমভাবে আবির্ভাব নিরাকারে, নাই তার জনম মরণ, (হায় রে), রূপ কি বরণ, করণ-কারণ ত্রিসংসারে (রে)॥

কর্‌তে জীবকে পরখ স্বর্গ-নরক করেছে সে ভবের পারে—কারুও সে দেয় না তাতে, (হায় রে)—আপনা হ'তে, যায় জীব করম-অনুসারে (রে)।

আছে জীবাত্মাতে আবির্ভূত ব্রহ্ম-রূপ পরম আত্মারে; খ্যাপা রসিক বলে (হায় রে) তাঁরে ধর্‌তে হ'লে, ধর আগে জীবাত্মারে (রে)॥ ৭

— —

মন তুই কি সাহসে, আজও ব'সে খেলিস্ তাস।

নাই কাশ, সর্ব্বনাশ,—প্রায় হ'ল যে পঞ্চাশ পার, তবু ছ ছুঁলি না পঞ্চাশ-কাবার,—ফুরাল দিন, আর কত দিন, খেল্‌বিরে ইস্তক পঞ্চাশ॥

আপন দোষে হারাইলি হাতের পাঁচ, ব্যোম পঞ্চ চোরেছে ঘ ড়ে তবু কি তোর নাইরে লাজ, তাসে মত্ত হলি ভুলে নিজ কাজ, কুপড় তায় বাধালে ল্যাঠা, হাতে শুধু সাতা-আটা, নাইকো ফিরাই, বিষম ফেরায়, পড়িলি হলি নৈরাশ।

কেমনে তাস খেলাতে বল্ হবি জয়ী, হাতে রং থাক্‌তে দশের পিঠে তুরুপ করলি কই, ক্রমে ক্রমে দশ টেক্কা সব গেল কই,—তুই টেক্কা রং রাখিলি হাত, রাখ্‌লি না তুরুপ্-সাত, এখন বাজে রং-এর সাতার পিঠে দিতে হবে টেক্কা পাশ॥

খেলায় হেরে জ্বালায় সদা জ্বল্‌বি মন, তোর সাধের চৌদ্দ পড়্‌বে ধরা, ধর্‌বে গোলাম কাল্‌শমন,—তখন আরো জান্‌বি জ্বালা কেমন, ওমন গোলাম তোর বিপক্ষ করে বল্ চৌদ্দ বাঁচাবি কি ক'রে,—রসিক বলে, খেলায় হেরে, লাভ করিবি পরিহাস॥

—

কীর্ত্তন।

সখি, আনা মাধবীতলে, মাধব দাঁড়ায়ে ছিল কি? (মদনমোহন বেশে, সেই ভঙ্গি বাঁকা বাঁকা আঁখি)—হায় হায়, আমারে আসতে দেখে বলো কোথা লুকাল, (আঁধারে মিশিল আলো, যেন কে দীপ নিবালে হায়,)॥

—

মোরা, বুঝেছি তা বিনোদিনি, হ'য়েছিস্ লো উন্মাদিনি,—ঘটেছে

তোর প্রেমের বিকার॥ (ও শ্রীমতি.)—(তাই প্রলাপ যে বকিস্ লো, বিভীষিকা দেখে.)! যাবে লো তোর এ বিকার. হবে তবে নির্ব্বিকার,—যদি দেখা দেন নির্ব্বিকার॥ (ও শ্রীমতি.)—(নৈলে রোগত যাবে না, কৃষ্ণ সুখভোগ বিনে,)॥ ১০

আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি, সবই কৃষ্ণময় দেখি,—তাই সখি বলি তো সবারে, (মনদুখে)—(এ মোর বিকার ত নয় লো এ যে নির্ব্বিকারের কথা.)।—আর বিকার হোলে দেলো বিষ, কেন মিছে জ্বালা দিস্, খাই বিষ যাতে বিকার সারে,॥ (ওলো সখি,) (খেয়ে মরি ম'রব লো, হরি বলে বিষ খেয়ে,)॥ ১১

মোরা কেন বিষ দিব তোরে. বিষেতে না গুণধরে,—হরিনামে বিষামৃত হয়।—(ও শ্রীমতি)—(তাকি জান নালো, হরিনামের গুণ,)।—এ ত্রিলোকে কে না জানে, প্রহ্লাদ বাঁচে বিষপানে,—সদাশিব হোলেন মৃত্যুঞ্জয়॥—(বিষখেয়ে,)—(ঐ নামের বলে লো, বিপদহারী হরি,)॥ ১২

তবে সে নামে যে বিষ মরে, সেই বিষ দেলো মোরে. অমৃত নামেতে আছে বিষ।—(ওলো সখি)—(খেয়ে ম'রে বাঁচি লো, শ্যামের বিরহানলে,)॥ ১৩

কি হবে লো সে অমৃতে, শ্যামের অধরামৃতে,—পান করাব অহর্নিশ॥—(মোরা তোরে,॥ (তোর্ এ রোগ আর রবে না, অধরামৃতে আরোগ্য হবে,)॥ ১৪

সম্পূর্ণ।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ধবনী গ্রামে ভগবদ্ভক্ত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের নিবাস। ইঁহার যাত্রা অতি প্রসিদ্ধ। "কণ্ঠের পদ, বৰ্দ্ধমান এবং বীরভূম জেলায় সমধিক পরিমাণে প্রচলিত।

(আমার) কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।

কবে বল্‌তে হরিনাম, শুন্‌তে গুণ গ্রাম, অবিরাম নেত্রে ব'বে অশ্রুধার ॥

(কবে) সুরসে রসিক হইবে রসনা, জাগিতে ঘুমাতে ঘুষিবে ঘোষণা, কবে হব যুগল মন্ত্রে উপাসনা বিষয়-বাসনা ঘুচবে আমার ॥

কত দিনে হবে সর্ব্ব জীবে দয়া, কত দিনে যাবে সর্ব্ব মোহ মায়া, কত দিনে হবে খর্ব্ব মম কায়া, নত হবে লতা যে প্রকার।

কত দিনে হবে জ্ঞানোদয় মম, কত দিনে যাবে ক্রোধ কাম তম, কত দিনে হব তৃণাদির সম, রজেতে লুণ্ঠিত হব অনিবার ॥

কবে যাবে জাতি কুলেরই ভরম, কবে যাবে আমার ভরম সরম, কবে যাবে আমার ধরম করম, কত দিনে যাবে লোকাচার।

কবে পারশ মণি করব পরশন, লৌহ দেহ আমার হইবে কাঞ্চন, কত দিনে হবে কষ্ট বিমোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার ॥

কত দিনে শুদ্ধ হবে মম মন, কবে যাবে আমার এ ভ্রম ভ্রমণ, কত দিনে যাব মধুরবৃন্দাবন, যথা ইষ্ট নিষ্ঠ পরিবার।

কত দিনে ব্রজের প্রতি কুলি কুলি, কাঁদিয়ে বেড়াব স্কন্ধে লয়ে ঝুলি, কণ্ঠ কয় কবে পিব কর তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি জল যমুনার ॥ ১

দিল কোন নরবর, সখী শ্যাম সরোবর,
কদম্ব কানন পারে।
তার জ্যোতি জলামল, অগম অতল,
ফুটেছে কমল, চারি ধারে ॥
তার মতি জিতি রদ, কহ্লার কুমুদ,
কোকনদ কর অধরে।
ভ্রূযুগ খঞ্জন, মধুপ নয়ন,
মগন হয়েছে তনুগন্ধে ॥

তায় পঞ্চ দিকে ঘাট, পঞ্চ দিকে বাট,
যার যেই পাট বিচারে।
সেই সে ঘাটে যান, সুখে করে স্নান,
কেও পরাণ হারান পাথারে॥
ঠেলি মায়া শৈবাল জাল, ভকত মরাল,
সকাল বিকাল বিচরে।
দাস গোবিন্দাধীন, কণ্ঠ মন মীন,
চির দিন সুখে সন্তরে॥ ২

(শ্যামা) মা আমার মাতা কি পিতা।
(খুজি) বেদ বেদান্ত, তন্ত্র মন্ত্র,
পাই না মা তোর অন্ত কথা॥
পুরুষ কি প্রকৃতি, কেমন আকৃতি,
তোমার মূরতি, কে জানে কোথা।
বিশ্ব রূপে যে, যেরূপে জপে,
সেই রূপে তুমি যাওমা তথা॥
রাম রূপে ধনু, শ্যামরূপে বেণু,
শ্যামা রূপে অসি ধর অসীতা।
(দেয়) কেও তুলসী, কেও অতসী,
জবাঞ্জলি বেলের পাতা॥
কণ্ঠের অন্তর, ভাবে নিরন্তর,
তুমি গো ঈশ্বর পরম ধাতা।
তবে কিসের দায়ে, মায়ের পায়ে,
গড়া গড়ি দিয়ে পড়ুলেন পিতা॥ ৩

মা আমার আজ বৃন্দাবনে
হয়েছেন কাল শশী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠামে
মুখে মৃদু মন্দ হাসি॥
কুটিল কুন্তল জাল,
শ্রীঅঙ্গে সেজেছে ভাল,
মরি কি বরণ কাল,
জগৎ আলো রূপ রাশি॥
গলস্থিত মুণ্ডমালা,
হয়েছে আজ বনমালা,
তাড়ঙ্ক হয়েছে বালা,
অসিটি হয়েছে বাঁশী॥
পুরাইতে ভক্তের সাধা,
মহাকাল হয়েছেন রাধা,
আমার মিটে গেল মনের ধাঁধা,
ঐ চরণে হইগে দাসী॥ ৪

সুর শৈবলিনী জগৎ জননী
শঙ্কর মৌলি নিবাসিনী গঙ্গে।
মম পাপাটবী, ছেদ মা জাহ্নবী,
কৃপাণ স্বরূপ কৃপা অপাঙ্গে॥
গোলোক বাসনী ত্রিলোক ত্রিধারা,
ত্রিলোক আরাধ্যা সর্ব্ব সারাৎসারা,
সর্ব্ব তীর্থময়ী সর্ব্ব পাপ হরা,
ভবদারা ভব কলুষ ভঙ্গে।
বিষ্ণু-পদোদ্ভবা সকলেতে গায়,
কিন্তু কিমাশ্চর্য্য কার্য্য দেখা যায়,
তোমার জীবনে যদি জীবন যায়,
বিষ্ণুলোক পায় পাপাঙ্গে॥
কে জানে মা গঙ্গে তব গুণ গরিমা,
বিধি বিষ্ণু শিব দিতে নারেন সীমা,
আমি জ্ঞানহীন কেমনে কহি মা,
অসীম মহিমা তব তরঙ্গে।

তোমা হীন দেশে হই মহাজন,
অথবা রাজেন্দ্র বহু ধন জন,
সে সুখ সম্পদ নাহি প্রয়োজন,
বিসর্জ্জন সে সুখ সঙ্গে।
তব তীরে, হই শম্বট করট
কিংবা নীরে হই, কুম্ভীর কমঠ
সেও ভাগ্য মানি, তট সন্নিকট
জন্মি যদি আসি, কীট পতঙ্গে॥
তব তীরে স্থান, তবনীরে স্নান,
তব জল পান তব রূপ ধ্যান,
যে করে জগতে সেই পুণ্যবান্.
শুনি পুরাণ প্রসঙ্গে।
কণ্ঠ কয় রোদনে স্মরি অম্বিকায়
এদেহ হারাবে পঞ্চ ভূতাত্মায়,
সে দিনে এ দিনে রেখো রাঙ্গাপায়,
ভেসে যেন কায় তব তরঙ্গে॥ ৫

কত রঙ্গ জান তারা।
মা তোর ভাব দেখে হই ভেবে সারা॥
কভু করে ধর বেণু মা
কভু করে অসি ধরা।
কভু দণ্ড কমণ্ডলু ধরি
শ্রীরামের প্রেমে মাতোয়ারা॥
অযোধ্যাতে রামরূপ কামরূপে
কামাক্ষ্যা দারা।
শ্রীবৃন্দাবনে শ্যামরূপ নবদ্বীপে
নব গোরা॥
ছয় শক্তি চতুঃষষ্টি সঙ্গিনী
যোগিনী যারা।
(এখন) গোস্বামী মহন্ত রূপে
সহচর হয়েছেন তারা॥
কণ্ঠ কয় রুধির ধারা না হেরি
তোর পূর্ব্ব ধারা।
(এখন) হরিবোলে বাহুতুলে
নয়ন বেয়ে পড়ছে ধারা॥
অদ্ভুত শঙ্কররূপ স্বরূপে আবৃত করা।
করিতে জগতের ইষ্ট অন্তে
কৃষ্ণ বহির্গোরা॥ ৬

হর হৃদি হ্রদে পদ
কোকনদ শোভা জিনি।
কালরূপে আলো করে
কালী করালবদনী॥
ঘোররূপা ভয়ঙ্করা
এলোকেশী উলঙ্গিনী।
মুখোজ্জ্বলা সুধা ঢালা
মুণ্ডমালা বিভূষিণী॥
বামাদূর্দ্ধ করাম্বুজে
অসি মুণ্ড বিধারিণী।
দক্ষিণ দ্বিকরে নরে
বরাভয় প্রদায়িনী॥
পীনোন্নত পয়োধরা
ঘোর জলদ বরণী।
বয়নর কর চয়
কটিতে শোভে কিঙ্কিণী

ভয়ঙ্করী মহা রুদ্রী
শ্মশানালয়বাসিনী।
বালার্ক মণ্ডলাকারা
আরক্তিমা ত্রিয়নি ॥
শবরূপ মহাদেব
হৃদয়োপর বাসিনী।
বিপরীত রতাতুরা
সুখ প্রসন্নবদনী ॥
কণ্ঠ কয় দক্ষিনা কালী
যে ভাবে দিবা রজনি।
দেন ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ ফল
ঐ মোক্ষ ফলদায়িনী ॥ ৭

শারদ চাঁদ ফাঁদ বদন,
নখর প্রখর মিহির সদন,
কোটী মদন মদ মর্দ্দন,
মদনমোহন ভুবন সুন্দর ॥
জগদালোক গোপ বালক
ধেনু পালক বেণু কর ॥
মোহন চূড়া বামে ঢলিয়ে পড়েছে,
বিমল বাতাসে বরিহা উড়িছে,
কর্ণের কুণ্ডল সঘনে দুলিছে,
চুম্বন করিছে চাচর চিকুর ॥
অলকাবৃত্ত শ্রীমুখ মণ্ডল,
চন্দনের বিন্দু করে ঝল মল,
দীঘল দীঘল নয়ন যুগল,
নিরখি পাগল সুরনর,
তিলফুল নাসা শোভিত নলকে,
তিলকালোক সঘন ঝলকে,
নিরখি ত্রিলোকে পায়না ফলকে,
পলকে পুলকে নর কিন্নর ॥
কম্বুকণ্ঠ বেড়ি শোভে বন মালা,
বংশী করাম্বুজে সুবর্ণের বালা,
আঁধারেতে যেন করিয়াছে আলো,
নিরখি অবলা অস্থির ;
পরিসর বক্ষ অতি পরিপাটী,
হেলিছে দুলিছে গলার মালাটী
কামনা করিয়ে কামড়ায় মাটী,
মালাসহ পট্ট পীতাম্বর ॥
তুলাকোটী সহ চরণ তুল্য,
কারে বা করিব বুঝিয়ে মূল্য,
অতি অতুল্য ভুবন ভুল্য,
বাল্য বৃদ্ধ যুবা কৈশর ;
ত্যজিয়ে স্বধাম আসি নিত্যব্রজ,
ভব অজ যাঁর বাঞ্ছে পদরজে,
হায় কি দুরাশা সে পদ পঙ্কজে,
নীলকণ্ঠ মন লুব্ধ ভ্রমর ॥ ৮

ঘোর ধ্বান্ত বরণী, দুঃখান্ত করণী,
কার কামিনী, কামান্ত উরে।
দক্ষ করে নরে বিতরে বরাভয়,
কভু দনুজ দলে করয়ে পরাজয়, যখন
দন্তে বামা ফেলয়ে পদদ্বয়, মনে লয়
হয় বা প্রলয় এই বারে ॥

বামোর্দ্ধ করে অসি করিছে ঝক ঝক, ফণা বিস্তারি ফণী করিছে লকলক, নৃমুণ্ড মুখে উঠে শোণিত হকহক, চক চক করি শিবা পানকরে।

দশন ঘর্ষণ শব্দ কট কট, গলে নৃমুণ্ডমালা করিছে লটপট, বামাধ করে ধৃত ছেদিত মুণ্ডজট (দেখে) বিকটরূপ নিকটে যেতে পারে॥ ৯

কার প্রেয়সী অসি ধারিণী।
ঘসিত মসী রূপ লাবণী॥
অতুল সম্পদ প্রদ রাতুল পদ
বিপুল বিপদ বিনাশিনী।
মরি কি শোভিত, হরোরারোহিত,
জগৎ জন চিত হারিণী॥
কাল গ্রাসিতে করাল মুখাম্বুজ,
ভুজ দনুজ প্রহারিণী।
কটিতে মনোহর নরকরনিকর, (কর)
নখর প্রভাকর কর বিনি॥
মুক্তকেশী শশী অর্দ্ধ ভাল পরে
অধরে সুমধুর হাসিনী।
করি অহঙ্কার ছাড়িলে হুঙ্কার,
কাঁপরে থর থর মেদিনী॥
ত্রিরাগে ত্রিনয়ন অনল সমজ্বলে,
গলে নৃমুণ্ডমালা দোলনী।
কণ্ঠাম্বুজ শিরে করে পদাম্বুজ
দিবেন নিজগুণে তারিণী॥ ১০

কলিত কলধৌত রুচি শচিতনয়,
ওনুকর কত শরৎ শশী পতিত,
পদ নখরে থরে থর।
মরি কি পদ চিত বিনোদ,
কোকনদ মদ মর্দ্দন. অথবা শোভা
অরুণ আভা জবা কুসুম নিন্দন,
জনানন্দ অতি মন্দগতি বারণগতি-
বারণ, করিয়ে দর্শন মন মোহিত,
মুনি রমণীর॥
কদলীতরু সদৃশ উরু নিতম্ব গুরু,
সরুবাটী মুঠিতে ধরা যায় আহা,
মরি মরি কি পরিপাটী,
পিন্ধন তাহে লাল সাটী, দেখি,
মিটেনা লালসাটী, হইলে দিঠি,
কোটী কোটী কটী নিরখি নিরন্তর॥
যুগল করতল বাল ভাস্কর কিরণ,
জিনি তদুর্দ্ধে শোভিছে নখে,
পূর্ণ দশ নিশামণি নাভি গম্ভীর,
কি সুন্দর যেন বিকচ সরোজিনী,
শ্রীকণ্ঠ কয় শ্রীকণ্ঠ শ্রেণী যাঁর,
মরি কি সুন্দর॥ ১১

দিনেশ গণেশ রমেশ উমেশ উমা-
মা সহিতে ডাক।

আগে ভেদজ্ঞান মুক্ত, সুখে কালে যুক্ত, একেপক পক্ষে এক॥

এক ব্রহ্মরূপ সত্যনিরঞ্জন,
ত্রিলোক ভুলাইতে রূপান্তর হন,

জ্ঞানপঙ্কে চক্ষু করিয়ে পতন,
চেতন হইয়ে দেখ॥

দিনমণি রূপ ধরে যেই জন, শ্বেত পীতবাস পরে সেইজন, যেই পঞ্চানন, সেই পঞ্চানন, কোনজনে হবি বিমুখ॥

যে জন শ্মশানে শ্যামা মুণ্ডমালী, সেই বৃন্দাবনে শ্যাম বনমালী, জানতে যদি চাহ সাধু পদধূলি, ভক্তি ধূলি গায়ে মাখ॥ ১২

কে নিবি আয় বিনামূলে বিমল ভাব কিন্‌সে॥

একালে আর ও কালে দুই কালে কালে তিন্‌সে॥

মিন্‌সে হ'ল মাগী না'কি মাগী হল মিন্‌সে; চিন্‌লে পাবি চিন্ময় সুখ চিন্‌সে চিন্‌সে॥

কর্ত্তের মনোৎকণ্ঠ অতি ভেবে ভেবে ক্ষীণ সে; যেদিন ভাবের প্রভাব হবে সব দিনের এক দিনসে॥ ১৩

আমি আর কিছু-ধন চাইনা কেবল ঐ চরণ ভিখারী॥

যে পদবৈভব জানে না বৈভব ঐ ভবার্ণব তরণের তরি॥

যে চরণ করিলে স্মরণ ঘটে না ঘটে না অকালে মরণ দাওহে চরণ অধম তারণ, বারিদবরণ বংশীধারি॥

চাই না হে অতুল্য রাজ সিংহাসন
চই না হে অমূল্য বসন ভূষণ,
যেধন, হৃদয়ে করি আরাধন,
সেই ধনের প্রত্যাশা করি;
বামে রাধা কিংবা দক্ষে বলভদ্র;
সঙ্গে লয়ে আসি বিতরহে ভদ্র,
দাও যোড়দলে যুগল শ্রীপাদ পদ্ম,
সর্ব্বদা হৃদয়ে ধরি॥

তুমি বৃন্দাবনে ব্রজনায়ক,
একমাত্র জীবের চরম দায়ক,
একপদে আছে অনেক গ্রাহক,
অনেকে দিয়েছ হরি;
কর্ত্তের মনে ঐ চরণে প্রত্যাশা
সেই জন্য ভবে ঘুরে ফিরে আসা,
এইবারে হরি পূর্ণ কর আশা,
(আমি)আর যাওয়া আশা করতে নারি

এলো থেলো কেশে,
কাঙ্গালিনীর বেশে,
কেন গো মা বসে,
শ্যামা ত্রিনয়নি।

দিয়ে দণ্ড করে গণ্ড,
দেখিছ ব্রহ্মাণ্ড,
কেন মা তয়েছ কি দুঃখে দুঃখিনি॥
তরুণারুণ কিরণ নিন্দয়েছ,
সিন্দুর বরণ সে চরণ কি ঐ,
মোহজাল জিনি কেশ জাল কই,
কেন লয়েনা চরণে চুম্বনা ধরণী॥

পদে মহাকাল মহা সঙ্কর্ষণ,
কোথা বা রহিল তাহারি আসন,
কোন্ অপরাধে যুগল দর্শন,
হলনা অদ্য রজনী।
নর কর কাঞ্চী মুণ্ডমালা ঘেরা,
ছিন্ন মুণ্ড অসি বরাভয় করা,
স্কন্ধদ্বয়ে কৈ গলদ্রক্ত ধারা,
এ কেমন ধারা ধরিলি জননী॥
রাজ রাজেশ্বরী যন্নাম ধরায়
দুঃখিনী রূপা কি চক্ষে দেখা যায়,
বল্‌তে বাক্য মম বক্ষ ফেটে যায়,
বদনে না সরে বাণী।
মহাকাল, সহ মহাকালীর বেশে,
মুক্তিদাত্রী মাকে সেই মুক্তকেশে
করুণা প্রকাশি হৃদিপদ্মে বসে,
নীলকণ্ঠ দাসে তার মা তারিণী॥ ১৫

মায়ের খেলা মুলুক জুড়ে।
ত্রিভুবনে দুনয়নে যা দেখ
তাই কিরে ঘুরে॥
কোন স্থানে সূর্য্য রূপ,
কোন স্থানে করী শুঁড়ে,
কোন স্থানে চক্র ধর মা,
কোন স্থানে জটা মুড়ে।
মানুষ রূপে জগদম্বা বেড়াচ্ছেন,
জগৎ ছুঁড়ে, কভু লক্ষ লক্ষ
পক্ষ হয়ে আশমানে মা,
যাচ্ছেন উড়ে।
মা কোথায় বেঁধে অট্টালিকা,
কোথাও বেঁধে আছেন কুঁড়ে,
কোথাও খান মা ক্ষীর মাখন, কোথাও
খান মা খয়না গুঁড়ে॥
কণ্ঠ কয় আশমানি খেলা অকালে
তোর কাজ কি খুঁড়ে, তুইত দেখতে
পাবি সকল খেলা যে দিন খাঁটি হবি
তিন পুড় পুড়ে॥ ১৬

ওকে শঙ্কর উরে।
দশকরা করে দশ দিকালোক,
নিরখিয়ে লোক পলকে পুলক,
গোকুল বাসী নন্দ কুলেরই তিলক,
ত্রিলোক পালক বালক ক্রোড়ে॥
মিটায়ে যন্ত্রণা ঘুচায়ে অবিদ্যা,
যোগানন্দ পদে যোগাবেশে নিদ্রা,
ওকি মহাবিদ্যা নাকি সিদ্ধ বিদ্যা,
নবীনা কি বৃদ্ধা জানিনা ওরে।
কাল চিরকাল, জননীর বর্ণ জিনি
মেঘজাল, তবু যে জগৎ আলোকরে॥
নীলাভ্রের আভা নীল গিরিবরে,
ল পদ্ম প্রভা নীল সরোবরে,
নীল বস্ত্র যুবার নীল কলেবরে,
কভু নাহি শোভা করে,
কিন্তু কিমাশ্চর্য্য দেখিলে অখিলে,
নীলবর্ণা নীল পুত্র কোলে নিলে,
নীলবর্ণ শুভ্র শশাঙ্কে জিনিলে,
কি লীলে কি লীলে কিনিলে নরে।

রক্ত বস্ত্র পরিধানা সুশোভিতা,
শ্রীচরণ যুগে যোগিনী বেষ্টিতা,
রতা শক্তা অতি সতী পতিরতা
অদ্ভুতা চরাচরে পদে মহাকাল,
বিষপানে কাল কোলেরই বালক,
ক্ষণেতে জীবন বধিয়ে অপার,
মনেতে উদয় হয়েছে উমার,
হায় বা সংসার এই ভেবে সার,
মহাভয় ব্রহ্মাস্তরে রাখতে ভূমণ্ডল,
কমণ্ডলু পাণি, স্তুতি করেন আসি,
সহ বজ্রপাণি বিরক্তা হয়েছেন,
আরক্তা নয়নী, অকটাক্ষ,
অঙ্গ অশনি করে।
পদে ব্রহ্মরূপ শবাকার শিব,
কোলে ব্রহ্মরূপ বালক কেশব,
অসম্ভব ব্রহ্মময়ীর বৈভব,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডোপরে
কণ্ঠ কহে মন বল, আমি কি করি
যেমন রূপের হর, তেমনি রূপের হরি
তেমনি অসমা, সুষমা শঙ্করি
(এখন)কোনরূপে, ধরি হৃদি মন্দিরে॥

দ্বিরদ গমন গৌরদ কাঁতি, ক্ষীরোদ-নন্দন নখর ভাতি, শ্রীমুখ পদ্মে পাঁতি পাঁতি ম্লাতি মাতি মধুপ গুঞ্জে।

কুবলয় দল নিন্দি বদন, কোটী মদনমদ মর্দ্দন কর, অধর শ্রীচরণ নয়ন তরুণারুণ কিরণ গঞ্জে॥

কটী তটে ধৃত পীত বসন দন্তে দামিনী দাম দলন। হেরিয়ে দশন বসন ভূষণ অমনি রমণী রঞ্জে; নিরখিয়ে ঐ মধুর মুরতী, মুর হয়ে কত পতি কুল সতি ঘটিল প্রমাদ উঠিল বসতি মাতিল যুবতি পুঞ্জে পুঞ্জে॥

কাল মুখে ভাল অলকালোক তিলোকে মোহি' করেছে ত্রিলোক, যে লোক পলকে হেরিছে ও মুখ, সে সব সুখ ভুঞ্জে।

কাল মুখে ভাল মধুর হাস কামিনী ধরম করিছে নাশ, শ্রীচরণ পাশে লেগেছে ফাঁশ, গোবিন্দ দাস কণ্ঠ খঞ্জে॥ ১৮

কোন পুণ্যবলে, শ্যামাপদ তলে, পরম আশ্রয় নিতে চাওরে মন॥

বিধি বিষ্ণু যাঁরে, ধ্যানে ধরতে নারে, তুমি কিসে তারে করবে দর্শন॥

গঙ্গাধর দেখ গঙ্গা জটায় থুয়ে পদ লাগি যোগী ভূমেতে লুটায়ে, তায় তুমি দর্শিবে দিয়ে পাঁঠার পুয়ে, ছেঁড়া চাটায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপন॥

ত্রিলোকেশী এলাকেশী সে মহিষি, যার পদে গয়া গঙ্গা তীর্থ বারাণসী, তায় তুমি দর্শিবে সাহস দেখে হাঁসি ধরবে শশী হয়ে বামন।

বেদাগমে এই আছে শিব উক্তি,

মুক্তিদাত্রী মাতা সেই আদ্যাশক্তি, তিনি বাধ্যা কভু হন না বিনা ভক্তি, তুমি ভক্তিহীন জন অভাজন ॥

দিয়ে ধূপ দীপ গন্ধাদি নৈবেদ্য, পূজিতে অভয়ার অভয় শ্রীপাদপদ্ম, তাতেই বা জননী কিসে হবেন বাধ্য, সে ধন কি তোর স্বধন।

যদি মন তুমি মানসে পুজিবে, তাতেই বা বাধ্যা হবেন কিসে শিবে, কার মন তুমি কার পদে দিবে, সর্ব্ব জীবে শিবে, বাক্ বুদ্ধি মন ॥

জাতি লজ্জা ভয়, আর রিপু ছয় না হইলে জয়, নয় থাকিতে নয়, হবে যে তোমারে কষ্টের কষ্ট ক্ষয় করিতে তাহার আরাধন।

পিতার কথা সত্য জেনে হলাম ক্ষেপা, জপাৎসিদ্ধ জপা সিদ্ধ বলে জপা,—জপ্‌তে জপতে যেদিন ফুরাবে অজপা, কৃপা বা অকৃপা জানব তখন ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নব নটবর তপন কাঞ্চন কায় ॥

করে স্বরূপ বিভিন্ন, লুকাইয়ে চিহ্ন, অবতীর্ণ নদীয়ায় ॥

কলি ঘোর অন্ধকার বিনাশিতে, উন্নত উজ্জ্বল রস প্রকাশিতে, তিন বাঞ্ছি তিন রস আস্বাদিতে, এসেছ তিনেরি দায়; যে দিন পরশে, বিরস হরষে, দরশে জগৎ মাতায় ॥

নীলাব্জ হেমাব্জে করিয়ে আবৃত, হ্লাদিনীর পূর্ণ দেহ ভেদগত; অধিরূঢ় মহাভাবে বিভাবিত, সাত্ত্বিকাদি মিলে যায়; সে ভাব আস্বাদনের জন্যে কান্দেন অরণ্যে প্রেমের বন্যে ভেসে ভেসে যায় ॥

নবীন সন্ন্যাসী, সুতীর্থ অন্বেষী, কভু নীলাচলে কভু যান কাশী; অযাচকে দেন প্রেম রাশি রাশি; নাহি জাতি ভেদ তায়, দ্বিজ নীলকণ্ঠ ভণে, এই বাঞ্ছা মনে মনে, কবে বিকাব গৌরের পায় ॥ ২০ ॥

শচীগর্ভ-শুক্তি-সম্ভব পূর্ণ ইন্দু গৌরাঙ্গ নবকিশোর ॥

নিজ কলাংশ কিরণে, বিনাশেন সঘনে মনঘনে ঘন ঘোর ॥

রাই অঙ্গে লুকায়ে আপনার অঙ্গ, গৌরাঙ্গ মূরতি প্রেমেরই তরঙ্গ, করেন কি রঙ্গ করেতে করঙ্গ, কটীতে কোপীন ডোর; নেত্রে অনিবার, গলিতাশ্রু ধার, শ্রীরাধা ভাবে বিভোর ॥

কলৌ ধ্বান্ত অন্ত করণ কারণ, নবতারুণ্য সুচন্দ্রাবতারণ, অলৌকিক প্রেম করি বিতরণ, আচণ্ডালে দেন

ক্রোড় ; কণ্ঠকয় সুছন্দ, হইব স্বচ্ছন্দে, চন্দ্রের শ্রীনখ চন্দ্রচকোর ॥ ২১

— —

অঞ্জনগঞ্জন রূপ কোন্ জন যমুনা তীরে, দুঃখ ভঞ্জন রঞ্জন করে, বাঁকা খঞ্জন নয়নে হেরে।

বরিহা বিরচিত স্থির চিত চোর চূড়া শিরে, মুকুলরূপী বকুল ফুল অনুকূল হয়েছে তারে, সমাকুল রমণী-কুল অলি কুল আকুল করে, গন্ধে মনানন্দে মকরন্দ আসে ঘুরে ফিরে ॥

কেবল ভাল নয়গো কাল ভঙ্গি বাঁকা শ্যাম শশী, মরি কি রূপ জগত ভূপ, রসকূপ সে যশোরাশি, হাসির ছলে বাঁশীর বোলে, পড়য়ে কত সুধা খসি, কুল ধরম সরম নাশী মন চকোর উদাসী করে ॥

কয়য়ে সুত্রিভঙ্গ ভুরুভঙ্গ কত রঙ্গ তায়, দেখিলে সে সুরঙ্গ মন মাতঙ্গ হয় পতঙ্গ প্রায়, না মানে অন্ত রঙ্গ বহি রঙ্গ অঙ্গ সঙ্গ চায়, না থাকে বাজায় গো কুল যায় যদিও চায় ফিরে ॥

কে বটে কালিন্দী তটে তরু নিকটে করি আলা, জড়িত যেমে তড়িত যেন হৃদি সরোজে বনমালা, কণ্ঠ কয় নিশ্চয় পরিচয় নাই বুঝি গো কুল বালা, সেই সে কালা নন্দ লালা, দেয় জ্বালা যুবতীরে ॥ ২২

সজল জলদাঙ্গ সুত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুমূলে।

হেরিলে হরে জ্ঞানমন প্রাণ পড়ে পদতলে ॥

নবীন নটরাজ কে বিরাজে ব্রজ-মণ্ডলে, সাজ হেরি লাজ দ্বিজরাজ মণ্ডলে,—এমন মনোহরা মাধুরী, না হেরি মহীমণ্ডলে,—খর-প্রভাকর-কিরণ-কর-মকর-কুণ্ডলে ॥

উচ্চাশখিপুচ্ছ কিবা উচ্চশিরে বামে হেলে,—পুচ্ছ অতি তুচ্ছ করি মূর্চ্ছা করে নারীকুলে ; ভুবন করি আলো,—বনমাল ভাল কালো গলে, বাস করি বাম হরি হাস্য করে হেলে দুলে ॥

মনে জ্ঞান হয় হেন ঐ বাঁশী সুধা ধরিতে পারে নৈলে বাদ্য করি বাঁশী কেন উদাসী করিতে পারে, কণ্ঠ ভণে ক্ষণে ক্ষণে, অচেনায় চিনিতে পারে।

চিনিতে পারে, জিনিতে পারে, কিনিতে পারে, বিনামূল্যে ॥ ২৩ ॥

—

একতালা।

রাধিকা সামান্যে নারী নয়।

ওরে অজ্ঞ জনে কেবা জানে,—রাধার গুণের পরিচয় ॥

রাধা নামে যে মাহাত্ম্য, যে শুনে, সেই হয় কৃতার্থ, তার হয় এ কুল ও

কুল দুকুল পবিত্র—শ্রীকৃষ্ণের রাই অঙ্গ আধা, সেইজন্য নাম বলি রাধা, রাধা নামে কত সুধা, অন্যে কে জানে পরিচয়॥

সংসার ঘোর তরঙ্গে, ত্বরায় তরি ভ্রূভঙ্গে,—চিরদিন থাকি সঙ্গে,—না পেলাম তার পরিচয়॥ ২৪॥

একতালা।

কোথায় আজ রাধিকারমণ।
একবার এসে দেখে যাও না,—
শ্রীরাধার দশা কেমন॥

ওহে যমুনাপার হয়ে এলাম, রাই মরা রব শুনতে পেলাম, রাই মলো রাই মলো বলে—কাঁদে ব্রজ-সখিগণ॥

কেহ বলে হায় কি হ'লো, রাই কেন গো এমন হলো, কেহ বারি সুশীতল, বদনে করে অর্পণ॥

রাই অঙ্গে বাজ্‌বে ব'লে, চন্দন দিতাম ভয়ে ভয়ে, সে রাই এখন পড়ে ভূমিতলে,—হরি!

একবার দেখে যাও দুর্দশা, বাঁচিবার আর নাইক আশা, এখন ঘটেছে তার দশম দশা, হয়েছে সংশয় জীবন॥ ২৫॥

কই সে মাধব বিনোদ-কালা।
কেবা নিল হরি, বল শীঘ্র করি,
হরি বিনে বড় প্রাণ উতালা॥
আমি নয়নের পলক করিতে নারি,
হৃদয়ে জাগে সেই বংশীধারী,
প্রাণেশ্বর আমার মুকুন্দ-মুরারি,
পদসেবা করে কত অবলা॥
নীলকণ্ঠ কয় রাই কৃতাঞ্জলি করি,
ধৈর্য্য ধর রাই, চরণেতে ধরি,
আসিবেন কৃষ্ণ এই ব্রজপুরী,
দাসীরে ক'রে সুপাতবালা॥ ২৬

একবার ভজ শ্রীরাধাবল্লভে।
দিনের দিন, ও তোর, গত হ'ল দিন,
রাধাকৃষ্ণ নাম কবে কবে॥
ওরে ভবে এসে হল কই সুখোদয়,
অনুতাপে তনু ত্রিতাপে তাপয়,
কবে বা মানস কারবে আশ্রয়,
ও শ্রীপদপল্লবে॥
ওরে যে দিন পাঠাবে স্বদূত শমন,
সে দিনে তুই কি করিবিরে মন,
না ভজিলি যখন শমন-দমন নাম,
সব নীরবে রবে॥
ওরে ভয়ঙ্কর দূত নাইরে করুণা,
কাঁদিলে খালাস দিবে না দিবে না,
শুনিবে না মানা, নানারূপে নানা,
যাতনা দিবে সবে॥

ও মন তুমি হলে শব, তোমার যে সব,
চতুর্দ্দিন অবধি ঘটাবে উৎসব,—
(করিবে),—তব মহোৎসব সবে ॥
ওরে যারে তুমি কর আপন আপনার,
সেকি তোমায় করিবে ভবার্ণবে পার,
কৃষ্ণ বিনে আর নীলকণ্ঠের ভার,
কাহার সম্ভবে ভবে ॥ ২৭

আমায় দেগো মোহন-চূঁড়া বেঁধে।
আমি কেন কেঁদে মরি, কৃষ্ণরূপ ধরি,
দাঁড়াব চরণ ছেঁদে আমায় দেগো
মোহন-চূঁড়া বেঁধে ॥
হ'য়ে কৃষ্ণ তারে রাধিকা সাজাব,
এম্নি ক'রে একদিন মথুরাতে যাব,
জানেনা জানেনা, জানাব জানাব,
কি যন্ত্রণা শ্যাম বিচ্ছেদে।
আমায় দেগো মোহন-চূড়া বেঁধে॥
রাধার ভাব যেদিন ধরিবেন হরি,
কেঁদে কেঁদে দিবেন ধূলায় গড়াগড়ি,
দিবা বিভাবরী, কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি,
বেড়াবেন কেঁদে কেঁদে।
আমায় দেগো মোহন-চূঁড়া বেঁধে ॥
তেম্নি ক'রে একদিন লুকাব গোপনে,
ভুলেও তো দেখা দিবনা স্বপনে,
আমার বিহনে, মদনমোহনে,
বিচ্ছেদশর যেন বেঁধে।
আমায় দেগো মোহন-চূঁড়া বেঁধে ॥
মানের ঘোরে যে দিন ঘটিবে প্রমাদ,
বসনে ঝাঁপিয়ে রাখ্‌বেন বদনচাঁদ,
নীলকণ্ঠ বলে এবার মেগে অপরাধ,
ধরিব যুগল পদে।
আমায় দেগো মোহন-চূঁড়া বেঁধে ॥২৮

সম্পূর্ণ।

গোবিন্দ অধিকারী।

গোবিন্দ অধিকারী।

হুগলী জেলার অন্তর্গত জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগরে ইহাঁর নিবাস ছিল।

বিভাস—তেওট।

বৃন্দে কৈ গো কৈ বৃন্দাবন-চাঁদ;
অস্তাচলে চলে ঐ গগন-চাঁদ;
গেল শর্ব্বরী, অনুমান করি,
কোন চকোরী চাঁদ উদয় হেরি,—
বুঝি ফাঁদ পেতে ধরেছে মোর কালাচাঁদ,
বিনে শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণপক্ষ।
যে পক্ষে শুক্ল পক্ষ।
সেই পক্ষে সপক্ষ প্রাণ নাথ,—
এ পক্ষে আঘাত, যেন, পক্ষাঘাত,
একি ব্যাঘাত,—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত;
নেত্রে শিলাঘাত হতেছে নক্ষত্র চাঁদ॥
করে নির্দ্দোষের ছুরদৃষ্টি,
কোন্ দুর্ম্মুখী কল্লে নষ্ট,—
দৃষ্টধন অদৃষ্টে নৈরাশ,—
না পুরিল আশা, কে পুরালে আশা,
আমার মুখের গ্রাস কে কল্লে সর্ব্বগ্রাস,
যেন রাহুগ্রাস, হয়েছে পূর্ণিমার চাঁদ।
একে নিশিকাল, তাহে শশী কালো,
কাল কোকিল কাল, কালার সর্ব্ব কাল,
কালে কাল স্বরূপ হলো সখি নখচাঁদ।

মনোহরসাই।

শ্যাম শুক পাখী, সুন্দর নিরখি,
পাখী ধরেছি নয়ন ফাঁদে,
তারে হৃদয় পিঞ্জরে,
রাখিতাম ভরে প্রেম শিকলিতে বেঁধে।
যখন পড় পড় বলি, দিতাম করতালি,
পাখী ডাকিত শ্রীরাধা বলি।
পাখী কিছুদিন রয়ে,
শিকল কাটিয়ে, এসেছে পাখী উড়ে,
এখন পরস্পরা শুনি, কুব্জা নামে রাণী,
রেখেছে সে পাখী ধ'রে॥
ওহে দোহাই মহারাজ, কইতে পাই লাজ
এসেছে পাখী এ পারে।
আমি কহি পুটাম্বুজে তোমার তজবিজে
পাইতে সে কি পারে,
ওহে তার পাখী সেকি পাইতে পারে॥

মনোহর সাই—রূপক।

একি অপরূপ যেন গগনের শশী
বসি ভূতলে॥
অরুণ বরণ হয়ে নিদারুণ, এত সাধের
তরুণ তরণী আজ কে ভাসালে।
যেমন জলেতে জন্মে কমল, জলেতে
ভাসে কমল,
কমলে হেরি অসম্ভব, যা-না হয় সম্ভব,
তাক হয় সম্ভব।

এ যে দেখি গঙ্গার উদ্ভব, যেমন
বিষ্ণুপদোদ্ভবার চরণ কমলে।
যানা হয় ঘটন, তাকি হয় ঘটন, হলো
কি দুর্দ্দৈবের ঘটন।
এমন অঘটন ঘটনা কে ঘটালে॥ ৩॥

যার বরণ কাল, স্বভাব কুটিল, অন্তরে কি কাল তার।

কাল ভালবেসে ভাল (বল) কোন্ কালে হয়েছে কার॥

না বুঝিয়ে ভজে কাল, দুখে মজে গেল কাল, কাল ভাল বেসে হল আসন্নকাল গোপীকার।

এক কালের কথা বলি, ছিল বামন মহা ছলী, তারে ভালবেসে বলি, উপকারে অপকার।

ভুল্লিয়া বলির বলা, ত্রিপাদ ভূমি ছলে ছলি, হরিয়ে বলির বলী পাতালে দিলে আগার।

রামচন্দ্র ছিল কাল, সূর্পণখা বেসে ভাল, সজ্জি আশে পাশে গেল, তারে কল্লে কদাকার।

ছিল সীতা মহাসতী নির্দ্দোষে কল্লে অসতী, পঞ্চমাসের গর্ভবতী বনে কল্লে পরিহার॥ ৪

নূপুর শোন্‌রে শোন্, বিনে সুজন সুজনের বেদন জানেনা।

অবোধ যদি উচ্চ ভাসে, সুবোধ বুঝায় মৃদু ভাষে, ভাষের আভাসে ভাসে, কভু ডুবেনা॥

বড়র বড় দায়, তাতে কি বড়ত্ব যায়, পেলে এক দিন বড়ই পায়, বড় ঝড় বড় গাছ বই লাগেনা।

যদি বেণীর কবরী হতো, সরমে মরে যেতো, নির্লজ্জায় থাক নায়ার পায় বাঁশীর হাসি পায়, শুনে মোদের কান্নাপায় মনোদুখ কব কায় যে দিন ভাঙ্গবি পায়, ছাড়বি কুমন্ত্রণা॥ ৫

আলেয়া—আড়া।

বল্লে সখি! জলধর নয়,
শ্যাম জলধর বাজায় বাঁশি,
যাগো দূতি! আনগো বাঁশি,
অনল দিয়ে পোড়াই বাঁশি;
জ্বলেছে সেই বিচ্ছেদানল,
জ্বালতে আর হবে না অনল,
সে অনল হয়েছে প্রবল,
আনগো সই বাঁশি!
সে অনলে দিব বাঁশি,
হবে বাঁশি ভস্মরাশি,
গেলে কুল মজানে বাঁশি
তুষ্ট হবেন ব্রজবাসী।
চন্দ্রার কুঞ্জে জাগি নিশি,
প্রভাতে বাজায় বাঁশি,
আমি কেবল দোষের দোষী,
দুঃখেতে ভাসি।

দুঃখের ভাগী আমি হব,
সুখের ভাগী চন্দ্রাসব,
বলে দ্বিজ সদাশিব,
কুসুম সজ্জা হলো বাসী ॥ ৬

ও বিনোদিনি! ও নয় বজ্রের ধ্বনি, তোমার প্রাণ কেশব, করে বংশীরব ও নয় বাসব-অস্ত্রের রব, হলে সে রব গোপীসব বল্‌ত জৈমিনি।

জ্ঞান হয় শ্রীনিবাস, অঙ্গে নাই পীতবাস, বিদ্যুৎ-বাস মেঘের সহিত।

বাসব নয়, বাঁশি করেতে, চূড়া শিরেতে, রাইনাম তার লেখা ধনি ॥ ৭

জেনে আয় ধনি, হয় ও কি ধ্বনি, ও ধ্বনি বিপরীত ধ্বনি, যেন বজ্রাঘাত তুল্য ধনীর ঐ ধ্বনি।

আমায় ধর ধনি; শুনে প্রাণ যায় ধনি। সখি! ইন্দ্র কি উপেন্দ্র করে ধ্বনি।

যদি ইন্দ্রের বজ্রের ধ্বনি, তা হলে সজনি। সহিত থাকিত নীরদ, এ নীরদ বিহীনে হয় রদ, শুনে ঐ ধ্বনি হৃদকম্প হলো ধনি ॥ ৮

ঠেস—কাওয়ালী।

চিত্র লিখিলেম নয়ন কজ্জলে দেই নাই চরণ চলিবে বলে। যদি কেও বলে, চিত্র কি চলে, সময়ে চলে, অচলাচলে, নলের দগ্ধ মীন যেমন জলে চলে ॥

আমি শুনেছি ইতিহাসে, বল্লে পর শত্রু হাসে, যখন যায় বিধাতার রোষে সময়ের দোষে, কি দৈব দোষে, বল্লেম আভাসে, লোকেতে ভাষে, যেমন মৃত্তিকার ময়ূর হার খায় কৌশলে ॥৯

মঙ্গল-বিভাস—তিওট।

বড় বিপদ হয় হে মধুসূদন নাম নিলে।
দেখ দেখ তার সাক্ষী প্রহ্লাদ ভক্তে কত দুখ পেলে ॥

সেই সত্যযুগে ভক্ত বলী, বলে সে মহাবলী, কল্পতরু হয়,—তারে ছলিবার কারণ,—শ্রীমধুসূদন তুমি হোলে বামন, —বামন হয়ে নাগপাশে, বেঁধে পাতালে পাঠালে ॥

ও সে রাবণ রাজা মরণ কালে, ডাকে মধুসূদন বলে, দয়া কর রাম, ওঠ ওহে নিঠুর শ্যাম, সেই রাবণে হলে বাম,—সহায় করে হনুমান, শেষে ব্রহ্ম অস্ত্র ধরে তারে বধিলে ॥১০

কালেংড়া—ঢিমে তেতালা।

শঠতা কি শঠের কাছে থাকে।
(গুণনিধি) ওহে কুসঙ্গ করে ত্রিভঙ্গ, রাধার অঙ্গ হেরবে চোখে ॥

এসেছ ঘুমের ঘোরে, নারীর বসন অঙ্গে পরে, নিশি ভোরে চলেছ কোথাকে।

ওহে বাঁকা, উপরোধ রাখা দেখা দেওয়া মিছে, নয়নের কাজল বয়ানে, কঙ্কণের দা'গ বুকে॥

কোথা পোহালে শর্ব্বরী, ওহে রাধার বংশীধারী, রতিচিহ্ন অঙ্গে হেরি মরি মনোদুঃখে,—

স্বভাবের হয়েছে অভাব, ভাব-ভেছি ভাব দেখে ;—যেন শিবের মত এলে আজ কুচনী পাড়া থেকে॥ ১১

——

কালনেংড়া—আড়াখেমটা।

যাও হে যথা আছে প্রয়োজন, হেথা নাই প্রয়োজন।

যে জন তোমার প্রিয়জন, হওগে গিয়ে তার প্রিয়জন॥

যখন হে ছিলাম প্রিয়জন, তখন ছিল প্রয়োজন, পুরাতনে নাই প্রয়ো-জন, নূতনে নূতন প্রয়োজন, শুন বঁধু বলি বলি, তোমার স্বভাব বলি, পাতালে পাঠালে বলী, তুমি হে সেজন প্রিয় জন॥ ১

——

ভৈরবী—একতালা।

সখী কে তারে বলে গো কাল।

ও যার রূপ মনোহর, হোর দিগ-ম্বর, শ্মশানবাসী হয়ে আছেন চির-কাল॥

কালারই কামনা করি চিরকাল, জন্মে জন্মে যেন পাই সেই কাল, কালারই ভজনে নাহি কালাকাল, ভজিলে সে কাল তরি পরকাল॥

তাহারি চরণ করিলে স্মরণ, জীবনে মরণ হয় নিবারণ, তার যে চরণ হয় কি বিবরণ, করিলে স্মরণ ভয়ে পলায় কাল ;—

তিনি কখন সাকার, কখন নিরা-কার, কখন যে আকার হয় সে বাঁকার, কালরূপে কাল নাশে অন্ধকার, (রূপ) কোটি চন্দ্র জিনে নাম মাত্র কাল॥ ১৩

——

ঝিঁঝিট—তিওট।

কমলিনী গো তোমার কৃষ্ণ প্রেম মাখা অন্তর বাহিরে॥

কি জলে স্থলে, এই গগন মণ্ডলে, তোমার কৃষ্ণময় কৃষ্ণ জগৎ সংসারে॥

তোমার বসনে কৃষ্ণরূপ, ভূষণে কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণময় কণ্ঠে কণ্ঠহার ;— করে মণিহার, কর এ বিহার, ধন্য ধন্য প্রেম তোমার, ওগো এমন দেখি না আর, কে মোর হৃষীকেশ রেখেছ শিরোপরে॥ ১৪

——

ঝিঁঝিট — তেওট।

ওগো বিশাখা গো রাধার প্রাণ-সখা সখারে কাঁদালে কে।

গলিত অম্বর, নাইকো সম্বর, কাঁদে পীতাম্বর পীতাম্বর দিয়ে চোখে।

ওগো কে কল্লে এমন, দক্ষালয়ে শিব যেমন, অরণ্যেতে রাম যেমন সীতা হারায়ে কেঁদে ছিল স্ত্রীর শোকে॥

শ্যামের মুখে নাই সে হাস্য, ঔদাস্য দাস্য ভাব উদয়, হেরে শ্যাম উদয়, আকুল হৃদয়, খেদে যায় কালীদয়, রাধার হৃদয় ধন হৃদয় ছাড়া কল্লে কে॥

ললিত — ঝাঁপতাল।

ওগো রাধিকা সংপ্রতি, একবার শ্যাম প্রতি সত্বর সম্বর রূপিনী-সংহরা, শ্রীধর শ্রীপদাম্বুজে।

যার জন্যে এ অরণ্যে, হে শরণ্যে কুলকন্যা হয়ে ত্যজিয়ে কুল ভয়,— রাধা সে কালা চরণ তলে, লুটত মহী-মণ্ডলে, কুণ্ডলে মকর কুণ্ডলে ধরা করাম্বুজে॥

একবার দূর কর চিত্ত দুরবৃত্ত সমান, তোমার অনিত্য মান হেরিয়ে মৃত্যু সমান,—হও কান্ত প্রতি শান্ত-মতি ভ্রান্ত হওয়া ভ্রান্ত মতি, সম্মতি হে শ্রীমতী সম্মতি হও হৃদাম্বুজে॥ ১৬

থাম্বাজ,—আড়াঃখেমটা।

ওগো কমলিনী, চেয়ে দেখ ধনি, পদে চিন্তামণি গড়াগড়ি যায়।

মজলি কি ছার মানে, চাইলি না শ্যাম পানে, পা নে পা নে শ্যামের চূড়া ঠেক্‌বে পায়॥

ধনী সুরধুনী উদ্ভব যার পায়, সে পড়ে চরণে তুচ্ছ মানের দায়।

যাঁহার কৃপায়, জীবে মোক্ষ পায় সে নিরুপায়, করগো উপায়॥ ১৭

বিভাস,—একতালা।

সুরধুনী যার পায়, সে রাই ধনীর পায়, নিরুপায় হেরিয়ে চক্ষে, রক্ষ রক্ষ নিরুপায়।

বলবো কিমা কান্না পায়, এমন কান্না কার না পায়,— ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ যার পায়, তার মাথায় কি পা শোভা পায়।

কমলা সেবিত যে পায়, বিমলা পুজিত সে পায় প্যারী আর ঠেলনা ভু পায়, কৃষ্ণ ধন কি যে পায় সে পায়॥ ১৮

ললিত—তিওট।

চূড়া খিকুয়ে ধিক্, চূড়া খিকুয়ে তোরে।

ছি ছি, নারীর চরণ তোমার উপরে॥

তুমি গোকুলের কালাচাঁদ, কপালের তিলকচাঁদ, কর্ণের কুণ্ডলচাঁদ রাধার নয়নচাঁদ হেরি সে চাঁদ তোমার উপরে।

বড়র বড় গুণ কপালে আগুণ তোমার এই কি গুণ, নারীর মান বাড়াও দ্বিগুণ, চূড়া কোন্ গুণে তুমি শ্রীকৃষ্ণের শিরে ॥ ১৯

ললিত,—তিওট।

বৃন্দে যাই গো যাই, আজি শ্রীরাধার পদারবিন্দে হই বিদায়।

ওগো বৃন্দে যাইগো যাই, একবার একবার ফিরে চাই, (আর) আসতে পাই না পাই, জন্মের মত দেখে যাই ॥ আমি না জানি অপরাধ, আমায় দিলেন রাই পরিবাদ, তোরাও তো কিন্তু ভাবলি নাই।

রাধাকুণ্ডের তীরে যাব, রাই বলে প্রাণ ত্যজিব, যেন মলে ঐ শ্রীরাধিকার চরণ পাই ॥ ২০

টোরি ভৈরবী—একতালা।

আই আই ছি ছি তার মানে মান, করে কি প্রাণ হারাবি কালিয়ে।

চোরের উপর মান করি, ভুয়েতে ভোজন হরি, আহা আহা লাজে মরি গিয়েছে বলিয়ে, বিপদ বুঝাতে পার, আপনি বুঝিতে নার, তোমার জ্ঞান গিয়াছে, নন্দের গোধন চরাইতে।

উতলার কর্ম্ম নয়, স্থিরপাণি পাথর সয়, নিজ কাজ সাধে লোকে দুখ না ভাবিয়ে,—আমার বচন ধর, চূড়া চিরজীবী কর, তুমিত সুবোধ বট শ্যাম সে, যে অবোধ মেয়ে ॥ ২১

ললিত বিভাস—তিওট।

রাই একি মানদণ্ড,

নিজ দাসের প্রাণদণ্ড।

কেন কেন,—কর রাই

লঘু পাপে গুরুদণ্ড ॥

এ দণ্ড কি দণ্ড,—

ওহে যেমন শমন দণ্ড।

দণ্ডীর দণ্ডে বাড়ে দণ্ড খেদে ইচ্ছা

হয়, দণ্ডী হয়ে ধরি দণ্ড ॥

যে দিন ত্যজিব দণ্ডধর,

আমি ভজিব দণ্ডধর,

হয়ো দণ্ডধর;—সেইদিন,

জানবি রাই বিচ্ছেদ,

দণ্ডের কি দণ্ড ॥ ২২

ভৈরবী—মধ্যমান।

দেগো বৃন্দে আমারে যোগী সাজায়ে।

সর্ব্বত্যাগী হব আমি

শ্রীরাধার মানের দায়ে ॥

এই লওগো গুঞ্জা হার,
কুঞ্জে না রহিব আর,
কাশীবাসই অঙ্গীকার,
কাজ ক বাঁশী বাজায়ে।
এই লও গো পীতাম্বর,
পরায়ে দেও বাঘাম্বর,
ভজিব ভব দিগম্বর,
মানদণ্ডে দণ্ডী হ'য়ে॥
ত্যজে বাজুবন্ধ বালা,
ঘুচাইব সকল জ্বালা,
লহ বনমালা দেহ
অস্থিমালা পরায়ে।
দেশে না রাখিব দ্বেষ,
ত্যজিব নাগরালী বেশ,
ধরিয়ে চাঁচর কেশ,
দেও জটা বিনায়ে॥
ভালবাস ভালবাসি,
ভালবাসে ব্রজবাসী,
এই লও গো চূড়াবাঁশী,
দেও যমুনায় ভাসায়ে
অৰ্দ্ধচন্দ্র দাও আনি,
শিরে ধরি সুরধুনী,
চন্দন ঘুচায়ে ধনী,
দেও বিভূতি মাখায়ে।
আর কিছু নাহি অপেক্ষে,
মদনে করিয়ে শিক্ষে,
রাই মান করিব ভিক্ষে,
শিক্ষে ডম্বুর বাজায়ে॥ ২৩

ললিত ঠিমে—তেতালা।

কে বা যায়, কে বা বাজায় বীণে।
এ নহে সে বীণে, মধুর বীণে, কে বাজাতে পারে মধুসূদন বিনে॥
ছিল না জীবন যা বিনে, পেলাম জীবন শুনে বীণে যায় জীবন জীবন বিনে, কাজ কি জীবন কৃষ্ণ বিনে।
অলি যেমন কমল বিনে, চকোর যেমন চন্দ্র বিনে, চাতক যেমন বারি বিনে, আমি তেমনি হরি বিনে॥ ২৪

বিভাস—তিওট।

রাই কাঁদ যা বিনে, ওই বাজে তার বীণে, ওযে ও তা নইলে ভাণ, মোর কাঁদিবে কেনে, এ বিনে সে বীণে নয়, নারদ মুনির বীণে নয় দেবের দুর্লভ বীণে,—এমন বীণে কে বাজাতে, পারে আমার শ্যাম বিনে।
তোরা জেনে আয় সহচরি, পুরুষ কি কপট মায়ী, কি আমার হরি,—দেখ দেখি নবীন কিসে ও প্রবীণে।২৫

ললিত—একতালা।

ধনী কাশী যাওয়া কিসের জন্যে।
কাশীনাথ আসি, বৈরাগ্য প্রকাশি, শুনে মোহন বাঁশী ভ্রমে অরণ্যে॥
এ বয়সে ধনী কেবা যায় কাশী, যার ক্ষয় কাশি সেই যায় কাশী, বল

গো প্রকাশি যেরূপ রূপরাশি, শ্যামা অভিলাষী, শ্যামাকান্ত আসি হবে শরণ্যে॥

বৃন্দাবনে যিনি আছেন ব্রজেশ্বরী, সর্ব্বেশ্বরী তাঁর বলান সর্ব্বেশ্বরী, তিনি ঈশ্বরের ঈশ্বরী ;—দেখলে সে কিশোরী সাধ্য কি পাসরি, এক পা সরি কোথা যাবে কি জন্যে॥ ২৬

ঝিঁঝিট—ঢিমে তেতালা।

এসেছি ঠেকিয়ে যে দায়,
কারে কব দায়।
যার দায় সেই তো জানে
পর কি জানে পরের দায়॥
মরে দায়ে কতবার কত রূপ ধরি,
কখন পুরুষ হই সই কখন হই নারী,
হয়ে বিদেশিনী নারী,
লাজে মুখ দেখাতে নারি,
(কথা) বল্‌তে নারি কইতে নারি,
নারী হওয়া বিষম দায়॥
যার দায়ে কতবার কত রূপ ধরি,
জহরিণী নাপিতিনী হয়ে চরণ ধার,—
রাখ্‌বো না আর কাল অঙ্গ,
স্বরূপে মিশাব অঙ্গ,—
হবে গৌরাঙ্গ বর্ণ দেখাইব দাও বিদায়॥

ঝিঁঝিট—ঢিমে তেতালা।

শোন কমলিনী (আমি)
পরিচয় দি তোমারে।
আমি না জানালে আমায় কেবা
জানিতে পারে॥

আমি চন্দ্র, আমি সূর্য্য, আমি দিবা রাত্রি, আমি তন্ত্র, আমি মন্ত্র, আমি সন্ধ্যা গায়ত্রী, যখন জন্মিলাম আমি যে অবতারে, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করি ত্রিসংসারে,—এ কথা শুনিয়া রাধার আঁখি ছল ছল, কোথা গেল প্রাণ বঁধু বল বল বল॥

চিন্তিত না হয়ো রাধে কি চিন্তা অন্তরে,—যার পতি চিন্তামণি—সেও কি কখন চিন্তা করে॥ ২৮

সিন্ধু—যৎ।

কি ফল বিফল এ বাসে, যেরূপ সে বাসে,—

আমার গৃহ-বাসে গৃহ-বাসে অনু-গ্রহ নাই বাসে গৃহে যারে ভালবাসে, তারে ভাল ভালবাসে গৃহে যারে না ভালবাসে, কি করে তার কাশীবাসে,—কি করে কৈলাস-বাসে, কি করে বৈকুণ্ঠ-বাসে,—তুল্য ঘর বনবাসে॥

কখন ব্রাহ্মণ-বাসে কখন ক্ষত্রিয় বাসে, কখন বৈশ্য বাসে কখন শূদ্র বাসে, পূর্ব্বে যখন ছিলাম বাসে,

অপূর্ব্ব সুখ ছিল বাসে, এখন গমন আমার শমন বাসে,—নৈরাশ হইল বাসে, কাজ কি আর বন-বাসে ॥ ২৯

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

এ হাটে বিকায় না অন্য সুত,
বিকায় নন্দরাণীর সুত,
দর না জেনে নামটী শুনে,
ভয়ে পলায় রবিসুত ॥
এ হাটের প্রধান তাতি,
পশুপতি প্রজাপতি,
আছে শত শত আর আর তাঁতি,
তাদের কেবল গতায়ত ॥
যে না চেনে এই সুত,
ত্রিজগতের সেই পশু তো,
যে চিনেছে এই সুত,
চায় নাক সে দারাসুত ॥ ৩০

ললিত—রূপক।

কার আছে এমন জাল,
আছে মোর যেমন জাল,
কার বা ঘটাই জাল,
কার ঘুচাই জঞ্জাল।
না ডুবি ডুবোজালে, ডুবায়ে রাখ জালে,
জগৎ ডুবাই জালে,
এমনি মোর মায়া জাল ॥

আছে এক মায়ানদী, ধরি মীন নিরবধি
কত বা ধরি মীন, নাহিক অবধি,—
জাল ছাড়া হয়ে কেউ পলাতে চায় যদি
সাধ্য কি এড়াইতে পারে ভব ভেজাল ॥

কালংড়া—একতালা।

মুখ দেখবে চন্দ্রমুখী,
তুমি সে মুখে আছ বিমুখী।
দেখাবার মুখ হলে কি হে
সম্মুখে মুখ লুকিয়ে রাখি ॥
যে কথা বলেছ মুখে,
শুনেছি সব সখীর মুখে,
পরে শুনবে লোকের মুখে,
কাজ কি মুখে,—
ওলো ধনি কাজ কি মুখে মুখোমুখী।

ললিত—যৎ।

পার না পার না চিনিতে
পারি চিনিতে।
ছিলে যে শ্রেণীতে,
এখন নাহিক সে শ্রেণীতে ॥
যখন বেণু চিনিতে,
তখন ধেনু চিনিতে,
তখন ব্রজের রেণু চিনিতে।
যখন বাধা চিনিতে,
যখন বাঁধা চিনিতে,
যখন রাধা চিনিতে,
তখন আমায় চিনিতে,—

তোমার সে বাক্য গুলি,
স্নিগ্ধ বারি বর্ষিতে,
দুগ্ধ প্রায় হলো মুগ্ধ,
যেন দুগ্ধ চিনিতে,—
পড়েছ পদ্ম চিনিতে,
হয়েছ বদ্ধ চিনিতে,
হদ্দ সুখী হলে চিনিতে,
পূর্ব্বে পারি নাই চিনিতে,
পরে পারিলাম চিনিতে,—
পর কি পর পারে চিনিতে,
আপনার হলেই চিনিতে ॥ ৩৩

ভৈরবী—পোস্তা।

তোরা যাস্‌নে যাস্‌নে দূতি।
গেলে কথা কবে না সে,
নব ভূপতি ॥
যদি কথা না কয় তোদের সনে,
ফিরে আস্‌বি অভিমানে,
আমি শুনে মরব প্রাণে
শ্যামের কি ক্ষতি।
দয়া মায়া হীন কৃষ্ণ,
মনেতে জেনেছি স্পষ্ট,
যাওয়া আসা মিছে কষ্ট,
কেন পাবে সৈ ?—
যদি যাস্‌ সে মধুপুরে,
আমার কথা কোস্‌নে তারে,
বৃন্দেরে তোর করে ধরে—
করি মিনতি ॥ ৩৪

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

ব্রজের কুশল কব কি নব ভূপতি। দেখিলাম তোর বিরহে মূর্চ্ছাগত শ্রীমতী।

মা যশোদা পিতা নন্দ, কাঁদিয়ে হয়েছে অন্ধ, বলে—দেখা দেরে প্রাণ-গোবিন্দ,—কান্দেছে যশোমতী ॥

যমুনা পার হয়ে এলাম, রাই মলো রব শুনতে পেলাম, রাই মলো রাই মলো বলে কান্তেছে সব যুবতী।

কোকিল কাঁদে তমাল ডালে, ভ্রমর কাঁদে শতদলে, গোবিন্দ-দাসেতে বলে, (এমন) সুখের হাটে ডাকাতি ॥ ৩৫

বিভাস—একতালা।

ধর ধর পত্র এনেছি হে পত্র, যে পত্র লিখেছেন রাই তোমারে।

তুমি রাজা ছত্রধারী, গরবিনী প্যারী, সগৌরবে পত্র দিলেন আমারে ॥

লয়ে তুলসীর পত্র, লিখিলেন পত্র, অত্র পত্র মাত্র ধরিয়ে করে, পত্র লিখিতে প্রথম ছত্র, ভাসিল কমল নেত্র, রোমাঞ্চিত গাত্র, কি হলো অন্তরে ॥

বঁধু তুমি মহাপাত্র, তুল্য মন্ত্রী পাত্র, পাত্রাপাত্র বোধ না হয় অন্তরে ॥

পত্রের নাহি দোষাদোষ, যদি

থাকে দোষ, দূষীর কপালে দোষ ঘটাতে পারে, তাতে অবলার চিত্ত, সহজে বিচিত্র, বিচ্ছেদেতে চিত্ত চাঞ্চল্য করে ॥ ৩৬

ভৈরবী—একতালা।

কার ভাগ্যে কি লেখা, লিখেছ হে সখা কেবল চক্ষে দেখা, বুঝে উঠা দায়।

কুব্জা কংসের দাসী, সে হয় রাজ-মহিষী, পূর্ণ শশী রাধা লুণ্ঠিত ধরায় ॥

ওহে, কারেও কর ধনী, কার হর ধ্বনি, কারে বা নির্দ্ধনী কর চিন্তা-মণি, এমন যে ফণী, খলের শিরোমণি, দিয়েছ হে মণি সে ফণীর মাথায় ॥ ৩৭

খাম্বাজ—খয়রা।

মরি কি লিখন তোমার, লিখেছ হে নাগর চিন্তামণি।

দাসী কর রাণী, রাণী কাঙ্গালিনী, শাকে বালি কারো দুধে চিনি ॥

কারো ভাগ্যে কান্না, কারো ভাগ্যে হাসি, কারো ভাগ্যে হাসি, কারো ভাগ্যে ফাঁসী, কারে স্বর্গবাসী, কারে শ্মশানবাসী, বাঁশের বাঁশী করে বন-বাসিনী ॥ ৩৮

মনোহর সাই—রূপক।

লম্পট নিরদয়, তোমায় দয়াময় হরি বলে কোন্ গুণে।

কেহ চন্দনদানে, বসে সিংহাসনে, কেও বা প্রাণ দানে স্থান পেলে না চরণে।

কুব্জা বিপিনে, হ'ল নবীনে, হেদে ও শ্যাম তোমা বিনে, যেমন রাম বিনে জানকী অশোক বনে ॥

রাজকন্যা বনবাসী, দাসী হয় রাজ-মহিষী, সকলি তোমার কৃপায়, যারে রাখ পায়, সে সকলি পায়, হরি যারে না রাখ পায়, বিপদ ঘটাও পায় পায়, হাসি পায়, হে পায় ধরাব দিন পড়ুলে মনে ॥ ৩৯

সুরট—যৎ।

আমি ব্রজেতে শিখিতে পেলাম কৈ।
শিশু কালাবধি, নিরবধি
জানি না শ্রীরাধা বৈ ॥
ওহে বৃন্দে গুরু মহাশয়,
যে বিদ্যা করাচ্ছে সায়,
অবিদ্যার আশায় আশায়,
সকল বিদ্যা জল-সৈ ॥
আর সকল জেতের হাতে খড়ি,
আমার জেতের হাতে বাড়ি,
বেড়াইতাম ব্রজের বাড়ী বাড়ী,
চুরি ক'রে খেতাম দৈ ॥

আমি চিনি না কলমের খৎ,
শিখায়েছ নাকে খৎ,
লিখায়েছ দাসখৎ
দিয়েছি তায় ঢেরা-সৈ ॥ ৪০

ভৈরবী—একতালা।

এখন চিনবে কেন চিন্তামণি।
হয়েছ রাজা পেয়েছ কুব্জা, আমি বৃন্দাবনের সেই বৃন্দা কাঙ্গালিনী ॥
যখন ছিল রাধার চিন্তে, তখন আমায় চিন্তে. বসেছ নাম কিন্তে, পারবে না হে চিন্তে,—কুঞ্জবিহার বনে এ মধুর ভুবনে, অন্তে দিও রাঙ্গা চরণ দুখানি ॥
রাধার পায়ে ধরা ধরাতে অধরা, চক্ষে শত ধারা, বক্ষে শত ধারা, দীনের অধীন করে এলে কমলিনী ॥ ৪১

ঝিঁঝিট—তিওট।

এই কি তোমার কুবুজা,
এই কি তোমায় কু বুঝায়।
দেখ দেখি রই পক্ষে,
আর স্বপক্ষে তার কে বুঝায় ॥
একি দুর্দ্দৈবের নির্ব্বন্ধ, যেমন ছাগ পালে বাঘ অন্ধ শ্রীগোবিন্দে হে।
যেমন আজন্ম অন্ধেরে অন্ধ বুঝায় ॥ ৪২

ঢপের—সুর।

হায় এই দেখ কমলে।
কমলিনী পড়ে স্থল-জলে ॥
জলেতে না জুড়ায় জীবন।
জলে আরো দ্বিগুণ জ্বলে ॥
বলিতে তোমায় অন্তর জ্বলে,
রাই রয়েছেন অন্তর্জ্জলে,
এলে যদি অন্তকালে,
বাজাও বাঁশী রাধা বলে।
হেরিয়ে উৎকণ্ঠা রাধার,
হলো কণ্ঠশ্বাস নৈরাশ,
হেরি জীবনে জীবনের
নাহি আশ,—
রাধার স্থির হয়েছে কমল আঁখি,
মুমূর্ষু লক্ষণ দেখি,
কেবল জীবন যেতে বাকী,
আছে তোমায় দেখ্‌বো বলে ॥ ৪৩

সিন্ধু—একতালা।

মিছে কেন আর,
গাঁথ কার তরে হার,
যে পরিবে হার, সেই অদৃষ্ট।
একজন সাধুর মূর্ত্তি ধরে,
দস্যু বৃত্তি করে,
হরে হরি করিলাম দৃষ্ট ॥
অক্রুর নামেতে,
ক্রুর নাই তা হতে,
ব্রজেতে পাপিষ্ঠ হয়ে প্রবিষ্ট।

রজনী প্রভাতে,
মথুরার পথে,
তুলিছে পা রথে শ্রীরামকৃষ্ণ ॥
চলে কালশশী,
বলে আসি আসি,
ব্রজবাসী কেউ বলে না তিষ্ঠ।
নন্দ যশোমতি,
আনন্দ সমিতি,
অসম্মতি কার নাহিক স্পষ্ট ॥ ৪৪

জয়জয়ন্ত—একতালা।

শ্রীরাধা গোবিন্দ, শ্রীচরণারবিন্দ,—
মকরন্দ পান কর মন-ভৃঙ্গ।
বিষয়-কেতকী—কাননে ভ্রম কি,
সেই বনে ভ্রম—যে বনে ত্রিভঙ্গ ॥
বৃন্দাবন-প্রেম সরোবর মধ্যে,
অনন্তরূপিণী কোটি গোপপদ্ম,
পদ্মমধ্যে নীলপদ্ম রাধাপদ্ম,
ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা যাঁর মৃণালসঙ্গ।
ব্রজের মধুর কৃষ্ণ মধুর মুরতি,
মধুর শ্রীমতী বামে বিহরতি,
রাখ রতি মতি, ঐ মধুর ভাব প্রতি,
(মন) মধুপুরে যেন দিও না ভঙ্গ ॥
গুণ গুণ স্বরে গাও রাধাকৃষ্ণের গুণ,
মধু পাবে যাবে ভবের ক্ষুধাগুণ,
বাড়িবে সদ্‌গুণ, ত্যজিবে বিগুণ,—
নির্গুণ গোবিন্দ গায় গুণপ্রসঙ্গ ॥ ৪৫

তিলককামোদ—খেমটা।

বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের
রাই আমাদের, রাই আমাদের,
আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদন মোহন,
শারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নৈলে শুধুই মদন ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরে ছিল,
শারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল
নৈলে পারিবে কেন ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের
মাথায় ময়ূর পাখা
শারী বলে, আমার রাধার
নামটী তাতে লেখা,
ঐ যে যায় গো দেখা ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের
চূড়া বামে হেলে,
শারী বলে, আমার রাধার
চরণ পাবে বলে,
চূড়া তাইতে হেলে ॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ যশোদা জীবন,
শারী বলে, আমার রাধা
জীবনের জীবন,
নৈলে শূন্য জীবন।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামণি,
শারী বলে, আমার রাধা
প্রেম প্রদায়িনী,
সে তোমার কৃষ্ণ জান ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের
বাঁশী করে গান,
শারী বলে, সত্য বটে বলে রাধারনাম,
নৈলে মিছে সে গান।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু,
শারী বলে, আমার রাধা বাঞ্ছা কল্পতরু,
নৈলে কে কার গুরু॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী
শারী বলে, আমার রাধা প্রেমের লহরী
প্রেমের ঢেউ কিশোরী।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের
কদম তলায় থানা।
শারী বলে আমার রাধা
করে আনা গোনা,
নৈলে যেত জানা।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের কালো
শারী বলে, আমার রাধার
রূপে জগৎ আলো,
নৈলে আঁধার কালো॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের
শ্রীরাধিকা দাসী,
শারী বলে, সত্য বটে
সাক্ষী আছে বাঁশী,
নৈলে হত কাশীবাসী॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ করে বরিষণ,
শারী বলে, আমার রাধা স্তগিত পবন,
সে যে স্থির পবন॥
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গজতের প্রাণ,
শারী বলে, আমার রাধা জীবন
করে দান,
থাকে কি আপনি প্রাণ।
শুক শারী দুজনার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল,
রাধা কৃষ্ণের প্রীতে একবার হরি হরি
বল, (বলে বৃন্দাবনে চল)॥ ৪৬

যৎ।

হরেকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ হরে, হরে হরে।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে,
আদ্যাশক্তি হয় হরে;—
যন্ত্রী হরে যন্ত্র হরে,—
তন্ত্র হরে মন্ত্র হরে,—
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড যে হরে,—
হরেকৃষ্ণ হরে হরে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরেরাম, হরেরাম, রাম রাম হরে হরে
সর্ব্বশক্তি দিলেন কৃষ্ণ
নামেতে করে বিভাগ,
আমার দুদৈব নামে না হইল অনুরাগ,
দুদৈব সুদৈব হরে, চতুর্ব্বর্গ হরে হরে,
তা নইলে কি নাম লয় হরে,—
শ্মশানে মশানে হরে,
সদা ডাকে হরে হরে।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ
হরের গুণ জেনেছে হরে॥ ৪৭

সম্পূর্ণ।

মনোমোহন বসু।

মনোমোহন বসু।

জেলা ২৪পরগণার অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়া গ্রামে ইহাঁর নিবাস। 'সতীনাটক' হরিশ্চন্দ্রনাটক' প্রভৃতি গ্রন্থ ইহাঁর সবিশেষ খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক।

মহড়া।

ভাল, সুবিচার কল্লে আজ ভূপতি।
এম্নি বিচার কি নিত্য কর শ্রীপতি?

শ্যাম ছিলে হে ব্রজেতে, গোধন চরাতে, নাম ছিল রাখালরাজ। এখন ত্যজে সে রাখাল সাজ, হয়েছ মহারাজ, পেয়েছ রাজত্ব পদ সম্প্রতি॥

এসে মথুরায়, শ্যামরায়, বড় রাখিলে সুখ্যাতি!

বল্‌বো কি আর হরি, এখন বলিতে করি ভয়, তোমার সেই রাখাল ভাব আজ সমুদয়! মহারাজ হে! নৈলে ত্যজে রাই রূপসী, দাসী হয় মহিষী, দেখে কাঁদি কি হাসি, নাহি স্থির হয়!

কি গুণে ভুলে হে শ্যাম, হ'লে কুব্জার? মরি কি বিচার! রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবনে, জানিত জগৎ জনে, শ্যাম হে, "কুঁজী কৃষ্ণ" নামে এখন হবে কি প্রচার?

সুখে রও আমরা মরি নাই ক্ষতি॥

ব্রজেতে ছিলে হে যখন, ছিল রাজত্ব রাই রাজার! কৃষ্ণ, যে তত্ত্ব উদয় হ'তো বৃন্দাবনে, হ'তো তখনি সুবিচার

বিচ্ছেদ রাজা এসে, ব্রজে ক'রেছে অধিকার; রাধায় সে সম্পদ কিছু নাহি আর! মহারাজ হে! হ'য়ে নিতান্ত নিরুপায়, এসে তাই মথুরায়, তোমায় জানায়ে দিলেম দুখের সমাচার!

বিচারে পণ্ডিত শ্যাম, তুমি হে যেমন—বুঝেছি এখন! অন্তর বাহির তব, সমভাব দেখি সব, শ্যাম হে, সকলি বিফল হ'লো—অরণ্যে রোদন!

বঞ্চনা নহে কৃষ্ণ রাজনীতি॥ ১

এস প্রেয়সি! আমার বামে বসি,
হবে মহিষী মথুরার।
শত কিঙ্করী সেবিবে, চামর ঢুলাবে, সই রে, সবে সেবিবে; সদা ভাসিবে মনোল্লাসে, বিলাসে সুখ রসে, ইন্দ্রাণীর বিভব হবে তোমার॥

আর কেন মিছা ভাবো, কুবুজা সুন্দরি
চন্দন কুসুম-মাল্য কিবা অতুল্য উপহার; ভক্তি সংযোগে, সমর্পিয়ে অনুরাগে, প্রিয়ে বাঁধিলে মন আমার!

শুন, গুণবতি তোমার পুণ্য অতি—ভুবনে সই, রাখিলে খ্যাতি! ছিলে কুরূপা কিঙ্করী, হ'লে আ'জ সুন্দরী, সইরে, যেমন পঙ্কেতে পঙ্কজিনীর উৎপত্তি!

সরল প্রেমে আমায় ভুলালে সুন্দরি! আমায় ভুলালে! কৃষ্ণ প্রেম চিনেছ তুমি, প্রেমের বশীভূত আমি, সইরে! যেমন যতন, মনের মতন, তেমি ধন আ'জ পেলে!

পূরাব ত্রেতা-যুগের সাধ তোমার ॥ ২

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

সেই প্রসূতি প্রাণনন্দিনী,—দক্ষ-কুল সরোবরে যেন বিকচ নব নলিনী ॥

সতীত্ব সুরভিবাসে, প্রণয় পীযূষ রসে, বিহার সদা কৈলাসে,—কিবা হর মধুপ মোহিনী ॥

রজতভূধরসম, শিব তনু অনুপম, রজতে জড়িত হেম—সতী চম্পক-বরণী, শিব-শিবা-লীলা ভাব, সুধু মধু-ময় সব, ভাবুকজন-বিভব, চাহে প্রকাশিতে এ অধিনী ॥ ৩

ভৈরবী—খং।

নলিনী লো, এতো নহে পিরীতি বিধান—কভু নহে পিরীতি বিধান।

ভুলাইয়ে নিজ পতি, পরেরি সম্মান—রাখ পরেরি সম্মান ॥

গগনে তপন-বঁধু, হেসে তারে তোষো সুধু, তব মুখ মধু—কিন্তু তব মুখ মধু—মধুকরে দান—কর মধুকরে দান ॥

সতীরাজ্যে বাস কর, অসতীর রীতি ধর, তোরে স্থানান্তর—তাই তোরে স্থানান্তর, করি অপমান—ও তাই করি অপমান।

ঘুচাতে কলঙ্ক তব, পূজিব ভবানী ভব, মেলি সখী সব—আজ মেলি সখী সব—করিব প্রদান—যুগল পদে করিব প্রদান ॥ ৪

যোগীয়া ভাইরোঁ—ঢিমা তেতালা।

বল বদনে হর হর বাণী—
জয় কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণা ভবানী।

প্রভাতা হইল নিশি, উদিল উষা রূপসী; হেরিয়ে বিবর্ণ নিশামণি ॥

উঠ উঠ কাশীবাসি, শয্যা ত্যজি দেখ আসি, কিবা শোভা ধরিল ধরণী ॥

পূর্ব্বদিকে নব জ্যোতিঃ, আভাময় স্বর্ণ-সিঁতি, শিরে যথা ধরে সিমন্তিনী।

সহস্র শিবমন্দিরে, কনক দেউলোপরে, নব রবি শোভিছে তেমনি।
প্রভাতী নৌবৎ বাঁশী,—সুধাস্বরে পূর্ণ কাশী—মঙ্গল আরতি বাদ্য শুনি॥
ধন্য পুণ্যভূমি কাশী, "বেষ্টিতা বরুণা অসী" তটিনী প্রধানা সুরধুনী।
(প্রভাতে কি শোভা জলে) মন্দ পবন হিল্লোলে, কুলু কুলু রবে প্রবাহিনী
চৌষটী যোগিনী পাটে, মণিকর্ণিকার ঘাটে, চল চল শুনি বেদধ্বনি।
শত গঙ্গাপুত্র সাথে, যাত্রী চলে যাত্র পথে, নানাদেশী পুরুষ রমণী॥
যতি, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী অবধূত জটাধারী, পরমহংস, যোগীন্দ্র যোগিনী।
চল প্রাতঃস্নান করি, লয়ে পুষ্প বারি ঝারি বিল্বদলে পূজি শূলপাণি॥৫

পরজ—একতালা।

নবীন রাখাল বেশে, কে গো কুঞ্জে এসে, দাঁড়ালো ঐ হেসে, রাখালরাজার পাশে; রূপে তমঃ নাশে বিজলী প্রকাশে, সুবল দাদার সাজ সেজেছে? কিন্তু এ গোকুলের রাখাল তো এ নয়, তা হলে কি হেন হেমকান্তি হয়? শিরে চূড়া আবার বেণী বিপর্য্যয়—পীতবাসে পৃষ্ঠে ঢেকেছে।
বিলোল কুরঙ্গ-নয়ন-যুগল, বিলাসে আবেশে উল্লাসে চপল, কজ্জলে উজ্জ্বল প্রেমে ছল ছল, রসে ঢল ঢল খেলিছে।
সুবল হ'লে সখি এ ভ্রূভঙ্গী কেন—অভিন্ন অনঙ্গ-শরাসন যেন? গরল মাখা বাঁকা কটাক্ষ এমন, রাখালে কে কোথা দেখেছে।
করী-অরি জিনি মাজাখানি সরু, কি সুচারু উরু যেন রম্ভাতরু! রাখালে সম্ভবে এ নিতম্ব গুরু? (আবার) পদ্মগন্ধ গায় ছুটিছে।
হংস কোলে আছে, হৃদয় ঢাকা তায়; পীনোন্নত বুক তবু দেখা যায়—মেঘের আবরণে মেরু কি লুকায়? ভঙ্গীতেই তো ধরা পড়েছে।
তাই বলি এ ছদ্ম-সুবল-বেশী রাই;—নিত্যই নবলীলা লয়ে প্রাণ কানাই! (আমরা) নূতন যুগল রূপ হেরে প্রাণ জুড়াই—মরি কি মাধুরী হ'য়েছে॥ ৬

সম্পূর্ণ।

মধুসূদন কান।

বিভাস,—ঠেস কাওয়ালী।

শ্যাম-শুক নামে প্রিয়-পাখী, এ দেশে এসেছে উড়ে,—শ্রীরাধারে দিয়ে ফাঁকি।

এসেছি তার অন্বেষণে, দেখা হলে বাঁচি প্রাণে, জানে না সে রাই নাম বিনে, রাই নামেতে সদা সুখী।

পাখা যদি দিত বিধি, পাখী হয়ে উড়ে যেতাম, যে বনে প্রাণপাখী আছে সে বনে তায় খুঁজে নিতেম, পেয়ে থাকিস দেখা দেখা, পাখীর মাথায় পাখীর পাখা, আছে রাধার নামটী লেখা, দেখা নাই তাই ঝোরে আঁখি॥১

বিভাস—কাওয়ালী।

মোহনচূড়া লাগে পায়, আমাদের প্রাণে ব্যথা পায়।

রাজার মেয়ে হয়ে প্যারী, যা করিস্ তাই শোভা পায়, যে শ্রীহরি ধরে ত্রিপায়, তাঁর চূড়া ভেঙ্গেছিস্ বাঁপায়, তবু তায় চাইলে না কৃপায়, যাঁর পায় ধ'রে কেউ পা না পায়॥

যা হইতে তুই নারীর চূড়া, ভাঙ্গিলে গো তাঁর মাথার চূড়া, শুনে-ছিস যে ভেঙ্গে চূড়া, কে কোথায় হয়েছে চূড়া।

যে চূড়ায় তুই দিয়েছিস পায় ত্রিজগৎ তাঁর পায় পিণ্ড পায়, সুরধুনী জন্মে যে পায়, তাঁর অপরাধ কি পায় পায়॥

ঐ কৃষ্ণধন যে পায় সে পায়, তা তুমি জানত প্রায়, পায় ধরে তার ধরালি পায়।

যাঁর সনে পুতনা দিল পায়, বকা-সুর সমাজ পায়, সূদন বলে ধরি দুপায়, তায় আর ঠেল না দুপায়॥২

আলেয়া—মধ্যমান।

শ্রীরাধিকা নামে নারী, কে আছে বৃন্দাবনে, সেই সাধ্বী আদ্যাশক্তি, মুক্তি তাঁর দরশনে

সেই নারী রমণীর শিরোমণি, রুদ্রের রুদ্রাণী, রক্তবীজ রণস্থলে আরক্ত রূপিণী। তিনি রামায়ণের রক্ষা হেতু রঘুনাথের রাণী, রাসলীলা রসে এখন রাধিকা রঙ্গিণী, রমানাথ-রামা তিনি, রুক্মিণী রসবতী রসেশ্বরী রজনী

রাই তিনি রমাবতী। যাঁরে ঋষিতে রসনা হৃদে রাধা রাধা রটে, রাজার নন্দিনী রাই রঙ্গিণী জাপটে, রাইধনী বলে সবে ধনী করে ধ্বনি ধূমাবতী ধর্ম্মবতী তিনি সুরধুনী, যে ধ্বনি শুনিলে পরে কোকিল ত্যজে ধ্বনি, সে ধ্বনির তুলনা ধনি কে এমন ধনী, ধরণীধরের ধনী ধ্যানধারিণী। ধন্য ধন্য নাম ধরে সতী প্রেমধনী, যাহার অধরে হেরি শশধরে, এ ধারায় এমন ধারা অন্যে কেবা জানে॥ ৩

ঝিঁঝিট—মধ্যমানের ঠেকা।

কি কাজ ভূষণে, দরশনে।
কি ভূষণ এখানে আছে,
সকল ভূষণ লয়ে গিছে,
নয়ন ভূষণ শ্যাম দরশন,
শ্রবণ-ভূষণ বাঁশীর গানে॥
হৃদি পদ্মে শ্রীপাদ পদ্ম ছিল যে ভূষণ,
পদ্মে পদ্ম ক রেছিলেম করিয়ে যতন,
(এখন) পদ্ম ছেড়ে পদ্ম গিছে,
আর কি ভূষণ শাজে সাজে,
এ পদ্ম মুদিত হ'য়ে আছে,
পাদ পদ্ম ভূষণ বিহনে।
দেহের ভূষণ ছিল গো,
সেই কালাচাঁদের দেহ,
যে ভূষণ বিচ্ছেদে এখন
সদা হচ্ছি দাহ।
আর কি পুনঃ পাব তাহে,
মিলন করব দেহে দেহে,
দেহের ভূষণ সাজবে দেহে,
শীতল হবে তাপিত প্রাণে।
তোমরা সহচরী সবে কয় এই কাম,
আমার অঙ্গে প্রতি অঙ্গে,
লেখা কৃষ্ণনাম,
ভূষণ লাগি প্রাণ আছে,
সেই নাম লেখ হৃদয় মাঝে,
সূদন বলে লেখা আছে,
চেয়ে দেখ চরণ পানে॥ ৪

বিভাস—ঠেস কাওয়ালী।

কেনে গো ধনি, নাই ধ্বনি,
নয়ন মুদিয়ে রৈল ধরাতে ধনী।
কাঁপে থর থর, হইয়ে অধীর,
ধরাতে অধর ধর গো ধনী॥
বিসখা গো শুন শুন, কর গো দরশন, রসনা চাপিয়ে আছে দশনে দশন, বিনে সে শ্যামবরণ, রাইর লীলা সম্বরণ, হ'ল বুঝি এখন—মৈল যে ধনী।
এমন সোণার কায়, প'ড়ে মত্তিকায়, এ জ্বালা না সহে কায়, দুখ বলি কায়; হ'ল রাইর কণ্ঠশ্বাস, মোদের না সহে শ্বাস, সূদন কয় নাই বিশ্বাস, নিরাশ্বাস গণি॥ ৫

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

যে জরে ধরেছে তোমার কানাই।

মা তোমায় কেমনে জানাই, এমন ছেলের এমন রোগ দেখি নাই, কফেতে পেয়ে অপচার, বাতপৈত্তিক দোহেতে বিকার এ ব্যাধি ঘুচায় সাধ্য কার, এ ব্যবস্থা শাস্ত্রেতে লেখা নাই ॥

হৃদি দাহ বাহ্যে মোহ হয়েছে কি রোগ গো, যে জন এ রোগে ভোগে সে জানে এ রোগ গো, বায়ুকে রেখেছে কফে ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ কাঁপে, তৎপরে পিপাসা হবে, তখনি প্রমাদ হবে জানাই।

আমায় এনেছিলে ভাল তাইতে চিন্‌লেম্ রোগ গো, সুদন বলে এই ব্যাধি, রাধা জানে সে ঔষধি, আমাকে আনিলে যদি, ত্বরায় তাঁরে আন্‌গো আর বেলা নাই ॥ ৬

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

শোন কৈ, সে প্যারীর কথা কৈ,
সে প্যারী বাঁচে কৈ,
কেউ ডাক্‌লে প্যারী কৈ,
কেবল বলে হরি কৈ।
যমুনা পুলিনে এনে,
রেখেছে রাই পদ্মবনে,
কেহ বল্‌ছে রাইর শ্রবণে,
হরি হরি কৈ।

শ্রীরূপের কোলে শ্রীঅঙ্গ,
শ্বাসহীন স্থিরাপাঙ্গ,
হিমাঙ্গ হয়েছে ত্রিভঙ্গ, তোমা বৈ ॥ ৭

পরজ—ঠেকা।

হায় কি করিলে, গোকুলেতে তুমি যারে ডাকতে মা বলে, সে কান্দে আজ ধূলায় পড়ে শ্রীকৃষ্ণ বলে।

অঞ্চলে বান্ধিয়া ননী, বলে কোথারে নীলমণি শুনলে তার ক্রন্দনের ধ্বনি, অমনি পাষাণ যে গলে ॥

শিশুকালে লালন পালন করে থাকে মায়, জননীর মত দয়া দেখতে না যায়, সময়ে পেলে, কার বা ছেলে, কাকস্য পরিবেদনা, দেখ্‌তেছি তাই তোমা হতে, মা বলে সেই মা চিন্‌লে না, মা পেয়ে মা দেবকীরে, ভুলেছ মা যশোদারে, সুদন কয় কান্দায় গো তারে, যারে মা বলে ॥ ৮

সিন্ধু - ঠেকা।

দ্বারে এই বেলা দেখা দে গোপাল, দ্বারীগণে বধে প্রাণে দেখিয়ে কাঙ্গাল, ননীর তরে করে করে বেঁধেছিলাম তোরে, (গোপাল) সেই বাদ সাধিলি পেয়ে রে তোর দ্বারে।

(গোপাল) প্রাণ থাকিতে দেখা দেরে, নৈলে মরি রে মরি রে, মাতৃ-হত্যা হ'ল দ্বারে যজ্ঞের কিবা ফল।

ক্ষণেক কাল যদি তোরে না দিতাম নবনী, পায় ধরে কেঁদে বল্‌তিস্‌ ননী দে জননী, (গোপাল) আমি রে তোর সেই জননী, যারা বলে কাঙ্গালিনী, সুদন বলে আর কি রাণী, আছে সে কপাল ॥ ৯

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

বলে হাসি ওগো রাজমহিষি!
ওমা তোরা কেমন মেয়ে?
আমায় প্রণমিলে আসি,
আমরা জাতে গোপের মেয়ে।
আমি রাধার দাসীর দাসী,
আমায় প্রণমিলে আসি,
শুনলে মোদের শ্যাম প্রেয়সী,
হাসবে কত শ্যামকে কয়ে।
সে নয় সামান্য মেয়ে,
যত মেয়ের ত্রাণকারিণী,
কে আছে তাঁর সমান মেয়ে,
সে যে ব্রহ্মময়ী কালবারিণী।
কৃষ্ণ নামের অগ্রে রাধে
ব'লে জগতে আরাধে,
কৃষ্ণ যাঁর মানের বিষাদে,
মান সেধেছেন যোগী হয়ে।
অপরাধী পেয়ে ব্রজে
প্যারী ত্যাগ করেছেন যাঁরে,
তোমরা পেয়ে যত মেয়ে,
পতি করেছ তাঁহারে।

দাস খত লিখে দিয়ে,
হেথা এসেছে পালাইয়ে,
সুদন বলে তাঁরে পেলে
যাব মোরা বেঁধে লয়ে ॥ ১০

বিভাস—কাওয়ালী।

এখন কেন পারবে চিন্তে,
হয়েছ হে নিশ্চিন্তে,
চিন্তে থাকলে পারতে চিন্তে,
চিন্তনা শ্যাম সে সব চিন্তে।
কর তব মম স্বচিন্তে,
চিন্তে থাকলে পারতে চিন্তে,
আমি পেয়েছি চিন্তে,
তুমিত পারনা চিন্তে,
বট নবীন নবীন চিন্তে,
নবীন হলে পারতে চিন্তে,
নবীনে প্রবীণে চিন্তে,
কি কাজ অসার চিন্তা চিন্তে,
এখন তব কা চিন্তে,
রাজাবট রাজ্য চিন্তে,
গিয়েছে পা-ধরার চিন্তে,
যে চিন্তে শ্যাম আমায় চিন্তে,
এসেছি যে ভেবে চিন্তে,
পার কিনা পার চিন্তে,
যে ছিল তোমার চিন্তে,
তোমায় এখন সে চিন্তে,
সুদন বলে দিয়ে চিন্তে,
তুমি ত আছ নিশ্চিন্তে ॥ ১১

বিভাস কাওয়ালী।

আর কি গুরু ভয় আছে,
রাজা ভাল শিখায়েছে,
গুরুর প্রতি গুরুদণ্ড করে,
হেথায় এসেছে।
ত্যজ্য করে এসে গুরু,
এখন পদ পেয়েছে গুরু,
মানে কি আর লঘু গুরু,
রাজা হয়ে ভুলে গেছে।
তখনি ত্যজেছি কুলে,
যখন শ্যাম ছিল গোকুলে,
এখন দেখি গোকুল গোকুল,
কেবল ভাসিছে অকূলে।
দেখে তোদের রাজা সুশীল,
আগে দিয়েছি কুলশীল,
দিয়া শীল হয়েছি শীল,
শীলতা সব ঘুচায়েছে।
তোদের যে ধর্ম্ম অবতার,
কেবল ধর্ম্মনাশার গুরু,
সুদন কহিছে শ্রীগুরু,
কেবা শিষ্য কেবা গুরু,
দোহাকেই বলব গুরু,
সেই গুরু ভস্ম হয়েছে॥ ১২

ঝিঝিট—ঠেকা।

তীর্থক্ষেত্র মিথ্যাজ্ঞান করি শুনরে দ্বারি
শুনেছ বৃন্দাবন তীর্থ,
এসেছেন সে তীর্থেশ্বরী॥
তোমরা যেতে বল তীর্থে,
তীর্থবাসী যায় গো তীর্থে,
ত্রিজগৎ বাঞ্ছে যে তীর্থে,
সেই তীর্থে এসেছি দ্বারি।
শুনেছ যে রাধাকৃষ্ণ দেখ নাই দ্বারি,
দেখ নিতাপুরে নেত্র সেই রাধা প্যারী;
আগে কৃষ্ণ পেয়েছিলে,
তাইতে এখন রাইকে পেলে,
পেয়ে আর যেওনা ভুলে,
যদি যুগল দেখবে দ্বারি॥
দ্বারী হওয়া কেমন তাত জাননা দ্বারি,
দ্বারীর সঙ্গে করে দ্বন্দ্ব দোহে তো দ্বারী
উভয়ের অভিসম্পাতে,
উভয় এসেছে হেথাতে,
সুদন বলে ছাড়রে পথে,
আর হ'তে হবেনা দ্বারী॥ ১৩

বিভাস—কাওয়ালী।

দেখে এলেম বৃন্দাবনে, সেই যমুনা পুলিনে, পঙ্কে পড়ে পদ্মমুখী আছে পঙ্কজবনে।

লয়ে নারি পদ্ম পত্রে, কেউ দিচ্ছে শ্রীমতীর গাত্রে, তথাপি না মেলে নেত্রে, কেবল বহে জীবনে॥

কেউ বলে রাই মরে মরে, উহু-মার মারে মারে, বাঁচাইতে নারিলাম মা রে কি বলবে হরি আমারে।

কেউ বলে আর কেন অলি, এখ

করি অন্তর্জ্জলি, শেষে হ'য়ে গলাগলি, মরি গিয়ে জীবনে।

বিসখা বলে বিসখা কেন নাকি হয়ে থাকে, এমনত দেখি নাই কেহ প্রেমের লাগি প্রাণ ত্যাগে।

কোথা বা তোর প্রাণ-সখা, কার জন্যে বা মরিস একা, সুদন বলে ও বিসখা, যে বিসখা সেই জানে ॥ ১৪

বিভাস—কাওয়ালী।

দেখে এলেম তব রাধারে,
হরি যমুনার ধারে।

প্যারী চন্দ্রাধরে, কোন সখি ধরে, জীবন রবে ব'লে জীবন দিচ্চে ধারে।

হস্ত দিয়ে কেহ দেখে প্রাণাধারে, তাহে হয় না জ্ঞান প্রাণ আছে আধারে, তব প্রেমধার এতই কি যাই ধারে, বধিলে তাহারে বিচ্ছেদ অসি-ধারে।

কেহ লেখে তব নাম শ্রীমতীর কায়, তুলসী মঞ্জরী আর গঙ্গা মৃত্তিকায়, পঞ্চবটী ক'রে যমুনাপুলিনে, রেখেছে প্যারীকে তার মধ্যস্থানে, কেহ তব নাম বলিছে শ্রবণে, যমুনা প্রবলা গোপীর নয়ন ধারে।

অন্তর্জ্জল কেবল রাধার আছে বাকী, অন্তর্জ্জল এতক্ষণ তাহা আছে কি রাধা যদি মরে ওহে রাধানাথ, কে আর বলিবে তোমায় রাধানাথ।

মনে ভাবি তাই শ্রীদ্বারকানাথ, রাধানাথ হ'লে বাঁচাতে রাধারে ॥ ১৫

দেখনা চেয়ে পায় মরি হায়, প্যারী তোর রাঙ্গা পায়, চরণ কমলে নীল-কমল আহা মরি কি শোভা পায়।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ যাঁর পায়, তাঁর শিরে কি পা শোভা পায়, প্যারী আর ঠেলিসনে দুপায়, কৃষ্ণধন কি যে পায় সে পায়।

সুদন বলে ও রাঙ্গা পায়, বলি পাতালে পদ পায়, আর শুনেছি ও রাঙ্গা পায়, জাহ্নবী জনম পায় ॥ ১৬

সিন্ধু—কাওয়ালী।

কার হয়েছে জ্বর এ ব্রজপুরে।

যাঁর হইয়াছে বিচ্ছেদ-ব্যাধি, অন্যে তাকি জানে বিধি, দিয়ে তার ঔষধি আদি, দেই সেই বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ করে।

প্রেম হ'য়ে একই হ'লে দোহেরি অন্তর, প্রেম-জ্বর হ'য়ে পুনঃ হ'লে স্বতন্তর সতত হয় দেহ দাহ, ক্ষণে ক্ষণে হয় মোহ, সে দাহ নির্ব্বাহ, দেহে দেহে মিলন করি ॥

হুতাসে পিপাসা ত্রাসে সদাতনু জলে, করে জল জল, বলে দে জল, ভাসে নয়নজলে।

সতত হয় মনঃপীড়ে, নয়ন ঝরে মনে পড়ে, চিকিৎসা জানে সে পীড়ার, মনঃপীড়া আছে যার।

কোন বৈদ্য, না পায় বুদ্ধি, প্রেম-জ্বর অবস্থা নাইকো শাস্ত্রে, নারে বুঝিতে কি দিবে ব্যবস্থা।

আছে তন্ত্রমন্ত্র গণা পড়া, সকলি ও তন্ত্র ছাড়া, সুদন কয় আছে জল-পড়া, দিলে ব্যাধি যাবে দূরে ॥ ১৭

সিন্ধু—মধ্যমানের ঠেকা।

প্রাণ দিওনা, ও আশা ভাল না, কাঙ্গালের প্রাণে সাজে না।

একা প্রাণ দেও যারে তারে, দেখিতেছি পরস্পরে, এমন প্রাণের আশা কে করে।

যে তোমারি প্রাণ দিলে, তখনি তার প্রাণ নিলে কেউ নিলেত সুখে থাকে না।

শান্তদাস্য সখ্য আর বাৎসল্য মধু-রস হরি, জানি তোমার পঞ্চরসে যে রসে যে রসে হরি, বলি তোমার ইকি লীলে, বলি তোমার প্রাণ কিনিলে।

তবে কেন পাতালে নিলে, অদিতি কশ্যপ ত্যজিলে, তাইতে তারা প্রাণ ত্যজিলে, এই কি তব লীলার মন্ত্রণা।

ত্রেতা যুগে করে লীলে, পিতার প্রাণ নিলে, জানকী আনিলে; পুন জানকী ত্যজিলে;

তার পরে দ্বাপরে লীলে, কারা-গারে জন্ম নিলে, বন্দিশালে তারে রাখিলে, জানিলে শুনিলে লীলে।

কেউ লবেনা প্রাণ যাচিলে, সুদন কয় সকলি বঞ্চনা ॥ ১৮

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

এই আমি কি সেই আমি চিনিতে নারি।

একি অপরূপ হেরি, হইলাম পুরুষ কি নারী।

ও হরি অন্তর্যামী, কি ছিলাম কি হইলাম আমি, আমি হেরে ভুলি আমি, আমি যে চিনিতে নারি।

আমরি কি ব্রজের বাঁকা, বাঁকা হেরে ঘুচল বাঁকা, চিন্তে নারি চিন্তা-মণি, তুমি হরি দীনের সখা।

তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, সুদনের মনে এই লয়, হইগে ও চরণে লয়, কেনে ভ্রমে ভ্রমে মরি ॥ ১৯

বিভাস—মধ্যমান ঠেকা।

দেখলেম কুবুজায়, কুবুঝায়, রাইর পক্ষে কি ভাল বুঝায়, সদা কুবুঝায়।

যেমন হে ত্রিভঙ্গী, তেমনি রাণীর ভঙ্গি, তোমায় থেকে ভঙ্গি তার কিছু বুঝায়।

এলেম দেখতে শুনতে শুন্তে চাই তার গুণ, প্যারী পারেন শুন্তে যা শুন্তে নিপুণ, দেখে এলেম এমন কু যেমন তেপেঁচা কু, হরি হয়েছে কু পড়ে কুবুঝায়।

বাঁকায় ভাল বুঝায়, সাজেনা সোজায়, যেমন প্রেম ঘটেনা বুঝায় অবুঝায়।

পেয়েছ কুবুজায়, পেয়েছে কুবুজায় সূদন যে প্রাণে যায়, তারে কে বুঝায়॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

রথ রাখ বংশীবদন, হেরিব বদন।

রথ রাখ, কথা রাখ, একবার মোরা দেখি দেখ, যাই রাই বলে ডাক শুনে যাই কথাটী মিঠে কেমন।

শূন্য কার হৃদি-রথে, কেন অন্য রথে, এ রথ কেন্দে ব্যাকুল হইল, দেখে মুনি রথে, রথ যেতে চায় তোমার সাথে, এ রথ লইয়ে যাও ও রথে, তা নইলে মথুরার পথে, রথে রথ করব পতন।

ব্রজে এইলে অক্রূরমুনি, হরে নিল মণি, মণিহারা ফণী কি হবে গুণমণি। প্রাণ লইয়ে যায় রথের মধ্যে, দেখ গো মুনি নারী হতো, সূদন কয় বাঁচি কি কত্তে, ঐ পাদপদ্মে দিলেম জীবন॥ ২১

দেবগিরি—কাওয়ালী।

আর কি পাব সে নীলমণি? মা বলে আসিবে কোলে, খাওয়াইব ক্ষীর ননী।

পেয়ে নূতন জননীরে, ভুলেছ এ দুখিনীরে, খেদে ভাসি আঁখি নীরে, হয়ে মণিহারা ফণী।

শ্রীদুর্গা কমলপদ, পূজিয়ে কমল দলে; সেই নীলকমল কোলে, পাইয়াছি সেই ফলে;—আসিবে আমার নীলকমল, হেরিব চাঁদবদন কমল, প্রফুল্ল হবে হৃদ্‌কমল, কমল মুখে মা বোল শুনি।

সাধনের ধন কৃষ্ণধনে, হরিয়ে লইল বিধি; পুন সদয় হয়ে ফিরে, দিবেন আমারে সেই নিধি?—কৃষ্ণ গোকুলে আসিবে, মা বলে কোলে বসিবে, সুখভানু প্রকাশিবে, নাশিবে দুখ রজনী।

যে হ'তে গিয়েছে কৃষ্ণ, ক্রূর অক্রূরের সনে: সেই হ'তে জননী বাণী, আমি শুনি নাই শ্রবণে;—আছে ভুলে যদুকুলে, ভাবে না আর এ গোকুলে, সূদন বলে শোকাকুলে, মরে জনক জননী॥ ২২

দেবগিরি—কাওয়ালী।

সামান্যে কি রাধারে পায়?

বিনা আর ধনে কি পায়? ভক্তি-ভাবে ডাকিলে পায়, মুক্তি শক্তি আছে যার পায়।

ত্যজে বিষয় বাসনা, বশ করিয়ে বাসনা, ক'রিলে তার উপাসনা, হৃদি-পদ্মাসনেতে পায়।

রাধা আকাঙ্ক্ষিত হয়ে, ত্যজিলাম গোলোক অধিকার; গোকুলে গোপ-বাদ নিলাম, পরিচয় কি দি অধিক আর?—কাননে করি গোচারণ, করে কৈলাম শৈল ধারণ, সূদন বলে রাধার কারণ, বাঁধা সে গোলাম নন্দের পায়॥ ২৩

সুরট—কাওয়ালী।

নিল মুনি নীলমণি যে দিন।

আমার মনে হইল সেদিন, ফিরে কি আর হবে আমার সুদিন।

যে থাকে না তিলেক ছেড়ে, সে আমায় গিয়েছে ছেড়ে জানলে কি রে দিতেম ছেড়ে? গোকুল ছেড়ে সঙ্গে যেতেম সেদিন।

"ও মা! যাই বাট" ব'লে কারে বা সুধায় গো? "নে রে খা রে ক্ষীর ননী" কে তারে বা কয় গো?—কারে বা বলে জননী? কেবা দেয় ক্ষীর নবনী? খায় কি রে সে ক্ষীর ননী? দুখিনীরে মনে হয় কি এক দিন॥ ২৪

দেবগিরি—কাওয়ালী।

মনোরথ! যাও রথে।

ত্যজ্য ক'রে ন্যায্য পথে কেন ভ্রম পথে পথে? পেয়ে সুপথ ভুল না পথ, এখন চল ব্রজের পথে।

পথের সম্বল মন হরি বল, হবে পথের জয়; জেনো সবাই পথের পথিক, পথের পরিচয়;—ধর্ম্মপথে রেখো যতন, যদি পথে হও রে পতন, হবে তোমার কালের দমন, কালিয়দমন ভাব চিতে।

সম্প্রতি দুর্ম্মতি তাইতে, পাঠাইলে কংস; যে করে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস, তারে করবে ধ্বংস;—হ'লে হরির কোপের অংশ কংস হইবে নির্ব্বংশ, সূদন কয় এমন কুবংশ, কায কি থেকে মথুরাতে॥ ২৫

সুরট—কাওয়ালী।

কি জানি কি হলো আমার মনে, কি শয়নে কি স্বপনে, কৃষ্ণরূপ হেরি দু-নয়নে।

যদি না ভাবি অন্তরে, তবু না রহে অন্তরে, কি আছে তার অন্তরে, অন্তরে তা বুঝিতে পারিনে।

যদি থাকি আপন মনে, না করি মনে,—(এ), সে কেমনে মনে মনে উদয় হয় মনে—(এ), মনে পাইনে মনের কথা, তাইতে সদাই মনে ব্যথা, কারে বা কই মনের কথা, তোমা বিনে মন দিয়ে কে শুনে ॥

যে দিকে যাই, যে দিকে চাই, দেখ্‌তে কৃষ্ণ পাই, কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণবর্ণ বুঝি কৃষ্ণ পাই, কালরূপ চিনিনে কে সে, নাম বুঝি তার হৃষীকেশ, ধরিল আমার কেশে, সূদন বলে শেষে জান্‌বে মনে ॥ ২৬

বাহার—মধ্যমান।

বল হরে কৃষ্ণ হরে হরে। (ভাব রে—)

জান না মুরারে হরে, যে ভজে সেই মুরহরে, তার কি প্রাণ শমনে হরে ॥

মন বাঁধিলে মনোহরে, কার সাধ্য তার মন হরে, দেখে ভেবে মুরহরে, হরির গুণ জেনেছে হরে ॥

শুন নাই প্রহ্লাদের কথা, ভজে গুণমণি, এককালে হইল বৈষ্ণব-চূড়ামণি, ভুজঙ্গে না দংশে কায়, মাতঙ্গে না বধে তায়, জীবনে না জীবন যায়, বিষপানে না মরে ॥

শুন নাই যে ধ্রুব মুদিত করে দু-নয়ন, একমনে ছিল, পদ্মপলাশলোচন—রক্ষা করিল বনে বনে, কি মরণে, কি জীবনে, মধুসূদন ভজে সূদন কভু কি পড়িবে ফেরে ॥ ২৭

বিভাস—ঢিমা-তেতালা।

ব'লো তারে, কারাগারে আর কত দিন রইতে হবে।

সে দিনের আর বাকী কদিন, চিরদিন কি কেঁদে যাবে ॥

এম্‌নি কপাল পাতর-চাপা, বুকের মাঝে পাষাণ-চাপা, নয়ন-জলে নয়ন ঝাঁপা, শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যপ্রভাবে ॥

পুণ্যফলে পুত্র কোলে পেয়ে যে ছিলাম, তেম্‌নি সুখে বন্দিশালে জন্ম গোঁয়ালাম, যে সুখেতে হেথায় আছি, একবার কৃষ্ণ দেখ্‌লে বাঁচি, কিংবা কৃষ্ণ পেলে বাঁচি, এ বাঁচায় আর কি ফল হবে ॥

অসিত-অষ্টমী রেতে এই কারা-গারে, ব্রহ্মমূর্ত্তি দেখাইল করুণা ক'রে, কোন্ পুণ্যে বা গর্ভে ধরে, কোন্ পাপে বা কারাগারে, সূদন বলে ব'লো তাঁরে এ বন্ধন ঘুচিবে কবে ॥ ২৮

দেওগিরি—ঢিমা-তেতালা।

যাচ্চ যদি গোকুলে।

ব'লো তায় ফেল্ল না ভুলে, পাষাণ চাপা মায়ের বুকে, স্বচক্ষেতে দেখে গেলে ॥

যত দ্বারী করে বন্ধন, তত ডাকি আর কৃষ্ণধন, মনে নাই দুঃখিনীর রোদন, হ'য়ে যশোদা'র ছেলে।

জনকের যন্ত্রণা ব'লো, শুনে হবে দুঃখজনক পাসরি র'য়েছে জনক, গোকুলে পেয়েছে জনক, ঐ দেখ দাঁড়ায়ে পায়ে, আরও প্রহার পায়ে পায়ে, দিনান্তে না খেতে পেয়ে, বাঁচে কেবল কৃষ্ণ ব'লে ॥

ব'লো তারে ভাল করে, গিয়াছে সব ভাল ক'রে, মাতা-পিতা-ভ্রাতৃ-পালক কিছুই না মনে করে সুদন বলে ও দেবকী, ও কথা আর বলিব কি, চিরকাল ত এমতি দেখি, পালকা তোমার ছেলে ॥ ২৯

জয়জয়ন্তী—তিমেতেতালা।

কেমনে ত্যজিব এখন গোকুল।
কিরূপে হবে প্রতিকূল, যাবে ব্রজের এ কূল ও কূল দুকূল ॥

ঘুমালে পর মা জননী, ডাকয়ে খাওয়ায় নবনী, সে মা হবে কাঙ্গালিনী ত্যজ্‌বে প্রাণী, যে দিন যাব ও কূল।

যে পিতার লইয়ে বাধা থাকিতাম পথে, সে বাধায় কাল পড়বে বাধা ফেলিবে মাতে, মর্‌বে সকল বৎস ধেনু, খাবে না খাবে না তৃণ, শুকাবে সব তৃণ-বন, বন হবে বৃন্দাবন হবে আকুল।

যে কিশোরী বাঁশরী বিনা না শুনে কাণে, সে বাজে বাঁশের বাঁশী বাজ্‌বে কেমনে,—সে রয়েছে আপন মনে, তার মন ল'য়ে যাই কেমনে, বল্‌বে এই তার ছিল মনে, মরবে সুদন পাবে না কোন কূল ॥ ৩০

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

দেখিলাম তোমার জননী জনক তাঁরা বন্দিশালে বন্ধন করে, ক্রন্দন করে, মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।

যখন দণ্ডে ধরে গলে, তখন কাঁদে কৃষ্ণ ব'লে, তাঁদের দুঃখে পাষাণ গলে, কাঁদে দোঁহে গলে গলে টাঙ্কা পায় উঠিতে না পায়, এমনি তাদের কপাল ভগ্ন আপনাক্ক পায় না অন্ন, উঠিতে চরণ সংলগ্ন, কারে কিছু বল্‌তে নারে;—পদাতি সব দ্বারে দ্বারে, খেতে চাইলে অমনি মারে, "মলাম মারে" ফের মা বলে ॥

দেখি দ্বারিগণের নেত্র সদাই নেত্র মুদে থাকে, দেখি দন্ত গাত্র কম্প কভু দন্তে দন্ত লাগে, পুনরায় চৈতন্য হ'লে নয়ন মেলে কৃষ্ণ বলে;—সুদন কয় জানে সকলে, ওই দশা হয় ওনাম নিলে। ৩১

মঙ্গলবিভাস—ঢিমা তেতালা।

রাই তুমি অমূল্য মাল্য
গাঁথিছ যাহার কারণে।

মথুরায় তার মাল্যবদল হবে না জানি কারমনে, কেন গাঁথ চিকণমালা ছেড়ে যাবে চিকণকালা, শেষে কেবল ঐ মালা জপমালা হবে মনে॥

মালা হেরে হবে জ্বালা, মরবি প্রাণ জ্বলে, শেষে মালা ভেসে যাবে নয়নের জলে, কেন গাঁথ বনমালা, দিতে হবে বনে মালা, মথুরায় সব চাঁদের মালা, মতির মালা দিবে এনে॥

কাল হারাবি মোহনমালা মালা পরিবে কে—কাঁদিবি বলে মদনমোহন, মরিবি সেই দুঃখে—সুখ লয়ে এসে ছ মুনি, হয়ে নিতে মাথার মণি, সূদন বলে বিনোদিনি বৃথা মালা গাঁথ কেনে।

কীর্ত্তনাঙ্গ—ধূয়া।

তুই রে আমার কৃষ্ণ গোপের নন্দন।
তোর কেন হলো এমন ঈশ্বর-লক্ষণ॥

কৃষ্ণ রে তুই গোপের ছেলে
শঙ্খ চক্র কে রে ফেলে।

কেন ছাঁদনদড়ী নাহি স্কন্ধের উপরে;—
গাভী-দোহনের ভাণ্ড নাহি তোর করে

ভৈরবী—ঢিমা-কাওয়ালী।

কিরূপে একরূপ হলি।
কোথায় বা ভোজবিদ্যা পেলি॥

তুই রে মানুষ ছেলেমানুষ, এ কি মানুষ হলি, চতুর্ভুজ আমারে দেখালি।

তুই রে গোপাল, গোপের গোপাল, থাকিস্ গো-পালে—ছেড়ে গো-পাল গেলে গোপাল! কে যাবে পালে—তুই রে আমার দুধের গোপাল জানে সকলে, ত্যজি দুধের ভাণ্ড রে ব্রহ্মাণ্ড দেখালি—ছাঁদন-দড়ী ছিন্ন করে কোথায় লুকালি—সূদন কয় চেন না রাণী কেমন ছেলে পেলি, ও ছেলের ছেলে সকলি॥ ৩৪

পরজ—ঢিমা-কাওয়ালী।

বুঝি হরি যায়,
আমাদের প্রাণ হরি যায়।
ঐ শুন রাই নন্দের ভেরি,
'যায়' বলে বাজায়॥

'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য', করিবে না এই ছিল ধার্য্য, সে কথা হলো অগ্রাহ্য, না বলে যে যায়॥

জন্মের মত দেখ্‌বি যদি চল গো প্যারী চল—ফুরালো বল, কি করি বল, গিয়ে দুটা বল—যার লাগি সকলে বলে, সে ত তোমায় যায় না ব'লে, গিয়ে দুটা দেখ্ না ব'লে দেখ কি ব'লে

হা যায়, কাঁদিলে কি হয়, বুঝিতে হয়, একবার যেতে হয়, কেহ গিয়ে ধর চক্র, কেহ ধর হয়—— সূদন বলে কি হয়, না থাকিলে হয়, ধরিলে কি হয়, প্রভাসে মিলন পুনর্ব্বায় যদি প্যারী যায় ॥ ৩৫

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

আয় না গো রথ দেখ্‌তে যাই প্যারী।
ত্বরা করি সকলে সকালে গেল আমরা কেনে কেঁদে মরি ॥

আয় না শুভযাত্রা হেরি, এক যাত্রায় যাত্রা পরিবর্ত্ত করি, কি কাজ থেকে আর এ যাত্রায়, এক যাত্রায় যাত্র করি ॥

কই কিশোরি আয় কিশোরি কি কাজ শরীরে—হরি যদি হরে তবে আয় না লো মরি—প্রাণ তুল্য বল যারে সে ভাঙ্গ্‌লো ব্রজের বাজারে, সূদন কয় রসের বাজারে, একবার এসে দেখ্‌না প্যারী ॥ ৩৬

কীর্ত্তন।

তখন বেরুলো রাই কমলিনী।
চারিদিকে চায় রে আলু থালু পাগলিনী
উঠে পড়ে যায় ধায়, কেঁদে বলে বল গো আমায়, কুরালো বল বল গো আমায়, আমায় মদনমোহন কোথায় গেল ;—প্যারীর দুই নয়নে শতধারা, করে ডুবু ডুবু নয়নতারা, যেমন মণি-হারা ভুজঙ্গিনী, দাবদগ্ধ কুরঙ্গিণী ॥

তখন—উন্মত্তা গোপী ধায়, বসন নাহিক গায়, ধায় রাধা যেন পাগলিনী।

আলু-থালু-কেশে যায়, আর কাঁদি কাঁদি কয়, কোথা গেলে পাব গুণমণি ॥

(আহা!) নিতম্বে চরণ ভারী, সত্বর চলিতে নারি, ব্রজনারীগণ করে ধরি ;—কভু রাই যায় ধীরে, কভু ধায় ত্বরা করে, হেরিতে পরাণবঁধু হরি ॥

(আহা!)—একে ব্রজের কঠিন মাটী, তাহে কমলকোমল পদ দুটী, কমলিনীর—'চরণে তৃণটী ফুটে, কৃষ্ণ উহু উহু করে উঠে ॥ ৩৭

খাম্বাজ—ঠুংরি।

ধীরে ধীরে চলিল রাই হংসগতি।
কিবা চরণ দুখানি অগতির গতি ॥
রাশি রাশি শশী, পদনখে বসি,
অধোমুখে থাকে রজ লাগে যদি।
যত গুল্ম লতা, হেঁট করি মাথা,
বলে দিন পাই রজ লাগে যদি ॥ ৩৮

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

রথ রাখ অমনি ও মুনি, হেরি গুণমণি।
যাব নিলে নীলকান্তমণি ঐ এলো

সেই চাঁদবদনী রমণীর শিরোমণি, যাঁরে ধ্যানে না পায় মুনি, ঐ এলো সেই চন্দ্রাননী, যেন মণিহারা ফণী।

কি মোহিনী বলে নিলে মনোমোহিনীর মদনমোহন মন-চোরকে করেছ চুরি সাধু হয়ে কি অকারণ, গায় হরি নামাঙ্কিত, দেখতে যেন সাধুর মত, সূদন বলে যে চোর এত, কে বলে ইহারে মুনি॥ ৩৯

জয়জয়ন্তী—ঢিমেতেতালা।

রথ রাখ সারথী দেখাও রথী, দয়া নাহিক এক রতি।

যুগল করে করিব এই আরতি॥

কালসোণা কাঁচাসোণা, যুগল মন্ত্রে উপাসনা, হরে নিলে কালসোণা হেরিব না আর এ যুগলাকৃতি॥

হরি ত চলেছ পথে এ পথের পথী, দাঁড়াও হে পথের পরিচয় করি শ্রীপতি, জানা ছিল রবে নিশ্চয়, এখন পেলেম খুব পরিচয়, পেলেম হে পথের পরিচয়. কেহ কার নয়, জানিলাম হে সম্প্রতি॥

যদ্যপি এক দিনের তরে কোথায় থাকৃতে হয়, প্রত্যূষেতে যাবার বেলা বলেও যেতে হয়, তোমার নাইক বলাবলি, আমরা কেবল ভুলায় ভুলি, সূদন কয় কি ভুলায় ভুলি, আর ভুলিব না এবার বাঁচি যদি॥ ৪০

পরজ—মধ্যমান।

ও মন রথ রাখ রথ রাখ থাক, ফিরেক ফিরিয়ে দেখ।

আর হবে না দেখাদেখি, দেখি দেখি দেখ দেখ॥

ত্যজ্য করি মনোরথ আরোহিলে মুনিরথ, আমরা কেবল অবিরত, কাঁদ্‌তে রত, চেয়ে দেখ॥

একবার মনে করেছিলাম হয় গিয়ে হয় ধরি, হেরিয়ে তুরঙ্গরঙ্গ আতঙ্কেতে মরি, একবার ভাবি ধরি চক্র, ঘুচাই অক্রূর চক্র, এখন দেখি চক্রীর চক্রে, তুমি এত চক্র রাখ॥

আবার ভাবি মরি গিয়ে মিছে কেন ভাবি, পরে ভাবি সে ভাবে না আমরা কেন ভাবি,—কি করি বুঝে না যে মন, মন তোমার পাষাণ কেমন, সূদন কয় কথা কেমন বলেছিলেন যাব নাক॥ ৪১

পরজ—মধ্যমান।

এই কি তব দয়া দয়াময়! কও আমায়।

এ দয়া দেখে দয়া হয়, তব অনুগত যে হয়, তার কি দশা এমনি হয়॥

যার পদ ধরেছ শিরে, ত্যজিলে সেই প্রেয়সীরে, সে করাঘাত করে শিরে, ফিরে একবার দেখ না তায়।

যে রাধার কারণে বাধা বহিতে মাথাতে, ধেনু সনে গোচারণে ভ্রমিতে বনেতে, তোমায় যাগে পান না যোগী, যার লাগি সেজেছ যোগী, এখন তাঁর করেছ বা কি, যজ্ঞেশ্বর যাও হে কোথায়॥

রসময়! কে তোমায় বলে ওহে বিশ্বময় দেখিলাম আমি অসময়ে কেবল বিষময় দেখলাম তোমার যত মায়া, কেবলমাত্র সকল ছায়া, সুদন বলে মিছা মায়া করে রেখেছ জগৎময়॥ ৪২

বেহাগ—আড়া।

ক্ষণেক দাঁড়াও বঁধু আগে আমি যাই।

মরিতে হ'বে তবে আর কেন যাতনা পাই॥

রহিল প্রেমের ব্রত সাজ, তরঙ্গে ডুবিল আগাজ, একবার দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গ, ত্যজি অঙ্গ দেখ তাই।

আজ আমাদের শুভযাত্রা, দেখ্লাম তোমার রথযাত্রা, আমরা করি গঙ্গাযাত্রা, বঁধু ফিরে দেখ তাই॥

কেন রব কৃতাঞ্জলি, করে যাওহে অন্তর্জ্জলি, সুদন বলে কেন জ্বাল এখান জ্বালা ঘুচাই॥ ৪৩

দেওগিরি—ঢিমেতেতালা।

চেয়ে দেখ কে কাল, দেখি নাই ত এমন কাল, হেরিয়ে চিকণ কাল, গেল যে মনের কাল।

দেখেছি ত এত কাল দেখেছি ত কত কাল, দেখি নাই এমন কাল, কালোতে এত আল॥

শশীমুখে হাস্য করে আরও করে ক'রে বাঁশী, শ্রীরাধিকার মন ভুলাত সে বুঝি গোকুলবাসী—কোন্ প্রাণে ধরিয়ে প্রাণ, বিদায় দিলে হেন ধন, কি বধে এলো তার প্রাণ, জ্ঞান হয় তাহারি কাল।

সেই রমণী দুঃখিনী যে নারীর ঐ কালছেলে, কেমনে বাঁচিবে সেই, কাল হবে কিছু কালে,—সুদন বলে হাসি কলসী তোর যায় গো ভাসি, দেখতে পারিস ঘরে বসি ঐ কাল চিরকাল॥৪৪

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সে হাটের সুতো ভবে কাটে পাওয়া ভার।

যার কলে হয় কলের সুত যার, কলে হয় সুতাসুত, সেখানে সেই নন্দসুত পাবিরে এবার॥

এবার সূতার বাজার গরম ভবের বাজারে,—সে হাটে নাই কর্মী বেশি চল রে সত্বরে, সে হাটের এমনি বাখানি, রবি-সুতের নাই আমদানী, নাই সেথা অধিক রপ্তানী, হবে রে ব্যাপার ॥

সাধু মহাজন কেবল যাচ্চে সে হাটে, তা নইলে কে যেতে পারে সূতের নিকটে, খেই হারালি ভবের তাঁতে, চলরে তুই বৈকুণ্ঠেতে সূদনে লয়ে যাও সাতে, দেখিতে বাজার ॥ ৪৫

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ওমা আমি কি ছিলাম কি হলাম কি।

আর বা হইব কি, কোন মুখে এ মুখ দেখাব, কালি চিনিবে না দেখি।

যেমন বা মুদেছি আঁখি, তেমনি আমায় বানালে কি, ঘুচালে শ্যাম বাঁকাবাঁকি, আর কিছু নাহি বাকি ॥

মথুরা-নাগরী যত, কার রূপ দেখি, নাই এত, আগে তাদের দেখাই গে ত, তারা কি বলে দেখি।

আগে দেখে হাসত সবে, তেমনি এখন দেখ্‌তে পাবে, সূদন কয় রাজ-রাণী হবে, তোমার আর ভাবনা কি ॥ ৪৬

বিভাস—ঢিমা তেতালা।

মথুরা-নাগরী যত নাগর হেরে নয়নে।

বলে ত্বরায় আয় লো সখি কে যাবি শ্যাম দরশনে ॥

কোন ধনী বলে সখি, ধরে দে ঐ কাল পাখী, হৃদি-পিঞ্জরেতে রাখি, হেরিব রূপ মনে মনে।

কোন ধনী বলে সখি কে আনিল উহায়, কেমনে বাঁধিয়ে মন ছাড়ি দিল মায় বুঝি হবে মাতৃহীন, কিবা মাতার বধে প্রাণ, অথবা করিতে ত্রাণ, ছাড়ি এলো বৃন্দাবনে ॥

কোন ধনী বলে সখি আয়লো দেখ্‌সে আয়, গগন হ'তে শশী খসি পড়েছে ধরায়, দেখছি ত পূর্ণশশী, দেখি নাই ত কালশশী, সূদন বলে হাশ রাশি পূর্ণশশী ঐ চরণে ॥ ৪৭

সিন্ধু—মধ্যমান।

আয় কৃষ্ণধন আমার অঞ্চলের ধন, কোলে আয় রে দুঃখিনীর প্রাণ-ধন।

কৃষ্ণ তুই কি এত পাষাণ, জানিস না রে বুকে পাষাণ, মোদের দুঃখে গলে রে পাষাণ।

থাকতে মোদের তুই নন্দন, পায় দাড়ুকা করে বন্ধন, আবার তুই নাকি রে শ্রীনন্দের নন্দন।

পেয়ে তুমি যশোদা মায়, ভুলে গেছ মায়, মায় পাসরি আস্‌তে নার দেখিতে আমায়,—কিঞ্চিৎ নবনীর তরে, বেঁধেছিল যুগল করে, সেই দুঃখেতে মরি ওরে, দিত নাকি গো-চারণে, ধেনুর সনে বনে বনে, তাতে কত পেয়েছিস্ বেদন।

ডুবেছিলি কালীদহে, শুনে প্রাণ দহে, বেড়েছিল দাবানলে, আর এত কি সহে, সূদন বলে ও দেবকী, আর পরিচয় দিব বা কি, যে সুখেতে ছিলেন নারায়ণ॥ ৪৮

পরজ—ঢিমে কাওয়ালী।

প্রাণ দিতে চাও আমায়।

(প্যারী ত বেঁধেছে হৃদয়,) তবে যে দেও যারে তারে কথায় কথায়॥

প্রাণদান গ্রহণ কার, পতিত হয়েছেন প্যারী সে কেন দিবে ফিরি, হরি হে তোমায়।

প্রাণ হতে চরণ ভাল জানি শুণ-কারী, প্রাণ দিয়ে প্রাণে মার শুনেছি হরি, পায়ে পাষাণ মানব হলো, প্রাণ লয়ে পিতার প্রাণ গেলো, সীতা বন-বাসী হলো কাষ্ঠের তরী স্বর্ণ পায়।
ইদানী রাই বিনোদিনী রাজনন্দিনী, প্রাণদান গ্রহণ করে হয় কাঙ্গালিনী, চরণ দেও চরণে ধরি, অন্তে মম প্রাণ হরি, রেখো রাঙ্গা পায়॥ ৪৯

সুরট মল্লার—তেতালা।

দেখ শ্যামের প্রেমে কেবা না মজেছে সখি এই গোকুলে।

সবার হয় আনন্দ, হেরে ওই গোবিন্দ, কলঙ্ক হয় কেবল আমার কপালে।

দেখ এ বিশ্বমণ্ডলে, যে না হরি বলে, যে না বলে সে জন বিফল, নারদ আদি ঋষি, যে পদ আশ্রাশী, দিবানিশি তারা বলে হরি বল, আমি যদি বলি হরি, ননদী কয় কিশোরী, অমনি মরি কি না সখি, ভয়ে মরি আজ না জানি কি বলে।

দেখ গয়াসুর শিরে যে চরণ ধরে, বিশেষ পিণ্ডদানে ভবের তরণী, যে পাদপদ্ম হতে গঙ্গা অবতীর্ণ, হয়েছেন তিনি ত্রিলোকতারিণী, আমার ভাগ্যে এই হলো, কুল বাড়াতে দুকুল গেল, সূদন বলে আর কি বল, কপালের কপালে এমনি কি ফলে॥ ৫০

মঙ্গলবিভাস—তিওট।

আমি কারে কি বলি কি বলে, সকলে আমারে বলে, আমার কে বলে।

বল্লে কৃষ্ণকথা, বলে কৃষ্ণের কথা, ভয়ে কইনে কথা, পাছে কি বলে।

যদি যাই গো নদী, পিছে ননদী, আর যত বধূ করে গো গতি, শুনিলে বংশীর ধ্বনি, যত কুলধনী, সবে করে কাণাকাণি ঐ কথা বলে. একবার বলি বলি আবার বলিনে, বল্লে বা কি বলে ভয়ে বলিনে, বলিব যাহার বলে, সে বাঁশীতে বলে, সুদন হেসে বলে বলুক যে বলে ॥ ৫১

পরজ—ঢিমা কাওয়ালী।

দুঃখে পায় হাসি, সবাই বলে শ্যামপ্রেয়সী, অকলঙ্ক শশী ভজে কলঙ্কে ভাসি।

যে পদ আশ্রয় করে, ভব-কলঙ্ক যায় দূরে, সেই পদ আশ্রয়ে আমি হয়েছি দূষী।

যথা তথা হরিকথা শুনি জগতে, জ্ঞানে হরি ধ্যানে হরি হরি পায় অন্তে, আমি যদি বলি হরি, ননদী হয় বিষহরী, নিতে এসে প্রাণ হরি, ধরিয়া অসি।

যে চরণবারি ভবে ত্রাণকারিণী সেই পদ আশ্রয় করে অপবাদিনী, সুদন কয় কি ব্যঙ্গ কর, কলঙ্কের অলঙ্কার পর, হরিনামে ডঙ্কা মার, শমনে নাশি ॥ ৫২

খাম্বাজ—তেতালা।

চিনেছি তোমায় তুমি নয় মানুষ, যে বলে তোমারে মানুষ, সে আর কোন্ মানুষ।

দেখেছি ত অনেক মানুষ, সকলি ত মানুষ, দেখি নাই ত এমন মানুষ, মানুষের পায় হয় যে মানুষ ॥

তোমায় চিন্‌তে কেবা পারে, কেবা না পারে, যে পারে সে পারে, সে থাকে না এ পারে, তোমায় ভেবে কে পাবে পার, না ভেবে বা কে পাবে পার, কি তোমায় মানুষ অবতার, মানুষ ভাবলে হয় সে মানুষ।

আর কিছু দেও পদরজ রাখি অঞ্চলে করে, যদি ফিরে সে দশা হয়, তবে ভয় কারে, একে আমার কপাল পোড়া, পোড়ার পর যদি পোড়া, সুদন কয় এ ধূলা পড়া, যে পাবে সে হবে মানুষ ॥ ৫৩

বিভাস—তিওট।

দেখ ঐ পায় কি শোভা পায়।

এ ধূলা নয় তেমন ধূলা, ধোয়ালে না যায় ॥

কি হবে ধোয়ালে ধূল, ধূলাতে কি দোষ, (নাবিক) চেয়ে দেখ চরণতলে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ শোভিত, নৈলে কেন এ পায়, পাষাণ মানবী জন্ম পায়।

আর শুনেছি জাহ্নবীর জন্ম এই পায়; বলিরাজা শুনেছি, বান্ধা এই পায়, সনকাদি ঋষি মিলে তারা ঐ পদ ধেয়ায়, (নাবিক) মনে ভাব এ পায় যে পায়, সে ভববাতনা পায়, সুদন বলে এমন পায়, কেবা কোথা পায়॥৫৪

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

কভু এমন দেখি নাই, জলমাঝে নারী হেরি শ্বহা মরে যাই।

রাঙ্গা চরণ কালজলে, অরুণ যেন মেঘের কোলে কামিনী দামিনী চলে, জলে দেখাতে পাই॥

পরশে চরণ তরণী, পাষাণী হয়েছে তরুণী, তরণী তরুণী হবে ভাবে জানতে পাই, সুদন কয় মাধবে বাণী ডুবাও রে তোমার তরণী, এ তরণী ডুবিলেরে চরণ তরণী পাই। ৫৫

জয়জয়ন্তী—ঢিমা কাওয়ালী।

নীলবরণ হইল নীলমণি, দেখে যা দিদি রোহিণী, কপালেতে কি হয় না জানি।

দন্তেতে লাগিল দন্ত, কি হলো পাইবে তদন্ত, হেরে আমার লাগলো দন্ত, কারু মন্দ করি নাইত জানি।

ত্যজে গো-পাল, এসে গোপাল কোলে বসিল, বসে কোলে, কয় নে কোলে, কয় এলো মেলো—তার পরে হইল অজ্ঞান, আমি জানি গোপাল অজ্ঞান, এখন দেখি অজ্ঞান অজ্ঞান, বুঝি অজ্ঞান করেছে কোন জ্ঞানী॥

হেরে কৃষ্ণের গায়ে উষ্ণ উষ্মায় বাঁচিনে, ধরে মাগো নেনা কোলে জ্বরে বাঁচিনে, কইতে কইতে কয় না কথা, হেরে মোর সরে না কথা, সুদন কয় কি কথার কথা, যে কথায় জ্বরেছে যাদুমণি॥ ৫৬

কালাংড়া—গড়-খেমটা।

বলে উঠে কানাইরে, ও তোর ভয় নাই রে; মোরা সে খেলা আর খেলি না রে গোঠে না যাস যদি ও ভাই কানাইরে, মোরা রাখাল রাজা কর্ব কারে॥ ৫৭

দেওগিরি—ঢিমা-কাওয়ালী।

জীবন যাদব বাথানে, যে কথা ছিল তোর সনে, নৈলে যে ত্যজিব জীবন যমুনার জীবনে॥

বলেছিলি আছি বাঁধা, ডাকিলে এসে নিবি বাধা, বাধা নিতে কে দেয় বাধা, কে এমন বৃন্দাবনে॥

ত্যজবি যদি ওরে গোপাল, ছিল যদি তোমার মনে, গোপ-গোপালে গিরি ধরে কেন বাঁচাইলি প্রাণে,

কালীদহের বিষ জীবনে, বাঁচালি তোর সখাগণে;—যে ছিদাম মরে তোমার জন্য, তারে বা বাঁচালি কেমে ॥

তাপিত প্রাণ মোর শীতল কর, জনক বল চন্দ্রমুখে, যশোদাকে ডাক একবার, শুনুক রে গোকুলের লোকে; —সূদন কয় জানিলাম হরি, রাধার প্রেমে হল ভারী; এত প্রেমে দিলে ডুরী, এই ছিল তোমার মনে ॥ ৫৮

সিন্ধু—ঢিমা-কাওয়ালী।

কেবা জরেছে প্রেমজ্বরে, এই নগরে বল শুনি।

এখনি স্নান করাইব খাওয়াইব ক্ষীর নবনী ॥

পড়া আছে নাড়ীচক্র জানা আছে ষট্‌চক্র, ঘুচাতে পারি কুচক্রে, এমি আমি চক্রে জানি ॥

নিদানেতে বিদ্যা জানাই নিদানের কালে, যে করে মম স্মরণ রক্ষা আর তেলে নিদানেতে বিধান ন্টী, সেই রাজা রাধচাঁদের বটী, গোপালের নাম দিলে কত গোপাল ভাল হয় তখনি ॥

দেখিলে রোগের প্রাদুর্ভাব তাতে না চটি, সূচিকাভিরণ দেই কিংবা দেই চটী, পড়া আছে রাধা-তন্ত্র, আর কত জানি মন্ত্র, নানা রোগ করি ক্ষান্ত, কৃতান্ত যায় শুনিলে ধ্বনি ॥

আরও আছে রাজা গুঁড়ি, সকলে না পায়, রোগী বুঝে দেই তাহা যারে সেই পায়, নাম রতনমণি গুপ্ত, আমার সব ওষধি গুপ্ত, সূদন কয় আজ হবে ব্যক্ত, শক্ত দায়ে ঠেকেছে নীলমণি ॥ ৫৯

বিভাস—ঢিমা-কাওয়ালী।

শুন মা জনম কথা, নয়কো কবার কথা।

সে দুঃখের কথা, কোথা জন্ম নাহি জানি, মাতা পিতা নাহি চিনি, কেবল লোকের মুখে শুনি সে সকল কথা ॥

জন্মের পরে পত্রোপরে ভেসেছি জলে, মা কেমন চিনিনে মাগো কারে মা বলে, বহুকাল ভাসিয়া জলে, পরে এসেছিলাম কূলে, দশভুজা নারী পেলে সেই হবে মাতা ॥

তার পরে এক দ্বিজনারী তাঁকে মা বলিলাম, থর্ব্বরূপে আমি তথায় কিছু কাল ছিলাম, তার পরে এক রাজা রাণীকে, মা বলিয়া ছিলাম সুখে, তার পরে মথুরায় আছে দুঃখী এক মাতা; —মথুরায় মা বলি তাঁকে গোকুলে এখন, এখানে আছে এক মাতা তোমারি গঠন,

সূদন কয় মাতৃহীন ছেলে, যারে পায় তারে মা বলে, চিকিৎসা নাই নিদানকাল বিনা সেই কথা ॥ ৬০

সরফরদা—টিম কাওয়ালী।

ননীর গন্ধ কয় বদনে কেমন বৈদ্য জানিব কেমনে, যেন গোপাল সেই হতেছে মনে।

সেই ভঙ্গী ত্রিভঙ্গিমা, সেই ঠাট সেই ঠঙ্গিমা, হেরি যেন সেই চন্দ্রিমা, যার পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রাননে॥

দেখতে কাল, যেন কাল, আমার কালাচাঁদ, চাঁদ পড়েছে ফান্দে এসো এসো বৈদ্যচাঁদ সেই চাঁদে হয়েছে গ্রহণ, কয়গে তার রাহু গ্রহণ, গ্রহণে ঘুচিবে গ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ দিনমানে॥

কোন্ শাস্ত্র পড়েছ বাছা আছ কোন্ ধ্যানে, বৈদ্য বলে আর জানি না কিঞ্চিৎ নিদানে, সেই নিদান করিতে সংখ্যে, দেখিলাম যে সে অসংখ্যে, সূদন বলে আছে সংখ্যে, শ্রীরাধার ঐ শ্রীচরণে॥ ৬১

জয়জয়ন্তী—টিমা-কাওয়ালী।

যে জ্বরে জ্বরেছে মা তোর কানাই মা তোমায় কেমনে জানাই।

এমন ছেলের এমন রোগ দেখি নাই।

রসেতে হয় অপচার, বাতপৈত্তিকে এ দুয়ের বিকার; ব্যাধি ঘুচায় সাধ্য কার, এ ব্যবস্থা শাস্ত্রেতে শিখি নাই॥

হৃদয়-দাহ মোহ হচ্ছে এমনি বোধ, কইতে নারে মনের কথা তাইতে বাক্যরোধ, বায়ুকে ঢেকেছে কফে ক্ষণে ক্ষণে গাত্র কাঁপে, তার পরে পিপাসা হবে; তখনি প্রমাদ ঘটিবে জানাই॥

আমায় এনেছিলে ভাল, তাই চিনিলাম এ রোগ, যেজনা এ রোগে ভোগে সেই জানে কি রোগ, সূদন বলে যেমন ব্যাধি, রাধা জানেন এর ঔষধি, আমায় দিলে অনুমতি, ত্বরায় ডাকি তাকে আর বেলা নাই॥ ৬২

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কাজ নাই ঘটে জেনেছি যে ঘটে, ও ঘটে কলঙ্ক ঘটে।

দেখিতেছ এ যে ঘট, এ ঘটে কি ভাল, তা নইলে আমার কুঘটে কিছু নাই ত তোমার ঘটে তাইতে যেতে চাও ঘাটে, জাননা যে কখন কি ঘটে, এ নহে সামান্য ভাণ্ড, অখণ্ড নির্মিত্ত জন্য, যে অখণ্ড ভাণ্ডোদর তাহারি ঘটিত জন্য, নৈলে কি আজ ছিদ্র ঘটে সতীর কভু ছিদ্র ঘটে;—জান না কিসে কি কু ঘটে, যারে দেখ গোঠে মাঠে, সে বিরাজে বংশীবটে, সেই বুঝি ঘটেছে এ ঘটে॥

কুম্ভের কথা কইতে আমার দুঃখে বেরোয় হাসি, কেবা চিনতে পারে এত কলসে কলুষ জল, সূদন বলে বটে

তুমি ত চিনেছ বটে, তা নৈলে বা কার এমন ঘটে, যারে পূজে ঘটে পটে, যে জন বেড়ায় ঘটে ঘটে, সেই ত ঘটেছে এ ঘটে ॥ ৬৩

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ও কুটিলে ভাল ত দেখালি সতীত্ব।

মায়ে ঝিয়ে ব্যাকুল, বাড়ি এনে বাড়াবি কুল, ভেসে যে গেল ও কুল, এখন কুল কুল হাসি পায় হে,—জগদীশ্বর যথার্থ ॥

বারি আনতে বাধালি ভুল, ও মা তোরা এমনি বাতুল, নাই মেয়ে তোদের সম তুল, তোদের দুয়ের ঘটে নাই পদার্থ ॥

কল্লি এত বাড়াবাড়ি, কেমনে ফিরে যাবি বাড়ী, সূদন কয় শমনের বাড়ী, যাওয়া এখন নিতান্ত ॥ ৬৪

দেওগিরি—তিমা-কাওয়ালী।

গণায়ে পেয়েছি সতী, জাবটে তার বসতি, চিনতে নারে কেহ তারে, সবাই বলে অসতী।

কে সতী সে সতীর কাছে, মিছে তার কলঙ্ক রটেছে, যে জল দিলে জলধর বাঁচে, দেখি নাই এমন সতী ॥

সে নহে এমন সতী, যাকে বলে আদ্যাশক্তি, চরণ-তরণী দিয়া ত্রাণ করেন কত সতী, সবাই বলে রাধা প্যারী, আমরা কি তাঁর চিনতে পারি, চেনেন কেবল ভববারী, যিনি তাঁর সাথের সাথী।

সতীকে জানিতে সতী, গণনায় পেয়েছি সতী, কে জানে তাঁহার মায়া, মায়া সেই প্রকৃতি; মহামায়ার মায়া করি, আজ মায়া দেখালেন হরি, সূদন বলে মরি মরি, আজ সতী হবেন সতী ॥ ৬৫

কানেড়া—গড়খেমটা।

দেখে ললিতা সখী, নিরখি দেখি, কেঁদে কয় উচ্চৈঃস্বরে।

দেখনা দূতি মোদের ধনী, কেনে এমন হল আজি রে ॥

আমি, কি বলিতে কি বলিলাম, শ্যাম বাঁচাতে রাই হারালাম, আগে জানি না এরা একমরণে দুজন মরে ॥ ৬৬

মঙ্গলবিভাস—তিওট।

দেখ না গো জলে, নিরখিয়ে দেখ সকলে জলধর জলে।

একে জল কালো তাহে কালা কালো, পাছে কালোয় কালো মিশে যায় জলে ॥

নয়ন ঠেরে বলে তোল রাই জলে, পড়িবে না এ জলে, আমি যে জলে, প্যারী লয়ে যায় জল, দূরে যাক নয়ন-জল, হেরে যেন এই জল বিপক্ষ জ্বলে ॥

বলে, হেসে হেসে আর জলে ভাসে, ভেবে মরি ত্রাসে, পাছে যায় ভেসে, সূদন কয় কেন ডর, ভাসায়ে নূতন তার, ভেসেছিল একবার বহুকাল জলে ॥ ৬৭

জয়জয়ন্তী—কাওয়ালী।

দু-আঁখি মুদিত করে, দেখেন হৃদয়-মন্দিরে মুরলী অধরে ধরে, বিরাজে রাধাকান্ত।

একে যমুনা তরঙ্গ, তাহে হৃদয়ে ত্রিভঙ্গ, উথলিল প্রেম-সিন্ধু, বাড়িল মনের আনন্দ ॥

প্যারী দেখেন এ শুভযোগ, কৃষ্ণ করে মনোযোগ, ঘুচালে এ দুর্যোগ, যোগাযোগ হলো গোবিন্দ ॥

ঘুচাইল প্যারীর অত্রযোগ, উদ্‌যোগেতে সিদ্ধিযোগ, ভাঙ্গিল এই নিদ্রাযোগ, অন্তরে পেয়ে অনন্ত ॥

যে দেখিলাম নন্দালয়ে, কুম্ভমধ্যে জলে গিয়ে, সেই র[illegible] ন লয়ে, এই হবে নিতান্ত,—[illegible] নে এই লয়, সৃষ্টি স্থিতি এই লয়, যার মনে লয় না লয়, সে ভ্রান্ত হয়েছে একান্ত ॥

দেওগিরি—ঢিমে-কাওয়ালী।

দিলাম আমি লও সোণা তবু ত ভাল বাস না।

তুমি চাহ যে সোণা দিয়াছি সেই সোণা ॥

ও সোণা হৃদয়ের সোণা, কেলে সোণার সমান সোণা এই কাঁচা সোণা, ঘুচে যাবে উপাসনা, নিলে এই সোণা, তবে আর দাঁড়াও কেনে পেলে ত যা শোনা।

লয়ে সোণা, আর এস না স্বর্ণ অতি সাবধানে, সূদন কয় করো না সোণা, শুভো আরো সোণা ও সোণা রোগশাসনা ॥ ৬৯

দেওগিরি—কাওয়ালী।

এসেছিলাম ঠেকে দায়, তেমনি দিলে বিদায়!

ঘুচিল সে দায়, পেলেম বিদায়, চিকিৎসা করিব আর কি দায় ॥

পেলেম সে অক্ষয় সোণা, আর কি করব উপাসনা কেবল রসনায় মিশাব সোণা, সদাই রাখব হৃদয় হৃদয়।

এ নহে সামান্য বিদায়, বিদায় হলে দায় থাকে না, যে হয়েছে এখন

বিদায়, সে দায় বিদায় আর ঠেকে না, (এই) বিদায়ের লাগি ব্রজে উদয় বনে বনে ভ্রমি সদায়, ঠেকে এই বিদায়ে দায়ে, বাঁশীতে বলি সর্ব্বদায়॥

এই বিদায়ের দায়ে আমি যোগী হয়ে ভিক্ষা করি, বিদেশিনী রঙ্গিণী সেজেছে বা কত নারী, এবার হলেম বৈদ্যরূপ, আর বা ঘটিবে কিরূপ, সূদন কয় ঐ কালরূপ, বুঝি গৌরাঙ্গ হতে হয়॥ ৭০

সিন্ধু—মধ্যমান।

কে জানে তোমারে কেমন সতী, জানে না যে আদ্যা সতী।

তোমা হতে সৃষ্টি প্রলয় স্থিতি তব শকতি॥

অজ্ঞান কুমতি জনে বৃথায় জীবন ধরে, তোমারে চিন্‌তে নারে নরে, তুমি রাধে পুরুষ কি প্রকৃতি।

ত্যজে গোলোক, শিখাতে লোক, জনম নিলে, কত্তে লীলা অ-লীলায় কলঙ্ক নিলে, তুমি করিলে কলঙ্ক, তুমি ঘুচালে কলঙ্ক, এ কেবল তব কলঙ্ক, সতী, ফিরে হন নূতন সতী॥

বৈদ্য প্রতি রেখো দয়া ও প্রেম-ময়ি, তুমি রাধে ব্রহ্মময়ী হও শক্তি-ময়ী, তব লাগি বৈদ্য হলাম, মন-আশা পূরাইলাম, সূদন বলে ঐ পদে থাকে যেন রতি মতি॥ ৭১

মিলন—গীত।

বসিলেন রাই সিংহাসনে, আপন বঁধুয়া সনে।

উভয় যুগল মিলন হলো, গেল বিচ্ছেদ হুতাশনে, ললিতা কয় আয় দরশনে॥

কাল চাঁদের করে ভানু কত চন্দ্র পায়, রাই কিশোরী চাঁদের মালা চাঁদে চাঁদে মিশায়, তুল্য অতুল্য তুলনা রূপ দেখি নে, শ্যামের তুল্য রাই বিনে।

কোন ধনী বলে ধনী দেও হরি-ধ্বনি, মিলিল মিলিল বামে হের রাই ধনী, সূদন বলে ও যে রূপ ত্রিলোক না পায় ধ্যানে;—ধন্য ব্রজবাসীগণে॥ ৭২

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কোন্ গুণে আর কর রে গুণ্ গুণ্ রে নিগুণ অলি।

এ গুণে যে বাড়ে আগুন, আমরা দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলি॥

যার গুণেতে তুমি গুণী, হারায়েছি সেই গুণী, সদা মরি সে আগুনি, আবার কি গুণগুণ শুনালি।

মধুসূদন বিনে ভৃঙ্গ কেন হতেছ বিহ্বল, মধুসূদন বিনে মধুর আশা ত

বিফল, তবে কেন মধুকর, বৃথা মধু মধু কর, যাও না কেন মধুপুর, সেখানে মধু সকলি ॥

ও ভৃঙ্গ ত্রিভঙ্গ বিনে সকলি বিগুণ, যে ছিল অতি নির্গুণে সেড়েছে তার গুণ, আমরা সব হয়েছি নির্গুণ. কেবল বৃদ্ধি বিচ্ছেদ-আগুন, সূদন কয় জুড়াবে আগুন, যদি এসেন বনমালী ॥ ৭৩

জয়জয়ন্তী—ঢিমেকাওয়ালী।

ষট্‌পদ যাইপদ ধরি কাঁদে, যার ছায়া না লাগে চাঁদে, সেই ধনী আজ পথে পথে কাঁদে।

যার পদ সবার সম্পদ, পরশে হয় নিরাপদ, গিরিধর ধরে যে পদ, সেই পদ আজ পদার্পণ বিপদে ॥

যে বিরাজে কুঞ্জবনে, সেই রাই আজ বনে বনে, একি হলো বৃন্দাবনে, যাব কোন্ বনে,—হারায়ে সেই বন-বিহারী, প্যারী হলেন বনচারী, কি সুখে আর বনে চরি, মরি মরি প্রাণ ত্যজি ঐ পদে।

আর কি বিপিন-পুলিনে শ্যাম আসবে ফিরে, এসে গোপাল সকল গোপাল চরাবে চরে, আর কি এই বিপিনে বাঁশী, শুনবে সকল গোকুল-বাসী, রাস করিবে রাসবিলাসী, সূদন এসে হেরবে যুগল পদে ॥ ৭৪

সিন্ধু—মধ্যমান।

প্রাণ যায় এ রবে, কোকিলারবে, রবে প্রাণ আর কিসে রবে, প্রাণনাথ বিনা প্রাণ, তিলেক না রবে রবে।

ভুলায়ে মুরলীরবে, আবা আশা ধ্বনি রবে, এখন বঁধু রয়েছেন নীরবে; মরি মরি কুহু কুহু রবে ॥

এসে বনে বনে বনে, যে কুস্বরে পঞ্চম স্বরে, পঞ্চম স্বরে আর পদ না সরে, যেন মারে বনে বনে, মারে মারে সয় না প্রাণে, প্রাণ হারাতে এলাম এ কাননে, বিনা শ্যামের বাঁশীর স্বরে, কইতে কথা মুখে না সরে—যদি সরে হা হাকার রবে ॥

কয় কিশোরী আর কি স্মরি, শুন গো সরি সরি, যেন স্বরে হানে বুঝি স্মরি, বিনা সেই কিশোরীর সঙ্গ, স্বর শুনে যে হয় স্বরভঙ্গ, কোথা বা রহিল সে ত্রিভঙ্গ, সূদন বলে একি রঙ্গ স্বর শুনে যে কাঁপে অঙ্গ, বুঝি প্যারী সাঙ্গ এই রবে ॥ ৭৫

ঝিঁঝিট—খয়রা।

হে কোকিলে, বসে তমালে,
ডেকো না আর কৃষ্ণ বলে।

এ কোন্ সুখের গান, নাই দুঃখ-জ্ঞান, প্যারীর যে যায় প্রাণ, পড়ে অ...ল ॥

ভ্রমিতেছেন প্যারী বনে বিপিনে, শুনে কুহু ধ্বনি করে হুহু ধ্বনি, শুনে ধনীর ধ্বনি, আমরা বাঁচিনে ;—কৃষ্ণের পক্ষে কৃষ্ণপক্ষ তুমি কি জান না পক্ষ, তবু যে হয়ে বিপক্ষ, কমলিনীর বুকে শেল হানিলে দেখে কাঁদে অলিকুল, হইয়ে ব্যাকুল, বাশিতেছে শুক মনের অসুখে —কান্দে সখীগণ হইয়া অজ্ঞান, তুমি সদা গান কর কি সুখে, আমরা যত ব্রজনারী, শ্রীহরি বিহনে মরি, সূদন বলে, ভজ্‌ দে হরি, পাওয়া যাবে অন্তকালে ॥ ৭৬

ভৈরবী—ঢিমা-কাওয়ালী।

যাও না কেন মথুরায় পায়।

কে আছে আর ত্বরায় তরায় ॥

কৃষ্ণ বিনা ব্রজবাসী সবে যে কৃষ্ণ পায়, পায় ধরি পায় যাও না পায়।

করে প্রাণপণ, এই প্রাণার্পণ করিতেছি পায়, পদ রাখ পণ কর পদার্পণ অনায়াসে পদ পায়, কাতরে করিতে দয়া তোমার কি ক্ষতি পায়, যদি ত্রাণ পায় তব কৃপায় ॥

(কৃপা করে হও সানুকূল অকূলে দেও কূল, পদ) তুমি যদি রাখ গোকুল, নৈলে যায় যে কুল, পদ পায়, যদি দেখাতে পার সে দুটী রাঙ্গা পায়, হেরিলে সে পায়, সূদন দিন পায় ॥ ৭৭

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রিয়সখি রে সেই তরী ঐ যে পারে।

এ পার থাকিত যে তরণী, পার হতেম যত তরুণী, এখন দেখ তরুণি সেই তরণী, এখন থাকে পরপারে ॥

ত্বরিতে ত্বরিতে মোরা যেতেম হিকিতে, আসিতে আসিতে আনন্দে পেতেম তরী তীরেতে, এখন বিনে গো সেই কর্ণধারে, ভাসিতেছে তরী ধারে ধীরে, আর তো চেনে না রাধারে, যেন কত ধারি ধারে, শ্রীহরি কাণ্ডারী যখন ছিল তরীতে, আমাদের তরাত তটে ত্বরা করিতে, এখন আমরা বলি হরি হরি তরীর নাই আর ত্বরাতরি, সূদন কয় পেলে ঐ তরী, হরি আন্‌তে যাব পারে ॥ ৭৮

মঙ্গল-বিভাতি—ঢিমা-কাওয়ালী।

রাজনন্দিনী পড়ল ধরায় ও মা তোরা ত্বরা আয় আয়।

কমলিনী ঢিয়াও ত্বরায় ত্বরায় জেনে যাই মথুরায়, কর দিয়ে গো দেখ নাসায়, বুঝি প্যারীর জীবননাশ হয়, জীবন ছিল যাহার আশায়, সে যদি এসে বাঁচায়, ও মা এসে দেখ দেখি দন্তেতে দন্ত, কি হলো পাইনে তদন্ত,

এমনি কি দন্ত, বুঝিলাম তদন্ত, রাজ-নন্দিনীর সময় অন্ত, এখন কোথা সে অনন্ত, অন্তে এসে হও না উদয়. হল ভাল কল্লে ভাল গেল হে জানা, কৃষ্ণ-প্রেমে প্যারী মলো রইল ঘোষণা, এ কথা শুনিলে কাণে, ত্রিজগতে মান্‌বে কেনে, সূদন বলে কাণে কাণে তুলো না আর কোন কথায় ॥ ৭৯

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

অঙ্গ কর না দাহ, (সহচরি গো)।
জ্বালাইও না, ভাসাইও না, যাইলে এ জীবন, যদি এসেন রাধার জীবন, হেরিবেন জীবন-শূন্য দেহ ॥

হইলে শব বান্ধি গো সব রাখিস তমালে, এলে কেশব বলিস্ ঐ শব বান্ধা তমালের ডালে, যদি কেশব, চাহে এ শব, তোরা তাহা দিবি কি সব, বলিস্ বান্ধা, আছে সে শব, যে শব কেশব তুমি চাহ ॥

মৃতাঙ্গ ত্রিভঙ্গ যদি পুনরায় দেখে, তবে সঙ্গ পাব যদি এ অঙ্গ থাকে, যেরূপে মৃতাঙ্গ হরে, লয়েছিল কান্ধে করে, সূদন বলে, সেই প্রকারে, লবে এই মৃতদেহ ॥ ৮০

ভৈরবী—ঢিমা-কাওয়ালী।

যোগী হতে কি বাকী, যোগে যাগে হলেম যোগী, সদা কৃষ্ণতত্ত্বে মত্ত হয়ে মত্তো থাকি, তত্ত্বজ্ঞানী অনুরাগী।

আর আমারে সাজাবে কি, সেজে যে আছি, (হাঁগো) ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিনা শুষ্কচর্ম্ম পরেছি, (সখি) অস্থিমালার তরে অস্থি সার করেছি (সখি) অস্থিমালা তার ভাবনা কি ॥

হরি সেজেছিলেন যোগী মান বিষাদে, আমারে সাজালেন যোগী পেড়ে প্রমাদে, মধুসূদন আন্‌তে সূদন হও না উদ্‌যোগী, আর কবে যোগী ॥৮১

জয়জয়ন্তী—ঢিমা কাওয়ালী।

দূতী যদি যাবে মধুপুরে,
আগে ভাই বলো না পুরে
ভূপতি সে বসে আছেন পুরে।

চিনবে না সে চিন্তামণি, একে ত রে চিন্তামণি, তাতে পেয়েছে রমণী, যার মণি চরণনূপুরে ॥

যদি বলে চিনি নে রাই কোথা সে গোকুল, তবে বল যে গোকুলে চরাতে গোকুল, যখন ছিলে বৃন্দাবনে, বৃন্দা গিয়ে বস্‌ত বনে, জান না নিকুঞ্জবনে, সাধিতে হে যুগল করে ধরে।

যদি একবার না চায় ফিরে, না এলো ফিরে, বলো তারে ফিরে ফিরে

যাতে সে ফিরে, সানুকূলে চাও হে ফিরে, চল হে গোকুলে ফিরে, রাই বাচায়ে এস ফিরে, সূদনে দেও দেখা ফিরে ॥ ৮২

ভৈরবী—ঢিমা-কাওয়ালী।

দেখ না ও কে নারী,
ঐ যে যমুনা কিনারী।

দেখি নাইক এমন নারী, চেয়ে দেখ নারী, ও নারী চিন্‌তে নারি ॥

যে নাগর এসেছে তারি তরে এ নারি, এ নারী কেমন নারী বুঝিতে নারি, কুল ছেড়ে অকূলে ভাসে একা নারী, ও নারী কেমন নারী, মনে অনুমান করি, ব্রজনারী এ নারী হেরে পালাবে কুব্জা নারী, সূদন কয় চেন না নারী, গোকুলে যে নারী, সে নারীর দাসী এ নারী ॥ ৮৩

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ভাব যে দহি এ নয় সে দহি।
কেবল ব্রজগোপীর প্রাণ দহি ॥

কি হবে তোমাকে কহিলে, এই দহিতে প্রাণ দহিলে, তাইতে বলি দহিলে দহিলে;—এলেম দহিতে দহিতে, আর না পারি সহিতে, দহিলে দহিলে দহি ॥

শুন বলি পদাতি এ সামান্য দধি নয়, দেখিতে দধি, খেতে অনল, যে খায় তারে খায়, খেয়েছিলাম দধি বলে, এখন দেখি অনল জ্বলে, সদা যে বলি দহিলে; দধি নয় সে এমি অনল গোকুলে, হচ্চে দাবানল সেই অনল এনেছি নয় দহি ॥

দহির কথা কারে কহি, শুন ওরে তোরে কহি, দহির কথা কইতে আর অন্তর দহি, যার দহি তায় ফিরে দিব, আমাদের মন ফিরে লব, কেমন দহি তারে জানাব,—বলিব সে কানু ঘোষেরে, দধি খেলে মানুষ মরে, সূদন কয় দেখাব যে, দহি ॥ ৮৪

বিভাস—তেওট।

কে জানে আগুন, তার গুণাগুণ, সেই জানে এ কেমন আগুন, যার মনে এ আগুন।

দেখিলাম নানাস্থানে, না দেখি নয়নে, মনে মনে জ্বলে এ আগুন ॥

প্রজ্বলিত অন্তরে হয় নাকো সৎকার, কেবল দেহদাহ সদাই হাহাকার, পিপাসায় প্রাণ জ্বলে, যদি যাই রে জলে, জলে আরও জ্বলে, জ্বালা হয় দ্বিগুণ ॥

সে না হয় নির্ব্বাণ, এমি এ আগুন, নিবালে চতুর্গুণ এমনি তাঁর বিগুণ, সূদন বলে হরি, উহু মরে যাই তার বলি হারি, যে দিলে আগুন ॥ ৮৫

সরফর্‌দা—ঢিমা কাওয়ালী।

চিন্‌তে যদি চিন্তামণি,
তবে কি আর চিন্তা গণি।
চিন্তা করে কেনে মর্‌বে ধনী ॥

চেন কি না চেন হরি, আমরা চেন চেন করি, দেখেছিলাম ব্রজপুরী, ধেনু চরাতেন আপনি ॥

মাখনচোরা ছিলে ব্রজে কর হে মনে, নন্দের বাধা বৈতে মাথে পড়ে কি মনে, করিতে গোপীর বস্ত্রহরণ এখন বুঝি নাইক স্মরণ, আমাদের খুব আছে স্মরণ, বিস্মরণ কেবল আপনি ॥

বৃন্দাবনে নিধুবনে শ্রীরাধার মানে, ছুটী চরণ লৈতে মাথে, নাই কি তা মনে, সূদন কয় ও কথা কেনে, এখানে সকলি মানে, ক্ষমা দেও ও কথা মেনে, কাজ কি এত চেনাচনি ॥ ৮৬

জয়জয়ন্তী—ঢিমা-কাওয়ালী।

গোকুলেতে বলিতে মা যারে, সে পড়ে ধূলার মাঝারে, আমায় কয়, চল মথুরার মাঝারে।

নবনী লও আর দিব কি, নৈলে তায় খেতে দিব কি, দেখ্‌ব সে কেমন দেবকী কাঁচা ছেলে ভুলে কয় মা যারে ॥

সে কি আমার থাকিবার ছেলে, ত্যজ্য করে মা—সবাই মিলে বলেছে মা, ঐ দেবকী মা মা;—মা পেয়ে ভুলেছে মায়ে, আর কেন ডাকিবে আমায়ে, বুঝ্‌ব এবার মায়ে মায়ে, সেই হবে মা গোপাল মা কবে যারে ॥

বসুদেব হয়েছেন এখন দেবতার শ্রেষ্ঠ, অনায়াসে ঘরে বসে পেয়েছেন কৃষ্ণ, লয়ে যাব সকল দেবে, দেখিব কেমন বসুদেবে, গোপাল দিবে কি না দিবে, সূদন কয় ছেলে কয় যারে তারে ॥ ৮৭

দেওগিরি—ঢিমা-কাওয়ালি।

তব মাতা পিতার বিষয়
বলিতে গেলে বিষ হয়।
হেরে আমি জানলাম আশয়,
বুঝি তাদের জীবননাশ হয়।

দোহে পড়ে অন্ধকারে, না দলুন বা অন্ধ কারে, সুধাইতে সন্দেহ করে, উঠ্‌তে পাছে জীবন শেষ হয়।

জেনেছি শুনেছি হরি, তুমি জগতের গুরু, তুমি কি জান না শাস্ত্রে পিতা মাতা মহাগুরু, এমনি কি হলো দুর্দ্দশা, গুরুর আবার গুরুদশা, আমাদের কপালের দশা, তোমারে পেয়েছে দশায় ॥

মাতা পিতার মৃত্যু হলে হবে তোমার কালাশুচি, অবশ্য হবিষ্য

কর্‌বে তবে সে হইবে শুচি, সূদন কয় ভুল না আমায়, এবার লয়ে যান গয়ায়, পিণ্ড দিব আপনার পায়, দেখ্‌ব তাতে কি শোভা পায়॥ ৮৮

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সব রাখাল লয়ে পাল দেখ্‌লাম ভূমেতে শয়ন।

পড়ে আছে গাভীর গায় গায়, কেহ কেন্দে কালার গুণ গায়, কেহ বলে আর সয় না গায়, ত্যজিবে জীবন।

কোন শিশু করে রোদন, ধরে গিরি গোবর্দ্ধন, কেউ বলে কি করিস্ ও তোর নয় ত কৃষ্ণধন, কেহ ফিরে ধেনু ধরে, বলে ঐরূপ কানু ধরে, নয়নে না বারি ধরে, অমনি ধরায় হয় পতন॥

কোন শিশু ধেয়ে নবনীতরুর ডাল ধরে, ডাল ভেঙ্গে যায়, পত্র শুকায়, আর এক ডাল ধরে,—সূদন কয় যার বিধি লাগে, যে ডাল ধরে সেই ডাল ভাঙ্গে, কপালগুণে পাষাণ ভাঙ্গে, এমনি তার ঘটন॥ ৮৯

জয়জয়ন্তী—ঢিমা-কাওয়ালী।

দেখ্‌লাম কত নারী বসে তীরে।

লয়ে সেই কমলিনীরে, নীরে নিবারিছে আঁখিনীরে।

কেহ বলে আয় গো ধনি, কেহ বলে যায় গো ধনী, কেহ বলে দেহ হরির ধ্বনি, ধনীর ধ্বনি আর কি শুনব ফিরে।

কেহ বলে আন তুলসী করে গঙ্গাজল, কেহ বলে মা অন্তর্জ্জলে কর অন্তর্জ্জল, যার কৃষ্ণ লাগি অন্তর জ্বলে, কাজ কি রে তার অন্তর্জলে, এখন কৃষ্ণ বল অন্তিমকালে, কি করিবে কালে কিশোরীরে।

কেহ ধরে প্যারীর চরণ বলে মা ধর আর, যে পা ধরে বংশীধরে সে পা আজ ধরায়, যার চরণে শ্যাম-নাম লেখা, তার কাছে কেন নাম ডাকা, সূদন বলে ও বিশাখা, মর্‌বে না রাই দেখা পাবে ফিরে॥ ৯০

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ধর্ম্ম অবতার, কি ধর্ম্ম রাখ্‌লে তার, শুকুমার। বিদ্যা হে তোমার।

রাধা তোমার প্রেমের গুরু, শুনেছিলাম ওহে চারু, এখন দেখি তুমি গুরু তার॥

যে তোমারে প্রেম শিখালে, তারে তুমি খুব শিখালে, ধর্ম্ম খেলে লয়ে ধর্ম্ম ভার ॥

পদ পেয়েছ গুরু এখন গুরু, চিনলে না গুরু সেবে গুরু, হয়ে সে গুরু মান না হরি;—রাইকে করে কুলত্যাগী, তুমি হলে গুরুত্যাগী, দেখ দেখি ধর্ম্ম রইল কি;—সইলাম যত কুলাঙ্গনা, কিন্তু শ্যাম ধর্ম্মে সবে না, কেহ সবে না তোমারি এ ব্যবহার ॥

গোচারণ ঘুচেছে কিন্তু আচরণ ঘুচে নাই হরি, গুরুমারা পাতকের ফল কিছু কি ফল্‌বে না হরি, বলে যাব কুব্জাকে, বড় ভালবাস যাকে, গুরুত্যাগী জানবে তোমাকে,—গুরুনিন্দা অধোগতি, গুরু বধলে কি তার গতি, সূদন বলে কি গতি আমার ॥ ৯১

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

বল্‌ব কি অধিক আর, নাই আর তব অধিকার।

তব পুত্র অধিকারী, হয়েছে শ্রীরাধিকারি, এখন করের জন্য তশীল জারী, হচ্ছে রাধিকার ॥

নিষ্কর ভূমে ছিলাম ব্রজে নিকুঞ্জকাননে, তাতে জরিপ করে গিয়া দয়ম কাননে, যে রাধার ছিল দেবত্তর, তিনি হয়েছেন নিরুত্তর, কে করে আর প্রত্যুত্তর সদাই হাহাকার।

থাকতে কৃষ্ণ বর্ত্তমানে প্যারী কৃষ্ণ পায়, বল্‌ব কি হে দুঃখের কথা বলতে কান্না পায় একবার ব্রজে যাও না পায় পায়, রাই বাঁচায়ে এসে সেই পায় সূদন বলে ধরুক্ না পায়, কি শঙ্কা তোমার ॥ ৯২

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

এখন বাঁশী ভালবাসিনে, তাইতে আসিনে, নইলে থাকৃত যাওয়া আসা আর সে আশা রাখিনে ॥

যখন ছিল ব্রজে বাঁশী, তখন ভালবাস্‌তাম বাঁশী, এখন নাই সে ভালবাসাবাসি, এ কোন বাঁশী তা চিনিনে ॥

বাঁশী ভালবেসে মোদের আছে কি বাকী, আবার দিতে চাও যে বাঁশী বিবেচনা কি শুন্‌লে তোমার বাঁশের বাঁশী, থাকতেম না হে বাসে বসি, গেছে মাসামাসি এখন দেখাদেখি রাখিনে ॥

যে বাঁশীতে কুল নাশি এসেছ ফেলে, আর কেন সে বাঁশীর কথা গিয়েছি ভুলে, শুনলে হবেম বনবাসী, সূদন বলে দেখতে আসি, বাঁশী নিতে আসিনে ॥ ৯৩

খাম্বাজ—তেতালা।

কে গো রমণী বুঝি রাজার রাণী।
দেখিতেছি বড় গৌরব ভাঙ্গিব এখনি ॥

বেন্ধেছি তোদের রাজারে, এখন বান্ধিতে এলাম তোরে, লয়ে যাব দুজনেরে, নূতন দাসী করবেন তিনি ॥

মনে বুঝি ভেবেছ হয়েছ রাজরাণী, রাজার পর যে রাজা আছে তাকি শুননি, শুনে দাসের দাসীর কথা, তাই আমায় পাঠালেন হেথা লয়ে যাব তোমায় তথা, দেখবেন ব্রজের রাজনন্দিনী ॥

জান কি না জানে কেন, জানবে কে না বলে কে না, জানে কে না রাজা যে কেমন, আমি রাধার দাসীর দাসী, নিতে এলেম তুল্য দাসী সূদন বলে হাস হাসি, এমন ত কভু শুনিনি ॥১৪

— —

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কুবুজী কি বলিব কি বুঝি, জান ত যত বুঝি, যা বুঝে করেছ প্রেম আমরা কি তা বুঝি।

তিন বাঁকাতে আমরা ব্যাকুল, পাঁচ বাঁকাতে তুমি আকুল, ভাসাইয়ে গোকুলে দুই কুল করেছ বুঝি ॥

রাই হতে কুলিনী কুবুজী, গরবে বেঁকেছ বুঝি, নূতন কুল করে হয়েছ কুলীন রাজাজী; দাসীকে করেছ রাণী, রাজনন্দিনী কাঙ্গালিনী, সূদন বলে দেখলে তিনি হবে বোঝাবুঝি ॥ ১৫

——

মঙ্গলবিভাস—ঢিমে কাওয়ালী।

লাজে মরি, হেসে মরি, দুঃখে মরি হে কৃষ্ণধন! যে তোমায় দান কল্লে চন্দন, সেই হয়েছে প্রেম প্রয়োজন ॥

কভু দুঃখ সাগরে ভাসি, কভু তোমায় দেখতে আসি, রাজরাণী হইল দাসী, শুনে হাসি তারি কারণ ॥

রাজা নয় এ সাজা তোমার বুঝিতে ভুলেছ, গঙ্গা ত্যজে কূপে ডুবে ভাগ্য মেনেছ, মথুরায় পেয়ে রাজটীকে রাণীর বিষয় দিলে টীকে, এত দিন যে আছ টিকে; কেবল সেই বিধাতার ঘটন ॥

রাজা নয় এ সাজা তোমার তা ত বুঝেছ, কি বুঝে কুবুজার বোঝা মাথায় করেছ, সূদন কয় বুঝেছ বোঝা তুমি হরি চতুর্ভুজা, ত্যজে রাধা মাথায় বোঝা, পাক বেন্ধে হয়েছ রাজন ॥১৬

——

খাম্বাজ—মধ্যমান।

শ্রীপতি ত্যজিলে শ্রীমতী এ আর কি মতি, নাই সে রতি মতি হে সংপ্রতি নৃপতি ॥

ত্যজিয়ে রাই চাঁদের মালা, কুব্জা হল জপমালা, কাচ পেয়ে কচ্চো নাকো মতিতে মতি॥

আমাদের রাই গজমতি, আর তার মন এক মতি, তোমা বিনা মত্তমতি, এমনি দুর্ম্মতি, দেখ্‌তে এলেম এখন কি ভাব, যায় নাই রাখালের স্বভাব, সূদন বলে বাঁকায় বেঁকেছে মতি॥ ৯৭

পরজ—ঠেকা।

কে এলি আমার রতন মণি, বুঝি মনে পড়েছে দুঃখিনী।

এ মাতা পাসরে ছিলি পেয়ে মাতা দেবকিনী॥

কিঞ্চিৎ নবনীর তরে, আমি বেঁধে-ছিলাম তোরে, তাইতে কি ত্যজে আমারে, কার মাকে বল্লি জননী॥

ধর্ম্ম মা গো পিতা বলে ছিলি মথু-রাতে, পরের মাকে মা বলিলি মরি ঐ দুঃখেতে, মনে বুঝলি ননী দিবে, পিতা বল্লে বসুদেবে, সে ননী কোথা পাবে, ঐ দেখ রেখেছি ননী॥

গোচারণ ভয়ে কি তোর এ সব আচরণ, নন্দের বাধা এত ভারী হলো রে এখন, কুপুত্র হইলে তুমি, কুমাতা হব না আমি, সূদন কয় কি বল রাণী, কোথায় তোমার নীলমণি॥ ৯৮

কানেড়া—একতালা।

নারদ রে কেনই বা এখানে এলি রে। এলি এলি রে ও তোর বীণা কেনে বাজাইলি রে॥

ও তোর বীণাধ্বনি শুনে কাণে, কৃষ্ণের বেণুর রব পড়লো মনে রে;—নারদ তুই এসে এই করিলি, আমার নেভা অনল জ্বালাইলি রে॥ ৯৯

পরজ বাহার—ঢিমা কাওয়ালী।

আর কি, হবে সে কপাল, আর কি ফিরে হবে সে কাল।

দেবকী দিবে কি গোপাল, চরাবে গোপাল॥

গো পালিতে গোপাল যাবে, গোপের গোপাল সঙ্গে লবে, মোহন বেণু বাজাইবে, রবে ধাবে পাল।

চঞ্চল হয়ে অঞ্চল ধরে ননী দে বলে, বল্‌তো মা চরণে ধরি একবার নেও কোলে, এখন ত্যজিয়ে কুলে, কুল পেয়েছ যদুকুলে দ্বিজ হল গোপের ছেলে, আর সে নাই রাখাল॥

আর কি দেখিতে পাব গোকুল-চাঁদের চন্দ্রানন, সাজাইব নাচাইব পাঠাইব বন;—সূদন কয় বুঝ নাই কার্য্য, রাখাল পেয়েছে রাজ্য, বাধা বওয়া করে ত্যজ্য, হয়েছে ভূপাল॥ ১০

সরফরদা—ঠেকা।

আর কি আমায় রাজা বল, আর কি আছে সে ঘনশ্যাম বল; হারাইয়াছি সে সম্বল।

ছেড়ে গেছে সে রাজলক্ষ্মী, পড়ে দেনু নব লক্ষ্মী, এখন কেবল উপলক্ষ্মী, অলক্ষ্মী আছেন প্রবল॥

যে হতে গিয়েছে কানাই, চরে না রে গাই, লয়ে সকল গোপাল কেবল গোপালের গুণ গাই;—খায় না তারা তৃণ বারি, কিসে দুঃখ নিবারি, যেমন বারিবিহীন মীন মরিল।

যশোমতীর নাইকো মতি, হারায়ে মতি, সতত উন্মত্তা, মতি এমনি দুর্গতি, রাইক ঘরে ছানা ননী, কি দিব তোমারে মনি, সুদন বলে যাদুমণি, দেখিব কবে তাই বল॥ ১০১

ঝিঁঝিট—একতালা।

দেখা দে কানাই, মনে কি কিছু নাই।

মনে ভাবি মরেছিলাম মরে ত মরি নাই॥

যখন মোরা মরে থাকি, হৃদয়ে তোমাকে দেখি চেতন পেলে দেও রে ফাঁকি, কিছু দয়া তোমাতে নাই।

আমরা যে এই দ্বাদশ গোপাল, ত্যজেছি গোপাল, বিনা পিতা নন্দের গোপাল, মরে যে গোপাল—যখন হাম্বী ডাকে গোপাল, হাম্বারবে ডাকে গোপাল, একবার এসে দেখরে গোপাল, তৃণ বারি খায় না গাই॥

আমরা এ প্রাণ নারি বর্ত্তে, হলেম যে হত্যে, মাতৃ-হত্যে পিতৃ-হত্যে আর গোহত্যে, হলি এত পাপের ভাগী কিছুতে ভয় নাইক দেখি, সূদন কয় নূতন কিছু নয় বরাবরি দেখিতে পাই॥

পরজবাহার—ঢিমে কাওয়ালী।

হায় কিনা জানি, কমলে রাই কমলিনী।

কমলবদনী হচ্চেন কমলকামিনী॥

কিবা শোভা পদ্মপাতায়, পদ্মমুখীর দুটী পা তায়, পদ্মলোচন যে পা মাথায় করেছেন শুনি।

আহা মরি উহু মরি করছে সব লোকে, লোকনাথ বিহনে প্যারী যায় পরলোকে, ওমা কি বলবে লোকে, ব্রজের বালিকা বালকে ঘোষণা রইল ত্রিলোকে, এই প্রেমের ধ্বনি॥

কেহ বলে মোল প্যারী শুনাও কৃষ্ণনাম, কেউ বলে যে নামে মরে সে নামে কি কাম, সূদন কয় বিনা শ্যামবরণ, প্যারীর ত লীলাসম্বরণ, যে ভজে তার দুঃখে মরণ, চিরদিন শুনি॥ ১০৩

পরজ বাহার—ঠেকা।

এ সময়ে কে শুনালি বীণে পুলিনে
ফিরে কি আর বাজাবি নে, শুনি
নাই সুমধুর বীণে, সেই মধুসূদন বিনে
বীণায় কৃষ্ণনামের ধ্বনি, বিনে কৃষ্ণ
নাহি শুনি, যে নাম শুনে পেলাম প্রাণী
সেই কৃষ্ণ নাম কি আর বল্‌বি নে ॥

ও আমি মরি মরি আবার যে মরি
কত সব সই লো বল সবে হরি, যে
নাম শুনিলে প্রাণ বাঁচে, সেই কৃষ্ণ
কি ব্রজ ভবে কে বাঁচালে মিছে, কি
কাজ বেঁচে কৃষ্ণ বিনে।

এই ত কৃষ্ণ পেয়েছিলাম পেয়ে
অতি কষ্ট, এমন সময়ে একবা বীণায়
বাজল কৃষ্ণ কৃষ্ণ, বীণায় শুনি কৃষ্ণনাম
কৃষ্ণ পাওয়ায় হলেম বাম, সুদন বলে
এমনি নাম, মলে বাঁচে ধ্বনি শুনে ॥ ১০৪

খাম্বাজ—ঠেকা।

হরি পারিনে হরি ত পারিনে, শুন
রে অবোধ বীণে।

তবে কেন জেনে শুনে শুন না
শুনাও না বীণে ॥

আমি ভাবি পর পারে, ভাবনা যে
যাবে পারে, ভাবিলে পরে কি ভাবনা
পারে, আমি পারি পারি পারি, তোমার
ত নাই পারাপারি, তাইতে তোমারে
না পারি, পারবিনে কি পারাবি নে।

তুমি মিশেছ আকারে কর যদি রে
মনে করে, তোমায় লয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ
করে, (বীণে) যখন এসে বান্ধিবে
করে, বেন্ধে বল্‌বে দেরে করে, সুদন
কয় কি করবে, তখন ত আর পার
পাবি নে ॥ ১০৫

মোহিনী—মধ্যমান।

ভবদারা ভবে তারা নাম শুনি তোমার
তাইতে এবার দিয়াছি ভার তার
ভার না তার ॥

মায়া রূপা শুভোদরী ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিকা,
কে জানে তোমারে তুমি
কালিকা রাধিকা,

গোলোকে সর্ব্বমঙ্গলা ব্রজে কাত্যায়নী,
কাশীতে মা অন্নপূর্ণা অনন্তরূপিণী,
তুমি সৃষ্টি স্থিতি লয় মা তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য,
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি পঞ্চতত্ত্ব,
ভক্ত জন্য চরাচরে তুমি গো সাকার,
পঞ্চে পঞ্চ লয় হলে তুমি নিরাকার ॥
তুমি গো মা আগম তন্ত্র তুমি বেদমাতা
কেজানে তোমারে তুমি দেবের দেবতা
ঘটে ঘটে সর্ব্বঘটে আছ গো আপনি,
মূলাধারকমলে মা গো শিবের কামিনী,
তদূর্দ্ধে আছে স্থান মা নাম স্বাধিষ্ঠান,
ষড়দলে পদ্ম আছে তথায় অধিষ্ঠান,
চতুর্দ্দলে আছ তুমি কুলকুণ্ডলিনী,
ষড়দল পদ্মে সিংহাসনে মা আপনি,

তদূর্দ্ধে নাভিস্থল মা শ্রদ্ধা-সরোবর,
রক্তবর্ণ পদ্ম আছে তাহার ভিতর,
পাদপদ্ম দিয়া যদি সে পদ্ম প্রকাশ,
হৃদে আছে বিভাবরী তিমির বিনাশ,
তদূর্দ্ধে স্থান তার হৃদিস্থল কয়,
নীলবর্ণ দ্বাদশদল পদ্ম যে তথায়,
সুষুম্নার পথ ক্রমে এস গো জননি,
কমলে কমলে এস কমলকামিনী,
তদূর্দ্ধে আছে স্থান মা নাম কণ্ঠস্থল,
ধূম্রবর্ণ পদ্ম আছে হয়ে ষোড়শদল,
সেই পদ্মমধ্যে আছে অম্বর আকাশ,
সেই আকাশ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ,
তদূর্দ্ধে ললাটে স্থান মা আছে দ্বিদলপদ্ম
সেই পদ্মে থাকে মন হইয়া আবদ্ধ,
মন যে শুনে না আমার মন ভাল নয়,
দ্বিদলে বসে কু-রঙ্গ করিছে সদায়,
তদূর্দ্ধে মস্তকে স্থান মা অতি মনোহর,
সহস্রদলপদ্ম আছে তাহার ভিতর,
তথায় পরমশিব আছেন আপনি,
সেই শিবের স্থানে আসিবে
শিবে গো আপনি,
তুমি গো মা দশেন্দ্রিয় জিতেন্দ্রিয়া নারী
কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ভাবে
নগেন্দ্রকুমারী।
হয়শক্তি হর শক্তি সূদনের এইবার,
যেন না আসিতে হয় মা এ ভবসংসার

পরজ-বাহার—ঢিমা-কাওয়ালী।

গোকুলের সে দীপ কোন দীপ ছিল না যে দীপ, অন্ধকার কচ্ছে সে দ্বীপ নিভাইয়ে দীপ।

তাদের ত জ্ঞান নাই দ্বীপাদ্বীপ, হারায়েছে ব্রজের প্রদীপ, আমি গো হলেম অপ্রতিভ, তারা দিনে চায় প্রদীপ।

অন্ধকার করেছ গোকুল নাইক দিবাকর, কেবল শ্রীরাধারে মদন বল্‌ছে দিবা কর, তুমি হলে স্থানান্তর, তারা হল প্রাণান্তর, কেনে হলে দ্বীপান্তর, তাদের করে মিস্‌প্রদীপ॥

বাঁশীতে গাইতে যার নাম জয় রাধে জয় রাধে, এখন ত্যজিলে সে রাধে, কি অপরাধে, সূদন বলে শুন ঋষি, এখন আর থাক্‌বে না বাঁশী, করঙ্গধারী সন্ন্যাসী, হবেন নবদ্বীপ॥১০৭

পরজ-বাহার—ঢিমা-কাওয়ালী।

হায় কি করিলে।

গোকুলেতে তুমি যারে ডাক্‌তে মা হলে, সে কান্দে আজ ধূলায় পড়ে শ্রীকৃষ্ণ বলে॥

অঞ্চলে বান্ধিয়া ননী, বলে কোথা রে নীলমণি, শুনলে তার ক্রন্দনের ধ্বনি, অম্‌নি, পাষাণ যে পাষাণ গলে॥

শিশুকালে লালন পালন করে থাকে মায়, জননীর মত দয়া দেখ্‌তে না পায়, সময় পেলে, কার বা ছেলে, কা কস্য পরিবেদন দেখ্‌ভেছি তাই তোমা হতে, মা বলে সেই মা চিনলে না, মা পেয়ে মা দেবকীরে, ভুলেছ মা যশোদারে, সুদন কয় কান্দায় গো তারে, যারে মা বলে ॥ ১০৮

জয়জয়ন্তী—ঢিমা তেতালা।

ডাকলে কথা কয় না কারু সনে।

গোচারণে ধেনু সনে, অচেতনে আছ নিরশনে বারেক চৈতন্য পেলে, একবার একবার কেন্দে বলে, আয় রে গোপাল আয় রে কোলে, বারি ধারা বহে দুনয়নে ॥

কেউ যদি কয় কৃষ্ণ কথা, অমনি কয় কথা, সে নয় কোন কাজের কথা, পাগলের কথা,—দেখে আমি এলেম ফিরে, তুমি যদি না যাও ফিরে, পড়বে তারা বিষম ফেরে, সুদন বলে বাঁচবে-নাক প্রাণে ॥ ১০৯

জয়জয়ন্তী—ঢিমা কাওয়ালী।

তীরে নীরে দেখে শ্রীরাধারে, বলে কোথায় কর্ণধার রে। সখীগণ কান্দিছে ধারে ধারে ॥

কেউ বলে হইল সময়, এ সময়ে কোথা রসময় এসে দেখা দেও এ সময়, পেয়ে সময় এ কি বাদ সাধ রে ॥

হইয়ে প্রসন্ন, শূন্যপথে এস শ্যাম, স্বর্ণময়ীর জীবনশূন্য দেখ গুণধাম, কেউ বলে আর কেন ডাক, রাই শ্রবণে ঐ নাম ডাক, প্যারীর ত পঞ্চ-কাল রাখ, এই কাল ত গেল ধারে ধারে ॥

এস করি অন্তর্জ্জলি কোন তরুণী, কয় বৈতরণী যাতে পাবে তরণী। সুদন কয় শুন তরুণী, লাই যার চরণ বৈ তরণী, তার কেন আর বৈতরণী, যে তারে সেই পড়ে ঐ ধারে ॥ ১১০

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

চল প্রভাসে, আর কার আশে রব সুখবাসে। বুঝিলাম কথার আভাষে, আর কানাই এসে না এসে ॥

এত দিন ছিলাম যার আশে, সে যদি নাহিক এসে, তবে চল কানাই-নিবাসে, এ বাসে না প্রাণ বসে, ব্রজ-নাথ হইতে কি ভাই হল এত ব্রজের মায়া, এ কি মায়ায় ভুলে আছি মিছে মায়ার কেন মায়া ত্রিজগৎ ভুলে যার মায়ায়, সে ভুলে আছে যার মায়ায় চল গিয়ে দেখিগে মায়া, কি মায়া জানে সে দেশে, সুদন বলে কর সজ্জা হবে না নৈরাশে ॥ ১১১

পরজবাহার—ঠেকা।

কি কাজ আছে দুঃখিনীর ভূষণে, দরশনে যাইতে শ্যামের সনে। হেথা করিলে ভূষণ কেবা দেখে কেবা শুনে ॥

যাব শ্যামের অন্বেষণে, যত মহিষীর সনে, আমায় দেখে হাসবে সবে বদনে দিয়ে বসনে ॥

হেসে বল্‌বে এই কি তোমার শ্রীরাধা রূপসী, এসেছেন বেশভূষা করে হতে রাজমহিষী, তখন আমি মরিব লাজে, লুকাব অবনী মাঝে, আরও রমণী-সমাজে, হরি যে মরবে গঞ্জনে ॥

বেশে কি কাজ আছে সখি এই বেশময়, বিনা সেই বিশ্বমিত্র বিষয় বিষময়, সূদন বলে বিশ্বময় বিস্মরণ হয়েছে তাই, তুমি রাধে বিশ্বজয়ী কে বা না তোমাকে জানে ॥ ১১২

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

আমি কাঙ্গালিনী নই দ্বারি! শোন রে কই।

যার ধনেতে তুমি ধনী, সেই ধন-হারা কাঙ্গালিনী, আর কিছু নিতে আসিনি, আমার সেই কৃষ্ণধন বই ॥

অন্য ধন কি গণ্য করি, মান্য যে ধন সেই ধন গণি, আমার সে ধন অতুল্য ধন, অমূল্য ধন রতনমণি ;— নীলমণি নীলকান্তমণি, তার কাছে কি পরশমণি, দ্বারী তোরে দিব মণি, দেখাও যাদুমণি কই ॥

রজত-কাঞ্চনের কথা, তুলনা দিতে তুল না, আমার সে যাদু বাছাধন, একবার পেলে আর ভুলবে না, সূদন বলে তুমি মণি, তুচ্ছ করে অন্য মণি, যে ধন সাধন করে মুনি, সেই ধনের কাঙ্গালিনী হই ॥ ১১৩

ঝিঁঝিট—একতালা।

আমার যে কেশব, চিনিস্‌নে তোরা সব।

যে চেনে না আমার কেশব তারা রে কে সব ॥

যে হেরে মোর প্রাণের কেশব, তখনি ভুলে যায় সে সব, কেশবের রূপ বলিব কি সব, কেশব বিনা হলেম রে শব ॥

আমার কেশব কেলে সোণা, তোদের নাই শুনা, কালিয়ে সোণার কাছে কি আর কোন সোণা, হারাইয়ে সে অঞ্চলের সোণা, করছি তোদের উপাসনা, দেখাও রে পুরাইবাসনা।

তোরা দেখ্‌তে পাবি রে সব ॥

সে যে আমার প্রাণের দুলাল, তার পদ দুই লাল, কর দুই লাল তাইতে তারে বলে নন্দলাল, অতি

যতনে সে লালন, করেছিলাম লালন পালন, সে কর্‌লে না প্রতিপালন, সূদন কয় নূতন কি সব ॥ ১১৪

ভৈরবী—ঢিমা-কাওয়ালী।

আয় রে গোপাল আয় রে কোলে যা ছিল হ'ল কপালে, মারে রে তোর দ্বারের দ্বা'রী, কাঙ্গালিনী বলে এসে দেখ নয়ন তুলে ॥

আর আমি বান্ধিব না রে তোর কর যুগলে, সামান্ত বন্ধনে বেঁধে মরি-জ্বলে, প্রেম-ডোরেতে বাধতাম যদি ওরে কাচা ছেলে, তবে কি আর আস্‌তে ফেলে ॥

আয় নইলে প্রাণ ত্যজিব কৃষ্ণ রে বলে,—মাতৃহত্যার পাতক হবে আমি রে মলে,—সূদন কয় সেই ভয়ে ভীত বড় তোমার ছেলে, ধর্ম্মশীলে চিরকেলে

জয়জয়ন্তী—ঢিমা কাওয়ালী।

দেখতে যেন কাঙ্গালিনীর মত।

কিন্তু নয় কাঙ্গালী এত, তা হলে বা কাঁদবে কেন এত ॥

আয় রে গোপাল গোপাল বলে, করাঘাত হানে কপালে, বলে এই ছিল কপালে, আসতাম না রে জানতাম যদি এত।

মলিন বেশে এমন বরণ যেন রাজ-মাতা, শুনেছি গোকুলে আছে রাজার এক মাতা, যদ্যপি কাঙ্গালিনী হত তবে তখনি ধন চাইত, ধনহার কাঙ্গালী নয় ত, কেবল উহার প্রাণ কৃষ্ণগত ॥

মুক্তকেশে মুখ্‌ত ভাসে নয়নের নীরে, বলে মলাম দ্বারীর হাতে মুক্ত কর মোরে, সূদন কয় চেন না দ্বারী, উনি ত রাজার মাতারী, ঐ দশা হয় যে মাতারি, দেখিলাম হে মা তারি কত শত ॥ ১১৬

বিভাস—তেওট।

তোদের সে কানাই হেথায় নাই।

আমাদের সে মহারাজা তোদের সে কানাই।

আমাদের সে ভূপাল, তোদের সে গো-রাখাল কা বলিস রে রাখাল বিবেচনা নাই।

এ বিশ্ব সব যাহাতে হল রে, তোদের সঙ্গের রাখাল বলিস্ রে তারে যারে যারে রাখাল, যেখানে তোর গোপাল, পাবি রে প্রতিফল রাজার আজ্ঞা নাই।

আমাদের রাজার উপরে কে আছে রাজা, পালা রে সব শিশু পাবি রে সাজা, যারে যা গোরক্ষক, চিনিস্ না

গোবর্দ্ধনকে সুন্দরের যে রক্ষক তা বিনে কেউ নাই ॥ ১১৭

পরজ-বাহার।—ঢিমা কাওয়ালী।

গঙ্গাতে কি পায়।

বলিতে আমাদের লজ্জা পায় গঙ্গা জন্মেছেন যাহার পায়, সেই ধরে এই পায়।

যেমন গঙ্গা ভবের তরী, তাঁর তরী এই চরণতরী, বিপদে ডোরে পার তরী, সে ধাল্লে তরি পায়।

কৃষ্ণপূজা কর্ত্তে বল আমা সবারে, সেই কৃষ্ণের পদ্মপুষ্করনীয় দাঁড়ায়ে দ্বারে;—দ্বারী তোদের রাজা যিনি, তিনি খাতক ইনি ধনী, একবার শুনতে পেলে ধ্বনি, এসে পড়্‌বে পায় ॥ ১১৮

পরজ-বাহার,—ঢিমা-কাওয়ালী।

এসে দ্বারিকায়, যে লজ্জা বলিব দ্বারি কায়।

যজ্ঞ কি আমাদের যোগ্য ও যজ্ঞ এই পায়।

যাগ যজ্ঞ যাহার জন্যে, এই দেখ সেই যজ্ঞকন্যে, তোদের রাজার কত পুণ্যে এসেছেন হেথায়।

আমরা কি এসেছি যজ্ঞে কর অনুমান, রাধার দাস এসেছি নিতে পাইয়া সন্ধান, রাজনন্দিনী দিলে আজ্ঞে, যা থাকে তোর রাজার ভাগ্যে, বন্ধন করিব এই প্রতিজ্ঞে, দেখাব সবায়।

নাতক খাতক বলে আমরা আসি নাই হেথা, শুনে এলেম ঋষিমুখে বৈভবের কথা, সুদন বলে দিলাম শমন, হাজির কর রাধারমণ, রোকা করে দিব এখন ধরাইয়ে পায়। ১১৯

খাম্বাজ—ঠেকা।

দ্বারি দেখ রে খত, এনেছি দাসখত, সুধু খত বলে নয় এ খত ॥

দেখ চেয়ে রাধার পায়ে, তোদের রাজার দস্তখত ॥

জান না এই খতের সন্ধি, পড়ে এক বিপদে নন্দী, করেছিলেন কিস্তি-বন্দী, হবে দুই যুগে শোধ বাদ, খত দিতে য সাধাসাধি, সুদন তার আছে ইসাদী, এখন কপালগুণে তোদের সাধি, যদি পথ পাবি দে পথ ১২০

কানেড়া—ঠুংরী।

নন্দ ডাকে আয় রে গোপাল, এনেছি গোপাল, এই দুঃখের বেলা দেখা দে রে।

আমি বাঁচি বাঁচি, আমি মরি মরি, আয় আয় বাধা নেরে মাথায় করে ॥ ১২১

পরজ-বাহার,—ঢিমা-কাওয়ালী।

এস এস দেবকি, তোমারে গোপাল দিব কি।

এস দোঁহে ডাকি, কারে মা বলে দেখি ॥

যার গোপাল তার কোলে যাবে, তারে মা বলে ডাকিবে, পায়ের ধূলা মাথায় লবে, সভায় সব সাক্ষী ॥

স্তন্যদুগ্ধ দেও না মুখে দেখি কেমন মা, নইলে আমি দিব মুখে দেখ মা কি না, যারা জানে না এ সূত্র, তারাই বলে পুত্র পুত্র, সে কেবলি কথামাত্র, এখন বল্‌বে কি ॥

যজ্ঞসূত্র দিয়ে এখন করেছ ব্রাহ্মণ, জ্ঞান নাই শুন নাই ব্রজে নন্দেরি নন্দন

সূদন বলে দেখলাম এত, যার ছেলে তার ছেলে নয় ত, কেবা মাতা কেবা সুত সকলি ফাঁকি ॥ ১২২

বিভাস—তেওট।

নেয়ে খায়ে ফল দে বদনে।

তো বিনা আর খাই নাই বনফল শুষ্কফল বনে।

এনেছি যে ফল, এক্ষণে আর কি ফল, তুমি খেলে ফল জানি রে মনে।

তো বিনা সব বিফল, একবার দিয়া বনফল, পেয়েছি প্রতিফল, আবার দেই এঁটো ফল, (কিছু) করিস্ না মনে ॥

আমরা দিলাম বনফল, তুমি দেও কোল, শত বৎসর যে ফল দেও না সে ফল আমাদের জনমের ফল হ'ল সে সফল, এখন সূদন চায় মোক্ষফল রাঙ্গা-চরণে ॥ ১২৩

সরফরদা—ঢিমে কাওয়ালী।

ফল কেন দেও কানুর হাতে।

একবার ব্রজে ফল দিয়ে ঐ হাতে, ফল পেয়েছি, সবাই হাতে হাতে ॥

এক যাত্রায় পৃথক্ ফল, করমগুণে ফলাফল, গোকুলের ফল হলো বিফল, সফল হল দ্বারিকাতে।

পাব বলে অমূল্য ফল, যোগাইতাম বন-ফল, আমাদের কপালের ফলে গরল হল ফল, দিয়েছ তার খুব প্রতি-ফল, আর কেন দেও তার প্রতিফল, একবার দিয়া উচ্ছিষ্ট ফল প্রাপ্ত ফল হারাইলাম পথে ॥

কল্পতরুমূলে ছিলাম পাব বলে ফল, মূল রইল সেথা দেখ হেথা ফলিল ফল, সূদন বলে জান না রে, মোক্ষফল কি গাছে ধরে, যে ফলের লাগিয়ে হরে, পাগল হলেন শ্মশানেতে ॥ ১২৪

পরজ-বাহার—ঠেকা।

এস রাজমহিষি, শুন কথা হেথা এমন ত শুনি নাই কথা, সুধামাখা মধুর কথা, শুনে যে সরে না কথা।

যার কথা শুনে মন হরে, তার রূপ কে কহিতে পারে, নৈলে মনোহরের মন হরে, সে কি গো সামান্য কথা॥

শুনেছি সে কথা সেত কবার কথা নয়, হৃদয়ে পশেছে কথা বলে পাছে যায়, যে ধনীর এমনি ধ্বনি, না জানি কেমন তিনি, জ্ঞান হয় নিস্তারিণী জগতে বলে যার কথা।

তুমি বল গোপের মেয়ে কত রূপ ধরে, কে কেমন রূপসী এস দেখাই তোমারে, সুদন বলে কও কি কথা, শুন নাই শ্রীরাধার কথা, কৃষ্ণ সদা থাকেন তথা, হেথা কেবল কথার কথা॥ ১২৫

দেওগিরি—ঢিমা-কাওয়ালী।

আমি নই রাধা প্যারী, আমি গো তার দ্বারের দ্বারী।

আমায় এসে প্রণমিলে ওমা যে লাজে মরি॥

তুমি নাকি রাজার রাণী, নারী চিনতে নার নারী, হাসালে দ্বারিকা-পুরী, আরও হাসবেন কিশোরী।

বলে বুঝি গোপের মেয়ে তাই সামান্য ভেবেছিলে, তিনি না হলে সানুকূল কে পারে যেতে ও কূলে, তিনি কুলকুণ্ডলিনী, জান না গো রাজার রাণী, তাঁকে দেখ্তে কত মুনি রয়েছে ধ্যান ধরি॥

আমায় তুমি চিনবে কেন, আমি রাধার দাসীর দাসী, এখানে এসেছি নিতে নিজ দাস আর নূতনদাসী, দাস-খত এনেছি বেঁধে, দেখাব আর সব বেঁধে, সুদন বলে কাজ কি বেঁধে, বাঁধা আছেন শ্রীহরি॥ ১২৬

দেওগিরি,—ঢিমা-কাওয়ালী।

কমলিনী আজ এ কি, কমলে কামিনী দেখি।

চরণ কমলে নীলকমল কে দিলে কমলমুখি॥

একে ত শ্যাম কালকমল, জলে ভাসে নয়ন-কমল, করকমলে চরণ-কমল, কমলাসেবিত কমলপদ গো! সেই কমল আঁখি পড়ে তোর চরণ-কমলে, ও মা ওমা কলে এ কি, গঙ্গা যার চরণকমলে, হয়ে ত্রিলোক নিস্তা-রিলে, সে দায় পড়ে তোর পায় ধরিল, তুই কেন তায় হলি সুখী॥

যার নাভিকমলে ব্রহ্মা হয়ে, কল্লেন সৃষ্টি স্থিতি, সে ভাসে আজ মানতরঙ্গে, দেখি নে তার স্থিতি,

যে করে সৃষ্টি স্থিতি লয়, সূদন কয় আজ মনে এই লয়, প্রলয় কল্লে চাঁদমুখী॥ ১২৭

ভৈরবী—ঢিমে-কাওয়ালী।

রাই চেয়ে দেখ চরণ পানে, বধিস্ নে আর মানকৃপাণে।

অলি শিরে করে পদ মত্ত মধুপানে বাজে প্রাণে পানে পায়ে॥

এই ভাল আচরণে হরি চরণে, কে না দেয় চন্দন তুলসী হরির চরণে, (প্যারী) যে পড়ে নিদানে, সে ত সকলের নিদানে, কে না জানে মনে মনে।

মানে মান খোয়ালি শ্যামকে হারালি মানে, গিরিধর ধরালি পায়ে এছার মানে, (প্যারী) সূদন কয়— শ্রীদামের কথা পড়ে নাকি মনে, পড়বে মনে কিছু দিনে॥ ১২৮

দেওগিরি—কাওয়ালী।

শোন্ রে বীণে! কি শুন্‌বিনে।

মোরে নাম কি শুনাবি নে?

ছেড়ে কুবোল সদাই কেবল, হরি-বোল বীণে বল্‌বি নে।

যখন বন্ধন করবে তারে, তারে তারে ডাক্‌বি তাঁরে, জান না ভব দুস্তারে, কে তারে আর তিনি বিনে।

যতন করে বীণে তোরে, রেখেছি এই করে করে, চিন্‌লিনে সে বেণুকরে, যে দীনেরে কৃপা করে, যাঁরে ধ্যানে না পায় ভব, বীণে! যদি তাঁরে ভাব, সূদন বলে তবে ভবপারে যেতে আর ভাবিনে॥ ১২৯

দেওগিরি—কাওয়ালী।

বিফলে দিন যায় রে বীণে।

শ্রীহরির সাধন বিনে. অসার খলু সংসারে, সারাৎসার নাম শুনা বীণে।

বৃথা গুন গুন রবে, কি গুণ গাও সগৌরবে? নির্গুণে আর কে তারিবে, গুণাতীত গুণ বিনে?

জান বীণে! অনুরাগ, জান কত রাগিণী রাগ, ভক্তিরাগে যুক্ত কর, রাগে যেন ঘটে বিরাগ;—মূল কথা শোন্ মন দিয়ে, মূলমন্ত্র মিশাইয়ে, মূলতানে আলাপ করিয়ে, মজ বিশ্বমূল তানে।

দীপক বাসনা জ্বলে, যেন জ্বলে প্রেমানলে, নির্ব্বাণে পাইবে মুক্তি মল্লারে আনহ জলে;—ত্যজিয়ে মনের ভ্রান্তি, মিশাইয়ে জয়জয়ন্তী, যখন জয় জলদকান্তি, জয় হবে যম নিদানে॥১৩০

* * *

সম্পূর্ণ।

রূপচাঁদ পক্ষী।

রূপচাঁদ দাস বা রূপচাঁদ পক্ষীর পূর্ব্বপুরুষগণ দক্ষিণ দেশবাসী ছিলেন। উড়িষ্যা প্রদেশে চিল্‌কা হ্রদের সন্নিকটে ইহাঁদের বাসস্থান ছিল। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের বংশ লোপ পাইলে, গৌড়েশ্বর ষড়ঙ্গদেব রাজ-গদি প্রাপ্ত হন। হরেকৃষ্ণ দাস মহাপাত্র,—গৌড়েশ্বর ষড়ঙ্গদেবের বংশসম্ভূত। হরেকৃষ্ণ দাসের পুত্র—গৌরহরিদাস মহাপাত্র। গৌরহরি,—রাজা হরিহর ভঞ্জের আমমোক্তার ছিলেন। ইহাঁকে কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতা গড়গোবিন্দপুরে থাকিতে হইত। এই গৌরহরি দাসই,—রূপচাঁদ দাসের পিতা। রূপচাঁদদাস,—১২২১ সালের মাঘ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় ইহাঁর বাসভূমি। রূপচাঁদের মৃত্যু হইয়াছে।

সোহিনী-বাহার-তাল—একতালা।

সারদে বরদে বাণী, এমা বিশ্বরূপিণী।
অনাদ্যা আদ্যা, তুমি মহাবিদ্যা, বিদ্যাদায়িনী।
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, সরোজবাসিনী বাসুদেব-দারা সপ্ত স্বর উদারা মুদারা তারা উচ্চস্বর ব্রহ্মস্বরূপিণী।
বাক্‌বাদিনী পুরাণেতে কয়, তব কৃপায় মূকে স্পষ্ট কথা কয়, বর্ণহীন জন কবিতা রচয়, জড় মূঢ় জন নিস্তারকারিণী।
ধ্রুপদ খেয়াল, টপ্পা গজল আদি, রেক্তা পাঁচালি কবিতার বাদি, তাল লয় আদি সব তব বিধি, রাগ উপরাগ ছত্রিশ রাগিণী।
দীন খগ কয় মাতা পদ্মাসনা, ক'রে বহু শিক্ষা কামনা পুরেনা, রাগে সুরে আছে তালেতে মেলেনা, মুদ্রা দোষ দেখে কোন কোন গুণী। ১

পূরবী ইমন—কাওয়ালী।

নাগর-বর নটবর গোরা।
ত্রিভুবন ভবনিদান, ব্রজজন মনচোরা।
সত্য অগ্রে শ্রীচৈতন্য, বট পত্রেতে শয়ন, পৃথিবী উদ্ধার কারণ, সৃজিলেন ধরা।
ত্রেতাযুগে ক'রে লীলা, জলেতে ভাসালে শিলা, পাষাণ মানবী হৈল, বল্ক বাস পরিধান, শিরে জটা ধরা।

দ্বাপর যুগের লীলা, আপনি রাখাল হৈলা, বনে গোবৎসেরে চরাইলা, ব্রজ গোপীগণ জন মনচোরা।

কলিযুগে অবতরি, পাষণ্ড দলন করি, ব্রজ ত্যজে এলেন হরি, তারি বারে ধরা।

ব্রজের রূপ ত্যজিয়ে, নদীয়ায় আসিয়ে, চূড়া বাঁশী কারে দিয়ে, ডোর-কৌপীন পরা।

খগ বর বর্ণয়ে, চৌষট্টী মোহন্ত লয়ে, হরিনাম বিলাইয়ে, ধন্য করিলেন ধরা॥ ২

ইমন,—কাওয়ালী।

বারে বারে তুমি, ভেবোনা রমণিনী।

তোমার কারণে, নিকুঞ্জ কাননে, এখনি হইব আমি হরমনোমোহিনী॥

শ্যামরূপ ত্যজি, হইব শ্যামা, মুক্ত-কেশী হরমনোরমা, ত্যজিয়ে বাঁশী, করে লব অসি, কটিতটে কিঙ্কিণী ধরিব করশ্রেণী।

শ্যাম অঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে মাখিব গো রুধির, পদভরে ধরাধর হইবে গো অধীর, নরশিরঃ করে, অস্ত্র করে অভয় বর, চণ্ডমুণ্ডঘাতিনী, হব নৃমুণ্ড-মালিনী॥

পীতাম্বর পরিহরি পরিব দিক্‌বসন, এসব আসন ত্যজে করিব শবাসন, বনমালা রাজবালা, হইবে মুণ্ডমালা, বেণীমুক্ত রুধিরাক্ত ভক্ত মুক্তকারিণী॥

কর্ণমূল, কুণ্ডল, শব শিশু করিব, শ্যাম নাম ত্যজিয়ে শ্যামা মূর্ত্তি হইব, লোলরসনা বিকটদশনা তিমির বরণা ত্রিনয়না, হব ত্রিতাপহারিণী॥

বিনোদিনী তব সঙ্গের সঙ্গিনী গোপিনী, পরম রঙ্গে মম সঙ্গে, হবে ডাকিনী যোগিনী, অসংখ্য আমার মায়া, নাম মম মহামায়া, কহে খগাধম, তুমি হে পুরুষোত্তম, অচিন্ত্য রূপায় নম, চিন্ময়ী চিত্তহারিণী॥ ৩

সাহানা,—একতালা।

ঝুলিছে ঝুলনে। (একাসনে)
অনুপম, রাধা শ্যাম, নিকুঞ্জ কাননে॥

শ্রাবণ ঘন ঘন, গরজিছে নব ঘন, তৃষিত চাতকীগণ, তৃপ্ত বারি পানে॥

ফুল্ল ফুল নানাজাতি, নাগেশ্বর জাতী যুথী টগর চম্পক সেঁউতী, পুষ্পিত উদ্যানে॥

নব নব গোপবালা, গাঁথি নব ফুল-মালা, সাজায়ে নব হিন্দোলা, দোলায় যতনে॥

রাধা অঙ্গে দিয়ে অঙ্গ, ঝুলিছে বাঁকা ত্রিভঙ্গ, শীতল হয় তাপিত অঙ্গ, হেরিলে নয়নে॥

দীন খগের অভিলাষ, রাই সহ পীতবাস, করেন হিন্দোলা প্রকাশ, অলি বৃন্দাবনে ॥ ৪

সিন্ধুড়া,—ধামার।

হোরি খেলিছে শ্রীহরি। সহরাধা প্যারী, কুঙ্কুম-পূর, শ্যাম অঙ্গ ভরি। পুষ্পমালা, হিন্দোলা সাজায়ে ব্রজনারী, রাই শ্যাম. অনুপম, দোলে তদুপরি ॥

নব নব সখীগণ, আনি চুয়া চন্দন, গোলাব সহিত আবিরী; ঐ ঐ রসময়ী, শ্যামের বামেতে ঐ, যুগল রূপ রস রূপ, হের নয়ন ভরি ॥

উড়ে আবির গোলাল, বৃন্দাবন লালে লাল, লালে লাল যমুনার বারি; লালে লাল কেসি ঘাট, লালে লাল বংশীবট, আবট কালিন্দী তট, গোবর্দ্ধন গিরি ॥

লাল শ্রীদাম সুবল, লাল শ্রীমধু মঙ্গল, লালে লাল জল স্থল, গোপ নর নারী; নন্দ আদি উপানন্দ, আবিরে করে আনন্দ, সদানন্দ শ্রীগোবিন্দ, গোপবৃন্দে ঘেরি ॥

তাল, তমাল, হিন্তাল, দ্বাদশ কানন লাল, লতা বৃক্ষ, পশু পক্ষ লাল শুক-শারী; লাল হংসাদি শাবক, পিক ডাহুকী ডাহুক, কহে খগ মৃগী মৃগ, লাল ব্রজপুরী ॥ ৫

সিন্ধু—ঠুংরি।

হরি নাম সুধা রস, পিয়ে পুরি মানস; অলসের বশে কাল হ'রনা।

হরির সহস্র গুণ, শ্রীহরি নামের গুণ, তুলে তুলে নামের গুণ পেলে তুলনা ॥

সত্যভামা ব্রত ছলে, শ্রীকৃষ্ণেরে তুলে তুলে, মণি রত্ন আদি দিলে, তুল টলে না; তুলসী পত্রে লিখি হরি, দিলেন ধরি তুলোপরি, হরি হ'তে নাম ভারি; সেই হ'তে জানা ॥

লইলে শ্রীহরির নাম, পূর্ণ হয় মনস্কাম, প্রাপ্ত হয় কৈবল্য ধাম, বেদে বর্ণনা; কর শ্রীহরি কীর্ত্তন, শুন হরি গুণ গান, হরি ভিন্ন অন্য কোন রসে মজনা ॥

বাসনায় রসনা যন্ত্রে, সাধনা শ্রীহরি মন্ত্রে, সুস্বরে সুকণ্ঠ তন্ত্রে, দিয়ে মূর্চ্ছনা ছয় রাগে অনুরাগে, ছত্রিশ রাগিণী যোগে, তালে লয়ে দ্রুতবেগে, হরি সাধনা ॥

হরের্নামৈব এই কথা, কলৌনাস্ত্যেব গতিরন্যথা, তপস্বী ঋষির গাথা গীতা বর্ণনা; তিন বার হরে হরে, বলিলে কলুষ হরে, হরি বল্লে উচ্চৈঃস্বরে হরে বেদনা।

হরির নাম অগতির গতি, নামে কর রতি মতি, নাম কর নিতি নিতি,

দিবা রাতি ছেড়না ; কহে দীন খগপতি, ভব ধব পশুপতির, কেবল হরি নামে মতি, রতি টলে না ॥ ৬

মিশ্র দেশ—একতালা।

ভাঙলো না তোর মায়ার ঘুম।

বিষয় মদে, চক্ষু মুদে, শুয়ে আছ বেমালুম ॥

ঐশ্বর্য্যের মাৎসর্য্যে তুমি মনে কর বাদ্সা রুম ; এ প্রপঞ্চ এক সাজ সেজেছ ঠিক যেন ভাই হাতুম থুম্ ॥

তোর সঙ্গের ছ'টা, বড় ঠেঁটা, শুদের চটা বেমালুম ; জ্ঞান অনলে, দে না জেলে, ক'রে হরি পূজার ধুম্ ॥

(গোলা) পায়রার বাচ্ছা, পুষে বাছা, শুক ভেবে তায় খাচ্চ চুমু, ও না বল্‌বে কৃষ্ণ, শুন্‌বি স্পষ্ট, ডাকবে বলে বাকুম্ কুম্ ॥

(এখন) দারা পুত্র, জ্ঞাতি গোত্র, সকলে শুন্‌ছে হুকুম্ ; শিব নেত্র হবা মাত্র, আপনি হ'বি রে নিঝুম্।

রবিসুতের দূতে ধ'রলে, হবে রে মজা মালুম্, ক্রামন্ত্রদে, দেবে গেদে, দ্বিপদে দিয়ে ভুডুম্ ॥

সুর ব্রহ্ম, না জেনে মর্ম্ম, সাধ ক'সে তানুম্ তুম্ ; রাগেতে তোর, নাই অনুরাগ, কে শোনে তোর ঝিঁঝিট লুম্।

কপট ভক্তির, বিষম জ্যোতি, শাস্ত্রাড়ম্বর বড়ই ধুম্ ; খগ ভণে, সাধন বিনে, দেহ গেহ শ্মশান ভূম ॥ ৭

জংলা গৌড়—একতালা।

মানুষ চলে, কলের বলে।

পঞ্চভূত, বড়ই মজবুত, ঘেরেছে সহস্রদলে ॥ (ওরে ভাই)

এই দেহ মেসিন, ইহা ভাই বড়ই প্রবীণ, ইংরাজ চীন ফ্রেঞ্চ মারকিণ, সবাই হার মানিলে ; মরিকি শিল্প-বিদ্যা, ক'রেছেন মহাবিদ্যা, যোগারাধ্যে পায় না বুঝে, অসাধ্য হয় জ্ঞারতে গেলে।

এ কলের কি কৌশল, কল থেকে জন্মাচ্চে কল, রেলওয়ে ইষ্টিম ভেসল, লোক-সাহায্যে চলে ; টেলিফণ, ফণোগ্রাপ, ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাপ্, মাসুস কল সব কলের বাপ, চৈতন্য রয়েছে মূলে ॥

কলটা সাড়ে তিন হাত, এতে হয় ত্রিজগৎ মাৎ, মন পবন বচ্চে দিন রাত, জঠর অনলে ; জীবাত্মা মহাপ্রাণী, এ কলের ডুটো চিনি, ব্রহ্মা বিষ্ণু, শূলপাণি, নাড়ে নড়ে পল বিপলে।

এই কল কি চমৎকার, নয় দিকে নটা দ্বার, মণি কোটায় আছে একজন

বসিয়ে বিরলে ; ছয় জন কুজন ধ'রে কলেরে, বিকল করে, শ্রীরূপ কয় সারতে পারে, গুরুমন্ত্র যন্ত্র পেলে ॥ ৮

খাম্বাজ—একতালা।

ভগ্ন খাঁচায়, বিরক্ত হয়, প্রাণ পাখি।

মাচার খুটী, হ'লো মাটি, ক্রমে বক্র হয় দেখি ॥ (দেখ দেখি)

সাড়ে তিনটী হাত, হচ্চে ক্রমে কাত, উড়বে পাখি, দিয়ে ফাঁকি, বাজি ক'রে মাত ; হ'লো খাঁচা জীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন, শব প্রায় হায় সব দেখি ॥

ধন্য শিল্পকার, কর'লে খাঁচার নটা দ্বার, কলকৌশলেতে বানালে, গঠন পরিষ্কার ; পাদপদ্ম, নাভি পদ্ম, হৃদি-পদ্মের নাই বাকি ॥

এই খাঁচার যে কাণ্ড, কি জানবে পাষণ্ড, খাঁচার ভিতর পরাৎপরের, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ; এতে খুজে নিলে, সকল মেলে, সহস্র দল নিরখি ॥

তিনটী খাঁচার তার, বেড়া নব দ্বার, হেলে দোলে, পল বিপলে, থামলে অন্ধকার ; কহে খগপাত, পাঁচ-ভুতেতে, আছে ইথে ভাবচ কি ॥ ৯

জঙ্গলা মূলতান,—একতালা।

হরির লুটের গুণ জান না।

বেদেতে লেখেন বিধি ভব ভয়ের ভয় থাকে না ॥

থেকে সূতিকাগারে, যে শ্রীহরি স্মরণ করে, ঝাল মসলা খেতে তারে, হরি ভক্তের মানা ; ভোগে না কোন পাপ, বেদনা শোক তাপ, বালকে মারে লাফ, পোওয়াতির পোরে কামনা ॥

পোওয়াতির কাঁচানাড়ী, বলে সকল আনাড়ী, খরচ নয় অধিক কড়ি, সওয়া পাঁচটী আনা।

বালকে কোলে রেখে, পান্তা ভাত খাওগে সুখে, নগরের ছেলে ডেকে, হরি নামের দেও ঘোষণা ॥

পড়ে বিষম শঙ্কটে, যে মানে হরির লুটে, সব বিপদ কেটে ওটে, জোটে সুমন্ত্রণা। দেওয়ানী ফৌজদারি, অপবাদ জোয়াচুরি সব রক্ষা করেন হরি, হরিংবাড়ীর হয়গহনা ॥

রোগেতে জীর্ণ করে, কবিরাজ পলায় ডরে, ডাক্তারে হেরে তারে, ভয়ে পাশ ঘেঁসে না। শ্রীরূপদাসেতে ভণে, হরির লুট যদি মানে, নাড়ী আসে স্বস্থানে, শমনে ছুঁতে পারে না ॥ ১০

ঝিঁঝিট খাম্বাজ, তাল—পোস্তা।

আমারে ফ্রড ক'রে কালিয়া ড্যাম তুই কোথা গেলি।

আই য়্যাম্ ফর ইউ ভেরি স্যরি, গোল্ডন বডি হ'ল কালি।

হো, মাই ডিয়র ডিয়রেষ্ট, মধুপুর তুই গেলি কৃষ্ণ, ও মাই ডিয়র হাউ টু রেষ্ট, হিএর ডিয়র বনমালী।

(শুন রে শ্যাম তোরে বলি)

পুওর কিরিচর মিল্ক গেরেল, তাদের ব্রেষ্টে মারলি শেল, ননসেন্স তোর নাইকো আক্কেল, ব্রিচ অফ্ কনট্র্যাক্ট ক'রলি। (ফিমেল গণে ফেল করলি)

লম্পট শঠের ফরচুন খুল্‌লো, মথুরাতে কিং হ'লো, অঙ্কেলের প্রাণ নাশিল, কুবুজার কুজ, পেলে ডালি॥ (নিলে দাসীরে মহিষী বলি)

শ্রীনন্দের বয় ইংল্যাড, কুরুকেড মাইণ্ড হাড, কহে আর, সি, ডি, বার্ড, এ পেলাকাণ্ড কৃষ্ণকেলি॥ (হাপ ইংলিশ হাপ বাঙ্গালী॥ ১১

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ, তাল পোস্তা।

লেট মি গো ওরে দ্বারী, আই ভিজিট টু বংশীধারী। এসেছি ব্রজ হ'তে আমি ব্রজের ব্রজ নারী॥

বেগ ইউ ডোরকিপর লেট মি গেট, আই ওয়ান্ট সি ক্লক হেড, ফার ল্ম আউয়ার রাধে ডেড, আমি তারে সার্চ্চ করি।

শ্রীমতী রাধার কেনা সারভেণ্ট, এই দেখ আছে দাস খত এগ্রীমেণ্ট, এখনি করব প্রেজেণ্ট, ব্রজপুরে সব ধরি॥ (দাস খত দেখে ঘুচবে জারি)

মর্য্যাল ক্যারেক্‌টার শুন ওর, বটরথিব ননী চোর, ব্ল্যাগার্ড রাখাল পুওর, চোর মথুরার দণ্ডধারী॥ (রাখাল ভূপাল কপাল ভারি)

কহে আর, সি, ডি, বার্ড কিং বেলাক নান সেন্স ভেরি কনিং, ফুলুটেতে ক'রে সিং, মজায়েছে রাই কিশোরী॥ (কুল নাশা বাঁশী করে করি)॥ ১২

মঙ্গল—কাওয়ালী।

খগ সম্পাতি, কশ্যপ নাতি।

খগ লীলা, জাতিমালা, কুলজি, নবপুথি॥

খগবর, শ্রীগরুড় কশ্যপ ঋষিনন্দন, জটায়ু সম্পাতি, পক্ষি জাতিতে এরা ব্রাহ্মণ, রাজহংস বংশাবলি সবে ক্ষত্রিয় রাজন, সারস বাবুই জাতি ব্যবসায়ী মহাজন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষি শূদ্র, শুক শারী হীরামন; কুলীন কায়স্থ পরহাস্যা, নীলকণ্ঠ আদি খঞ্জন, আষ্ট

ঘর, সেন সিংহ কর, গৃহবাজ, বাজ-বউরি বাঁশপাতি ॥ (দে দত্ত দাস, হয় পাতিহাঁস, ভীমরাজ কপোত কপোতী)

গলা ফোলা, মুক্তি গোশা, জবড়জঙ্গ পরশু সঙ্কর ঘুরে, পক্ষির গুছা কাদাখোঁচা, কালপেঁচা বাহাভুরে, পাখী আরগিন বঙ্গের কুলীন, গুহ পদবী ধরে, উত্তররাড়ি কায়স্থ, দুরি মস্ত বুলি বার করে, বারেন্দ্র ফরিয়াদি, বাদী পেলে খাল করে; কোকিল বৈদ্য বুদ্ধি হদ্দ, ঠকায় কালো কাকেরে, নবশাক চক্রবাক নব রঙ্গের নয়জাতি ॥ (ময়রা মদনা চন্দন। কামার কুমার তলি তাঁতি ॥ (নাপিত নবশাক ধূর্ত্ত কাক জগতে আছে খ্যাতি)

শঙ্খচিল গোদাচিল, হাড়গিল বক বকী, কাকাতুয়া, টিয়া মোনিয়া ছত্রিশ বর্ণের পাখী, করি উচ্চ নিজ পুচ্ছ নাচে আহিরী শিখী, বেনেবৌ স্বর্ণ-বণিক, পাপিয়া গন্ধবণিক্ যোগী চাতক চাতকী; উগ্র ক্ষত্রি দোয়েল খোড়েল শাখারি চকাচকী, ছুতর কেওরা, কাটঠোকরা বৈরাগি শকুনি মড়ার করে সংগতি ॥ (পেরু মুরগীবর্গি, গুয়েমেকড়া বাগদি জাতি)

গৃধিনী পোদ হাঁড়ীচাঁচা ধাই, পানকৌটী জেলেমালা, ফিঙে আর তাল চড়াই, চামচিকে লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে দেখতে পাই, কলুর ঘানির মত কল কল রব করিছে সবাই, বুনো বাদুড় মেথর, এক তিল অবসর নাই, টুনটুনি মহাজ্ঞানী, সকল পক্ষী-দের গোসাই, মসলন্দ আদি, তুলার গাদি, ডুমুর বৃক্ষে বসতি ॥ (মস্ত বাবু বাস্তুঘুঘু চণ্ডাল কাল আকৃতি)

বিশ্বজয়া পক্ষী বাবুই বিশ্বকর্ম্মা হইতে শ্রেষ্ঠ ফ্রেঞ্চ চীন, লোকমান হাকিম হ'তে ইনি উৎকৃষ্ট, চরাচর শিল্পেকর, সকলে এর কনিষ্ঠ, ইনি শিল্পবিদ্যাতে জয়ী জগতে, সকলের হ'তে জ্যেষ্ঠ, বিশেষে দেশ বিদেশে, বাবুই নাম আছে রাষ্ট্র, ইঞ্জিনিয়রের বাদসা, খাসা বাসা দেখ লোকে বলে স্পষ্ট; হায়রে বাবুই পৃথিবী জয়ী, পক্ষীর প্রজাপতি। (নবাবি চাল, হামেহাল তাল বৃক্ষে বসতি) ১৩

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

ওরে সামাল সামাল, বাস্তুঘুঘুর পাল, বেয়োল সাজিয়ে যেন পঙ্গপাল।

এরা কুহক মন্ত্র জানে, বশীকরণ গুণে, লোকে টেনে এনে করে রে নাকাল ॥

খোসামদি তোষামদি আজ্ঞাকারী, মধুর চাটুবাক্য বদনেতে পুরি, বাবু-তোষা পেসা, খাসা দোকানদারি,

ধোনে ভাঙ' রসিক চোঙা, ফর্কড় গিরি, খেতে শুতে বসতে কুড়োয় কত গাল; ঘুঘু বাবুর নাম জগৎ রাষ্ট্র, বাপন্ত পিশান্তে না হয় এদের কষ্ট, কথায় কথায় লোকের করেন অনিষ্ট, দেহটী বলিষ্ঠ বড়ই পাপিষ্ঠ, গলা কাটে নোট কেটে, করে জাল॥

এই ঘুঘু বাবু কৃপা করেন যাঁরে, শনি গ্রহে তার কি করিতে পারে, গ্রহ-শান্তি যাগে শনি হতে তরে, ঘুঘু বাবু সাক্ষাৎ মহাকাল; পুজা লন ঘুঘু ষোড়শ উপচারে, ধূনার গন্ধে যেন মনসা নৃত্য করে, এদের কুমন্ত্রণায় ভিটের ঘুঘু চরে, ধন হরে, মান হরে করে নাজেহাল॥

গৃহস্বামী যার আছেন বর্ত্তমান, দূরে থেকে, দেখে দেখে হোটে যান, সুচারু গাছ গোরু, বালক যদি পান, ছলে বলে ঢুকে বসেন ভাল; প্রথম নাটক, সখের ভাল বাসা, চরস তাদের রস অবিদ্যার নেশা, সুরার সলিলে ঢেলে সকল পয়সা, খাসা বাসা কারা-গারে হয়ে কাল॥

ভূতে পেলে ছেলে রোজাতে ছাড়ায়, মন্ত্র ঔষধিতে ঘুঘু না ডরায়, যারে পায় তারে শেষ ক'রে যায়, ঐশ্বর্য্য রাজ্য বেচায় ঘটি থাল; কবি কহে যার স্কন্ধে চাপে ঘুঘু, দুঃখ সিন্ধু মাঝে খায় হাবুডুবু, ঘুঘুর মায়ায় কভু যেওনা বাবু, শেষে বাপু শুণবে বাপু, তোরে প'ড়ে ছিঁড়ে যাবে ধৈর্য্য হ'াল॥ ১৪

সিন্ধু কাফি—যৎ।

ধন্য ধন্য কলিকাতা সহর,
স্বর্গের জ্যেষ্ঠ সহোদর।

পশ্চিমে জাহ্নবীদেবী দক্ষিণে গঙ্গা-সাগর॥ (পূর্ব্বে বাদাচিংড়ি হাটা পদ্মা নদী তদুত্তর)

হেষ্টীংসব্রীজ বাগবাজার, এই আয়তন তার, সরকিউলার রোড পোরমিট-ধার, চতুঃসীমা'সার; অতুল্য মর্ত্ত্য ভুবনে, বৈকুণ্ঠ যায় হার মেনে, হেরে টেলিগ্রাপ, ব'লে বাপ, লাজে লুকায় পুরন্দর॥ (তারেতে তার, বর্ণ বিস্তার, ধন্য শিল্পী কারিকর)

তার হেরে তাঁর লাগলো দিশে, তারে তারে খবর এসে, ছয় মাসের পথ এক দিবসে, মেলে তত্ত্ব অনায়াসে, ধন্য ডাক্তার ওসগনেসি, সকলকে করেছেন খুসী, ব্রিটন দেশী গুণরাশি, সুখে বসি হউন অমর। (রোগ শোক তাপ নাশি হউক সরল অন্তর)

স্বর্গধামে মন্দাকিনী, কলকাতাতে সুরধুনী, নন্দনকানন ইডেন গর্ডেন সম নিছনি; ইন্দ্রের বাহন ঐরাবৎ, কলকাতাতে ফিটেন রথ, পারিজাতকে

করে মাৎ গোলাব সেঁউতি নাগেশ্বর॥ (ফুলের টবে ধাপে ধাপে শোভা পায় সিঁড়ির উপর)

পরিষ্কার পথ নাইকো ময়লা, সারি সারি, গ্যাসলাইট আলা, চন্দ্র দেবের ষোল কলা, হতে উজ্জ্বলা, শুক্ল পক্ষে উদেন শশী, এর পক্ষপাত নাই কোন নিশি, কৃষ্ণ পক্ষ শুক্ল পক্ষ উভয় পক্ষ নয় অন্তর॥ (চাঁদেতে আর তাতে তুল্য করে ইংরাজ কারিকর)

করিয়ে বুদ্ধির কৌশল, পলতা হ'তে আন্‌লে জল, জলে শত সিংহের বল, লক্ষহাত প্রবল; ধন্য বৃটেন রাজধানী, প্রজার ঘরে বাহিরে সুরধুনী, অপঘাতে ম'লে প্রাণী; তাহার ভূতযোনির নাহিক ডর॥ (যাবে মনসুখে, স্বর্গলোকে, হইয়ে অমর নর)

আমরি কি পরিপাটী, বৃটেন রাণীর রাজবাটী, আকৃতিটী বাটী পাঁচটী, ফলত একটী; প্যালেস অব গভর্ণমেণ্ট শোভা জিনিয়ে বৈকুণ্ঠ, গড়ের মাঠে মনুমেণ্ট, পেঁড়োর মন্দিরের ফাদর॥ (আখাম্বা সাততাল লম্বা, যেন জগদম্বার বাবার ঘর)

ইষ্টিম ভেসেল রেলওয়ে, এই সকলের তেজ হেরিয়ে, বেদ ব্রহ্মা ভোমা হ'য়ে গেলেন চাপিয়ে; অগ্নি জল আর পবনে, যায় এক মাসের পথ একটি দিনে, এক কোটী মন দ্রব্য টানে, নাহি রাত্রি দিবা অবসর॥ (রেলের বাঁশী, শুনে আসি, ষোটে যত নারী নর)

লেসলী সাহেবের বুদ্ধি নিজ, হাবড়ার ঘাটে ফাষ্ট ব্রীজ, শিল্পবিদ্যা জগৎ আরাধ্যা, হায় কি আজব চীজ; ত্রেতাতে ভেসেছে পাথর, ইনি লোহা ভাসান জলের উপর, মাঝে খুলিলে জাহাজ চলে, অর্দ্ধ ঘণ্টার ভিতর॥ (রেল চলিবার হেতু, হুগলির সেতু, জুবিলি ব্রীজ নামান্তর)

আমহউস অতিথিশালা, কত আছে যায় না বলা, রাবণের চিতার মত খোলা, জ্বলে জুবেলা, আহার প্রস্তুত পাকি কাচি, যার যেরূপ হয় অভিরুচি, পিষ্টক পায়স মাংস লুচি, ভারতাশয় ধর্ম্মের ঘর॥ (ন্যাড়া নেড়ী, খালি বাড়ী কর্ত্তা ভজা সতন্তর)

নিকাশ হচ্চে ময়লা জল, করেছে প্রস্তুত ড্রেনেজ কল, ধুলো থামে দিলে জল, স্বতন্ত্র এক কল; অগ্নিদেব হলে প্রবল, নির্ব্বাণ করে দমকল, গোরাদের চেহারা দেখে, ভয়ে পলায় বৈশ্বানর, পাল্লে জল যোগাতে, সাধ্য মতে সাধ্য কি যে পোড়ে ঘর॥ (যেসিনেতে দিলে দম, কোরে ঝম ঝম, তেজে বেরোয় ওয়াটর)

সকল প্রস্তুত কলিকাতাতে, এমন নাই এ ভূ-ভারতে, এক লামার্টিনের ফণ্ড হ'তে তরে জগতে, অনাথ মন্দির ঔষধালয়, জেলে জেলে অন্ন বিলায়, ঐ ফণ্ডের ধন, কারাগার হয় মোচন ইন্‌সল্‌ভেণ্ট পায় নর॥ (অন্ধ খঞ্জে, টালিগঞ্জে, টিকিট পায় বৎসর বৎসর)

সতীর কনিষ্ঠ অঙ্গুলী, কলিকাতাতে আছেন কালী মা কালী কলকাতা-ওয়ালী সর্ব্বমঙ্গলী; শ্যামা মায়ের কি বৈভব, প্রত্যহ হয় উৎসব, ঈশানেতে কালভৈরব শ্রী প্রভু নকুলেশ্বর॥ (কালী ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য দেবগণের অগোচর)

বারমাস নিশি দিবা, হতেছে অতিথি সেবা, প্রতি ঘরে দেব সেবা, দেবী আর দেবা; বাগবাজারের মদন-মোহন, ভক্তগণের জীবন ধন, উত্তরে গুপ্ত বৃন্দাবন, খড়দহে শ্যামসুন্দর (নিত্যানন্দ সুত, বীরভদ্র সেবিত, তরাতে ভবেরি নর)

বাগবাজার কুলিবাজার, বাজারে বাজারে একাকার, এত বাজার দোকান-দার, কোন রাজ্যে নাইক আর, পাহা-রাওয়ালা গলি গলি, হাতে লয়ে পুলিশ ঝুলি, দেখিলে মাতাল মাতোয়ালী, ঠেলে ঢুকায় গারদ ঘর। (উত্তম মধ্যম অধম দিয়ে করে বহু সমাদর)

পাটের কল আর ময়দার কল, রেড়ির কল কাপড়ের কল সুরকির কল, জলতোলা কল, খোয়াভাঙ্গা কল; কলাকৃতি ঐরাবৎ, করে এক দিবসে সোজা পথ, কলের খুরে দণ্ড-বৎ, জুড়ে গেল গ্রাম নগর॥ (আনাচে, কানাচে কল পেতেছে দাস দাসী মেলা দুষ্কর)

সেরে দিলে কলে কলে, এর পর কলেতে বানাবে ছেলে, পুত্রহীন মহী· মণ্ডলে থাকবে না মুলে, ম'লে করবে বিষয় ভোগ, পিণ্ড পাবার এই সুযোগ, পুত্রহীন মহারোগ হতে হবে অবসর॥ (একটা ম'লে কল চালালে, দশটা পাবে কি বৎসর)

কলিকাতার কি নিছনি, বর্ণিতে অসক্ত বাণী, আর চলে না লিখনি সংক্ষেপে ভণি, কত রোড কত গলি, সাধ্য কি যে তাহা বলি, ইচ্ছা করে ছবি তুলি, হয়ে উঠা সে দুষ্কর॥ (অল্পে সল্পে ন্যূন কল্পে ভণে দীন খগবর)॥ ১৫

মিশ্র সিন্ধু—ঠুংরি।

আমরি কি নাকাল, কন্যার বিবাহ কাল, আজ কাল হচ্চে বঙ্গ দেশেতে।

মাতৃদায় পিতৃদায় এর আগে লাগে কোথায়, ভিটে মাটী চাটী হয় বিয়ের ব্যায়েতে॥

(কত শত মানীর হতেছে মান হানি, ছাই চাপা পড়ে গেছে মানের মুখেতে) বল্লালি বাঁধা কুল, প্রায় হ'ল নির্ম্মূল, বিশ্ব বিদ্যালয় স্কুল, সুরু যে হ'তে। এন্‌ট্রান্‌স্ এক পেশে, এলে দো পেশে, বিয়ে তেপেশে মান্য ভারতে।

বল্লভি সর্ব্বানন্দ, ফুলে খড়দহ, হয়না সম্বন্ধ পাশকরা ছেলে পসন্দ সকল মেলেতে।

কন্যা দিতে হন ব্যস্ত অর্থ নাই শূন্য হস্ত হইয়ে ঋণ গ্রস্ত পড়েন দায়েতে ॥

বারেন্দ্র বৈদিক, সকলের অতো-ধিক কি আর কব অধিক নারি বর্ণিতে।

সম্বন্ধ না হতে বরের মুরুব্বিতে, লম্বা ফর্দ দেন হাতে নাবাবি মতে।

বাইশ পৌঁচ কাশা কাফ্রি, পাষ করার বিষম জারি, পাত্রী খোঁজেন সুশ্রী, কিন্নরী হ'তে।

পাকা বাড়ী মার্ব্বেল ম্যাজ, দরয়া-মের রূপার ব্যাজ, হীরের আংটি সোনার ল্যাজ, ঝুলবে পশ্চাতে ॥

ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র জাতির ছিল না কো এ পদ্ধতি, সর্ব্ব বর্ণে হয় সম্প্রতি, দেশের রীতিতে।

জন্মে পাশ করা নয়, বওয়াটে ফেল বয়, বরের বাবা মিথ্যা কয় ধন লোভেতে ॥

দাতব্য পাঠশালে চিরকাল পড়ে ছেলে বিয়ের সম্বন্ধ এলে দেন স্কুলেতে

বিবাহে মেরে মারে মাল, ওস্তী গুটীয়ে নেয় জাল, যে রাখ'ল সেই রাখাল পাঁচনী হাতে ॥

চার পের্শ্বের কর্ত্তাপক্ষ, ঠিক যেন সর্ব্বভক্ষ, যার ছেলে গণ্ড মূর্খ, সে মরে দুঃখেতে।

ছেলে হলে গুণবন্ত, এক রূপায় হতাম ভাগ্যবন্ত পোড়া কপালী ভ্যাড়াকান্ত, ধল্লে গর্ব্বেতে ॥

অলঙ্কার চায় না ইদানী, কোম্পা-নির কাগজ রেমিমনি, বাড়ীর পাট্টা সোনার গিনি, চায় হাতে হাতে।

মেয়ের বেলা বেল তলা, নিমতলা ছাদ খোলা, মরা দুগাছা সোনার বালা ছালনা তলাতে ॥

উচ্চ শিক্ষার প্রভাবে দেশের উন্নতি হবে, সামাজিক কুক্রিয়া যাবে, বিদ্যা জ্যোতিতে।

হিতে হল বিপরীত পাস করায় বাড়ায় কুরীত এ শিক্ষা কার মনোনীত হয় অনিষ্ট যাতে ॥

সভ্য ভব্য গুণবন্ত সকলে কর সিদ্ধান্ত যাতে হয় এ বিষয় ক্ষান্ত চূড়ান্ত মতে।

বিয়ে কর্ত্তে টাকা চায়, ছি ছি মরে মরে যাই লজ্জায়, আর্য্যের কলঙ্ক রটায় আর্য্যাবর্ত্তবাসীতে॥

খগপতির এই মিনতি যার যেরূপ হয় সঙ্গতি, দেওয়া লওয়া সেই পদ্ধতি হোক ধর্ম্ম মতে।

বিবাহের ঘোর বিপদ হায়রে কি হাস্যাস্পদ মনুষ্য কি চতুষ্পদ হ'ল ভারতে॥ ১৬

বাহার খাম্বাজ—একতালা।

ধন হীনে ত্রিভুবনে মান্য কে করে।

ক্ষুদ্র লোকে হয় ক্ষুদ্র ধন অহঙ্কারে

চর্ম্ম কর্ম্ম করা মুচি, টাকার গুণে হয় সে শুচি, তার ঘরেতে মোণ্ডা লুচি ব্রাহ্মণে মারে

নাই ব্যবসাতে দোষ, দিয়ে সাহস, এক শ্লোক ঝাড়েন পরে।

ধনং উপার্জ্জনং জন্তুং ন দোষঃ ন দোষী নরে॥

কড়ি থাকলে বুড়র বিয়ে নির্ধনি যুবা বসিয়ে থাকেন হাঁ করে, আইবুড়ো হয়ে চেয়ে খেয়ে পথে যান মরে।

ঔষধির দোষে শেষে তারে মহাপাপ ঘেরে।

ত্র হয় না, পিণ্ড পায় না আবাগের বেটা নাম ধরে॥

জগতে মান্য টাকা, টাকায় সারে ন্যাকা ভ্যাকা, সদ্য মেজাজ হয় বাঁকা ঝুলিয়ে যান ছাতি।

টাকার জোরে ভেকে মারে হাতিকে লাথি।

থাকলে পাতি সঙ্গতি খোঁড়া চোঁড়া কোঁস করে॥

পতির না থাকলে সঙ্গতি, সাধ্বী সতী রসবতী সে বিরক্ত হয়ে অতি, শয্যা ত্যাগ করে।

জ্বলে আগুণ, চাইলে দ্বিগুণ তিরস্কার করে।

ফুড়ুক্, ফুড়ুক, টানছ গুড়ুক্, উপায় কর্ত্তে যায় ধরে॥

ব্যাধি গ্রস্তের থাকলে রেস্ত, তার নারী হ'য়ে শশব্যস্ত, ইচ্ছামস্ত কওে সুস্থ বিবিধ মতে।

বলে এসো জল খেতে ব'স কাজ কি দেরিতে।

দিয়ে আদার কুচি খাও গো লুচি মিশ্রি দেও দুধের সরে॥ ১৭

দেশ—জৎ।

অর্য্যজাতির উন্নতি আর দেখিনে।

(এক্ষণে) কারে বলি, ঘোর কলি, হলোরে এতদিনে॥

(নখাদলে, বাহুবলে অখ্যাতি নিলে কিনে)।

সভাতে বক্তৃতা কেবল, কিছু হয় না ফলাফল, যত নব্য বাবুর দল, খোসবাসা থাস বাগানে।

হাত পা নাড়ে, বচন ঝাড়ে, কথাটী কয় রগটেনে।

কখন বক্তৃতার বেগে, গলদঘর্ম্ম উঠেন রেগে, বৃথা গর্জ্জন প্রভাত মেঘে, বর্ষা ভরসা বিহীনে॥

পীড়া হ'লে বাড়াবাড়ি, দেবো-দেশে রাখতো দাড়ি, এখন দাড়ির ছড়াছড়ি, স্বর্গ মর্ত্ত পাতালপুর।

গ লপাট্টা নাই, চিনে কি মালাই, মধ্যে চৈতন ফুরফুর।

কারো দাড়ি লম্বমান, কারো দাড়ি ঠিক সয়তান, কেউ সেজেছে জাম্বুবান, হিন্দু পাঠান কে চেনে॥

হ'লে লোকের চাল্লিশে, চশমা ব্যবহার করতো শেষে, বার কি তের প্রবেশে, নাকের ডগায় চশমা লয়; যাদের গলায় অম্বল বেধে দিলে দম্বল হয়; তুদের বালক কচি ছেলে, চশমা ছাড়া নাহি চ'ল, সুধালে সর্ট-সাইট বলে, হেঁই মা রাধে বাঁচিনে॥

আর্য্য বিদ্যা অধ্যয়ন, করে না আর কোন জন, এখন স্কুলে গমন, কেবল অর্থের প্রয়োজন।

একপেশে, দোপেশে, তেপেশের তো নাই কথন।

মুরুব্বী যার আছে পোক্ত, স্কুল ত্যাগ করেই দাসত্ব, মুরুব্বী হীন কাঁঠাল আমসত্ব, মরেণ আহার বিহিনে।

বুণী চাদর, নাইকো আদর, কাটা পোষাক ফর ফর, স'মনে গোটা, পেছুন ছাটা, মাথার চুলের টেসু ভাব।

পথে চলে ট'লে ট'লে ফুটপাথে হয় পদ্ম লাভ।

পুলিশ পাহারাওয়ালার ঝোলা, হয় বাবুদের চতুর্দ্দোলা, মধ্যে মধ্যে ডাণ্ডার ঠেলা এই সুকর্ম্মের দক্ষিণে॥

ইংরাজী পড়ে পাত্ত তুচার, সম্রাটা দেখেন ধরার আকার, মদ র্কা অহঙ্কার, জীবে ভাবেন তৃণবৎ।

দেখলে অভীষ্ট, হন রুষ্ট, করে না কো দণ্ডবৎ। কেবল বুঝেন আপ্ত সুখ, পর দুঃখে নাহি দুখ, ফেরেন না জননীর মুখ, শয্যাগুরুর বারণে॥

আর নাই আর্য্যদের কাল, এখন কার ইংরাজী চাল, মহামান্ত মদ-মাতাল, বাবু বল্লে হয় গাল। স্যার, স্কোয়ার, না, বল্লে পর অগ্নি করেন চক্ষু লাল।

খোজেন না আর চটী ঠেটী, চাই ভেড়াটী ঘোড়াটি, ঘরে মজুত মদের ভাঁটি, খুচরা খচরা কে কেনে॥

(বলেন) ইয়ং বেঙ্গল সভ্য ভব্য,

সাবেক হিন্দু সব অসভ্য, পড়েন কাশী রাম দাস।

এলে, বি এ, এম, এ, এরা সাত জন্মে করে না পাশ।

লেখা পড়া যাক গোল্লায়, যদি ডিনার পার্টিতে যায়, তথাচ শরীরে বল পায়, তবে দশ জন ইংরাজে চেনে॥

(ঐ যে) রামায়ণ ভাগবত, সুপথ থেকে নে যায় কুপথ, হায় কি বিশ্রী মত, ক'রে গেছেন বেদব্যাস।

এরা মাইকেল মধুর, দীনবন্ধুর, বুঝে নাকো র‍্যাঙ্ক ভার্স।

খগ কহে একি বিপদ, ধর্ম্ম কর্ম্ম হ'ল রদ, গোডিম্ ফুটেই খোজেন মদ, যান সদ্য শমন ভবনে॥ ১৮

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ—তাল একতালা।

আপন দোষে, যাচ্চে টেঁসে ভারতী।

(প্রাতে) খুরো লুসে, যায় আফিসে, দাসত্বের এই দুর্গতি॥

প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত হ'লে, আহার হয় মধ্যাহ্ন কালে, থাকে সুস্থ শরীর শাস্ত্রে বলে, আর্য্যের ছিল এই নীতি॥

ইউরোপে সায়ং প্রাতে, হয়ক জ'মে থাকে পথে, হয় দশটা পাঁচটায় আফিস সারতে শীতল দেশের এই রীতি॥

ভারতবাসীর পূর্ব্বাপরে, প্রাতে বিষয় কর্ম্ম সেরে, মধ্যাহ্নে আহারের পরে, বিশ্রামে করার পদ্ধতি॥

রাত্রের আহার হয় না জীর্ণ, প্রাতে উঠে ভুক্তে অন্ন, পেট আঁটে অতি জঘন্য, পাক যন্ত্র হয় বিকৃতি॥

কেহ এঁটে প্যান্‌টুলন কোট, বলে দশটা বাজ্‌বে হরায় ছোট, হাজরে বইয়ে করবে নোট, অ্যাব-সে-ণ্টটা সম্প্রতি॥

দাসত্ব করা কি অধর্ম্ম, হয় না দেহের ধর্ম্ম কর্ম্ম, জানতে পেলে শ্বেত চর্ম্ম, ধনঞ্জয় দেয় বিলাতি॥

দৈবে একদিন কামাই হলে, ড্যাম র‍্যাস্কেল কুলি ব'লে, বেগে বেগে বাহু ভুলে, ঘুসিয়ে ভেঙ্গে দেয় ছাতি॥

ইংরাজ লোকের আফিসে ভাই, মলিন বসন পরবার যো নাই, কোট প্যান্‌টুলন বুট পায়ে চাই, চলে না সাদা ধুতি॥

হোটেলেতে খান খানা, বোরয়ে পড়ে সে সব দেনা, পুঁজির মধ্যে গাড়ী খানা, লাণ্ঠনের টোটা বাতি॥

বেতন অল্প আর নাই উপায়, পোষাকে সর্ব্বস্ব যায়, দেনায় জ্বালায় ভুগ্‌তে হয়, কাঁদে সন্তান সন্ততি॥

বিদেশীর দেখে শিখে চাল, চাল বাড়ালে ইষ্বং বেঙ্গল, পানীয় দোষে চক্ষু লাল, কালস্থ কুটিলা গতি ॥

শিলে যকৃত অগ্রমাস, কার হচ্চে যক্ষ্মাকাশ, মূত্রকৃচ্ছ্র দমা শ্বাস, কচ্চে ক্ষয় আর্য্য জাতি ॥

অত্যাচারে জন্মে রোগ, ভুগ্‌তে হয় কর্ম্ম ভোগ, ডাক্তারের বড় সুযোগ, রোগীর থাকুলে সঙ্গতি ॥

যদি বৈদ্যতে চিকিৎসা করে, অল্প ব্যয়ে রোগ সারে, সার্টফিকিট না পেলে পরে, ফর্‌ফিট হয় বেতন পাতি।

বাণিজ্যে বশতে লক্ষ্মী, অনেক ইহার পাবে সাক্ষি, ছিল পাল চৌধুরী দুলাল দুঃখী, হ'ল বিশ ক্রোর পতি ॥

কহে কবি খগদাস, কেন হও ভাই পরের দাস, কৃষি রেখে কর চাস, দ্বারেতে বাঁধবে হাতি ॥ ১৯

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা।

আর্য্য জাতি, সুনীতি, বোঝেনা হায়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার দীক্ষার দোষে, অবিদ্যা শিখায় ॥

আর্য্যকুল করিতে নির্ম্মূল, বেথুন করেছেন ইস্কুল, শিক্ষার দোষে বালিকার কুল, সমূলে নির্ম্মূল প্রায় ॥

করিয়ে বিদ্যা অভ্যাস, কেহ কর্‌চে চারটে পাশ, গৃহস্থের হয় সর্ব্বনাশ, (যেন) কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরায়।

বিয়ে হয় পাশের জোরে, পড়েন যদি ধনীর ঘরে মিলে যায় ধারে ধারে, রন্ধনশালার দায় এড়ায় ॥

কেতাব পড়া উল বোনা, সময় থাকলে বাজায় পেয়ানা, দশটার সময় হাজরে খানা, টিফিন হয় দুটো বেলায়।

শতরঞ্চি মাদুর আদি, এ সব ব্যাভার করে মুদি, চাই ইস্প্রিং কোসেন কৌচ গদি, বাঁদী চাই পদ সেবায় ॥

সাধারণ গৃহস্থ ঘরে, পাশ করা মেয়ে এলে পরে গৃহ লক্ষ্মী পলায় ডরে, অলক্ষ্মী মেয়ের শিক্ষায়।

শাশুড়ি যদি হয় বুড়ী, দেখে হেসে মরে ছুঁড়ী, ছোঁয়না বাসন হাড়া বেড়ী, কি ঘড়া তেড়ী ফেরায় ॥

গিন্না ডাকেন আদর ক'রে বৌমা এস রান্নাঘরে, বৌ বলে কাজ নাই পতিরে' বাপের ঘরে যেতে চায়।

রং ময়লা কি করবি গিন্নী, ওমা আগুণ তাতে আমরা যাইনি, পাক ক'রিনে উল বুনি, বডি আঁটা জুতো পায় ॥

আফিস হ'তে এলে পতি, দেখে বিরক্ত হ'য়ে অতি, তোমাদের অসভ্য নীতি, বৌ থাকে শাশুড়ীর সেবায়।

এ যে নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরি, স্বাধীনতার আদর ভারি, এই দণ্ডে বিবাহ কেন্সেল করি, যাই চলে নিজ স্বেচ্ছায়॥

তোমরা নিউস পেপার পড় নাই, পতির ত্যাগ কল্লে রুকুমা বাই, নূতন আইন হবে তাই, গোল বেদেছে ইণ্ডিয়ায়।

ছলনা করে ননসেন্স থিঙ্ক, কোরেচ কলুস্ কোর্টসিফ, দাওনা খেতে মটন বিফ, ডাল চাল জঞ্জাল কেবা খায়॥

কি সাধ্য বন্ধ কর দেখি, এই দণ্ডে ফ্রেণ্ডকে পত্র লিখি, চলে যাব চেপে পালকি, কার সাধ্য আমায় ফেরায়।

বিবাহ করবো না থাকবো ফ্রি, ক'রবো মিডওয়াইফগিরি, ডফরিণ স্কুলে শিখব ডাক্তারি, প্রাকটিস্ করবো সব পাড়ায়॥

ছোঁড়া শুনে ভাবে গ'লে, ধরে প্রিয়ার পদতলে, মা বাপ ত্যাগ করচি ব'লে, নয়নে জলে ভেষে যায়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে ঘোমটা দেয় না মাথায় টেনে, চিটি লিখে লোক আনে, মানে না গুরুজনায়॥

চোর সজায় সাত ঘর নিয়ে, এরা ডেকে এনে পাড়ার মেয়ে, বিদ্যা শিক্ষার ভাণ করিয়ে, বালার পরকালটা খায়।

স্বাধীন রমণীর পেয়ে অর্ডর, মজুমদার কোম্পানি টেলর, অবলা আবরণ বেচে বিস্তর, কিটংটা, ঘোমটার, ছটা তায়॥

খালি সাটি পরার রেওয়াজ নাই, আংজামা আর ওড়না চাই, দেখে তক্তা নামার বাই, লজ্জা পেয়ে মুখ লুকায়।

কহে কবি খগমণি স্বাধীন রমণী ইদানী, ঘর ভাঙ্গানি, দেশ ঢলানী পতিকে নং দর নাচায়॥ ২০

সিন্ধু কাফি—একতাল।

গুলি হাড় কালি, মা কালীর মত রং। টান্‌লে ছিটে বেচায় ভিটে, বানায় যেন চুঁচ্‌ড়োর সং।

থেলো হুঁকো কল্‌কে ভাঙ্গা, পাঁচ পো লম্বা বাঁশের চোঙ্গা, কলসীর কানায় হুঁকোর সেজা, মরি কি বৈটকের ঢং॥

হাত পা সরু পেটটা কোলে, কালি পড়ে, ঠোঁটের তলে, ঝিমিয়ে

ঝিমিয়ে পথে চলে, বাতব্বলে জবড় জং।

মুখে মারে মালশাট, অর্থাভাবে মুড়ীর চাট, নানা ভঙ্গি ঠমক্ ঠাট, কথায় কথায় রেগে টং॥

এই নেশাটী সর্ব্বনেশে, ছিল ইহা চীনের দেশে, চণ্ডু গুলির বড় পিসে, জন্মস্থান এদের হং কং।

খপবরেতে বর্ণয়ে নেশায় আত্ম বিস্মরিয়ে, স্বপ্ন দেখেন চেটায় শুয়ে, সাজাদার সোণার পালং॥ ২১

সম্পূর্ণ।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাজন ঘাটে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যবংশে কৃষ্ণকমল জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম মুরলী ধর। ইহাঁদের আদি নিবাস পূর্ব্বঙ্গ। মুরলী ধর সাতবৎসর বয়স্ক কৃষ্ণ কমলকে বৃন্দাবন ধামে লইয়া যান। তথায় কৃষ্ণকমলের ব্যাকরণ শিক্ষা হয়। ছয় বৎসর পরে কৃষ্ণকমল শ্রীবৃন্দাবন হইতে স্বদেশে প্রত্যানীত হন। পরে ইনি নবদ্বীপে পাঠ সাঙ্গ করেন। হুগলী সোমড়া-বাঁকী পুর গ্রামে ইহাঁর বিবাহ হয়। রাই-উন্মাদিনী, স্বপ্ন বিলাস 'সুবল'সংবাদ' প্রভৃতি ইহাঁর কয়েক খানি গ্রন্থ আছে। ইহাঁর 'রাই উন্মাদিনী' অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাঁর সঙ্গীত-কবিত্বসৌরভে সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে অনেকে ইহাঁকে "বড় গোঁসাই" বলিয়া জানেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ১২ই মাঘ চুঁচুঁড়ার নিকট গঙ্গাতীরে ইহাঁর নশ্বর দেহের অবসান হইয়াছে।

বেলড়—একতালা।

তবে, যাই রাই! যাই রাই! মথুরা নগরে।

আন্‌তে তব বিনোদ নাগরে॥

যে যে নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, দেখব অন্বেষণ ক'রে।

যেখানেতে পাব, লম্পট মাধব, রাধে যেয়ে, এনে যে দিব,—বলি বলি, এনে যে দিব,—আমি চল্লেম এ প্রতিজ্ঞা ক'রে ॥

(এখনি আমি ধনি)।

তবে, তোর আর ভাবনা কিসে, রাধে প্রেমময়ি !

ভাবনা কিসে।

ব'সে আছে তোর চরণ ধ'রে।

(রাই রাধ রাধ রাধ ব'লে)।

এক বার হেসে কথা কওগো রাই,—অনেক দিন যে,—ও তোর শশিমুখের হাসি দেখি নাই।

বলি,-বলি,-যাত্রাকালে,—ও তোর হাসি বদন খানি দেখে যাই পুরে ॥ ১

মনোহরসাহী—লোভা।

রাই, ধীরে ধীরে চল গজগামিনি ! অমন কোরে যাইস্‌নে গো ধনি !—বারে বারে বারণ করি রাই।

একে বিষাদে তোর কৃশ তনু,—রাধে প্রেমময়ি ! মরি মরি, হাঁটিতে কাঁপিছে জানু গো।

তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাবি —চঞ্চলা হইলি কেন ? (না জানি আজ) কোথা প'ড়ে প্রাণ হারাবি গো।

কত কণ্টক আছে গো বনে, ধীরে যাগো কমলিনী ! ফুটিবে দুটি চরণে গো।

কত বিজাতি ভুজঙ্গ আছে,—(দেখিস্ ধনি) গহন কানন মাঝে।

(দেখিস্ দেখিস) কমলপদে দংশে পাছে গো।

হ'লো ঘন ধারায় পিছল পথ,—আর কান্দিস্‌না বিধুমুখি ! (বলি) যাইস্‌না রাধে এত দ্রুত গো।

মোদের কান্ধে দুটি বাহু থুয়ে,—আমরা ও তোর সঙ্গে যাব,—(কমলিনি) ! চল্‌গো পথ নিরখিয়ে গো ॥ ২

যখন নব অনুরাগে, হৃদয়ে লাগিল দাগে, বিচারিলাম আগে পাছের কাযে।

—যা যা কত্তে হবে গো সখি আমার বন্ধু লাগি।

প্রেম কোরে রাখালের সনে, ফিত্তে হ'বে বনে বনে, ভুজঙ্গ কণ্টক পঙ্ক মাঝে ॥

—সখি আমায় যেতে যে হবে গো, রাই ব'লে বাজিলে বাঁশী।

অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল, চলাচল তাহাতে করিতেম।

—সখি আমায় চল্‌তে যে হবে গো বন্ধুর লাগি পিচ্ছল পথে।

হইলে আন্ধার রাতি, পথ মাঝে

কাঁটা পাতি, গতাগতি করিয়ে শিখিতেম ॥

—সদা আমায় ফির্ত্তে যে হবে গো, কণ্টক কানন মাঝে এনে বিষ বৈদ্য-গণে, বসিয়ে নির্জ্জন বনে তন্ত্র মন্ত্র শিখেছিলেম কত।

—কত যতন ক'রে গো ভুজঙ্গ দমন লাগি।

বন্ধুর লাগি কৈলাম যত, এক মুখে কব কত, হত বিধি সব কৈল হত।

সে সব বৃথায় গেল গো,—আমার করম দোষে ॥ ৩

মনোহরসাহী—লোভা।

কুঞ্জের দ্বারে ঐ দাঁড়ায়ে কে ?
দেখ দেখি গো ও বিশখা,—
দেখ দেখি গো,—
ওকি বারিধর কি গিরিধর ?
ওকি নবীন মেঘের উদয় হলো ?—
দেখ দেখি ওগো ললিতে !
নাকি মদনমোহন ঘরে এলো ?
ওকি ইন্দ্র ধনু যায় দেখা,—
নব জলধরের মাঝে নাকি চূড়ার উপর ময়ূর পাখা।
ওকি বকশ্রেণী যায় চলে,—নিশ্চয় করিতে নারি গো,
নাকি মুক্তমালা দোলে গলে •
ওকি সৌদামিনী মেঘের গায়—
দেখ দেখি গো সহচরি !
নাকি পীতবসন দেখা যায়।
ওকি মেঘের গর্জ্জন শুনি—বল দেখি গো ও সজনি !
নাকি প্রাণনাথের বংশীধ্বনি ॥ ৪

মনোহরসাহী—লোভা।

এই কাননে গো, এইত কাননে, সখি গো, এইত কাননে।

কানু চরাইত গো ধেনু, এইত কদম্বমূলে বাজাইত বেণু, বন্ধু মনের কতই বা সুখে।

বেণুরবে ধেনু চরাইত বন্ধু কত-ইবা সুখে।

আমি তোমা সবায় নিয়ে সনে, (ও সখি) সদা আসতেম শ্যাম দর-শনে—মনের কতই বা সুখে।

খয়রা।

এই কদম্বের মূলে নিয়ে গোপ-কুলে, চাঁদের হাট মিলাইত গো—সে রূপ রয়ে রয়ে মনে পড়ে গো।

সখি প্রিয় সখার অঙ্গে, হেলায়ে শ্রীঅঙ্গে, ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়াইত গো—বন্ধু কতই রঙ্গে! কত সহচর দলে, ফুল ফলে দলে, কি কৌশলে সাজাইত গো—তখন সে মুরলীধরে সে মুরলী ধরে বাজাইত গো—অভাগিনী রাধার কলঙ্কিনী রাধার।

দশকোশী।

তখন শুনিয়ে মুরলীধ্বনি, আমি হতেম যেন পাগলিনী, পথ বিপথ নাহি জানি—অমনি বাহির হ'তেম গো—বন্ধুর লাগি সখি, চলিতে চরণ কত বিষধর বেড়িত, মণিময় নূপুর ম্যান, ফিরে চাইতেম্ না কো চরণ পানে।

লোফা।

আমি আসিতেম বাঁশীর তানে, (সখি) তখন কেবা চাইত পথ পানে-সখি কতইবা সুখে।

খয়রা।

একদিন চম্পকের ফুল, হেরিয়ে ব্যাকুল, হইল গোকুলশশী গো।

(অমনি) কোথা রাধা ব'লে, পড়িলেন ভূতলে, ধরিল সুবল আসি গো—হায় কি হলো বলি।

সে যে দেখে অচেতন করিল যতন, চেতন যদি না হ'লো গো, তখন বন্ধুর সে বোল, যাইয়ে সুবল, সকাতরে জানাইল গো—সুবল কেন্দে কেন্দে।

দশকোশী।

তখন শুনিয়ে বন্ধুর কথা, আমার মরমে লাগিল ব্যথা, উপায় না দেখি বিচারিয়ে হায় হায় কি করি গো—বন্ধুর লাগি।

তখন আপন ভূষণ দিয়ে, সুবলকে রাই সাজাইয়ে, এলেম আমি সুবল হইয়ে ধড়া চূড়া প'রে গো—সুবলের।

লোফা।

দেখি নীলগিরি ধরায় পড়ে, অমনি তুলে নিলেম ধূলো ঝেড়ে, রাখিলেম শ্যাম হিয়ার মাঝারে—কত যতন করে গো।

আমার পরশে চেতন পেয়ে, বলে আমার মুখ চেয়ে, কোথা আমার পরাণ কিশোরী—সুবল বল্ বল্‌রে—কেন্দে বলে।

কহিলাম আমি তোমার সেই দাসী—আমায় বুঝি চিন নাই হে নাথ! অমনি হৃদয়ে ধরিল হাসি—বন্ধু কতই বা সুখে॥ ৫

সিন্ধু-রূপক।

মরি হায় গো সখি! এইত নিভৃত নিকুঞ্জে কতই সুখে নিশি কাটাইতেম দেখে মনে পড়লো বন্ধুর গুণ যে।

সেই কুঞ্জ শূন্য রয়েছে, শ্যাম গেছে তার চিহ্ন আছে, সখি দেখে কি পরাণ বাঁচে, আমার দ্বিগুণ জ্বলে মনাগুন যে।

খয়রা।

বন্ধুর চরণ দুখানি পসারি সজনি, এই স্থানে এই খানে বসতি গো কত আদরে বিনোদ নাগর আমারে—

আদর কেবা জানে, আমার বন্ধু বিনে
এত আদর কেবা জানে।
উরু পরে ক'রে বসাইত গো।
করে করি করি-দশন চিরুণী, আঁচড়ি
চিকুর বানাইত বেণী,
সখি! সে বেণী সম্বরি, বান্ধিত কবরী,
মালতীর মালে বেড়াইত গো, কত
সাজে সাজাইত,
মুখ পানে চেয়ে রত, বন্ধুর বিধুবদন
ভেসে যেত দুটি নয়নের জলপুঞ্জে।
বন্ধু আপন শ্রীকরে কুসুমনিকরে,
তুলিয়ে আনিত গো।
কত যতন কোরে, মনের মতন কোরে,
বন্ধু মনোমত শয্যা নিরমিত গো।
শয়ন করিয়ে সে কুসুম শেষে, হৃদয়ের
মাঝে রেখে মোরে সে যে,
কতই বা কৌতুকে, মনের উৎসুকে,
সারানিশি জেগে পোহাইত গো—
কি মোর পাষাণ হিয়ে, হেন বন্ধু
ছাড়া হোয়ে, যায় নাই কেন বিদরিয়ে,
এখন থাকিয়ে কি হ'লো গুণ যে॥ ৬

সম্পূর্ণ।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ের নিবাস, নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমার খালি গ্রামে। ইনি শক্তিসেবক।

বিভাস—একতালা।

এই কি তোমার সেই শ্যামরূপ, অপরূপ শ্যামাঙ্গ। ঐ যে শ্যামাঙ্গের মাঝে, শ্যামাঙ্গিনী নাচে, বাঁশীর মাঝে অসি ঝলকে কি রঙ্গ॥
গুপ্তরূপে ব্যক্ত নহে, মুক্ত চূড়া,
শিখি-শিখার মাঝে সাজে চন্দ্রচূড়া,
এ আবার কি বনমালা গুঞ্জ ছড়া,
ধরে মুণ্ডমালায় ভ্রূকুটী ভ্রূভঙ্গ॥
ছিলে, পীতাম্বরে ঢাকা সেইত ছিল ভাল, কেন দিগম্বরে, আবার দশদিক আলো, রাই ছিলেন বক্ষঃস্থলে, হলেন

মহাকাল পদতল-রক্তোৎপলে যেন ভৃঙ্গ॥ বৃন্দাবনে সাজে কুঞ্জ কি নিকুঞ্জ, ওযে, মহাশ্মশান মাঝে হ'লে অগ্নিপুঞ্জ, ও সব, যত গোপগোপী, ভৈরব ভৈরবী, যমুনায় জলে রুধির তরঙ্গ॥ জানি জানি তুমি যা ছিলে যা হ'লে, কপট নটবর! ভুলাও কেন ছলে, ভুলাও ভুলাও একবার এস অন্তঃপুরে, আছে, তোমার সঙ্গে নিগূঢ় কথার প্রসঙ্গ॥ বলি, তুলসীচন্দনে কে সাজালে চরণ, ওসে, দেখে নাই কি কভু জবা রক্ত চন্দন, শিবচন্দ্র বলে সেজেছ মা! তেমন, যেমন বৃন্দাবনে ঘটেছে গোপসঙ্গ॥ ১

বাউলের সুর।

যে জানে আনন্দময়ি তোমাকে।
ওসে, কি অন্তরে, কি বাহিরে,
আনন্দময় সব দেখে॥

যারা দুঃখে হয় ব্যাকুল, ভাবে বিপদ বিপুল, তারা, জানেনা সে গাছে কেবল ফুটিতেছে ফুল;—সংসার-নিরানন্দের ফুল, শেষে, আনন্দময় ফল পাকে॥ বিপদ সম্পদের তরে, দিতে পরম পদ তারে, বিপদ নইলে জন্মান্ধ-জীব ডাকেনা তোরে,—মা তোর করুণার ফল, বিপদ্ কেবল, জাগায় অবোধ বালকে॥ (মাগো) পড়ে বিপদের ফাঁদে, ছেড়ে সংসারের সাধে, যখন কাতর প্রাণে কুসন্তানে মা বলে কাঁদে;—তখন ত্বরায় গিয়ে, কোলে ল'য়ে স্তন্য সুধা দাও তাকে॥ (অমনি) তন্ত্র বেদের বিচারে, মহা-শ্মশান সংসারে তুমি নৃত্যময়ী সদা-নন্দের হৃদয়-মন্দিরে,—মাগো, তবে আর এ ত্রিসংসারে, আনন্দ নাই বলে কে?॥

তবে আনন্দ যে পায়, সেও আগে পায় ঐ পায়, আনন্দময়ীর চরণ বিনে আনন্দ কোথায়? তাই, চরণ তলে হৃদয় ঢেলে, পাগল পেল পাগলীকে॥ (ও শিব)

ও তার প্রাণ নেচে উঠে, সে নয় সংসারের মুটে, ও যার, আনন্দময়ী কালীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হৃৎপটে,—ওসে, ঘটে পটে মঠে কেবল আনন্দের ছটা দেখে॥ (তোমার)

সে দিন কবে বা হবে, সংসার সং-সার জানিবে, নিরানন্দ শিবচন্দ্রের অন্ধকার যাবে,—কবে ব্রজময়ীর ব্রজানন্দে নাচিব প্রেমপুলকে॥ ২

বাউলের সুর—একতালা।

ব্রহ্মময়ীর সকল ব্রহ্মময়।
ও তাঁর নয়নব্রহ্ম দিয়ে, হৃদয়-ব্রহ্মে

নিয়ে, চরণ-ব্রহ্মে মনন-ব্রহ্মাঞ্জলি হয়॥ (তাঁর)

ও তাঁ'র, কর-চরণ, শ্রবণ-নয়ন, ভৌতিক ইহার কিছুই নয়, সে যে ব্রহ্মময় মূর্ত্তি, কেবল ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি, পদাঙ্গুষ্ঠ হ'তে ব্রহ্মরন্ধ্রময়॥ (তাঁর)

তাঁর দেহতত্ত্ব, জানেন সত্য, স্বয়ং বিষ্ণু জগন্ময়,—যাঁর, সুদর্শন-চক্রে, একান্নপীঠ চক্রে, প্রতি অঙ্গে তাঁর পূর্ণ মূর্ত্তি হয়॥ (দেখ)

ও তাঁয়, ভজে যে জন, জানে সে জন, অঙ্গ যোজন কিরূপে হয়,—মূল পূজা সমাপনে, ষড়ঙ্গ পূজনে, প্রকাশিত নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্বময়॥ (তোমার)

তোমার জন্মভূমি, নিজেই তুমি, তোমায় তোমার প্রকাশ হয়—তুমি, হৃদয় মাঝে তোমার, শিরে শিখায় আবার, কবচে লোচনে অস্ত্রে তুমি ময়॥ (তোমার)

সাধক তুমি হ'য়ে, তোমায় ল'য়ে, তোমায় 'আমি' ডুবায়ে দেয়;—আবার পূজা সমাপনে, তোমায় আমায় এনে, তোমাতে আমাতে মিলিয়ে এক হয়॥ (তখন)

পূজার আগে সোঽহং, পরে সোঽহং, মধ্যে যে ত্বং,—সেও অহংময়, নইলে তোমার অঙ্গন্যাসে, আমার কিবা আসে, আমার অঙ্গন্যাসে তোমার কিবা হয়॥ (বল)

প্রেম জাগে যখন, আর কি তখন, তোমায় আমায় সাধনা হয়,—তখন, অভেদ সম্বন্ধে, ম'তি প্রেমানন্দে, ব্রহ্মময়ীর পূজায় পূজক ব্রহ্মময়॥

শিব কেঁদে আকুল, শিবের কি ভুল, ষড়ঙ্গে নাই শ্রীপদদ্বয়,—তোমার, সকল অঙ্গে তুমি, পদে কিন্তু আমি, তাইতে বলি ও পদ গণনায় ভুল নয়॥ ৩

সম্পূর্ণ।

বিহারিলাল সরকার।

১৭৭৭ শকাব্দের ১লা কার্ত্তিক মহাষ্টমীর দিন হাবড়া জেলার অন্তর্গত আন্দুল গ্রামে শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকারের জন্ম। বর্ত্তমান বাস,—কলিকাতায় দর্জ্জিপাড়ার ১০নং রামচাঁদ নন্দীর গলি। ইহাঁর পিতার নাম ৺উমাচরণ সরকার; পিতামহের নাম ৺বেচারাম সরকার। বিহারিলাল বঙ্গবাসীর অন্যতম সম্পাদক। বিহারিলাল,—"বিদ্যাসাগরে"র জীবনী-লেখক; বিহারিলাল,—"শকুন্তলা-রহস্যে"র সমালোচক; বিহারিলাল,—"ইংরেজের জয়ের" ইতিহাস-লেখক; বিহারিলাল,—"তিতুমীরে"র তত্ত্বপ্রকাশক,—ইহা সকলেই জানেন। তাঁহার সকল লেখায় কবিত্বের ভাব মাখান, তাহাও সকলে জানেন। তিনি কবি বটেন; তবে তিনি যে বহু কবিতা ও গান রচনা করিয়াছেন, ইহা অনেকেই জানেন না। তাঁহার গদ্যের ভাব ও ভাষা যেমন মধুর, পদ্যের ভাব ও ভাষা তেমনই মধুর। তিনি অবসরক্রমে অনেক গান রচনা করিয়াছেন। কয়েকটী গান প্রকাশিত হইল কলিকাতায় ৫ নং রামচাঁদ নন্দীর গলিস্থ সুহৃদ-সঙ্কীর্ত্তন-সমিতির জন্য তিনি যে মধুর সঙ্কীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বাগ্রে সন্নিবেশিত করিয়া, পরে তাঁহার অন্যান্য কয়েকটী সঙ্গীত সন্নিবেশিত করিলাম।

হরি-সংকীর্ত্তন।

রূপক।

চাঁদের চিকণ কিরণ-রাগে,
প্রেমিক কেমন সে'জেছে।
প্রেমে অনুরাগে আগে সে চ'লেছে॥

ধামার।

অনুপম প্রেমের প্রবাহ ধায়,
নাহিকো কূল, মূল বা কোথায়,
ঐ প্রেমে ভাব-তরঙ্গ খেলায়,
চলে কল্লোল কল-কল হরিবোল তায়

রূপক।

কত বীণা কত তারে বেজে গে'ছে॥

দোলন।

"প্রেম-পরশনে, মিশেছে চেতনে

অচেতনে। নর-নারী, নদ-গিরি, তরু, পশু পাখী,—মাখা-মাখি প্রেম-আলিঙ্গনে।

রূপক।

ফুলকুল হেসে, প্রেম ঢেলে দে'ছে।

একতালা।

একি রে যে দিকে চাই, শুধু প্রেমিকে দেখিতে পাই, অসীম অনন্তে চলেছে সবাই,—হেথা ভাই ভাই, আর নাই ঠাঁই-ঠাঁই।

আড়খেমটা।

প্রেমের ভাষায়, প্রেমে গেয়ে যায়,
প্রেম-সংকীর্ত্তন।
মোদের মোহ গেল চেতন এল,
হ'ল শুভ সম্মিলন।
(আনন্দের আর সীমা নাই)

রূপক।

আগে চ'ল, হরি বল, নেচে নেচে। ১

একতালা।

জলদে বিজলী জলে, রসে রূপ উথলে,—যুগল কায়।

বামে রাধা ল'য়ে, শ্যাম বাঁকা হ'য়ে, যুগলে মিলে,—ত্রিভঙ্গে দাঁড়ায়॥

চরণ রাগে, অরুণ হাসে; নয়ন কোণে অমিয় ভাসে; চাঁদ-মুখ-হাসে, চাঁদিমা আশে;—কিশোরী-চকোরী চমকি চায়।

কিশোরী-প্রেমে, কিশোর বাঁধা; কিশোরী নামে বাঁশরী সাধা; প্রেমে ঢ'লে ব'লে, বাঁশরী রাধা;—প্রেমে সে পিয়াসে পুলকে গায়॥

নিথর প্রেম-পাথার বহে; যুগলে তাহে ডুবিয়ে রহে; চ'খে চ'খে চে'য়ে নীরবে কহে,—কত যে সে প্রেম, পরশে পায়।

নয়ন-ভরে, দে'খি গে চল; হরিষে হরি, বদনে বল; লহ রাধা-শ্যাম নাম-যুগল,—লুটায়ে ধরায়, পড়িয়ে পায়॥ ২

লোফা।

আর ভাবনা কিরে ভাই, তোদের বালাই গিয়েছে। (তোদের বালাই গিয়েছে—তোদের বিপদ গিয়েছে) তোদের দুঃখ-নিশি,—ঐ অমানিশি-অবসান হ'য়েছে॥

খয়রা।

যার মুখ চেয়ে কত কেঁদেছ; যারে কেঁদে কেঁদে কত ডেকেছ; যারে ডেকে ডেকে (প্রেমে) হরি বলেছ,—সেই প্রেমের হরি, প্রেম-ভিখারী, প্রেমের দায়ে এসেছে; (ওরে দেখরে দেখরে দেখরে চেয়ে)—তোদের শ্মশান-মাঝে, নবীন সাজে, বৃন্দাবনের ভাব জেগেছে॥
(তোদের শ্মশান,—হরি-প্রেমহীন হৃদয়-শ্মশান)

ঠুংরি।

(ঐ দেখরে চেয়ে) যমুনার জল, পুনঃ কল-কল, কিবা চলিছে।

তাহে লহরে লহরে, ধীরে ক্ষীর-সরে, শ্যামপ্রেমে রাধার প্রেম উথলিছে; আবার কুঞ্জে কুঞ্জে, পুষ্পপুঞ্জে, কৃষ্ণচন্দ্রের দাস্য-সখ্য-রাগ ফুটেছে ॥

একতালা।

গগন-ভালে, প্রেমে ঢলে ঢলে, শারদ চাঁদ হাসিছে (ঐ দেখরে চেয়ে) চাঁদ সুধায় হাসে, সুধায় ভাসে, সুধায় ধরা চুমিছে।

তাহে তর তর তর, ঝর ঝর ঝর, করুণার ধারা ঝরিছে ॥

ঝাঁপতাল।

ঐ চাঁদের কিরণ মেখে, শ্যাম-অঙ্গে অঙ্গ রেখে,—

(মোদের) রাইচাঁদ শ্যামচাঁদ দেখে,—(আবার) শ্যামচাঁদ রাইচাঁদ দেখে,—(এ দেখে ওকে, ও দেখে একে)—দেখে দেখে, চাঁদে চাঁদে, মনঃ সাধে মিশেছে ॥

দোলন।

মরি মরি কিবা অপরূপ রূপে সেজেছে! হেন রূপ এ জনমে আর কি কেউ দেখেছে? দুইরূপ ছিল, মিশে এক হ'লো, (আর রূপে নাইক কালো, নাইক ধ'লো—এক হ'লো); রূপে সুধুই জ্যোতি, যেন অনন্ত কোটি মণি মতি ভাতিছে ॥

আড়খেমটা।

সুধু রূপ নয়, শুধু রূপ নয়, ঐরূপে আরও কিছু রয়।

চাঁদের রূপে শুধু চকোর কি মাতে? যদি সুধা না থাকিত তাতে; চাঁদে সুধা আছে, রূপে প্রেম আছে; তাইতো ওরূপ হেরে মন প্রাণ মজেছে ॥

দশকুশী।

ঐরূপ দেখ আর শোন,—আমার শ্যামের বাঁশী কি বলিছে। বাঁশী বলে,—"প্রেমে ডেকেছিস্, প্রেমে কেঁদেছিস্, প্রেমে পেয়েছিস্," (আমার শ্যামের বাঁশী বলে) "প্রেমে ডেকেছিস্—(আর ভুলিস্‌নেরে ভাই,—ঐ নাম ভুলিস্‌নেরে, অমন সুধামাখা নাম ভুলিস্‌নেরে ভাই।)

প্রেমে ডেকেছিস্, প্রেমে কেঁদেছিস্, প্রেমে পেয়েছিস্,—প্রেমে যে ডেকেছে, সেই পেয়েছে। প্রেমরসে ভেসে ও ভাই হরি হরি বল।

(প্রেম-রসে ভেসে তাঁরে যে ডেকেছে সেই পেয়েছে")। ৩

ঝাঁপতাল।

হরি এ কি দেখি অপার করুণা তোমার!

তুমি আপনি কাঁদ, আপন নামে, ভক্তের ব্যথা মূলাধার॥

রূপক।

ভক্ত ব্যথা পেয়ে, তোমার মুখ চেয়ে, কাঁদে যখন হরি বলে, তখন তুমিও কেঁদে ভেসে নয়ন-জলে, এসে লওহে তারে তুলে আপন কোলে, এত করুণা আর আছে বা কার॥

আড়খেমটা।

তোমার করুণায়, ভবের মরীচিকায়, মন্দাকিনী বহিয়ে যায়; তৃষিত মানব-মগকুল ধায়,—অঞ্জলি ভরিয়ে আকণ্ঠ পূরিয়ে, পিয়ে সুশীতল বারি তায়।

লোফা।

হরি তোমার করুণায়, করুণা উদলে পাষাণ পরাণে।

যেন তুষারস্রাবে, নির্ঝর ঝরে, কঠোর পাষাণে—ঝর ঝর অনিবার।

ঠুংরি।

কোথা কোন পথে, কোন মতে, তুষার গলিয়ে যায়; পড়ি গিরি-শিরে, ঘুরে ফিরে, নিয়ত নিভৃতে ধায়; শেষে পড়িয়ে ভূতলে, কল কল চলে; বহে প্রবাহিনীরূপে, উষর উর্ব্বরে ভূমে,—স্থানাস্থানের তার নাহিক বিচার॥

একতালা।

হরি তোমার করুণা কত, কত বলিব হে আর। তোমার করুণার নাহি যে পার।

তোমার করুণার কণিকায়, শান্তি-সিন্ধু উথলায়,—কেবল কণিকায়, সুধার বন্যায়, জগত ভাসিয়ে যায়। তোমার করুণা তোমারি বিভূতি-সম্ভার॥

দশকুশী।

হরি, তোমার করুণা চাহিতে হয় না হে করুণাধার! তুমি আপনি ফের দ্বারে দ্বারে, ডেকে জাগাও যারে তারে; বিলাও অবিরল ধারে, প্রেমের পীযূষ-সার।

হরি, তোমারই করুণায় পাই হে তোমারই নামের শান্তিজল।

তোমার করুণায় জীবের জীবনে মঙ্গল, মরণেও মঙ্গল, তুমি মঙ্গলময় মঙ্গলাধার।

খয়রা।

বলিহারি হরি! তোমার করুণায়,! শুধু হরি হরি বলে তোমায় পাওয়া যায়! নাহি প্রয়োজন, পূজার উপকরণ, রজত-কাঞ্চন, কুসুম-চন্দন;—কেবল মুখের কথায়, হরি ব'লে, হরি

পাওয়া যায়। তোমার এই বিধান, হে করুণা-নিধান, খুলে মনঃপ্রাণ করলে তোমার গুণগান, জীবে তোমার সঙ্গ পায় * ॥ ৪

শ্যামা-সঙ্গীত।

ইমন—চৌতাল।

এ অমানিশায়,—তিমির-ভূষায়,
সেজে কার বামা, নেচে নেচে যায়!
এ (অমা-নিশায়)

বেহাগ—তেওট।

নিবিড় তিমিরে মিশেছে তিমির,—যেন বরষার জলদ গভীর,—রেখেছে আবার হিমগিরি-শির,—অসীম কালিমায় ঢাকিয়ে কায়।
(এ অমা-নিশায়)

কেদারা—সুরফাঁকতাল।

তিমির-বরণী তিমিরে সে হাসে,—যেন ঘন-ঘোর সুনীল আকাশে,—মেঘে মিশে বিজলী বিকাশে, চকিতে চমকে চকিতে লুকায়।
(এ অমা-নিশায়)

ছায়নাট—ধামার।

একি দেখি বামার ভাব চমৎকার; ভ্রূকুটি ভয়াল ভীষণ আকার; ঘনে ঘনে স্বনে বিকট হুঙ্কার; নয়নে করুণার কিরণ তায়। (এ অমা-নিশায়)

হাম্বির—ঝাঁপতাল।

জগতে ত্রাসিতে রূপ ভয়ঙ্কর; গলে মুণ্ডমালা হাতে অসি খর; পদভরে ধরা কাঁপে থর-থর; তবু ও পদে প্রাণ লুটাতে চায়। (এ অমা-নিশায়)

গৌড়সারঙ্গ—চিমেতেতালা।

বীর-রৌদ্র রসে নাচে সে সমরে; বীভৎসে বিহরে পতি বক্ষ-পরে; করুণায় ডেকে বরাভয় করে; শান্ত সুধা-রস ভকতে বিলায়। (এ অমা-নিশায়)

বাঁরোয়া—ঠুংরি।

মুখের মুখস খুলে ফেল মা,—মুখের মুখস্ খুলে ফেল মা! রাঙ্গামুখে কালী মেখে আর জুজু সেজোনা!

মুখে কালীর ভুষো মেখে, ভূতের বোঝায় অঙ্গ ঢেকে, ধমকী দাও মা থেকে থেকে, বাবার বুকে দিয়ে পা।

---

* সঙ্কীর্ত্তনের প্রথম গানে তাল বিভিন্ন বটে; কিন্তু রাগিণী এক। দ্বিতীয় গানে এক রাগিণী ও এক তাল। তৃতীয় ও চতুর্থ গানে যেমন ভিন্ন ভিন্ন রাগিণী, তেমনই ভিন্ন ভিন্ন তাল। মিশ্র বলিয়া রাগিণীর নাম দেওয়া গেল না

গলে মুণ্ডমালা পরা, রেগে হাতে খাঁড়া ধরা, রক্ত-খাওয়া সরা-সরা, ও যে ভয়-দেখান জুজু-সাজা।

শুন বলি মা আমার, কেন মিছে ভয় দেখাও আর, তোমার ভয় দেখে মা বারে বার, হয়ে গেছি ভয়-ভাঙ্গা।

মোক্ষ-পদ শিবের ভাণ্ডার, পেতে ধরেছি মা যে আবদার, লবো তবে ছাড়বো এবার, যা করবার করো তা।

মায়ের মতন মাটী হয়ে, সকল আবদার-বায়না সয়ে, চুমো খেয়ে বুকে লয়ে, দিয়ে যাও চাইগো যা॥ ৬

বাহার কাওয়ালি।

মা আমার হরি হরি বলা হলো না।

হরি বলিতে কালী বলে রসনা,—
হরি বলিতে কালী বলে বাসনা॥

কে যেন বলে গেলো গো আমারে, কেন ছোট বড় ভেদনাম-বিচারে, যেই কালী, সেই হরি,—ভেদ শুধু অধিকারে; বিনা অধিকার, হয় বিফল বাসনা।

শব্দ সত্য নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্ম নিরাকার; (দেখ) আকৃতি-প্রকৃতি-ভেদে কত ভেদ তার; বংশী বীণা দুই বটে সুধার আধার; তবু স্বরভেদ কেন এত, ভেদ দেখ না।

কালী নামে তোমার নিত্য অধিকার; কালী নামে তোমার প্রাণে বাঁধা তার; কালী নামে সেতারে উঠেরে ঝঙ্কার; কালী নামে আর মিছে ছল ধর না॥ ৭

প্রেম-সঙ্গীত।

যোগিয়া-ভৈরবী—একতালা।

তারে দেখেছি দূরে,—অতি দূরে।
যেন স্মরণ অতীত কোন্ স্বপনের পুরে॥

সে যে এসেছিল, সে যে কেঁদে-ছিল, সে যে চেয়েছিল,—শুধু চেয়ে-চেয়ে,—বলেছিল, যত কথা রেখে-ছিল বুকে পূরে।

শুধু নয়ন-সলিলে,—সে যে ব্যথা বুঝাইয়া দিলে,—তার উপমা নাহি যে মিলে;—যেন কোটী কথা, কোটী ব্যথা, বাজে প্রাণে সপ্তসুরে॥

কোথা কোন্ পথে, এসে কোথা হ'তে, শুধু বুঝাইয়ে কোন মতে, প্রাণের মমতা-ব্যথা—চলে গেল ফিরে-ঘুরে।

একি স্বপনের কথা? একি রে অলীক ব্যথা? তা যদি হ'বে,

কেন তবে, তারে ভেবে সতত নয়ন ঝুরে॥ ৮

ঝিঁঝিট,—কাওয়ালী।

রূপে যদি ভুলিত রে মন, কমলে ভ্রমরে কভু হ'ত কি মিলন? কালিয়া কোকিল-স্বরে, প্রেমিক অন্তর'পরে, হলে কিরে সুখতরে, প্রেম-উদ্দীপন।

চাতকী কি সকাতরে, ছেড়ে সুধাকরে, কভু কাল জলধরে, যাচিত জীবন? সহকার-তরুবরে, স্বর্ণলতা সাদরে, করিত কি প্রাণভরে, প্রেম-আলিঙ্গন॥ ৯

সম্পূর্ণ।

হরি-সংকীর্ত্তন।

একতালা লোফা।

একবার এস হে নদীয়ার চাঁদ গোরা।
গৌর, এস, এস একবার এস, (এই হরি সংকীর্ত্তনে;—ওহে শ্রীগৌরাঙ্গ)
তোমায় দয়া ক'রে আসতে হবে; (হরিনাম সংকীর্ত্তনের মাঝে)
তোমায় নদে ছেড়ে আসতে হবে; (এস হে নদীয়ার চন্দ্র)
গৌর, নদে ছাড়া হে, যদি রইতে নার; (ওহে নদবাসির প্রাণধন)
আমার হৃদয় মাঝে নদে কর; (নবদ্বীপ চন্দ্র গৌর)
এস অঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লয়ে; এস গদাধরের করে ধ'রে; এস হরিবোলে নেচে নেচে; (উর্দ্ধে দুটি বাহু তুলে) (প্রেমে জগৎ মাতাইয়ে) ১

লোফা।

একবার এস হে গৌর সংকীর্ত্তনের মাঝে।
একবার, এস হে গৌর, এস হে গৌর, এস হে হে গৌর, এস হে গৌর॥
তোমায় ভজন হীন কাঙ্গালে ডাকে; তোমায় কাতরে কাঙ্গালে ডাকে; তোমায় কাঙ্গাল ডাকে হে, গৌর কাতর প্রাণে,—(কোথায় আছ হে কাঙ্গালের বন্ধু)
একবার এস হরি সংকীর্ত্তনে; (ওহে শ্রীগৌরাঙ্গ)
তোমায় কাঙ্গাল ডাকে হে, গৌর, বেরি বেরি;—(কাঙ্গাল ভজন সাধন জানে না)
একবার এস এস গৌর হরি; (সংকীর্ত্তনের মাঝে)
তোমা নইলে কীর্ত্তন সাজে না।
গৌর, তুমি যদি হে, ওহে না আসিবে, (এস সংকীর্ত্তন রসরাজ)
তবে সংকীর্ত্তন আর কে করিবে; (গৌর হরি বিনে)
আসি সংকীর্ত্তনের, মাঝে উদয় হও; (হরি হরি বোলে নেচে নেচে)
হোয়ে আপনার গুণ আপনি গাও; (কীর্ত্তন সাজবে ভাল)। ২

লোফা।

ওহে, একবার এস নদীয়া বিহারী গৌর হরি।

গৌর এস, এস, একবার এস হে ;
(হরি সংকীর্ত্তনের মাঝে হে)
গৌর একা যদি হে, তুমি আস্তে নার ; (সাঙ্গোপাঙ্গ হয়ে এস হে গৌর)
প্রিয় গদাধরে, সঙ্গে কর ; (কীর্ত্তন সাজাবে ভাল হে)
তোমায় দয়া ক'রে আস্তে হবে হে ,—গৌর বলেছ বলেছ তুমি ,
(বড় আশার কথা শুনেছি হে গৌর)
কাঙ্গাল ডাকিলে আসিব আমি, হে।
গৌর তোমার কাঙ্গাল, আজ তোমায় ডাকে ;
(পাপে তাপে কাতর 'হয়ে হে)
তুমি চরণ-তরি দাও তাকে, হে ;
(নিজগুণে দয়া ক'রে হে)
গৌর তুমি যদি হে, দয়া না করিবে ;
(কে আর এমন দয়াল আছে হে)
তবে এ অধমে কে রাখিবে হে,
(পাপীর গতি নাই হে)
তোমার দয়াময় নাম, শুনে কানে ;—
(তুমি পাপী তাপীর পরম গতি হে)
বড় ভরসা হ'য়েছে মনে ;
(ত্রাণ পাব বোলে হে)
গৌর আর আমার হে,
বল কেবা আছে ;—
(অধম ব'লে কে আর, দয়া কর'বে হে)
আমি শরণ লব কা'র কাছে হে ;
(কে এমন দয়াল আছে হে) ॥ ৩

ঘসা।

অবিরাম "গৌর নাম" বলহ বদনে।
ভাইরে, তাপ এড়াবি, প্রেম পাবি, গৌর নামের গুণে ; (গৌর গৌর গৌর বল রে) ব্রহ্মার গোপনের ধন, গোলোকেতে ছিল, কলির জীব তরাতে অবনীতে ন'দে উদয় হ'লো (কলির জীবের দুঃখ দেখে রে)।
ধন কড়ি চাই না রে ভাই, মুখে বল্লে হয়, ভাই রে জিহ্বার অলসে কেন যাবি যমালয় ; (যমালয় কি এতই—ভাল রে, গৌর নামের আগে) ॥ ৪

লোফা।

এস দীন দয়াল আমার, গৌরাঙ্গ হে।
গৌরাঙ্গ হে—এ—হে—হে।
একবার দয়া ক'রে আসতে হবে,
এস কংকীর্ত্তনের মাঝে এস।
এস সংকীর্ত্তন শিরোমণি।
এস সংকীর্ত্তনের রসরাজ।
কীর্ত্তন তোমা নইলে সাজে না হে।
আসি আপনার গুণ আপনি গাও।
এস ভক্তগণে সঙ্গে ল'য়ে।
এস নামে জগৎ ভাসাইয়ে।
এস তেম্নি, তেম্নি, তেম্নি করে।
(হরি বোলে দুটি বাহু তুলে) ॥ ৫

একতালা লোফা।

এস গৌরচন্দ্র, গৌর হরি ;
একবার দয়া ক'রে আস্‌তে হ'বে ;
(হরি নাম সংকীর্ত্তনের মাঝে)
তোমায় কাতরে, কাঙ্গালে ডাকি।
তোমায় অধম পাতকী ডাকি
(দয়া ক'রে এস গৌর)
একবার এস হে গৌর, (দয়া ক'রে)
(সংকীর্ত্তনের মাঝে)
তোমা নইলে কীর্ত্তন সাজে না ;
(ওহে শ্রীগৌরাঙ্গ)
তোমায় কাঙ্গাল ডাকে হে(শ্রীগৌরাঙ্গ)
এই বিষয় বিষে, জরা হ'য়ে ;
(ওহে শ্রীগৌরাঙ্গ)
এস এস এস, গৌর,
নাম সংকীর্ত্তনের গুরু হে,
(একবার আস্‌তে হবে হে,
সংকীর্ত্তন রসরাজ)
(কীর্ত্তন সাজে না সাজে না,
মাতয়ারা গৌর বিনে)
প্রিয় গদাধরে সঙ্গে ল'য়ে ;
(একবার মাৎতে হ'বে হে,
শ্রীবাস অঙ্গনের মত)
গৌর তুমি যদি না আসিবে,
সংকীর্ত্তন আর কে করিবে,
(নাম কেবা জানে হে)
(তোমার মত সুধামাখা নাম)

(নাম কেবা বিলাবে,
ধর ধর লও বোলে নাম)
নাম কে আর যাচিবে,
(কলির জীবের ঘরে ঘরে)
সংকীর্ত্তন মাতয়ারা রায়,
(কি হায় হে)
(একবার এস, এস হে,
হরি সংকীর্ত্তনের গুরু)
আর মোরা অতি মূঢ়মতি,
নাহি জানি স্তুতি নতি,
(ভজন জানি না জানি না,
নিজ গুণে দয়া কর)
কি হবে এ দীনের উপায়(কি হায় হে)
অধম প'ড়ে কি রবে হে,
(এমন দয়াল অবতারেও
আর, পাপী তাপী তরাইতে,
অবতীর্ণ নদীয়াতে,
(চাঁদ উদয় হোলো হে)
(তিমির, নাশিবার তরে হে,
নদীয়ায় চাঁদ উদয় হ'ল)
ধন্য ধন্য ধন্য গোরা রায় (কি হায় হে)
(দয়ার ধন্য মানি হে,
অধম চণ্ডাল বাছ না)
আর গৌরাঙ্গ পতিত পাবন অবতারি,
(কত পাতকী তরালে,
পতিত পাবন নাম বিলায়ে)
আর ; কলিকাল সর্প দেখি,
হরিনাম জীব রাখি,

আপনি হইলে ধনন্তরি (কি হায় হে)
(জগৎ উদ্ধারিলে,
বিষয়-বিষের জালা হ'তে)
গোরার দুনয়ন অম্বুজে,
বহে কত সুরধনী,
(জগত ভাসালে ভাসালে)
(কি বা সেজেছে রে)
গলেতে দুলিছে বনমালা (কি হায় রে
(মালা আপনি দোলে রে,
গৌর অঙ্গের পরশ পেয়ে)
আর, তা তা, তাতা, থৈ থৈ
মৃদঙ্গ বাজে, (আমার গোর নাচে রে,
ভক্তগণে সঙ্গে ল'য়ে)
ঝন্, ঝন, ঝন্ করতাল (কি হায় রে)
আনন্দের আর সীমা নাই রে,
সবাই মিলে নাচে গায়)
হেন গৌর প্রেমে যাহার না হয়
বিশ্বাস রে ;
মলিন মুকুরে নাহি বিন্দু বিকাশ রে,
(মরুভূমি যে হোলো রে
নাম অঙ্কুর হোল না)
গোবিন্দ দাস ভণে,
তাহে কি বিচার রে,
কোটী কল্প যুগে তা'র,
না হয় নিস্তার রে,
(যে জন নিলে না নিলে ন',
সুধা মাখা গৌর নাম) ॥ ৬

তিওট।

ল'য়ে ভক্তগণে, এস সংকীর্ত্তনে
নবীন সন্ন্যাসী।
উন্মত্তের প্রায়, ধূলা মাখা গায়,
হরি নাম গায়, বলে আয় আয়,
কে হ'বি প্রেম সোহাগি ॥
রূপ লাবণ্যের সীমা কি আছে ;
কোটী চাঁদ নয় (আহা মরি গো)
নখ চাঁদের কাছে।
আনি অনর্পিত ধন, যোগে করে
বিতরণ, পাত্রাপাত্র বিচার না করে,—
যাচে ব্রজের ঘরে ঘরে,
(হরি নাম দিয়ে এই যে নাম
কোথায় ছিল কে আনিল,
কলির জীব তরাতে এনেছে,—
ওরে রসনা, ধরি চরণে,
এ নাম বদনে বলরে অহর্নিশি ॥ ৭

কার্ফা।

এস নিত্যানন্দ চৈতন্য, পরম দয়াল।
এস পরম দয়াল, প্রভু শচীর দুলাল ॥
(দয়া করে এস এস হে)
এস যশোদানন্দন শচীসুত গোরালাল ;
(সংকীর্ত্তনের মাঝে এস হে)
এস রোহিণী-নন্দন নিতাই পরম দয়াল
(কীর্ত্তন সাজুবে ভাল হে)
ওরে, এমন দয়াল প্রভু আর হ'বে না,

প্রভু কৃপা করি উদ্ধারিলেন
জগাই আর মাধাই ॥
(মার খেয়ে প্রেম যাচে রে) ॥ ৮

লোফা।

হরিনাম সংকীর্ত্তনের মাঝে,
ওহে দয়াল গৌর এস এস হে।
একবার এস এস গৌর,
এস এস হে।
(হরিনাম সংকীর্ত্তনের মাঝে)
আসি, সংকীর্ত্তনে উদয় হও।
আসি আপনার গুণ আপনি গাও।
এস নিতাই চাঁদ সঙ্গে ল'য়ে।
এস শ্রীঅদ্বৈতে সঙ্গে ল'য়ে।
এস নামে জগৎ ভাসাইয়ে।
এস সংকীর্ত্তনে মাতয়ারা।
(হরি ব'লে দুটি বাহু তুলে)
একবার আসতে হবে,
সংকীর্ত্তনের মাঝে।
গৌর হে,—গৌর হে,—
গৌর হে,—গৌর হে,—
গৌর হে—হে—হে—হে ॥ ৯

ডাঁস পেড়ে।

"নিতাই চৈতন্যের" গুণ,
গাও ওরে ভাই।
গুণ, গাও ও রে, ভাই গুণ,
গাও ওরে ভাই, ভাইরে,
গাহিলে নিতাইয়ের গুণ,
দুঃখ র'বে না (নিতাই,
নিতাই নিতাই বলো রে,)
ভাইরে এমন দয়াল
প্রভু আর হবে না,
(দয়াল নিতাই সমরে)
(মার খেয়ে প্রেম যাচে রে)
ভাইরে পেয়েছ মানব
জনম, আর হবে না,
(দেখো যেন ভুলোনা রে,
গৌর নিতাই নাম) ॥ ১০

একতালা।

দুলে দুলে, গোরা, "হরিগুণ" গায়।
আসিয়ে বৃন্দাবনে, নাচে গোরা রায় ॥
বৃন্দাবনের তরু লতা,
প্রেমে কয় হরি-কথা,
নিকুঞ্জের পাখীগুলি,
হরি নাম শুনায়।
হরিনামে মত্ত হ'য়ে,
হরিণী আসিছে ধেয়ে,
ময়ুর ময়ুরী প্রেমে, নাচিয়ে বেড়ায় ॥
গোরা ব'লে হরি হরি,
শুক ব'লে হরি হরি,
মুখে মুখে শুক শারী,
হরি গুণ গায় ॥

আসিয়ে যমুনাকূলে,
নাচে গোরা হরি ব'লে,
যমুনা উথলি আসি, চরণ ধুয়ায়॥ ১১

ডাঁস পেড়ে।

ললিত ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াও হে,
"গৌর" হ'য়েছ তার ভয় কি আছে॥
গৌর, একবার দাঁড়াও, আমার
হৃদয় মাঝে।
(নয়ন ভ'রে দেখি হে)
দেখি বাঁকা গৌর কেমন সাজে
(বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াও হে)
গৌর, আর লুকালে, হবে কি,
(ওহে, আমরা ছেড়ে দিব না)
বাঁকা নয়ন দেখে চিনেছি।
লুকালে আর কিবা হবে)
তোমার সকল অঙ্গ, গেছে ঢাকা,
(এখন্ কাল বরণ নাই হে গৌর)
(নব-নীরদ বরণ, নাই হে গৌর)
(ত্রিভঙ্গ ঠাম নাই হে গৌর)
(কেবল যায় না তুটি নয়ন বাঁকা
(তাইতে তোমায় চেনা যায় হে)
তোমার অন্তঃকৃষ্ণ, বহিঃগৌর ;
এবার চিনেছি হে কাঙ্গালের ঠাকুর
(রাই প্রেমে ঋণী বট হে)॥ ১২

চৌতাল।

ওহে নন্দের নন্দন, কাল রতন,
কাল বরণ, গৌর হ'য়েছ।
কি অভাবে, কা'র ভাবে
ভাবি হ'য়েছ॥
তোমায় হেরবে ব'লে ব্রজনারী,
রাজ পথে সারি সারি,
(সবাই দাঁড়ায়ে আছে হে)
অনিমিষে, সবে যে'ন চোর ;
(হায় হে)
(রূপ দেখ্‌বে ব'লে হে,
কাল বরণ গৌর হোয়েছ)
দানছালের ঘাটের কূলে,
হ'তে মহা দানি,
হরিনামের তরি ল'য়ে দাতার শিরোমণি,
তুঃখী তাপী যত ছিল,
সবে ল'য়ে হরি নাম যাচছ॥ ১৩

ডাঁস পেড়ে।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত প্রভু,
দয়া কর মোরে হে।
একবার, দয়া কর মোরে,
প্রভু কৃপাকর মোরে হে॥
(ভজন জানি না, জানি না ;
নিজগুণে দয়াকর)
আমি জনমে জনমে যেন,
তোমায় না পাশরি হে ;
(আমার ইহাই ক'রো হে)

আমায় কিঙ্কর করিয়া রেখো,
বৈষ্ণবেরি ঘরে হে ;
(জনম সফল হবে হে ;
বৈষ্ণবের কিঙ্কর হ'য়ে)
প্রভু সংসার ভুজঙ্গ যেন,
না দংশে আমারে ;
(আমায় দেখো, দেখো হে ;
ওহে দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ)
প্রভু এবার পতিত রইল প'ড়ে,
কলঙ্ক তোমারি হে ;
(কেহ, পতিত পাবন ব'ল্‌বে না হে ;
নামেতে কলঙ্ক হ'বে)
(নামের গুণ এবার জানা যাবে হে ;
এই পতিত হ'তে)
ললিত ত্রিভঙ্গ হ'য়ে,
দাঁড়াও হৃদয় মাঝারে,
(বাঁকা গৌর কেমন সাজে হে ;
ত্রিভঙ্গ গৌর) ॥ ১৪

তিওট।

কোথায় লুকালে হে, নব-নীরদ বরণ,
ত্রিভঙ্গ কানাই।
গলে বন ফুলের মালা নাই,
মস্তকে চূড়া নাই, সে মাধুর্য্য নাই ,
তোমার মোহন করেতে মোহন
বাঁশী নাই ;
ব্রজের চিহ্ন ওই বাঁকা নয়ন
দেখতে পাই ॥

যখন বিপিনে খেলিতে রঙ্গে ;
সখা সঙ্গে না যা রঙ্গে।
ল'য়ে শ্রীদাম সখাকর, বাঁকা বংশীধর,
দাঁড়াতে হে ত্রিভঙ্গে ;
ত্রিভঙ্গ হইয়ে যখন, বাজাতে মুরলী,
যমুনা উজান বহিত ফিরিত ধরণী ;—
(মোহন বেণুর রবে হে ;
যমুনা উজান বহিত)
তখন বাজাইতে, মোহন বেণু,
চরাইতে বনে ধেনু ;
(ধেনু চরাইতে হে ;
মনোহরা বাঁশীর গানে)
দ্বাদশ গোপাল সঙ্গে করি (হায় হে)
(তা'রা কোথায় বা রইলো হে—
শ্রীদাম সুদাম আদি করি)
তোমার ব্রজে ছিল কাল অঙ্গ
ন'দে হ'লে শ্রীগৌরাঙ্গ
(বরণ কোথায় বা গেল হে ;
কাল ত্যজে গৌর হ'লে)
(ভাব বুঝিতে নারি হে ;
কা'র ভাবেতে গৌর হ'লে)
কা'র ভাবে হ'লে দণ্ডধারী
এখন কি ভাবে এ ভাব উদয়
ভাই কানাই ॥
গৌর কোথায়, সে তমাল বন,
কোথায় সে ভাণ্ডীর বন, সে নিকুঞ্জ বন,
এখন কোন্ বনে বিহার কর
ভাই কানাই ॥ ১৫

চৌতাল।

ও চাঁদ নিতাই এলো,
প্রেমের তরঙ্গ বাড়িল;
আজ ন'দে বৃন্দাবন হ'ল॥
নিতাই চাঁদের কি মাধুরী,
ন'দে ক'ল্লে ব্রজপুরী,
আমরি মরি;—
সংকীর্ত্তনের কলরবে,
হে,—এ—ওহে;
ন'দে পুরে, দুকূল বহিয়ে গেল॥
নিতাই চাঁদের পদভরে,
ধরণী টল্‌মল্ করে
স্থির হ'তে নারে;
অনুভাবে বোঝা গেল;
হে,—এ,—ওহে;
জীবের ভাগ্যে,
বুঝি ব্রজের বলাই এলো॥ ১৬

চৌতাল।

নগরবাসী গো কাঁচা সোনার বরণ সন্ন্যাসী তো'রা দেখেছিস্ কে এই পথে।

আমায় ফাঁকি দিয়ে, চলে গেছে, নিতাই সঙ্গেতে॥

মুড়ায়ে চাঁচর কেশ, ধরেছে বৈরাগ্য বেশ, তা'র, তরুণ বয়েস, রাধার ভাবে মাখা তনু, প'ড়ে ধূলাতে॥

নামাবলী দিয়ে গায়, হরি নামাঙ্কিত তায়; তাঁর হরিনামাঙ্কিত রেখা, আছে গাত্রেতে॥

কমণ্ডলু লয়ে করে, পথে পথে ভ্রমণ ক'রে, কভু মূর্চ্ছা ধরে পরে রাধার ভাবেতে॥ ১৭

লোফা।

"নিতাইচাঁদ" ব'লে আমরা,
তাই ডাকি।
নিতাই, অধম তারণ,
পতিত পাবন হে।
নিতাই, দুর্ব্বলের বল,
কাঙ্গালের ধন হে।
চাঁদ নিতাই আমার, প্রেম দাতা,
(নিতাই, অযাচকে প্রেম যাচে রে)
তাঁর, হরিনাম বদনে গাঁথা হে;
(অন্য কথা জানে না)
নিতাই পাপী দেখ্‌লে দয়া ক'রে হে,
পাপী, ডাকলে দয়াল, নিতাই বোলে,
(পাপে তাপে কাতর হ'য়ে হে)
তিনি স্থান দেন তা'রে চরণ তলে হে,—
(পরম দয়াল নিতাই আমার)
চাঁদ, নিতাই আমার, কল্পতরু,—
(ধর বোলে প্রেম যাচে রে)
নাম দিয়ে হ'লেন জগৎ গুরু হে;
(জগৎ-গুরু নিতাই আমার)

নিতাই অধম চণ্ডাল বাছে না হে,
নিতাই যা'রে দেখে, আপন কাছে
(জেতের বিচার করে না হে)
ধর ধর বোলে প্রেম যাচে হে।
(প্রেম দাতা নিতাই আমার)
নিতাই মার খেয়েও প্রেম যাচে হে।
নিতাই যা'রে দেখে, দেয় কোল,—
(প্রেমদাতার শিরোমণি হে)
কোল দিয়ে বলে, বল হরিবোল হে।
তাঁরে ডাকলে অঙ্গ শীতল হয় হে,
তাঁরে ডাকলে জ্বালা দূরে যায় হে,
তারে ডাকলে বন্ধন মোচন হয় হে, ১৮

রূপক।

ও ন'দেপুরে আর কে নাচিবে,
বাহু তুলে "হরি বোল" বোলে,
সংকীর্ত্তনের মাঝে ভক্তমণ্ডলে।
সোনার ন'দে আঁধার হ'লো,
নিশি দিনে কাঁদে সকলে,
"হরি বোল" বোলে
গৌর বিনা দুখানলে, দহে
ন'দে বাসী,
(ব'লে কোথায় গেলে গৌর হে)
আর কি দেখিব তাঁরে, আসিবেন
কি ন'দেপুরে.
সোনার বরণ গৌরনিধি, সদাই
হিয়ায় জাগে গো,
(গৌর কাঁচা সোনার বরণ)
পতিত দেখিয়া কেবা করুণা করিবে,
দুর্লভ হরিনাম, কে আর যাচিবে,
(ধর ধর বোলে হে)
এই হে ন'দেপুরী, শূন্য করি,
গৌর আমায় ছাড়িয়া গেলে॥ ১৯

তিওট।

হরি কৃপাময় কৃপানিধি, গৌর
নিতাই, জগতে ব'লে।
হ'তে ভবাব্ধি পারাপার,
হ'লে তায় কর্ণধার
ওহে গৌর হে—
কত পাষণ্ড মানব, উদ্ধারিলে॥
(ওহে গৌর হে,—)—
তুমি পতিতে তারিতে, নদে এলে,—
ধন্য ধন্য হে নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র,
দিয়ে প্রেম, জগৎ, মাতালে,—
গৌর অবতার,—অবতারের সার,
কল্লে জগত উদ্ধার,
তবে আমায় কেন জগতের
বাহির করিলে॥ ২০

লোফা।

আজ আনন্দে বদন ভ'রে
গৌর গুণ গাও।
একবার গৌর গুণ গাও রে,
(আজ আনন্দে বদন ভ'রে)

ও তোর মনের আঁধার, দূরে যাবে রে,
ও তোর নিরানন্দ দূরে যা'বে রে,
ও তোর প্রেমানন্দের উদয় হবে রে
(গৌর গুণ গাইতে গাইতে) ॥২১

— —

তিওট।

আমার হৃদ্ কমলে, ধরি যুগলরূপ,
একবার দাঁড়াও মধুসূদন।
দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে, চূড়া
হেলায়ে বামে করে বংশী ধরি,
একবার বামে লয়ে, সাধের রাই,
কিশোরী একবার অধীনে কৃপাকরি,
সদয় হও বংশীধারী আমরা যুগলরূপ,
করি হরি দরশন ॥
দয়াময় হরি, বাঁকা বংশীধারী,
আমরা যুগলরূপের অধিকারী, –
(ওহে রাধাবল্লভ)
(আমায় একবার চরণ দিতে হবে ;—
ভজনহীন বোলে)
তোমার চরণের গুণ—আছে জানা—
(যাঁতে কত পাপী তরে গেল)
চরণ পরশিয়ে, ওহে কাষ্ঠের নৌকা,
হোলো সোনা।
(আমায় চরণ ছাড়া কোরো না হে,—
ওহে দীনবন্ধু)
তোমার চরণের ছাওয়ায় গিয়ে ;—
(আমার তাপিত অঙ্গ হ'বে শীতল)
আমি জুড়াব তাপিত হিয়ে,
(ওহে ত্রিতাপবারণ)
(রাঙ্গা চরণে স্থান দিও হরি,
দীনে দয়া করি)
তোমার চরণের, ধারে ধারে ;—
(কত কোটীকল্প সাধন করে)
চরণ পা'বে বলে, কত কোটীকল্প
সাধন করে।
(একবার বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াও দেখি ;
আমার হৃদয়-নিকুঞ্জ বনে)
(আমার মনকদম্বতরু-মূলে)
(অধরে মুরলী দিয়ে)
(বামেতে রাধিকায় ল'য়ে।
তোমার একবার চরণ ঘেমে ছিল ;
(ত্রিভুবন পবিত্র হোলো)
যাতে দ্রবময়ী গঙ্গা হ'লো
(জগৎ উদ্ধারিলে)
যা'তে দ্রবময়ী গঙ্গা হ'লো
(জগৎ উদ্ধারিলে)
এই বাসনা মনে মাত্র,
সচন্দন তুলসীপত্র,
দেখা দাও হে মুরলীধারী—
দিব তব অভয় চরণে
(ওহে রাধাকান্ত)
মালা মনের সাথে গেঁথেছি হে ;—
প্রেম-পুষ্পে মালা গেঁথেছি হে ;—
অনুরাগের সূত্রে গেঁথেছি হে ;—
ভক্তি-চন্দন তাহে মাখাইয়ে ;—

মনের বাসনা পুরাতে হবে ;—
বড় যতন ক'রে এনেছি হে ;—
একবার যুগলরূপে দাঁড়াও দেখি ;
তোমায় "ভক্তাধীন" বেদে ব'লে,
এই কোরো অন্তিমকালে
(রাধানাথ হে)
যেন রসনায় ব'লে
"গঙ্গা নারায়ণ" ॥ ২৩

তিওট।

বাঁকা বংশীবদন, দাঁড়াও ত্রিভঙ্গে হৃদয় কমলে :—
যা'তে গোপীর মন, ভুলালে গোকুলে ;—
ল'য়ে মোহন বাঁশী, বাজাও কাল-শশী, বাঁশী শ্রবণে, দিবেন দেখা রাই-রূপসী, হেরবো যুগলরূপ, যোগে নয়ন-যুগলে ॥

মন-কদম্ব-তরুমূলে, ত্রিভঙ্গভঙ্গিম ছলে হে, দেহ দেখা বিপিনবিহারী (হরি হরি হে)।

বামেতে দাঁড়াবেন আসি ; শ্রীরাধা কিশোরী, বৃষভানু রাজকুমারী ;

হেরবো যখন হৃদ্‌পদ্মে, স্বর্ণপদ্মে, নীলপদ্মে মানসতুলসী চন্দন দিব যুগল পাদপদ্মে আমার এই বাসনা, পুরাও কাল সোনা, করি বিরলে ব'সে যুগল পদার্চ্চনা ;

যম যন্ত্রণা রবে না ও রূপ হেরিলে ॥

হৃদিপদ্মের রম্যস্থলে, অষ্টসখী অষ্ট দলে হে, তা'র মাঝে রত্ন-সিংহাসনে (আহা মরি হে)

গাঁথি বিনাসূতের হার, মাধবী কুসুমের হার, মনের সাধে যুগল পদে দিয়ে ঘুচাই ভবের ভার ;

নিত্য বৃন্দাবনে, নিত্য রাধার সনে কর সুখেতে নিত্য বিহার, বাঞ্ছা মনে ; —দেখাও নিত্যময় নিত্যলীলা— বিরলে ॥ ২৪

চৌতাল।

আমার মনোরথে রথী হ'য়ে,
দাঁড়াও শ্রীহরি।

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হ'য়ে, বামেতে কিশোরী ল'য়ে, অধরে মুরলী দিয়ে, বাজাও বাঁশরী ॥

আমার হৃদয়-রথ, বিচিত্র রথ, চিত্র নানা তায়, এ রথে হইলে সারথী, দেখি কত শোভা পায় ; কুরুক্ষেত্রে বিজয় রথে, সারথী ছিলে, রথী হ'য়ে অর্জ্জুনের আশা পুরালে, তেমনি রথী হও হে দয়াময়, দীনহীনের অকিঞ্চনের পুরাও অন্ত-সাধ ; দিয়েছি তোমার দায়, না ঠেলিও দয়াময়, "হরি" বোলে প্রাণ যায় হে বংশীধারী ॥ ২৫

ত্রিওট।

আমার হৃদ-কমলে ত্রিভঙ্গ হ'য়ে,
একবার দাঁড়াও শ্রীহরি।

মম মানস তুলসী পত্র, ভক্তি-চন্দন-সংযুক্ত; আমি করিয়ে;—দিব শ্রীপাদদ্বয়ে হে বংশীধারী॥

মোহন মুরলী ল'য়ে, যুগল করেতে;—বৃষভানু নন্দিনীরে, লয়ে বামেতে;

কিবা চরণে নূপুর ধ্বনি, কটিতটে কিঙ্কিণী, বনমালা গলে বিরাজিত (কিবা সেজেছে, সেজেছে; বনমালীর বনমালা)

কিবা মোহন চূড়া বামেতে হেলায়ে; রাধানাথ হে, ওহে রাধা-কান্ত;—আমি যুগলরূপ হেরিব, ম'নের সাধ মিটাব; শ্রীপদে, হৃদয় পদ্ম মিশাব;—একবার কর হে দীনে দয়া, দাও হে শ্রীপদ ছায়া; হরি হে;—ভব দুর্গম সাগরে হও হে কাণ্ডারী॥ ২৬

ত্রিওট।

মম হৃদয় নলিনে, শ্রীরাধার সনে,
দাঁড়াও একাসনে, শ্রীমধুসূদন॥

একবার চরণে চরণ দিয়ে, দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ হ'য়ে করেতে ল'য়ে—মুরলী; হেরবো যুগলরূপ যোগেতে বংশীবদন॥

হরি পুরাও মম বাসনা, কর করুণা, দীননাথ,—এ দীনে;—চরণ পূজিব দিয়ে তুলসী চন্দন॥

আকিঞ্চন করে'ছি মনে দেখা দাও এই অকিঞ্চনে (কিঞ্চিৎ করুণা কর হে, নৈরাশ কোরোনা, তুমি হে করুণা সিন্ধু) তোমায় ভক্তাধীন বেদে বলে, উদয় হও হৃদয় কমলে (রাধা-বল্লভ হে) মনের আনন্দে পূজি তোমার শ্রীচরণ॥

কিশোর কিশোরী, যুগল মাধুরী; দাঁড়াও হৃদয়-পদ্ম কর্ণিকাতে (ত্রিভঙ্গ হ'য়ে! হেরে তাপিত নয়ন জুড়াইব) (ভবে আসা যাওয়া ঘুচে যা'বে) (ভবে আসা যাওয়া সফল হ'বে) তুমি কাঙ্গালের ধন, ওহে পতিত-পাবন, (কাঙ্গাল তোমা বই আর জানেনা হে) (তুমি কাঙ্গাল বড় ভালবাস) (একবার দয়া ক'রে দেখা দাও হে) কাঙ্গাল ডাকে তোমায়, হরি, কৃপা করি দাও দরশন।

(আমি জ্ঞান নেত্রে নিরখিব (মনে এই বাসনা) (মোহন যুগল রূপ) (রাধাকৃষ্ণ রূপ) দাঁড়াও অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়ে, (দেখি কাল-গৌর কেমন সাজে) ভুবন মোহন বেশে, বামে চূড়া হেলাইয়ে।

যেমন নীরদে তাড়িত সাজে;—তেমনি শ্যাম অঙ্গে, রাই অঙ্গ, মিশিবে

ত্রিভঙ্গ, হেরিব হৃদয় মাঝে (মনের আনন্দে)

আমায় ক'রোনা বঞ্চনা, ওহে কালসোনা, হে জগৎপতি, ভজন বিহীন, অতি দীন হীন, আমি অকৃতি —আমি, সাধন না জানি, ওহে চিন্তা-মণি, কিসে তরিব,—ভকত বৎসল, তবাঙ্গ যুগল, কেমনে পা'ব।

দীনের গতি নাই বিনা তব শ্রীচরণ ॥

আমি অতি অল্প মতি, নাহি জানি স্তুতি নতি হে, (ভজন জানি না জানি না) শ্রীপতি, অধমে কর পার হে, (এই ভবার্ণবে হে দিয়ে শ্রীচরণ তরি) কে জানে তত্ত্ব, ত্ব'হি জঙ্গম সত্ত্ব, (তোমায় কেবা চেনে হে) নিত্যময় সর্ব্ব মূলাধার হে, (তোমায় কে জানে হে ; তুমি নিত্য নিরঞ্জন) হরি, কে জানে তোমার মর্ম্ম, তুমি ক্রিয়া, তুমি কর্ম্ম পরম ব্রহ্ম, তুমি সারাৎসার হে, (একবার দয়া কর হে, তুমি হে করুণা-সিন্ধু)

সদা ভাবেন সেই সদানন্দ হরি তব পদারবিন্দ, শ্রীগোবিন্দ হে,-দয়াময়, হরি তুমি হে বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন ॥ ২৭

তিওট।

এই ক'রো মম চরম কালে, রাধা-কান্ত দিও দরশন ॥

ত্রিভঙ্গ হ'রি, "যুগল রূপ" যেন হেরি,—নিদান সময়,—হরি তুমি হে দয়াময়, দিও শ্রীপদাশ্রয়, যেন নিরাশ্রয় ক'রো না মধুসূদন ॥

আমার সেই দিনে,—জীবন অন্তকালে,—তুমি অকূলের কাণ্ডারী, দাঁড়াও কূলে,—বাসনা, রসনায় যেন, "রাধা কৃষ্ণ" বলে,—যেন না হয় ভ্রান্ত মম মতি,—এই মিনতি হে জগৎপতি দিও সুমতি ;—তুমি দীননাথ, দীন-বন্ধু, কৃপাময়, কৃপা সিন্ধু, তোমায় জগতে বলে হে পতিতপাবন ॥

আমার বিফলে দিন গেল হে—আমার না হ'লো সাধন হে,—(জনম বৃথায় গেল)
কি করিলাম এই ভবে এসে ;
হ'য়ে বিষয় মদে মত্ত, ত্যজি পরমতত্ত্ব, অনিত্য সংসারে ভ্রমি হে,
(আমি তোমায় ত্যজে)
(মায়ার বশ হ'য়ে)
সংসার বিষানলে, নিরন্তর
অন্তর জ্বলে হে ;—
জুড়াইতে না করিলাম উপায়
(জীবন জুড়াইতে)
(জ্বালায় জ্বলে ম'লাম হে)

আমি হ'য়ে মায়ার বশীভূত,
ভক্তি পথ হলাম হত হে—
কেমনে তরিব সঙ্কটে
(এ প্রাণ প্রয়াণ কালে হে)
(আর গতি যে দেখি না)
তাই ভাবি হে জগৎপতি,
কি হবে দীনের গতি,—
কৃপানয়নে হের, দীনে, নারায়ণ।
কালভয়হারী, তুমি হে শ্রীহরি,—
(আমি জানাই তব শ্রীচরণে)
(তুমি কাল-বরণ, কাল নিবারণ)
ওহে কাল ভয়ে হরি, কৃপা করি,—
রক্ষা কর দীনে, ওহে ত্রিভঙ্গ মুরলীধারী
আমি শুনেছি পুরাণে, যে ভজে স্ব মনে
হরি হে তোমায়
ও সে ভবাব্ধিতুফানে, তরিবে স্ব গুণে,
শমনে কি ভয়;
যেজন না জানে ভজন, বিহীন-
সাধন অধম দুরাচার,
যদি তরাও নিজগুণে, সেই
অকিঞ্চনে ওহে গুণাধার,
তবে নামের গুণ জান্‌বো হে
পতিত পাবন॥ ২৮

ঝিঁঝিট।

এই ক'রো অন্তে শ্রীমধুসূদন; রাধানাথ, হে বৈকুণ্ঠের নাথ, হে অনাথের নাথ, রাধার জীবন ধন॥

দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে, চূড়া হেলায়ে বামে, বামেতে লয়ে কিশোরী মুরলীধারী, যুগল রূপ ধরি; আমার হৃদয় সিংহাসনে, শ্রীমতি রাধার সনে, আমার আসনে দিও হরি দরশন॥

তোমার শ্রীচরণ-নীলোৎপলে, আর এক নিবেদন, যখন ঘটিবে আসন্ন কাল, সঙ্গে ল'য়ে আস্‌বে কাল সে দুরন্ত কাল; নাহি তা'র কালাকাল, অপ্রসন্ন কাল, কাল প্রহরী, কাল দণ্ড ক'রবে কাল প্রাণদণ্ড, হরি সেই দণ্ডে ক'রো দণ্ড নিবারণ॥

হরি, আমি সেই নরাধম অতি অভাজন, তুমি, জগতের চিন্তাকারী, তোমায় না চিন্তা করি, করিলাম অনিত্য চিন্তা; বিষয়ের চিন্তা ঐহিকের চিন্তা; এখন চিন্তার সার পাই যেন ঐ শ্রীচরণ॥

আর এক অভিলাষ করি, (কথা ব'লতে যে ম'রি হে) তোমার বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদ, (রাধানাথ হে) আমি কোন্ গুণে পাব সে পদ।

যা'ব, সুরধুনী সলিলে, "গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম" ব'লে সচৈতন্যে যেন প্রাণ যায়, (আমার) এ দেহ পতন কালে, যত বন্ধুবর্গ মিলে, অনিমেষে হরি গুণ গায়; (আমার শ্রবণেতে) মনের বাসনা এই মাত্র, চন্দন

তুলসীপত্র, মিশায়ে ;—মনের আনন্দে পূজবো যুগল শ্রীচরণ ॥ ২৯

তিওট।

এই ক'রো হে কৃষ্ণ দীন দয়াময়।
যেন কৃষ্ণ ব'লে, কৃষ্ণ প্রাপ্ত হয় ॥

আমার অন্তিম কালে, হৃদয় কমলে, উদয় হ'য়ো শ্যাম : ও নীল শতদল রূপ হের্‌বো সেই সময় ॥

হরি, এই নিবেদন করি, আমার অঙ্গ তরি, পাপে ভারি তুমি হ'য়ো হে কাণ্ডারী। আমায় দেখো যেন, ভুল না হে, ও নীলচক্রধারী। এই ভব পারাবার, তুমি কর্ণধার তোমা বিনা অন্য কে আছে আমার; আমি কারে গিয়ে ব'ল্‌বো কর পার। (আমার কে আছে আর কোথায় যাব)

কে আছে আর, কোথায় যাব, কারে বা দুঃখ জানাইব ; পার কর, কর, কর, না কর, না কর, তোমায় করি যোড় কর যা ইচ্ছা তা ক'র, আমায় অন্তিম কালে এই ক'রো হে—(যেন কলঙ্ক না হয় হে কৃষ্ণ নামে) যেন "হরেকৃষ্ণ" নাম, জপি অবিশ্রাম রসনায় না বিরাম হয় হে—তুমি অধম তারণ, আগমের নিগম, করো না বঞ্চন, আমি নরাধম জন, দিও চরণ আশ্রয় ॥

তিওট।

করুণানিধান, ক'রো কৃপাদান, হে, মম নিদানে।

এই নিবেদন, শ্রীমধুসূদন, তব চরণে, হে, রেখো অন্তে শ্রীপদে এ পতিহীনে ॥

আমি শুনেছি দয়াময়, তন্নামে মোক্ষ হয়, ঘুচে ভব ভয় ; তা'ই তব পদে লইলাম আশ্রয় ; হরি, আমায় অন্তিম কালে, যেন থেকো না ভুলে, চরণ কমলে রেখো দয়াময় ; যেন নিরাশ্রয়, ক'রো না আমায়। হরি করি হে এই মিনতি, ওহে অগতির গতি ; স্তুতি করি হে, রেখো রাঙ্গা চরণে ॥

পূর্ণ কর, অভিলাষ, আমার, ওহে শ্রীনিবাস ;

মুক্ত কর, ভব-পাশ হ'তে ; (ওহে অধমতারণ) প্রহ্লাদেরে, রক্ষা কল্লে, সলিলে অনলে, শৈলে, হস্তিপদে, বিষ ভোজনেতে,ওহে বিপদবারি) আর ধ্রুব, শিশু অতি, তোমাতে সঁপিয়ে মতি, স্থান পায় বৈকুণ্ঠ উপরে, (ওহে ভক্ত-সখা) বিপদে পড়ে পাঞ্চালী, "কোথায় পীতবসন" বলি, ডেকেছিল, হরি হে, তোমারে (ও পাণ্ডবের সখা) লজ্জা কল্লে নিবারণ, বসন ক'রে অর্পণ এত দয়া আর কে বা ক'রে, (হরি তোমা

বিনে) তেমনি রক্ষা কর আমায় নিজ গুণে ॥

আমি কিসে তরি, বলহে শ্রীহরি, তব শ্রীচরণ-তরণী বিনা,—আকুল ভবার্ণবে ;) হরি, যে জন ভজন জানে,—অপার ভবার্ণবে, হরি সে তরিবে নিজ গুণে।

দুঃখ বলিব কি আর, আশি লক্ষ বার, দিয়েছ ফাঁকি,—তবু দয়া কি হ'লো না, কর প্রবঞ্চনা, হে কমল আঁখি ; দিলে রিপু ছয় অরি, তুমি হে শ্রীহরি, প্রহরী, ক'রে,—তারা গুরুদত্ত ধন, করিতে সাধন, নিবারণ ক'রে ; তবে কেমনে তরি ভব তুফানে ॥

বল কেমনে হব ভবে পার, ওহে কর্ণধার ! ভবসিন্ধু পার করিতে হরি, তুমি নাকি তা'র হ'য়েছ কাণ্ডারী, ভাসায়েছ তায় শ্রীচরণ-তরি, দীন জনে করিতে পার ; অধম পাতকী কত দুরাচার, নিজগুণে হরি করেছ নিস্তার আমি তাইতো এসেছি—হব ব'লে পার, নিকটে তোমার হে ;

তোমার, নামের মহিমা হরি, রক্ষ এ দীনে তারি (রাধানাথ হে) যেন কলঙ্ক না হয় কৃষ্ণ নামে ॥ ৩১

তিওট।

শ্রীচৈতন্য ! যেন চৈতন্যে শ্রীচরণে আমি স্থান পাই।

এই কোরো ও—দয়াময়, আসন্ন সময়, হে ;—যেন জাহ্নবীর জীবনে জীবন জুড়াই ॥

যখন আসন্ন কাল হবে, বন্ধু বান্ধবে সবে, আমায় লয়ে যা'বে, "হরি" "হরি" বোলে—কর্ণে নাম শুনাবে, লয়ে জাহ্নবীর মৃত্তিকায়, সর্ব্বাঙ্গ লেপে তা'য় পাপ অঙ্গে হরি নাম লিখিবে, আর এক নিবেদন, ওহে নারায়ণ, আমার রসনার এই বাসনা, পুরাও হে কালসোনা, যেন রসনায় রাধাকৃষ্ণের গুণ গাই ॥

মম অভিলাষ পূর্ণ কর, ওহে শ্রীচৈতন্য ;

আসন্ন কাল হ'লো উপস্থিত,

(ও দীন দয়াময় হে)

গুরুদত্ত তত্ত্ব ধনে, সাধন করি যোগসাধনে, তত্ত্বজ্ঞানে রেখো নারায়ণ (ওহে দীনবন্ধু) কালে না পরশে কালে, এই করো সেই সময় কালে কালের দমন তুমি গুণান্বিত (ওহে শমন দমন) যেন দীন হীনের প্রতি নিদয় হ'য়ো নাই।

আমি অল্পমতি, নাহি জানি স্তুতি ; (তব শ্রীপদে জানায়ে রাখি,—

ওহে রাধাকান্ত) হরি, ভজন-বঞ্চিত জনে,—মম চরম কালে, হরি রেখো তব শ্রীচরণে।

হরি তুমি সারাৎসার, ভবকর্ণ-ধার, হে রমাপতে,—আমায় কর পরিত্রাণ, হ'য়ে কৃপাবান, এই ভবার্ণব হ'তে দিও তব পদতরি, ওহে দানবারি দিও সেই দিনে, যেন দুরন্ত শমন, না করে তাড়ন অধম জনে॥

তব শ্রীচরণ বিনা জীবের গতি নাই।

আমি দান হীন অতি অভাজন, হে ভব তারণ; ভজন সাধন পূজন না জানি, কেমনে তরিব ওহে চিন্তা-মণি, রিপুর বশে ভ্রমি, দিবস রজনী, ভরসা কেবল ঐ শ্রীচরণ।

অধম পাতকী আমি দুরাশয়, বারেক করুণা কর দয়াময়, দেহি পদাশ্রয়, ওহে গুণাশ্রয়, পূরাও মম আকিঞ্চন।

তোমায় ভক্তাধীন বেদে বলে, এই ক'রো অন্তিম কালে, (রাধানাথ হে) যেন কৃতান্তের দণ্ডে দণ্ড নাহি পাই॥ ৩২

তিওট।

রাধানাথ,—এই ক'রো হে—যেন, অন্তিম কালে রাঙ্গা চরণ পাই।

ও পদ,—ভবের সম্পদ, ভব তরঙ্গে পড়ে হরি ডাকি তাই।

অতি কাতরে, তোমারে, ডাকি হে, দীননাথ,—আমার দিন কি অদিন, গেল দিন, রাধানাথ,—এলো কাল, গেল কাল হে, আমার, কি হবে, ভজন-বিহীন জনে, দয়া কে আর করবে হে, (দয়াল হরি বিনে) (এমন দয়াল কে আর হবে)

অন্তিম কালে,—জাহ্নবীর জলে, হৃদয়-কমলে যেন হরি দেখা পাই॥ ৩৩

তিওট।

ওহে, দয়াল হরি, দীনে কৃপা বিতরি, দাও শ্রীচরণতরি ভবসাগরে।

এ দুস্তার পারাবার, নাহি কূল কিনার, হেরি তায় আবার তরঙ্গ, হৃদে হয় আতঙ্ক, অবশ অঙ্গ, এখন রক্ষ হে ত্রিভঙ্গ দয়া করি।

এ সময় কৃপাময়, হও হে সদয়, আমি মরি হে মরি প্রাণে, পড়েছি ঘোর তুফানে, তোমা বিহনে অধমে কে নিস্তারে।

তুমি, কোথায় আছ হে, ভব-কর্ণধার, হরি।

এখন দেখা দিয়ে, প্রাণ, করুণা নিধান, রাখ হে কৃপা করি, হরি, তোমা বিনা আর, কে করিবে পার

এ দুস্তার ভববারি; হরি এ ভব-মাঝারে, দীন হীনে তারে, নয়নে না আর হেরি, আমার হৃদি-বৃন্দাবনে, শ্রীরাধার সনে, দাঁড়াও হে মুরলীধারী, এই ভবসিন্ধু পার, করিতে আমার হও হে তুমি কাণ্ডারী, অকূল জলধি মাঝে, কুল দাও আমারে।

এখন, হইয়ে সদয়, ওহে কৃপা-ময়, এস হে বিপদ কালে, বারেক ধরিয়ে ক্ষেপণী, শ্রীচরন-তরণী ভাসায়ে জলধি-জলে; (নইলে ডুবে মরি,—পাপ-জলে) (আমায় ধর ধর দীনবন্ধু হে,—বৃথা যায় হে জীবন, আমার পারে যাওয়া হ'লো না বুঝি হে);

আমার বড় সাধ আছে মনে, পূজিব তব চরণ হে; (চরণ ধুয়ে যে দিব হে,—ভক্তি বারি দিয়ে) (চরণ সাজায়ে দিব হে,—প্রেম পুষ্প দিয়ে) (জ্ঞান নেত্রে যে দেখিব,—তোমার অভয় যুগল-চরণ) (সাধ পুরাতে হবে হে,—ওহে, ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু) একবার দাঁড়াতে হবে হে;—(মন-কদম্বতরু মূলে) (ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে) (বামে শ্রীরাধিকায় ল'য়ে) একবার দেখাতে হবে হে;—(মোহন যুগলরূপ) বাঁশী বাজাতে হবে হে, (জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লে)।

আমি কেন হেন সাধ করি; দেবের দুর্লভ যে চরণ, যোগে পায় না যোগিগণ, বনে মুনিগণ পায় না চরণ, ধ্যান করি;—হ'য়ে সংসারে স্থিরীভূত সদা কুকর্ম্মে রত, হ'য়ে রিপুর বশীভূত নিরত ফিরি।

এই ভরসা মনেতে আছে হে, ওহে দয়াময়; স্বগুণে, তরে যে, সে ত আপন গুণে, নিগুর্ণে তার হে তুমি নিজ গুণে, তুমি হে সম্বল, সম্বল-বিহীনের, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়; ওহে দীননাথ অনাথ শরণ,পাতকী জনার নরকবারণ, বিপত্ত কালেতে শ্রীমধুসূদন, ডাকিলে ঘুচাও ভয়; তবে কেন না তরিব ভব ঘোরে॥ ৩৪

চৌতাল।

ওহে মধুসূদন,বিপদ ভঞ্জন, নর নারায়ণ।
ডাকি তোমায় কাতর হ'য়ে,
রক্ষা কর সদয় হ'য়ে,
ভয়েতে কম্পিত দেহ, দেখিয়ে শমন॥
দুরন্ত কলির আভা,—মহামায়া তায়,
ভক্তিপথ, হ'লাম হত, ভুলালে আমায়;
হরি, নামের গুণ ত আছে হে জানা,
দয়াময়-নাম নিরবধি,
জপি যদি, বিপদ রবে না;
হিরণ্যকশিপু সন্তান,
প্রহ্লাদের বাড়ালে সম্মান,
অগ্নিকুণ্ডে রক্ষা করে দিয়ে শ্রীচরণ॥

এই ভব ঘোরে, কে নিস্তারে,
ডাকব বা কা'রে;
ভবসিন্ধু, তরাও বন্ধু, তুমি দয়াময়,
বিপদকালে রক্ষাকর্ত্তা শুনেছি নিশ্চয়;
কাম্যবনে, পাণ্ডুর নন্দন
রক্ষা ক'রে শাকেরকণা করিয়ে ভোজন,
জয়দ্রথ বধের কালে,
সুদর্শনে আচ্ছাদিলে,
অর্জ্জুনেরে রক্ষা ক'রে ঢাকিয়ে তপন॥

ঝিঁঝিট।

কোথায় আছ হে কাঙ্গালের সর্ব্বস্ব ধন।

অনাথ শরণ, পতিত জন তারণ, কোথায় আছ হে বিপদবারি, ভব পারের কাণ্ডারী, মুরারি হে,—দেহি দীননাথ দীনে অভয় চরণ॥

যদি অধীনে, তরাও নিজ গুণে, তবে দয়াময় জানব কেমন মনে মনে, আমি না জানি স্তুতি নতি কি হবে দীনের গতি, জগৎপতি হে,—অকূল ভবার্ণবেতে দিও দরশন॥

হরি, যে জন ভজন জানে, সে তরিবে নিজ গুণে,—(আমি ভজন সাধন জানি না হে, আমি ভজন সাধন, নাহি জানি, (এ অধমের গতি কি আর হবে হে) কিসে ত্রাণ পাব হে চিন্তামণি; (অকূল ভবার্ণবে) যদি ভজন হীনে, ওহে দীনবন্ধু,—(বুঝি নামেতে কলঙ্ক হয় হে) গুণে পার কর হে ভব সিন্ধু, (নইলে ডুবে মলাম্)॥

হেরিয়ে ভব তরঙ্গ, আতঙ্কে অবশ অঙ্গ, (বুঝি মলাম্ মলাম্ হে,—অপার ভব সিন্ধু মাঝে) (বুঝি ডুবলো ডুবলো, পাপে তাপে জীর্ণ তরি) ধর ধর ত্রিভঙ্গ আমায় হে।

(প্রাণ যায় যায় হে,—কোথায় হে প্রাণ গোবিন্দ) হরি তোমা বিনে গতি হীনে, কে তারিবে এ তুফানে, (দয়াল কে বা আছে হে, দীনবন্ধু তোমা বিনে) তুমি হরি অধীনের উপায়; তব নামে হয় কৃতান্ত ভয় বারণ॥

বঁধু, তুয়া নাম ল'য়ে, সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে, বনে বনে বেড়াইব; (বঁধু এবার পদে বিকাইলাম;—ওহে আমি এ জনমের মত) আর তুয়া নাম মন্ত্র, হৃদয়ে ধরিয়ে ভিক্ষ মেগে শ্রমে খাব; (আমি আর মায়ায় ভুল্‌বোনা হে,—তব নাম মন্ত্র সার করি)

ভজন বিহীন আমি পড়েছি অকূলে; (ভজন জানি না জানি না,—(কোথায় হে কাঙ্গালের ঠাকুর) (কেবল নাম জানি হে,—নাম জানি আর শ্যাম জানি) হরি দয়া ক'রে দিও স্থান চরণ কমলে; (স্থান দিও হে,—পদ কল্প-তরু তলে)

(হরি) হরি ভজন বিহীন জনে, দয়া কে করিবে. (দয়াল কেবা আছে হে,—দীনবন্ধু তোমা বিনে) আর সাধন বিহীনে,—ভব সিন্ধু কে তরাবে, (কিছু জানি না, জানি না)।

ভব তুফানে, করুণা দানে যদি তরাও হে দীনবন্ধু অকিঞ্চনে, হরি, তোমার ঐ চরণ বিনে, জীবের গতি দেখি নে, আশা মনে হে—কেবল ভরসা ভবার্ণবে তব শ্রীচরণ॥ ৩৬

একতালা।

আমি, আর কিছু ধন চাই না হরি, চাই হে তোমাধনে।

হব, তোমাধনে ধনী, বড় সাধ হ'য়েছে মনে॥

তুমি যতনের ধন, ওহে দয়াল হরি,—(অমূল্য পরশ-মণি হে) (দেবতার দুর্ল্লভ ধন হে) একবার পেলে তোমায়, হৃদয় মাঝে, রাখ্‌বো সযতনে॥

আমি শুনেছি হে, ওহে দয়াল ঠাকুর,—(তোমার দুঃখী ধনী সবাই সমান হে) (তুমি বাঞ্ছা-কল্প-তরু হরি হে) কত পাপী তাপী ত'রে গেছে, নামামৃত পানে॥

যাঁ'রা, তোমা ধনে হরি, ধনী হয়,—(অসার বিষয় ত্যজে হে); তারা এ ছার বৈভব কভু, হেরে না নয়নে॥

আমি ডাকি তোমায় ওহে দয়াল হরি,—(একবার নিজগুণে দয়া কর হে) একবার সদয় হ'য়ে দাও হে দেখা, এ অধম জনে॥

আমি পড়েছি হে, ভব অন্ধ কূপে,—(ভব আঁধার হ'তে পার কর হে) আমায় উদ্ধার হে দয়াল হরি জ্ঞান চক্ষু দানে॥

তোমায় বুকে রেখে, হরি, বুক জুড়াবো,—(আমার ত্রিতাপ জ্বালা দূরে যাবে হে) আর, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিব নামামৃত পানে॥

আমি মরি তাহে ক্ষতি নাই,—(পাছে নামেতে কলঙ্ক হয় হে) কিন্তু মধুসূদন ব'লে কেহ ডাকবে না এ দীনে।

(ওহে বিপদভঞ্জন) ৩৭

ঝিঁঝিট।

এস এস হরি, তোমার চরণ হেরি, হৃদয় মন্দিরে এস, বাঁকা বংশীধারী॥

এই মনতে, তোমার ঐ পদেতে, প্রেমানন্দেতে;—দিব সচন্দন তুলসী মঞ্জরী॥

গয়াসুরে, আর এক বলির শিরে, চরণ দিয়েছিলে;—আমি পতিত পাপাত্মা, কি জানি মাহাত্ম্য, দেহ

পরম তত্ত্ব ;—তুমি অকূলে হও হে, হরি, কাণ্ডারী॥

সর্ব্বভূমে নিস্তার কারণ, তুমি ওহে চিন্তামণি ;—তোমার ঐ চরণ বেয়ে ছিল, গঙ্গা তা'য় জন্ম নিল, জীবে উদ্ধারিল ;—তোমার ঐ পদে স্বর্ণ হয় কাষ্ঠের তরী॥ ৩৮

চৌতাল।

পুরাও হরি এই বাসনা আমার।
মুদে আঁখি,—ও রূপ দেখি,
কেবল এই বাসনা আমার॥
ষড়চক্র মন-রথ—পবন হ'তে গমন দ্রুত
জ্ঞান অশ্ব শ্রীনাথ সারথি ;
ভক্তি ডোরে দিয়ে টান,
বসাব মন মন্দিরে।
(কেবল এই বাসনা আমার)॥ ৩৯

তিওট।

নিত্য নিরঞ্জন, গোপী-মন রঞ্জন
ওহে নীরদ বরণ, রাখ শ্রীপদে॥
দীন জন, অভাজন, জানি না পূজন ;
তাহে দেহ রিপু ছয় জন,
করে কুকর্ম্মে নিয়োজন ;
প্রাণ কাঁদে পড়িয়ে মায়া হ্রদে॥
হে ভূতভাবন, পতিত পাবন নাম ধরেছ
তবে হে অগতির গতি,—
এ ভকতি বিহীনের উপায় কি করেছ।
হয়ে দয়ালু হৃদয় ;—
নিজ গুণে, কত নির্গুণে নিস্তার করেছ,
ডাকি কাতরে বিপক্ষ পদে পদে॥
হরি তুমি ভবে ভয় হারি,
বনে ভাবিয়ে তব শ্রীপদ,
ধ্রুব পায় ধ্রুব পদ,
কুবের পায় সম্পদ, ইন্দ্র স্বর্গাধিকারী ;
যোগিগণ যোগাসনে, অনশনে বিপিনে,
মৃত্যুঞ্জয় হ'লেন নামে ত্রিপুরারি ;
আমি দীন হীন অতি অভাজন,
হে ভব তারণ ;—
ভজন পূজন সাধন না জানি,
কেমনে তরিব ওহে চিন্তামণি ;
রিপুর বশে ভ্রমি, দিবস রজনী ;—
ভরসা কেবল ঐ শ্রীচরণ ;
ওহে দয়াময় নিজ গুণে,
তরাও এ ভজনহীনে ভব তুফানে,
যেমন মনের আহ্লাদে
রেখেছিলে প্রহ্লাদে॥ ৪০

তিওট।

কৃপাসিন্ধু হে, কবে কিঙ্করে, করুণা প্রকাশিবে।

দেখে ভবের তুফানে, আতঙ্কে মরি, কেবল ভরসা ঐ শ্রীচরণ-তরী॥

আমি, ভজন সাধন, নাহি জানি, —দীননাথ,—হে অনাথের নাথ,—

শ্যাম হে, যদি প্রকাশি দয়ার্ণব, স্ব গুণে হে মাধব, ভবার্ণব নিস্তার আপনি,— অনায়াসে তরি, দুরন্ত বারি ॥

আমি অতি, অল্পমতি, না জানি ভকতি স্তুতি, হে, না কারলাম সাধন-সংহতি, (হরি, হরি হে)

কামাদি ছয় রিপুর সঙ্গে, সর্ব্বদা ধায় মতি, এমনি মন আমার দুর্ম্মতি ;

সাধুর সঙ্গ সুসঙ্গ, সে সঙ্গের নাই প্রসঙ্গ, বিষয় মদে হ'য়ে মত্ত, ভ্রমিছে মন মাতঙ্গ ;

যদি আপনার গুণে, রক্ষ অকিঞ্চনে, তবে নামের গুণ, জান্তে পারি মনে মনে ; নইলে ভবের তুফানেতে ডুবে মরি ॥ ৪১

একতালা।

ওহে, দয়াল হরি, চরণ-তরি, দীনে দিতে হবে।

নইলে অকলঙ্ক নামে তোমার কলঙ্ক রটিবে ॥

বড় আশা ক'রে—দাঁড়ায়ে আছি— —(ভব পারে যা'ব ব'লে হে) আমি, পাপী ব'লে ত্যজ যদি, গতি কি হইবে ॥

লোকে, অধম তারণ, বলে তোমারে, —(ওহে ভবের কর্ণধার হে) কেমন অধম-তারণ, পতিত পাবন, এইবার জানা যাবে ॥

যদি, বল পার করেছ নাথ, অসংখ্য মানবে, সেটা, তাদের গুণ, কি তোমার গুণ, তা এইবার জানা যা'বে ॥ ৪২

কি আর জানাব হরি
তুমিত জান সকলি।
গোপনে—রাখিনা কেন
হৃদয়ের কথা গুলি।
তুমি হে অন্তরযামী,
সর্ব্বজীবে আছ তুমি,
অন্তর দেখিয়া দাও,
যেই ধন চাহি আমি ॥ ৪৩

চৌতাল।

নন্দালয়ে, শ্রীগোবিন্দ এসেছে,
নগরবাসী, আয় গো তোরা,
যা'ব দেখিতে।

নন্দের নন্দন, শ্রীমধুসূদন, ভক্তের বাঞ্ছা পুরাইতে, করেছেন আগমন, নিবেদন জানাইব মনের উল্লাসেতে ॥

আমরা ব্রজাঙ্গনা সকলে, বনপুষ্পের মালা দিব শ্রীকৃষ্ণের গলে, মন সাধ পুরাইব, হেরে সে রূপ চক্ষেতে ॥

সত্যযুগে 'নারায়ণ" যাঁর নাম,

ত্রেতাযুগে হলেন তিনি, অযোধ্যাতে "রাম," দ্বাপরেতে হ'লেন "কৃষ্ণ" "শ্রীগৌরাঙ্গ" কলিতে ॥ ৪৪

তিওট।

গা তুলো, গা তুলো, ভানু উদয় হ'লো, এস প্রাণ-কানাই।

তব সহচর রাখালগণে, লয়ে সব ধেনুগণে, তোমারি জন্যে, দাঁড়ায়ে আছে চেয়ে পথপানে, যেতে বিপিনে, গোচারণে ডাকিছে বলাই।

বল গিয়ে মায়, ও তোর কাল অঙ্গে, রঙ্গে সাজাতে, যাতে ভুবনের মন, মোহিত, এস ত্রিভঙ্গে নেচে নেচে রাখালরাজ ভাই।

তোমা ধনে, পরিহরি, গোচারণে, যেতে নারি হে, ধেনুগণ নাহি যায় বিপিনে, (কৃষ্ণ তোমা বিনে হে) করে ধেনু উচ্চ রব, সঘনে ডাকিছে সব হে, কৃষ্ণ বিনা বনে কোথা যাব, (আমরা যাব না, যাব না)

প'রে ধড়া, মোহন চূড়া হেলাইয়ে বামে, নাচিয়ে নাচিয়ে যাব, গোষ্ঠে গোচারণে,—তপন-তনয়া-তট, নিকটে না যাব, বিপিনে বিনোদ খেলা, রঙ্গে খেলাইব, ভানুতাপে তাপিত যব হঁ, মেদিনী, (বিপিন বিজন মাঝে হে)

আছে ব্রততি সহ পাতা, তুলিয়ে গঠিব ছাতা, ধর হায় শ্রীমুখ সরোজে, (ও কি হায় হে) বনফুল আহরণ, মালা গাঁথি সুচিক্কণ, দোলাইব তব উর মাঝে, (ও কি হায় হে) তাহে যদি তপন, নাহি হয় নিবারণ, লইব হৃদি মাঝে, (ও কি হায় হে) (যত রাখাল মিলে হে)

মম হৃদয়ের অভিলাষ, বলি ভাই তব পাশ, ওহে শ্রীনিবাস, আভাসে ক'রো শ্রীনিবাস, এই অভিলাষ বিনা, অন্য কিছু নাই ॥ ৪৫

চৌতাল।

হলধর ধর্‌রে, নব জলধরে ধর্‌রে, লয়ে যা রাম জীবন কৃষ্ণ, গোষ্ঠ বিহারে।

তুইরে জ্যেষ্ঠ নব কৃষ্ণ, কিছুই জানে না, তোদের সনে গিয়ে বনে, যেন কাঁদে না, রত্ন নিধি, রাখিস্‌রে যত্ন ক'রে ॥

হলধর, ধরবে ক্ষীর সর, ধড়ার অঞ্চলে, রেখো রেখো, কথা রেখো, দেখো দেখো, বনে গিয়ে ভুলোনাকো ;—শুখাইলে বিধু মুখ ; ননি দিও, যাদুয়ার চন্দ্রাধরে ॥

একবার দাঁড়া রাম, নীলমণি ল'য়ে ; একবার দাঁড়া তোরা দুটী

ভেয়ে ;—(ওরে বলরাম) নবনি বাঁধিয়ে দিই অঞ্চলে ;—গমনে ভ্রমণে দুঃখ, মলিন হইলে মুখ, ক্ষুধার সময় খেয়ো দুটি ভেয়ে, (মায়ের কথা রেখো রে ; ননি খেয়ো) কৃষ্ণের নবনি সিঞ্চিত দেহ, তাইতে হয় মায়া মোহ ; তোরা সঙ্গে লয়ে যাবি কানু (ধেনু নিকটে রেখোরে, দূরবনে যেয়ো না)

আমি নারী, ভয়ে মরি,—গোঠের কথা শুনে ;—কাল, কংস-চরে, গোপালেরে,—ঘিরেছিল বনে রে।

শুনি দশভুজা, এক নারী ;—কৃষ্ণে বাঁচাইল, কোলে করি ;—বলাই সে নারী, কে বটে ;—ও সে কেন এসেছিল গোঠে, (গোচারণের সময়) বলাই, দেবী কি সে মানবী ;—আর কি তার দেখা পাবি ;—শোনরে বলাই, তোরে কই ;—ও তাঁর চরণে বিক্রীত হই, (সেই নারীর দেখা পেলে)

তখন বলাই বলিছে বাণী, শুন গো মা নন্দরাণী ;—গোঠের কতই কব তোরে (তুইত জানিস না গো মা, আমিত সকলি জানি) একজন চতুরানন হংসে চোড়ে, পঞ্চানন বৃষারূঢ়ে, সহস্রলোচন, করী পরে, (তারা কে বটে মা, আমি তাদের চিনি না) তোমার গোপাল যদি ঘুমায় বনে, রবির তাপ নিবারণে সহস্র ফণা ধরে শিরে ;—(তারা কে বটে মা, নিত্য নিত্য আসে) করযোড় করি বলে, দেহ-পদ-পল্লব হে,—কত-দিনে, স্ব-ধামে যাবে হে, (বনে আসা যাওয়া ফুরাইবে) যে জন পঞ্চানন নাম ধরে, সে বো-বোম্, বোবোম্ গাল বাদ্য করে, শিঙ্গে বাজায় আর নৃত্য করে, (আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে গো) সতর্ক সাবধানে রেখো রাম বেণু করে রে, বলে রাণী সোঁপে দেয় করে করে ॥ ৪৬

ঝিঁঝিট।

ওহে প্রাণের হরি, যাবে মধুপুরী, অক্রূর সঙ্কেতে।

তুমি অক্রূরের রথেতে, আনন্দ মনেতে, রথে চ'ড়েছ, যাবে ধনুর যজ্ঞেতে ॥

হায় ললিতে খেদে কয়, শুন ওহে দয়াময়, রথে আজ কেন আরোহণ।—

বুঝি দৈবকী দেখিতে, বসুদেব ভেটিতে, মধুপুরে করিছ গমন।—

তোমার দয়া নাই, আমরা সুধাই তাই, গোপীগণ ম'লেত ক্ষতি নাই ; আমরা গোকুলের যত নারী, প্রাণ স'পেছি তোমায় হরি, অবলা বধিয়া কোথায় যাও,—(ও দীনদয়াময় হে) একবার দাঁড়াও হে বংশীধারী,

গোপীগণ প্রাণে মরি, ওহে শ্রীহরি; আমরা, প্রাণ ত্যজি, দেখ চক্ষেতে :

হায় গুণের গুণমণি, রাজার নন্দিনী, অজ্ঞান হ'য়েছে, সে ধনী,—মনে কর হে শ্যাম, মধুর কুঞ্জধাম, যেখানে করিতে বিশ্রাম, এখন বধিয়ে গোপী-কায়, চ'লেছ মথুরায়, ওহে শ্যাম রায়; মনের আনন্দে যাইতেছ রথেতে ॥ ৩৭

তিওট।

চল, ব্রজের জীবন,—মধুর বৃন্দাবন, শূন্যময়, হ'য়েছে।

ব্রজবাসী, সব—কাঁদিছে, (শ্রীহরি) সহ উপানন্দ, তোমার পিতা নন্দ, কেঁদে বলে, "কোথায় আমার প্রাণ-গোবিন্দ", সাধের নন্দালয় নিরানন্দ হ'য়েছে ॥

সোনার কমল কমলিনী,—প'ড়ে ধরাসনে, বহে শতধার নয়নে; দেখবে চল,—ব্রজের রাজনন্দিনীর যে দুর্দ্দশা, (বহে শত ধার নয়নে) মধুপান করে না অলিগণে, কৃষ্ণ, তোমা ধন বিহনে;

ব্রজের পশু পক্ষী, বাক্যহীন সব, হ'য়েছে, (সে ত, তোমা বিনে হে) (সব নীরব আছে হে,—কেশব বিনে হারা হ'য়ে) (তারা দুকূলে কাঁদে হে,—অনুকূল আর প্রতিকূল) (ধারার বিরাম নাই হে,—নয়ন জলে বয়ান ভাসে) (কেবল তারাই আছে হে,—তাদের তারা নাই)

একটি নবীন রাখাল কাঁদে হে, (নবীন তরু হেলান দিয়ে) ("হা কৃষ্ণ" "হা কৃষ্ণ" ব'লে)

যত ব্রজ গোপাল, ডাকে আয় রে গোপাল, গোপাল, তো বিনে গোচারণে, যায় না গোপাল, তৃণ বদনে ঊর্দ্ধ-মুখে র'য়েছে ॥ ৩৮

চৌতাল।

দধি মন্থন কোরে, রাণী, ভাসে নয়ন সলিলে; এ সময় নীলমণি আমার, কোথায় রহিলে ॥

রতন মণি, ক্ষীর ননি, দিব কার বদন কমলে ॥

যে হ'তে অক্রূরের রথে, গিয়েছ বাপধন; কর নাই ননি ভোজন, বসিয়ে দুঃখিনীর কোলে ॥

তুমি রে নয়নের তারা, তোমা ধনে হ'য়ে হারা,—মনিহারা ফণীর ধারা, আছি গোকুলে;—চঞ্চল হ'য়ে অঞ্চল ধ'রে, ননি চাহিতে; ননি, খেতে খেতে, চাঁদ মুখেতে, ডাকিতে জননী বোলে ॥

হিয়ার আগেরে নীলরতন; (তোমার, কোটী চন্দ্র, নিন্দি বদন) ভুলাতে

পারি না বাপ্;—(তোমায়, নবনি সিঞ্চিত, বদন,) আমি সদ্যোত্থিত ননি তুলে;—চাঁদ মুখে, দিতাম রে বাপ্ তিলে তিলে। একবার, কোলে আয় বাপ্, কাল রতন;—"মা" বলিয়ে, শীতল কর্‌য়ে মায়ের জীবন। এখন কোথা রইলি মাখন চোরা;—দুঃখের সময়, দেখা দে রে, দুঃখ পাসরি।

তখন কাঁদিছে শ্রীনন্দপ্রিয়ে, নিরানন্দ নিরখিয়ে;—কাঁদে নন্দ, দুঃখে আঁখি ঝুরে (ওকি আহা মরিরে) (কৃষ্ণ এই করিলি বাপ্; বৃদ্ধ দশায় এ দুর্দ্দশা, (কে আমায় চরাবে ধেনু,) (কত দিন চরাব ধেনু,) (কে আমায় বহিবে বাধা) এ সময়ে রথোপরে, তত্ত্ব জানিবার তরে; উদ্ধব উদয় ব্রজপুরে (ও কি আহা মরিরে) (সকল শূন্য দেখিয়ে; কৃষ্ণ ভিন্ন বৃন্দারণ্য, ব্রজবাসীর জীবন শূন্য)

তখন, কৃষ্ণের স্বরূপ, হেরি উদ্ধব রূপ, ঊর্দ্ধমুখে রাণী ধায়, (আমার গোপাল গৃহে এলে বোলে) রাণী, ক্ষীর সর ল'য়ে, বাহু প্রসারিয়ে, বলে কৃষ্ণ কোলে আয়, (রাণী কেঁদে কেঁদে) আছে কি অভিমান, ও বাপ্ তোর্ অন্তরে; কেন এখন, এ রথোপরে;—তোমায় বেধেছিলাম, ছার ননির তরে; এখন সেই দোষে কি দোষী হলাম, (ননি খাবি না বুঝি) ("মা" ব'লবি না বুঝি)

রথোপরি উদ্ধব, সজল নয়নে, পতিত হইল যশোমতির চরণে; (আমি "কৃষ্ণ" নই মা, তোর কৃষ্ণের দাস হই) (উদ্ধব নাম ধরি গো, আমারে পাঠালেন হরি ব্রজের কুশল জান্তে এসেছি)

ব্রজের, কুশল কি আর আছে, সকল প্রাণ গোপালের সঙ্গে গেছে; দেখে যারে উদ্ধব;—সাধের শ্রীবৃন্দাবন, হ'য়েছে; (বনবিহারী বিনে) ব্রজের জীবন সম্বল, ছিল কৃষ্ণ বল, কৈ সে বল আছে বল্;—গোপীর নেত্রজল, বহিছে কেবল; ঐ দেখ, যমুনার জল উথল তায় হোয়েছে।

ঐ দেখ গোকুল অন্ধকার, গোপ গোপীকার, যাতনা যে প্রকার; হ'লো সবাকার যেন শবাকার; "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" ব'লে হাহাকার করিছে।

তখন, সহিত সঙ্গিনী, রাই রাজনন্দিনী, যায় ধনী শ্রীনন্দভবনে (কৃষ্ণের কুশল জানিতে) সুধায় সুধামুখী, উদ্ধবের কাছে,—বল বল,—গোপীর প্রাণবল্লভ কেমন আছে, (বল্‌রে উদ্ধব) এই ব'লো গিয়ে, প্রাণনাথে;—আমরা ঝাঁপ দিব এই যমুনাতে, ("কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলে) তখন, শ্রীদাম আদি

সুবল, রাখাল সকল ; ব্যাকুল গোকুল-শশী বিনে (হায়রে)
বলে, যেদিনে প্রাণকানাই গেছে ; সেই দিন হ'তে আমাদের গোষ্ঠের খেলা ফুরায়েছে।

না শুনে কানুর মোহন বেণু ; আর বিপিনেতে যায় না ধেনু, (তারা কেবল কাঁদিছে) ব্রজ নিরীক্ষণ করি, উদ্ধব গিয়ে মধুপুরী, যথায় কৃষ্ণ হলেন উপনীত, (আমি দেখে যে এলাম, গোকুল হেরে আকুল হ'য়ে) মা যশোদা, পিতা নন্দ, তোমা বিনা নিরানন্দ, কেঁদে কেঁদে অন্ধ, হোয়ে আছে, (তারা হারায়েছে ; তুমি তাঁদের নয়নতারা) ব্রজবাসী আছে যত শবাকৃতি সবারি ত, "হাহাকার" শুনিলাম শ্রবণে ; ধেনু বৎস তোমার লাগি, তৃণবারি হ'য়ে ত্যাগি ;—হম্বা রবে, ডাকিছে সঘনে, (গতিশক্তি নাই ; অতি কৃশ তনু) যে রাখার গৌরব কর, দেখিলাম দুর্দ্দশা তার, ধূলায় প'ড়ে আছে অচেতনে (আমি দেখে যে এলাম যেন রাহুগ্রস্ত পূর্ণশশী)।

বৃন্দাবন কি গহন-কানন, চেনা যায় না হেরিলে ; দুঃখে রাণী করে রোদন, বক্ষ ভাসে চক্ষের জলে ॥ ৩৯

চৌতাল

উদ্ধবেরে হেরে, কাতারে, কহে নন্দরাণী ;—ওবাপ, একান্ত কি, ব্রজে আমার, আস্‌বে না নীলকান্তমণি ॥

প্রাণের গোপাল অন্ত, গোকুল ছিন্নভিন্ন, বৃন্দারণ্যের চিহ্ন নাই ; আমার ভবন শূন্য, শূন্য জীবন যাদুমণি ॥

দেখ বাপ নন্দের নয়ন নাই,—ধ'রে ধরা, পুত্রশোকে অধরা,—চক্ষের ধারা বক্ষে ধরা যায় না রে বাপ ; কেঁদে বলে, দেখা দেরে প্রাণ কানাই ; কি অনিত্য কপাল, আমার পুত্র গোপাল ;—শত্রু সম, হ'লো রে,— এমন কে জানে বাপ, পুত্র হো'য়ে মায়ে ক'রে কাঙ্গালিনী ॥

আমার রে, নিরদয় নীলমণি, তার কি মায়ের মায়া হ'লো না রে,—যেদিন অক্রূরমণি, নিঠুর হ'য়ে, আমার হিয়ার মাণিক, গেছে লয়ে,—কৃষ্ণ শোকের শেল, র'য়েছে বুকে,—সেই দিন হ'তে, ননি দিই না কারও মুখে।

যেদিন গোপাল গেছে, মধুপুরে, সেই বসুদেব, দেবকীর ঘরে,—তাদের নিগড় বন্ধন, মোচন হ'লো,—সেই বন্ধন কি গোপাল, মোদের ভাগ্যে দিয়ে গেল।

বাপরে যেমন আমার গিরিধর,

নিন্দিত শশধর রে—জলধর, বরণ উজ্জ্বল (আহা কি বল্‌বো রে) তেমতি হেরি নির্ম্মল, তুমিরে নীল-শতদল দুঃখানল, হইল শীতল রে, (তোমার বদন হেরে রে, বাপরে আমার কৃষ্ণের মত) (বদন মনে হ'লো রে, অলকা আবৃত বদন)

একবার কোলে করি, আমারে উদ্ধব, আমি কৃষ্ণধনের শোক নিবারি।

কহে উদ্ধব নত শিরে,—আমি তব কোলের যোগ্য নই—মা, তব কোলের যোগ্য, যজ্ঞেশ্বর হরি,—মা গো আমি কেবল তোমার চরণ ধূলার অধিকারী, মা গো সম্বর তমসি আঁখি নীর, মা গো যাঁরে ভাবে ভবে বিধি আদি ভব, যস্য পদ ধেয়ে জাহ্নবী উদ্ভব, সেই হরি তোমার, ভবনে সম্ভব, পুত্র ভাব ভেবে কোলে নিলে যাঁরে মা যশোদে—মা গো, শুক, ব্যাস, সনকাদি তপোধন, ধ্যানে জ্ঞানে যে ধন, করে আরাধন, ত্রিলোকের ধন, গোলোকের ধন, সে ধন করে, তোমার মাতৃ সম্বোধন, মা যশোদে,—

যশোমতী ভাষে, উদ্ধব সেই আভাসে, ধৈর্য্য হ'য়ে রইলাম রে, যেমন রামধন দিয়ে, বনবাসে, প্রাণ ধরে কৌশল্যা রাণী ॥ ৪০

চৌতাল।

বসুদেব; আজ, কে ডাকেছে মা ব'লে আমায়।

দেখে পেলাম জীবন জুড়াইল শ্রবণ, এমন সুধামাখা "মা" বোল বচন, আমি জনমে শুনি নাই মথুরায় ॥

আমি এমন অভাগিনী, পুত্র প্রসবিয়ে, ব্রজরাজে দিয়ে, হ'য়ে রইলাম পুত্রের কাঙ্গালিনী শুনেছি আমাদের ধন, রামকৃষ্ণ ধন, ব্রজে চরা'ত গোধন; —আছি কারাগারে দারুণ বন্ধন, আর কি সে ধন পাব পুনরায় ॥

আমার অন্তরে জ্ঞান হয়, যেন নীলমণি নিকটে এলো; আমি ইহাই দেখি কাছে কাছে, যেন গোপাল বেড়ায় নেচে নেচে;—আমার বাঁম আঁখি নৃত্য করে;—গোপাল আছে কারাগারের দ্বারে (আমি ইহাই দেখি)।

মাতা পিতা বন্ধন, মোচয়ে মাধব, চরণসরোজ, রজ ল'য়ে (বলে আমি এসেছি মা তোমার অষ্টম গর্ভের অধম সন্তান)।

কাতরে দেবকী বলে, একবার বলরে "মা" বল্; (আমি, "মা" বোল্ বোলের ভিখারিণী) অনেক দিন শুনি না'রে) একবার "মা" বলরে চাঁদমুখে; ও বাপ শুনুক সব মথুরার লোকে।

(তোর শ্রীমুখের "মা" বোল্) একবার "মা" ব'লে, আয়রে কোলে ; আমি দাঁড়াই দুটি বাহু তুলে, (এক বার কোলে আয় বাপ্)।

"মা"—বোলে দু-ভেয়ে, কহেন বিনয়ে, মায়ের কোলেতে বসিয়ে, তখন আনন্দে অধীরা হোয়ে বসুদেবে দেবকী জানায় ॥ ৪১

চৌতাল।

নিরানন্দ হ'য়ে নন্দ, কৃষ্ণ—প্রতি কয়, গোপাল রে, রাখি তোরে মধুপুরে কেমন ক'রে ব্রজে ফিরে যাই ॥

তোমা বিনে, ত্রিভুবনে, আমায়, "পিতা" বলে এমন নাই ॥

আসি কংস-নিমন্ত্রণে, ফিরে যাবি না আর বৃন্দাবনে, কহ কেমনে ;—তোমার, বজ্রসম বাক্যবাণে, আমি বুঝি এ জীবন হারাই ॥

যতনের ধন রতনমণি, জীবনের ধন যাদুমণি, গোপকুলের চূড়ামণি, তুমি রে কানাই ;—কাত্যায়নী আরাধনে, আমরা পেয়ে ছিলাম তোমা ধনে, কতই সাধনে ;—এখন হারায়ে অমূল্য ধনে, কি ধনে আর প্রাণ জুড়াই ॥

কেন হেন কঠিন, কথা শুনি, (আমার রতন মণিরে) (এ কি বিষাক্ত বাণীরে ; চাঁদরে তোমার চন্দ্রাননে) (সুধাসিক্ত বাণী ত্যজে ; আমার শ্রবণ জ্বলে জীবন জ্বলে) যদি ফিরে যাও ভবন, বন হইবে ব্রজ ভুবন রে ; জীবন ত্যজিবে নন্দরাণী (তার আর কেবা আছে রে নীলমণি ধন তোমা বিনে) রাণী যা কহিল আসিবার কালে :—ও নীলমণি,—তাই ঘটালি, এ কপালে রে, (ব্রজে আর কি যাবিনে,) তোমায়, অক্রূর সনে বিদায় দিয়ে ; আছে রাণী, মথুরার পথপানে চেয়ে রে ; (গোপাল আসবে বোলে রে) যেমন শ্রীরামধনে, দিয়ে বনে, রাজা দশরথ মরে প্রাণে, আমি তোমা বিনে তেমনি হব ; যমুনাতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ তেয়াগিব, (কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে)।

কাঁদে শ্রীদাম সখা তোর, শোকে সকাতর নীলাচল, চল সে গোকুলে, (চল চল রে) ব্রজরাখাল ডাকে রে, (হাঁরে রে রে কানায়ে রে (আর কি গোষ্ঠে যাবি নারে) তোমারে না হেরে কানু, না শুনি চাঁদমুখের বেণু, (কাঁদে ধেনু, কালিন্দীর কূলে,) (তারা ধেয়ে আসেরে, চাহিয়ে মথুরা পানে) (কিছু বলিতে পারে না, অবলা ধবলি তারা,) (নয়ন জলে বয়ান ভাসে) (আসিবার কালে দেখে এলে) ॥

ব্রজে গেলে যাদুমণি, ধেয়ে আস্‌বে তোর জননী এলোকেশে, গোপাল এলো বোলে ; তারে কি ব'লবো রে (আমার বল্‌বার বল আজ ফুরাইলি) (রাণী ননি লয়ে দাঁড়ায়ে আছে) (কে বা নেচে নেচে ননি খাবে) হারায়েছি নীলকান্তমণি, শুনিলে দুরন্ত বাণী, রাণী মূর্চ্ছা যাবে ধরণী উপরে, (অমনি ধূলায় পড়্‌বে রে,) বাতাহত কদলীতরুর মত) (ত'াত সকলি জান রে,) (কেবল গোপালগত রাণীর প্রাণ (তোরে তিলেক না হেরিলে ম'রে)

তখন শুনি পিতার ক্রন্দন, ব্যাকুল যদুনন্দন রে ; নয়ন নীরে,—অমনি নীলাব্জ ভাসিয়া গেল রে।

কৃষ্ণ মনে ভাবে ;—আমি কি বোলে পিতায় প্রবোধিব রে ॥

আমি, ব্রজলীলা, করিবার তরে, গোলোক ত্যজে গোধন চরাই গোপের ঘরে রে।

পিতার প্রেমের দায়ে, ব্রজে ছিলাম বাধা মাথায় ক'রে ব'য়েছি যাঁহার বাধা রে যদি নন্দ সনে, যাই বৃন্দাবনে ,— মধুপুরে, আমার মা দেবকী ম'রবে প্রাণে রে, তখন নিজ মায়া মুক্ত করি, —পিতার দিব্য জ্ঞান দিলেন হরি, নন্দ কহে আমার পুত্র কোথায়, এ যে দেখি, কৃষ্ণ জগৎপতি, জগৎ পিতারে।

বলে কা'র লাগি কাঁদি আমি, এ যে দেখি, হরি, ব্রহ্মময়, ব্রহ্মাণ্ড স্বামী।

নেত্রধারা বহে নন্দের, কহে নীল-মণিরে, মধুপুরে চন্দ্রাধরে, কে দিবে নবনি রে, (হেথায় কে বা আছে বাপ) কা'র মা'কে "মা" বলিবি রে) (কে ক্ষুধার সময় খেতে দিবে রে) তোমার যশোদা জননী বিনে, গোপাল তোমার সেবা কে বা জানে রে।

দেখো মনে রেখো, গোপাল, থেকোনারে ভুলে ॥

দুঃখের সময় দেখা দিও হৃদয়-কমলে, (রাণীর কোলে র'য়ো রে "মা বলিয়ে মাখন খেয়ো রে) যেন কাঁদেনা রে নন্দরাণী, কৃষ্ণকাঙ্গালিনী হোয়ে।

কৃষ্ণ কহিছে নন্দে রে ;—বাঁধা রইলাম তোমার প্রেমডোরে, এ ব্রজ পুরে ;— কহে নন্দ ভূপাল, যেন গোপাল, আমি জন্মে জন্মে তোমায় পাই ॥ ৪২

ঝিঁঝিট।

বিনে প্রাণ গোবিন্দ, রাণীর প্রাণাকুল, প্রভাস কূলেতে।

বহে শতধার, চক্ষেতে,—দুঃখেতে, —ডাকে কোথায় গোপাল, দেখা দে রে গোপাল, আমার, স্তন কাটে দুগ্ধ-ভরে, দেখ রে গোপাল, একবার "মা" ব'লে আয় রে গোপাল কোলেতে।

হেরে রাণী, নীলকমলে, ধর্ত্তে যায় নীল-কমল ব'লে, গো, মন ভ্রান্তে না হেরে নীল মণি—(আহা মরি গো)

ঘননাদ শুনে বলে, কৃষ্ণের বংশী-ধ্বনি, ঐ যে শোনা যায় সঙ্গিনী;

উদয় হেরে নবঘন, বলে আমার কৃষ্ণধন, ঐ দাঁড়ায়ে বাঁকা হয়ে, কর সবে দরশন।

মরি প্রাণে মরি, দেখা দে রে হরি, একবার আয় হরি, ত্রিভঙ্গ রূপ চক্ষে হেরি, যম যন্ত্রণা ঘুচাই অন্তকালেতে॥

ভাবে রাণী, কেন এলাম, নন্দের রাণী, না শুনিলাম গো, দেখিতে না পেলাম্ বাছাধনে (আহা মরি গো)

কৌশল্যার দুর্গতি আমার, হ'লো কপাল গুণে, দিয়ে গহনে, রামধনে;—

নে রে কৃষ্ণ, সকল নে, ব্রজের বৈভব সকল নে, মৃত-দেহে জননীরে, জন্মের মত বিদায় দে;

ক্ষীর-সর করে, রাণী রোদন করে, আর মূর্চ্ছা যায় "কৃষ্ণ" ব'লে, ধরা-পরে; শুনায় গোপী সব "কৃষ্ণনাম" শ্রবণেতে॥ ৪৩

চৌতাল।

নন্দ-দুলাল, কোথা রে,—
বাপ্ আমার, ওরে মাখন-চোরা॥
তুই নাকি রে গোপাল, হ'য়েছিস বাপ্, ভূপাল; তোর দ্বারের দ্বার-পাল;—দেয়না রে দ্বার প্রবেশিতে, দেখ্ রে আসি দশা মোর্॥

ও প্রাণ গেলরে বাপ্ বড় হ'য়েছি কাতর,—চল্লাম রে প্রাণ ত্যজিবারে;—বিদায় হ'য়ে দ্বারে তোর্॥

যবই হাম আয়ব, আমায় নিষেধিল গোপ-পতি (আমায় কতই মানা করে-ছিল রে) সেথা যাসনা,—ও অবো-ধিনী;—আমি না শুনিলাম, তাহার সে বাণী।

গোপাল ব'সেছে রাজ-সিংহাসনে;—(তার কি ব্রজের কথা মনে আছে রে) (তার কি রাখালভাব আর মনে আছে রে) ও তার গোপভাব কি আছে মনে, (সিংহাসনে ব'সে) (এখন রাজা হোয়ে)

সো-নব পুর ত্যজি, হায় হাম তুয়া লাগি রে, (কেবল দেখার লাগি এসেছি বাপ) (চাঁদমুখ দেখ্‌বো ব'লে এসেছি রে) বৈঠিয়ে মাথুর গেল পরাণী;—(এসে এই হ'লো বাপ)

যতন ক'রে এনেছি বাপ্; ক্ষীর, সর, নবনি;—"মা" বলিয়ে কোলে আয় বাপ্ আমার রতন মণি,—(বাপ্ কোথা বা আছ রে, হর-গৌরী সেবিত ধন) "গোপাল" "গোপাল" বোলে রাণী, কাঁদিতে লাগিল; হাত হ'তে

কুশ বারি, খসিয়া পড়িল ;—(বলে আমায় কেবা ডাকুলে রে সঙ্কল্প করিতেছিলাম) (কোথায় রে প্রাণ গোপাল ব'লে) (কোলে আয় নীল-রতন বোলে)

চল চল বুঝি, মা এসেছে (ও দাদা বলরাম) (নইলে কেবা ডাকে হে, ব্রজের মা যশোদার মত) (এনাম কেহ ত জানে না, গোকুল-গোপী বিনে)

করে লয়ে ক্ষীর ননি, দাঁড়ায়ে যশোদা রাণী, "নীলমণি" বো'লে ডাকিছে ;—(দাঁড়ায়ে আছে ; দ্বারিতে দ্বার ছাড়ে না) ; (যেন দীনা হীনা কাঙ্গালিনী) তখন আসিয়ে ত্বরায়, লুটায় ধরায়, দুটি পায় ধ'রে সাধে (আমায় ক্ষমা দে মা, ক্ষমা দে মা, আমায় ক্ষমা দে আর কোলে নে মা ; আমায় ক্ষমা দে আর ননি দে মা)

গোপালে কোলে লোয়ে, কহিছে কাঁদিয়ে, কৈরে চূড়া গুঞ্জ বেড়া, কৈরে পীতধড়া তোর ॥ ৪৪

চৌতাল।

কৃষ্ণ বলরে,—কা'র জননী, কাঙ্গালিনী, কাঁদে প্রভাসে।

সচঞ্চল চিত্তে, ননি ল'য়ে অঞ্চলে ; কোলে আয় নীলমণি ব'লে, নয়ন জলে, বয়ান ভাসে ॥

একি সহ্য হয় অন্তরে, হৃদয় না ধৈর্য্য ধরে, এই মা কি তোরে পালন করে, ব্রজ-নগরে ;—প্রাণ কেমন করে, উহারে হেরে, নীল রতন ;—না জানি বাপ্ আমার মতন, যাতনা দিয়েছ কা'রে.—মা নৈলে কি এত মায়া, হয় রে কারও প্রাণে, চেয়ে আছে চাঁদ-বদন পানে, ননি দিবার অভিলাষে ॥

মনে জেনেছি রে, যাদুমণি। তোর ব্রজের মা সেই নন্দরাণী। তা নৈলে কেন উচ্চৈঃস্বরে,—"প্রাণ গোপাল" "গোপাল" বোলে ডাক্‌বে তোরে। ও বাপ, ব্রজের নন্দরাণী বিনে ;—ক্ষীর ননি, কে তোমার চাঁদ-বদনে। তা নৈলে কেন, নীল-মণি ;—নন্দরাণী, যেন পথের কাঙ্গালিনী। ও বাপ্ যে তোমার জননী হয়, হেরে তার দশা কি এই কর্ম্মে হয় বাছা, তোমা ধনে গর্ভে ধ'রে ;—কারাগারে, ছিলাম পাষাণ বক্ষে করে।

তখন জননীর প্রতি, কহিছেন যদুপতি যশোমতী জননী আমার ; (ওকি ম'রি ম'রি গো) (সে তো ঐ বটে মা ; কেঁদে কেঁদে এমন দশা, যাঁর স্তনদুগ্ধ পান করেছি) আমার

যত যতন, যশোদা জানে যেমন, জগতে এমন নাহি আর ; (মায়ের কতই মায়া গো ; আমা লাগি আর জানেন, নৈলে ননী আন্‌বে কেন)

তখন, মা দেবকী বলে, ত্বরায় যাও রে যশোমতীর কোলে। জীবন ত্যজিবে রাণী এখনি নৈলে। ডাক চাঁদ-বদনে "মা" "মা" বোলে। রাণীর হৃদয় চঞ্চল, ধররে অঞ্চল, চলরে নীলাচল ;—বহে চক্ষে জল, ভাসে বক্ষঃস্থল ; জীবন রক্ষা হয় তোমায় কক্ষে নিলে।

তখন, ধেয়ে গিয়ে গিরিধারী, মায়ের চরণে ধরি, যশোদারে জুড়ায়ে যতনে, (হায় রে) (বলে মা এলো রে, আজ্ আমার যজ্ঞ করা সফল হ'লো) অমি ধেয়ে যায় নন্দরাণী ; (গোপাল আয় বোলে রে) তখন আনন্দেতে নন্দরাণী, চাঁদমুখে দিয়ে ননী, কোলে নিল নীলরতনে, (হায় রে) (বলে কোলে আয় বাপ্ ; মাখন চোরা,) (অনেক দিন চাঁদ-বদন দেখিনা) মরি মরি বাছন, নলিন বদন, মলিন হোয়েছে কি লাগিয়ে (হায় রে) (ননী কেহ কি দেয় না, ক্ষুধার সময় বদন চেয়ে) কি সুখে গোকুল, করিয়ে আকুল, যদুকুলে রয়েছ ভুলিয়ে (হায় রে) (তোমার মনে কি নাই রে ; এত সাধের ব্রজ-পুরী) হে বাপ্ শেল দিয়ে মোর বক্ষঃস্থলে, কোন্ প্রাণে রয়েছ মায়ে ভুলে ;—ঐ দেখ, চেয়ে দেখরে প্রাণ-গোবিন্দ, কেঁদে কেঁদে তোর পিতা অন্ধ ; (যার বাধা বইতে) ব্রজে রাখালগণ যায় না গোঠে, ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে উঠে, "গোপাল" "গোপাল" বোলে কেঁদে উঠে, (কানাই কোথায় রইলে) ধেনু বৎস যে সকল, তারা খায়না রে বাপ্ তৃণ জল, সবে, উর্দ্ধ-মুখে হম্বা রব করে (হায় রে) উচ্চৈঃ-স্বরে হম্বারব করে (হায় রে) (কিছু বলিতে নারে রে ; নয়নজলে বয়ান ভাসায়)

ব্রজ গোপাল, গোপী গোপাল, সকলে জুড়ায় ; দেবকী কয়, রাণী তোমায়, আমা হ'তে অধিক বাসে ॥৪৫

তিওট।

আ-মরি মরি, নিধু বিপিনেতে
কি শোভা হেরি।
রাজনন্দিনী রাই কমলিনী ভুবনমোহিনী
সিংহাসনেতে বিরাজেন ব্রজেশ্বরী॥
আহা মরি মরি, কিবা শোভা হেরি ;
(ঐ নিধুবনে রাজা প্যারী)
একে মন্ত্রী বৃন্দে সহচরী ;—
তাহে শ্রীহরি; হোয়েছেন দ্বারী।

তোরা দেখে যা গো ব্রজাঙ্গনা ;—
তখন বলবি কেন দেখালে না ;
(আমায় দোষী করে)
রাই-চাঁদের সহিত তুলনা রহিত,
শরৎ শশী, তাহে আছে যে কলঙ্ক,
এ যে অকলঙ্ক রাই রূপসী ;
দেখ গগনে তড়িত, চঞ্চল সতত
পলকে বিলীন ;—
এই যে স্থির সৌদামিনী রাধা,
বিনোদিনী, উপমা বিহীন,—
দেখ রাই জগতে মনোহর তাহে শ্যাম
নটবর কিবা মনোহর দোঁহার,
রূপের মাধুরী ॥
বল তুমি কেন হেথা দাঁড়ায়ে,
ওহে শ্রীহরি
প্রকাশিয়ে বল ওহে রসরাজ,
কেন হেরি তব কোটালের সাজ ;—
তুমি দাঁড়ায়ে আছ নাগরী পর মাঝে
লাজ পরিহরি হে।
কভু যমুনায় হইয়ে কাণ্ডারী ;
পার পার কর, ল'য়ে ভগ্ন তরী,
(ভব কর্ণধার হে)
তুমি নিধুবনে আসি সে ভাব পরিহরি
হ'য়েছ প্রহরী হে ;
আর একদিন ওহে বনমালী ;—
রাধিকার লাগি হ'য়েছিল কালী ;—
তুমি কদম্বের মূলে রাধা নাম বোলে,
বাজাতে বাঁশরী হে।

তখন বৃন্দে কয় সহচরী,
ধরিতে রাই কিশোরী ;—
ও ফাঁদ পেতেছেন হরি,
গোলোক-বিহারী ॥ ৪৬

ঝিঁঝিট।

মরি কি শোভা হ'য়েছে ঐ যুগল-রূপে শ্রীবৃন্দাবনে।

শ্রীবৃন্দাবনে যুগল মিলনে হের নয়নে ॥

শ্যাম ত্রিভঙ্গ মুরারি, রাধা ব্রজেশ্বরী শোভা আ-মরি, যেমন গগন ত্যজিয়ে শশী সম্পূর্ণে ব্রজে আসি, আজ উদিত দিবা নিশি রাই-গগনে ॥

তাহে শ্যাম রূপের কি মাধুরী, বামেতে শোভে কিশোরী, মেঘমালা যেন হেরি, বিজুলী চমকে, রূপের তুলনা নাই ভূর্লোকে ; তাহে শ্যামরূপ অনুপম, রাই রূপের নাই তুলনা ; মনের বাসনা ও রূপ হেরি নয়নে ॥

ওরে ব্রজবাসী আসি হের রে ; (হের রে,—ও রূপ নয়ন ভ'রে) রূপ হেরিলে হরিবে, মনের তিমির, পঙ্ক বিপক্ষ হবে রে (রূপ হেরিতে হেরিতে যে রূপ নিরবধি বিধি গঙ্গাধর আদি হেরিতে বাসনা করে রে, (মোহন যুগলরূপ তারা)।

আহা মরি কি লাবণ্য ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, মনোলোভে রতন নূপুরে, রুণুঝুণু বাজে রে;—(অভয় পদে রতন নূপুর) কিবা মনোহর মুরতি, চরণে দিনপতি, হে শোভা করে নখরে নখরে, (কিবা সেজেছে হে,—প্রতি নখে কোটি চন্দ্র মোহন যুগল রূপ) তাহে নীলকমল তুলসীদল সচন্দনে॥

শ্যাম সুন্দর নব-জলধর, কিবা বামে রাধে সৌদামিনী, কিবা শ্যাম-শিরে,—শোভে মোহন চূড়া, রাইশিরে শোভে কিবা মনোহর বিনোদ-বেণী।

কিবা শ্যাম উপহার, বনপুষ্পহার রাইগলে দোলে মতি,—কিবা বঙ্কিম গঠন, পাতকী তারণ, (জিনি) শরদিন্দু জ্যোতিঃ; কিবা নীল-খঞ্জন-নয়না বৃষভানু-রাজ-নন্দিনী,—কিবা পীতাম্বর, বংশীধর, কটিতটে শোভে কিঙ্কিণী।

আহা কে বর্ণিতে পারে, যুগল রূপের বর্ণিমা, (রূপের তুলনা যে দেখি না রে,—ভবে জনমিয়া) যে রূপ ব্রহ্মাদি বিরূপ, রূপ নিরূপণে॥ ৪৭

লোফা।

একবার, বল বল "রাধা-গোবিন্দ" বল।

ওরে, আর কিছু লাগে না ভাল; (রাধা নাম বিনে রে) একবার স্ব-মনে বল; (যদি শমন বিজয়ী হ'বি) তোরে মিনতি করি (রসনা); (ওরে, মন-গুরু তোর পায়ে ধরি) সব দিন যে যায় রে, (রসনা); (ঐ দীনমণি-সুত নিকট যে হ'লো) মধু মাখা নাম রে (রাধা-গোবিন্দ নাম) (ওরে, তাই ত জিহ্বার লালস এত (যেন নাম ভুল না (রসনা); (ওরে, ভুলতে হয় ত, আর সকল ভুলো) কাজ ভাল যে নয় রে (রসনা) (ওরে, যে পাঠালে তারে ফাঁকি) মরুভূমি যে হ'লি (রসনা; (রাধা-নাম অঙ্কুর হ'লো না রে) ব'সে কাঁদতে হ'বে (ভবনদীর তীরে); (যেন নির্দ্ধন পুরুষের মত) (যেন দীন হীন কাঙ্গালের মত) তার উপায় কর রে (ব'সে কাঁদ্‌বি কেন) (মুখে "রাধা-গোবিন্দ নাম" ব'লে)

গোবিন্দ ভজরে মন, কি করিতে পারে যম, (শমন পলায়ে যাবে রে; রাধা নামের ধ্বনি শুনে) এ নাম শমনের শমন রে—শমন সমনে শুনে। পারে যেতে নাম উপায় (কি হায় রে); (আর গতি নাই রে,—এই ঘোর কলিযুগে) শুনিয়ে গোবিন্দ রব, আপনি পলাবে সব; (সব দূরে যাবে রে,—যত ত্রিতাপ হ'ক না কেন)

সিংহরবে করী যেন ধায় (কি হায় রে,—ভব বন্ধন দূরে যায়।

নামে প্রেম কর রে, (রাধা-গোবিন্দ নামে) (ওরে, নামে প্রেমে মাখামাখি), নামের যজ্ঞ কর রে, (রাধা-গোবিন্দ নামের) (তা'তে অনুরাগ ঘৃত ঢালি) (তা'তে প্রেম আহুতি দিয়ে) একবার, ভাবিনী ভাব (রসনা); (যদি মহা ভাবের উদয় হবে) (যদি ভবারাধ্য ধন পাবি) "রা—ধে গোবিন্দ" বল, "শ্রীরা—ধে, গোবিন্দ" বল রে (আর কবে বা বলবি রে,—দিনে দিনে দিনাগত) জনম বয়ে যে যায় রে; (অনেক কঠিনের জনম) কে বা সঙ্গে যাবে রে; (নাম যাবে আর তুই যাবি) সব পড়ে যে রবে রে; (যখন দেহ শব হবে) বৈভব পড়ে যে রবে রে; (এত যে যতনের বৈভব কিছুই যাবে না যাবে না।

(ধন দারা পুত্র কন্যা) কেবল নাম যাবে রে, (ভব পারের নাম সম্বল) আর গতি যে নাই রে, (রাধা-গোবিন্দ নাম বিনে) জীবের নামেব গতি রে, অকূল এই ভবার্ণবে) নামের ভেলা বাঁধ রে, (হৃদে ধরি পারে যাবি) প্রাণ জুড়া'লে নাম রে, (এই যে রাধা-গোবিন্দ নাম) বল বল বল রে বদনে। (সব দিন যে যায় রে,—কুসঙ্গের বশী হয়ে)। ৪৮

লোফা।

"রাধে গোবিন্দ," "রাধে গোবিন্দ," হ'য়ে আনন্দ, বল রসনা। তোর ঘুচিবে রে মনের তিমির, ত্রিতাপ জ্বালা, আর রবে না॥ মনপাখি,—তোরে যতন্ ক'রে পুষে ছিলাম; (এই "নাম" ব'ল্‌বি বোলে)

'নাম" বল্ রে—বল্‌বার বদন ত পেয়েছ ভাল; (পুঞ্জপুণ্য ফলে)

মনপাখি,—এ নাম গানেও সুধা, পানেও সুধা; এমন জনম ত আর হবে না রে; (পিয় ওরে নাম বদন ভ'রে)

রসনা রে,—রাখ রসনাতে রসাইয়ে; (পরিত্রাণের মূলমন্ত্র নাম)।

গুরুদত্ত, মূলমন্ত্র, মাখাইয়ে তাহে, রাখ রাধা-গোবিন্দ-নাম, রসনায় সাধাইয়ে, জিহ্বায় সাধায়ে রাখ রে) (যদি সাধনবলে সেই দিন বল্‌তে পার), (যদি ভ্রমেও ভুলে সেই দিন ব'লতে পার) রাখ রাধা-গোবিন্দ নাম, হিয়াতে জাগায়ে, (হিয়ায় জাগায়ে রাখ রে) (হিয়ায় মাঝে বাস ক'রে)। ৪৯

দোফা।

রসনা, রাধা গোবিন্দ নামের
ধ্বনি দে ;
নামের ধ্বনি দেনা রে,
নামের ধ্বনি দেনা রে।
আমার প্রেমময়ী ;
গরবিনীর, ধ্বনি দে।
আমার শ্যাম গরবের
গরবিনীর ধ্বনি দে।
আমার বৃন্দাবন-বিলাসিনীর
ধ্বনি দে।
শ্যাম সোহাগের সোহাগিনীর
ধ্বনি দে।
আমার কানু-মনোমোহিনীর
ধ্বনি দে।
আমার অষ্ট সখীর শিরোমণির
ধ্বনি দে।
আমার বৃষভানু-নন্দিনীর ধ্বনি দে।
ওরে, যাঁর ধ্বনিতে জগৎ জুড়ায়,
ধ্বনি দে।
ওরে, যাঁর ধ্বনিতে জগৎ ধনী,
ধ্বনি দে।
যদি পরম ধনে ধনী হ'বি,
তাঁর ধ্বনি দে।
যদি ভবারাধ্য ধনে পাবি,
তাঁর ধ্বনি দে।
যদি শমনভয় এড়াইবি, তাঁর ধ্বনি দে।
যদি অবহেলে ভব পারে যাবি,
তাঁর ধ্বনি দে।
যদি প্রেমানন্দে মেতে যাবি,
তাঁর ধ্বনি দে।
যদি স্বর্গসুখে সুখী হবি,
তাঁর ধ্বনি দে॥ ৫০

দোফা।

"রাধা-গোবিন্দ" "গোবিন্দ" ব'লে
নাও রে।
একবার ব'লে নাও রে, একবার শুনে নাও রে। যদি মানব জনম পেয়েছ রে, (আশী-লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে)
যদি দুর্ল্লভ জনম পেয়েছ রে, (দেখো যেন হেলায় যায় না)
যদি হেলাতে, পারেতে যাইবি রে, (রাধা-গোবিন্দ নাম বল রে)
যদি শমন বিজয়ী হইবি রে (শমন দমন নাম বল রে)
আমার রসনারে পুরাও বাসন রে, (রাধা কৃষ্ণ নাম বল)
আমার রসনা রে, নামে রস না রে, (যে জন্য তোর ভবে আসা)
শ্যামাতে বামাতে নবীনা কিশোরী রে, (যুগলরূপের বালাই যাই)
শ্যামের অধরে মুরলী বাজিছে রে, (জয় রাধে শ্রীরাধে বলে)॥ ৫১

লোফা।

অমনি রূহুক যুগল, আমাদের।
যুগল কিশোর আমাদের।
আমরা নিত্য নিত্য অমনি হের্‌বো।
আমরা নয়ন ভরে অমনি হের্‌বো।
আমরা বড় সাধে মিলায়েছি।
যতনে রতন মিলায়েছি।
কিবা শ্যামের বামে রাই-কিশোরী।
কিবা নীলগিরিতে সোনায় গাঁথা।
তোরা আয়গো-কুঞ্জের বাহিরে আয়।
সখি, দেখিস্ যেন ঘুম্ ভাঙ্গাস্ না।
কিবা শ্যামের কোলে রাই ঘুমা'ল।
কিবা রাইয়ের কোলে শ্যাম ঘুমাল।
কিবা দোঁহ অঙ্গ একই হোলো।
শ্যাম চিকণ নীরদ-কায়,
তড়িত রাধা, জড়িতা তায়, রে।
(যেন মেঘের কোলে সৌদামিনী রে)
(ঘন ঘন মেঘে স্থির বিজুলী রে)
(আজ রূপ হেরে প্রাণ জুড়াইল রে)
রূপ হেরে বলি, যেন মেঘের উদয়;
সখি আবার বলি, যেন চাঁদের উদয়;
ওরে তাঁরেও কি চাঁদ, বলা যায়;—
ও যাঁ'র নখের কোণে,
কোটী কোটী চাঁদের উদয় হয়॥ ৫২

লোফা।

"রাধে গোবিন্দ" বল রাধে।
(রাধে) যদি তর্‌বিরে, বিপদে।
ভাই বন্ধু পরিজন, কেহ তোর্ নয় আপন, কেন পরকে আপন্ আপন্ বোলে, মজিছ বিপদে; সেখানে কি বোলে এলি, বিষয় পেয়ে ভুলে গেলি, (হরি তোমা বই আর ভজবো না হে) (হরি কারো মায়ায় আর ভুল্‌বো না হে) পরমাত্ম না ভজিলি—মজ্‌লিরে সম্পদে॥ ৫৩

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মাং।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ত্রাহি মাং
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব
রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব
পাহি মাং॥ ৫৪

তিওট।

ওরে ভ্রান্ত মন, ভাব হৃদ্‌পদ্মে, "পদ্মপলাশলোচন।"

দিন গেল রে, কর রে সাধন, মিছে অকারণ; ত্যজে অনিত্য ভাব, ভাব নিত্যধন॥

মন রে, সে দিনের দিনাগত, বিষয় বিষেতে রত, আছ নিয়ত, পান কর রে, হরিনামামৃত, যদি ভবাব্ধি হ'বি পার, ভাব সেই সারাৎসার, অসার

ভবেতে হওরে বিরত ; মুখে, অবিশ্রাম, বল "কৃষ্ণ নাম," বিষয় বাসনা পরিহর, ভাব সেই সারাৎসার, সাধুর সঙ্গেতে সুখে কর সঙ্কীর্ত্তন ॥

একবার, ভাব শ্রীকান্তে, মন একান্তে, (যদি অন্তে অভয় চরণ পা'বি, ও মন দুরাশয়) মিছে মায়ার বশে, মন রে, আছ ভুলে,—(একবার ভেবে দেখ) মন রে, কি হ'বে সেই চরমকালে ;

তিনি ত্রিতাপ নাশন, দুরিত বারণ, অখিলের পতি,—তাঁরে ভাবিলে রবে না, এ ভবযন্ত্রণা, রে মন দুর্ম্মতি ; মিছে মায়া পরিহরি, বল "হরি" "হরি," হরিনাম সার,—শুনি তন্ত্রে ভববাক্য, হরিনাম মোক্ষ, হরি পরাৎপর ; হরি-নামে হয় কৃতান্ত-ভয় নিবারণ ॥

এই ভব-ধাম, যে দিনেতে ছাড়িবে ; সুখ সম্পদ কোথায় রবে (এই যে) ঘুচিবে সকল সুখ, নিদান সময় (ওরে মন আমার দুরাশয়) কৃতান্ত-পীড়নে হ'বে ব্যথিত হৃদয় (ও সেই অন্তিম কালে রে)

নিজ দুষ্কৃতি স্মরণ ক'রে, ভাবিবে নয়ন-নীরে রে, শোকানলে প্রাণ দহিবে, (কৃত-কর্ম্ম স্মরণ করে রে) জননী কাতরা হ'য়ে, নয়নমণি হারা-ইয়ে রে, কাঁদিবেন তব গুণ গাইয়ে ; (স্নেহময়ী জননী) তাই রে কত জন্মা-ন্তরে, মানব জনম পেয়েছ রে ; (অশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে) আসি, কি করিলি, এ সংসারে, ও দিন গেল, একবার ভ্রমেও তাঁরে ডাকলি না রে, অতএব বলি শুন, কর কৃষ্ণের আরাধন রে, যদি সে সঙ্কটে পা'বি ত্রাণ, (কালের কবল হ'তে রে) যে নাম দিবা যামিনী, পঞ্চানন শূলপাণি, সদানন্দে গায় নিরন্তর, (কি হায় রে) ("হরি" "হরি" ব'লে রে) হিরণ্যকশিপুসুত, পান করি নামা-মৃত, সঙ্কটেতে পাইল নিস্তার, (কি হায় রে) (সে যে তরে গেল রে) যোগীগণ যোগাসনে, মহারণ্যে অন-শনে, হৃদয়েতে যাঁরে করে ধ্যান (কি হায় রে) চরণ পা'বার লাগি রে) অহঙ্কার পরিহর, ভজ সেই দামোদর, শুনি তিনি করুণানিধান, (কি হায় রে) (জীবে দয়া করেন রে) হরি, অগতির গতি পতিত-পাবন ॥ ৫৫

চৌতাল।

শুন, মন আমার রে, রসনাতে জপ হরি-নাম। হরি-নামামৃত অবি-রত, পান করিও—সতত, জয়ী হবে সুবিস্তৃত, জিনিবে সংগ্রাম।

হরি পরব্রহ্ম, ব্রহ্মার ব্রহ্ম, ব্রহ্ম-সনাতন যোগেন্দ্র, মুনীন্দ্র, ইন্দ্র করেন যোগ সাধন ; হরি, বিশ্বরূপী সর্ব্বমূলাধার, হরি ভিন্ন অন্য কে আছে আর, হরি তন্ত্র, হরি মন্ত্র, হরি সারাৎসার ; জপে হোমে যজ্ঞে হরি সকল দেবের সাধন হরি, তাই ত বলি, বল "হরি," পূরবে মনস্কাম ॥

যে জন মৃত্যুকালে "হরি" বলে, সেই পুণ্যবান্ ;—ঐহিকের সুখ, অন্তে যায় বৈকুণ্ঠধাম ; শূকর মৃত্যুকালে, শুনে হরি-নাম, শমন ধাম যেতে হলো না সে ধাম, নামের জোরে, ডঙ্কা মেরে যায় বৈকুণ্ঠধাম, ত্যজিয়ে শূকর মূর্ত্তি, ধরি চতুর্ভুজাকৃতি, হরি ক'রলেন হরিপ্রাপ্তি প্রাপ্তগোলোকধাম ॥

সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরি নবঘনশ্যাম, হরি, দর্পহারী দারিদ্র ভঞ্জন ; অনাথের নাথ সে—রাধানাথ, যে ভজেছে সে পেয়েছে ও যুগল চরণ ; তার কি শমনের ভয় আছে, শমন সংগ্রাম জয়ী হয়েছে, ভবপারের পথ করেছে পাবে মোক্ষধাম ॥

হরি পরমাত্ম, পরম তত্ত্ব পরম পদার্থ ভক্ত ভিন্ন কেবা জানে মাহাত্ম্য, বলি, বিভীষণ, ভীষ্ম, কপিল, অর্জ্জুন, অম্বরীষ, নারদাদি বাউল সনাতন, এরা কিঞ্চিৎ জানেন মাহাত্ম্য, পরম ভক্ত জেনে ভগবান্ হে ;—বলির দ্বারে দ্বারী হোয়ে করেন দাসত্ব ; ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর হরি, গোলোকবিহারী, (অবোধ মন রে) ঐ গোকুলে গোলোক-চন্দ্র গোবর্দ্ধন-ধারী ; হরিতে যার রতি মতি, হরিতে যার দৃঢ় ভক্তি, হরি করেন হরিপ্রাপ্তি বৈকুণ্ঠেতে ধাম।

নাচ মন হরি বোলে, দুবাহু ঊর্দ্ধে তুলে বিহ্বলে, নাচ মন হরি বলে নাচ মন দুবাহু তুলে ;—কলির কলুষ ব্যাধি, হরিনাম মহৌষধি পান কর নিরবধি, সকলে ; এই হরিনামের তরে সদাশিব শ্মশানে ফেরে, মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুজয়ী নাম সাধন বলে হে ;

এই হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন কর সকলে—(অবোধ মন রে—) ভাই বন্ধু দারা সুত সকলে মিলে কর হরি-নাম সার, এ সংসার সকলি অসার রে—ভেবে দেখ ত্রিসংসারে, কেহ নহে কার ; এ দেহ পতন হবে, তখন এ সব কোথায় রবে, কেবল মাত্র সঙ্গে যাবে, শ্রীহরির নাম ॥ ৫৩

ভিওট।

ঐ বাজ্‌লো হরি নামের ডঙ্কা,—
ধো, ধো, ধো, ধো,—রবে বাজ্‌লো।

ডঙ্কা বাজ্‌লো রে, নিতাই বাজ্‌লো রে, ডঙ্কা বাজ্‌লো ॥ এই

হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন, প্রাণ ভ'রে কর মন, জুড়াবে জীবন ; শিব, যে নামে শ্মশানবাসী, উন্মত্ত দিবানিশি আজ, সেই নামে জগদ্বাসী মাতিল ॥

হোয়ে কৃষ্ণপ্রেমে, মাতয়ারা, দুনয়নে বহে ধারা, নিতাই আমার প্রেম-পিয়ারা, প্রেমে মাতিল ;— মুখে "হরি বোল,"—কেবল বলে রে, আর নাচে দুটি বাহু তুলে, আপনায় ভুলে, (প্রেমে বিহ্বল হ'য়ে রে)

নিতাই, আনলে কি মধুর নাম, নাম নয় আনন্দধাম ; আজ নাম শুনে মন প্রাণ মোহিল ॥

মুখে, "হরি বোল", "হরি বোল", রে,—(বল রে এ নাম বদন ভ'রে)

প্রাণ বিষয়েরি বিষে, আছে রে জ্বলিয়ে, এখনি হবে শীতল রে ; ও মন ;—"হরি" "হরি" বল, আজ) ; (ও নাম সুধা-সিন্ধু বটে রে) প্রেম-রজ্জু, সহ-যোগে, বাঁধ হরির পাদযুগে, রে, স্থাপিয়ে, হৃদয় মাঝারে, অতি যতন করে, রে, (স্থাপিয়ে হৃদয় মাঝারে,—ও হৃদয়েরি ধন). সে পদ, পরশমণি, পর সে পরশে রে, ভবক্লেশ আর না রহিবে, তাও কি জান না রে মন, (সব দূরে যাবে রে—যত ত্রিতাপ হ'ক না কেন,—বিপদ-ভঞ্জন নাম নিলে,—মধুসূদন নাম নিলে) ; তুমি ঐ দেখ নামের গুণে, পাষাণ ভাসিল ॥ অতি শীতল, সে পদ-কমল ; (ও সে কমল হ'তে, সুকো-মল ;—যেমন ধূমানলে মেঘের ছায়া) একবার সেই পদ,—হৃদে ধরি— 'হরি' 'হরি' ব'লে, এস বাহু তুলে নৃত্য করি ; যদি জন্ম জন্মান্তরের, পুঞ্জ পুণ্যফলে, মিলেছি সবে,—এস হরির চরণে, প্রেম পুষ্পাঞ্জলি, দিই সকলে ; মুখে "হরি" "হরি" বল প্রেমের হিল্লোলে, আপনি হৃদয়ে উঠ্‌বে রে,—প্রেম-তরঙ্গে সাঁতার দাও বার বার, কি আর ব'ল্‌বো রে যদি ভবে হবে পার, শুন যুক্তি তার, হরি নাম সার কর রে,—সে যে রতনের খনি, হরিনাম ধ্বনি, পুরাণে শুনেছি রে ; ভবে, আর বল ভাই, কি ধন আছে, হরিনাম বিনে ; (জীবের নাম বই আর নাই গতি রে) (জীবের নাম গতি নাম মুক্তি রে) (জীবের নামেব পরম গতি রে ;— কলৌ কলিযুগে) তুমি আর কবে ব'ল্‌বে "হরি" জীবন ফুরা'ল ॥ ৫৭

একতালা লোফা।

আজ আনন্দে বদন ভ'রে হরিনাম সুধা পান কর রে। "হরি" বল, "হরি" বল, "হরি" বল রে ॥ (আজ আনন্দে

বদন ভ'রে ; ভাই রে, ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যাবে ; ভাই রে প্রেমসিন্ধু উথলিবে ; ভাই রে ত্রিতাপ জ্বালা দূরে যাবে ; (একবার বদন ভরে হরি বল) ভাইরে, এমন দিন আর হবে না রে ; (ভাই রে মানব জনম বহে যায় রে ; জীবের নাম বই আর গতি নাই রে ; (জীবের নামেব পরম গতি) ভাই রে সাধের বৈভব পড়ে রবে ; ভাই রে, কেও সঙ্গে যাবে না রে ; দেহ শব হ'লে সব পড়ে রবে ; ভাই রে নাচ গাও বল হরি দুবাহু তুলে, (হরিনামের মালা গলায় দিয়ে) ও ভাই শমন-বিজয়ী নাম রে ; নামে, ভববন্ধন দূরে যায় রে ; ভাই রে হৃদয় মাঝে প্রেমের নদী বহে যায় রে (প্রেমে বিহ্বল হ'য়ে হরি বল) ভবে যেতেও একা আস্তেও একা ; ভাইরে মুদ্‌লে আঁখি সকল ফাঁকি ; মিছে মায়ায় ভুলো না রে ; (বদন ভরে হরি বল) ॥ ৫৮

একতালা—লোফা।

এই যে জিহ্বার অলস ত্যজে
একবার "হরি" বল।
হরি বল রে, একবার হরি বল ॥
ভাই রে এমন দিন আর হবে না।
ভাই রে মানব জনম সফল হবে।
অধমতারণ হরি ভবপারের কাণ্ডারী
বদন ভ'রে বল্ রে হরি,
পাবি রে তুই মোক্ষ ফল ॥
ভাই রে বদন ভ'রে যতন করে।
ভাই রে মন প্রাণ মিশাইয়ে।
ভাই রে সবাই মিলে, বাহু তুলে ॥ ৫৯

লোফা।

"হরি" বোলে চল্‌রে মন।
যমুনাপুলিনে বৃন্দাবন ॥
রাধাকৃষ্ণ দরশনে।
হেরবি রাধাকৃষ্ণে, একাসনে ;—(তাপিত প্রাণ শীতল হবে রে) আছেন যুগলরূপে, কুঞ্জবনে ॥
আমি কবে বৃন্দাবনে যা'ব,—(সে দিন আমার কবে হবে রে) গিয়ে মাধুকুরী মেগে খাব ॥
ভবের জ্বালা জুড়াইবে। শান্তি-ময় সেই বৃন্দাবন ধাম।
কবে বৃন্দাবনের, ছায়ায় গিয়ে ;—(আমার সংসারের তাপ দূরে যাবে রে) আমি জুড়াব তাপিত হিয়ে ॥
কবে বৃন্দাবনের, কুলি কুলি,—আমি বেড়াব দুই বাহু তুলি, ("হরি" "হরি" "হরি" বোলে রে ॥ ৬০

একতালা লোফা।

হেলাতে রতন, হারাইও না মন,
"হরি" "হরি" বল বদনে।

"হরি" বল, "হরি" বল, (একবার "হরি" বল মন) শয়নে স্বপনে জাগরণে॥

ঐহিকের সুখ হলো না বলিয়ে, তা বলে কি নাম যাবি রে ভুলিয়ে; যে নামে,—যাঁর প্রেমে— হ'লেন শুকদেব সুখী, হ'লেন নারদ বৈরাগী, হ'লেন মহাদেব যোগী; থাকেন শ্মশানে মশানে যোগ ধ্যানে। সোণার কাশী ত্যজে)

ভেবে দেখ মন সে দিন ভয়ঙ্কর, অবশাঙ্গ যেদিন হইবে তোমার, সেই দিনে,—বদনে,—যদি বল্‌তে পার হরিনাম, হরি পুরাইবেন মনস্কাম, অন্তে পাবি রে মোক্ষধাম; তোমায় লবে না, ছোঁবে না শমনে॥ (হরি নামের বলে)

ত্যজ্য ক'রে যে দিন যাবি রে সংসার, কোথায় রবে তোমার পুত্র পরিবার, সংসার,—অসার,—আঁখি মুদিলে অন্ধকার, তবে হরিপদ কর সার, যদি হবি রে ভবে পার; রাখ রতি মতি হরি চরণে॥ (ভবে ত'রবি (যদি)॥ ৬১

একতালা লোফা।

'হরি নাম" বল বল আমার মন-রসনা।

মন-রসনা, নামে রসনা, সুধামাখা নাম বল না॥

ঐহিক-রসে, মায়ার বশে, ভুল না রে মন,—দিন ফুরালে কোন দিনেতে, আসিবে শমন॥

(ও কি কর্‌বি তখন) সংসারে আসিয়ে রে মন, বিষয় কাজে থাক,—দিনান্তে একান্তে একবার, রাধাকান্তে ডাক।

(পদে ভক্তি রাখ) হরি-নাম ল'য়ে প্রহ্লাদ, মৃত্যুকে জয় করে,—হরি-নামে জগাই মাধাই অজামিল তরে॥

(তাই ত বলি তোরে) বিরিঞ্চি বাসব ভব, যাঁরে না পায় ধ্যানে,—সেই হরি আসিবেন, ভক্তের হৃদয়-বৃন্দাবনে॥

(নাচিবেন সঙ্কীর্ত্তনে) ভক্ত-বাঞ্ছা কল্পতরু, ভক্তের প্রাণধন,—ভক্তজনে তরাইতে, করেন নাম বিতরণ॥

(ভেবে দেখনা রে মন) যে নামে কলুষ নাশে, অলস ক'র না,—দিবা-নিশি "হরি" "হরি," "হরি" বল না॥

(কর কাল যাপনা) ভীম-রুতি

হবে যখন, জ্ঞান যাবে হ'রে,—রসনা অবশ হবে, মহাব্যাধি ঘেরে ॥

(বল্‌তে দিবে না রে) আভরণ সব কেড়ে ল'য়ে, ভগ্ন-বসন দিবে,—সংসার-বাসনা তোমার কোথায় তখন রবে ॥

(কে আর সঙ্গে যা'বে) ভাই বন্ধু ফেলে দিবে, তুলসীর তলে,—দীনবন্ধু হরি আসি, করিবেন কোলে ॥

(এই নাম যদি না ভুল) ভবনদী পার হ'তে মন, চাইনা ধন কড়ি,—"হরি" "হরি" "হরি" বলে দেও না গড়াগড়ি ॥

(হবে ভবে পারি) দ্বিজ বৈকুণ্ঠের এই বাসনা, মন রসনার হয়,—হরি-ভক্তের—হরি তুমি দিও পদাশ্রয় ॥ ৬২

কার্ফা।

"হরি" বল, "হরি" বল, "হরি" বল ভাই রে।

এই হরিনাম বিনে জীবের আর গতি নাই ॥

(ঘোর কলিযুগে রে) ও ভাই পেয়েছ মানব জনম, আর হবে নাই : (অনেক সাধনের পরে রে) এ নাম বলিলে বলিতে পার, কেন বল নাই ; (মধু মাখান নাম রে) (ভাই রে) এই নাম বিলায়, আমার গৌর আর নিতাই ; (কলির জীবের ঘরে ঘরে রে) (ভাই রে) এই নামেতে ত'রে গেল, জগাই আর মাধাই ; (এমনি হরিনামের গুণ রে) "হরি" ব'লে চল রে ভাই, ব্রজধামে যাই ; (রাধা-রাণীর দয়া হবে রে, কলির জীবের দুঃখ দেখে) ৬৩

লোফা।

"হরি" বল জুড়াক হিয়া রে।

"হরি" বল জুড়াক হিয়া, "রাধা-কৃষ্ণ" বল জুড়াক হিয়া রে ॥

যাতনা সহে না প্রাণে রে ; ("হরি" বল জুড়াক হিয়া) বিষয়-বিষে অঙ্গ জ্বলে রে ; (যাতনা সহে না প্রাণে) পাপে তাপে প্রাণাকুল রে ; (কলুষ বাড়বানলে) কা'রও কথায় ভুল না রে ; (ভুলাতে অনেকে আছে) মুদ্‌লে আঁখি, সকল ফাঁকি রে ; (অসার বিষয়-বৈভব) কেউ সঙ্গে যাবে না রে ; (কেবল নামেব-পরম সম্বল) ॥ ৬৪

একতালা লোফা।

হরিনাম বিনে আর. কি ধন আছে সংসারে বল মাধাই মধু স্বরে।

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে, বল, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে ॥

(বদন ভ'রে বল, বল রে— ...দের তারক-ব্রহ্মনাম রে মাধাই) ...রদ ঋষি, দিবানিশি, বীণা-যন্ত্রে গান ...রে, (ঋষি সদাই "হার' "হরি" ...লে) ঋষি, যারে দেখে, তারে বলে, ...ল হরি বদন ভরে"।

গৌর নিতাই, এরা দু-ভাই, নাম বিলায় ঘরে ঘরে, (এরা জীবের দুঃখ সইতে নারে) এরা অযাচকে, প্রেম ...চে জেতের বিচার না করে।

নামের গুণ, গহন-বনে, শুষ্ক-তরু মুঞ্জরে, (এমনি হরি-নামের গুণ রে) এই হরিনাম সুধারস পিয় রে বদন ভ'রে।

আমরা দুভাই, অশেষ পাপী, বিখ্যাত এ সংসারে, (মাধাই, জেনেও কি তা জান না রে) হরি-নামের বলে, অবহেলে, যায় ...র ভব-পারে।

হরি নামের গুণে, গহন-বনে, একলা গেল ধ্রুব রে, (ওরে, তার কি শমনশঙ্কা থাকে) (ও যে মধুসূদন ব'লে ডাকে) (সে পড়ে যদি ঘোর-বিপাকে) (হরি আপনি পার করেন তাঁকে) প্রহ্লাদ, অগ্নিকুণ্ডে, রক্ষা পেলে শীলা ভাসে সাগরে। জগাই বলে, আয় রে মাধাই, গঙ্গাজলে স্নান ক'রে, (যদি পরম ধনে ধনী হ'বি) নামের তরি, ঘাটে বাঁধা, ডাকলে পরে পার করে, অজামিল পুত্রছলে, "হরি" ব'লে বৈকুণ্ঠে গমন করে।

(এমনি নামের গুণ রে মাধাই) ও সে মহাপাপী ত'রে গেল, অনায়াসে ভব-পারে।

সত্যযুগে যোগে যাগে, ত্রেতাতে সাধন ক'রে, দ্বাপরেতে তপশ্চর্য্যা, কলিযুগে নাম ক'রে ॥ ৬৫

ভাঁসপেড়ে।

একবার "হরি" বল, বদন ভরিয়ে রে। ও তোর, সাধের জনম বহে যায় রে; (আর হরিনাম ব'লবি কবে) ওরে আর কি মানব জনম হবে; বদন ভ'রে "হরি" বল) মুদলে আঁখি, সকল ফাঁকি; (কেউ সঙ্গে যাবে না রে) নিরবধি কতই জলধি; (বিষয় বাড়বানলে) হরি-নাম বিনে আর কি ধন আছে রে; (নাম শক্তি নাম মুক্তি) সাধের বৈভব পড়ে রবে; (যখন দেহ পনত হ'বে) ॥ ৬৬

একতালা—লোফা।

ভজ, ভজ রে রাধাকৃষ্ণ পদে মজ, আমার মন।

ও কি করবে শমন।

ভাই রে এই নাম ভজে, সকল ত্যজে, শ্মশানবাসী ত্রিলোচন ॥

(তার বা কিসের অভাব ছিল রে—সোনার কাশী ত্যজে)

ভাই রে, এই নাম ভ'জে, ধ্রুব শিশু, একলা গেল নিবিড়-বন॥

(তার কি যাবার সময় হ'লো রে)

ভাই রে এই নাম ভজে প্রহ্লাদ দেখ, অগ্নি কুণ্ডে পায় জীবন।

(অনল শীতল হ'লো রে;—হরিনামের গুণে) ভাই রে এই নাম ভজে সুধন্বা শিশু তপ্ত-তৈলে পায় জীবন॥ (এমনি হরিনামের গুণ রে)॥ ৬৭

তিওট।

চিন্তা কর মন, চিন্তামণির চরণ, চিন্তা রবে না।

কেন কর অনিত্য চিন্তা, সংসার বাসনা চিন্তা, ত্যজ ও চিন্তা,—কর চিন্ময় চিন্তামণির চরণ চিন্তা; ভবসাগর চিন্তা কর্ত্তে হবে না॥

চিন্তামণিরে কে চিনতে পারে, ভবসাগর পাড়ে তুস্তারে; চিনতে চিন্তামণি, মুনির শিরোমণি, শিব চিন্তা করেন সদা অন্তরে; তিনি, ত্যজে অসার চিন্তা, সংসারের চিন্তা, তবু তাঁরে চিনতে না পারে।

চিন্তার্ণব, চিন্তা করে, প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে, অনলে, সলিলে হস্তিপদে রক্ষা পেলে; আর ধ্রুব প'ড়ে চিন্তা-কুলে, পঞ্চম বৎসরের ছেলে, সার চিন্তে, চিন্‌লেন চিন্তামণি; দেখে তার কঠোর চিন্তা, চিন্তামণির হ'ল চিন্তা, ভেবে চিন্তে বনে উদয় হলেন; (নারদের কথায়) তেমনি চিন্তা কর মন, ভবার্ণবে চিন্তা রবে না॥ ৬৮

চৌতাল।

জপ শ্রীমধুসূদন;

ভক্তি তুলসীদল, হৃদয় কমল,

কমল করে, কর অর্পণ॥

অকালে ঘেরেছে কালে, মানব জনম যায় বিফলে, 'হরি" বল সবাই মিলে, শমনে কর দমন।

হইলে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্যেতে না পায় বিধি, এ রোগের মহৌষধি, "হরিনাম সংকীর্ত্তন"॥

বেদব্যাস লিখেছেন বেদে, মতি যার হরিপদে, রাখেন তা'রে ঘোর বিপদে, যেন হিরণ্যানন্দন॥ ৬৯

ছুটো।

এ ভবসংসার মাঝে,

হরি বিনে কি ধন আছে,

পারে যেতে নাম কেবল ভেলা।

বলিতে মধুর নাম, কোরো না রসনায় বিরাম, মিছে কাজে

করিও হেলা। (হেলা ক'র না ক'র না,—কুসঙ্গের বন্দী হয়ে)

হরিনামের নৌকাখানি; শ্রীগুরু কাণ্ডারী, তাহে নিতাইচাঁদ নেয়ে, ভবের কর্ণধার 'গৌর" আমার, আপনি যায় তরী বেয়ে. (এমন দয়াল দেখি না দেখি না,—সকল জীবে সমান দয়া) (কিছু বাছে না বাছে না,— পাপী তাপী অধম চণ্ডাল) কে যাবি আয় রে,—ভবপারের নিতাই নাবিক) ॥ ৭০

একতালা লোফা।

যা'দের, "হরি" ব'লতে নয়ন ঝরে,

ওরে, তারা দুভাই এসেছে রে ॥

ওরে, তারা দুভাই, গৌর নিতাই; যারা, মার খেয়ে প্রেম যাচে; যারা, অযাচকে প্রেম যাচে; (এমনি দয়াল স্বভাব রে)

যারা, জেতের বিচার করে না রে; যারা, হরি প্রেমে মাতয়ারা; যারা, আপনি মেতে জগৎ মাতায়; (হরিনামের প্রেমে বিহ্বল হ'য়ে)

যারা, পাপীর দুঃখ সহিতে নারে; যাদের সকল জীবে সমান দয়া; যাদের নামে পাপী ভয়ে যায় রে; (পাপীর এমন দিন আর হবে না রে)

যারা নাচে, গায়, বলে "হরি" দুবাহু তুলে; যারা, পাগল হয়ে পথে বেড়ায় ॥ হরি-নাম-সুধা পান করিয়ে)

একতালা লোফা।

"হরি বোল" বলরে মাধাই,

আমাদের নিতাই চৈতন্য বই আর গতি নাই মাধাই, দেখে এলাম নবদ্বীপে; হরি নাম বিলাচ্ছেন দুটি ভাই। ধর ধর লও বোলে)

তাঁরা অযাচকে, প্রেম্ যাচে, ওরে, এমন দয়াল দেখি নাই, (নিতাই গৌর সম)

তাঁরা আচণ্ডালে প্রেম যাচে; ওরে, জেতের বিচার করে নাই, (দয়াল নিতাই গৌর)

মাধাই, কাজ কি রে আর এ ছার গৃহে; আমরা চল নিতাইয়ের সঙ্গে যাই, ("হরি" "হরি" বোলে) ॥ ৭২

একতালা লোফা।

সুরধুনীর তীরে, "হরি" বলে কে রে;—আমাদের, প্রেমদাতা নিতাই এসেছে ॥

নিতাই নৈলে, প্রাণ জুড়াইল কে রে ॥

কেবল "হরি" "হরি" "হরি" ধ্বনি;

কল্লোলে হিল্লোল উঠেছে,

(হরি নামের ধ্বনির)

শুনি হরি ধ্বনি, সুরধুনী ;
প্রেমানন্দে উজান বহিছে,
(হরি নাম শুনে)
যত ভক্তবৃন্দ, রাজহংস,
গৌর-প্রেমে সাঁতার দিতেছে।
যত পাষণ্ড পাতকী, পানা।
তৃণ সম ভেসে যেতেছে ;
(প্রেমের ঢেউ লেগে)
প্রেমে শান্তিপুর, ডুবু ডুবু ;
অম্বিকায় ঠেল্ লেগেছে।
ন'দের তিনটে চড়া, নাই কো তড়া,
সাধের বৈষ্ণবপাড়াও ভেসেছে
(প্রেমের হিল্লোলে)
নিতাই ভাব দেখে, নদের মাঝে ;
বনের পশু পাখী কাঁদিছে
(প্রেমে বিহ্বল হ'য়ে)
আর একা নিতাই নয়গো আমার,
গৌরাঙ্গ তাঁর সঙ্গে আছে।
(তাতেই মেতেছে)॥ ৭৩

লোফা।

জেনে আয় রে মাধাই, জগৎ মাতালে নিতাই—হরি-সংকীর্ত্তনে।

হরি-সংকীর্ত্তনে মাধাই, মধুর কীর্ত্তনে। (জগৎ মাতাইল রে)

সাত সম্প্রদায় চৌদ্দ মাদোল, বহে যায় রে মাধাই, নামের বাদল এরা, হরি নামে হ'য়ে পাগল, কার কথা কে শুনে॥ (এমনি প্রেমে মাতয়ারা রে)

শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈত, তার সঙ্গেতে এক অবধৌত, এরা, ব্রহ্মার দুর্লভ হরি নাম, দিচ্ছে জনে জনে॥ (জেতের বিচার করে না রে)

বিষহরি চণ্ড পূজি, আমাদের সে পূজা হ'লো না বুঝি, কে, "নাম লবি," "নাম লবি," ব'লে ডাকছে ঘনে ঘনে॥ (ধর, ধর, ধর, ব'লে রে)॥ ৭৪

লোফা।

মুখে "হরিবোল্" "হরিবোল্" "হরিবোল্" বোলে, গৌর নেচে যায়।

গৌর নেচে যায় রে আমার নিতাই নেচে যায় ; ("হরি" বোলে) শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈত, ফুকারি বেড়ায়।

নদের নর নারী "হরি" বোলে, পিছু পিছু ধায়। (কার কথা শুনে না রে)

চারদিকেতে আনন্দে খোল্ কর তাল বাজায়।
("হরি" বোলে গৌর নাচে রে)

রাধার ভাবে বিহ্বল হ'য়ে, ধূলাতে লুটায়।

মুখে জয়রাধে শ্রীরাধে ব'লে নাচে গোরারায়। (রাধে আমায় দয়া করগো)

গৌর, রাই-প্রেমে আপনি মেতে, জগৎ মাতায়।
("হরি" "হরি" "হরি" বলে রে)

লোফা।

নব রসের গোরা, রাই প্রেমে-হ'য়ে ভোরা;—বদনে ব'লছে "হরি বোল্"।

চাঁদ নিতাই নাচে বাহু তুলে :—অদ্বৈত তায় দিচ্ছে কোল, (হরি হরি হরি বোলে রে) আর চার্‌দিকেতে, আনন্দেতে ;—বাজ্‌ছে করতাল খোল, (আনন্দের আর সীমা নাই রে) ও কি নাম এনেছে ন'দের মাঝে ;—সেই নামেতে কোচ্ছে গোল, (সবাই মিলে হরি বোলে রে) গোরার রাধার ভাবে মাখা তনু, প্রেমে হ'য়েছে বিহ্বল ॥

গোরা আপনি হাসে, আপনি কাঁদে ; প্রেমে হ'য়েছে পাগল—(কেবল হরি হরি বলে রে) ॥ ৭৬

একতালা লোফা।

কিবা, "হরি" ব'লে, নাচে, নব গোরা।
কিবা নাচে, সংকীর্ত্তনের মাঝে রে ;
(রাধার প্রেমে বিহ্বল হ'য়ে)
কিবা নাচে, দুটি বাহু তুলে ;
(নাচে আমার গৌর নাচে)
গোরার নাচ দেখে ভাব জানা গেছে রে
(যাঁর প্রেমেতে গৌর হ'লেন)
নাচে, পূরবে ভাবমনেক'রে রে ;
নাচে, ব্রজের ভাব মনে ক'রে রে ;
(প্রেমে মাতয়ারা হ'য়ে)
নাচে, সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লয়ে রে ;
(মাঝে গৌর মাতোয়ারা) ॥ ৭৭

একতালা লোফা।

আয় রে আয় জগাই মাধাই আয়,
হরি-সংকীর্ত্তনে নাচবি যদি (আয়)
মেরেছ তায় ভয় কি আছে (আয়)
ওরে মেরেছ কলসির কাণা,
(মাধাই তাতে কিছু ক্ষতি নাই রে)
মাধাই, তা বলে কি প্রেম দিব না।
(ওরে জগাই মাধাই)
একবার, মার খেয়েছি,
না হয় আবার খাব,
ওরে ভাই তবু হরিনাম দিব ॥
ওরে আমরা দু-ভাই, গৌর নিতাই,
আজ, দু-ভাইকে তরাব দুভাই।
আয় রে মাধাই,—কাছে আয়,
হরিনামের বাতাস লাগুক গায় ॥
তোদের, স্নান করাব গঙ্গাজলে,
হরিনামের মালা দিব গলে ॥ ৭৮

একতালা লোফা।

এনেছি কিশোরীর প্রেম, নিতাই ডাকে, "কে লবি কে লবি আয়" "প্রেম কে লবি কে লবি আয়," "প্রেম কে লবি কে লবি আয়" ॥ (বিনা মূল্যে দিয়ে যাব রে)

নিতাই, আপনি যাজি মাথায়

ডালি, প্রেম-ধন বিলায়ে যায়। (কলির জীবের ঘরে ঘরে রে)

প্রেমে, শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে-পুর ভেসে যায়॥ (রাই প্রেমের তুফান লেগে রে)

এই, ধর ধর, লও হে, "কিশোরীর প্রেম," নিতাই ডাকে আয়। (প্রেম, বিনা মূল্যে দিয়ে যাব)

নিতাই ডাকে আয়, অবধৌত ডাকে আয়, ("ধর" "ধর" "লও" ব'লে রে)

নিতাই, হরি-প্রেমে, আপনি মেতে, জগৎ মাতায়। (জেতের বিচার করে না রে) (প্রেমদাতার শিরোমণি)

যে জন না প্রেম চায়, তারে যাচিয়া বিলায়॥ (এমন দয়াল দেখি না রে)॥ ৭৯

লোফা।

ঐ, বাজলো, শ্রীনবদ্বীপে,
বল "হরিবোল";
(ও কি শোনা যায় রে,
মধুর, হরিনামের ধ্বনি)
গৃহে রইতে যে নারি গো;
(হরি-নামের ধ্বনি শুনে)
প্রাণ, শীতল যে হোলো গো;
(মধুমাখা নাম শুনে)
জগৎ, মাতালে, মাতালে;
(গৌর নিতাই, এমা ভাই)॥ ৮০

একতালা লোফা।

আয় রে কীর্ত্তনের মাঝে দুটি ভাই,
আজ, তোদের, হরিনাম দিব,
জগাই মাধাই॥
মাধাই, "হরে কৃষ্ণ হরি" বল রে;
জীবের নাম বিনা আর গতি নাই।
(হরি বল্ রে মাধাই)
আমি শুনে এলাম নগর মাঝারে;
তোদের পাপের ভাগি কেহ নাই
(মাধাই এ রে)
মাধাই মেরেছ তার ভয় কি আছে রে,
একবার "হরি" বোলে কোলে আয়,—
(ভয় নাই রে মাধাই—)॥ ৮১

একতালা লোফা।

নিতাই না হ'তো।
মধুর 'হরি-নাম' আর কে বিলাতো॥
চাঁদ নিতাই আমার, প্রেম-দাতা,
নিতায়ের হরিনাম বদনে গাঁথা॥
নিতাই যারে দেখে, আপন কাছে,
'ধর' বলে প্রেম যাচে॥
নিতাই যারে দেখে, দেয় কোল,
কোল দিয়ে বলে "হরি বোল"॥
চাঁদ নিতাই আমার, রাস-বিহারী;
(লীলাকরের শিরোমণি রে)
নিতাই কখন পুরুষ কখন নারী॥ ৮২

কাফী।

ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি, নবদ্বীপ বিহারী ;
দীন দয়াল প্রভু হিতকারী ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু কর অবধান,
ভোজনমন্দিরে প্রভু, করহ পয়াণ,
বসিতে আসন দিলেন, রত্ন-সিংহাসন,
সুবাসিত জলে করে প্রভুর পাদ
প্রক্ষালন ॥
বামেতে অদ্বৈত প্রভু, দক্ষিণে নিতাই,
তার মধ্যে বসিলেন চৈতন্য গোসাই ॥
চৌষট্টি মহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল,
ছয় চক্রবর্ত্তী আর অষ্ট কবিরাজ ॥
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা, নানা উপহার,
আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার ॥
অদ্বৈতগৃহিণী আর শান্তিপুর-নারী,
উলু উলু ধ্বনি দেয় গোরার মুখ হেরি,
(আনন্দের আর সীমা নাই রে)
ভোজ্যের উপরে দিয়া, তুলসী মঞ্জরী,
আনন্দে ভোজন করেন নদীয় বিহারী।
(ভক্ত সঙ্গে ভোজন করেন রে)
ভোজনের অশেষ কহিতে না পারি,
ভৃঙ্গার ভরিয়া দিল সুবাসিত বারি ॥
ভোজন করিয়া প্রভু কৈল আচমন,
সুবর্ণ খড়িকায় করেন দন্তের শোধন।
আচমন করিয়া প্রভু
বসিলেন সিংহাসনে ;
কর্পূর তাম্বূল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে ॥
সুবর্ণ পালঙ্কে প্রভু করিলেন শয়ন।
গোবিন্দদাস করে,
প্রভুর পদ-সেবন ॥ ৮৩

একতালা—লোফা।

মনের আনন্দে রে,
"হরি" "হরি" বল।
"হরি হরি" বোল্ বল,
"হরি হরি" বোল্ ॥
সাধের জনম বহে যায় রে ;
এমন দিন আর হবে না রে ;
মিছে মায়ায় ভুল না রে ;
শিয়রে শমন ব'সে ;
মিছে দেহের গুমর ছাড় রে ;
"হরি হরি" বোল্ বল,
'গৌরহরি" বোল্।
(একবার বল্ বল্ রে)
ভাই রে ভ্রমেতে ভুলিয়ে,
কুপথে চলিছ সন্ধান না পাইয়ে,
যখন আসিবে শমন করিবে,
বন্ধন, সকলি রবে পড়িয়ে।
(কিছু যাবে না রে (সঙ্গে)—
এত যে যতনের বৈভব)
ভাই রে এ ছার বৈভব,
পড়ে রবে সব, কিছু
না যাইবে সাথে রে,
আর সোনাতে রূপাতে,

জড়িত হইলে, যম কি
ছাড়িবে তারে রে ;
(যম ছাড়বে না রে (তারে)—
করে বন্ধন করে লয়ে যাবে)
মনের আনন্দে বল "হরি,"
ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবের পায়,
মজাইয়ে মন ॥
শ্রীরূপ সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট,
দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঁইয়ের (করি)
চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ,
অভীষ্ট পূরণ ॥
এই ছয় গোসাঁই যবে,
ব্রজে কৈল বাস।
ব্রজে রাধা কৃষ্ণ লীলা,
করিল প্রকাশ ॥
এই ছয় গোসাঁই ভক্ত,
তাঁর আমি দাস।
হরিনাম সংকীর্ত্তন গায়,
হরিভক্ত দাস ॥
("হরি" "হরি" বল রে)
উঠিল নামের ধ্বনি, গগনমণ্ডলে।
গগনেতে দেবগণ,
"হরি" "হরি" বলে ॥
(আনন্দের আজ সীমা নাই রে)
হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ, যাদবায় নমঃ
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
নমঃ গোপাল গোবিন্দ রাম,
(শ্রীমধুসূদন (এইবার,
আমায় দয়া কর হে) ৮৪

পঞ্চম।

বদনে বল্ "হরিনাম," বদনে বল (একবার)।
অনাথের নাথ কৃষ্ণ, পথের সম্বল ;
(আর গতি নাই রে) ॥
"হরি" "হরি" বল একবার "হরি" "হরি" বল ; (একবার বল্ বল্ রে) (এমন দিন আর হবে না রে) "হরি" "হরি বল, একবার "গৌর হরি" বল ; (বদন ভরে বল্ বল্ রে) দিন গেল মন "হরি বল।
"হরি" "হরি" "হরি" বল এই বদনে "হরি" বল "হরি" বল "হরি" বল, "হরি" বল, "হরি বল, "হরি, বল, "হরি" বল, "হরি" বল, "হরি" বল, "হরি" বল, "হরি বল, "হরি" বল "হরি" বল ॥ ৮৫

তিওট।

ভেরী বাজল। জয় রাধে শ্রীরাধে কৃষ্ণ হরে হরে রবে বাজল ॥

মৃদঙ্গ ধ্বনি, কি মধুর শুনি রবে বাজল॥

শুনে পুরবাসী সকলে, নামের নিশান তুলে, ধেয়ে আসিল॥

তারা হরি বোল বলে গায়, আনন্দে ভেসে যায়, হরি নাম শুনে তাপিত প্রাণ জুড়াল॥

খয়রা।

ভুলে আর কেন ভাই, আছিস তোরা দীনবন্ধুর নাম।

পড়ে ভব কারাবাসে বদ্ধ মায়া-পাশে, হতাশ চেতন, কেন নীরবেতে থাক, কৃষ্ণ বলে ডাক, বন্ধন হবে মোচন॥ ৮৬

ঢিমে তেতালা।

সেবিত সুরগণ, মোহিত মহীজন, নীরদ নবঘন শ্যাম (মন রে) কিবা বিমল চন্দ্রমা, বদনে উপমা—বেণু বাজায় অবিরাম (মনরে) (রূপের সীমা নাইরে) (রূপে ভুবন ভরা)।

কিবা জিত কালিয়-কলি, কলুষ-নাশন চরণে সোঁপি মন প্রাণ।

কবে সংসার পারাবার, হইব নিস্তার ভুস্তরে পাই পরিত্রাণ॥

সে দিন কবে বা হবে রে!

(খয়রা)

অতি সুমধুর, নাম বধুঁর, নামে ভবের জ্বালা জুড়ায়ে যায় রে, নামে সুধা খেলে অমর হয় রে।

প্রেমে পীযুষ ভরা, হরি নাম, ডাক বদন ভরে অবিরাম।

(আপনারে ভুলে, হরি হরি বলে)॥ ৮৭

একতালা।

বল হরি বোল, বল হরি বোল হরি নামে আজ মাতাও সবে।

চল নগরে নগরে প্রতি ঘরে পায়ে ধরে নাম বিলাতে হবে॥

(প্রাণ জ্ব'লে যে আছে, ও নাম শুনায়ে,—প্রাণ শীতল কর)।

মেলতা।

গুরু শুনালে মধুর নাম, জুড়ালে মনপ্রাণ আজ হৃদয়বন বৃন্দাবন হলো॥

শ্রীমনিলাল ভট্টাচার্য্য
বি, এ, বি, এল।
২৪ পরগণা-কোদালিয়া।

একতালা।

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
জয় শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন॥
(গোবিন্দ বিলাসের স্থান রে)
জয় কেশীঘাট, বংশীঘাট
রাধার নিকুঞ্জ কানন।
জয় শ্রীযমুনার ধারে
কেলি কদম্বেরি বন॥ ৮৯

খেমটা।

রাধে গোবিন্দ বল।
রাধে গোবিন্দ বল।
শ্রীরাধে গোবিন্দ বল।
রাধে রাধে রাধে বল।
নাম,—বল্‌তে বল্‌তে,—
প্রাণ গেলেও ভাল।
থাকলেও ভাল।
রাধা নামে বাঁধ ভেলা,
এড়াবি শমনের জ্বালা।
রাধা নামে সুধানিধি,
পান কর নিরবধি।
রাধা রাধা বল মুখে, জনম যাইবে সুখে
রাধা নাম বল সদা,
যাবে তোর ভবের ক্ষুধা॥ ৯০

কীর্ত্তন।

ওরে ধরাছেসে যায়রে রাধার প্রেমাধারে।

নব নটবর কেবা যোগীবর প্রেম ঢালে দ্বারে দ্বারে॥

কনোয়া তনু কিবা ঝমকে, প্রেম-আহা চারু-চোখে চমকে, নাচে ঠমকে ঠমকে, আহা আহা আহা পড়ে ঢলে ঢলে বারে বারে॥

নয়নে ধারা শাওনের জল, প্রেমে মাতি নাচে ধরা টলমল, বররপু বিভূষিত সিত-পীত-তুলসী-হারে॥

হুহুঙ্কারে গোরা বলে হরিবোল, যে জুড়াতে আসে তারে দেয় কোল, কারে নাহি বারে যবন চণ্ডাল পাষণ্ড পাপাচারে।

আহা কিবা সুধাধাম, ঐ হরিনাম, বলরে রসনা বল অবিরাম, (ওরে) যে শিখালে নাম সে পুরাবে কাম—নিয়ে যাবে তোরে ভবপারে॥

দাও বাসনা ভাসান, তোল নামের নিশান, ঐ নাম হরিনাম মধুভরা নামরে, সদা ফুকারে। হবে শিব ওরে জীব জিহ্বাকে নামটী শিখারে॥ ৯১

সংকীর্ত্তন।

বড় অসময়, তাই প্রেমময়
পড়েছে তোমারে মনে।
তোমা বিনা হরি, কারে ধরি তরি,
ডাকি বল কোন জনে॥

(একি) ভীষণ করাল, ব্যাধি এলো কাল বিষম জঞ্জাল, তরঙ্গ উত্তাল, নন্দলাল উচ্চরোলে ডাকিহে সঘনে। (হরিবোল—হরিবোল—বোল হরি হরিবোল)

কুদিন বাতাসে, পড়েছি নিরাশে, প্রাণের তরাসে, মরি হা-হুতাশে, কালশশী দেখ আসি রাখ রাখ চরণে॥ (হরিবোল—হরিবোল—বোল হরি হরিবোল)॥

ধরণী কাঁপায়ে, আকাশ ভাসায়ে, তোল হরি হরিবোল ;—ধরিব শ্রীপদে, তরিব বিপদে, হরিনাম পান কর জনে জনে ;—প্রাণ যায় শ্যামরায় দেখ করুণা-নয়নে ॥ (হরিবোল—হরিবোল—বোল হরি হরিবোল) ॥ ৯২

ষ্টার থিয়েটর—শ্রীঅমৃতলাল বসু।

হরিনামামৃত পান সবে কর ভাই।
এমন নাম কখন শুনি নাই ॥

হরিনাম যে করে সার, ভবে ভাবনা কিবা তার, নামে যায় মহাপাপ, রোগ, শোক, তাপ সংসার বিকার। নামে জগাই মাধাই তরে দু ভাই, নাম শুনায় গৌর নিতাই ॥ (মধুর হরি নামের গুণে রে)

ভক্ত প্রহ্লাদের প্রাণ, নাশ করিবার বিধান, হিরণ্যকশিপু দিল বিষ করিতে পান। নামে গরল অমৃত হলো, প্রহ্লাদ বাঁচিল তাই ॥ মধুর হরিনামের গুণে রে)

যত যোগ যাগের সাধন, ও ভাই, জপ, তপ, আরাধন, হরিনাম সাগরে অগাধ নীরে বুদ্‌বুদ্ যেমন। হরিনাম বেদে কয় তুমি হরি কৃপাময়,
আমায় করুণা করহে করুণাময় ॥

নব-নীরদ নিন্দি কায়, মরি হায় কিবা শোভা পায় (দীননাথ) মোহন চূড়া শিরোপরে, শিখি পুচ্ছ শোভা করে, মধুরমুরলী করে মনোহর, মোহে মুনি মন হেরি রূপ মনোময় ॥

পঞ্চম সোয়ারি।

শ্রবণে কুণ্ডল করে ঝল মল।
ভালের উপর ঢল ঢল করে তায়—
প্রেম রূপ হেন মনি রসিকের শিরোমণি,
হৃদয়ে কৌস্তভমণি শোভা পায়—
(আহা কিবা)

সাগরে মগ্ন যে জন, তার কি সাধন আরও চাই ॥ (বোল হরিবোল বলে রে)

পরিব্রাজক বলে সার, নামে নাইকো জাত বিচার, নামে মূর্খ জ্ঞানী আচণ্ডালের সমান অধিকার। তুলে নামের নিশান, নাম কর পান, হরিবোল বল সবাই ॥ (বোল হরিবোল বলে রে ॥ ৯৩

গবর্ণমেণ্ট সেন্ট্রাল প্রিণ্টিং আফিস
সংকীর্ত্তন সমিতি।

রূপক।

ভক্তাধীন দীন দয়াময়।
তব নামে হয়ে ভবজয়।

তিওট।

হৃদয়-কুঞ্জ বনে কুঞ্জ-বিহারী,—
দাঁড়াও প্রেম যমুনা পুলিনে, আশা-কদম্ব বনে, (বাঞ্ছা এই মনে) জুড়াক শ্রবণে শ্রবণ, বাজাও বাঁশরী ॥

নটবর বেশে, হে নীরদবরণ, দাও হে দরশন, জুড়াক হে দর্শন, দাঁড়াও বাসনা-ব্রজধামে, চূড়া হেলায়ে বামে, (ত্রিভঙ্গ ঠামে) যেন নয়নে নবঘন রূপ হেরি॥

লোফা।

পীতবাস পরি কি সেজেছ মরি,
স্বর্ণ পত্রে ঢাকা যেন নীলকান্তমণি,
(তুমি হে শ্রীহরি)

ছোট দশকুশি।

শ্রীরাধারে লয়ে বামে, উদয় হও হে হৃদয়ধামে, ও যুগলরূপ প্রতিক্ষণে দেখি হে, হৃদয় বৃন্দাবনে॥

আড়খেমটা।

সুখ হরিনামের সুধা আর কে নিবি আয়, বিকায় বিনিমূলে ভবের কূলে, পান করিলে ঘুচবে ক্ষুধা।

যৎ।

হরি চরমকালে দিও দিনে পদাশ্রয়॥১৪

কলিকাতা দরজিপাড়া হরিসংকীর্ত্তন।

ঝাঁপতাল।

হৃদি-পদ্মাসনে হরি, বিহর হে বংশীধারী, সুমাধুরী যুগল মিলনে, (এই মানস কুঞ্জ কাননে) যেমন রাখাল সেজে, রাখাল মাঝে, (ওহে গিরিধারি!) তুমি গোচারণ করিলে হরি॥

আমার হৃদিক্ষেত্রে, ভক্তি ধেনু— শুনে মোহন বেণু, তব নিকটে থাকিবে কানু॥

ঝাঁপি।

তব চরণ সরোজ, করিয়ে স্মরণ,
প্রহ্লাদ পাইল জীবনে জীবন।
আমার এই অভিলাষ মনেতে—
যেমন বলি রাজায় ধন্য, দিয়ে শ্রীচরণ,
করিলে হে বামন রূপেতে॥

যেমন সুধন্বা প্রেম, ও প্রেম ভক্তি জোরে, সেত জীবনান্তে পেলে মুক্তি-পদ তোমায় হেরে॥

(ছোট চৌতাল)

ষড়রিপু-কংসচয়, কৃপা-বাণে ধ্বংস কর, পীতাম্বর মোহন মুরারি, করি এই মিনতি হে—

(তব শ্রীচরণে॥)

আমার পাপরাশি দূরীভব, করিয়ে হে শ্রীমাধব, আবির্ভাব হও হে কৃপা-সিন্ধু, পুরাও এই বাসনা হে,

(ওহে কালসোনা॥)

একতালা।

আর অভিলাষ, ওহে পীতবাস,
আছে এই মম মনে।
(ও সেই) কমলা-সেবিত, সুধাংশু জড়িত, কুশাঙ্কুর যে চরণে।
(চরণ দিতে যে হবে হে) (দাসে নিজগুণে) (ওহে রাধা-বল্লভ)॥

মেলতা।

ও সেই জাহ্নবীর জন্ম যে পায়,
সেই ত জগতের উপায়,
মম বাঞ্ছা তায়।
দিব সচন্দন তুলসীতে হে হরি ॥ ৯১
কলিকাতা শ্যামবাজার হরিভক্তি-
প্রদায়িনী সভা।

কীর্ত্তন—একতালা।

হৃদি বৃন্দাবন ধামে, হের যুগল মিলন।
মরি অপরূপ রূপ হেরি জুড়াল জীবন॥
শ্যাম নীলমণি বামে রাই কাঁচা সোণা,
সুনীল গগনে যেন, শারদ চন্দ্রমা,
রাধা মুখে মৃদু হাসি,
হেরে হয় প্রাণ উদাসী,
নবঘন, শ্যাম কানু বাঁশরী বদান ॥
মাথামাখি দুঁহু তনু ঢল ঢল প্রেমে,
কুবলয় শোভে যেন, চম্পকের দামে ;
রাধা নামে সাধা বাঁশী, করে নাম গান,
শুনি তান, প্রেমে যমুনা বহিছে উজান॥

ঠুংরি।

বাজে মৃদঙ্গ মন্দিরা, বীণা সপ্তস্বরা,
রাই কানু ঘেরে ধীরে, নাচে সখীগণ ;
হৃদি আবেশ ভরে, দুঁহু বাণী নাহি সরে
অনিমিষে দোঁহে, হেরে দোঁহার বদন ;
কত কথাই যে বলে রে নয়নে নয়নে ;
অনিমিকে দোঁহে হেরে, দোঁহার বদন ;

একতালা।

আহা! নিত্যধামে নিত্য লীলা,
করি দরশন।
রাধা শ্যাম প্রেমে "হরি," বল
অনুক্ষণ। (মন) ॥ ৯৩
কলিকাতা আহিরীটোলা হালদার
পাড়া হরিসভা ॥

সদা হরিবোল হরিবোল
ব'লে গৌর নেচে যায়।
গৌর নেচে যায় গো আমার
নিতাই নেচে যায় ॥
(গৌরের) রাঙ্গা পায়ে সোণার
নূপুর বিজলী খেলায়।
(গৌরের) চৌদিকেতে ভক্তবৃন্দ
করতালি বাজায় ॥
আবার হরি হরি বলে গৌর জগৎ
মাতায়।
(গৌরে) চৌদিকেতে খোল করতাল
মধ্যে দুটী ভাই।
আবার হরি বলে নেচে যায়
জগাই আর মাধাই !
তোরা হেরবি যদি আয় নাগরী
কুলের ভয় কি আর।
আমরা গৌর পদে প্রাণ সঁপেছি
যা করে নিতাই।
হরিনামের ধ্বনি শুনে সুরধুনী গঙ্গা
উজান বহে যায় ॥

আবার হরিনাম স্বর ধ্বনি শুনে
শমন পলায়।
তোরা দেখ্‌বি যদি আয় নাগরি
গৌর নেচে যায়।
কাঙ্গাল নফর দাসের এই
নিবেদন রেখো পায়।
আমি জনমে জনমে যেন ভুলি
না তোমায়॥ ৯১
কলিকাতা চোরবাগান বালক গৌরাঙ্গ
সমাজ।

চন্দ্রবদনী রাধিকে।

জয় রাধিকে রাধিকে রাধিকে রাধিকে॥
(ও ভাই) দ্বি অক্ষরে নাম রাধা,
অক্ষরে অক্ষরে সুধা,
রাধা নাম রসপুর (এ নাম)
মধু হতে সুমধুর॥
রাধা নাম বল মুখে, বলিলে
থাকিবে সুখে।
রাধা নাম মুখে বল
বলিলে থাকিবে ভাল।
রাধা নামে কর মতি (হবে)
জীবনে মরণে গতি॥
রাধা নামে বাঁধ ভেলা, (ও তুই)
এড়াবি শমনের জ্বালা।
রাধা নামে গাঁথ মালা, (ও তোর)
ঘুচিবে ত্রিতাপ জ্বালা॥
রাধা নাম বল মন, শিয়রে
দাঁড়ায়ে শমন।
রাধা নাম কর সার (ও তুই)
অনায়াসে হ'বি পার॥ ৯২
কলিকাতা শ্যামবাজার হরিভক্তি
প্রদায়িনী সভা।

তিওট।

কিরূপ উজলে, শচি মায়ের কোলে,
হেরে ভুবন ভোলে, গৌর মাধুরী।
এসে দেখে যা নগরবাসী, পূর্ণশশী
আজি খসি রে;—যেন পতিত পবিত্র
অঙ্কোপরি॥
জিনিয়ে সুবর্ণ, কি সুবর্ণ,—কি
লাবণ্য: শিশু নয় সামান্য, জগৎ
শরণ্য শ্রীমুখ দেখ রে;—কিবা সুধাংশু
প্রেমপূর্ণ অতি সুপ্রসন্ন, পদ্মনয়নে
কারুণ্য ভাববিকী॥
(পঞ্চম-শোয়ারী)
শ্রীগোলোক শূন্য করি, এই
ভূর্লোকে তারিতে হরি, ত্রিলোক
মোহনরূপ ধরি অবতার।
নদীয়া আজ ধন্য হলো, গৌরচাঁদের
রূপে আলো, প্রেমানন্দের ঢেউ ছুটিল
অনিবার। (আমার গোরার)
(লোফা)
নদীয়া নগরে আজু নন্দোৎসব
কলিতে।

কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণের উদয় এবার
গোরাচাঁদের উদয় পূর্ণিমাতে॥
(আহা মরি মরি, কিরূপ মাধুরী)
সেবার যমুনার কূল, এবার গঙ্গার
তীরে, ছিলেন কাল-শশী হলেন গোরা
(আহা মরি) কিবা লীলা॥

ধামাল।

এমন দিন আর কি হবে,
পাপী তরাতে গোরা এলেন ভবে।
ভক্তিভাবে এস সবে,
নাচি গাই আজ প্রেম উৎসবে।
গাও গাও গাওরে,—
বদনে যে নাম স্মরণে মালিন্য যাবে॥

মেলতা।

জয় জয় গৌরাঙ্গ বল রে প্রাণ ভরি॥ ১৫

কলিকাতা বাহির সিমুলিয়া হরি-
ভক্তি প্রদায়িনী সভা।

দশকুশি।

ঢুলে ঢুলে গোরা হরি গুণ গায়,
আসিয়া বৃন্দাবনে নাচে গোরা রায়,
বৃন্দাবনের তরুলতা প্রেমে কয় হরিকথা
নিকুঞ্জের পাখাগুলি হরি নাম শুনায়।
গোরা বলে হরি হরি,
শুক বলে হায়হরি,
মুখে মুখে শুক শারী হরিগুণ গায়॥
হরি প্রেমে মত্ত হয়ে,
হরিণ আসিছে ধেয়ে,
ময়ূর ময়ূরী প্রেমে নাচিয়া বেড়ায়।
প্রাণে হরি ধ্যানে হরি,
হরি বল বদন ভরি,
হরিনাম গেয়ে রসে গলে যায়॥
আসিয়ে যমুনা কূলে হরি হরি হরি বলে
যমুনা উথলে আসি চরণ ধোয়ায়॥ ১৬

কলিকাতা সুরবিলাস সাধারণ
হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা।

পরজ—ঝাঁপতাল।

শ্রীগোবিন্দ গোলোকেন্দ্র মুকুন্দ মুরারি
শ্রীনন্দ-নন্দন কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ-বিহারী॥
শ্রীরাধারমণ রাম, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম শ্যাম,
গোপিকাবল্লভ গিরিগোবর্দ্ধনধারী।
উপেন্দ্র ইন্দ্রাবরজ, চক্রপাণি চতুর্ভুজ,
বসুদেবাত্মজ অজ রামানুজ শৌরি॥
মথুরেশ হৃষীকেশ,
গোপিকাকান্ত গোপেশ
জগন্নাথ জগদীশ শ্রীকান্ত শ্রীহরি।
পূতনা-কংস সূদন, কালিয়-বিষ দমন,
হিরণ্যকশিপু-রিপু মধুকৈটভারি॥
শ্রীবৎস-লাঞ্ছন ধর, পদ্মনাভ পীতাম্বর,
শ্রীপতি শ্রীধর ঘোর-নরক-নিবারী।
যাদব শ্রীবাসুদেব, মাধব বিষ্ণু কেশব
পুরুষ পুণ্ডরীকাক্ষ ভবভয়-হারী॥
সচ্চিদানন্দ চৈতন্য, নিত্যানন্দ জনার্দ্দন,
অনাদি অদ্বৈত ব্রহ্ম ধর্ম্মরক্ষাকারী।
যশোদানন্দবর্দ্ধন, নির্ব্বিকার নিরঞ্জন
দেবকী-নন্দন বিষ্ণু হংস বংশীধারি

পুরাণ পুরুষোত্তম, ত্রিবিক্রম ঘনশ্যাম,
নারায়ণ নরোত্তম গদাপদ্মধারী।
যজ্ঞপতি যজ্ঞেশ্বর, ভক্তাধীন দামোদর
পরাৎপর বিশ্বম্ভর ভূ-ভার-হারী॥
অব্যয় করুণাসিন্ধু, দয়াময় দীনবন্ধু,
সত্য সনাতন দৈত্য-সংহারী।
কেয়ূর-কুণ্ডলবান্, কিরীটী কৃপানিধান,
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাঙ্কিত-শ্রীচরণধারী॥
অচিন্ত্য অচ্যুতানন্দ, রমানাথ লক্ষ্মীকান্ত
গোপাল শ্রীনন্দলাল বৃন্দাবনচারী।
কালিন্দীকূলনিবাসী কদম্ব কোল-নিবাসী
তুলসী-দল-প্রয়াসী নিকুঞ্জ বিহারী।
বরাহ বামন মীন কূর্ম্ম নরসিংহ
ভার্গব গৌতম রাম, কল্কিরূপধারী॥
(হরি) সংকীর্ত্তনের মাঝে নাচে
নিতাই গৌরাঙ্গ রে।
তাবিনি তাবিনি কিবা
বাজিছে মৃদঙ্গ রে॥
কেহ লয়ে করতাল, দিতেছে মধুর তাল,
হরি হরি হরি বোল বদনে প্রসঙ্গরে।
ভাবের বিহ্বলে পড়ি,
কভু ভূমে গড়াগড়ি,
প্রেম-অশ্রুনীর ধারায়
খেলিছে তরঙ্গ রে।
কভু হাসে কভু কাঁদে,
কভু বলে জয় রাধে,
জয় রাধা শ্রীরাধা বলি
গোরা অবশাঙ্গ রে॥ ৯৭

হরিবোল হরিবোল বল,
হরিবোল হরিবোল বল।
(কর হরি নামে পূর্ণ আজি,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল॥
দ্বাপরে মথুরাপুরে দেবকীর জঠরে,
দৈত্যকুল ক্ষয়কারী,
হরি আসি জন্ম নিল।
তাদ্র কৃষ্ণ অষ্টমীতে, ঘনাবৃত অর্দ্ধ রেতে
কংসকারাগারমাঝে কৃষ্ণ চন্দ্রোদয় হল
নবজলধরকায় সোনার নূপুর পায়,
চতুর্ভুজে শোভে,
শঙ্খ চক্র গদা শতদল॥
কনক কিরীটভালে শ্রবণে কুণ্ডলদোলে
হৃদয়ে কৌস্তুভ হার শত রবি-করোজ্জ্বল
পরিধানে পীতবাস অধরে মধুর হাস,
গজমতি নাসিকায় করে কিবা ঝল মল।
স্বর্গ হতে দেবগণ করি পুষ্প বরিষণ,
হরিবোল হরিবোল বলে,
শুভ শঙ্খ বাজাইল।
ধ্যানে জানি মুনিগণ শুভ জন্মবিবরণ,
হরিবোল হরিবোল বলে
প্রেমানন্দে মাতিল॥ ৯৮

ভিওট।

(মধুর) নবীন বসন্তে, মধুর শ্রীবৃন্দাবনে, মন-নয়ন রঞ্জন।
কুঞ্জকাননে, তরুলতাগণ, হল নব সাজে সুশোভন॥

একতালা।

কোকিলের ধ্বনি, শুনি গোপিনী সব উন্মাদিনী।

তারা গাহে ব্রজের (ব্রজের) দ্বারে দ্বারে ঋতুরাজের আগমনী ॥

(কুহু কুহু স্বরে)

লোফা।

(হেরি) নব পল্লব মুকুল ফুল। হ'ল আকুল ষট্‌পদকুল ॥(সুরভি কুসুমবাসে)

নাচে শিখিকুল পাখা মেলি সুখে—

(ডাকে) কলস্বরে শারী শুকে

(নব বসন্তোদয়ে) মৃদুল মলয়ানিল সুমন্দ সঞ্চারে।

সুধার সিঞ্চন যেন করে কলেবরে (প্রাণ জুড়াইলরে) (স্নিগ্ধ মলয়সমীর, অঙ্গে লেগে প্রাণ জুড়াইলরে)

প্রসূনের রেণু লয়ে মাখাইল অঙ্গে।

লীলা করে কালিন্দীর তরঙ্গেরি সঙ্গে ॥ (যেন নেচে নেচেরে, হায়রে) (লয়ে কমলদলে, হেলে দুলে, যেন নেচে নেচে রে)।

দশকুশী।

হেন রমণীয় কালে, বেষ্টিত রমণী-দলে, কুঞ্জমাঝে বিরাজেন হরি— (আহা মরি কি মাধুরি রে) (তুলি) নানাজাতি বনফুল, নব কিসলয়দল, সাজাইল নবীন নাগরে—(মিলি যতেক নাগরী রে)।

লোফা।

নৃত্য গীত পরিহাসে, তোষে পীতবাসে, অভিলাষ পুরাণ হরি।

আবীর কুসুম রঙ্গে, মাখায় শ্যাম-অঙ্গে, রসরঙ্গে যত নারী ॥

(আহা মরি মরি)।

(বলে সেজেছে ভাল) (দেখ দেখ সখি সেজেছে ভাল) (কাল সঙ্গে রাঙ্গা সেজেছে ভাল)।

একতালা।

(মিলি) যত ব্রজকুলবালা।

মনসাধে, রচি ফুলদোলা ॥

বসাইল তায় শ্রীনিবাসে।

বসায় রাধায় শ্যামের পাশে ॥

(যত সখীমিলে)

(তখন) দোলাইয়া দোঁহায়

সোহাগ করি (বলে) নাগর

দোলায় দোল হে হরি ॥

(ওহে রাসবিহারী বংশীধারী)

(বামে লয়ে রাই কিশোরী)

(দোঁহে যুগলরূপে আলো করি)

(হেরে নয়ন যুগল সফল করি)।

তেওট—মেলতা।

হেন মতে, নব বসন্তে, গোপীগণ।

লয়ে ত্রিভঙ্গে, রসরঙ্গে, করে যাপন ॥ ৯৯

ভট্টপল্লী হরি সভা।

সম্পূর্ণ।

বাউল-সঙ্গীত।

পিলু—খেমটা।

সে সংসার প্রবাসে, আশার বশে,
কর কি অসার ভাবনা ?।
এ কায়ে ভবে আসার, হবে সুসার,
কেন রে সেই সার ভাব না ?।
যে কালে বাঁধবে কালে, বিপদ কালে,
দুঃখের পারাপার রবে না ;
সেই কালে জান্‌বে রে মন ! শমন
কেমন, কেমন এ বিষম ভাবনা।
এ যাদের ভাবছ আপন, নিশির স্বপন,
সাথের সাথি কেউ হবে না ;
যে সময় ধর্‌বে শমন, মুদ্‌বে নয়ন,
আপন ব'লে কেউ ছোঁবে না।
যত সব পয়সা কড়ি, কর্‌ছ দেড়ী,
ঘর বাড়ী সঙ্গে যাবে না।
কেবল পাঁচ কড়াকড়ি কলসী দড়ি,
কাঠ খড়ি আর চটু বিছানা।
শ্মশানের ধার শুধিয়ে, ছড়া দিয়ে,
নেয়ে ধুয়ে বন্ধু জনা ;
সিন্ধুকের তালা খুলে, দেখ্‌বে তুলে,
নগদ্ কিছু আছে কি না।
খেদে দীন বাউল বলে, মন বিফলে,
মায়ায় ভুলে আর থেক না ;
পলকের নাই ভরসা, কিসের আশা,
শেষের উপায় তাই দেখ না॥ ১

পিলু—খেমটা।

কোথা দীন দুঃখী তোরা, আয়রে ত্বরা,
গৌরচাঁদের প্রেম বাজারে ;
হরিনাম মধুপুরি, মিঠাই পুরি
প্রেমের ঝুরি খেয়ে যা রে !।
যত সব যাচ্ছে দুখো, প্রেমের ভুকো,
নিতাই আমার যতন করে ;—
যে যত চাচ্ছে খেতে, ইচ্ছামতে,
দিচ্ছে পাতে ঝাঁকা ধরে।
অদ্বৈত দয়ার নিধি, নিরবধি,
বসেছেন ভাণ্ডার করে ;
দিচ্ছে যার যেমন সাধন, অমূল্য ধন,
বিনা মূলে ঝোলা ভরে।
কত শোকার্ত্ত তাপী, মহাপাপী,
পড়েছিল ধরা ধরে ;
হল পাপ তাপ নিবারণ, সোণার বরণ,
গৌরচাঁদের চরণ হেরে।
দেখ্‌তে আনন্দ বাজার, হাজার, হাজার
লোক ধেয়েছে নদে পুরে ;
গেল সব মনের ধন্দ, প্রেমের দ্বন্দ্ব,
পূর্ণানন্দ ঘর বাহিরে।
বদনে হরি হরি, গৌর হরি,
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গ করে ;
আনন্দে মত্ত কি বা, হায় কি শোভা !
দীন বাউলের হৃদ্‌মাঝারে॥ ২

পাহাড়ী— খেমটা।

আমার ঐ নিতাইচাঁদের দরবারে।

এক মন হলে সেই যেতে পারে; দুমন হলে পড়্‌বি ফেরে, পার্‌বিনে যেতে পারে।

ওরে! চার দশে হয় চল্লিশ সেরে মণ, ওরে! রতি মাসা কমি হলে লয়না মহাজন;—আবার সদর হুকুম আছে ব্রজে, রাধারাণী পার করে।

ঐ কাঠুরেতে মাণিক চেনে না, ময়রার বলদ চিনি বয় তার সোয়াদ জানে না;—আবার সোণার বেণে সোণা চেনে, পরখ করে লয় তারে।

যে জন চাক্‌ গুড়ের ভিয়ান জানে না; সে মিছে কেবল কষ্ট করে গুড়ত্ব পায় না;—আবার কাঁচা রসে ভিয়ান করে, ওলা বাঁধ্‌বে কি করে।

ওরে! সদর আমীন শ্রীরূপ সনাতন; ও মন! আনন্দ বাজারে তারা প্রেমের মহাজন;—ও প্রেম দাঁড়ী ধ'রে ওজন ক'রে, রসে মেজে লয় তারে॥ ৪

জয়জয়ন্তী—খেমটা।

নদে জেলাতে গৌর করেছেন সদর কাছারি।

তার সব্‌ডিভিজন্‌ শান্তিপুর আর পুরী তীর্থ গোদাবরী।

বিচারকর্ত্তা নিত্যানন্দ, অদ্বৈত তার জুরি; হলেন দ্বাদশ গোপাল দ্বাদশ উকীল, কর্চ্ছেন রসের আইন জারি।

রায় রামানন্দ স্বরূপ, সদর সেরেস্তাদারী; গোঁসাই বীরচাঁদ অচ্যুতানন্দ কর্চ্ছে জয়েণ্ট মেজেষ্টারী।

গদাধর যশোদানন্দ, আদালত ফৌজদারী; হলেন আইনের মেম্বর কৃষ্ণদাস আর বৃন্দাবনদাস নরহরি।

আছেন, অষ্ট কৌন্‌শলে আট কবিরাজ, আচার বিচার ভারি; তাতে ছয় গোস্বামী বিচারপতি, হাইকোর্ট হন্‌ ব্রজপুরী।

পার্ল্যামেণ্টের সভায় বিচার, অষ্ট সহচরী; হেথায় বিলাত শ্রীবৃন্দাবন আর মহারাণী রাইকিশোরী।

গোরার, রাঙ্গা চরণ দেখে ভক্ত মনে করে চুরি; তাদের প্রেমরজ্জুতে বেঁধে গৌর, কর্‌লেন দ্বীপান্তরী।

বেঁধে, চোরকে দায়মাল পাঠাইলেন, আপনি গৌরহরি; চোরে জন্ম মৃত্যু হলনাকো, রইল দুটি চরণ ধরি।

সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে গৌর, নদেয় অবতরি; (গোঁসাই শ্রীনাথের বাণী সবে, বল একবার হরি! হরি॥ ৩

পাহাড়ী—খেমটা।

ওরে! চুল হল তোর শণনুটি।
কবে আর বল্‌বি রে ভাই,
অধমতারণ নাম দুটি॥
এ দিকে হল তফাৎ, গোঁফে কলপ,
পান খেয়ে লাল ঠোঁট দুটি।
আবার মুচ্‌কে হেসে, ফচ্‌কে বেশে,
বেড়াও নবীন ছোকরাটি॥
তোর গিয়েছে দাঁত, শুকিয়েছে আঁত,
ধরেছ ভাত এক মুটি।
আবার দণ্ডে দুবার, চিত্রগুপ্ত,
দিচ্ছে উকীলের চিঠি॥
গাল খেয়েছে টোল, ভুঁড়িটি লোল,
খেতেছে দোল তনুটি।
এখনো গেল না সখ, ভুগ্‌বে নরক,
বল্‌ব যে হক্‌ কথাটি॥
নাম কর রে সার, খেয়োনা আর,
উইল্‌সনের পাঁউরুটি।
চিত্রগুপ্ত এসে, বাঁধবে কসে,
হস্ত পদ আর গলাটি॥
এবে দিন ঘুনিয়ে এলে, অঙ্গ ঢেলে,
মুদবে রে নয়ন দুটি।
তখন বন্ধুজনে, চন্দ্রাননে,
দেবে জ্বেলে পাঁকাটি।
সেনুজা বলে, হরি বলে,
ছাড় রে সব ভিরকুটী।
এখন জিব, এড়িয়ে যাবে, খাবি খাবে,
এসেছে সে সময়টি॥ ৫

ভৈরবী—খেমটা।

এ জীবনের নাইরে আশা।
কর শ্রীগুরুর চরণ ভরসা।
দেহের গৌরব কর মিছে,
নিশ্বাসের কি বিশ্বাস আছে,
কাল শমনে জাল পেতেছে,
ভাংবে রে তোর সুখের বাসা।
ভাই বন্ধু দারা সুত,
তারা কেবল পথের পরিচিত,
যখন প্রাণ হবে গত,
কে তোরে কর্‌বে জিজ্ঞাসা॥
আপন আপন বল যারে,
কেউ ত সঙ্গে যাবেনা রে,
চার জনাতে কাঁধে ক'রে,
নদীর কূলে দিবে বাসা।
গোঁসাই সদানন্দে বলে,
গুরুর কৃপা না হইলে,
মুক্তি নাই কোন কালে,
কেবল ভবে যাওয়া আসা॥ ৬

ললিত বিভাস—খেমটা।

সাধের খাঁচা পড়ে রবে তোর।
ক্ষেপা! ভাংলনাক ঘুমের ঘোর॥
মিছে দেহের গুমর কোর না;
কোন্‌ দিন পাখী পালিয়ে যাবে,
তাও ত জান না;
রে ক্ষেপা! তখন খাঁচা কোথায় পড়ে
রবে, থাক্‌বে না ঠিকানা তোর॥

যখন খাঁচায় পত্তন করেছে;
পলাবায় পথ রেখে ঘরে বসৎ করেছে,
রে ক্ষেপা, সিঁধ কাটিতে দুয়ার কেটে,
ঘরের ভিতর ঢুকল চোর।
ভাই বন্ধু মাতা পিতাতে,
বৈদ্য এনে বসাইবে চারি ভিতেতে;
রে ক্ষেপা, ও তোর ঘড়্ ঘড়্ ঘড়্ করবে
গলা, তখন হবে বাজি ভোর। ৭

ভৈরবী—খেমটা।

পারবি কি মন? (ফকীরি করবি।)
ছেড়ে সব কুটি নাটি, ময়লা মাটি,
খাঁটি হওরে চাঁদী যেমন।
ফকীরি বড় কঠিন, হতে হয়
দিনের অধীন, কর্‌তে হয় কি রাত
কি দিন, দয়াময়ের নামসাধন;—
পার যদি তেমনি হয়ে, তাঁর
আদেশ সকল শিরে লয়ে, তৃণাপেক্ষা
হীন হয়ে থাকতে হবে ধূলির মতন।
ফকীরি নয় সামান্য, ফকীরের
বড়ই দৈন্য, আদর্শ শ্রীচৈতন্য, কর রে
দর্শন;—হরিনামের মালা লয়ে করে,
হরি নামাবলি হৃদে ধরে, প্রেমে
উন্মত্ত হয়ে, কত্তে হয় নাম সংকীর্ত্তন।
ফকীরি নিতে গেলে, সর্ব্বাগ্রে
কুতুহলে, মান অভিমান সকল দিতে
হয় বিসর্জ্জন;—শুন রে মন আরো
বলি, (ব্যঙ্গ) বিদ্রূপ নিন্দা গালাগালি,
অম্লানবদনে সে সব, কর্ত্তে হবে অঙ্গের
ভূষণ। ৮

ললিত বিভাস—একতালা।

প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্ত্র।
ও তার থাকে না ভাই আত্ম পর।
প্রেম এমনি রত্নধন,
কিছু নাইক তার মতন,
ইন্দ্রপদকে তুচ্ছ করে,
প্রেমিক হয় যে জন;—
ও সে, হাস্যমুখে সদাই থাকে,
হৃদয় যুড়ে সুধাকর।
প্রেমিক চায়নাক জাতি চায় না,
সুখ্যাতি, (ভাবে) হৃদয় পূর্ণ,
হয় না ক্ষুণ্ণ, রট্‌লে অখ্যাতি;—
ও তার হস্তগত সুখের চাবি,
থাকবে কেন অন্য ডর।
প্রেমিকের চালটে বেয়াড়া,
বেদ বিধি ছাড়া, আঁধার কোণে
চাঁদ গেলে তাই মুখে নাই সাড়া,—
ও সে চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলেও,
আসমানেতে বানায় ঘর। ৯

ললিত বিভাস—খেমটা।

কেন দাবা খেলতে এলি বল?
ক্রমে ক'মে যে তোর এল বল।
ছি ছি! না জেনে চাল, হলি বেচাল,
রে! ও তোর বিপক্ষ হল প্রবল।

যে তুই ঘোড়ের লোভে চাল্‌লি ছুই ঘোড়া, ও তোর কপাল পুড়ে, চাপায় পড়ে, গেল রে মারা;—প'ড়ে উঠসা কিস্তি মোলো কিস্তী রে! ঐ দেখ হাস্‌ছে তোর বিপক্ষ দল।

যে ঘোর ছখ ছকোয়ে তোর মন্ত্রী পড়েছে; এসে ধর্ল্লে জেঁতে, ঘরে যেতে, আর কি পথ আছে?—শেষে না পেয়ে পদ একি বিপদ রে! দাবা পীলের সঙ্গে হয় বদল।

হায়! হায়! গজ ছুটি তোর বিপক্ষের ঘরে; সহায় কেউ হল না, জোর পেলে না, এল না ফিরে; কেবল কিস্তি কিস্তি নাই সোয়াস্তি রে! ও তোর রাজা যে হল পাগল।

এবার বাঁচবি কিসে পঞ্চ রঙ্গের হাত; যখন শত্রু এসে, ধর্‌বে ঠেশে, কর্‌বে কিস্তি মাৎ;—এ দীন বাউল বলে, কল কৌশলে রে! ও তুই এই বেলা চাল মাৎ ক'রে॥ ১০

বাউলের সুর—খেমটা।

বাঁশের দোলাতে উঠে কে হে বটে
শ্মশান-ঘাটে যাচ্ছ চলে।
সঙ্গে সব কাঠের ভরা, [illegible]
আট বেহারার কাঁদে ছলে॥
ছুড়ে যে ঢাকা সহর, দিল্লি লাহোর,
টাকা মোহর নিয়ে এলে,
খেলে না পয়সা সিকি, বল দেখি,
তার কিছু কি সঙ্গে নিলে।
কোথায় তোমার শালের যোড়া,
গাড়ী ঘোড়া,
চেন ঘড়ী সব কোথায় খুলে।
হ'বে যে এমন দশা, দশম দশা,
জীবদ্দশায় ভুলে ছিলে॥ ১১

বাউলের সুর—খেমটা।

তুমি কেহে বটে উপুড় হয়ে
ভাসছ গঙ্গাজলে।
তোমার মা দুঃখিনী কাঁদ্‌চে
বসে ধূলাতে লুটায়ে।
তোমার প্রাণ-প্রেয়সী কাঁদছে বসে
হাতের শঙ্খ ভেঙ্গে।
তুমি বলে ছিলে সঙ্গে লব
একলা যাচ্ছ চলে।
তুমি ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছ কোথা
দুঃখিনীরে ফেলে।
তোমায় চোরের মত পুড়িয়ে মার্‌বে
ঝিলের উপর তুলে।
তোমার মুখে দিবে অগ্নি জেলে
সুরধুনীর কূলে। ১২

ভৈরবী,—খেমটা।

হন্দ মজা পদ্মবনে।
জীবাত্মা কর্চ্ছে লীলা,
লীলারস সুধাপানে।

আবার দিবানিশি করে খেলা,
হংস হংসী সম্মিলনে।
ছটি ফুল এক মৃণালে,
সারি সারি সবাই ঝুলে,
হংসী থাকে তার মূলে,
কমল আসনে;—
শ্বেত ধূম্বল লোহিত,
নীল তড়িৎ আভা পীত,
ছয় কমলে বিরাজিত,
ছয় মরাল ছয় ত্রিকোণে।
শতোপরে যে কমল,
নানারঙ্গে হাজার দল,
সযন্ত্র বিধু মণ্ডল,
পরমাত্মা সেই ভবনে;—
সূক্ষ্ম পথে প্রতি ফুলে,
মরাল মরালী মিলে,
বিহার করে কুতুহলে,
অমৃতলহরী দানে॥ ১৩

পিলু,—খেমটা।

দেহ মন কলের গাড়ি
ব্যাপার কিবা পরিপাটি।
মূল হতে লাইন খুলে,
সাত ষ্টেষন খাঁটি খাঁটি।
সাঙ্কেতিক দণ্ডমূলে,
কুণ্ডলিনী মুখ তুলে,
কয় ঠিকানায় প্রভু হলে;
চন্দ্র আদি আছেন যুটি।
পথের কথা শোন্‌রে পাছে,
সুষুম্নাতে রেল বসেছে,
তার দু পাশে তার চলেছে,
ইড়া পিঙ্গলা এই দুটি।
কৃপা বাষ্প দিয়া ছাড়ি,
শ্রীগুরু চালান গাড়ি,
হংসঃ হংসঃ রব ছাড়ি,
চলে গাড়ি ছুটোছুটি।
শান্তি নিকেতন যেতে,
জীবাত্মা চড়েন তাতে,
চলে যান আনন্দেতে,
ত্যজে ভবের খাটাখাটি।
যথায় পঙ্কুণ্ড বারি,
কলের মধ্যে লয় ভরি,
তার পাশেতে লক্ষ্য করি
দেখরে এক ডাকাত ঘটি।
ধর্ম্ম কর্ম্ম জপ ব্রত,
পথের সঙ্গী কত শত,
জীবাত্মা লইয়ে যত,
চলে যান রে আপন বাটী।
দীক্ষার সম্বল সাথে,
নিবৃত্তি টিকিট্ হাতে,
তবেই যাবে মুক্তি পথে,
গোপাল কহিছে খাঁটি॥ ১৪

বাউলের সুর।

কও হে কি কাজ করেছো আফিসে।
আফিস ফেল হবে কোন্ দিবসে॥

ভেঙ্গে রোকড় তবীল, করছো বিল,
ঠেকতে হবে নিকেশে ॥
এ তো সামান্য পাঁচ কোম্পানির
আফিস ;
বিবাদ বাদলে পরে, দু দিন পরে,
হবে এবালিস ;
সাহেব, বিলাত যাবে, হায় কি হবে,
তুমি রবে কোন্ দেশে ॥
যখন জানবে তুমি প্রধান আফিসার,
অমনি সর্ব্বনেশে, সারজন এসে
করবে গেরেপ্তার।
কে আর করবে তল্লাস, যুক্তি খালাস,
কে করে কালের পাশে ॥
হায় হায় বিচার যখন করবে মাজিষ্টের
এবে বাবুগিরি, কি ঝকমারি,
তখন পাবে টের ॥
ঘোরে দাগাবাজি, সে বাবাজী,
অমনি ধর্‌বে ঘাড় ঠেলে ॥
এ দীন বাউল বলে ও কাজে কাজ নাই ;
—এসো দয়াল হরি, আফিসকারি,
সেই আফিসে যাই,—
কোন নিকেশের দায়, নাইরে সদায়,
থাকবে সুখে স্ববশে ॥ ১৫

বাউলের সুর।

এসে এক রসিক পাগল, বাধালে গোল,
নদের মাঝে দেখসে তোরা।
পাগলের সঙ্গে যাব, পাগল হব,
হেরবো রসের নব গোরা ॥
নিতাই পাগল, গৌর পাগল,
চৈতন্য পাগলের গোড়া।
অদ্বৈত পাগল হয়ে, রসে ডুবে,
প্রেম এনেছে জাহাজ পোরা।
ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল,
আর এক পাগল না দেয় ধরা ॥
কৈলাসের শিব পাগল, খেয়ে পাগল,
সার করেছে ভাং ধুতুরা ॥
ইমাম পাগল হোচ্ছেন পাগল,
আর এক পাগল না দেয় ধরা ॥
তারা তিন পাগলে, যুক্তি করে,
মক্কায় কচ্ছে নামাজ পড়া।
যত সব বৈরাগী বৈষ্ণব,
ভেকদিয়ে নাম বাড়ালে বাউল নাড়া।
গোসাঞি গোবিন্দের বচন, গোপালে
শোন, পাবি চরণ, জ্যান্তে মরা ॥ ১৬

বাউলের সুর।

শ্যাম তুমি মানে মানে, নিজ স্থানে,
গমন কর ধীরে ধীরে।
প্যারিকে পাবেনা, দারুণ ব্যথা,
আবার এলে পায়ে পড়ে ॥
তুমি কি সে রাখাল, নন্দের গোপাল,
ধেনু রাখ বনে বনে।
জাননা নারীর বেদন মধুসূদন,
প্রভাতে জ্বালাও হে কেমে ॥

তুমি নিজে চাষা, বুদ্ধি নাশা,
ঘোল খেতে যাও মাখন ফেলে।
মাথাটি মুড়িয়ে দিব, ঘোল ঢালিব,
মুখ দেখাবে কেমন করে॥
ওকাল আসবার আ শ,
থাকলেম বসে,
আমরা যত সবাই মিলে,
জ্বলায়ে মোমের বাতি সারা রাতি,
প্রেম কালাচাঁদ, আসবে বলে॥ ১৭

বাউলের সুর।

আমি কেমন করে করি বল
সত্যের সাধনা।
আমায় সতত চঞ্চল করে
রিপু ছয় জনা॥
সত্যেতে উৎপত্তি ধর্ম্ম,
রাজা যুধিষ্ঠির জানে মর্ম্ম,
আমার হলো বৃথা জন্ম,
জান্তে পাল্লেম না।
ঝগড়া করে ছয় রিপুতে
আমায় গৌর নাম দেয়না সাধিতে
জ্বালিয়ে মারে দিন রেতে,
মতে চলে না॥
পঞ্চভূতে করে ঝগড়া,
দিলে ছার খারে সোনার আখড়া,
মানব দেহের মালিক মাকড়া,
তাও চিনলাম না॥ ১৮

বাউলের—সুর।

যাচ্ছে গৌর-প্রেম রেলের গাড়ী।
তোরা দেখসে, (প্রেমের প্রেমিক যত) তোরা দেখসে, আয় তাড়াতাড়ি।
উদ্ধারের আছে যত কল, সকল কলের সেরা এ কল, আগ্নি কলে দিচ্ছে তুলে জল,—উড়ছে ধোঁয়া, ঘুরছে বোমা, (আবার)হচ্ছে কলের হুড়হুড়ি।
(সদাই গৌর গৌর গৌর বলে কেবল) হোচ্ছে কলের হুড়হুড়ি।
গার্ড হোয়েছেন নিতাই আমার, শ্রীঅদ্বৈত এঞ্জিনিয়ার, এবার ভবে ভাবনা কিরে আর,—মুখে হরি হরি, গৌরহরি, কোচ্ছেন টিকিট মাষ্টারী;—
(গৌর হরি হরি ব'লে) কোচ্ছেন টিকিট মাষ্টারী॥
ভক্তি টিকিট সাধন কোরে, ষ্টেষন বৈকুণ্ঠপুরে, যাচ্ছে বেদম দম দিয়ে কল ধরে,—কত হাজার হাজার, প্রেম প্যাসেঞ্জার, পথে কর্ত্তেছে দৌড়া-দৌড়ি।
(গাড়ী গেল বুঝি গেল ব'লে) পথে কর্ত্তেছে দৌড়াদৌড়ি॥
যে যেমন টিকিট করে, সেই কেলাসে তারে, অগ্নি ভব-ভূমে পার করে;—
এ দীন বাউল ভণে, টিকিট বিনে, (কোথা গৌর আমার লও হে ব'লে) কত যেতেছে গড়াগড়ি॥ ১৯

বাউলের সুর।

তোমায় নিষেধ করি বংশীধারী,
প্যারীর কুঞ্জে আর যেওনা।
ওহে গেলে অপমান, থাকবেনা মান,
বারণ করি কেলে সোনা ॥
ওহে সঙ্গে করে, শ্রীরাধারে,
গেলে তুমি আর এলেনা।
করায়ে বাসর-শয্যা, দিলে লজ্জা,
এই ছিল মনের বাসনা ॥
উদয় হলো দিনমণি, গুনমণি,
বাঁশরি আর বাজাওনা।
এলে প্রভাতেতে, কুঞ্জে যেতে,
বঁধু তোমার লাজ লাগেনা ॥
ও কালা ছিলে যথা, যাও হে তথা,
এখানেতে আর থেকোনা ;—
ওহে মান করে রাই, পণ করেছে,
কাল বরণ আর হেরব না ॥
সে যে রাজনন্দিনী, বিনোদিনী,
তাহারে দিলে যাতনা ;—
হলে মুট বিহারী, বংশীধারী,
এই কি তোমার বিবেচনা ॥ ২০

মেয়ে বাউল।

বাউল সুর।

চল্‌ছে রে মন ট্রাময়ের গাড়ি।
কতবার আসা যাওয়া,
আসা যাওয়ায় খাটনি ভারি ॥
সুমতি কুমতি নামে,
ছুটো ঘোড়াতে টানে,
ড্রাইভার তার মাঝখানে,
হয়েছে রাশ ধারী।
বেগে যায় কুমতি, ঘোড়া, (মন রে)
সুমতি ঘোড়া তায় খোড়া,
ধর্ম্মতলা হয় ছাড়া,
আউট লাইন যড়ি যড়ি ॥
পাঁচজন প্যাসেঞ্জার এসে,
ছয় খানা বেঞ্চে বসে,
টিকিট করে না সে কিসে যাবে তরি।
টিকিট কলেক্টরে যখন,
তোমায় টিকিট দেখতে চাইবে রে মন,
বিনা টিকিটে তখন কেমন
কোরে দিবে পাড়ি ॥ ২১

বাউল সুর।

হরিনাম খাসা গুড়ুক, ভুড়ুক ভুড়ুক,
টান্ দেখি মন দিবানিশি।
নেশায় গা মেতে যাবে, মজা পাবে
মনে মনে হবি খুসী ॥
ভক্তি কল্‌কেতে সেজে, টান্‌লে তেজে,
হয় রে মজা বেশী বেশী।
প্রবৃত্তি হুঁকো ধরে, যত্ন করে,
দম লাগাও তায় বসি বসি ॥ ২২

সম্পূর্ণ।

তরজা।

ভৈরবী—আড়াখেমটা।

কি মজা বাধলো য়ে ভাই এই খানে।
কিছুতে নাই ছাড়াছাড়ি
মজা উড়্‌ছে দুজনে॥

গেল দুদিনকার নিশি,
কত আর রয় ভালবাসি,
এখন তপ্তখোলা নিয়ে দিব
ওর মুখে মসি,—
সয় না আর প্রাণেতে,
এঁটোপাত যায় রথে,
এখন যা করো হে ভগবান্
ডাকি তোমায় যতনে॥ ১

—

ভৈরবী—আড়াখেমটা।

ভাল আইন কল্লে এবার
কোম্পানি রাজায়।
বেশ্যারা সব শশব্যস্ত
পালিয়ে যাবে কে কোথায়॥
কেহ বা ত্যজে সোণার ঘর,
পারে গিয়ে পালিয়ে আছে
হয়ে আতান্তর,—
কেহ বা দেখে শুনে বেচে কিনে,
শ্রীবৃন্দাবনে যেতে চায়।
রাজা ভালোর জন্যে যায়,
হিতে বিপরীত ভেবে (এরা)
সকলে পলায়,—
বলে লাজে মরি, কি ঝকমারি,
মৃত্যু হলে প্রাণ জুড়ায়॥

—

সম্পূর্ণ।

কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকীর

কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের—প্রকৃত নাম হরিনাথ মজুমদার; নিবাস নদীয়া জেলার অধীন কুমারখালি গ্রামে। হরিনাথের "বিজয় বসন্ত" গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে।

বাউলের সুর।

দুনিয়ার ভোজের বাজী, মোল্লা কাজী, ভাবলে পাগল পণ্ডিত জ্ঞানী।

সন্তানের সম্ভাবনায়, কি বাজী হায়, স্তনের রক্ত দুধ অমনি; ওরে দুধ ছিল কোথায়, কেবা যোগায়, এমন দয়াল বল্ কে শুনি ॥

যত দিন দাঁত না উঠে, সেই দুধ চাটে, মায়ের কোলে যাদুমণি; আবার রে দাঁত উঠিলে, ভাত চিবালে, লুকায় দুধের প্রস্রবণী।

কাঙ্গাল কয় অমৃতেরে, গরল করে, গরল হয় অমৃত জানি; দেখ রে তার প্রমাণে, গরল পানে, বাঁচেন প্রহ্লাদ গুণমণি ॥ ১

বাউলের সুর।

অরূপের রূপের ফাঁদে, পড়ে কাঁদে, প্রাণ আমার দিবানিশি।

কাঁদ্‌লে নির্জ্জনে বসে, আপনি এসে, দেখা দেয় সে রূপরাশি; সে যে কি অতুল্য রূপ, নয় অনুরূপ, শত শত সূর্য্য শশী ॥

যদি রে চাই আকাশে, মেঘের পাশে, সেরূপ আবার বেড়ায় ভাসি; আবার রে তারায় তারায়, ঘুরে বেড়ায় ঝক্‌ মক্‌ লাগে হৃদে আসি।

হৃদয় প্রাণ ভরে দেখি, বেঁধে রাখি, চিরদিন সেই রূপশশী; ওরে তায় থেকে থেকে, ফেলে ঢেকে, কুবাসনা-মেঘরাশি।

কাঙ্গাল কয় দয়া করে, যে জন মোরে, দেখা দেয় রে ভালবাসি; আমি যে সংসার মায়ায়, ভুলিয়ে তাঁয়, প্রাণভরে কৈ ভালবাসি ॥ ২

বাউলের সুর।

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাকতে।

হায় রে! তবে কি মা এমন করে, তুমি লুকিয়ে থাকতে পারতে ॥

আমি নাম জানি নে ডাক জানি নে, আবার জানি নে মা কোন কথা বল্‌তে; তোমায় ডেকে দেখা পাই নে তাইতে,—আমার জনম গেল কাঁদ্‌তে।

দুখ পেলে মা তোমায় ডাকি, আবার সুখ পেলে চুপ ক'রে থাকি ডাক্‌তে; তুমি মনে ব'সে মন দেখ মা, আমায় দেখা দেও না তাইতে ॥

ডাকার মত ডাকা শিখাও, না হয় দয়া ক'রে দেখা দেও আমাকে; আমি তোমার খাই মা, তোমার পরি, কেবল ভুলে যাই নাম ক'রতে।

কাঙ্গাল যদি ছেলের মত, তোমার ছেলে হ'ত, তবে পারতে জান্‌তে; কাঙ্গাল জোর কোরে কোল কেড়ে নিত, নাহি স'রতে ব'লে স'রতে ॥ ৩

বাউলের সুর।

করিছ পরের কারণ, সদাই রোদন,
আপন কাঁদন কেউ কাঁদ না।
টোকাহীন হ'লে নাড়ী, যুক্তি করি,
খুঁজবে খাড়ি পাট বিছানা;
থামলে তোর ঘড়্‌ঘড়ী বোল,
বল্‌বে সকল, শীঘ্র ধ'রে বাইরে নেনা।
মনুরে তোর আত্মজনে, বাইরে এনে,
দেখবে কিছু আছে কি না;
অনুমান মাত্র টোকা, পেয়ে ধোকা,
বল্‌বে আছে নাম ডাক না।
কিছুক্ষণ কান্না কেঁদে, গামছা কাঁধে,
খুঁজবে কোথা জ্ঞাতি জনা;
আছে সব জাতবেহারা, এসে তারা,
দুদণ্ড তোমায় থোবে না।
ফিকিরচাঁদ ফকীর বলে, এ দিন পেলে,
ঘোচে তার ভব-ভাবনা;
অন্তিমে কলসী কাঁচা, বাঁশের মাচা,
বুঝি এবার তাও মেলে না ॥ ৪

বাউলের সুর।

মনে না বিবেক হলে, ভেক লইলে,
কেবল রে তার বিড়ম্বনা ॥
মনে তোর টাকা কড়ি, কোটা বাড়ী,
কিসে হবে সেই ভাবনা।
বাহিরে তিলোক ঝোলা, জপের মালা,
দেখে ত ভাই সে ভুল্‌বে না ॥
বাহিরে মোড়া মাথা, ছেঁড়া কাঁথা,
মনের মধ্যে কুবাসনা।
তাইতে মাগীর তরে, ভিক্ষা করে,
বেড়াও আসল ঠিক থাকে না ॥
কাঙ্গাল কয় কুবাসনা, মনের মধ্যে
থাকলে না হয় উপাসনা।
যদি বৈরাগী হতে, ইচ্ছা তবে,
ছাই কর ভাই কুবাসনা ॥ ৫

বাউলের সুর।

ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশী,
সত্যপথের সেই ভাবনা।
যে পথে চোর ডাকাতে, কোন মতে,
ছোঁবেনা রে সোণাদানা॥
সেই পথে মনোসাধে চল্‌রে পাগল,
ছাড় ছাড় রে ছলনা।
সংসারের বাঁকা পথে, দিনে রেতে,
চোর ডাকাতে দেয় যাতনা॥
দেখ আবার ছয়টি চোরে,
ঘুরে ফিরে লয় রে কেড়ে, সব সাধনা।
কখন ঝড় বাতাসে, উড়ে এসে,
জুড়ে বসে খরের ভাবনা॥
পরাণে সয় এত কি ঘোরপাতকী,
সহে যেন যমযাতনা॥
ফকিরচাঁদ ফকার কয় ভাই,
কি কর ভাই মিছামিছি পরভাবনা
চল যাই সত্যপথে, কোন মতে,
এ যাতনা আর রবে না॥ ৬

বাউলের সুর।

করিস্ তুই এত যতন, কেন রে মন,
মাটীর দেহ ছাপাই তরে।
শরীরে লাগলে ধূলা, ভাবিস জ্বালা,
মুছাস কত যতন কোরে;
সে শরীর কোথা রবে, কে ধোয়াবে,
যাবি যে দিন নদীর চরে॥
কোথা তোর রবে সাবান্,তেল পমেটম্,
ধরবে যে দিন শমন তোরে;
থাক্‌বে না আয়না চিরুণ, যার জোরে
মন, বেড়াস এমন টেরি কোরে॥
ওরে তুই ঘাটে গিয়ে, গামছা দিয়ে,
মাজিস দেহ যতন কোরে;
সে দেহ আগুণ দিয়ে, ছাই করিয়ে,
দেবে তোরে ছারেখারে॥
যে বদন বারে বারে, যতন কোরে,
দেখ রে মন আয়না ধরে;
সে মুখে বিমুখ হোয়ে, আগুণ দিয়ে,
পোড়াইবে জ্ঞাতিতে রে॥
ফকিরচাঁদ বলে রে মন, একি মরণ,
অসারকে সার ভাবিয়ে রে;
যেতে যম পারাবারে, পথ ভুলে রে,
মলি মন তুই গো-ভাগাড়ে॥ ৭

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

পরিশিষ্ট।

১।

ভৈরবী—একতালা।

আমায় ছুঁয়োনা'রে শমন,
আমার জাত গিয়েছে।
যে দিন রসনা আমার, কালী ব'লেছে ॥
আমি ছিলাম গৃহবাসী,
শ্যামা সর্ব্বনাশী,
আমায় সন্ন্যাসী করেছে।
মন রসনায় যুক্তি ক'রে,
কালীনামে একটা দল বেঁধেছে,—
ও তাই শুনে রিপুছয়,
মনে পেয়ে ভয়,
ও সেই দিনে ছেড়েছে ॥
একে মরি পুড়ে, তাহে চাকলা জুড়ে,
অনাহূত একটা রব উঠেছে,—
সাকিম জামনো, নরেশচন্দ্র
কালীনামে ভেক লয়েছে ॥
নরেশচন্দ্র।

বেহাগ—একতালা।

কেন সই এলাম বনে।
আমার বিফল ফুলশয্যা কৃষ্ণ অদর্শনে ॥
দেখ পূর্ব্ব দিক্ হইল প্রকাশ,
পশু পক্ষী ছাড়ে নিজ নিজ বাস,
নক্ষত্রমণ্ডল, ক্রমে অনুজ্জ্বল,
নিশানাথ যায় নিজ নিকেতনে।
আশা ছিল শ্যামের প্রেমরসসিন্ধু,
এবে দেখি তার নাহি রসবিন্দু,
না জেনে ধর্ম্ম, করে সে কুকর্ম্ম,
ব্যথা দেয় অবলার প্রাণে ॥
প্রজ্বলিত হৃদে কাম-হুতাশন,
আশার কলিকা হ'য়েছে দাহন,
বিনা মিলন-বারি, কিসে নিবারি,
মলাম মলাম সই তার অদর্শনে।
ধৈর্য্য ধর ধনি কোরোনা বিলাপ,
পাবে শ্যামধনে যাবে মনস্তাপ,
যোড় করি কর, কহে পীতাম্বর,
বাঁধা পীতাম্বর রাধার চরণে ॥
পীতাম্বর পাইন।

আলেয়া—যৎ।

এ মন-মহীরুহ-তলে,
তারা-ধরা ফাঁদ পেতেছি।
ভক্তি-দড়ি শক্ত ক'রে,
ফিকিয়ে ফাঁস বানায়েছি ॥

প্রেম-প্রীতি তায় আহার দিয়ে,
সাবধানে জন্ম আগুলেছি।
ছয় উৎপেতের চৌকি রেখে,
নয়ন মুদে বসে আছি ॥
এবার পড়লে কাঁদে মনের সাধে,
বাঁধবো চরণ তাই ভেবেছি।
কিন্তু গেল জীবন, নিকট মরণ,
ভাবনাতে সারা হতেছি ॥
ঘুচবে শেষ ভয়, অম্বিকা কয়,
এমন ভাগ্য কি করেছি ॥
শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।
জাঙ্গামোড়া— হুগলী।

নিম্নলিখিত দুইটী সঙ্গীত,—কলিকাতা-মাণিকতলা হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার সহকারি-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ইঁহার রচিত সঙ্গীত,—অভয়চরণ দাস ও যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রসিদ্ধ যাত্রার দলে প্রশংসার সহিত গীত হইয়াছে।

(১)

খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

মুক্তি যদি চাও, ভক্তিভরে পাও
নামে প্রাণ মাতাও, দিবা-বিভাবরী,
ধরায় সেই ভাগ্যবান, যাঁরে ভগবান্,
ভক্তি দেন দান, করুণা বিতরি ॥
কর্ম্মসূত্রে এই কর্ম্মক্ষেত্রে এসে,
কর্ম্ম কর সদা স্মরি হৃষীকেশে,
শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে,
আনন্দ বদনে, বল হরি হরি ॥
শুদ্ধ মনে সদা, শ্রীহরি প্রসঙ্গে,
কর আলাপন, সাধুজন সঙ্গে,
এ জীবন তরি, হরি প্রেম তরঙ্গে,
ভাসাও দেখি 'হেম' ধর্ম্মহাল ধরি ॥

---

(২)

সুরট—একতালা।

বিপদ সময়, শ্রীপদে আশ্রয়,
লয়েছি জননী ছাড়িব না আর।
পিতৃদত্ত ধন ও রাঙ্গা চরণ,
জীবনে মরণে সার করেছি এবার ॥
মা—মা বলে, ভেসে নয়ন জলে,
এসেছি তোর কাছে
ত্রিতাপ জ্বালায় জলে,
সান্ত্বনার ছলে, আপনার ছেলে,
তুলে নে মা কোলে, অভয়া তোমার ॥
হ'য়ে আত্মহারা, তত্ত্বময়ী তারা,
মত্ত প্রায় ভ্রমি, এই বসুন্ধরা,
ধরাধর-সুতা, এ পাপ জীবন ধরা,
ধরায় উপায় নাই আমার—
যদি গো জননী কুসন্তান হয়,
কুমাতা কখন সম্ভবত নয়,
সে আশায় তনয়, বেঁধেছে হৃদয়,
এসেছে তোর কাছে,
দুখ দূর কর তার ॥

বর্দ্ধমান—বেজুগ্রামের ১৩০৬ সালে ৺ শুভচণ্ডীর মেলায় থিয়েটারে গীত হইবার জন্য, বঙ্গবাসীর অন্যতম সম্পাদক সুকবি শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার মহাশয় এই গানটী রচনা করেন।

বেহাগ—একতালা।

শুন শুন সব দেবতা,—মম মনোব্যথা,—
কহি গো প্রাণের ভাষায়!
কহিতে বুক ফেটে যায়,
দুখে ভাসি আঁখির ধারায়!!
একি লীলা বুঝা দায়,
একা নলে চিত ধায়,
চারি দেব ছলনায়,—
চারি নল নর-কায়।
নিরমল নীল আকাশে,—
শারদ চন্দ্রমা হাসে,—
দূরে সে মধুর ভাসে,—
কভু কি সে আসে,—
প্রেম-আশে এ ধরায়?
সরসি কমল-পুঞ্জে,
মধু-আশে অলি গুঞ্জে,
যায় কি কেতকী-কুঞ্জে,
তার প্রেম সেকি চায়?
শুধু নয়ন-ভঙ্গীতে,
পারগো চকিতে, ভুবন মোহিতে,
তবে কি সাধ সাধিতে,
চাহ ভুলাইতে, অবলায় ছলনায়?
ক'রনা ছলনা, দিওনা বেদনা,
পুরাও বাসনা, ভাসাওনা নিরাশায়।
শিখাও সতীরে পতিরে সঁপিতে প্রাণ;
নল মম পতি, নল ধ্যান জ্ঞান;
নলেরে বরেছি, করেছি জীবন দান;—
রাখো প্রাণ, রাখো মান,—
সতীর সরম, ধরম সম্ভ্রম,
রাখো দেব করুণায়।
নর-রূপ পরিহর, নিজ দেবরূপ ধর,
কেবা নল নরবর,
দেখায়ে দাওগো আমায়।
দেবরূপ বিমোহন, ক'রে চখে দরশন,
নমিব পূজিব চরণ,
করিব মানস সফল তায়॥

ভৈরব—আড়াঠেকা।

যাচ্ছি আমি মায়ের কাছে,
কেউ ধ'রনা বারণ করি।
মায়ের ছেলে মা ডেকেছেন,
আর কি আমি থাকতে পারি॥
অনেকক্ষণ দেখি নাই মাকে,
রাখতে কি পারো আমাকে,
মায়ের প্রাণ কি ঠাণ্ডা থাকে,
তাইতো ডাকেন এত করি॥
মা আমার ব্রহ্মাণ্ডময়ী,
দেখনা দাঁড়ায়ে অই,
ডাকিতেছেন বিশ্বময়ী,
দয়াময়ী দয়া করি॥

করি মাতৃ স্তন্যপান, হব বীর বলীয়ান,
একবার পেলে পদে স্থান,
আর কিরে শমনে ডরি॥
শ্রীরামগোবিন্দ রায়, হরিপাল, হুগলী।

টোড়ী ভৈরবী—একতালা।

কি করি না করি, বুঝিতে না পারি,
কে করে বা করায়, না হয় অনুমান।
কি বলে কৌশলে, জীব-যান চলে,
এ যানের সম নাহি অন্য যান॥
দেখ, নিজের কর্তৃত্ব কেমন বা সাজে, ভাবিয়ে দেখ না সকল কর্ম্ম-কাজে, ভাবের বিপরীত, ঘটে যে সতত, দেখে কি দেখনা, ওরে মূঢ়মন॥
ঐহিকের সুখ ভাগ্যেরই উপর, যে ভাগ্য বেঁধেছ জন্ম-জন্মান্তর, তার বিপরীত, হয় কদাচিৎ, কর মন তার চিন্তা অকারণ॥
প্রকাশিবে, ভ্রান্ত! সে পুরুষ-কারে, কার্য্যক্ষেত্রে যাও কীর্ত্তি রাখি যারে, (সেই) উৎসাহ উদ্যম, অদৃষ্ট অধীন, কে পারে লঙ্ঘিতে বিধির বিধান॥
অজ্ঞানেরেই মূল অহং—এরই তরে, বুঝিয়ে বোঝনা কে করায় বা করে, হৃষীকেশ হরি হৃদয়-মাঝারে, বিরাজি করিছেন জীবে নিয়োজন।
সবিনয়ে শশী বলে বন্ধুজনে, কর্ম্মা-কর্ম্ম রাখি তাঁহারই চরণে, সযতনে ভবে ভবারাধ্য ধনে, ভবে আসা যাওয়া হবে সমাপন॥ ৭
শ্রীশশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়।
গোন্দলপাড়া চন্দননগর॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার।
জীবন জুড়ান ধন, হৃদি-ফুলহার॥
মধুর মূরতি তব, ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে সে মুখ-শশী জাগে অনিবার।
কি জানি কি ঘুমঘোরে,
কি চোক দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর॥
তবুও ভুলিতে হ'বে,
কি ল'য়ে পরাণ র'বে
কাঁদিয়ে চাঁদের পানে চাই বারে বার।
কুসুম-কানন মন, কেন রে বিজন বন,
এমন পূর্ণিমা নিশি যেন অন্ধকার,
হে চন্দ্রমা, কার দুখে,
কাঁদিছ বিষন্ন মুখে,
অয়ি দিগঙ্গনে, কেন কর হাহাকার॥
হয় তো হ'ল না দেখা,
এ লেখাই শেষ লেখা,
অচিন্ত্য কুসুমাঞ্জলি স্নেহ উপহার,—
'ধর ধর স্নেহ উপহার॥
বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী

নিম্নলিখিত দুইটী সঙ্গীত মানভূম-পুরুলিয়ার অন্যতম প্রসিদ্ধ উকীল স্বধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত। ইহাঁর নিবাস,—বর্দ্ধমান জেলায় মানকরের নিকটবর্ত্তী অমরারগড় গ্রামে।

(১)

ললিত বিভাস।

এই মাত্র খেদ, আজন্ম বিচ্ছেদ,
রৈল দীন সখা,—তোমায় আমায়।
গর্ভে যতক্ষণ, ততক্ষণ মিলন,
ভূমিষ্ঠ হইয়ে হারালাম তোমায়॥
যাব কোথা আমি এলাম কোথা হতে,
একথা জানিতে না পারি কোন মতে।
গেলে কোন পথে, মিলিব তোমাতে,
হেন চেষ্টা কিছু নাহি হয় হায়॥
ভবে সুখভোগী যাহার কৃপায়,
জানিতে তাহারে ইচ্ছা নাহি যায়,
যেন মন্ত্রমুগ্ধ, মহামায়ায় শুদ্ধ,
ছেদিবারে মায়া না পাই উপায়॥
সাধু সঙ্গ সদ্‌গুরু উপদেশ,
করিবারে পারে সে পথ নির্দ্দেশ,
কিন্তু তাহে নাহি করিবে আবেশ,
অবশ মানস অন্য পথে ধায়॥
ঘুরি ফিরি আসি বোড় বর্ত্ম-চক্রে
চড়িয়াছি যেন কুলালের চক্রে,
চক্রধারী যদি নাশ এই চক্রে,
নহিলে উমেশের আসা যাওয়া দায়॥

(২)

ললিত—একতালা।

সুযোগ পূজায়, এ জনমে আর,
হবেনা তোমার বুঝিলাম সার।
পূজোপকরণ কাষ্ঠ আহরণ,
কোথা পাবে ধন, সহায় কে তোমার॥
জনম মরণ অশৌচের বাধা,
গৃহে থাকি তোর ঘটে সর্ব্বদা,
তাহে দিন দিন, বিষয় কাজে লীন,
অবকাশহীন দিনে শতবার॥
বাহ্য পূজায় নাই ভাই প্রয়োজন,
মানসিক পূজার কর আয়োজন,
হৃদয়পদ্মপীঠে, করিয়া স্থাপন,
আনন্দেতে পূজা কর কর মার॥
নৈষ্ঠিকতা স্তব নৈবেদ্য প্রধান,
যত্নে দাও, কর শ্রদ্ধা ধূপ দান,
মায়ের সমীপ, জ্বাল জ্ঞান-দীপ,
রজনী দিবসে জ্বলুক অনিবার॥
ভকতিচন্দন করি বিলেপন,
প্রেম পুষ্প পদে কর রে অর্পণ,
কামাদি ছয় জন, বলির নিরূপণ,
বিবেক খড়্গাঘাতে কর রে সংহার॥
আত্মসমর্পণ সরুধির দান,
পূজার এই বিধান, হয়ে সাবধান,
কররে উমেশ পূজা সমাধান,
প্রাণ দক্ষিণা দাও পদে দক্ষিণার॥

গায়া ভৈরবী।

চল রে মন যেতে হবে,
কালের ঘরে কর্ত্তে চুরী।
যে ধন ধরেছে শিব,
হৃদয়েতে যত্ন করি॥
সে শ্যামা সর্ব্বস্ব ধন,
লয়েছে সেই পঞ্চানন,
পায় না কেহ অন্য জন,
নিজে কর্চ্চে খবর দারি॥
দ্বিজ নীলাম্বরের মন,
নিতে যদি পারো ধন,
তুচ্ছ করি শমনেরে,
চলে যাবো ডঙ্কা মারি॥

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।

সুরট মল্লার—একতালা।

এ আবার কি বেশ, মন্মথ মনেশ, মনচোরা বেশ কই বংশীধারী।
তোমার কৈ হে পীতধড়া, চূড়া গুঞ্জ-বেড়া, কি ভাবেতে আজি হলে দিগম্বরী॥
বাঁক নয়ন কই বাঁকা অঙ্গ কই, বাঁকা রঙ্গ কই বাঁকা ভঙ্গ কই, হেরি শোণিত-তরঙ্গ, ওহে কাল-অঙ্গ, রঙ্গ ভঙ্গ তোমার বুঝতে নারি।
ব্রজবালা-মনোহরা-হাসি কই, কুল-বালা—কুলনাশা-বাঁশি কই, (হেরি) লোলরসনা, বিকট দশনা অসি ধরি কেন হরি;—কৈ হে বামে শোভা রাধা বিনোদিনী, যার নামে বাঁশরী সাধে গুণমণি, (যে নাম) চূড়ায় রাখতে লিখি, অঙ্গে মাখামাখি, বাঁকা আঁখি (কই) সে রাই কিশোরী॥
হেরি মুণ্ডের কুণ্ডল গলে মুণ্ডমালা, করে মুণ্ড দোলে পদে পাগল ভোলা, (তোমার) বন মালা গলে, কৈ হে চিকণ কালা, কালরূপের যাই মাধুরী, কৈ সেই বিনোদ কান্তি লাবণ্য লহরী, হাস্য আস্যে কেন রুধিরাক্ত হেরি, কালীপ্রসন্নের ভাবনা, শ্যাম কি আমার শ্যামা; শ্যামা কি শ্যামচাঁদ, তাই বুঝতে নারি॥

৺ কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
কলসা—বৰ্দ্ধমান।

আলেয়া—একতালা।

তারিণী দিলে না দিলে না দিন।
তারা তারা তারা জপি সারা দিন।
নানা উপসর্গে, দিন যায় মা দুর্গে,
পরিবারবর্গের, পরিশোধি ঋণ।
গেল না গেল না বিষয় বাসনা,
হল না মলিনা তব উপাসনা,
শঙ্করী সর্ব্বাণী শিবে শবাসনা,
রটে না রসনায় ভ্রমে এক দিন।
দ্বিজ দাস অভিলাষী এই তারা,
পূর্ণানন্দে পূর্ণ কর নয়ন-তারা,

সদানন্দে রেখো সদানন্দ দায়া, ॥
নিরানন্দ ধরায় ভেবে হলাম ক্ষীণ ॥
বিপ্রদাস তর্কবাগীশ।

ব্যঙ্গ কবি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একণে অনেকেরই সুপরিচিত। নিম্নের দুইটী গান তাঁহারই রচিত।

(১)

খাম্বাজ—দাদরা।

হেসে নাও এ দু-দিন বইতো নয়।
কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়।
ফোটে ফুল গন্ধ ফোটে তায়,
তুলে নাও এখনি সে ঝরে যাবে হায়;
গা ঢেলে দাও মধুর মলয় বায়,
এলে মলয় পবন ক'দিন রয়।
আসে যায় আসে ফের জোয়ার,
যৌবন আসে, যায় সে কিন্তু
ফেরে নাক আর;
পিয়ে নাও যত মধু তার,
আহা যৌবন বড় মধুময়।
আছে তো জীবন ভরা দুঃখ,
আসে তায় প্রেমের স্বপন
দু-দণ্ডেরই সুখ,
হারাওনা হেলায়ে সে টুক,
ভালবাস ভুলে ভাবনা ভয় ॥

---

(২)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আছে একটা ভারি কালো পাখী,
ও তার আছে দুটো কালো পাখা।
কবিরা তারে কোকিল বলে,
আর ফাল্গুন চৈত্রে তার
বদ অভ্যেস ডাকা।
তার ডাকে প্রাণ হা হুতাশ করে,
বিরহিনীরা সব আছড়ে পড়ে,
আর কান্ত বিনে সে পাখী স্বরে,
তাদের জীবনটা ঠেকে ফাঁকা ফাঁকা।
ও সেই পাখা কত সর্বনেশে,
সে গেল বাঁধায় ফাল্গুন চৈত্রে এসে,
ভাগ্যিস্ নয় সে বারমেসে,
তা হলে মুস্কিল হ'ত বেঁচে থাকা ॥

কবির সুর।

গোবিন্দের পদারবিন্দ
হৃদয়ে করে ধারণ,
নির্জ্জনে শ্যামধনে করেছি অঙ্কন।
লিখে ত্রিভঙ্গের শ্রীঅঙ্গ,
লিখি নাই যুগল চরণ।
সখি শোন্ গো শোন্,
লয়ে গিয়ে শ্যামে মথুরায়,
আনুলে না পুনরায়,
আমায় সচল দিয়ে অচল

হয়ে রইলো মথুরায় ;
তাতেই বিরদয় পদদ্বয় লিখি নাই।
সই সময় যখন মন্দ হয়,
চিত্র ময়ূরে হার খায়,
এ কথা বিচিত্র নয়,
পাছে চিত্র শ্যাম মধুপুরে চলে যায়,
তাইতে পদদ্বয় লিখি নাই ॥
ধীরাজ।

পরিশিষ্ট

২।

টোড়ি—আড়াঠেকা।
আর অভিমান করিসনে মা,
ক্ষমা দেগো ও শঙ্করি।
দুনয়নে বহে ধারা,
মা হয়ে কি সইতে পারি।
তুমি নও সামান্যা কন্যা,
ভবদারা ত্রিলোকমান্যা,
আছি মা তোমারি জন্য,
পথ নিরীক্ষণ করি ॥
মদন মাষ্টার।

মিশ্র আলেইয়া—দাদ্‌রা।
যাও যাও যাও কালাচাঁদ,
হেথা এসনা।
ঘুমের ঘোরে নিশিভোরে,
(তুমি) কোথা হতে এলে বল না ॥
একি হরি একি দেখি
(তোমার) ঢুলুঢুলু দুটী আঁখি,
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাও, হেথা এসনা।
রাই রাজা দিবেন সাজা,
মনে তাকি তুমি ভাবো না ॥

মূলতান—ঢিমে তেতালা।
শ্যাম, চরণ ছাড়িয়ে কেন দাওনা।
আমি কি রূপসী তার, আমা হতে আছে আর, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কেন যাওনা।

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে বসি, পোহাইলে সকল নিশি, এখন, প্রভাতে এসেছ বুঝি দিতে বেদনা ॥

কত কোটি চন্দ্র চন্দ্রাবলীর মুখে, তব চাঁদমুখে তুলনা পায় না;—সে চাঁদ চকোর হ'য়ে, আছে ভূমে লুটাইয়ে, ছি ছি! তা দেখিয়ে লাজ পাওনা।

সীমন্তিনীর সিঁতের সিঁদুর, তব শিরে চিহ্ন দেখিতে পাওনা,—হে নাগর, তোমারে বলি, ঐ চিহ্নে লাগুবে ধূলি, ছি ছি শ্রীহাত তুলিয়ে লওনা ॥ বদন অধিকারী।

খাম্বাজ—একতালা।

কি কর কি কর, শ্যাম নটবর,
যাই সব নিজ কাজে।
চপল নয়ন, শর বরিষণ,
করোনা হৃদয়ে বাজে।
মোরা কুলবালা গোপললনা,
তুমি কি শ্যাম জেনেও জাননা,
ধরোনা ধরোনা ছুঁওনা ছুঁওনা,
ছিছি সব হরি মরি লাজে।
তুমি হে শ্যাম বাঁকা ত্রিভঙ্গ,
কখন করনি রমণী-সঙ্গ,
ঠেকেনা যেন অঙ্গে অঙ্গ,
ছাড় হরি পথ মাঝে॥

ঢিমে তেতালা।

ছুঁওনা কালা, কালো হ'বে আমার অঙ্গ।
কালো হ'বে আমার অঙ্গ॥
আমরা গোপেরি নারী,
গোকুলে বসতি করি,—
করি নাকো পুরুষেরি সঙ্গ।
পথ ছাড় গৃহে যাই,
গগনে আর বেলা নাই।
ছিছি কালা একি তব রঙ্গ॥

কাশ্মীরে—খেমটা।

যমুনা পুলিনে বসে,
কাঁদে রাধা বিনোদিনী॥
বিনে সেই রাকা শশী,
বাঁকা শ্যাম গুণমণি॥
শুকাল কমল মালা,
বাড়িল বিরহ জ্বালা।
কাঁদে যত ব্রজবালা,
বিনে শ্যাম গুণমণি॥

খাম্বাজ—একতালা।

আর কি সময়, নাহি রসময়,
বাজাতে মোহন বাঁশী।
তোমারে হেরিতে, কাননে আসিতে,
নিরন্তর অভিলাষী॥
সদা গুরুজন নিকটেতে রই,
বাঁশীরব শুনে ব্যাকুলিতা হই,
মনোদুখ আর কাহারে না কই,
আঁখি-নীরে সদা ভাসি।
না জানি বাঁশী কিবা গুণ ধরে,
বারেক বাজায়ে মন-প্রাণ হরে,
না দেয় আমারে, থাকিতে সে ঘরে,
করে সদা উদাসী॥
কে বলে সরল বাঁশী তোমারি,
তাহলে কি লয় মন-প্রাণ হরি,
ছাড়না ছলনা, কপট শ্রীহরি,
শ্রীমতী তোমারি দাসী॥

পরিশিষ্ট

৩।

ঝিঁঝিট—খেমটা।

হাসরে যামিনি হাস
প্রাণের হাসিরে।
আজ পেয়েছি যারে,
তারে ভাল বাসিরে॥
মুচকে হাস কুসুম কলি,
মন্ খুলে তাই তোমায় বলি,
প্রাণ বয়ে যায়, সুধার রাশি,
সুধা হাসিরে॥

কাফি-সিন্ধু—যৎ।

বিধুবদন কেন, মলিন এমন।
অঞ্চলে ঢেকেছ কেন চঞ্চল নয়ন॥
হেন নিরজনে, বসি সুলোচনে,
কেন করিছ রোদন।
তড়িত জড়িতা, যেন স্বর্ণলতা,
শোভিছে সখি এখন॥
দেখলো সজনি, আসিছে রজনী
পরি রজত বসন।
নবীনা যুবতী, হাসে বসুমতী,
তুমি কাঁদ কি কারণ॥

মোহিনী—একতালা।

কেঁদেছি পরের প্রাণে
আপন প্রাণে হাসি নাই।
এস সই চাঁদের পানে,
চেয়ে চেয়ে প্রাণ জুড়াই॥
জ্বলে ঐ জ্বলে তারা,
যামিনী মাতুয়ারা,
কুসুমে লোভে ভ্রমরা
গুণ গুণ শুন্‌তে পাই॥

খাম্বাজ—খেমটা।

(ওলো) আয় লো অলি, কুসুম তুলি,
ভরিয়ে ডালা।
করে যতন, চারু চিকণ,
গাঁথবো লো মালা॥
দিব সজনী সখীর গলে,
প্রাণ জুড়াবে রাজবালা॥
মালার মতন, মোহন বাঁধন,
নাইক সখি আর—
প্রেম-বাঁধনে, পতি-রতনে,
বাঁধব সখী বিরাট-বালা॥

পিলু—খেমটা।

চাইবো না লো কুসুম পানে
চাইব না লো আর।
চাইলে পরে শুকয়ে যাবে
ফুটবে না সে আর।

এ ফুল যখন ফুটবে ধনি,
শোভা হবে কমলিনী,
ও তার মন-মজানো হৃদয়খানি,
সুখের পারাপার ॥

বেহাগ—একতালা।

যুবক যুবতী জাগ যামিনী যে যায় রে।
মদন শাসনে কেবা নিশীথে ঘুমায় রে।
সুখতারা প্রকাশিবে,
বিভাবরী প্রভাতিবে,
কুমুদী মুদিত হবে বিচ্ছেদের দায় রে।
ওই যে গোলাপ ফুল,
সৌরভে করে আকুল,
কালি সে ঝরিয়া যাবে,
কে তাহারে চায় রে ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

দারুণ মানের ভরে
করেছি তার অপমান।
অস্থির হয়েছি প্রাণে,
সই তারে ডেকে আন ॥
মানেতে হইয়ে হত,
কুবাক্য বলেছি কত,
ঐ যায় প্রাণনাথ,
মানের উপর করে মান ॥

পরিশিষ্ট

৪।

ইডেন-বন-বিলাসিনী খেঁদি আমাদের।
খেঁদি আমাদের, খেঁদি আমাদের,
আমরা খেঁদির, খেঁদি সকলের।

শুক বলে, আমার খ্যাঁদা কল্কি-অবতার, শারী বলে, আমার খেঁদি কিম্ভূত কিমাকার,
নইলে মানাবে কেন?

শুক বলে, আমার খ্যাঁদা কেমন সাবান মাখে, শারী বলে, আমার খেঁদি পাউডারে রং ঢাকে,
কোথায় সাবান লাগে ॥

শুক বলে, আমার খ্যাঁদার বামে টেরি কাটা, শারী বলে, খেঁদির মাথার মাঝখানেতে ফাটা,
সিঁতের বাহার কত?

শুক বলে, আমার খ্যাঁদার ফ্রেঞ্চ-কাট হেয়ার, শারী বলে, আমার খেঁদি করে নাকো কেয়ার,
কারল্ কুঁকড়ে পড়ে।

শুক বলে, আমার খ্যাঁদার পমেটম চুলে, শারী বলে, খেঁদির চুলে, কত বঁধু ঝোলে,
কোথায় খ্যাঁদা লাগে।

শুক বলে, আমার খ্যাঁদা হ্যাট-কোট পরে, শারী বলে, আমার খেঁদি আড়ঘোমটা মারে,

ঘোমটার বাহার কত!

শুক বলে, আমার খ্যাঁদা তান ধরিয়ে দেয়, শারী বলে, আমার খেঁদি গাহনাতে মাতায়,

সে যে মিঠে আওয়াজ।

শুক বলে, আমার খ্যাঁদা পুরুষের মণি, শারী বলে, আমার খেঁদি ত্রৈলোক্য-তারিণী,

খ্যাঁদার মাথায় থাকে।

শুক বলে, আমার খ্যাঁদা কোর্টসিপ করে, শারী বলে, সেতো কেবল আমার খেঁদির তরে,

নইলে কিসের লাগি।

শুক বলে, আমার খ্যাঁদা বড় চাকরি করে, শারী বলে আমার খেঁদির সুপারিসের জোরে,

খ্যাঁদায় চেনে কেরে।

শুক বলে, আমার খ্যাঁদা খবরের কাগজ লেখে, শারী বলে, আমার খেঁদি প্রেমের নাটক লেখে,

দুয়ের কোন্‌টা ভাল?

শুক বলে, আমার খ্যাঁদার রূপে ঘর আলো, শারী বলে, আমার খেঁদির চোখেই জগৎ মলো,

রূপে গুমর কি লো।

সম্পূর্ণ।

রাজ্যেশ্বর রাজা

এবং

কুটীরবাসী কৃষক

সকলেই ইহার পক্ষপাতী।

***

হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টান

সকলেই ইহার পক্ষপাতী।

***

শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত, স্ত্রীলোক এবং বালক

সকলেই ইহার পক্ষপাতী।

***

ইংরেজ-পুরুষ বিশেষতঃ ইংরেজ-মহিলা

ইহার সবিশেষ পক্ষপাতী।

***

ঢাকার সেই ভূতপূর্ব্ব বান্ধব-সম্পাদক,—সেই বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান সংস্কারক,—রায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর এ সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন,—দেখুন না কেন?—

"আপনার বিজয়া বটিকা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমার উপদেশক্রমে অনেকেই উহা ব্যবহার করিয়াছে এবং ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাইয়াছে। ভাওয়ালের রাজা বিজয়া বটিকার নিতান্ত পক্ষপাতী। তিনি বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া নিজে বিশিষ্ট উপকার লাভ করিয়াছেন এবং পোষ্য-পরিজনের মধ্যে অনেককে উহা সেবন করাইয়া, উপকারিতা দর্শনে প্রীত হইয়াছেন। এবার শারদীয় পর্ব্বাকাশের একটুকু পূর্ব্বে, রাজার সহিত আমার বিজয়া বটিকার কথা লইয়া আলাপ হইয়াছিল। তখন তিনি শতমুখে উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।"

* * *

২৭ পরগণার অন্তঃপাতী শ্যামনগর—রাহুতানিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, এ সম্বন্ধে কলিকাতা ১২ নং পটুয়াটোলা লেনস্থ—সেই

সুপ্রসিদ্ধ টি, এন, মুখুর্য্যে মহাশয়কে

যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, সে পত্রখানিও একবার পাঠ করুন ;—

"মহাশয়, বহু দিন পর্য্যন্ত পুরাতন জ্বর ভোগ করিয়া আমার মাতাঠাকুরাণী মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। এ যাত্রা রক্ষা পাইবার তাঁহার কিছুমাত্র আশা ছিল না। অন্যান্য নানাবিধ চিকিৎসায় কোন উপকার হয় নাই। অবশেষে আপনি অনুগ্রহ করিয়া এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া আমাকে প্রদান করেন। এই বটিকা অল্প দিন ব্যবহার করিয়াই আমার মাতা ঠাকুরাণী সম্পূর্ণভাবে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। তিন বৎসর বয়স্কা আমার ভ্রাতৃকন্যাও বহুদিন হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিল ; একেবারে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গিয়াছিল। এই কৌটা হইতে তাহাকেও গুটিকতক বটিকা সেবন করাই। সেও আরোগ্য-লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় নামক আমার একজন মূক-বধির ও অন্ধ প্রতিবাসী যুবকও ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিল। এই কৌটা

হইতে তাহাকে চারিটী বটিকা আমি প্রদান করি। কেবল এই চারিটী বটিকা সেবন করিয়া জ্বর হইতে সে মুক্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক আমাদের আর একজন প্রতিবাসীও অনেক দিন পর্য্যন্ত জ্বরে ভুগিতেছিলেন। এই কৌটা হইতে আমি তাঁহাকে গুটিকতক বটিকা প্রদান করি। তিনিও আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। এই কৌটাতে চারিজন লোক রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। অবশিষ্ট এখনও গুটিকতক বটিকা আছে। অধিক আর কি লিখিব, আমাদের দেশে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। সকলেই বলিতেছেন যে, এমন অদ্ভুত ঔষধ কেহ কখন দেখে নাই।"

বিজয়া বটিকার প্রাপ্তি-স্থান।

প্রথম,—আদিস্থান অর্থাৎ ঔষধের উৎপত্তি স্থান, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেড়ুগ্রামে একমাত্র স্বত্বাধিকারী—জে, সি, বসুর নিকট প্রাপ্তব্য।

দ্বিতীয়,—কলিকাতা পটলডাঙ্গা ৭৯ নং হারিসন রোড বিজয়া বটিকা কার্য্যালয়ে একমাত্র এজেণ্ট বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।